

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া
আন-নববী (রহ.)

রিয়াদুস সালেহীন

১-৪ খণ্ড একত্রে

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ)

রিয়াদুস সালেহীন

(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

অনুবাদক

হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইন্টারনেটে প্রকাশক :

ইসলামী বই

<http://IslamiBoi.wordpress.com>

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র : বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ফোন : ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

রিয়াদুস সালাহীন

(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ)

অনুবাদক : হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশকাল :

প্রথম : মার্চ : ২০০৮

রবিউল আউয়াল : ১৪২৯

চৈত্র : ১৪১৪

প্রকাশক :

মোস্তাফা আমীনুল হসাইন

প্রচ্ছদ শিল্পী :

আবদুদুয়াহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস :

মোস্তাফা কম্পিউটার্স

১০/ই-এ/১ মধুবাগ

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ :

আফতাব আর্ট প্রেস,

২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-33-0 (set)

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

ইসলামে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র বলা হয় সেই জ্ঞান-সম্পর্কে যার সাহায্যে রাসূলে আকরাম (স)-এর কথা, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রগতি লাভ করা যায়। সেই সঙ্গে যে কাজ তার উপস্থিতিতে সম্পাদন করা হয়েছে, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নিষেধ করেন নি, এমন কাজও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। এক, ইলমে রওয়ায়েতুল হাদীস, দুই ইলমে দেবায়াতুল হাদীস। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশ্বদ্ধতা নির্ধারণে যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। কুরআন মজীদে বিশ্বদ্ধতা রক্ষার জন্যে সাহায্যে কিরাম যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীসের বিশ্বদ্ধতা রক্ষার জন্যেও অনেকটা সেরূপ চেষ্টাই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ গ্রন্থের দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছে।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশ্বদ্ধতা রক্ষার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা ও সাধনা করেছেন। ইমাম নববী (রহ) এই গ্রন্থের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস সাধনে যে পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি ফিকাহর দৃষ্টিতে হাদীসের বিন্যাস করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে কুরআনে পাকের সংশ্লিষ্ট আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে হাদীসের এই সংকলনকে তিনি সর্বতোভাবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এর ফলে হাদীসের এই গ্রন্থটি বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব উপযোগিতা বিবেচনা করে আমরাও এর অনুবাদ প্রকাশ করলাম। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের ফরিয়াদ তিনি যেন আমাদের এ নগণ্য প্রয়াসকে কবুল করেন এবং আগ্রহী পাঠকদেরকে রাসূলে আকরাম (স)-এর হাদীসের মর্মবাণী উপলব্ধির সুযোগ করে দেন।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

‘রিয়াদুস সালাহীন’ একখানি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থটির সংকলক প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ) হিজরী সপ্তম শতকের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। তাঁর আদর্শ জীবন ধারা ও অনন্য জ্ঞান সাধনার দরুন তিনি সমকালীন মুসলিম সমাজে অত্যন্ত মর্যাদার আসন লাভ করেন। রাসূলে আকরাম (স)-এর জীবন ধারা অনুসরণে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো পদ-পদবী, অর্থ-বিস্ত বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির কাঙাল ছিলেন না। কোনো সরকারী সাহায্য বা আনুকূল্য লাভেরও তিনি কোনো তোয়াক্কা করেন নি, তিনি ছিলেন আত্মাহুতে নিবেদিত প্রাণ এক মহান ব্যক্তিত্ব। আত্মাহুত বন্দেগী ও ইসলামের খেদমতই ছিল তাঁর একমাত্র জীবন সাধনা।

ইমাম নববীর ‘আসল সাম ইয়াহইয়া, ডাকনাম আবু যাকারিয়া এবং উপাধি মুহিউদ্দীন। তিনি ৬৩১ হিজরীর ৫ মুহাররম সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের অদূরবর্তী নাবওয়া নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দামেশকে চলে আসেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি দামেশকের রাওয়াহা নামক মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে দু’ বছর অধ্যয়ন করেন।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি ইমাম নববীর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি উস্তাদদের কাছে দৈনিক ১২টি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। তার প্রধান বিষয়গুলো ছিল : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাহু, সরফ, মান্তিক, উসূলে ফিকাহ, আসমাউর রিজাল প্রভৃতি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোনো বিষয় একবার পাঠ করলেই তা দীর্ঘকাল তাঁর স্মৃতিপটে জাগরুক থাকত। তিনি ৬৫০ হিজরীতে পিতার সাথে হজ্জ পালনার্থে মক্কা ও মদীনা সফর করেন। এই সফর কালে তিনি মদীনার শেঠ আলেমদের সান্নিধ্যে আসেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি ফিকাহ, উসূল, হিকমত ও ন্যায়শাস্ত্রেও দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদদের মধ্যে কয়েকজন হলেন :

- (১) আবু হাফস উমর ইবনে আসআদুর রিবঈ, (২) আবু ইসহাক ইব্রাহীম মুরাদী
- (৩) আবু ইবরাহীম ইসহাক ইবনে আহমদ আল মাগরিবী (৪) আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে নূহ আল মাকদিসী (৫) আবুল হাসান আরমিলী (৬) আবু ইসহাক ওয়াসিতী (৭) আবুল বাকা খালিদ ইবনে ইউসুফ নাবিসী (৮) দিয়া ইবনে তাহ্মাম হানাফী (৯) আবু আবদুল্লাহ জিয়ানী (১০) আবুল আব্বাস আহমদ মিসরী (১১) আবুল ফাতাহ উমর ইবনে বুনদার (১২) আবুল আব্বাস মাকদিসী (১৩) আবু আবদুর রহমান আনবারী (১৪) আবু মুহাম্মদ তানুখী (১৫) আবু মুহাম্মদ আনসারী (১৬) আবুল ফারাজ মাকদিসী।

ইমাম নববী ছিলেন একজন দূরদর্শী আলেম ও মননশীল লেখক। ৪৫ বছরের সীমিত জীবন কালে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো : (১) সহীহ বুখারীর শারহে কিতাবুল ইমান, (২) আল-মিনহাজ ফী শরহে মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, (৩) কিতাবুর রাওদা, (৪) শরহে মুহাযযাব, (৫) তাহযীবুল আসমান ওয়াস সিফাত, (৬) কিতাবুল আযকার, (৭) ইরশাদ ফী উলুমিল হাদীস, (৮) কিতাবুল মুবহামাত (৯) শারহে সহীহ বুখারী, (১০) শরহে সুনানে আবী দাউদ, (১১) তাবাকাতে ফুকাহায়ে শাফিঈয়া, (১২) রিসালাহ ফী কিস্মাতিল গানাহঈম, (১৩) ফাতাওয়া, (১৪) জামিউস সুন্নাহ (১৫) খুলাসাতুল আহকাম, (১৬) মানাকিবুশ শাকিঈ, (১৭) বুস্তানুল আরেফীন, (১৮) মুখতাসার উসদুল গাবাহ, (১৯) রিসালাতুল ইস্তাতিহাবিল কিয়াম লিআহলিল ফাদল এবং (২০) রিয়াদুস সালেহীন।

এই শেখোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ‘রিয়াদুস সালেহীন’ রাসূলে আকরাম (স)-এর এক হাজার নয় শত তিনটি হাদীসের একটি বিশাল ও অভুলনীয় সংকলন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিক-নির্দেশিকা হিসেবেই ইমাম নববী এই হাদীসগুলো নির্বাচন করেছেন। এতে মানুষের নৈতিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যবহারিক জীবনের তামাম উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এদিক থেকে সংকলনটি একজন মুসলমানকে যথার্থ ইসলামী জীবন গড়ার ব্যাপারে কার্যকরভাবে সহায়তা করবে। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অনুচ্ছেদগুলো বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকে। এর প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে তরজমাসহ কুরআনের একটি বা একাধিক আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলোর এই বিন্যাসে ইমাম নববী মানব চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং তার সমস্যাবলীকে খুব সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি যেমন সকল বয়সের পাঠকের জন্যে সুখপাঠ্য হয়েছে। তেমনি পাঠকরাও একে গভীর আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছেন।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি পৃথিবীর নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকদের চিত্ত ক্ষুধা নিবারন করে চলেছে। বাংলাভাষায়ও এর একাধিক তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অসাধারণ গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরাও পাঠকদের হাতে একটি নতুন অনুবাদ তুলে দিলাম। আমরা প্রত্যাশা রাখি, আমাদের এ অনুবাদও সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি কাড়তে এবং মূল্যবান গ্রন্থটির রস পরিবেশন করতে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, ভুল-ত্রুটি মানুষের নিত্যকার সঙ্গী। গ্রন্থটির অনুবাদ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদেরও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকরা যদি আমাদের ভুলত্রুটির প্রতি আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে আমরা তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকাবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমার আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার ন্যায় এক নগণ্য ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন এবং একে আমার পরকালীন নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনয়াবত
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

রিয়াদুস সালাহীনের ভূমিকা (ইমাম নববী লিখিত)

সমগ্র তারিফ ও প্রশংসা মহিমাষিত আল্লাহর জন্যে। তিনি এক ও একক- লা- শরীক। তামাম বিশ্বজুড়ে তাঁর প্রবল প্রতাপ। আপন বান্দাদের সহজাত ভুল-ত্রুটির প্রতি তিনি ক্ষমাশীল। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি রাতেও পর্দা দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। তিনি হৃদয়বান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এর ভেতর শিক্ষা ও উপদেশের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির ভেতর থেকে থাকে নির্বাচন করেছেন, তাকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত করে দিয়েছেন। এবং তার হৃদয়-চক্ষুকেও উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি মুরাকাবায় আত্মনিমগ্ন থাকে, আল্লাহর সত্তায় আত্মলীন হবার আকাংক্ষায় সে খোদায়ী আনুগত্যে সর্বদা মশগুল থাকে। জান্নাত লাভের প্রবল অগ্রহে সে সর্বক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে নিরত থাকে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি সে চক্ষু বন্ধ করে রাখে। অনুরূপভাবে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে হামেশা সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। সে এ ব্যাপারেও আল্লাহর শোকর আদায় করে যে, অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি তাকে ধীন ইসলামের সহজ-সরল পথে অবিচল থাকার তওফিক দান করেছেন। অতএব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, যিনি দয়াবান অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর বন্ধু ও তাঁর প্রিয়পাত্র; যিনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন, এবং নির্ভুল ধীন তথা জীবন পদ্ধতির দিকে আহবান জানিয়েছেন, তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, সেই সঙ্গে তামাম নবী রাসূল (আ), তাঁদের সকল পরিবারবর্গ এবং সকল পূণ্যবান সংকর্মশীল লোকদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا -

‘আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী (দাসত্ব) করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি; আমি তাদের কাছে থেকে যেমন কোন প্রত্যাশা করিনা, তেমনি তারা আমায় পানাহার করাবে তাও চাইনা।’

এ থেকে জানা গেল যে, জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, বন্দেগী বা দাসত্ব করা। অতএব তাদের কর্তব্য হলো, যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই তারা নিরত থাকবে। এবং পার্থিব লক্ষ্য অর্জন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। প্রত্যেকের মনেই একথা দৃঢ়মূল করে নেয়া দরকার যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল এক জগত। এর কোনো চিরস্থায়িত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে দ্রুত ধাবমান সওয়ায়ীর মতো। এটা আনন্দ-উৎসবের কোনো স্থান নয়, এটা এমন এক সরোবর, যার পানি একদিন না একদিন শুকিয়ে যাবেই। এ কারণে দুনিয়ায় আল্লাহর

বন্দেগী করার যোগ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগায় এবং দুনিয়ার আকর্ষণ ও চাকচিক্যকে এড়িয়ে চলে।

মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ط حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ
عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

পার্শ্বিক জীবনের দৃষ্টান্ত হলো এ রকম, আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম তার শাহায্যে (দুনিয়ার বুকে) বৃক্ষ-লতা বেশ ঘন হয়ে উঠল যা মানুষ ও পশুকুল আহার করে থাকে, এমন কি সেই ভূমি যখন সজীবরূপে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে উঠল এবং তার মালিকরা মনে করে বসল যে, তারা এর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ঠিক তখন কোনো রাতে কিংবা দিনে আমাদের ভয়ংকর হুকুম (আযাব) জারী হলো। তারপর আমরা সেগুলোকে এমন শুকনা খড়কটোয় পরিণত করলাম যেন সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। এভাবেই আমরা এমন লোকদের জন্যে নির্দর্শনগুলোর উল্লেখ করছি, যারা চিন্তা-ভাবনা পোষণ করে

(সূরা ইউনুস : ২৪)

এই ধরনের আয়াত (কুরআনে) প্রচুর পরিমাণে বর্তমান রয়েছে। একজন কবি এই ধরনের বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ : “নিঃসন্দেহে আল্লাহর সমজদার বান্দাহ তারা যারা দুনিয়াকে বিদায় জানায়, অশান্তি ও ফিতনার প্রশ্নে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, দুনিয়ার প্রশ্নে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীতি হয় যে, এ দুনিয়া মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। তারা এ দুনিয়াকে গভীর সমুদ্র জ্ঞানে ভাসান তাদের সৎকর্মের তরী।

অতএব, দুনিয়ার অবস্থা যখন জানা গেল এবং আমাদের অবস্থাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সর্বোপরি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন প্রতিটি বিচক্ষণ লোকের কর্তব্য হলো নিজেকে সৎলোকদের পথে চালিত করা এবং যথার্থ বুদ্ধিমান লোকদের পথ অনুসরণ করা এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা। অতএব, তার জন্যে সবচেয়ে নির্ভুল এবং সকল পথের চেয়ে নিকটতম পথ হলো সহীহ হাদীসসমূহ থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করা, যা সাইয়েদুল আওয়ালীন ও আখেরীন হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বিস্তৃত সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا - (المائدة : ২)

(ঈমানদারগণ)! পুণ্যশীলতা ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করে
(সূরা মায়দা : ২)

রাসূলে আকরাম (স) থেকে একটি বিত্ত্বক হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ -

একজন মুসলমান যতক্ষণ তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে নিরত থাকে,
ততক্ষণ আল্লাহ ও তার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে রাখেন।

(মুসলিম, নাসাই ও তিরমিযী)

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভাল কথা জানিয়ে দেয়, তদনুযায়ী যে কাজ সম্পন্ন হবে,
তার সওয়াব সেও পাবে।

(মুসলিম ও আবু দাউদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ سِتًّا -

‘যে ব্যক্তি (কাউকে) হেদায়েতের দিকে আহবান জানাবে, সেও হেদায়েত
এহণকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাতে দু’জনের কারো সওয়াবেই ঘাটতি হবেনা।

এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলেন :

فَوَاللَّهِ لَآنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِلَدِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

হে আলী! আল্লাহ যদি তোমার দ্বারা কাউকে হেদায়েত করেন, তবে সেটা তোমার
জন্যে (অতি মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম’

(বুখারী ও মুসলিম)

এছ রচনার কারণ

একদা আমার মনে ধারণা জন্মালো যে, বিত্ত্বক হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে
একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করবো। তাতে বিশেষভাবে সেইসব হাদীস অন্তর্ভুক্ত হবে,
যাতে আখিরাতের ভয় এবং তার জন্যে প্রত্নুতির আহ্বাহ বিদ্যমান থাকবে। পরন্তু তার
দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার কাজও সম্পন্ন হবে এবং উপদেশ ও প্রেরণার
সংমিশ্রিত মর্ম দ্বারা হৃদয় মর্মকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। আত্মিক সংশোধনের
জন্যে কি কি সাধনার প্রয়োজন, নৈতিক সত্তা কিভাবে সুসংস্কৃত হতে পারে, আত্মিক
ব্যর্থির চিকিৎসার জন্যে কোন কোন ওষুধের প্রয়োজন, হৃদয়ের মলিন্যকে কিভাবে
দূর করা যায়, কোন কোন পছা অবলম্বন করে আরেফ বা সাধকদের ইহসানের
পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, এই সব বিষয় সম্বলিত বিত্ত্বক হাদীস সমূহকে একত্র করা
হয়েছে, প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে এগুলোকে চয়ণ করা হয়েছে। এই সব
হাদীসের বিত্ত্বকতা ও খ্যাতির ব্যাপারে চার শো আলেমের সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান
রয়েছে।

বিন্যাস-ভঙ্গি

অনুচ্ছেদ বিন্যাসের পর প্রথমে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর সেই সব বিশুদ্ধ হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে নানা মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদগুলোর বিন্যাস করা হয়েছে। যেসব স্থানে কোনো আয়াত বা হাদীসে কঠিন শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যেসব স্থানে কোনো কঠিন শব্দ অনুপযোগী মনে হয়েছে সেখানে তা বর্জন করা হয়েছে।

উপসংহারে আমি প্রত্যাশা করি, এই গ্রন্থটি যদি পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়ে থাকে, তা হলে যে ব্যক্তিই গভীর মনোযোগের সাথে এটি পাঠ করবে, সে নেকী ও পুন্যশীলতার দিকে পথ-নির্দেশ খুঁজে পাবে এবং পাপাচার থেকে বেঁচে যাবে। পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তারা যখন এই গ্রন্থখানি পাঠ করবেন এবং এটি থেকে উপকৃত হবেন, তাঁরা যেন আমার পিতামাতার, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্যে দো'আ করেন। আল্লাহ ওপরই আমার ভারসা। তাঁর কাছেই আমি নিজেকে সোপর্দ করছি। তাঁর ওপরই আমার চূড়ান্ত নির্ভরতা।

حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

সূচী পত্র

অনুচ্ছেদ :

১. ইখলাসের বিবরণ সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন কাজে ইখলাস ও নিয়্যাত আবশ্যক / ২৭
২. তওবার বিবরণ / ৩৪
৩. ধৈর্যশীলতা (সবর) / ৫১
৪. সত্যনিষ্ঠা / ৬৯
৫. আত্মপর্যালোচনা (মুরাকাবা) / ৭১
৬. তাকওয়া (আল্লাহভীতি) / ৭৮
৭. ইয়াক্বীন ও তাওয়াক্কুল (দৃঢ় প্রত্যয় ও খোদা নির্ভরতা) / ৮০
৮. অবিচল নিষ্ঠা (ইস্তেকামাত) / ৮৭
৯. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা / ৮৯
১০. দ্বীনী কাজে প্রতিযোগিতা ও সদা তৎপরতা / ৯০
১১. মুজাহাদা (চূড়ান্ত মেহনত ও সাধনা) / ৯৩
১২. জীবনের শেষ পর্যায়ে বেশি বেশি দ্বীনী কাজে উৎসাহ প্রদান / ১০১
১৩. নানা প্রকার দ্বীনী কাজের বর্ণনা / ১০৪
১৪. আনুগত্যে ভারসাম্য রক্ষা / ১১৪
১৫. দ্বীনী কাজের হেফাজত / ১২১
১৬. সুন্নাতের হেফাজত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ / ১২৩
১৭. আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা ওয়াজিব / ১৩০
১৮. বিদ'আত বা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রচলন নিষিদ্ধ / ১৩২
১৯. ভালো কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন / ১৩০
২০. কল্যাণের পথে পরিচালনা এবং সঠিক বা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকা / ১৩৫
২১. পুণ্যশীলতা ও খোদাভীতিমূলক কাজে সহযোগিতা / ১৩৭
২২. নসীহত বা শুভাকাংক্ষা / ১৩৯
২৩. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ / ১৪০
২৪. যে ব্যক্তি (লোকদেরকে) ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু সে নিজে তদনুসারে কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে / ১৪৮
২৫. আমানত আদায় করার নির্দেশ / ১৪৯
২৬. জুলুম করা নিষেধ এবং জুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ / ১৫৫
২৭. মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহের সুরক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা পোষণ / ১৬৪

২৮. মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তা প্রকাশ না করা / ১৭০
২৯. মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা দান / ১৭১
৩০. শাফা'আত বা সুপারিশ প্রসঙ্গে / ১৭২
৩১. লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন / ১৭৩
৩২. দুর্বল ও গরীব মুসলমানদের ফযীলত / ১৭৬
৩৩. ইয়াতিম, কন্যা শিশু এবং দুর্বল, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত লোকদের সাথে সদয় ব্যবহার, আদর-স্নেহ, দয়া-অনুগ্রহ এবং বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন / ১৮১
৩৪. মেয়েদের প্রতি সদাচরণ / ১৮৬
৩৫. জীর ওপর স্বামীর অধিকার / ১৯০
৩৬. পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ / ১৯২
৩৭. আল্লাহর পথে উত্তম ও মনোপুত জিনিস ব্যয় করা / ১৯৪
৩৮. আপন সন্তানাদি, পরিবারবর্গ এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করা, তাদেরকে সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখা / ১৯৬
৩৯. প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা / ১৯৮
৪০. পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা / ২০০
৪১. বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া, তাদের কথা অমান্য করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষেধ / ২১১
৪২. মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, জী ও অন্যান্য সম্মাননা লোকদের সাথে সদাচরণ করার সুফল / ২১৪
৪৩. রাসূলে আকরাম (স)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মর্যাদার সুরক্ষা / ২১৬
৪৪. বয়স্ক আলেম ও সম্মানিত লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান, তাদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গ / ২১৮
৪৫. পুণ্যবান লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, তাদের বৈঠকগুলোতে উঠা-বসা, তাদের সাহচর্যে অবস্থান, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা, তাদের দিয়ে দোআ পরিচালনা, এবং বরকতময় ও মর্যাদাবান স্থানসমূহ পরিদর্শন / ২২৩
৪৬. আল্লাহর জন্যে ভালোবাসার ফযীলত এবং এ কাজে প্রেরণা দেয়া এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্যে যা বলা উচিত / ২৩১
৪৭. আপন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন এবং এসব গুণাবলী সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও অর্জন করার প্রয়াস / ২৩৫
৪৮. সং লোক, দুর্বল ও সর্বহারাদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী / ২৩৮

অনুচ্ছেদ ৪ :

৪৯. মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ধর্মীয় নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহর ওপর সমর্পণ / ২৩৯
৫০. আল্লাহর ভয় / ২৪২
৫১. আল্লাহর ওপর আশা-ভরসা / ২৪৯
৫২. আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা ও সু-ধারণা পোষণের সুফল / ২৬৬
৫৩. ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসার একত্র সমাবেশ / ২৬৩
৫৪. মহান আল্লাহর ভয়ে রোদন করা ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ / ২৬৯
৫৫. জীবন যাপনে দারিদ্র্য, সংসারের প্রতি আনসক্তি এবং পার্থিব সামগ্রী কম অর্জনে উৎসাহ প্রদানের ফযীলত / ২৭৩
৫৬. অনাহার-অর্ধাহারে দিন যাপন, সংসারের প্রতি আনসক্তি, পানাহার ও পোশাক-আশাকে অল্পে তৃপ্তি এবং প্রবৃত্তির আকর্ষণ পরিহার / ২৮৫
৫৭. অল্পে তৃপ্তি ও অমুখাপেক্ষিতা থাকা এবং জীবন যাপন ও সাংসারিক ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতার নিন্দা / ৩০৩
৫৮. হাত না পেতে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েয / ৩১০
৫৯. স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা / ৩১০
৬০. আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে কল্যাণময় কাজে ব্যয় করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতার সুফল / ৩১১
৬১. কার্পণ্যের নিন্দা ও তার নিষিদ্ধতা / ৩১৯
৬২. ত্যাগ স্বীকার, সহমর্মিতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দান / ৩১৯
৬৩. আখিরাতের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ এবং বরকতময় জিনিসের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা পোষণ / ৩২২
৬৪. কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য / ৩২৩
৬৫. মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আশার পরিধিকে সীমিত রাখা / ৩২৬
৬৬. করব যিয়ারত ও তার নিয়ম ও দো'আ / ৩৩০
৬৭. বিপন্ন অবস্থায় মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। অবশ্য দ্বীনি ফেত্নার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা / ৩৩১
৬৮. তাকওয়া অবলম্বন ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার সম্পর্কে / ৩৩৩
৬৯. সর্ববিধ অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং কাল ও মানুষের ফিত্নায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা / ৩৩৬
৭০. মানুষের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশার গুরুত্ব, কল্যাণময় মজলিসে উপস্থিত থাকা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করা, জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, অজ্ঞদের সঠিক পথ-নির্দেশে সহায়তা করা, সং কাজের আদেশ দেয়া ও অসং কাজ থেকে বিরত রাখা, অপরকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ / ৩৩৮

৭১. ঈমানদার লোকদের সাথে ভদ্রতা ও নম্রতাসুলভ আচরণ করা / ৩৩৮
৭২. অহঙ্কার ও আত্মশ্রদ্ধার অবৈধতা / ৩৪২
৭৩. সচ্চরিত্র প্রসঙ্গে / ৩৪৬
৭৪. সহিষ্ণুতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা প্রসঙ্গে / ৩৪৯
৭৫. মার্জনা করা ও অজ্ঞ-মূর্খদের এড়িয়ে চলা / ৩৫২
৭৬. কষ্ট-ক্লেশের সময় সহনশীলতা প্রদর্শন / ৩৫৫
৭৭. শরীয়তের বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ ও আল্লাহর ধীনের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ / ৩৫৬
৭৮. জনগণের প্রতি আচরণে শাসকদের নম্রতা অবলম্বন, তাদের প্রতি ভালো পোষণ, তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান, তাদের সাথে প্রতারণা ও কঠোরতার নীতিবর্জন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে মনোযোগ প্রদান / ৩৫৮
৭৯. ন্যায়পরায়ণ শাসক / ৩৬০
৮০. আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নাফরমানী না হলে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অন্যথায় তাদের আনুগত্য করা হারাম / ৩৬২
৮১. রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্যে কোনো প্রার্থিতা নয় / ৩৬৬
৮২. শাসক ও বিচারকদের ন্যায়নিষ্ঠ পরিষদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশ / ৩৬৭
৮৩. যারা শাসন ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাদেরকে সেসব পদে নিযুক্ত না করা / ৩৬৮

অধ্যায় : ১

কিতাবুল আদাব (শিষ্টাচারের বর্ণনা)

৮৪. লজ্জাশীলতা এবং তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, পরন্তু লজ্জাশীলতা গ্রহণ করার তাগিদ / ৩৬৯
৮৫. গুণ বিষয়কে গোপন রাখা / ৩৭০
৮৬. অঙ্গীকার রক্ষা করা / ৩৭৩
৮৭. ভালো আদত-অভ্যাস লালন করা / ৩৭৪
৮৮. সাক্ষাতকালে ভালো কথাবার্তা বলা ও হাসিমুখে থাকা / ৩৭৫
৮৯. শ্রোতাকে বুঝানোর জন্যে বক্তব্যের পুনরুক্তিকরণ / ৩৭৬
৯০. বক্তার ভালো কথা নীরবে শ্রবণ করা / ৩৭৬
৯১. ওয়ায-নসিহতে ভারসাম্য রক্ষা / ৩৭৭
৯২. সম্মান ও প্রশংসা / ৩৭৮
৯৩. নামায, অন্যান্য ইবাদত ও জ্ঞান চর্চার মজলিসে নীরবতা ও গাঞ্জীরের সাথে উপস্থিতি / ৩৭৯
৯৪. মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন / ৩৮০
৯৫. পুণ্যময় কাজের জন্যে সুসংবাদ দান / ৩৮১
৯৬. সঙ্গীকে বিদায় দানকালে অসিয়ত করা ও দো'আ বিনিময় করা / ৩৮৭
৯৭. ইস্তেখারা ও পারম্পরিক পরামর্শ করা / ৩৯০

৯৮. ঈদগাহে যাতায়াত, রুগীর পরিচর্যা এবং হজ্জ, জিহাদ, জানাযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একপথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা / ৩৯১
৯৯. পুণ্যময় কাজে ডান হাতকে অগ্রাধিকার দান / ৩৯১

অধ্যায় : ২

পানাহারের শিষ্টাচার (আদাব)

১০০. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা / ৩৯৪
১০১. খাবারে দোষ অন্বেষণ না করা; এরং তার প্রশংসা করা / ৩৯৬
১০২. রোযাদারের সামনে খাবার মজুদ থাকলে এবং সে রোযা ভাঙতে না চাইলে কি বলবে / ৩৯৭
১০৩. কাউকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলে এবং অন্য কেউ তার পিছে লেগে গেলে মেজবান কি করবে / ৩৯৭
১০৪. খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার (আদাব) / ৩৯৮
১০৫. সামষ্টিক অনুষ্ঠানে দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খাওয়া অনুচিত / ৩৯৮
১০৬. কেউ খাবার খেয়ে তৃপ্ত না হলে কি বলবে ? / ৩৯৯
১০৭. পাত্রের কিনারা থেকে খাবার গ্রহণের নির্দেশ এবং মাঝখান থেকে খেতে নিষেধ / ৩৯৯
১০৮. বালিশে হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণে দোষ / ৪০০
১০৯. তিন আঙ্গুলির সাহায্যে খাবার খাওয়া, আঙ্গুলির দ্বারা পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া লুকমা তুলে নিয়ে খাওয়া ইত্যাদি / ৪০০
১১০. সকলেই একত্রে খাওয়ার মাহাত্ম্য / ৪০২
১১১. পানি পান করার আদব কায়দা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ / ৪০৩
১১২. মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার দোষীয়তা / ৪০৪
১১৩. পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেয়া অনুচিত / ৪০৫
১১৪. দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পানি পান করা / ৪০৫
১১৫. পানি পরিবেশনকারী সবার শেষে পান করবে ৪০৬
১১৬. পানাহারে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য পাত্রের সাহায্য ছাড়াই মুখের সাহায্যে পানাহার / ৪০৭

অধ্যায় : ৩

পোশাক-পরিচ্ছদ

১১৭. রেশম ছাড়া সূতা ও পশমের নানা রঙ্গিন পোশাকের ব্যবহার / ৪০৯
১১৮. জামা পরা মুস্তাহাব / ৪১২
১১৯. জামার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং লুঙ্গি ও পাগড়ীর বিবরণ / ৪১২
১২০. পোশাকে জাঁকজমক বর্জন ও সরলকে অগ্রাধিকার দান / ৪১৮
১২১. পোশাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং নিষ্পয়োজনে শরীয়তবিরোধী পোশাক না পরা / ৪১৮
১২২. পুরুষের পক্ষে রেশমী পোশাক পরিধান নাজায়েয এবং মহিলাদের পক্ষে জায়েয / ৪১৯
১২৩. চর্মরোগের কারণে রেশমের ব্যবহারে অনুমতি / ৪২০

১২৪. বাঘের চামড়ার ওপর বসা এবং তার ওপর সওয়ার হওয়া বার / ৪২০
১২৫. নতুন কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরার সময় দো'আ / ৪২১
১২৬. পোশাক পরিধান করতে ডান দিক থেকে শুরু করা / ৪২১

অধ্যায় ৪৪

ঘুমানোর আদব-কায়দা

১২৭. ঘুম, শোয়া, কাত হওয়া ও বসার আদব-কায়দা / ৪২২
১২৮. চিং হয়ে শোয়া, একপা কে অন্য পায়ের ওপর তুলে রাখা এবং পিড়িতে উঁচু হয়ে বসার বৈধতা / ৪২৩
১২৯. মজলিসে ও বন্ধুদের সাথে বসার আদব / ৪২৫
১৩০. স্বপ্ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি / ৪২৯

অধ্যায় ৪৫

সালামের আদান-প্রদান

১৩১. সালামের মাহাত্ম্য ও তার ব্যাপক প্রচলনের নির্দেশ / ৪৩১
১৩২. সালাম বলার পদ্ধতি ও পরিস্থিতি / ৪৩৩
১৩৩. সালামের রীতি-পদ্ধতি / ৪৩৫
১৩৪. কোন ব্যক্তির সাথে নৈকট্যের দরুন বারবার সাক্ষাত হলে তাকে সারবারই সালাম করা মুস্তাহাব- যেমন কারো নিকট থেকে সরে এসে কিংবা আড়ালে গিয়ে আবার ফিরে এলে সালাম করা / ৪৩৬
১৩৫. ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করা মুস্তাহাব / ৪৩৭
১৩৬. শিশুদেরকে সালাম করা / ৪৩৭
১৩৭. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে সালাম করা, মাহরাম পুরুষকে নারীর সালাম করা এবং ফিতনার ভয় না থাকলে অপরিচিত মেয়েকে সালাম করার বৈধতা / ৪৩৮
১৩৮. কাফেরকে প্রথমে সালাম না করা এবং তাদেরকে জবাব দেয়ার পদ্ধতি / ৪৩৯
১৩৯. কোন মজলিশ বা সঙ্গী-সাথী থেকে বিদায় নেয়ার সময় দাঁড়িয়ে সালাম করা / ৪৩৯
১৪০. অনুমতি গ্রহণ ও তার রীতি-নীতি / ৪৪০
১৪১. অনুমতি প্রার্থীকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে তিনি কে ? তখন সে যেন নিজের নাম, ঠিকানা, পরিচিতি, উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করে এবং আমি বা এ ধরনের কোন অস্পষ্ট কথা না বলে / ৪৪১
১৪২. হাচি দানকারী আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া এবং হাই তোলায় নিয়মাদি / ৪৪২
১৪৩. পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় করমর্দন করা, মহৎ লোকের হাতে এবং আপন ছেলেকে সন্নেহে চুমো দেয়া ইত্যাদি / ৪৪৪

অধ্যায় ৪ ৬
রোগীর পরিচর্যা

অনুলেখ : ৪

১৪৪. রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অনুগমন, জানাযার নামায পড়া, দাফনের সময় উপস্থিত থাকা এবং দাফনের পর কবরের নিকট অবস্থান / ৪৪৭
১৪৫. রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কিভাবে দো'আ করতে হয় / ৪৪৯
১৪৬. রুগ্ন ব্যক্তির পরিবারবর্গ থেকে রোগের অবস্থা জানার নিয়ম / ৪৫২
১৪৭. নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ ব্যক্তির কি বলা উচিত / ৪৫৩
১৪৮. রুগীর ঘরের লোকেরা এবং খাদেমগণকে রুগীর সাথে সদ্‌আচরণ করা এবং রুগীকে কষ্টের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং যার মৃত্যু শরীয়শাস্তি, কেসাস ইত্যাদি কারণে নিকটবর্তী হবে তার ব্যাপারে উপদেশ প্রদান / ৪৫৩
১৪৯. রুগীর পক্ষে আমার জুর এসেছে, আমার মাথা কেটে যাচ্ছে কিংবা তীব্র বেদনা অনুভূত হচ্ছে ইত্যাদি কথা বলা জায়েয এবং এসব কথা বলার সময় যদি অসন্তুষ্টি কিংবা ক্ষোভের কোনো প্রকাশ না ঘটে তবে এতে দোষের কিছু নেই। / ৪৫৪
১৫০. মৃত্যু পথযাত্রীকে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলার উপদেশ প্রদান / ৪৫৫
১৫১. মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দো'আ পড়া উচিত / ৪৫৫
১৫২. মৃত্যু পথযাত্রীর পার্শ্বে বসে কী বলা হবে ? মৃত্যু পথযাত্রীর উত্তরাধিকারীগণকে কী বলতে হবে ? / ৪৫৬
১৫৩. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা জায়েয নয়, কান্নাকাটি করা জায়েয / ৪৫৮
১৫৪. মৃতের দেহের আপত্তিকর বস্তু দেখে তার উল্লেখ না করা / ৪৫৯
১৫৫. মৃতের নামাযে জানাযা, সেই সঙ্গে জানাযার সাথে চলা এবং দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ। অবশ্য জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়ার আপত্তি / ৪৬০
১৫৬. জানাযার নামাযে বিপুল পরিমাণে অংশ গ্রহণের সওয়াব এবং তিন কিংবা তিনের অধিক কাতার বানানো নিয়ম / ৪৬১
১৫৭. জানাযার নামাযে কি পড়া হবে ? / ৪৬১
১৫৮. জানাযা শীঘ্র নিয়ে যাওয়ার আদেশ / ৪৬৫
১৫৯. মৃতের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত ব্যবস্থা করা, তার দাফন-কাফনে দ্রুত ব্যবস্থা করা, হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে তার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করা / ৪৬৫
১৬০. কবরের নিকটে ওয়ায নসিহত কিংবা বক্তব্য প্রদান / ৪৬৬
১৬১. মৃতের দাফনের পর তার জন্যে দো'আ করা এবং তার কবরের পাশে কিছুক্ষণঃ দো'আ এস্তেগফার এবং কুরআন পাঠের জন্য কিছুক্ষণ বসা / ৪৬৬
১৬২. মৃতের পক্ষ থেকে সদকা করা এবং তার অনুকূলে দো'আ করার বর্ণনা / ৪৬৭

১৬৩. মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের প্রশংসা / ৪৬৮
১৬৪. যে ব্যক্তির সম্মান শিশু বয়সে মারা যায় তার বৈশিষ্ট্য / ৪৬৯
১৬৫. জালিমদের কবরস্থান এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞের স্থানগুলো অতিক্রমকালে কান্নাকাটি ও ভয়-ভীতি প্রকাশ / ৪৭০

অধ্যায় : ৭

সফরের নিয়ম-কানুন

১৬৬. বৃহস্পতিবারের প্রথম প্রহরে সফরে গমন / ৪৭২
১৬৭. বন্ধুদের সঙ্গে সফর : একজনকে আমীর নিযুক্তকরণের তাগিদ / ৪৭২
১৬৮. চলা-ফেরা, অবতরণ, রাত যাপন, রাতের বেলা চলাচল, সফরকালে শোয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ / ৪৭৪
১৬৯. সফর সঙ্গীকে সাহায্য করা / ৪৭৬
১৭০. সওয়ারীতে চেপে কী দো'আ পড়তে হয় ? / ৪৭৮
১৭১. সফরকারী যখন উচ্চতায় আরোহণ করবে তখন 'আল্লাহু আকবর' বলবে। আর যখন উপত্যকায় নেমে আসবে তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলবে / ৪৮০
১৭২. সফরে দো'আ পাঠের কল্যাণকারিতা / ৪৮২
১৭৩. লোকদেরকে ভয় ও বিপদের সময় যে দো'আ পড়া উচিত / ৪৮২
১৭৪. কোনো স্থানে অবতরণকালে যা বলা উচিত / ৪৮৩
১৭৫. মুসাফিরের স্বীয় প্রয়োজন পূরণের পর দ্রুত বাড়ি ফিরে আসার গুরুত্ব / ৪৮৪
১৭৬. দিনের বেলা বাড়ি ফিরে আসার কল্যাণ এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলা ফিরে আসার অকল্যাণ / ৪৮৪
১৭৭. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং দেশের চিহ্ন দেখার পর যে দো'আ পড়তে হয় / ৪৮৫
১৭৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্যে বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে প্রবেশ এবং সেখানে দু'রাকআত নফল নামায আদায় / ৪৮৫
১৭৯. নারীর জন্যে একাকী সফরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা / ৪৮৫

অধ্যায় : ৮

বিভিন্ন আমলের ফযীলাত

১৮০. কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত / ৪৮৭
১৮১. কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশ এবং তাকে বিস্মৃতির কবল থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা / ৪৯০
১৮২. সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, পড়ানো মুস্তাহাব এবং শোনানোর ব্যবস্থা করা / ৪৯০
১৮৩. কতিপয় সূরা ও বিশিষ্ট আয়াত তিলাওয়াতের উপদেশ / ৪৯২

১৮৪. একত্র হয়ে কুরআন পড়ার সওয়াব / ৪৯৮
১৮৫. অম্বর ফজিলত / ৪৯৮
১৮৬. আযানের ফযীলত / ৫০১
১৮৭. নামাযের ফযীলত / ৫০৪
১৮৮. ফজর ও আসর-এর নামাযের ফযীলত / ৫০৬
১৮৯. মসজিদের দিকে যাওয়ার ফযীলত / ৫০৮
১৯০. নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফযীলত / ৫১০
১৯১. জামায়াতের সাথে নামাযের ফযীলত / ৫১১
১৯২. ফজর ও এশার জামা'আতে উপস্থিত থাকার তাগিদ / ৫১৪
১৯৩. ফরয নামাযের তত্তাবধানের আদেশ এবং তা ছাড়ার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা / ৫১৫
১৯৪. নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত : কাতারে মিলে দাঁড়ানোর তাগিদ / ৫১৮
১৯৫. ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়ের ফযীলত / ৫২২
১৯৬. সকালের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযের তাগিদ / ৫২৩
১৯৭. ফজরের সুন্নাত নামায সংক্ষেপে আদায় করা / ৫২৪
১৯৮. সকালের সুন্নাত নামাযের পর (কিছুক্ষণের জন্য) ডান কাতে শোয়ার উপদেশ।
রাতে তাহাজ্জুদ পড়া হোক কিংবা নাহোক / ৫২৬
১৯৯. জুহরের সুন্নাত নামাযসমূহের বর্ণনা / ৫২৭
২০০. আসরের সুন্নাত নামায / ৫২৮
২০১. মাগরিবের (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামাযসমূহ / ৫২৯
২০২. এশার (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামায সমূহ / ৫৩০
২০৩. জুম'আর নামাযের সুন্নাতসমূহ / ৫৩০
২০৪. সুন্নাত ও নফলের নানা প্রকরণ / ৫৩১
২০৫. বিতর নামাযের তাগিদ এবং এর নির্দিষ্ট সময় / ৫৩২
২০৬. ইশরাক ও চাশতের নামাযের ফযীলত, এর বিভিন্ন মর্যাদার বর্ণনা / ৫৩৪
২০৭. চাশতের নামাযের সময় : সূর্য উর্ধ্বে ওঠা থেকে হেলে পড়া অবধি / ৫৩৫
২০৮. তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযের জন্যে উৎসাহ প্রদান যখনই মসজিদে প্রবেশ করা হোকনা কেন / ৫৩৫
২০৯. অম্বর পর দু'রাকআত নফল পড়ার সওয়াব / ৫৩৬
২১০. জুমআর দিনের ফযীলত : গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো, রাসূলে আকরামের প্রতি দরুদ প্রেরণ, দো'আ কবুলের সময় এবং জুমআর পর বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করা মুস্তাহাব / ৫৩৬
২১১. কোনো প্রকাশ্য নিয়ামত অর্জনের সময় কিংবা কোনো বিপদ দূর হওয়ার সময় সিজদায়ে শোকরে কল্যাণকামিতা / ৫৪০

২১২. ক্বিয়ামুল লাইলের রাত্র জাগরণ করে ইবাদতের ফযীলত / ৫৪১
২১৩. রমযানে ক্বিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ পড়ার ফযীলত / ৫৪৮
২১৪. লাইলাতুল কদরের ফযীলত / ৫৪৮
২১৫. অযূর পূর্বে মিস্ওয়াকের মাহাত্ম্য / ৫৫০
২১৬. যাকাত আদায়ের তাগিদ এবং তার ফযীলত / ৫৫৩
২১৭. রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিধান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি / ৫৫৯
২১৮. রমযান মাসে বেশি পরিমান বদন্যতা ও পুণ্যশীলতার তাগিদ, বিশেষ করে শেষ দশ দিনের উল্লেখ / ৫৬২
২১৯. মধ্য শা'বানের পর রমযানের আগ পর্যন্ত রোযা রাখা নিষেধ / ৫৬৩
২২০. চাঁদ দেখার সময় যে দো'আ পড়া উচিত / ৫৬৪
২২১. সেহরী ও তার বিলম্বের ফযীলত, যদি ফজর উদিত হবার শংকা না থাকে / ৫৬৪
২২২. শীঘ্রই ইফতার করার ফযীলত : যা দিয়ে ইফতার করতে হবে এবং ইফতারের পরের দো'আ / ৫৬৫
২২৩. রোযাদারের প্রতি নির্দেশ : সে যেন নিজের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শরীয়ত বিরোধী কাজ-কাম, গালাগাল ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত রাখে / ৫৬৭
২২৪. রোযা সংক্রান্ত কিছু বিধি-বিধান / ৫৬৮
২২৫. মুহাররম, শাবান এবং অন্যান্য 'হারাম' মাসের ফযীলত / ৫৬৯
২২৬. জিলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালনের এবং নেক কাজ করার ফযীলত / ৫৭০
২২৭. আরাফাত, আশূরা ও মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত / ৫৭০
২২৮. শওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখার মুস্তাহাব / ৫৭১
২২৯. সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব / ৫৭১
২৩০. প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সওয়াব / ৫৭২
২৩১. রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত : খাবার প্রদানকারীর জন্যে খাবার গ্রহণকারীর দো'আ / ৫৭৪

অধ্যায় : ৯

ই'তেকাফ

২৩২. ই'তেকাফের বিবরণ / ৫৭৬

অধ্যায় : ১০

হজ্জ

২৩৩. হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তার ফযীলত / ৫৭৭

অধ্যায় : ১১

জিহাদ

২৩৪. জিহাদের ফযীলত বর্ণনা / ৫৮১
২৩৫. আখিরাতের কল্যাণের দৃষ্টিতে শহীদানের মর্যাদা / ৬০৫
২৩৬. গোলাম-বান্দীকে মুক্তিদানের ফযীলত / ৬০৬
২৩৭. গোলাম বান্দীর সাথে সদাচরণের ফযীলত / ৬০৭
২৩৮. যে গোলাম আল্লাহ ও স্বীয় মনিবের হক আদায় করে / ৬০৮
২৩৯. যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনার সময় বন্দেগীর ফযীলত / ৬০৯
২৪০. কেনা-বেচা ও লেন-দেনে নম্র ব্যবহার, দাবি আদায়ে উত্তম ব্যবহার, মাপ জোকে বেশি দেয়ার ফযীলত ও কম দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি / ৬০৯

অধ্যায় : ১২

জ্ঞান

২৪১. জ্ঞানের মর্যাদা / ৬১৩

অধ্যায় : ১৩

আল্লাহর প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা

২৪২. হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও শোকর (কৃতজ্ঞতা) / ৬১৯

অধ্যায় : ১৪

কিতাবুস সালাতি আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২৪৩. রাসূলে আকরাম (স)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ এবং তার কল্যাণকরিতা / ৬২১

অধ্যায় : ১৫

(আল্লাহর যিকিরের বর্ণনা)

২৪৪. আল্লাহর যিকিরের বর্ণনা, যিকির করার ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহিত করার গুরুত্ব / ৬২৬
২৫৪. দাঁড়ানো, বসা, শোয়া এবং অযুহীন, অপবিত্র এবং ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিকির-এর বৈধতা, তবে শারীরিক অপবিত্রতায় কুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞা / ৬৪০
২৪৬. শয়ন ও জাগরণের সময়কার দো'আ / ৬৪০
২৪৭. যিকির-এর মজলিসগুলোর ফযীলত / ৬৪১
২৪৮. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরের ফযীলত / ৬৪৫
২৪৯. শয়নকালে কী দো'আ পড়া উচিত / ৬৪৯

অধ্যায় : ১৬

কিতাবুদ্ দাওয়াত

অনুচ্ছেদ :

- ২৫০. দো'আর বর্ণনা / ৬৫৩
- ২৫১. কারো আড়ালে দো'আ করার ফযীলত / ৬৬৪
- ২৫২. দো'আ সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল / ৬৬৫
- ২৫৩. আত্মাহুঁর ওলীদের কেরামত ও তাদের ফযীলতের বিবরণ / ৬৬৭

অধ্যায় : ১৭

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

- ২৫৪. গীবত বা পরনিন্দার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আদেশ / ৬৭৮
- ২৫৫. গীবত শোনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং গীবত চর্চাকারী মজলিস ত্যাগ করা / ৬৮৪
- ২৫৬. বৈধ গীবত বা পর নিন্দার সীমারেখা / ৬৮৬
- ২৫৭. চোগলখুরীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ লোকদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার জন্য একের কথা অন্যকে বলা / ৬৯০
- ২৫৮. লোকদের কথা-বার্তাকে নিষ্প্রয়োজনে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়াই শাসকবর্গ অবধি পৌঁছানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা / ৬৯১
- ২৫৯. দু'মুখো মুনাফিকদের নিন্দা / ৬৯২
- ২৬০. মিথ্যা বলা নিষেধ / ৬৯৩
- ২৬১. মিথ্যা বলার বৈধ উপায় / ৭০১
- ২৬২. কথা বলতে এবং তা উদ্ধৃত করতে সতর্ক থাকার তাগিদ / ৭০১
- ২৬৩. মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নিষিদ্ধতা / ৭০২
- ২৬৪. কোন বিশেষ লোক কিংবা চতুষ্পদ প্রাণীকে লানত করা নিষেধ / ৭০৩
- ২৬৫. অনির্দিষ্ট নাফরমানের প্রতি লা'নত প্রেরণের বৈধতা / ৭০৬
- ২৬৬. মুসলমানদের নাহক গালাগাল করা হারাম / ৭০৭
- ২৬৭. অকারণে কোনো শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া মৃত লোককে গালাগাল করা হারাম / ৭০৮
- ২৬৮. কোন মুসলমানকে যেন কষ্ট না দেয়া / ৭০৯
- ২৬৯. পরস্পরে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা নিষেধ / ৭০৯
- ২৭০. হিংসা করা নিষেধ (হারাম) / ৭১০

২৭১. গুপ্তচর বৃত্তি এবং অন্যায়ভাবে অপরের কথা শোনা নিষেধ / ৭১১
২৭২. নিষ্প্রয়োজনে মুসলমানদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা / ৭১৩
২৭৩. মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান, অবজ্ঞা করা নিষেধ / ৭১৩
২৭৪. মুসলমানদের কষ্ট দেখে খুশি হওয়া বা আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ / ৭১৫
২৭৫. বংশধারা নিয়ে বিদ্রূপ করা নিষেধ / ৭১৫
২৭৬. কাউকে খোটা দেয়া ও ঠোঁকা দেয়া নিষেধ / ৭১৬
২৭৭. ওয়াদা ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ / ৭১৭
২৭৮. দান-খয়রাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে খোটা দেয়া নিষেধ / ৭১৯
২৭৯. গর্ব-অহংকার ও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ / ৭১৯
২৮০. মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছেদ করা নিষেধ। অবশ্য বিদআত, ফাসেকী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পর্কছেদ করার অনুমতি রয়েছে / ৭২০
২৮১. গোপন সলাপরামর্শের সীমারেখা / ৭২৩
২৮২. গোলাম, জানোয়ার, মহিলা ও বালকদেরকে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া বেশি কষ্ট দেয়া নিষেধ / ৭২৪
২৮৩. কোন প্রাণীকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া এমন কি পিঁপড়াকেও, নিষেধ / ৭২৭
২৮৪. হকদার তার হক দাবি করলে ধনী ব্যক্তির হক আদায়ে টালবাহানা নিষেধ / ৭২৮
২৮৫. হাদিয়া, হেবা, সদকা ইত্যাকার সামগ্রী ফেরত নেয়া প্রসঙ্গ / ৭২৯
২৮৬. এতিমের মাল খাওয়া হারাম / ৭৩০
২৮৭. সূদী লেনদেন হারাম হওয়ার যুক্তিকথা / ৭৩০
২৮৮. রিয়াকারী বা প্রদর্শনীমূলক কাজ করা হারাম / ৭৩১
২৮৯. যে সব বিষয়কে রিয়া বলে সন্দেহ করা হয় অথচ রিয়া নয় / ৭৩৪
২৯০. অপরিচিত নারী ও সুন্দর কিশোর বালকের প্রতি শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাকানো নিষেধ / ৭৩৫
২৯১. অপরিচিত নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্র হওয়া নিষেধ / ৭৩৭
২৯২. পুরুষদের পোশাক, কর্মকাণ্ডে ইত্যাদিতে মহিলাদের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের সাদৃশ্য বিধান নিষেধাজ্ঞা / ৭৩৯
২৯৩. শয়তান ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যকরণ নিষেধ / ৭৪০
২৯৪. পুরুষ ও নারীর সাদা চুলে কালো রঙ ব্যবহার নিষেধ / ৭৪১
২৯৫. মাথার কিছু অংশ কামানো নিষেধ, মহিলাদের মাথা কামানোর অনুমতি নেই / ৭৪১
২৯৬. মাথায় কৃত্রিম চুলের ব্যবহার, উক্কি আঁকা ও দাঁত চিকন করা নিষেধ / ৭৪২

২৯৭. দাঁড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা বারন আর তরুণের মুখে দাড়ি গজালে
তা কামানো নিষেধ / ৭৪৫
২৯৮. বিনা ওয়রে ডান হাতে ইস্তেজ্জা করা ও লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বারণ / ৭৪৫
২৯৯. বিনা ওয়রে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা কিংবা দাঁড়িয়ে জুতা
মোজা পরা দুশনীয় / ৭৪৬
৩০০. ঘুমানোর সময় ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রাখা নিষেধ / ৭৪৬
৩০১. কৃত্রিমতা প্রদর্শন করা বারণ / ৭৪৭
৩০২. মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা বুক চাপড়ানো ইত্যাদি নিষেধ / ৭৪৮
৩০৩. হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য গণক বা জ্যোতিষীর কাছে
গমন নিষেধ / ৭৫১
৩০৪. শুভাশুভ সংক্রান্ত বিশ্বাস পোষণ নিষেধ / ৭৫৪
৩০৫. বিছানা, পাথর, কাপড়, মুদ্রা, পর্দা, বালিশ ইত্যাদিতে জীব-জন্তুর ছবি
আঁকা নিষেধ / ৭৫৫
৩০৬. শিকার চতুষ্পদ প্রাণী এবং কৃষিক্ষেতের পাহারা ব্যতীত কুকুর পোষা
নিষেধ / ৭৫৮
৩০৭. সবাকালে উট কিংবা অন্য কোনো চতুষ্পদ পশুর গলায় ঘন্টা বাধা এবং
কুকুর সঙ্গে নেয়া নিষেধ / ৭৫৯
৩০৮. মোজা বা কাপড় বন্ধু থেকে উট কিংবা উষ্ট্রের পিঠে আরোহন নিষেধ / ৭৫৯
৩০৯. মসজিদে বন্ধু কেলা বারণ তাকে নাহারা বন্ধু থেকে পবিত্র রাখার তাগিদ / ৭৫৯
৩১০. মসজিদে ঝগড়া-ফাসাদ করা, উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করা, হারানো জিনিস
তাল্লাশ করা, কেনা-বেচা, ইজারা দান ইত্যাকার লেনদেন গর্হিত / ৭৬০
৩১১. পিয়াজ-রসুন ইত্যাকার গন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পরপরই মসজিদে
প্রবেশ অনুচিত / ৭৬২
৩১২. জুমআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাটু-পেট এক করে বসা দৃশ্যীয় / ৭৬৩
৩১৩. যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যত করেছে তার জন্যে যিলহজ্জের দশ তারিখ
সকালে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল-দাঁড়ি কাটা বারণ / ৭৬৩
৩১৪. কোনো সৃষ্টির নামে হলফ করা হারাম / ৭৬৪
৩১৫. জেনেশুনে মিথ্যা হলফ করা অপরাধ / ৭৬৫
৩১৬. কোন কাজের হলফ গ্রহণের পর / ৭৬৭
৩১৭. অর্থহীন হলফ ক্ষমার যোগ / ৭৬৮
৩১৮. কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সত্য হলফ করাও অনুচিত / ৭৬৮
৩১৯. আল্লাহর দোহাই পেড়ে কিছু প্রার্থনা করা / ৭৬৯
৩২০. রাজাধিরাজ খেতাব প্রদান হারাম / ৭৭০

৩২১. কোনো ফাঁসিক ও বিদ'আতীকে 'সাইয়েদ' বা অনুরূপ সম্বোধন করা নিষেধ / ৭৭০
৩২২. জুরকে গাল-মন্দ করা দুযণীয় / ৭৭০
৩২৩. বাতাসকে গাল-মন্দ করা নিষেধ, বাতাস চলাচলের সময় যা বলা উচিত / ৭৭১
৩২৪. মোরগকে গাল-মন্দ করা নিষেধ / ৭৭২
৩২৫. অমুক নক্ষত্রের দরণ বৃষ্টিপাত হয়েছে একথা বলা নিষেধ / ৭৭২
৩২৬. কোন মুসলমানকে কাফের বলা নিষেধ / ৭৭৩
৩২৭. অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা বারণ / ৭৭৩
৩২৮. কথা-বার্তায় জটিল বাক্য ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার অনুচিত / ৭৭৪
৩২৯. আমার আত্মা কলুষিত- এ ধরনের কথা বলা অনুচিত / ৭৭৫
৩৩০. আঙ্গুরকে 'কারম' বলা দুযণীয় / ৭৭৫
৩৩১. পুরুষের সামনে নারীর দৌহিক সৌন্দর্য বর্ণনা নিষেধ / ৭৭৬
৩৩২. পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে দো'আ করা উচিত / ৭৭৬
৩৩৩. আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছা মিলানো অনুচিত / ৭৭৭
৩৩৪. ইশার নামাযের পর (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলা মাকরুহ / ৭৭৭
৩৩৫. স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর তাতে সাড়া না দেয়া হারাম / ৭৭৯
৩৩৬. স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা বারণ / ৭৭৯
৩৩৭. ইমামের আগে মুক্তাদীর রুকু সিজদা থেকে মাথা তোলা নিষেধ / ৭৭৯
৩৩৮. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা বারণ / ৭৮০
৩৩৯. নামাযের সময় খাবার উপস্থিত হলে / ৭৮০
৩৪০. নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো বারণ / ৭৮০
৩৪১. নামাযের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনে ডানে বামে তাকানো বারণ / ৭৮১
৩৪২. কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া বারণ / ৭৮১
৩৪৩. নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল নিষেধ / ৭৮১
৩৪৪. মুআয্বিন ইকামত শুরু করলে / ৭৮২
৩৪৫. জুমআর দিনে রোযা এবং সে রাতে ইবাদত / ৭৮২
৩৪৬. উপর্যুপরি রোযা রাখা (সঙ্গে বিসাল) বারণ / ৭৮৩
৩৪৭. কবরের ওপর বসা নিষেধ / ৭৮৪
৩৪৮. কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ বারণ / ৭৮৪
৩৪৯. মনিবের কাছ থেকে ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া নিষেধ / ৭৮৪
৩৫০. শাস্তি কার্যকর করার বিপক্ষে সুপারিশ করা নিষেধ / ৭৮৫

৩৫১. জনগণের চলার পথে গাছের ছায়ায় এবং ব্যবহার্য পানিতে পায়খানা করা বারণ / ৭৮৬
৩৫২. উপহার দেয়ার সময় কোনো সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া দৃশ্যীয় / ৭৮৭
৩৫৩. মেয়েদের শোক পালন / ৭৮৭
৩৫৪. গ্রামবাসীর পণ্য দ্রব্য শহরবাসীর বিক্রি করে দেয়া অন্যায় / ৭৮৮
৩৫৫. শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা বারণ / ৭৯০
৩৫৬. অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা নিষেধ / ৭৯১
৩৫৭. কোনো শরয়ী ওয়র ছাড়া আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বারণ / ৭৯২
৩৫৮. অকারণে সুগন্ধি বস্তু ফেরত দেয়া দৃশ্যীয় / ৭৯৩
৩৫৯. কারো সামনা-সামনি প্রশংসা করা দৃশ্যীয় / ৭৯৩
৩৬০. মহামারী পীড়িত লোকালয় থেকে ভয়ে পালানো দৃশ্যীয় / ৭৯৫
৩৬১. যাদু বিদ্যা শেখা ও তা প্রয়োগ করা নিষেধ / ৭৯৭
৩৬২. কুরআন শরীফ নিয়ে দুশমনের দেশে সফর করা বারণ / ৭৯৮
৩৬৩. পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাকার কাজে সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার নিষেধ / ৭৯৮
৩৬৪. জাফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষের জন্যে নিষিদ্ধ / ৭৯৯
৩৬৫. সারা দিন (রাত অবধি) নীরব থাকা নিষেধ / ৮০০
৩৬৬. মহান আল্লাহ ও রাসূল যে কাজ করতে বারণ করেছেন, সে বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী / ৮০২
৩৬৭. কেউ কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে কী বলবে এবং কী করবে ? / ৮০৩

অধ্যায় ৪ ১৮

নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ

৩৬৮. কিয়ামতের আলামত এবং নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ / ৮০৫
৩৬৯. ইস্তেগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা / ৮৪২
৩৭০. আল্লাহ জান্নাতে মুমিনদের জন্যে যে সামগ্রী প্রস্তুত রেখেছেন / ৮৪৭

محمد رسول الله

صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রিয়াদুস সালাহীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : এক ইখলাসের বিবরণ

সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন কাজে ইখলাস ও নিয়্যাত আবশ্যিক

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আর তাদেরকে এই মর্মে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে কেবল তাঁরই বন্দেগী করে; আর তারা যেন (একাত্মচিন্তে) নামায কায়ম করে এবং যাকাত প্রদান করে আর এটাই হলো সঠিক ও সুদৃঢ় বিধান।’ (সূরা বাইয়্যোনাহ : ৫)

وَقَالَ تَعَالَى : لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ -

তিনি আরো বলেন : তোমাদের (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত কোনটাই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, তাঁর নিকট পৌঁছে শুধু তোমাদের পরহেজগারী। (সূরা হাজ্ব : ৩৭)

وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ إِنْ أَنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ -

তিনি আরো বলেন : হে নবী! লোকদেরকে বলে দাও, তোমরা কোনো বিষয় মনে গোপন রাখো কিংবা প্রকাশ করো, তা সবই আল্লাহ জানেন। (সূরা আলে-ইমরান : ২৯)

۱. وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُقَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطُ بْنُ رَزَّاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانُوَى : فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَى صِحِّهِ -

১. আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সকল কাজের প্রতিফল কেবল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়্যাত অনুসারে তার কাজের প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও

রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত দুনিয়া হাসিল করা কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হবে, তার হিজরত সে লক্ষ্যেই নিবেদিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২. وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو جَيْشُنِ الْكُفَّةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَأُ قَوْمٍ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ يُخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَابَتِهِمْ - متفق عليه

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : একটি সেনাদল কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আক্রমণ চালাতে যাবে। তারা যখন সমতল ভূমিতে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে সামনের ও পিছনের সমস্ত লোকসহ ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আগের ও পরের সমস্ত লোকসহ তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে? যখন তাদের মধ্যে অনেক শহরবাসী থাকবে এবং অনেকে স্বৈচ্ছায় ও সানন্দে তাদের মধ্যে शामिल হবে না? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আগের ও পরের সমস্ত লোককেই ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর লোকদের নিয়্যাত অনুসারে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে শদাবলী শুধু বুখারী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ : لَا مِهْجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ -

৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত করার অবকাশ নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত রয়েছে। তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্যে ডাক দেয়া হবে, তখন তোমরা অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এখন আর মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কারণে যে, মক্কা এখন দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

৪. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجُلًا مَّا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ. وَإِدْبًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِي رِوَايَةٍ : إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَقْوَمًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا حَبْسَهُمُ الْعُدْرُ -

৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে শরীক হলাম, তিনি বললেন,

রিয়াদুস সালাহীন

মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর কর এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম কর, তারা তোমাদেরই সঙ্গে থাকে। রোগ-ব্যাদি তাদেরকে আটকে রেখেছে (মুসলিম)। অন্য বর্ণনা মতে, তারা সওয়াবে তোমাদের সাথেই শরীক থাকবে। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি বললেন : আমাদের পিছনে মদীনায় এমন কিছু লোক রয়ে গেছে, যারা আমাদের সাথেই রয়েছে, তবে কোনো উপত্যকা বা ঘাঁটি অতিক্রমকালে তারা আমাদের সাথে আসেনি। এক ধরনের ওয়র তাদেরকে আটকে রেখেছে।

৫. وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ الْأَخْطَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَبُوهُ وَجَدَهُ صَحَابِيَّوْنَ قَالَ كَانَ أَبِي يَزِيدَ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْنُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫. হযরত মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখনােস বর্ণনা করেন : (মা'ন, তাঁর পিতা, দাদা সবাই সাহাবী ছিলেন) আমার পিতা ইয়াযীদ সদকা করার জন্যে কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে গিয়ে এক ব্যক্তিকে তা দিয়ে এলেন। আমি লোকটির কাছ থেকে তা ফেরত নিয়ে আমার পিতার কাছে চলে এলাম। আমার পিতা বললেন : আল্লাহর কসম! এটা তো আমি তোমাকে দেয়ার মনস্থ করিনি। এরপর আমরা এ বিষয়টাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলাম। তিনি বলেন : হে ইয়াযীদ! তুমি তোমার নিয়্যাতের সওয়াব পেয়ে গেছ আর হে মা'ন! তুমি যে মাল নিয়েছ, তা তোমারই।

(বুখারী)

৬. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَهْيَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدِ الْعَشْرِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِيْنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلْثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الثُّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي إِمْرَاتِكَ قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ

أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْتَبِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬. হযরত আবু ইসহাক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন : আমি বিদায় হজ্জের বছরে খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজখবর নিতে এলেন। আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার রোগের তীব্রতা আপনি লক্ষ্য করছেন। আমি অনেক ধন-মালের অধিকারী। কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী শুধুমাত্র আমার মেয়েই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করে দিতে পারি? রাসূলে আকরাম (স) বলেন : 'না'। আমি নিবেদন করলাম : 'তাহলে অর্ধেক পরিমাণ (দান করে দেই) তিনি বললেন : না। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম : 'তাহলে এক-তৃতীয়াংশ (দান করে দেই) ? তিনি বললেন : 'হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পার'। অবশ্য এটাও অনেক বেশি অথবা বড়। তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় না রেখে তাদেরকে বিত্তবান অবস্থায় রেখে যাওয়াই শ্রেয়, যেন তাদেরকে মানুষের সামনে হাত পাততে না হয়। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যা কিছুই ব্যয় করবে, এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেবে, তার সবকিছুরই সওয়াব (প্রতিদান) তোমাকে দেয়া হবে। এরপর আমি (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক) বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার সঙ্গী-সাথীগণের (মদীনায়) চলে যাবার পর আমি কি পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব? তিনি বললেন : পিছনে থেকে গেলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যে কাজই করবে, তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। ফলে কিছু লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, আবার অন্য কিছু লোক তোমার দ্বারা কষ্ট পাবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করে দাও এবং তাদেরকে ব্যর্থতার কবল থেকে রক্ষা কর। তবে সা'দ ইবনে খাওলা যথার্থই কৃপার পাত্র। মক্কায় তার মৃত্যু ঘটলে রাসূলে আকরাম (স) এই মর্মে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন যে, তিনি হিজরতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। (বুখারী ও মুসলিম)

۷. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ صَخْرِ رَضٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা ও দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করেন। (মুসলিম)

۸. وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضٍ قَالَ : سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَفَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِبَاءً أَى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : এক ব্যক্তি শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের জন্যে, এক ব্যক্তি

রিয়াদুস সালাহীন

আত্মগৌরব ও বংশীয় মর্যাদার জন্যে এবং অপর এক ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্যে লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ الشَّقْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا اتَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَهُمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَبْلِ صَاحِبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই ইবনে হারিস সাকাফী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান তরবারী কোষমুক্ত করে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর জাহান্নামের হকদার হওয়াটা তো বুঝলাম; কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণটা কি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কারণটা হলো এই যে, সেও তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَجَسُّسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ أَرْحَمَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ - مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের পক্ষে জামা'আতে নামায আদায় করার সওয়াব তার ঘরে ও বাজারে নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। এই কারণে যে, কোনো ব্যক্তি যখন খুব ভালভাবে ওয়ু করে নামাযের উদ্দেশে মসজিদে গমন করে এবং নামায ছাড়া তার মনে আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তখন মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহও মাফ হয়ে যায়। মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের অনুরূপ সওয়াবই পেতে থাকে। আর যে ব্যক্তি নামায আদায়ের পর কাউকে কষ্ট না দিয়ে অযুসহ মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার মার্জনার জন্যে এই বলে দো'আ করতে থাকে : হে আল্লাহ! একে তুমি ক্ষমা করে দাও; হে আল্লাহ! এর তওবা কবুল কর; হে আল্লাহ! এর প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১. وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহিমামিত্ত প্রভুর সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : আল্লাহ তা'আলা সংকাজ ও পাপ কাজের সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি কোন সং কাজের সংকল্প ব্যক্ত করেও এখন পর্যন্ত তা সম্পাদন করতে পারেনি, আল্লাহ তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। আর সংকল্প পোষণের পর যদি উক্ত কাজটি সম্পাদন করা হয়, তাহলে আল্লাহ তার আমলনামায় দশটি নেকী থেকে শুরু করে সাত শো, এমন কি তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি নেকী লিপিবদ্ধ করে দেন। আর যদি সে কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেও তা সম্পাদন না করে, তবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি ইচ্ছা পোষণের পর সেই খারাপ কাজটি সে করেই ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার আমলনামায় শুধু একটি পাপই লিখে রাখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍَا بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوْهُمْ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَأَنحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يَنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَتَأَيَّ بِى طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتَيْقَافَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِيَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَأَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ قَالَ لَا خَيْرَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ أَكَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَفِي رِوَايَةٍ كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمْتُ بِهِ سَنَةً مِنَ السَّنَيْنِ فَجَاءَ ثَنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخْلِي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا

فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُ
الْحَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا : اللَّهُمَّ
إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا
يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ اسْتَاجَرْتُ أَجْرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَشَرَّتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ
اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ
اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ : لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَآخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا : اللَّهُمَّ إِنْ
كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ -
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পূর্বেকার যুগে তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে
বৃষ্টি এসে পড়ল। তারা রাত কাটানোর জন্যে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো।
কিন্তু তারা গুহায় প্রবেশ করার সাথে সাথে একটি পাথর খণ্ড গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে
দিল। তারা স্থির করল যে, তাদের নেক ‘আমলকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দো’আ
করলে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তাদের একজন দো’আ করল : হে
আল্লাহ! আমার পিতামাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। আমি আমার পরিবার-পরিজনের আগেই তাদেরকে
দুধ পান করাতাম। একদিন আমায় জ্বালানী কাঠের সন্ধানে অনেক দূরে চলে যেতে হলো।
আমি যখন রাতে বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি দুধ
নিয়ে যথারীতি তাদের কাছে গিয়ে দেখি, তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদেরকে জাগিয়ে তোলা
আমি সমীচীন মনে করলাম না। আবার তাদের খাওয়ার পূর্বে পরিবারের লোকদের দুধ পান
করানোও সম্ভব মনে হলো না। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাতভর পিতামাতার কাছে
দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা আমি সম্ভব মনে করলাম না। এদিকে
বাক্সারা আমার পায়ের কাছে বসে ক্ষুধায় কাঁদছিল। এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল এবং তারা
ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমি তাদেরকে দুধ পান করলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ
কাজটি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তাহলে আমার ওপর থেকে পাথরের এই বিপদ দূর
করে দাও। এতে পাথর খণ্ড কিছুটা দূরে সরে গেল বটে, কিন্তু গুহা থেকে কেউ বেরিয়ে
আসতে পারলনা।

অপর ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল; আমার কাছে তাকে দুনিয়ার
সবচেয়ে বেশি সুন্দরী বলে মনে হতো। (এক বর্ণনা মতে) তার সাথে আমার অসামান্য
ভালোবাসা ছিল। পুরুষ নারীকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমি ততটাই তাকে
ভালোবাসতাম। আমি তার সঙ্গে কামনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। কিন্তু সে

এতে সম্মত হলোনা। অবশেষে এক দুর্ভিক্ষের বছরে সে দুর্বল হলে আমার নিকট এল। আমি তাকে আমার সাথে নির্জনে মিলনের শর্তে এক শো বিশটি স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) দিলাম। আমার প্রস্তাবে সে সম্মত হলো। আমি তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে নিলাম। অন্য বর্ণনা মতে আমি যখন তার দুই হাঁটুর মাঝখানে বসলাম, তখন সে কম্পিত কণ্ঠে বললঃ ‘ওহে! তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট কোরনা।’ আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে ছেড়ে চলে এলাম। অথচ আমি মেয়েটিকে তীব্রভাবে ভালোবাসতাম। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ফেলে এলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তাহলে এই বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো। এর ফলে পাথর খণ্ডটি আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু এতেও তারা বের হতে পারল না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে যথারীতি পারিশ্রমিক দিলাম। কিন্তু একজন শ্রমিক তার পারিশ্রমিক কম ভেবে তা না নিয়েই চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিককে ব্যবসায়ে নিয়োগ করলাম। এতে তার পারিশ্রমিকের অঙ্ক অনেক বেড়ে গেল। কিছুদিন পর লোকটি ফিরে এল। এসে আমায় সম্বোধন করে বলল : হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকটা দিয়ে দাও। আমি বললাম : সামনে যত উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও চাকর-বাকর দেখছ, সবই তোমার পারিশ্রমিক। সে বলল : হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করোনা। আমি তাকে বললাম : আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। এরপর সে সব মালামাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে এ কাজ করে থাকি, তাহলে আমাদের থেকে এ বিপদটা দূর করে দাও। এরপর গুহার মুখ থেকে পাথর খণ্ডটি সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে আপন গন্তব্যের দিকে চলে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুই

তওবার বিবরণ

আলেমগণ বলেন, প্রতিটি গুনাহ থেকেই তওবা করা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব)। যদি কোনো গুনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হয়, এবং তার সাথে কোনো বান্দার হক সম্পৃক্ত না থাকে, তবে তা থেকে তওবা করার জন্যে তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। প্রথম শর্ত হলো, বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাকে কৃত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে। আর তৃতীয় শর্ত হলো, পুনরায় গুনাহ না করার ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এই তিনটি শর্তের মধ্যে একটিও যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে তওবা কখনো শুদ্ধ হবে না। কিন্তু গুনাহর কাজটি যদি কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে এ তিনটি শর্তের সাথে আরো একটি শর্ত যুক্ত হবে। আর এই চতুর্থ শর্তটি হলো : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। কারো কাছ থেকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে ধন-মাল বা বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তবে তা ফেরত দিতে হবে। অনুরূপভাবে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে তার জন্যে অপরাধীকে নির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্) ভোগ করতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারো অসাক্ষাতে গীবত (বা নিন্দাবাদ) করা হলে সেজন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়াদুস সালেহীন

মোটকথা, সমস্ত গুনাহর কাজেই তওবা করা আবশ্যিক। যদি কতিপয় গুনাহর ব্যাপারে তওবা করা হয়, তবে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট গুনাহর ব্যাপারে তওবা করা তার জিম্মায় থেকে যাবে। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত তওবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদার! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর; তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর : ৩১ আয়াত)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা আপন প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা কর। (সূরা হূদ : ৩১ আয়াত)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদার! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা (তওবাতুন নাসূহ) কর। (সূরা তাহরীম : ৮ আয়াত)

১৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহর কসম! আমি একদিনে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তওবা করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। (বুখারী)

১৪. وَعَنْ الْأَعْرَبِيِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪. হযরত আগার ইবনে ইয়াসার মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর এবং (গুনাহর জন্যে) তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আমি প্রত্যহ একশো বার তওবা করি। (মুসলিম)

১৫. وَعَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَاتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ آيسَ

مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَوِيَ بِهَا قَانِمَةً عِنْدَهُ فَآخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ :
اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

১৫. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশী হন, যার উট গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার সে তা ফিরে পায়। (বুখারী ও মুসলিম) মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে : আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশী হন, যার খাবার ও পানীয় সামগ্রী নিয়ে সওয়ারী উটটি হঠাৎ গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে লোকটি একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সে উটটিকে নিজের কাছে দাঁড়ানো দেখিতে পেল। সে উটের লাগাম ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল : হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দাহ! আর আমি তোমার প্রভু! সে আনন্দের আতিশয্যেই এ ধরনের ভুল করে বসল।

١٦ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِتُؤَبَّ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِتُؤَبَّ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত না আসা পর্যন্ত) মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন, যাতে করে দিনের গুনাহ্গার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে। আর তিনি দিনের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে থাকেন, যাতে করে রাতের গুনাহ্গার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে।

١٧ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম)

١٨ . وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ غَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহিমাম্বিত আল্লাহ মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

১৭ . وَعَنْ زُرَّيْنِ حَبِيشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا زُرُّ؟ فَقُلْتُ: إِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَانِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتُ إِمْرَأًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَّا لِيَهْنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لِّكِنْ مِّنْ غَانِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ قَبِينَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ يَامُحَمَّدُ فَاجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِّنْ صَوْتِهِ هَاؤُمْ فَقُلْتُ لَهُ وَيَحَكَ أَغْضَضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَغْضَضُ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِّنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةً عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ أَحَدُ الرُّوَاةِ: قَبْلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ سَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

১৯. হযরত যির ইবনে হুবাইশ (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমি মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে সাফওয়ান ইবনে আসলাম (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমি বললাম, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন : ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞান অন্বেষণে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা তার জন্যে বিছিয়ে দেন। আমি বললাম, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। এ কারণে আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন কিনা? তিনি বললেন : হাঁ; আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত অবধি জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মতো নাপাক অবস্থা) ছাড়া পা থেকে মোজা খুলতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রার পর অযু করতে গিয়ে মোজা খুলতে হবে না। (অর্থাৎ পা ধোয়ার প্রয়োজন হবে না, শুধু মাসেহ করলেই চলবে।)

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভালোবাসা সম্পর্কে আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি জবাবে বললেন : জি হাঁ, আমরা এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা তাঁর খুব কাছাকাছি

থাকাকালে একদিন হঠাৎ এক গ্রাম্য লোক (বেদুঈন) এসে খুব চড়া গলায় 'হে মুহাম্মদ' বলে তাঁকে ডাক দিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও একই রূপ জোরালো কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বললেন : 'এস, বসো।' আমি লোকটিকে বললাম! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এসে চড়া গলায় আওয়াজ করছ; অথচ তোমাকে একরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তুমি গলার স্বর নিচু করো। লোকটি বলল : 'আল্লাহর কসম! আমি গলার স্বর নিচু করবো না।' এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করল : এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, অথচ সে এখনো তাদের সাথে সাক্ষাতের অবকাশ পায়নি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তারই সাথে থাকবে। এরপর তিনি কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা বললেন, যার প্রস্থ পায়ে হেটে গেলে কিংবা যানবাহনে গেলে চল্লিশ থেকে সত্তর বছর। সুফিয়ান সাওরী নামক একজন হাদীস বর্ণনাকারী বলেন : আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকে তিনি এই দরজাটি তওবার জন্যে খোলা রেখেছেন। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এটি বন্ধ করা হবে না। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। খোদ ইমাম তিরমিযী একে সহীহ ও হাসান হাদীস রূপে উল্লেখ করেছেন।

২০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدَلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا فَتَقْتُلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدَلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ قَالِي أَيَّتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَكَانَ إِلَى الثَّقَرِيَّةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغَفِرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَنَآى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا.

২০. হযরত আবু সাঈদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্বকার যুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি লোক হত্যা করে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধান বের হলো। তাকে একজন সংসারত্যাগী খ্রীষ্টান দরবেশের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। সে ঐ দরবেশের কাছে গিয়ে বললো : আমি নিরানব্বইটি লোক হত্যা করেছি। এখন আমার জন্যে তওবার কোন সুযোগ আছে কি ? দরবেশ বললো : 'নেই'। তখন লোকটি দরবেশকেও হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। এরপর আবার সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধান জানতে চাইলে তাকে একজন আলেমের সন্ধান জানিয়ে দেয়া হলো। লোকটি তার কাছে গিয়ে বললো : সে একশো লোককে খুন করেছে। এখন তার জন্যে তওবার কোন সুযোগ আছে কিনা ? আলেম বললেন : 'হাঁ, তওবার সুযোগ আছে। তওবা কবুলিয়তের পথে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে ? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর বান্দেগীতে লিপ্ত রয়েছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর বান্দেগীতে লিপ্ত হও এবং তোমার নিজ দেশে কখনো ফিরে যেওনা। কেননা, সেটা খুব খারাপ জায়গা।' লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে চলতে লাগল। অর্ধেক পথ চলার পর তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। এবার তাকে নিয়ে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতাদের বক্তব্য ছিল, এ লোকটি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলতে লাগল : লোকটি তো কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি। এমন সময় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে মানুষের রূপ ধারণ করে একজন ফেরেশতা তাদের সামনে উপস্থিত হলো। তখন সবাই তাকে সালিশ হিসেবে মেনে নিল। সালিশরূপী ফেরেশতা বলল : তোমরা উভয় দিকের জায়গা মেপে নাও। যে দিকটি যার কাছাকাছি হবে, সে দিকটি তারই বলে গণ্য হবে। সুতরাং জায়গা পরিমাপের পর যেদিকের উদ্দেশ্যে সে আসছিল, তাকে সে দিকটির কাছাকাছি পাওয়া গেল। এর ভিত্তিতে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ কেড়ে নিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : ওই লোকটি সৎ লোকদের বসতির দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়েছিল। এই কারণে তাকে ওই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুখারীর অপর একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা একদিকের বসতিকে দূরে সরে যেতে এবং অপর দিকের বসতিকে কাছাকাছি হতে বলে উভয়ের মধ্যবর্তী জমি মাপতে ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন। ফলে লোকেরা তাকে সৎ লোকদের জমির দিকে এক বিঘত পরিমাণ বেশি অগ্রবর্তী দেখতে পেল এবং তাকে মার্জনা করে দেয়া হলো। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, লোকটি নিজের বুকের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

২১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَانِدٌ كَعْبٍ رَضِيَ عَنْهُ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِهِمْ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ : لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ

حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَعْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٌ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبْرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهُ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةَ الْأَوْرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرَسِدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لَيْتَا هَبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيَّانَ قَالَ كَعْبٌ فَقُلْ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيُخْفِي بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحَى مِنَ اللَّهِ وَغَرَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الشَّمَارُ وَالظَّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقتُ أَغْدُو الْكِيَّ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَّادِي بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَّادِي بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ ذَلِكَ لِي فَطَفِقتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْزِنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعْفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ : فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يَتَبُوكُ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بَرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِظْفِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعَاذُ بَيْنِ جَبَلٍ رَضِ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبِيطًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْ أَبَا حَيْشَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُو حَيْشَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُتَنَافِقُونَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا بَلَغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَنِي طَفِقتُ أَتَذْكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِمَا أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ

قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ يَدَا بِالْمَسْجِدِ فَرُكِعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا
 فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ
 عِلَانِيَتَهُمْ وَبَا بِعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَاتِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّ مَلَمْتُ تَبَسَّمَ
 تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ : تَعَالَى فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ
 قَدْ ابْتَعَبَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ
 أَنِّي سَاحِرُجٌّ مِنْ سَخِطِهِ بَعْدَ لِقَائِهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ
 كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ بِسَخِطِكَ عَلَيَّ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي
 لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ
 مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ
 وَسَارَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ
 عَجِزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ
 كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا : نَعَمْ لَقِيَهِ
 مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ : قُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ
 الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ - قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا
 أُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا إِلَيْهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ
 تَخَلَّفَ عَنْهُ - قَالَ : فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ أَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا
 هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ - فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي
 بُيُوتِهِمَا يَتَكَيَّانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَاشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ
 الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمَنِي أَحَدٌ وَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي
 مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ
 وَأَسَارِقُهُ النَّظْرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا انْتَهَيْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ

ذَلِكَ عَلَىٰ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشِيَتْ حَتَّى تَسَوَّرَتْ جِدَارَ حَانِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَاحِبُ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَا اللَّهُ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ أَتَشُدُّكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحَبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَسَكَتَ فَعَدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ - فَعَدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِيٍّ مِنْ نَبْطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي قَدْ - فَعَلَ إِلَيَّ كِتَابًا مِّنْ مِّلِكَ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا : فَفَرَّاتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْجِعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نَوَاسِكَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهَذِهِ أَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ فَتَيْسَّمْتُ بِهَا التَّنَوُّرَ فَسَجَرْتُهَا - حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أَطْلُقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرُبْنَهَا - وَأَرْسَلَ إِلَيَّ صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ - فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَانِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدِمَهُ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكَ فَقَالَتْ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ؟ مَا كَانَ إِلَيَّ يَوْمَهُ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هَلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لَا اسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ - فَكَمَلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِّنْ حِينَ نَهَى عَنْ كَلَامِنَا - ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي زَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلَمٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ - يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ - فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ فَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِّنْ أَسْلَمَ قَبْلِي وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ

أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي فَكَسَوُ تَهُمَا إِيَّاهُ بِبِشْرَاهُ وَاللَّهُ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ - وَاسْتَعْرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَأَنْطَلَقْتُ أَتَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَيِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ رَضِ يُهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي، وَاللَّهُ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ فَكَانَ كَعَبٍ لَا يَنْسَاهَا لَطْلَحَةُ قَالَ كَعَبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ مِنَ السُّرُورِ : أَبَشِّرْ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدْتُكَ أُمُّكَ ! فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَ وَجْهَهُ قِطْعَةً قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ إِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبِرٍ - وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيَتْ قَوْلًا لِلَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَإِنِّي لَا رَجُوءَ أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا بَقِيَ -

قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ حَتَّى بَلَغَ أَنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى بَلَغَ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - قَالَ كَعَبٌ : وَاللَّهُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ نِعْمَةً قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلَّهِ سَلَامٍ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبْتَهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنْ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ - قَالَ كَعَبٌ كُنَّا خَلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ

أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَلَفُوا لَهُ فَبَا يَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَلِكَ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا) وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خَلَفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَأَرْجَاؤُهُ أَمْرًا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَفِي رِوَايَةٍ وَكَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ يَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ -

২১. হযরত কা'ব ইবনে মালিকের পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন : স্বীয় পিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি (আবদুল্লাহ) তাঁর পরিচালক ছিলেন। তিনি তাবুক যুদ্ধে তাঁর পিতার অংশগ্রহণ না করার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন : আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না গিয়ে পিছনে থেকে যাবার ব্যাপারে কা'ব ইবনে মালিক (রা)-এর বক্তব্য শুনেছি। তিনি (কা'ব) বলেন : একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিছিন্ন ছিলাম না। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকেও আমি দূরে থেকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি, তাদের কাউকে সাজা দেয়া হয়নি। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানরা কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে রওয়ানা করেছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা (দৃশ্যত) অসময়ে মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের ওপর অবিচল থাকার দৃষ্ট শপথ নিয়েছিলাম, তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলাম। যদিও বদরের যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশি স্মরণীয় ঘটনা, তবু আমি আকাবায় উপস্থিতির পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া পছন্দ করি।

তাবুক যুদ্ধে আমার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না যাবার কারণটা হচ্ছে এই যে, এই যুদ্ধের সময় আমি যতটা ধনবান ও শক্তিশালী ছিলাম, ততটা আর কোনো সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এ যুদ্ধের সময় আমার দু'টি উট ছিল; কিন্তু এর পূর্বে আর কখনো আমার একাধিক উট ছিল না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে অন্য জায়গার কথা বলে প্রকৃত গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখতেন। তিনি [রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অত্যধিক গরমের সময় তাবুক যুদ্ধে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সফরটা ছিল দীর্ঘ পথের; অঞ্চলটা ছিল খাদ্য ও পানিশূন্য। তদুপরি, শত্রুসেনার সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। এসব কারণে তিনি মুসলমানদের কাছে এই যুদ্ধের কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করলেন, যাতে করে সবাই যুদ্ধের জন্যে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন। তিনি সাহাবীদের তাঁর ইচ্ছার কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন। অনেক মুসলিম যোদ্ধা এই যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হলেন। তখনকার দিনে লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্র বই ছিল না।

হযরত কা'ব (রা) বলেন : তখনকার দিনে যে ব্যক্তি যুদ্ধে (জিহাদে) অংশগ্রহণ না করে লুকিয়ে থাকতে চাইত, সে নিশ্চিতরূপে মনে করত যে, তার সম্পর্কে অহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তার অবস্থাটা গোপনই থাকবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলোচ্য যুদ্ধের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন তখন গাছের ফল (খেজুর) পেকে গিয়েছিল এবং গাছ-গাছালির ছায়াও বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলাম। যা' হোক, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যথারীতি যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সকাল বেলা যেতাম বটে; কিন্তু কোনো কাজ না করেই বাড়ি ফিরে আসতাম এবং মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারব। এভাবে টালবাহানা করতে করতে অনেক দিন কেটে গেল। এমনকি, লোকেরা যুদ্ধে যাবার জন্যে সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। অবশেষে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী যোদ্ধাদের নিয়ে অতি প্রত্যুষে তাবুকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। তাই আমি প্রস্তুতি নিতে গেলাম। কিন্তু পরদিনও আমি কিছুই করলাম না। এভাবে কিছুদিন আমার এই টাল-বাহানা চলতে থাকল। অন্য দিকে মুসলিম যোদ্ধারা খুব দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধও একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ল। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, যে কোন মুহূর্তে রওয়ানা হয়ে গিয়ে ওদেরকে ধরে ফেলব। আহা! আমি যদি তা করতে পারতাম! কিন্তু তা আর আমার ভাগ্যেই জুটলনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমি রোজকার মতো মদীনার লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগলাম। তখন যাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হতো এবং যাদেরকে আল্লাহ দুর্বল ও অক্ষম বলে গণ্য করেছিলেন, সে ধরনের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মতো অবস্থায় দেখতে পেতাম না।

তাবুক যাবার পথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা মনে করেননি। সেখানে পৌঁছেই তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন : কা'ব ইবনে মালিকের কি হয়েছে? বনী সালেমার এক ব্যক্তি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তার দুই চাদর এবং শরীরের দুই পার্শ্বদেশের প্রতি নজর আটকে রেখেছে। (অর্থাৎ সে পোশাক-আশাক ও শরীর চর্চায় ব্যস্ত থাকার দরুন জিহাদে আসতে পারেনি) এ কথায় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) চমকে উঠে বললেন : তুমি যা বলেছ, তা একদম ভুল কথা। আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই জানি না। এ কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। ঠিক এ সময় তিনি সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে মরুভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তিনি বললেন : সেতো আবু খায়সামা! লোকটি কাছে আসতেই বোঝা গেল, তিনি সত্যিই আবু খায়সামা আনসারী। আর আবু খায়সামা হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে মুনাফিকরা ঠাট্টা করেছিল এক সা' পরিমাণ খেজুর সাদকা হিসেবে দান করেছিলেন বলে। হযরত কা'ব বলেন : আমি যখন তাবুক থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে ফিরে আসার সংবাদ পেলাম, তখন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আর তাই মিথ্যা অজুহাত খাড়া করার বিষয় ভাবতে লাগলাম। বারবার আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এখন কোন্ কৌশল করলে আমি আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাবো? আমার পরিবারে যারা বুদ্ধিমান ছিল, আমি তাদের সাহায্য চাইলাম। এরপর যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামর শীঘ্রই ফিরে আসছেন বলে জানতে পারলাম, তখন আমার মন থেকে সব আজীবাজে চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি স্পষ্টত বুঝতে পারলাম যে, অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে আমি রেহাই পাবনা। তাই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আমি সত্য কথা বলারই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম।

পরদিন সকালে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর মদীনায়ে ফিরে এলেন। সাধারণত তিনি সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত আত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করতেন। এই নিয়ম অনুসারে তিনি যখন মসজিদে বসলেন, তখন যারা তাবুক যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায়ে অবস্থান করছিল তারা কসম খেয়ে খেয়ে ওয়র পেশ করতে লাগল। এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল আশিজনদের মতো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর তাদের প্রকাশ্য ওয়র গ্রহণ করলেন। তাদের থেকে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করলেন এবং তাদের গুনাহর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিলেন। এরপর আমি সামনে উপস্থিত হয়ে যখন সালাম করলাম, তিনি মুচকি হাসি হাসলেন বটে, কিন্তু সে হাসিতে অসন্তুষ্টিই ঝরে পড়ছিল। এরপর তিনি আমায় কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : বলো, তোমার কি হয়েছিল? তুমি কি কারণে পিছনে থেকে গিয়েছিলে? তুমি কি তোমার যানবাহন সংগ্রহ করতে পারনি? আমি (কা'ব) নিবেদন করলামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি আপনি ছাড়া কোনো দুনিয়াদার লোকের সামনে বসা থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অজুহাত খাড়া করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে পারতাম। যুক্তি বা অজুহাত খাড়া করার যোগ্যতাও আমার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আজ আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বললে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন বটে, কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলার দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হনও, তবু আমি আল্লাহর নিকট শুভ ফলাফলের আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি আজকের মতো আর কখনো এতটা মজবুত ও শক্তিশালী ছিলাম না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর বললেন : এই লোকটি সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা, তুমি চলে যাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

এরপর বনু সালেমার কতিপয় লোক আমার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তারা আমায় বলতে লাগল : আল্লাহর কসম! এর আগে তুমি কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কেন অন্যান্য লোকদের মতো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো ওয়র পেশ করতে পারলেনা? তোমার গুনাহ মার্জনার জন্যে আল্লাহ মার্জনার কাছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা চাওয়াইতো যথেষ্ট হতো। এরা আমায় এতটা ভরসনা করতে লাগল যে, আমার রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার ইচ্ছা হলো। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো এরূপ ঘটনা আর কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না? তারা বলল : হাঁ, আরো দু'জনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুমি যা কিছু বলেছ, তারাও ঠিক সে রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও সে কথাই বলা হয়েছে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে দু'জন কারা? লোকেরা বলল, তারা হলেন মুরারা ইবনে রাবীআ 'আমেরী ও হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াফেকী (রা)।

হযরত কা'ব (রা) বলেন : লোকেরা আমায় যে দুই ব্যক্তির নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই আদর্শবান ও সৎকর্মশীল; তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কা'ব (রা) আরো বলেন : লোকেরা ঐ দুজন সম্পর্কে খবর দিলে আমি আমার পূর্বকার নীতির ওপর অবিচল থাকলাম।

যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বারণ করে দিলেন। এর ফলে আশপাশের সব লোক আমাদের থেকে দূরে সরে থাকতে লাগল। (অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তাদের মানোভাব একেবারে বদলে গেল) এমনকি, আমার জন্যে দুনিয়ার চেহারাটাই একেবারে পাল্টে গেল। আমার চেনাজানা পৃথিবী হঠাৎ যেন অজানা ও অপরিচিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত করলাম। আমার দু'জন সঙ্গী নিজেদের ঘরেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। তারা ঘরে বসে কেঁদে কেঁদে সময় কাটাতে লাগলেন। (কারণ তারা উভয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন); কিন্তু আমি ছিলাম যুবক ও শক্তিমান। তাই আমি বাইরে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সাথেই নামায পড়তাম এবং হাট-বাজারেও নির্দিষ্ট চলাফেরা করতাম। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম, কেউ আমার সাথে কথা বলছে না। নামাযের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম করতাম এবং এই ভেবে অপেক্ষা করতাম, দেখি তিনি সালামের জবাব দিতে ঠোঁট নাড়েন কিনা। মসজিদে আমি তাঁর কাছাকাছি নামায পড়তাম এবং চুপিসারে লক্ষ্য রাখতাম, তিনি আমার দিকে তাকান কিনা। আমি যখন নামাযে লিপ্ত থাকতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতে। কিন্তু আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তিনি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। এভাবে গোটা মুসলিম সমাজের নির্লিপ্ততার দরুন আমার এ অবস্থা যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন একদিন আমি প্রতিবেশী আবু কাতাদার দেয়ালের ভেতরে ঢুকে তাঁকে সালাম দিলাম; কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের কোনো জবাব দিল না। অথচ সে ছিল আমার চাচাত ভাই এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম : আবু কাতাদাহ! আমি তোমায় আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জাননা যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি? সে যথারীতি চুপ থাকল। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে চুপ থাকল। আমি পুনরায় কসম দিলে সে কেবল এটুকু বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তাঁর এ কথায় আমার চোখ দিয়ে দর দর বেগে অশ্রু বেরিয়ে এলো। আমি দেয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরপর একদিন আমি মদীনার বাজারে ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় মদীনায় খাদদ্রব্য বিক্রি করতে আগত এক সিরীয় কৃষক আমায় খুঁজতে লাগল। সে লোকদের কাছে এই মর্মে অনুরোধ করছিল যে, আমাকে কা'ব বিন মালিকের ঠিকানাটা একটু বলে দিন। এর জবাবে লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করল। সে আমার কাছে এসে আমায় গাসসানের বাদশাহর একটি চিঠি দিল। আমি চিঠিখানা আদ্যপান্ত পড়লাম। তাতে লেখা ছিল : 'আমি জানতে পারলাম যে, তোমার সাথী (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার ওপর জুলুম পীড়ন চালাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তোমায় লাক্ষিত ও নির্যাতিত হবার জন্যে সৃষ্টি করেননি। কাজেই তুমি আমাদের কাছে চলে এস। আমরা তোমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করব।' আমি চিঠিখানা পড়ে বললাম, এটাও আমার জন্যে এক পরীক্ষা। আমি অবিলম্বে চিঠিখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হলো। এর মধ্যে আর কোনো অহীও

নাযিল হলো না। হঠাৎ একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বার্তা-বাহক এসে আমায় জানাল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম, আমি কি তাকে তালুক দেব নাকি অন্য কিছু করব? বার্তা-বাহক জানাল : না, তুমি শুধু তার থেকে আলাদা থাকবে, তার ঘনিষ্ঠ হবে না। (অর্থাৎ তার সাথে দৈহিক মিলন করবে না)। আমার অন্য দু'জন সঙ্গীকেও অনুরূপ বার্তা পাঠানো হলো। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি অবিলম্বে পিত্রালয়ে চলে যাও এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তাদের সাথেই থাকো। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! হেলাল ইবনে উমাইয়া খুবই বৃদ্ধ মানুষ; তার দেখাশোনার জন্যে কোনো খাদেম নেই। আমি তার দেখাশোনা করলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'না, তবে সে যেন তোমার সাথে দৈহিক মিলনে রত না হয়'। উমাইয়ার স্ত্রী বললেন : আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তার কোনো শক্তিই নেই। আল্লাহর কসম! আজ পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে তাতে সে অবিরাম কঁদে চলেছে। (কা'ব বলেন) আমার পরিবারের অনেক সদস্য আমায় বলেন : 'তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তোমার স্ত্রীর সেবা (খেদমত) গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইবনে উমাইয়ার সেবা করার জন্যে তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন।' আমি বললাম : 'আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে কোনো অনুমতি চাইব না। কে জানে, এ বিষয়ে তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। তাছাড়া আমি হাঙ্গি একজন যুবক। এভাবে আরো দশদিন অতিবাহিত করলাম।

আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পুরো পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলো। এদিন ভোরে ফজরের নামায আদায় করে আমি আমার ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসা ছিলাম, যে অবস্থার দরুন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন : আমার মন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে এবং ধরিজি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্যে তা সঙ্গীর্ণ হয়ে গেছে।

একদিন আমি এরূপ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমি সাল্'আ পাহাড়ের ওপর থেকে এক ব্যক্তির (আবু বকর সিদ্দীক) চীৎকার শুনতে পেলাম। তিনি খুব চড়া গলায় বলতে লাগলেন : হে কা'ব তোমাকে যুবাকবাদ, তুমি সুসংবাদ, গ্রহণ কর।' আমি এ কথা শোনামাত্র সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, আমাদের মুক্তির বার্তা এসেছে। আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করেছেন, এ সুসংবাদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায বাদ সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দিতে এল। অন্যদিকে কতিপয় লোক আমার দু'জন সঙ্গীকে সুসংবাদ দিতে গেল। অপর এক ব্যক্তি (যুবাইর ইবনে আওয়াম) ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে ছুটে এল। আস্লাম গোত্রের এক ব্যক্তি (হামযা ইবনে উমর আল-আসলামী) ছুটে ছুটে পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠল। তার আওয়াজ ছিল ঘোড়ার চেয়ে বেশি দ্রুতগামী। যে ব্যক্তি আমায় সুসংবাদ দিচ্ছিল, তার আওয়াজ শোনামাত্র আমি (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের দুপ্রস্থ কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সেদিন ঐ দু'প্রস্থ কাপড় ছাড়া আমার আর কোনো পোশাক ছিল না। তাই আমি আরো দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তা পরেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম।

পথিমধ্যে লোকেরা দলে দলে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে তওবা কবুলের জন্যে আমায় মুবারকবাদ জানাতে লাগল। তারা আমায় বলতে লাগল, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন বলে তোমাকে আন্তরিক মুবারকবাদ। শেষ পর্যন্ত আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা ছিলেন; লোকেরা ছিল তাঁর চার দিক পরিবেষ্টন করে। হঠাৎ তাল্হা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) খুব দ্রুত ছুটে এসে আমার সাথে সজোরে করমর্দন করে আমায় মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! তাল্হা ছাড়া এভাবে আর কোনো মুহাজির উঠে আসেননি। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) এ জন্যে হযরত কা'ব (রা) হযরত তাল্হা (রা)-এর এই ব্যবহার কোনোদিন ভুলেননি।

হযরত কা'ব (রা) বলেন : আমি যখন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন : 'তোমার জন্মদিন থেকে শুরু করে এ পর্যন্তকার সবচাইতে উত্তম দিনের খোশ-খবর গ্রহণ কর।' আমি জানতে চাইলাম : এ সুসংবাদ কি আপনার তরফ থেকে না আল্লাহর তরফ থেকে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : 'না, আমার থেকে নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।' বস্তৃত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যাপারে আনন্দিত হতেন, তাঁর চেহারা যেন এক টুকরা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর চেহারার এই পরিবর্তনটা আমরা বুঝতে পারতাম। এরপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমার সমস্ত ধন-মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে সাদকা করে দিতে চাই।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'কিছু মাল তুমি নিজের জন্যে রেখে দাও; এটাই তোমার জন্যে উত্তম।' আমি বললাম : 'বেশ, তাহলে আমার খায়বরের অংশটা রেখে দিলাম।' আমি আরো নিবেদন কলামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমায় সত্য কথা বলার দরুন রেহাই দিয়েছেন। কাজেই আমার তওবার এও দাবি যে, বাকী জীবনে আমি কেবল সত্য কথাই বলে যাব।'।

আল্লাহর কসম! আমি যখন এ কথাগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলেছিলাম, তখন থেকে সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ অন্য কোনো মুসলিমকে আমার মতো এমন চমৎকারভাবে পরীক্ষা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহর কসম! তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো মিথ্যা বলার অভিপ্রায় করিনি। অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যার অভিশাপ থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা পোষণ করি। তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বিশেষ আয়াত নাযিল করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পয়গাম্বর, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেছেন। তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও মেহেরবান। আর যে তিনজন পিছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের তওবাও তিনি কবুল করেছেন। এমনকি শেষ অবধি এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।..... আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকো।' (সূরা তওবা : ১১৭-১১৯ আয়াত)

হযরত কা'ব আরো বলেন : আল্লাহর কসম! আল্লাহ যখন থেকে আমায় ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথাই বলে আসছি এবং এটা আমার জন্যে আল্লাহর সবচাইতে বড় নিয়ামত। (আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা) আমি যেন মিথ্যা কথা বলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই, যেমন করে অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ অহী অবতরণের যুগে

মিথ্যাচারীদের সবচাইতে বেশি নিন্দা করেছেন। সূরা তাওবায় তিনি বলেন : 'তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা আত্মাহুঁর কসম খেয়ে তোমাদের সামনে ওয়র পেশ করবে। যেন তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না কর। যা হোক, তাদেরকে তুমি ছেড়েই দাও। তারা মূলত অপবিদ্র আর (তাই) তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এটা হলো তাদের কৃতকর্মের ফসল। তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্যে তোমাদের নিকট হলফ করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করবে। তোমরা তাতে ওদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আত্মাহুঁর কিছুতেই এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।' (সূরা তাওবা : ৯৫-৯৬)

হযরত কা'ব আরো বলেন : যারা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট হলফ করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিল, তিনি তাদের অজুহাত গ্রহণ করে তাদের থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ মার্জনার জন্যে দো'আও করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণটা পিছিয়ে দিলেন। অবশেষে মহান আত্মাহুঁর বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন। আত্মাহুঁর যে বলেছেন, 'আর যে তিনজন পেছনে থেকে গিয়েছিল' এর অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়; বরং এর অর্থ হলো, যারা মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন। আমাদের ব্যাপারটা তাদের পরে রাখা হয়েছিল। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কেননা, তিনি বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়া পছন্দ করতেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : তিনি সাধারণত দিনের বেলা দুপুরের পূর্বে সফর থেকে ফিরতেন এবং সফর থেকে ফিরেই প্রথমে তিনি মসজিদে যেতেন। এরপর সেখানে দু'রাকআত নামায পড়তেন এবং তারপর বসতেন।

২২. وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلَيْهَا فَقَالَ أَحْسَنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَخْبِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشَدَّتْ عَلَيْهَا نِيبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تَصَلَّى عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২. হযরত 'ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযা'ঈ (রা) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করল : 'হে আত্মাহুঁর রাসূল! আমি ব্যভিচারের (যিনার) অপরাধ করেছি; আমাকে এর শাস্তি দিন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বললেন : 'এর সঙ্গে সদাচরণ করবে। এ সন্তান প্রসব করার পর আমার নিকট নিয়ে আসবে।' লোকটি তা-ই করল। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তার শরীরের

রিয়াদুস সালাহীন

কাপড়-চোপড় ভালো করে বেঁধে দেয়া হলো এবং নির্দেশ মুতাবেক তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামাযও পড়ালেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এ মেয়েটি তো ব্যভিচার (যিনা) করেছে। তবু আপনি এর জানাযার নামায পড়াচ্ছেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ মেয়েটি এমন তওবা করেছে যে, তা চল্লিশ জন মদীনাবাসীর মধ্যে বন্টন করে দিলেও সবার জন্যে পর্যাপ্ত হয়ে যেত। যে মেয়েটি নিজের জীবনকে মহান আল্লাহর জন্যে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিতে পারে, তার এহেন তওবার চেয়ে ভালো কোনো কাজ তোমার জানা আছে কি? (মুসলিম)

২৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَهُمَا إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ - متفق عليه .

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যদি কোনো ব্যক্তির কাছে এক উপত্যকা পরিমাণ সোনাও থাকে, তবে সে তাকে দুটি উপত্যকায় পরিণত হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করবে। আসলে তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

২৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْفَاقِلِ فَيُسَلِّمُ فَيُسْتَشْهَدُ - متفق عليه

২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাহু এমন দুই ব্যক্তির প্রতি হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়েই জান্নাতে যাবে। তাদের একজন আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শাহাদাত লাভ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিন

ধৈর্যশীলতা (সবর)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا -

মহান আল্লাহ বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো।' (আলে-ইমরান : ২০০)

১. হাদীসে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই শহীদ হিসেবে জান্নাত লাভ করবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির হত্যাকারী হলেও পরে ইসলাম গ্রহণের দরমুন তার পূর্বকার অপরাধ মার্ফ হয়ে যাবে এবং সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। -অনুবাদক

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ -

তিনি আরো বলেন : ‘আমি তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব। এছাড়া তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করব। (এ ব্যাপারে) ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।’ (বাকারা : ১৫৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

তিনি আরো বলেন : ধৈর্যশীলগণকে অগণতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (যুমার : ১০ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَكِنَّ صَبْرًا وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তিই ধৈর্য অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিঃসন্দেহে সেটা (তার) দৃঢ় মনোবলেরই অন্তর্ভুক্ত। (সূরা শূরা : ৪৩)

وَقَالَ تَعَالَى : اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ -

তিনি আরো বলেন : ধৈর্য (সবর) ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আল্লাহর) সাহায্য কামনা করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (বাকারা : ১৫৩ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ -

তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলগণকে চিনে (যাচাই করে) নিতে পারি। (মুহাম্মাদ : ৩১)

ধৈর্য (সবর) ও তার ফযীলত সংক্রান্ত এ ধরনের আরো বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

٢٥ . وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَطْهُورُ شَطْرِ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّهُ الْمِيزَانُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانِ أَوْ تَمَلَّاهُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوقِفُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

২৫. হযরত আবু মালিক আশ্আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর আল-হামদু লিল্লাহ জমিনকে পূর্ণতা দান করে। আর সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ একত্রে বা একাকী আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব কিছুকে পূরণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলোক এবং সাদকা (ঈমানের) প্রমাণ স্বরূপ। অন্যদিকে ধৈর্য (সবর) হচ্ছে জ্যোতি তুল্য এবং কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের একটি

দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি^১ করে দেয়; অতঃপর সে নিজেকে মুক্ত করে কিংবা ধ্বংস করে। (মুসলিম)

২৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ آنَفَقَ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَيِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ - متفق عليه .

২৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আনসারদের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে সাহায্য দিলেন। তারা আবার চাইল। তিনি আবারও দান করলেন। এমন কি, তাঁর নিকট যা কিছু ছিল, তা সবই নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে হাতের সব কিছু দান করার পর তিনি লোকদের বললেন : আমার হাতে যে ধন-মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে সঞ্চয় করে রাখি না। (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্রই রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭. وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

২৭. হযরত আবু ইয়াহুইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'মুমিনের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। (কেননা) তার সকল কাজই কল্যাণপ্রদ। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারগুলো এ রকম নয়। তার জন্য আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহর শোকর গুযারী করে; তাতে তার মঙ্গল সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটাও তার জন্যে কল্যাণকরই প্রমাণিত হয়।' (মুসলিম)

২৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَنْهَا وَكَرَبُ آيَاتِهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبَّادَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَنْهَا أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْشُرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ ؟ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১. অর্থাৎ কেউ নিরপেক্ষ থাকেনা বা থাকতে পারেনা। তাকে অবশ্যই কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয় সেটা ভালো হোক কি মন্দ। — অনুবাদক

২৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রোগ যন্ত্রণায় তিনি অজ্ঞান হতে লাগলেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা) বললেন : আহ, আমার বাবার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : ‘আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কষ্ট হবে না।’ তিনি (নবী করীম) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ফাতিমা (রা) বললেন : ‘হায়! বাবা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। হে বাবা! জান্নাতুল ফিরদৌস আপনার বাসস্থান! হায়! হযরত জিব্রীলকে আপনার ইন্তেকালের সংবাদ দিচ্ছি।’ তাঁর দাফনের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন : ‘রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে কি তোমাদের ইচ্ছা হলো?’ (বুখারী)

২৯. وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حَبِّهِ رَضِيَ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ ابْنِي قَدْ احْتَضَرَ فَشَهِدْنَا فَارْسَلْ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَبَا تَبْنِيهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ رَضِيَ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبَى فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعُّقُهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ - متفق عليه .

২৯. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামা (রা) বলেন : একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে সংবাদ দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে আসতে অনুরোধ জানালেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ বাহকের মাধ্যমে তাকে সালাম জানিয়ে বললেন : ‘আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই; আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। আল্লাহর কাছে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময়-কাল রয়েছে। সুতরাং তোমার ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াবের পুরস্কারে আকাংক্ষা পোষণ করা উচিত।’ কন্যা দ্বিতীয়বার তাঁকে কসম দিয়ে তাঁর কাছে আসতে বললেন। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাঁদ ইবনে উবাদা, মু‘আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা’ব, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আরো কতিপয় সাহাবীসহ উঠে গেলেন। এরপর শিশুটিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ন্যস্ত করা হলো। তিনি তাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। এ সময় শিশুটির প্রাণ অস্থির হয়ে যেন বেরিয়ে আসছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। এতে উৎসুক হয়ে সাঁদ জিজ্ঞেস করলেন : ‘একি হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, এটা আল্লাহর রহমত, যা তিনি স্বীয় বান্দাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছেন।’ অপর এক বর্ণনায় আছে; আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত বান্দাদের হৃদয়ে রহমত দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০. وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلِمُهُ السِّحْرَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ - فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ - فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجْرًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَأَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَفَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاتَى الرَّاهِبُ فَآخِزَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيُّ بَنَى أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى : وَإِنَّكَ سَتَبْتَلَى فَإِنْ ابْتَلَيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَى وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيَدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسُ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَأَمِنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَاتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ ؟ قَالَ رَبِّي قَالَ أَوْلَكَ رَبُّ غَيْرِي ؟ قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : أَيُّ بَنَى قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِذَا هَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَالْأُطْرُحُوهْ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ بِأَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ كَفَّا نِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِذْهَبُوا بِهِ فَأَحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ

عَنْ دِينِهِ وَالْأَقَاذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَتَ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَفَرَقُوا
وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا : فَعَلَ بِأَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ
لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أُمِرُكَ بِهِ : قَالَ مَا هُوَ ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ
وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ
اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ
عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ
ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : أَمِنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ
فَأَنَّى الْمَلِكُ قَتَلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ : قَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَأَمَرَ
بِالْأَخْذُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكِّكِ فَخُذْتُ وَأُضْرِمَ فِيهَا النَّيِّرَانَ وَقَالَ : مَنْ لَّمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحِمُوهُ فِيهَا
أَوْ قَبِيلَ لَهُ أَفْتَحِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا
الْغُلَامُ : يَا أُمِّهِ إِصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০. হযরত সুহায়েব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের পূর্বকার লোকদের মধ্যে একজন বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল একজন জাদুকর। সে যখন বার্ষিক্যে উপনীত হলো, তখন বাদশাহকে বললো : ‘আমি একদম বুড়ো হয়ে গেছি। সুতরাং একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে জাদু শিখিয়ে দেব।’ সে মতে বাদশাহ একটি কিশোরকে জাদু শেখানোর জন্যে তার কাছে পাঠালেন। তার চলাচলের পথে ছিল এক খ্রীষ্টান দরবেশ। বালকটি দরবেশের কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত হলো। এভাবে জাদুকরের কাছে যাতায়াতের পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। একদিন জাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে খুব মারধর করল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করল। দরবেশ তাকে উপদেশ দিল, তোমার মনে যখন জাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় জাগবে তখন তাকে বলবে : আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার মাঝে স্বীয় পরিবারবর্গের ভয় জাগবে, তখন তাদেরকে বলবে, জাদুকর আমায় আটকে রেখেছিল।

এই পরিস্থিতিতে একদিন এক বিরাট জন্তু এসে লোকদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিল। বালকটি তখন মনে মনে ভাবল : আজ আমায় জানতে হবে যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ, না জাদুকর শ্রেষ্ঠ? অতঃপর সে একটি পাথর খণ্ড হাতে নিয়ে প্রার্থনা করল : হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি জাদুকরের চেয়ে দরবেশের কাজ বেশি পছন্দনীয় হয়, তাহলে লোকদের পথ চলাচলের সুবিধার্থে এই জন্তুটাকে মেরে ফেল। এরপর সে উক্ত পাথর খণ্ডটি ছুঁড়ে মারল এবং তাতে জন্তুটি মারা গেল। এতে চলাচলের পথটি উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং লোকেরাও নিজ নিজ লক্ষ্যপানে চলে গেল। এরপর সে দরবেশের কাছে এসে এ খবরটি তাকে জানাল। দরবেশ’

তাকে বলল : ‘হে প্রিয় বৎস! আজ তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছ। আমার মতে, আজ তুমি একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছ; তুমি খুব শীগ্গীরই একটি কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হবে। কাজেই তুমি যখন কোনো বিপদে ফেঁসে যাবে, তখন আমার সম্পর্কে কাউকে কোন সন্দান দেবে না।’

বালকটি মানুষের সব জটিল রোগের চিকিৎসা করত; বিশেষত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সে সুস্থ করে তুলত। তৎকালীন বাদশাহর দরবারের একজন সদস্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে অনেক উপটোকন নিয়ে এসে বালকটিকে বললো : ‘তুমি আমায় সুস্থ করে তুলবে, এ প্রত্যাশায়ই আমি তোমার জন্যে এত উপটোকন নিয়ে এসেছি।’ জবাবে বালকটি বলল : ‘আমি তো কাউকে সুস্থতা দান করি না, আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে সুস্থতা দান করেন। তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো, তাহলে তোমার সুস্থতার জন্যে আমি আল্লাহর কাছে দো‘আ করব।’ লোকটি তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল! আল্লাহও তাকে সুস্থতা দান করলেন। তারপর সে বাদশাহর দরবারে যথারীতি আসন গ্রহণ করল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল : কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে জবাব দিল : আমার প্রভু (রব্ব)। বাদশাহ আবার তাকে প্রশ্ন করল : কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে জবাব দিল : আমার প্রভু। এবার বাদশাহ প্রশ্ন করল : আমি ছাড়াও কি তোমার কোন প্রভু আছে? সে বলল, ‘আল্লাহই আমার ও তোমার প্রভু।’ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগল। শাস্তি সহ্য করতে না পেরে সে বালকটির নাম বলে দিল। সে মতে বালকটিকে ডেকে আনা হলো। বাদশাহ তাকে স্নেহের সুরে বললেন : হে প্রিয় বালক! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি জাদুবিদ্যার সাহায্যে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় দান করো এবং আরো নানা রকমের রোগীকে সুস্থ করে তোল। জবাবে বালকটি বলল : মহামান্য বাদশাহ! আমি কাউকে সুস্থতা দান করি না। সুস্থতা তো আল্লাহই দান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে খ্রীষ্টান দরবেশের নাম বলে দিল। সে মতে দরবেশকে ডেকে আনা হলো এবং তাকে তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন বাদশাহ জনৈক কর্মচারীকে একটি করাত আনতে বলল। করাত নিয়ে এলে সেটিকে দরবেশের মাথার ঠিক মাঝ বরাবর স্থাপন করে তাকে চিরে ফেলা হলো। ফলে তার দেহটি দু’খণ্ড হয়ে পড়ে গেল। এরপর বাদশাহর কথিত কর্মচারীকে আনা হলো। তাকেও তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সেও তা অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝ বরাবর করাত দিয়ে চিরে ফেলা হলো। এরপর বালকটিকে নিয়ে আশা হলো এবং তাকেও তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন বাদশাহ তাকে কতিপয় সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে বলল : তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাও। যখন তোমরা পাহাড়ের উঁচু শিখরে গিয়ে উঠবে, তখন সে যদি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তবে তো ঠিক। নচেত সেখান থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

সেমতে লোকেরা ছেলেটিকে নিয়ে পাহাড়ে উঠল। ছেলেটি বলল : ‘হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে পসন্দ করো এদের কবল থেকে আমায় মুক্তি দান করো।’ এ সময় পাহাড়টি হঠাৎ কেঁপে উঠল এবং তারা সবাই নিচে পড়ে গেল। আর ছেলেটি বাদশাহর কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল : ‘তোমার সঙ্গীদের কী হয়েছে?’ ছেলেটি বলল : ‘আল্লাহ তাদের কবল থেকে আমায় রক্ষা করেছেন।’ তখন বাদশাহ তাকে অন্য কতিপয় সঙ্গীর হাতে

ন্যস্ত করে বলল : একে তোমরা একটি ছোট নৌকায় তুলে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। অতঃপর সে যদি তার ধর্ম (দ্বীন) ত্যাগ না করে, তবে তাকে তোমরা সেখানে (সমুদ্রে) ফেলে দাও। এই নির্দেশ মুতাবেক লোকেরা তাকে নিয়ে সমুদ্রপথে চলল। ছেলেটি প্রার্থনা করল : হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে পসন্দ করো, এদের কবল থেকে আমায় মুক্তি দাও। এরপর নৌকাটি তাদের নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই মৃত্যুবরণ করল। ছেলেটি বাদশার কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল : তোমার সঙ্গীদের ভাগ্য কি ঘটেছে? সে জবাব দিল : আল্লাহই আমাকে তাদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর সে বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলল : তুমি আমার নির্দেশ মুতাবেক কাজ করো তবেই আমায় হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল : সেটা কি ধরনের কাজ? সে বলল : একটি মাঠে লোকদেরকে জড়ো করো। তারপর আমায় শূলের ওপর বসাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝ বরাবর রেখে বলো : ‘বিস্মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম’ (অর্থাৎ বালকটির প্রভু আল্লাহর নামে তীর ছুঁড়ছি) — এই বলে তীর ছুঁড়ো। এভাবে তীর ছুঁড়লেই তুমি আমায় হত্যা করতে পারবে।

বাদশাহ তখন একটি মাঠে লোকদেরকে জড়ো করে ছেলেটিকে শূলের ওপর বসিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে স্থাপন করে ‘বিস্মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম’ বলে তার প্রতি ছুঁড়ে মারল। তীরটি বালকটির কানের পাশ দিয়ে মাথা ভেদ করল এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটল। এতে লোকেরা বলতে লাগল : ‘আমরা বালকটির প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।’ এ সংবাদ বাদশার নিকট পৌছালে তাকে বলা হলো, ‘যে আশংকা তুমি পোষণ করেছিলে, তা-ই তো হয়ে গেল; অর্থাৎ সব লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।’ বাদশাহ তখন রাস্তার পার্শ্বে বিরাট আকারে গর্ত করার নির্দেশ দিল। অতঃপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালানো হলো। বাদশাহ ঘোষণা করলো, কোন ব্যক্তি তার ধর্ম (দ্বীন) থেকে ফিরে আসতে না চাইলে তাকে তোমরা গর্তে নিক্ষেপ করো। এ ঘোষণা অনুসারে যারা স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাল, তাদেরকে আগুনে ছুঁড়ে মারা হলো। শেষ পর্যন্ত একজন মহিলা তার সন্তানসহ এল। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করলে তার সন্তান বলল : ‘আম্মা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। (অর্থাৎ আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করবেন না); কারণ আপনি তো সত্যের ওপর রয়েছেন।’ (মুসলিম)

৩১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ : اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِ فَكَ قَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى - متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا -

৩১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি (মহিলাটিকে) বললেন : ‘(ওহে! তুমি) আল্লাহকে ভয় এবং ধৈর্য অবলম্বন (সবর) করো।’ মহিলাটি বলল : আপনি আমাকে কিছু না বলে নিজের কাজ করুন। কারণ আপনি তো আমার মতো কোনো মুসিবতে পড়েননি। আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি।

রিয়াদুস সালেহীন

তখন তাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহিলাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির দরজায় এল এবং সেখানে কোনো দারোয়ান দেখতে পেলনা। এরপর মহিলাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললো : ‘আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।’ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ধৈর্যশীলতা (সবর) তো প্রথম আঘাতের সময়ই প্রকাশ পেয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : মহিলাটি তার এক শিশুপুত্রের জন্যে কাঁদছিল।

৩২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالِ عِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ - وَرَأَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : আমার মুমিন বান্দার জন্যে আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার (কোনো) প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে যাই আর সে তখন সওয়াবের আশায় ধৈর্য (সবর) অবলম্বন করে।’ (বুখারী)

৩৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونَ فَخَبَّرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ - وَرَأَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আযাব বিশেষ। আল্লাহ যাকে চান, তার জন্যেই একে পাঠান। কিন্তু তিনি মুমিনের জন্যে একে রহমতে পরিণত করেছেন। কোনো মুমিন বান্দা এ রোগে আক্রান্ত হলে সে যদি নিজ এলাকায় ধৈর্যের সাথে সওয়াবের নিয়তে এ কথা মনে রেখে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই সে ভুগবে (এবং সে মৃত্যু বরণ করবে) তবে সে শহীদের মতোই সওয়াব পাবে। (বুখারী)

৩৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوِضَتْهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ - وَرَأَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৩৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু’টি প্রিয় জিনিসের (চোখের) ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি (অর্থাৎ তার দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই) এবং তাতে সে ধৈর্য্য অবলম্বন করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি বেহেশত দান করি। (বুখারী)

৩৫. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ رِبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَبَيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكْشِفُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَغْفِيكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكْشِفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْشِفَ فَدَعَا لَهَا - متفق عليه .

৩৫. হযরত ‘আতা ইবনে আবু রিবাহুর বর্ণনা, আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : ‘আমি কি তোমায় একজন বেহেশতী মহিলা দেখাব না ?’ আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি (ইশারা করে) বললেন : এই কাল মহিলাটি। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলছে : ‘আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছি এবং এর ফলে আমার শরীর আবৃত রাখা যাচ্ছে না। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার জন্যে একটু দো‘আ করুন।’ তিনি বললেন : ‘তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পার; তার ফলে তুমি বেহেশত লাভ করবে। আর যদি চাও তো তোমার নিরাময়ের জন্যে আমি দো‘আ করতে পারি।’ সে বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে আমার দেহ যাতে অনাবৃত হয়ে না যায়, সে জন্যে আল্লাহর নিকট দো‘আ করুন। অতঃপর তিনি তার জন্যে দো‘আ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ بِنْتُ أَبِي أَنظُرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرْبَهُ قَوْمَهُ فَادْمَوَهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - متفق عليه

৩৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। তিনি নবীগণের ভেতর থেকে জটিল নবীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে, তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেছিল আর তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে ফেলতে ফেলতে বলছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দাও; কারণ এরা (কি করছে) জানেনা।’ (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَهُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - متفق عليه .

৩৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন : মুসলিম বান্দার যে কোনো রোগ-ব্যাদি, দৈহিক শান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমন কি দেহে কাঁটা বিধলেও সে কারণে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَاكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَاكَ وَعَاكَ شَدِيدًا قَالَ أَجَلٌ إِنِّي أُوْعَاكَ كَمَا يُوعَاكَ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ أَجَلُ ذَلِكَ

كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَصِيبُهُ آذَى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا - متفق عليه .

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছিলেন। আমি তাকে বললাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছেন।’ তিনি বললেনঃ ‘হ্যাঁ, তোমাদের মতো দু’জনের সমান জ্বরে কাঁপছি।’ আমি বললাম, একটা কি এজন্যে যে, এতে আপনার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই। মুসলিম বান্দাহ কাঁটা কিংবা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা কষ্ট পেলে আল্লাহ অবশ্যই সে কারণে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তার ছোট ছোট গুনাহগুলো গাছের শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে (পরীক্ষায়) ফেলেন।

৪০. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي -

৪০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ কোনো বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হলে সে যেন মৃত্যুর আকাংক্ষা ব্যক্ত না করে। কেউ যদি কিছু ব্যক্ত করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ততক্ষণ জীবিত রাখো, যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর। আর যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর, তখন আমায় মৃত্যু দান কোর। (বুখারী ও মুসলিম)

৪১. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ خُبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يَوْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمَشْطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيُتِمِّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرِّكَبُ مِنْ صَنَعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً -

৪১. হযরত আবু আবদুল্লাহ খাব্বাব ইবনে ইআরাতি (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মক্কার কাফিরদের

শত্রুতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। সে সময় তিনি মাথার নীচে চাদর রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়ে আরাম করছিলেন। আমরা নিবেদন করলাম : 'আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবেন না এবং আমাদের জন্যে তাঁর নিকট দো'আও করবেন না।' তিনি বললেন : 'তোমাদের পূর্বকার জামানায় মানুষকে ধরে নিয়ে মাটির গর্তে দাঁড় করানো হতো। তারপর করাত দ্বারা কারো মাথা থেকে লম্বালম্বি গোটা দেহকে চিরে ফেলা হতো। কারো শরীরের গোশত ও হাড় লোহার চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হতো। তবুও কাউকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর কসম! এ দ্বীনকে তিনি পূর্ণভাবে কায়ম করে দেবেনই। এমনকি, তখন একজন পথিক (বা যাত্রী) সানু'আ থেকে হাযরা মাউত অবধি সফর করবে; কিন্তু আল্লাহ আর স্বীয় মেঘপালের জন্যে নেকড়ে ছাড়া সে আর কিছুই ভয় করবে না; কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছ।' (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : তিনি অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর রেখেছিলেন মাথার নীচে আর মুশরিকরা আমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছিল।

৪২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَنْزَرَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ وَأَعْطَى عُسَيْبَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَأَتَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجَهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ الْأَخْبِرَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أَوْدَى بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ فَقُلْتُ لَأَجْرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا - متفق عليه .

৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে গনীমতের মালের অংশ বেশি দিয়েছিলেন। (নও-মুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার জন্যেই এটা করা হয়েছিল।) তিনি আকরা ইবনে হাবেস এবং 'উয়ায়না ইবনে হিসনকে এক শত করে উট দান করেছিলেন। এ ছাড়া আরবের উচ্চ বংশীয় লোকদেরকে মর্যাদা অনুপাতে বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি অভিযোগ করল : 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ন্যায় বিচার করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য করা হয়নি। আমি বললাম : 'আল্লাহর কসম! আমি এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবশ্যই পৌছাব।' সেমতে আমি তাঁর কাছে এসে উপরিউক্ত ব্যক্তির অভিযোগ পুনরুল্লেখ করলাম। এতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি (শ্ফোভের সাথে) বললেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই যখন ন্যায়বিচার করে না, তখন আর কে ন্যায়বিচার করবে?' এরপর বললেন : 'আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। তাকে তো এর চাইতেও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্য (সবর) অবলম্বন করেছেন।' আমি (তাঁর অবস্থা দেখে) মনে মনে বললাম, এরপর আমি আর তাঁর কাছে এ ধরনের কোন অভিযোগ তুলবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي

الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤْفَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ غِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

৪৩. হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন দুনিয়ায় তার প্রতি খুব শীঘ্র বালা-মুসিবত নাযিল করেন। অন্যদিকে তিনি যখন স্বীয় বান্দার জন্যে অকল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাকে গুণহর মধ্যে ছেড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাকে পাকড়াও করবেন।’ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : ‘(কোনো কাজে) কষ্ট ক্রেশ বেশি হলে সওয়াবও বেশি হয়। আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালো বাসেন, তখন তাকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি এ বিপদ থেকে সজ্জু চিড়ে উত্তীর্ণ হবে, সে অবশ্যই আল্লাহর সজ্জু লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এতে অসজ্জু হবে, তার জন্যে থাকবে আল্লাহর অসজ্জু। ইমাম তিরমিযী বলেছেন : এটি হাসান হাদীস।

৪৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ ابْنُ لَآبِي طَلْحَةَ رَضِيَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَبِضَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ : هُوَ أَسْكَنَ مَا كَانَ فَقَرَّبْتُ لَهُ الْعِشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اِحْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَبِعَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَكَهُ وَسَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

ওফী রোয়াইে বুখারী قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ وَالْقُرْآنَ (يَعْنِي مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُتَوَلِّدِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَاتَ ابْنُ لَآبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا لَا تَحْدِثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُهُ فَجَاءَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ عِشَاءً فَآكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا آعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ لَا فَقَالَتْ فَاتَحَسَّبْ إِنَّكَ قَالَ فَعُضِبَ ثُمَّ قَالَ : تَرَبَّنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتُ نِسِي بَابِنِي ! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ

اللَّهُ فِي لَيْلَتِكُمْ قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمَ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعَجِّنِي أَنْ أَخْرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ وَإِذَا خُلَّ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى تَقُولُ أَمْ سَلِيمٌ : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ - انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنْسُ لَا يَرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْنَاهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ -

৪৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আবু তালহা (রা)-এর এক পুত্র গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তখন ছেলেটার মৃত্যু ঘটল। আবু তালহা ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছেলের মা উম্মে সুলাইম বললেন : ‘আগের চাইতে সে ভালো’ এরপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খাবার দিলেন। আবু তালহা খাবার খেলেন। তারপর স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। মিলন শেষে উম্মে সুলাইম বললেন : ‘ছেলেকে দাফন করে দিন।’ (অর্থাৎ সে মৃত্যুবরণ করেছে)। আবু তালহা (রা) সকাল বেলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ খবর দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আজ রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ ? আবু তালহা (রা) বললেন : ‘হা’। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘হে আব্বাহ! এদের দু’জনকে তুমি বরকত দান করো।’ এরপর উম্মে সুলাইমের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল।

হযরত আনাস (রা) (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন : আবু তালহা আমায় এ শিশুটিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলো এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বললেন : তোমাদের সাথে কোন খাবার জিনিস আছে কি ? তিনি বললেন : ‘হাঁ, কিছু খেজুর আছে।’ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর মুখে নিয়ে চিবোলেন। তারপর তা নিজের মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর এক বর্ণনা অনুসারে ইবনে ‘উয়াইনা বলেন : আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন, আমি আবদুল্লাহর (আবু তালহার পুত্র) নয়টি সন্তান দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই কুরআন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে : আবু তালহার পুত্র ইস্তিকাল করলে তার মা উম্মে সুলাইম বাড়ির লোকদেরকে বললেন, তারা যেন আবু তালহাকে এ বিষয়ে কিছু না বলে। তাকে যা বলার, তিনি নিজেই তা বলবেন। আবু তালহা বাড়িতে এলে উম্মে সুলাইম তাকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি তৃপ্তির সাথে পানাহার করলেন। তারপর উম্মে সুলাইম স্বামীর জন্যে খুব

সুন্দর করে সাজলেন। আবু তালহা তার সাথে মিলিত হলেন। উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা পরিভূক্তি লাভ করেছেন এবং তার শারীরিক চাহিদা মিটে গেছে, তখন তাকে বললেন : হে আবু তালহা! শুনুন, যদি কোন জনগোষ্ঠী কোন পরিবারকে কিছু ঋণ দান করে, তারপর সেই ঋণ ফেরত চায়, তবে কি সেই পরিবার তাদের ঋণ ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে? জবাবে আবু তালহা বললেন : 'না'। তখন উম্মে সুলাইম বললেন : তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আব্বাহুর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করুন। আবু তালহা এ কথায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন : তুমি এ ব্যাপারে আগে কিছুই বললে না! এমন কি, আমি দৈহিক মিলনের কাজও সেরে ফেললাম এবং তারপরই তুমি ছেলে সম্পর্কে আমায় দুঃসংবাদ দিলে।

তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দো'আ করলেন : 'আব্বাহ তোমাদের দু'জনের রাতকে বরকতময় করুন।' এরপর উম্মে সুলাইম গর্ভধারণ করলেন। পরবর্তীকালে কোনো এক সফরে তিনি (আবু তালহাসহ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযাত্রী হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতের বেলায় সফর থেকে মদীনায় ফিরতেন না। যাই হোক, তারা যখন মদীনার কাছাকাছি এলেন, তখন উম্মে সুলাইম প্রসব বেদনা অনুভব করলেন। এ কারণে আবু তালহা তার সঙ্গে থেকে গেলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন : আবু তালহা বলতে লাগলেন; হে আব্বাহ! তুমি জান যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সহযাত্রী হতে আমার খুবই ভালো লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে ফেসে গেলাম তা তুমি দেখছ।' উম্মে সুলাইম (রা) বলতে লাগলেন : 'হে আবু তালহা! আমি যে ব্যথা টের পাচ্ছিলাম সেটা এখন আর নেই। কাজেই, চলুন আমরা এখান থেকে মদীনা যাই।' অতঃপর সেখান থেকে আমরা মদীনায় ফেরে এলাম।

মদীনায় আসার পর উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন : আমার আত্মা আমাকে বললেন : এ শিশুটিকে সকালে কেউ দুধ পান করানোর আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেও। সেমতে সকালে আমি শিশুটিকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম।' এভাবে তিনি হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّارِعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - متفق عليه

৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় মারে, সে শক্তিমান নয়; বরং শক্তিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৬. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَانِ وَاحِدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَرَّضَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - متفق عليه

৪৬. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। এ সময় দুই ব্যক্তি পরস্পর বকাবকা ও গালাগাল করছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা ক্রোধে লাল বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলোও ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি এমন একটি কথা জানি, যা বললে তার এই দুরবস্থা দূর হয়ে যাবে। সে যদি ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম’ বলে, তবে তার এই ক্রোধের আবেগ চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বললেন : রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরিউক্ত কথাটি (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ) বলে তোমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আত্মাহুর নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৭. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৪৭. হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে অবদমিত রাখে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সব মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার সাথে ডাকবেন। এমন কি তাকে নিজ পসন্দমতো বড় বড় আয়ত-লোচনা সুন্দরী যুবতীদের (হুর) মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেয়ার স্বধীনতা পর্যন্ত দেবেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

৬৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ : لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো : আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : ‘রাগ কোর না।’ লোকটি বারবার কথাটি বলতে লাগল আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু বলতে লাগলেন : ‘রাগ কোর না।’ (বুখারী)

১৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানদার নর-নারীর জান-মাল ও সন্তানাদির ওপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয় এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহই থাকে না।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান ও সহীহ হাদীস রূপে অভিহিত করেছেন।

৫০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَدِمَ عُبَيْدُ بْنُ حِصْنٍ فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسٍ رَضِيَ عُمَرُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَاذِنْ لِي عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِيَ يَا ابْنَ أَخِي الْخَطَابُ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ فَقَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوَقَّعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَرِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৫০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : একদা উয়াইনা ইবনে হিসন মদীনায় এসে স্বীয় ভাতিজা হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হলেন। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ জনদের অন্যতম। আর উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠজন ও উপদেষ্টাগণ— তাঁরা যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই ছিলেন কুরআন বিশেষজ্ঞ। উয়াইনা তার ভাতিজাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার তো আমীরুল মুমিনীনের কাছে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আমার জন্যে অনুমতি চাও। হুর অনুমতি চাইলেন এবং উমর (রা) তাতে সায় দিলেন। তিনি (হুর) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে ইবনে খাত্তাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ হুকুমও জারি করেন না।' এতে উমর বেশ ক্ষুব্ধ হলেন, এমন কি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর তাঁকে বললেন : 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন : 'ক্ষমা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্থদের এড়িয়ে চলো।' (সূরা আ'রাফঃ ১৯৯ আয়াত) আর ইনি তো মূর্থদের দলভুক্ত এক ব্যক্তি। আল্লাহর কসম! এ আয়াত তেলাওয়াত করার সময় উমর (রা) কোন সীমা লঙ্ঘন করেননি। তাছাড়া তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী খুব বেশি কাজ করতেন। (বুখারী)

৫১. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُ وَنَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ - متفق عليه

৫১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে খুব শীঘ্রই কারো ওপর কাউকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এমন সব কাজ সম্পন্ন হবে, যা তোমাদের পছন্দনীয় হবে না। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন হে আল্লাহর রাসূল! এমতাবস্থায় আপনি আমাদের কি আদেশ করেন? তিনি বললেন : 'তোমাদের অন্যের ওপর যেসব হক রয়েছে, সেগুলো আদায় করো এবং তোমাদের পাওনা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫২. وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ - متفق عليه.

৫২. হযরত আবু ইয়াহুইয়া উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বর্ণনা করেন একদা জনৈক আনসারী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি অমুকের ন্যায় আমাকে কেন কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তোমরা খুব শীঘ্রই আমার পরে (তোমাদের নিজেদের ওপর) অন্যের গুরুত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সঙ্গে হাওযে কাউসারে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫৩. وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ أَنْتَظَرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَلَّهُمْ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ إِهْزِمَهُمْ وَأَنْصَرْنَا عَلَيْهِمْ - متفق عليه .

৫৩. হযরত আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেন : একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি সূর্য হেলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এমনি অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের অগ্রহ পোষণ করোনা; বরং আল্লাহর কাছে শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ লেগেই যাবে, তখন সবর করবে, অর্থাৎ অবিচল ও দৃঢ়চিত্ত থাকবে। জেনে রাখো, জান্নাতের অবস্থান তলোয়ারের ছায়াতলে।' অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হে কিতাব অবতরণকারী; মেঘ চালনাকারী ও শত্রু বাহিনীকে পরাজয় দানকারী আল্লাহ! ওদেরকে পরাভূত কর এবং আমাদেরকে ওদের ওপর বিজয় দান করো।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ চার

সত্যনিষ্ঠা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাকো। (সূরা তওবাঃ ১১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণ! আল্লাহ তাদের জন্যে মার্জনা ও বিরাট পুরস্কার তৈরী করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব : ৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى : فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَكُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তারা যদি আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারে সত্যতার প্রমাণ দিত, তাহলে তাদের জন্যে কতইনা ভালো হতো! (সূরা মুহাম্মদ : ২১)

৫৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا - متفق عليه .

৫৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : সত্যপ্রীতি বা সত্যনিষ্ঠা সত্যতার পথ দেখায় আর সত্যতা (মানুষকে) জান্নাতের দিকে চালিত করে। মানুষ সত্যের অনুশীলন করতে করতে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ) নামে পরিচিত হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে চালিত করে আর অশ্লীলতা মানুষকে জাহান্নামের (আগুনের) দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী নামে পরিচিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ قَالَ خَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رَيْبَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

৫৫. আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই কথাগুলো মুখস্ত করেছি : ‘যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও আর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তা-ই গ্রহণ কর। সত্যপ্রীতি অবশ্যই শান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

৫৬. وَعَنْ أَبِي سُوْفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ حِرَقْلُ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) قَالَ أَبُو سُوْفْيَانَ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعِفَافِ وَالصَّلَاةِ - متفق عليه .

৫৬. আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হার্ব (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে হিরাকলের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : হিরাকল জিজ্ঞেস করল যে, নবী তোমাদের কি কি কাজের আদেশ করেন ? আবু সুফিয়ান বলেন : তিনি (নবী) বলেন; 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী (দাসত্ব) কর এবং তার সাথে কোন ব্যাপারে কাউকে শরীক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা যা বলে গেছেন তা পরিহার কর। পক্ষান্তরে নবী আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, উদার্য ও মধুর সম্পর্কের আদেশ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭. وَعَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَقِيلَ أَبِي سَعِيدٍ وَقِيلَ أَبِي الْوَلِيدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَدْرِي رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ - رواه مسلم .

৫৭. বদরী সাহাবী সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট যথার্থই শাহাদাতের মৃত্যু চায়, সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন।' (মুসলিম)

৫৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَتَّبِعْنِي رَجُلٌ بَضَعَ إِمْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بَيْوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا فَعَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحَبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارُ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمَهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلَيْبَا يَعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزَقَتْ يَدَ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلَيْبَا يَعْنِي قَبِيلَتَكَ فَلَزَقَتْ يَدَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَآكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَاحْلَهَا لَنَا - متفق عليه .

৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জনৈক নবী (ইউশা' ইবনে নুন) জিহাদ করতে গিয়ে তাঁর জাতিকে

বললেন : যে ব্যক্তি সদ্য বিয়ে করেছে; কিন্তু স্বীয় স্ত্রীর সাথে এখনো মিলিত হয়নি, যে ব্যক্তি ঘর তৈরী করেছে কিন্তু এখনো তার ছাদ তৈরী করেনি, এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল বা উষ্টনী খরিদ করে তার বাচ্চার জন্যে অপেক্ষমান, তারা যেন আমার সাথে জিহাদে গমন না করে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং যে জায়গায় যুদ্ধ করার কথা ছিল, সেখানে আসরের নামাযের কাছাকাছি সময়ে উপনীত হলেন। তখন তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ‘ওহে, তুমিও আল্লাহর নির্দেশের অধীন আর আমিও তাঁর নির্দেশের অধীন। হে আল্লাহ! তুমি সূর্যকে আটকে রাখো।’ অতঃপর জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা হলো। তিনি গনীমতের মাল একত্র করে রাখলে আগুন সেগুলোকে জ্বালিয়ে ভস্ম করার জন্যে এগিয়ে এল; কিন্তু (শেষ পর্যন্ত) আগুন তা জ্বালালো না। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ গনীমতের মালে খিয়ানত (আত্মসাৎ) করেছে। অতএব, তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের একজনকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।’

কিন্তু বাইয়াত করতে গিয়ে একব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি (লোকটিকে) বললেন : ‘তোমাদের মধ্যেই খিয়ানতকারী রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের সব লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।’ এভাবে বাইয়াত করতে গিয়ে দুই কি তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন : ‘তোমাদের দ্বারাই এ খিয়ানতের কাজটি হয়েছে।’ তারা তখন একটি গরুর মাথার সমান একটি সোনার মাথা নিয়ে এল। তারপর সেটাকে তিনি মালের ভিতর রেখে দিলেন; কিন্তু আগুন এসে তা সবই খেয়ে ফেলল। উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্বে কারো জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়নি। আল্লাহ আমাদের দুর্বলতার দিক বিবেচনা করে আমাদের জন্যে এটা হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭. وَعَنْ أَبِي خَلِيدٍ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - متفق عليه .

৫৯. হযরত আবু খালিদ ইবনে হিয়াম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনাবেচা বাতিল করে দেয়ার অধিকার রাখে। তারা যদি উভয়ে সত্য পথে থাকে, তাহলে তাদের কেনাবেচা বরকতপূর্ণ হয়। আর যদি তারা মিথ্যা (বা অসাধু) পথে থাকে, তাহলে তা লেনদেনের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : পাঁচ

আত্মপর্যালোচনা (মুরাকাবা)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ -

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন যিনি তোমাকে এবং মুসল্লীদের মধ্যে তোমার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা শু'আরা : ২১৮-২১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ -

তিনি আরো বলেন : তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের সাথেই থাকেন।

(সূরা হাদীদ : ৪)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -

তিনি আরো বলেন : আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই গোপন থাকে না।

(সূরা আলে-ইমরান : ৫)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ رَبَّكَ لَبَائِرْصَادٍ -

তিনি আরো বলেন : নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (তঁার বিরোধীদের প্রতি) প্রখর দৃষ্টি রাখছেন।

(সূরা আল-ফজর : ১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ - وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ .

তিনি আরো বলেন : আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত।

(সূরা মুমিন : ১৯)

৬০. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَدْرَكَ بِيْتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رِبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُقَافَةَ الْغُرَاءَ الْعَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلَبًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلِمُكُمْ دِينَكُمْ - رواه مسلم.

৬০. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমরা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটি (অচেনা) লোক উপস্থিত হলো। লোকটির খোশাক-আশাক ছিল খুবই ধ্বংসবাদী। তার মাথার চুলগুলো ছিল কুচকুচে

কালো। তার শরীরে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদেরও কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। লোকটি সোজা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বসল। এরপর তার জানু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানুর সাথে লাগিয়ে দিয়ে নিজের দু'হাত দু'টি উন্নত ওপর স্থাপন করে বলল : 'হে মুহাম্মদ! আমায় ইসলামের পরিচয় বলে দিন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে— আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। সেই সঙ্গে তুমি ন.মায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে আর সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করবে।' আগন্তুক বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন।' আমরা লোকটির এই আচরণ দেখে বিস্মিত হলাম যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসও করছে আবার তাঁর কথা যথার্থ বলে মন্তব্যও করছে। লোকটি আবার অনুরোধ করল : আপনি আমায় ঈমানের পরিচয় বলে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করবে।' লোকটি বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন। সে আবারো অনুরোধ করল : 'আপনি আমায় ইহুসানের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন : 'সেটা এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এই মনোভাব নিয়ে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। তুমি যদি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমায় নিশ্চয় দেখছেন বলে মনে করবে।' অতপর আগন্তুক বললো : কিয়ামতের ব্যাপারে আমায় কিছু বলুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'যাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশি কিছু জানেনা।' আগন্তুক বললো, 'তাহলে কিয়ামতের লক্ষণগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লক্ষণ হচ্ছে এই যে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। আর নগ্ন পা ও উলঙ্গ শরীরবিশিষ্ট গরীব মেস পালকদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা সুউচ্চ দালান-কোঠায় বসে অহঙ্কার করছে। এরপর লোকটি হঠাৎ চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'উমর! তুমি কি এই লোকটির পরিচয় জান ? আমি বললাম : 'এ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'ইনি হচ্ছেন জিব্রীল। তিনি তোমাদেরকে ধীন (এর মৌল বিষয়াদি) শিখাতে এসেছিলেন।' (মুসলিম)

৭১. عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৬১. হযরত আবু যার ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং মন্দ কাজ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে ভালো কাজ করো। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো।' (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে 'হাসান হাদীস' রূপে অভিহিত করেছেন।

৬১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظَكَ اللَّهُ تَجِدَهُ تَجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَفْعُوكَ بِشْيٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشْيٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : أَحْفَظُ اللَّهُ تَجِدَهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَةِ - وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

৬২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : আমি একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে (কোন জানোয়ারের পিঠে) বসা ছিলাম। তখন তিনি আমায় বললেন : হে বৎস! আমি তোমায় কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। (খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো)। আল্লাহর নির্দেশাবলীর হেফাজত ও অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমায় হেফাজত করবেন। আল্লাহর হুকুম (সঠিকভাবে) আদায় করো, তাহলে তাঁকেও তোমার সঙ্গে পাবে। কখনো কোন জিনিস চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাইবে। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলেও আল্লাহরই কাছে চাইবে। জেনে রাখো, সমগ্র সৃষ্টিকুল এক সঙ্গে মিলেও যদি তোমার উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তারা তার বেশি কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি এক সঙ্গে মিলেও তোমার কোনো ক্ষতি (বা অপকার) করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার বেশি কোন অপকার তারা করতে পারবে না। (জেনে রাখো) কলম তুলে রাখা হয়েছে এবং কিতাবাদি শুকিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তবুদীর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। তাতে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্তনের অবকাশ নেই।)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ ও হাসান হাদীস রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তিরমিযী ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই বক্তব্যের সাথে আরো সংযুক্ত হয়েছে : আল্লাহর অধিকার হেফাজত করো, তাহলে তাকে পাবে নিজের সামনে। সুদিনে আল্লাহকে স্মরণে রাখ, তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমায় স্মরণ করবেন। জেনে রাখো, যে জিনিস তুমি পাওনি, তা (মূলত) তোমার জন্যে নয়। আরো জেনে রাখো, আল্লাহর মদদ রয়েছে সবরের সাথে। আর প্রত্যেক দুঃখের সাথে আছে সুখ।

৬৩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَقَّاتِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : তোমরা এমন সব কাজ করে থাকো, যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষাও বেশি হালকা; কিন্তু আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে অত্যন্ত ক্ষতিকর রূপে গণ্য করতাম। (বুখারী)

৬৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه

৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মসম্মান বোধ করেন; তাই মানুষের জন্যে আল্লাহ যা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন, সে যখন তাতে লিপ্ত হয়, তখনই আল্লাহর আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে।^১ (বুখারী ও মুসলিম)

৬৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَلَبَّسَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ حَسَنًا وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا - قَالَ فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْإِبِلُ أَوْ الْبَقَرُ (شَكَ الرَّاوي) فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَاتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذَرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا - قَالَ : فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقْرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَاتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَردَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ : فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَاتَّجَ هَذَانِ وَوُلِدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ بِهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ : الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ : أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا مِنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَبِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَآتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَبِّرْكَ اللَّهُ إِلَى

১. একথার মর্গাথ এই যে, আল্লাহ যখন কোন কাজ নিষিদ্ধ করেন, তখন মানুষ তা নিষিধায় মেনে চলবে, এটাই একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু মানুষ যখন তা অগ্রাহ্য করে, তখন সে প্রকারান্তরে আল্লাহর সিদ্ধান্তকেই অমর্যাদা করে। যা আল্লাহর পক্ষে অসহনীয়। — অনুবাদক

مَا كُنْتُ وَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَإِنْ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاءَ أَتَبْلُغَ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا أَتَبْلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ - متفق عليه .

৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনটি লোক ছিল : একজন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টেকো এবং তৃতীয় জন অন্ধ । আল্লাহ তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা করলেন এবং এ লক্ষ্যে একজন ফেরেশতাকে তাদের কাছে পাঠালেন । তিনি কুষ্ঠ রোগীটিকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোনটি ? সে বললো : ‘সুন্দর রঙ ও সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি, যার দরুন লোকেরা আমায় ঘৃণা করে ।’ ফেরেশতা তার শরীরটা মুছে দিলেন । এতে তার রোগটা সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ দান করা হলো । এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচাইতে প্রিয় ? সে বলল : ‘উট কিংবা গরু ।’ (এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ) । তখন লোকটাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেয়া হলো । ফেরেশতা বললেন : ‘আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দিন ।’

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সব চাইতে প্রিয় জিনিস কোনটি ? সে বললো : সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি, যার দরুন লোকেরা আমায় ঘৃণা করে । ফেরেশতা তার মাথাটা মুছে দিলেন । এতে তার টাক সেরে গেল এবং তার মাথায় সুন্দর চুল গজালো । ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন : কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় ? সে বললো : ‘গরু’ । তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হলো । তিনি বললেন : আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন । এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি ?’ সে বললো : ‘আমার চোখ’ । আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি । ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন । এতে তার অন্ধত্ব ঘুচে গেল, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন । ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন : ‘কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিকার প্রিয় ? লোকটি বললো : ‘ছাগল’ । তখন তাকে এমন একটি ছাগী দেয়া হলো, যা বেশি বাচ্চা দান করে । এরপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা জন্মাল । এতে উট দ্বারা একটি মাঠ, গরু দ্বারা আর একটি মাঠ এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি মাঠ একেবারে পূর্ণ হয়ে গেল ।

এরপর তিনি কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে বললেন : ‘দেখো, আমি একজন মিসকীন । সফরে আমার সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে । এখন আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি । যে আল্লাহ তোমায় সুন্দর রঙ এবং সুন্দর ত্বক ও প্রচুর ধন-মাল দিয়েছেন, তাঁর নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাইছি, যাতে করে আমি গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারি ।’ সে বললো : (আমার ওপর তো)

‘অনেকের হক রয়েছে।’ তিনি বললেন : ‘আমি সম্ভবত তোমাকে চিনি। তুমি না কুষ্ঠ রোগী ছিলে ? তোমাকে না লোকেরা ঘৃণা করত ? তুমি না নিঃস্ব ছিলে ? এখন আল্লাহ তোমায় সম্পদ দিয়েছেন।’ সে বললো : ‘আমি তো এ সম্পদ পূর্ব-পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।’ তিনি বললেন : ‘তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন।’

এরপর তিনি টেকো লোকটির কাছে এসে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, যা প্রথম লোকটিকে বলেছিলেন। টেকো লোকটিও সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বললেন : তুমি যদি মিথ্যাচারী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ যেন তোমায় পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেন : আমি একজন নিঃস্ব (মিসকীন) ও পথিক। আমার সব কিছু সফরে ফুরিয়ে গেছে। এখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছার জন্যে আমার আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্বত্ব নেই। তাই সেই আল্লাহর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাইছি, যিনি তোমার চোখকে নিরাময় করে দিয়েছেন। লোকটি বলল : ‘আমি বাস্তবিকই অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন; সুতরাং তুমি তোমার ইচ্ছা মতো মাল-সামান নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। ‘আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা কিছু নেবে, তাতে আমি কোন বাধা দেব না।’ ফেরেশতা বললেন : তোমার ধন-মাল তোমার কাছেই থাকুক। তোমাদের শুধু পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অন্য দু’জন সঙ্গীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১. عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَفَّيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

৬৬. আবু ইয়াল্লা শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফসের প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্যে কাজ করে আর দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহর কাছেও (ভালো কিছু প্রাপ্তির) আকাংক্ষা পোষণ করে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে ‘হাসান হাদীস’ আখ্যা দিয়েছেন।

১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ .

৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের বাজে কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৮. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ إِسْرَاتَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ .

৬৮. হযরত উমর (রা) হযরত রাসূলে মাকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ ‘কোন সঙ্গত কারণে জীকে প্রহার করা হলে স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না অর্থাৎ, সে তার জীকে কোন কারণে মেরেছে।’ (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : ছয়

তাকওয়া (আল্লাহভীতি)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করো যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। (সূরা আলে-ইমরান : ১০২)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। (সূরা তাগাবুন : ১৬)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরা আহযাব : ৭০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে (দুঃখ-কষ্ট থেকে) মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যে স্থান সম্পর্কে সে ধারণা করেনি, সেখান থেকে তিনি তাকে জীবিকা প্রদান করেন। (সূরা তালাক : ২ ও ৩)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে) পার্থক্যকারী (শক্তি ও ক্ষমতা) দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; আর আল্লাহ বড়ই মহান। (আনফাল : ২৯)

٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قِيلَ يَا سُوَلَّ اللَّهُ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسِ ؟ قَالَ اتَّقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ بِنِ نَبِيِّ اللَّهِ بِنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعْدِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَهْلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فُفَّهُوا - متفق عليه .

৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : ‘সবচেয়ে সন্মানাই ব্যক্তি কে?’ তিনি বললেন : ‘সবার চেয়ে যে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু।’ সাহাবীগণ বললেন : আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন : তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যার পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী। এবং তাঁর পিতা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ। সাহাবীগণ বললেন : ‘আমরা আপনাকে এবিষয়েও জিজ্ঞেস করছি না’। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘তাহলে তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করছ? (জেনে রেখ) জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা ভালো ছিল, তারা ইসলামের যুগেও ভালো, যদি তারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاَتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ - رواه مسلم .

৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘দুনিয়াটা অবশ্যই মিষ্টি-মধুর ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চান, তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই (তোমরা) দুনিয়াকে ভয় করো এবং নারীদের (ফিতনা) কেও ভয় করো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।’ (মুসলিম)

৭১. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَاةَ وَالْإِنْفَى - رواه مسلم

৭১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাকওয়া, পথ-নির্দেশনা (হেদায়েত) পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করি।’ (মুসলিম)

৭২. عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِنِيِّ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى اتَّقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوَى - رواه مسلم

৭২. হযরত আবু ত্বারীফ ‘আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম খাওয়ার পর অধিকতর তাকওয়া (খোদাভীতির) কোন কাজ সম্পাদন করল, এ অবস্থায় সেটাই তার করণীয়। (মুসলিম)

৭৩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدِّيِّ بْنِ عَجَلَانَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ - رواه التِّرْمِذِيُّ فِي أُخْرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭৩. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান বাহিলী (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ শুনেছি। তিনি বলেন : 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করো, রমযানের রোযা পালন করো, স্বীয় মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের শাসকের (বৈধ) নির্দেশ মেনে চলো। তাহলে তোমরা স্বীয় রব্ব-এর জান্নাতে প্রবেশ করবে।' ইমাম তিরমিযী তাঁর কিতাবুস সালাতে এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ হাদীস রূপে আখ্যায়িত করেছেন

অনুচ্ছেদ : সাত

ইয়াক্বীন ও তাওয়াক্কুল (দৃঢ় প্রত্যয় ও খোদা নির্ভরতা)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর মুমিনগণ (হানাদার) সেনাদলকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল : এই তো সেই জিনিস যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যথার্থই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। (সূরা আহযাব : ২২)

وَقَالَ تَعَالَى : الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَفَضَّلَ اللَّهُ وَفَضَّلَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমবেত হয়েছে; কাজেই তাদেরকে ভয় করো।' (একথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল। আর তারা জবাবে বললো : 'আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।' অবশেষে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ এমন অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কোন রকম ক্ষতিই হলোনা। তারা (শুধু) আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ তো বিশাল অনুগ্রহের মালিক

(সূরা আলে-ইমরানঃ ১৭৩-১৭৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর সেই আল্লাহর ওপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করো, যিনি চিরজীব ও অমর। (সূরা ফুরক্বান : ৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আল্লাহর ওপরই তো মুমিনদের ভরসা করা উচিত ।

(সূরা ইব্রাহীমঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাও, তখন আল্লাহর ওপরই ভরসা করো ।

(সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট ।

(সূরা তালাক্ব : ৩)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ঈমানদার তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে কেঁপে উঠে ।

আর তাদের সামনে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ।

আর তারা তাদের প্রভুর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখে ।

(সূরা আনফাল : ২)

٧٤ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرِضْتُ عَلَى الْأُمَمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيظُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رَفَعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي أَنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنَزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلِيكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلَدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَسْمَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا الَّذِي تَخَوْضُونَ فِيهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَنْطِيرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ - متفق عليه .

৭৪. হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নিকট (স্বপ্নে কিংবা বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থায়) উম্মতদের অবস্থা তুলে ধরা হলো । আমি একজন নবীকে একটি ক্ষুদ্র দলসহ দেখলাম । আবার কয়েকজন নবীকে

দু'একজন লোকসহ দেখলাম। অন্যদিকে একজন নবীকে দেখলাম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। সহসা আমাকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী দেখানো হলো। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমায় বলা হলো, 'এরা মুসা ও তাঁর উম্মত। তবে আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী অবস্থান করছে। পুনরায় আমাকে আকাশের অন্য একদিকে তাকাতে বলা হলো। আমি দেখলাম সেখানেও একটি বিরাট জনগোষ্ঠী অপেক্ষা করছে। তারপর আমায় বলা হলো : 'এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশতে যাবে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানুযায়ী যেসব লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে, সাহাবীগণ তাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন। কেউ বললেন, এরা বোধহয় সেইসব লোক যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন। আবার কেউ বললেন, এরা বোধ হয় সেই সব ভাগ্যবান লোক, যারা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করেছেন; কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করার মতো মহাশুক্লতর অপরাধ করেননি। এভাবে সাহাবীগণ নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন। এমনি সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা কোন্ বিষয়ে কথাবার্তা বলছো? তখন সাহাবীগণ তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলেন। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরা হলো সেইসব লোক, যারা নিজেরা তাবিজ-তুমারের কোনো কাজ করেনা এবং অন্যের দ্বারাও করায়না। এ ছাড়া তারা কোনো কিছুকে শুভাশুভ লক্ষণ হিসেবেও বিশ্বাস করে না, বরং তারা তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে— ভরসা রাখে। এ কথা শুনে উক্বাশা ইবনে মুহসিন দাঁড়িয়ে বললেন : 'আপনি আল্লাহর কাছে একটু দো'আ করুন, যেন তিনি আমায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' তিনি বললেন : 'তুমি তো তাদেরই মধ্যকার একজন।' এরপর আরেক জন দাঁড়িয়ে বললেন। 'আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যাতে আমাকেও তিনি তাদের মধ্যে গণ্য করেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এব্যাপারে 'উক্বাশা তোমার আগে বলে এগিয়ে গেছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৭৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ آتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ وَالْحَيُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ - متفق عليه وهذا لفظُ مُسْلِمٍ وَآخِطَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ করছি (অর্থাৎ তোমাতে আত্মসমর্পণ করেছি), তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই দিকে ধাবমান রয়েছি এবং তোমারই নিকট মীমাংসাপ্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার ইয়্যতের কাছে আশ্রয় চাই, যাতে তুমি আমায় পথভ্রষ্ট না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন

মা'বুদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব—মৃত্যুহীন। কিন্তু জ্বিন ও মানুষ সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের মূল শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের। ইমাম বুখারী একে সংক্ষেপ করেছেন।

৭৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ الْفِي فِي النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَّمَ حِينَ الْفِي فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -

৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি বলেন : 'আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার দায়িত্ব গ্রহণকারী।' আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় করো, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বললো যে, আল্লাহ-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী। (বুখারী)

বুখারীর অন্য বর্ণনা মুতাবেক, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার পর তাঁর সর্বশেষ উক্তি ছিল : 'আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম বন্ধু।'।

৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدُ تُهُمٌ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে এমন অনেক লোক প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখীর অন্তরের মতো হবে। (অর্থাৎ তাঁদের অন্তর মোলায়েম এবং তাঁরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে।)

৭৮. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَجْدٌ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ فَأَدْرَكْتَهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاهُ فَتَزَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ بَسْتِظِلُّونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَمِنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْنَا قَالَ: مَنْ يَمْتَعِكُ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ- متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعْلَقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ

لَا فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ : اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ : اللَّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقَالَ : كُنْ خَيْرًا خِذْ فَقَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنِّي أَعْهَدُكَ أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَفَاتِلُونَكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ -

৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নজদ অঞ্চলের কোন এক স্থানে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিও (অর্থাৎ জাবেরও) তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। দুপুরে তাঁরা সবাই এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছ-গাছালি ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবতরণ করলেন এবং অন্যান্য লোকেরা গাছের ছায়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং স্থায়ী তলোয়ারখানি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকতে লাগলেন। তখন তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য লোককে দেখলাম। তিনি বললেন : ‘এই লোকটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার ওপর তলোয়ার উঁচু করেছিল। হঠাৎ আমি জেগে উঠে দেখি, তার হাতে নাসা তলোয়ার। সে আমায় তিনবার প্রশ্ন করল : ‘এখন কে তোমায় আমার হাত থেকে বাঁচাবে?’ আমি তিনবারই বললাম : ‘আল্লাহুই’। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে কোন সাজা দিলেন না; বরং বসে পড়লেন। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : আমরা ‘যাতুর রিকা’ যুদ্ধের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা একটি ছায়াদানকারী গাছের নীচে জড়ো হলাম। গাছটিকে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরামের জন্যে ছেড়ে দিলাম। হঠাৎ মুশরিকদের মধ্যকার এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারটি গাছের সঙ্গে ঝুলানো ছিল। আগন্তুক তলোয়ারটি হাতে নিয়ে বললো : আপনি কি আমাকে ভয় করেন? তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন : ‘না’। লোকটি আবার বললো : তাহলে আমার হাত থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃশঙ্ক চিত্তে বললেন : ‘আল্লাহ।’

এ প্রসঙ্গে আবু বাকর ইসমাঈলী তাঁর সহীহ গ্রন্থে যে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, মুশরিকটি প্রশ্ন করল, আমার হাত থেকে কে আপনাকে বাঁচাবে? তিনি স্পষ্টত জবাব দিলেন : ‘আল্লাহ’। এতে মুশরিকটির হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত তলোয়ারটি হাতে তুলে নিলেন এবং মুশরিকটিকে বললেন : এখন আমার হাত থেকে কে তোমায় রক্ষা করবে’, সে জবাব দিলো : আপনি

সর্বোত্তম পাকড়াওকারী হয়ে যান।' তিনি বললেন : 'তাহলে তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।' সে জবাব দিল : 'না, আমি এ সাক্ষ্য দেব না; তবে এ অস্বীকার করতে প্রস্তুত যে, আমি আপনার সাথে লড়াই করবো না, এবং যারা আপনার সাথে লড়াইতে লিপ্ত, তাদেরকেও কোনরূপ সহযোগিতা করবো না।' এ কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পথ ছেড়ে দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং তাদেরকে বললো : 'আমি সর্বোত্তম মানুষটির নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।'

৭৭. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৭৯. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা যদি আল্লাহর ওপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করার হুকুদ আদায় করতে, তাহলে তিনি পাখিকুলকে রিযিক দেয়ার মতো তোমাদেরকেও রিযিক দান করতেন। (তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে) পাখিকুল অতি প্রত্যুষে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে তারা বাসায় ফিরে আসে। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করেছেন।)

৮০. عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحُجَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَاتَّكِ إِنَّمَا مَتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْبَرَاءِ : قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْآيَمَنِ وَقُلْ وَذَكَرْ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ -

৮০. হযরত আবু উমারাতা বারাতা ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে অমুক! তুমি যখন নিজের বিছানায় ঘুমাতে যাও, তখন বলো : 'হে আল্লাহ! আমি আমার সন্তানকে তোমার নিকট সমর্পণ করছি, আমি আমার মুখমণ্ডলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার তাবৎ বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠখানা তোমার দিকে ঠেকিয়ে দিয়েছি। আর এসব কিছুই করেছি তোমার শান্তির ভয়ে এবং তোমার পুরস্কারের লোভে। তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই, তুমি ছাড়া বাঁচারও কোন উপায় নেই। আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : '(এ দো'আ পাঠের পর) তুমি যদি ঐ রাতেই ইন্তেকাল কর, তাহলে ইসলামের ওপরই তোমার মৃত্যু ঘটবে আর যদি সকালে বেঁচে থাক, তাহলে বিপুল কল্যাণ লাভ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েত মতে বারাবা (রা) বলেন : আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও, তখন নামাযের অযুর মতোই অযু করো, তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দো'আটি পড়ো। এ কথা বলে তিনি ওপরোক্ত দো'আটি পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন : এই দো'আটি একেবারে শেষ দিকে পড়বে।

৪১. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُمَانَ بْنَ عَامِرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ
بْنِ مَرْثَةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَيْشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : نَظَرْتُ
إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا - فَقَالَ : مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِأَنْتَيْنِ اللَّهُ تَالِهُمَا - متفق عليه

৮১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেন : আমি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সওর পর্বত) গুহায় থাকাকালে মুশরিকদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওরা তখন আমাদের মাথার ওপরের দিকে ছিল। (এটা হিজরতের সময়কার ঘটনা) আমি তখন বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! এখন যদি ওদের কেউ ওদের পায়ের নীচ দিকে তাকায়, তবে তো আমাদের দেখে ফেলবে!' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হে আবুবকর! এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের সঙ্গী তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ ? (বুখারী ও মুসলিম)

৪২. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَسْمَها هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدِيثُ الْمَخْزُومِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ
أُضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَالْتِّرَمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ - قَالَ التِّرَمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَذَا لَفْظُ
أَبِي دَاوُدَ.

৮২. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন : 'আল্লাহর নামে বের হচ্ছে এবং তারই ওপর ভরসা করছি।' 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমায় পথভ্রষ্ট না করা হয়। আমি যেন (তোমার) দ্বীন থেকে বিচ্যুত না হই অথবা আমাকে বিচ্যুত না করা হয়। আমি যেন কারো ওপর জুলুম না করি অথবা আমার ওপর জুলুম না করা হয়। আমি যেন মূর্থতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্থতার শিকার না হই।' ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ঈমানগণ সঙ্গী সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; বিশেষত ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। তবে হাদীসের শব্দাবলী এখানে আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ : هُدِيََتْ وَكُفِّيتَ وَوُقِّيْتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، حَدِيثٌ حَسَنٌ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: فَيَقُولُ يَعْنِي الشَّيْطَانُ، لِشَّيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكَفَى وَدَفَى؟

৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে বেরবার সময় বলে : ‘আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম; আর আল্লাহ ছাড়া তো কারো কাছ থেকে কোনো শক্তি পাওয়া যায় না।’ (এরূপ দো‘আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ-নির্দেশ (হেদায়েত) দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে। এবং তোমার হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর (এরূপ বললে) শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে ‘হাসান হাদীস’ আখ্যা দিয়েছেন। তবে আবু দাউদ এর সাথে আরও একটি বাক্য যুক্ত করেছেন : শয়তান অন্য শয়তানকে বলে — যাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, পর্যাণ্ড দেয়া হয়েছে ও হেফাজত করা হয়েছে, তুমি তার ওপর কিভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে ?

৪৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالأُخْرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৮৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে দুই ভাই ছিল। তাদের এক ভাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসত আর এক ভাই নিজ পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কর্মব্যস্ত ভাই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অপর ভাইর বিরুদ্ধে (কোনো কাজ না করার) অভিযোগ করল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সম্ভবত তোমাকে তারই বরকতে রিযিক দেয়া হচ্ছে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : আট

অবিচল নিষ্ঠা (ইস্তেকামাত)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমাকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি (তুমি স্বীনের পথে) অবিচল থাকো। (সূরা হূদ : ১১২)

وَقَالَ نَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ - أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যারা (মনে-প্রাণে) ঘোষণা করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু (রব্ব) এবং তারা এ কথার ওপরই অবিচল থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের নিকট ফেরেশতা অবতরণ করে বলতে থাকে, (তোমরা) ভয় পেওনা, দুশ্চিন্তাও করোনা; বরং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু আর পরকালেও। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে, আকাংক্ষা করবে তা সবই পাবে। এসব সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসেবে পাবে, যিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালব। (সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ : ৩০-৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যারা (মনে-প্রাণে) অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু (রব্ব) এবং (সেই সঙ্গে) তারা এর ওপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই, তারা কোন দুশ্চিন্তাও করবে না। তারা দুনিয়ায় যে কাজ করছিল, তার বিনিময়ে জান্নাতী হয়ে চিরকাল সেখানে বাস করবে। (সূরা আহকাফ : ১৩-১৪)

৯৫ . عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَ - رواه مسلم

৮৫. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইসলামের ব্যাপারে আমায় এমন কথা বলে দিন, যেন সে বিষয়ে আপনি ছাড়া আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (রসূল) বললেন: 'বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও।' (মুসলিম)

৯৬ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ - رواه مسلم

৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা (দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে) ভারসাম্য রক্ষা করো এবং এর ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আর জেনে রাখো, তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন; 'হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কি?' তিনি বললেন; আমিও পাবনা; তবে আল্লাহ যদি আমায় তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে शामिल করে নেন। (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নিজ আমল দ্বারা রেহাই পাবেন না।) (মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ নয়

আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَرُدُّيْ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا -

মহান আল্লাহ বলেন : বলে দাও, আমি শুধু তোমাদের একটা নসীহত করছি। (তাংলো) এই যে,) আল্লাহর জন্যে তোমরা একা একা ও দুই দুইজন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। (সূরা সাবাঃ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

আসমান ও জমিন সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত সব অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। (তারা আপনা-আপনিই বলে ওঠেঃ) হে আল্লাহ! তুমি এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি (সর্বতোভাবে) ত্রুটিমুক্ত। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (আলে-ইমরান : ১৯০-১৯১)

وَقَالَ تَعَالَى : أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ -

তারা কি উটগুলোকে দেখে না সেগুলোকে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশমণ্ডলকে দেখেনা কিভাবে তাকে সুউচ্চ করা হয়েছে? পাহাড় শ্রেণীকে দেখেনা কিভাবে সেগুলোকে শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে? পৃথিবীকে দেখে না কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? যাই হোক, (হে নবী!) তুমি (লোকদের) উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশকারী মাত্র। (সূরা গাশিয়াহ : ১৭-২১)

وَقَالَ تَعَالَى : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ... الْآيَةَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তারা কি পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে না আর দেখে না (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি কি হয়েছে?) (সূরা ইউসূফ : ১০৯)

এই পর্যায়ে আরো বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে।

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ -

এ ছাড়া উপরিউক্ত ৬৬নং হাদীসটি— ‘বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে’ এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : দশ

দ্বীনী কাজে প্রতিযোগিতা ও সদা তৎপরতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলো।

(সূরা বাকারা : ১৪৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা সেই পথে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলো, যা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবী সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে গেছে এবং যা খোদাভীরু লোকদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (আলে-ইমরান : ১৩৩)

৮৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَسَتَكُونُ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাও; কারণ খুব শীঘ্রই অন্ধকার রাতের মতো অশান্তি-নিশৃংখলা দেখা দেবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মুমিন থাকবে তো সন্ধ্যায় কাকির হয়ে যাবে। আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে তো সকাল বেলা কাকির হয়ে যাবে। সে তার দ্বীনকে জাগতিক সম্পদের বিনিময়ে বিক্রী করে দেবে। (মুসলিম)

৮৮. عَنْ أَبِي سُرُوعَةَ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرٍّ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِبُنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّهْدَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّنَهُ التَّبْرَ قَطْعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ -

৮৮. হযরত 'উকবা ইবনে হারিস (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে মদীনাতে আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত উঠে পড়লেন এবং (অনেকটা) লোকদের ঘাড়ের ওপর দিয়েই তাঁর স্ত্রীদের কক্ষের দিকে ছুটে গেলেন। লোকেরা তাঁর এই তাড়াহুড়া দেখে ঘাবড়ে গেল। এরপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, তাঁর তাড়াহুড়ার কারণে লোকেরা হতবাক হয়ে গেছে। তিনি তখন

রিয়াদুস সালেহীন

বললেন : একখণ্ড সোনা (বা রূপা)-র কথা আমার মনে পড়েছিল, যা আমাদের কাছে সঞ্চিত ছিল। আমার নিকট এরূপ জিনিস থাকা মোটেই পছন্দ করছিলাম না। তাই সেটাকে (লোকদের মাঝে) বণ্টন করার নির্দেশ দিয়ে এলাম। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, সাদকার একখণ্ড সোনা ঘরে থেকে গিয়েছিল। তা নিয়ে রাত কাটানো আমার পক্ষে মোটেই পছন্দনীয় ছিলনা।

৮৭. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْفَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন : একটি লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি যদি নিহত হই, তবে আমি কোথায় থাকব ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘জান্নাতে।’ তৎক্ষণাৎ সে তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّنَفَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : একদা একটি লোক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল! কোন দানে (সাদকায়) সবচেয়ে বেশি সওয়াব ? তিনি বললেন : তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি (শারীরিকভাবে) সুস্থ আছ, ধন-মালের প্রতি লোভ আছে, অভাব-অনটনকে ভয় করছ। এবং সম্পদের আশাও পোষণ করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমন কার্পণ্য পোষণ করোনা যে, শেষে মৃত্যুর ক্ষণটি এসে যায় এবং তখন তুমি এটা ঘোষণা কর যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্যে সে মাল আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৯১. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا فَقَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا أَخْذُهُ بِحَقِّهِ فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ - رواه مسلم

৯১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের দিন একখানা তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন : ‘কে আমার কাছ থেকে এটা নেবে ?’ উপস্থিত লোকদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল : ‘আমি’ ‘আমি’। তিনি বললেন : ‘কে এটার হক আদায় করার জন্যে নেবে?’ এ কথায় সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন আবু দুজানা (রা)

বললেন : 'আমি এর হক আদায় করার জন্যে নেব।' অতঃপর তিনি সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের শিরোচ্ছেদ করলেন। (মুসলিম)

১২. عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَاجِ - فَقَالَ : اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯২. হযরত যুবাইর ইবনে আদী বর্ণনা করেন : আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর নিকট এসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাড়াবাড়ির (যে কারণে আমরা কষ্ট পাচ্ছিলাম) বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বললেন : সবর করো; কারণ যে-কোনো যুগই আসুক না কেন, তার পরবর্তী যুগ (পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে) অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তোমার প্রভুর (রব্ব-এর) সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একথা আমি তোমাদের নবী (স)-এর নিকট থেকে শুনেছি। (বুখারী)

১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا أَوْ غِنًى مُطْفِئًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرٌّ غَائِبٌ يَنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাতটি অবস্থার পূর্বেই সব কাজ সম্পাদন করে ফেল : তোমরা কি এমন দারিদ্রের অপেক্ষায় থাকবে, যা (মানুষকে) ইসলামের হুকুম পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে? অথবা এমন ধনাঢ্যতা আসুক যা (তাকে) ইসলাম বৈরিতার দিকে ঠেলে দেয়? অথবা এমন রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হোক, যা শরীরকে বিধ্বস্ত করে দেয় কিংবা এমন বার্ধক্য চেপে বসুক যা বিচার-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয় অথবা হঠাৎ মৃত্যু এসে জীবনের ইতি টেনে দিক কিংবা দুষ্ট অদৃশ্য দজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক অথবা ভয়ঙ্কর কিয়ামত এসে পড়ুক। আর কিয়ামত তো খুবই ভয়াবহ। (হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করেছেন।)

১৪. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَاُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَحْبَبْتُ إِلَّا مَرَّةً الْيَوْمِئِذٍ فَتَسَاوَرْتُ لَهُ رَجَاءً أَنْ أَدْعَى لَهَا : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ : امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلَى شَيْئَانِ ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ : قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেন : এই ঝাণ্ডা আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দেবেন। 'উমর (রা) বলেন : আমি ঐদিন ছাড়া আর কোনদিন নেতৃত্ব পেতে আগ্রহ বোধ করিনি। তাই সেদিন আমার আগ্রহ হলো যে, আমাকে ডাকা হোক। কিন্তু রাসূলে আকরাম (স) আলী (রা)-কে ডেকে তাঁর হাতেই ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে বললেন : 'সামনে এগিয়ে যাও; আল্লাহ তেঁ।মায় বিজয় না দেয়া পর্যন্ত কোনো দিকে তাকাবেনা।' আলী একটু সামনে এগিয়েই দাঁড়ালেন; কিন্তু এদিক-ওদিক তাকালেন না; বরং চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) আমি লোকদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তারা এই কথার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত লড়াই চালাতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা বলবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।' তারা এ সাক্ষ্য দিলে তোমার কবল থেকে তারা তাদের জান-মাল রক্ষা করতে পারবে। সেই সঙ্গে ইসলামের হকও তাদের আদায় করতে হবে। তবে তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। (ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

অনুচ্ছেদ : এগার

মুজাহাদা^১ (চূড়ান্ত মেহনত ও সাধনা)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ -

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : যারা আমার জন্যে চেষ্টা-সংগ্রামে নিরত থাকবে, তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো। আর আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত করো সেই মুহূর্ত (মৃত্যু) পর্যন্ত, যা তোমার নিকট নিশ্চিতভাবে আসবেই। (সূরা হিজর : ৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো এবং অন্য সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করো। (সূরা মুযায্মিল : ৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : অতঃপর কোনো ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও তা (সে) দেখতে পাবে। (সূরা যিল্‌যাল : ৭)

১. শব্দটির অর্থ: কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে চূড়ান্ত মেহনত ও চেষ্টা করা। —অনুবাদক

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যে কোন ভালো কাজ তোমরা আগে করে রাখবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম ও বিপুল বিনিময়রূপে পাবে। (সূরা মুযাযিল : ২০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যে উত্তম কাজই করো, তা আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন। (সূরা বাকারা : ২৭৩)

৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَوْ اسْتَعَا ذَنْبِي لَأُعِيدْتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলী (বন্ধু)-কে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ আমার নির্ধারিত ফরয কাজের মাধ্যমে, যা আমার নিকট প্রিয় তার মাধ্যমে এবং নফল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক পর্যায়ে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধারণ করে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটাচলা করে। আর যদি সে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তা পূরণ করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী)

৯৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৬. হযরত আনাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেছেন : বান্দাহ যখন আমার দিকে এক বিঘৎ পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার কাছে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে ছুটে চলে যাই। (বুখারী)

৯৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ - رواه البخارى .

৯৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুটি নিয়ামত (আল্লাহর দান)-এর ব্যাপারে দুনিয়ার বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; তাহলো দৈহিক স্বাস্থ্য ও অবসর কাল। (বুখারী)

৯৮. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا - متفق عليه

৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এত বেশি ইবাদত করতেন যে, তার ফলে তাঁর পবিত্র পদযুগল পর্যন্ত ফুলে ফেটে যেত। একদিন আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন কেন, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : তাই বলে 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হওয়া পছন্দ করবো না?' (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটিতে উদ্ধৃত শব্দাবলী বুখারীর। বুখারী ছাড়া মুসলিমেও মুগীরা ইবনে শু'বার সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৯৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَآيَقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِنْزَرَ - متفق عليه .

৯৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রমযানের শেষ দশক এলে রাতভর জেগে ইবাদত করতেন এবং আপন পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি শক্তভাবে ইবাদতে মশগুল থাকতেন (অর্থাৎ পুরো প্রকৃতি নিয়ে গোটা সময়টা ইবাদতে ব্যয় করতেন)। (বুখারী ও মুসলিম)

১০০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أُحْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - رَوَاهُ مُسْلِم .

১০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'শক্তিমান মু'মিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক ভালো ও অধিক প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ ও মঙ্গল (চেতনা) রয়েছে। তোমার জন্যে যা উপকারী, তার জন্যে আগ্রহ পোষণ করো এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর (কোন ব্যাপারে) দুর্বলতা প্রদর্শন করোনা; আর কখনো বিপদ এলে এ কথা বলো না যে, আমি এইরূপ কাজ করলে ঐরূপ হতো; বরং একথা বলো যে, আল্লাহ (আমার) তকদীরে এটাই রেখেছেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই করেন। কেননা, 'যদি' শব্দটি শয়তানী কাজের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম)

১০১. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالدُّهُوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

متفق عليه

১০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে রাখা হয়েছে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে। (বুখারী ও মুসলিম)

১০২. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَهُ ابْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْئَعُ عِنْدَ الْمَاءِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يَصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ فَمَضَى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَأَزَّ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِّمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِّنْ قِيَامِهِ - رواه مسلم .

১০২. হযরত আবু আবদুল্লাহু হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারার তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো এক শো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি একশো আয়াতের পরও পড়তে লাগলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো গোটা সূরাটি এক রাকআতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি এক নাগাড়ে পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে ভাবলাম, তিনি হয়তো এরপরই রুকুতে যাবেন। কিন্তু (বাকারার সমাপ্তির পর) তিনি সূরা আল-ইমরানের তিলাওয়াত শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে 'তারতীলে'র সাথে পড়ছিলেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র তাসবীহ বা গুণাবলীসম্পন্ন কোন আয়াত পড়লে তিনি যথারীতি তসবীহই পড়তেন। আর কোন আয়াতে চাওয়ার কিছু থাকলে সেখানে তিনি আল্লাহ্র কাছে চাইতেন। আবার (কোন ক্ষতি থেকে) যখন আশ্রয় প্রার্থনার মতো কোনো আয়াত পড়তেন, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয়ই চাইতেন। এরপর তিনি রুকুতে গিয়ে বলতে থাকলেন, 'সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আজীম' (আমার মহান প্রভু পবিত্র)। তাঁর রুকুও ছিল কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার পড়ার) মতোই দীর্ঘ। এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা শোনে) বললেন। এরপর প্রায় রুকুর মতোই তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদায় গিয়ে বললেন : 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (আমার রব্ব পবিত্র, যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজদাও ছিল দাঁড়ানোর মতোই দীর্ঘ। (মুসলিম)

১০৩. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَاطَّالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، فَبَلَ وَمَا بِهِ ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৩. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন : একরাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এমন কি, (তখন) আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। এ কথায় ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কি খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আমি নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৪. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَا لَهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَا لَهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - متفق عليه

১০৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে : তার পরিবার, তার ধন-মাল এবং তার 'আমল (বা কাজ) তারপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে, তার পরিবার ও ধন-মাল। আর সঙ্গে থেকে যায় তার 'আমল। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৫. عَنْ ابْنِ مَشْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رواه البخاري .

১০৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে; আর দোষখের অবস্থানও তাই। (বুখারী)

১০৬. عَنْ أَبِي فِرَاسٍ رِبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ رَضِيَ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : سَلْنِي فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ : أَوْغَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - رواه مسلم

১০৬. হযরত আবু ফিরাস রাবি'আ ইবনে কা'ব আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ও আসহাবে সুফ্ফার একজন (সদস্য) ছিলেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাত যাপন করতাম এবং তাঁকে অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমায় বললেন; 'আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাইতে পারো।' আমি বললাম : আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি জানতে চাইলেন : 'এছাড়া আর কিছু?' আমি বললাম : 'এটাই চাই'। তিনি বললেন : 'তাহলে তুমি নিজের জন্যে বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমায় সাহায্য করো।' (মুসলিম)

১০৭. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ - رواه مسلم .

১০৭. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা গোলাম সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘তোমার বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহর জন্যে একটা সিজদা করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহও ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম)

১০৮. عَنْ أَبِي صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَجَسَنَ عَمَلُهُ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০৮. হযরত আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইবনে বুসর আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (লোকদের মধ্যে) সেই ব্যক্তি উত্তম যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজও সুন্দর। ইমাম তিরমিযী একে ‘হাসান হাদীস’ রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

১০৯. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ عَنْ قِتَالٍ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ فَاتَلْتُ الْمُشْرِكِينَ لِنِ اللَّهِ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيرَيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اعْتَذِرْ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ (يَعْنِي أَصْحَابَهُ) وَأَبْرَأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ (يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ - فَقَالَ سَعْدُ : فَمَا سَتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسُ : فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَّةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بِنَاتِهِ قَالَ أَنَسُ : كُنَّا نَرَى أَوْتُنْ أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) ... إِلَى آخِرِهَا - متفق عليه :

১০৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর (রা) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। এ কারণে তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার পরিচালিত কোনো যুদ্ধে এই প্রথম আমি অনুপস্থিত ছিলাম। এখন আল্লাহ যদি আমায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধের সুযোগ করে দেন, তাহলে আমি কি করতে পারি, তা নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) (মানুষকে) দেখিয়ে দিবেন। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধের দিন এলে মুসলমানরা কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। (অর্থাৎ দৃশ্যত তাদের পরাজয় ঘটল)। তখন ইবনে নাদর বললেন : ‘হে আল্লাহ! আমার সঙ্গীরা যা করেছে, আমি সে জন্যে তোমার নিকট ওয়র পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করছি।’ এরপর তিনি সামনে এগুতে থাকলে সা’দ ইবনে মুআযের সাথে সাক্ষাত হলো। তখন তাকে তিনি বললেন : ‘হে সা’দ ইবনে মুআয! কা’বার প্রভুর কসম! আমি

ওহুদের পেছন থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।' সা'দ বললেনঃ 'হে আব্বাহর রসূল! সে যে কি করেছে, আমি তা বর্ণনা করতে পারছি না।' আনাস (রা) বলেন : আমরা তার শরী'রে তরবারির অথবা বর্শার কিংবা তীরের ৮০টির বেশি আঘাত দেখেছি। আরো দেখেছি, সে শাহাদাত বরণ করেছে আর মুশরিকরা তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (বিশীভাবে) কেটে ফেলেছে। ফলে আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। অবশ্য তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পরলেন। আনাস বলেন : আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর ও তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে : মুমিনদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আব্বাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে আর কেউ (তার) অপেক্ষায় রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১১০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُمَيْيَةَ بْنِ عَمْرِو وَالْأَنْصَارِيِّ الْبَذَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُ عَلَى ظُهُورِنَا - فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا : مُرَّاءَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا ! فَتَزَكَّتِ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) الْآيَةُ - متفق عليه .

১১০. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে 'আমর আনসারী বদরী (রা) বর্ণনা করেন : যখন সাদকা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন আমরা পিঠে বোঝা বহনের কাজ করতাম। (অর্থাৎ এ কাজের মজুরী থেকে আমরা সাদকা দান করতাম)। এরূপ অবস্থায় একটি লোক এসে একটু বেশি পরিমাণে সাদকা দান করল। মুনাফিকরা প্রচার করল : এ ব্যক্তি রিয়াকার, অর্থাৎ লোক দেখানো কাজ করে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ সাদকা দান করল। তখন মুনাফিকরা বললো : আব্বাহ মোটেই এই এক সা' পরিমাণ সাদকার মুখাপেক্ষী নন। তখন এই আয়াত নাযিল হলো, (আব্বাহ সেই কৃপণ বিত্তশালী লোকদেরকে খুব ভালো করে জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এবং তাদেরকে ঠাট্টা করে যাদের নিকট (আব্বাহর পথে দান করার জন্যে) শুধু তা-ই আছে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে, তাদের (বিদ্রূপকারীদের) প্রতি আব্বাহও বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।' (বুখারী ও মুসলিম)

১১১. عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهِمَا ابْرُؤُ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهِدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكَسُونِي أَكْسِكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলেন : সিরিয়াবাসীদের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান আর কোনো হাদীস নেই।

অনুচ্ছেদ : বারো

জীবনের শেষ পর্যায়ে বেশি বেশি দ্বীনী কাজে উৎসাহ প্রদান

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ-

মহান আল্লাহ বলেন : (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত লোকেরা যখন দুনিয়ায় আবার ফিরে এসে দ্বীনের পথে চলার জন্যে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে) : 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি, যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ? আর তোমাদের কাছে সাবধানকারীও তো এসেছিল। (সূরা ফাতির : ৩৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও সত্যসন্ধ (সত্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আলেমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : আমি কি তোমাকে ষাট বছর বয়স প্রদান করিনি ? পরবর্তী হাদীসটি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আঠারো বছরের কথাও বলেছেন। অন্যদিকে ইমাম হাসান, ইমাম কাশ্বী, মাসরুফ প্রমুখ চত্বিশ বছরের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর আরেকটি বক্তব্যও এই চত্বিশ বছরের সমর্থনে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মদীনাবাসীদের এইরূপ একটি 'আমল উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাদের কেউ চত্বিশ বছরে উপনীত হলে সে নিজের সময়কে ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিত। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন নিছক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে : আর তোমাদের কাছে সাবধানকারীও এসেছিল।' এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ইবনে আব্বাস (রা) ও অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য হলো, এখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রা), উয়াইনা (রা) প্রমুখ ইমামগণের মতে, এর অর্থ হচ্ছে বার্ষিক্য।

১১২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَيَّ أَمْرِي آخِرَ أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَ سِتِينَ سَنَةً - رواه البخاري .

১১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন : আল্লাহ যে ব্যক্তির মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন, তার বয়সের ৬০ বছর পর্যন্ত তার ওয়র কবুল করতে থাকেন। (অর্থাৎ বয়সের ৬০ বছর হচ্ছে ওয়র কবুলের শেষ সময়। এরপর আর কোন ওয়র চলে না) (বুখারী)

১১৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ يَدْخُلُنِي مَعَ أَشْبَاحٍ بَذَرِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فِدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلْنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟) فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمْرًا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - فَقَالَ لِي: أَكْذِبُكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِ فَقُلْتُ: لَا قَالِ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فَقَالَ عُمَرُ رَضِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ - رواه البخارى .

১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : (হযরত) উমর (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মজলিসে বসালে তাদের কেউ কেউ মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন এবং বলতেন যে, ‘এ ছেলেটিকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে বসানো হয় ? আমাদেরও তো তার বয়েসী ছেলেপেলে আছে ? হযরত উমর (রা) বললেন : ‘এ ছেলেটি কোন পরিবারের (অর্থাৎ নবী পরিবার) তা তো তোমরা জানো।’ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : [একদিন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে ডেকে বসালেন। আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার জন্যেই আমাকে ডাকা হয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া জাআ নাসরুল্লাহ আয়াতটির তাৎপর্য কি ? জবাবে কেউ কেউ বললেন : ‘আল্লাহ যেহেতু আমাদের সাহায্য দান করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন সেহেতু তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ অন্য সবাই কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তারপর উমর (রা) আমায় জিজ্ঞেস করলেন : হে ইবনে আব্বাস! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্যও কি অনুরূপ ? আমি বললাম : না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : ‘তাহলে তোমার বক্তব্য কি ?’ আমি বললাম, ‘এর অর্থ হচ্ছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেকাল, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং সেটা আপনারই ওফাতের লক্ষণ, কাজেই আপনি স্বীয় প্রভুর প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চান; তিনি তওবা গ্রহণকারী।’ এরপর উমর (রা) বলেন : এ ব্যাপারে তুমি যা বললে, তা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু বলার নেই।’ (বুখারী)

১১৪. عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ - مَعْنَى: يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ أَيْ يَعْمَلُ مَا أَمَرَهُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. وَفِي ذِرَايَةِ لِمُسْلِمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحَدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أَمْتِي إِذَا رَأَيْتَهَا

قُلْتُهَا : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ - وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ مِنْ قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْكَ تَكْثُرُ مِنْ قَوْلٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِّي إِنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتَهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتَهَا : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا مَعْنَى يَتَأَلَّى الْقُرْآنَ أَى يَعْمَلُ مَا أَمَرَهُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ .

১১৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : সূরা নাসর অর্থাৎ ইয়া জাআ নাসরুল্লাহি ওয়ালা ফাত্হু সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযেই ‘সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগফিরলী’ কথাটি নিয়মিত বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি করে বলতেন : ‘সুবহানাকা আল্লা-হুমা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুমাগফিরলী।’ বলা বাহুল্য, কুরআনে আল্লাহ ‘কালীলবিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু’ আতায়টিতে যে তাস্বীহ ও ইস্তিগকারের আদেশ দিয়েছেন, তার ওপরই তিনি আমল করতেন।

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে! রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইস্তেকালের পূর্বে খুব বেশি করে বলতেন : ‘সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুব্ব ইলাইকা।’

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এই নতুন কথাগুলোর মর্ম কি যা আপনাকে বলতে দেখছি?’ তিনি বললেন : ‘আমার জন্যে আমার উম্মতের ভেতর একটি নিদর্শনের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি যখন তা প্রত্যক্ষ করি, এই কথাগুলো বলি।’ এরপর তিনি সূরা নাসর শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুব্ব ইলাইহি’— এ দো‘আটি খুব বেশি করে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি লক্ষ্য করছি, আপনি এ কালেমাগুলো খুব বেশি বেশি পড়ছেন। জবাবে তিনি বললেন : আমার প্রভু আমায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি খুব শীঘ্রই তোমার উম্মতের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাবে! কাজেই সেটা যখন দেখতে পাই, তখন এই কথাগুলো বেশি বেশি উচ্চারণ করি : ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুব্ব ইলাইহি’। সে মুতাবেক আমি ঐ লক্ষণটি দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ বলেছেন : ‘যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় সম্পন্ন হবে’ অর্থাৎ মক্কা বিজয় ‘এবং তুমি লোকদেরকে

দেখবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন স্বীয় প্রভুর তাসবীহ ও তাহমীদ গুনকীর্তন ও প্রশংসা করবে এবং তার কাছে ইস্তেগফার করবে। তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।

১১৫. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوَفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ - متفق عليه

১১৫. হযরত আনাস (রা) বলেন : মহান আল্লাহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাঁর ইস্তেকালের পূর্বে উপর্যুপরি অহী নাযিল করতে থাকেন। তাঁর ইস্তেকালের নিকটবর্তী সময় থেকে ইস্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আগের তুলনায় বেশি অহী নাযিল হয়েছে। আর এ অবস্থায়ই তিনি ইস্তেকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৬. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رواه مسلم .

১১৬. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন) প্রতিটি বান্দাকে সেই অবস্থায়ই পুনর্জীবিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তেরো

নানা প্রকার দ্বীনী কাজের বর্ণনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন : 'তোমরা যে-কোনো ভালো কাজই কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা বাকারা : ২১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যে কোনো ভালো কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। (সূরা বাকারা : ১৯৭)

وَقَالَ تَعَالَى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : কোনো ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযালঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالَى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ -

মহান আল্লাহর আরো বলেন : যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে, তা তার নিজের জন্যেই। (সূরা জাসিয়া : ১৫)

১১৭. عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ

রিয়াদুস সালেহীন

بِاللَّهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَ أَكْثَرُهَا ثَمَنًا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭. হযরত আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) বলেন : ‘আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন কাজটি সব চাইতে উত্তম?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম : ‘কোন গোলাম মুক্ত করা উত্তম?’ তিনি বললেন : ‘যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশি প্রিয় এবং যার মূল্যও বেশি।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম : ‘আমি যদি (দারিদ্র্যের কারণে) এ কাজ করতে সক্ষম না হই?’ তিনি বললেন : ‘কোনো কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোনো লোককে কাজটি শিখিয়ে দেবে, তা জানেনা।’ আমি জানতে চাইলাম : ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কী মনে করেন, আমি যদি এই কাজও না করতে পারি?’ তিনি বললেন : ‘মানুষের ক্ষতি সাধন থেকে দূরে থাকো। কেননা সেটাও এমন একটা সদকা, যা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই ওপর আরোপিত হয়।’ (বুখারী ও মুসলিম)

১১৮. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَبُحْرَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৮. হযরত আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কোন লোকেরই শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির ওপর সাদকা (ওয়াজিব) হয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার — এসবের প্রতিটি (কথাই) এক একটি সাদকা। সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাও সাদকা। আর এসব চাশত্-এর (দুপুরের পূর্বের) দু’ রাকআত নামায পড়লেই আদায় হয়ে যায়। (মুসলিম)

১১৯. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالِ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْإِذْيَ يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَذُقْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৯. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম। আর মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে চাপা না দেয়াকে মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

১২০. وَعَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ : أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ -- رواه مسلم .

১২০. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন : (একদিন) কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ধনবানরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেল। তারা আমাদের মতোই নামায পড়ে, আমাদের মতোই রোযা রাখে; আবার তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে সাদকাও প্রদান করে। তিনি বললেন : আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদকা করতে পার? জেনে রাখো, প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সাদকা, আল্‌হামদুলিল্লাহ বলা সাদকা, আল্লাহ আকবার বলা সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা; এভাবে সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা সাদকা, এমনকি, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলনও সাদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যৌন চাহিদা মেটাতে তাতেও সওয়াব হয়? তিনি প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, তোমাদের কেউ হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মেটাতে তাতে তার গুনাহ হবে কি না? (নিশ্চয়ই তার গুনাহ হবে) এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজটি করলেও তার সওয়াব হবে। (মুসলিম)

১২১. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ - رواه مسلم

১২১. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে করোনা, সেটা তোমার ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করার কাজ হলেও নয়। (মুসলিম)

১২২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ - متفق عليه .

১২২. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنَى أَدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِينَ مِفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

اللَّهُ وَعَزَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِينَ فَإِنَّهُ يُمَشِّي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ -

১২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিটি দিন মানব দেহের প্রতিটি জোড় তথা গ্রন্থির ওপর সাদকা ওয়াজিব হয়। তুমি দু’টি মানুষের মধ্যে যে ন্যায়বিচার করো, তা সাদকা। তুমি মানুষকে তার ভারবাহী পশুর ওপর চড়িয়ে দিয়ে কিংবা তার ওপর মালপত্র তুলে দিয়ে যে সাহায্য করো, তাও সাদকা। (এমনিভাবে) কাউকে ভালো কথা বলাও সাদকা। নামাযের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল, তাও সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম এই একই হাদীস হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি বনী আদমকে তিনশ’ ষাটটি গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা ও তারিফ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সুবহানাল্লাহ বলে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, লোকদের চলাচলের পথ থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে কিংবা ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে (এগুলো সংখ্যায় তিনশ’ ষাটে উপনীত হয়)। এহেন ব্যক্তির সারাটা দিন এভাবে অতিবাহিত হয় যে, সে যেন নিজেকে দোষখের আগুন থেকে দূরে বাঁচিয়ে রাখল।

১২৩. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَحَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَحَّ - متفق عليه .

১২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৪. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً - متفق عليه .

১২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে হাদিয়া বা সাদকা দিতে অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা ছাগলের খুর হলেও।

১২৫. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتِّونَ، شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِدَاتَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - متفق عليه

১২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি কিংবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে; তার

মধ্যে সর্বোত্তম হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলা আর নিম্নতম হলো (চলাচলের) পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৬. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَنَرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبَنَرُ فَمَلَأَهُ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى رَفَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؛ فَقَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغْلٍ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مَوْقَهَا فَاسْتَقَتَّ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغَفَرَ لَهَا بِهِ .

১২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তার খুব তৃষ্ণা লাগল। এমনি অবস্থায় সে একটি (অগভীর) কুয়া দেখতে পেল। লোকটি তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় অস্থির হয়ে জিহ্বা বের করছে এবং ভিজামাটি চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, তেমনি এ কুকুরটিও পিপাসায় কাতরাচ্ছে। তাই সে কুয়ায় নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কুয়া থেকে উঠে এল। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে তাকে পরিভূক্ত করল। এতে আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তার গুনাসমূহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে?’ তিনি বললেন : ‘প্রতিটি প্রাণীর ব্যাপারেই সওয়াব আছে।’ (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন। তাকে মাগফিরাত দান করলেন এবং তাকে জান্নাতে স্থান দিলেন।

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে : একদা একটি কুকুর (অস্থিরভাবে) চারদিকে ঘুরছিল। কুকুরটির পিপাসায় মরে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এমন সময় বনী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারী নারী তাকে দেখতে পেল। সে নিজের মোজা খুলে কুয়া থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো এবং এ জন্যে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

১২৭. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُوْذِي الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا نَحْيَنُ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ -

১২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি, যে একটা রাস্তার ওপর থেকে একটা গাছ কেটে সরিয়ে ফেলেছিল। কেননা, সেটা মুসলিম পথচারীদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : এক ব্যক্তি রাস্তার ওপর দিয়ে চলার সময় একটি কাঁটা গাছের ডাল পথের মাঝখান থেকে সরিয়ে ফেলল। এতে আল্লাহ সুবহানাহ তাঁর ওপর দয়া করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১২৮. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضْوءِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا - رواه مسلم

১২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে অযু করে, তারপর মসজিদে এসে চুপচাপ খুত্বা শোনে, তার এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং তারপরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবার সময়) হাত দিয়ে কোন পাথর খণ্ড নাড়াচাড়া করে, সে গর্হিত কাজ করে। (মুসলিম)

১২৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ لَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ لَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ - رواه مسلم

১২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা অযু করতে গিয়ে যখন তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার মুখমণ্ডল থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। এরপর যখন সে তার দু'হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে অথবা পানি শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার হাত থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে হাত দ্বারা করেছে; এমন কি, তার হাত গুনাহ থেকে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা দু'টি ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে তার পায়ের এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায়, যা সে পা দ্বারা সম্পন্ন করেছে। এমন কি, তার পা (সমস্ত সগীরা) গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম)

১৩০. وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ - رواه مسلم

১৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযানের মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোটখাট গুনাহের কাফ্যারায় পরিণত হয়, যদি বড় বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা হয়। (মুসলিম)

১৩১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَحْوِي اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ - رواه مسلم

১৩১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সেই কাজটির কথা বলবোনা, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেন এবং তোমাদের মর্যাদা সমুন্নত করে ? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : দুঃখ-কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। আর এটাই হলো তোমাদের জন্যে 'রিবাত' (বা জিহাদ)। (মুসলিম)

১৩২. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

১৩২. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে জান্নাতে প্রবেশ করল যে ব্যক্তি ফজর ও আসর-এর নামায (যথারীতি) আদায় করল। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৩. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا - رواه البخارى

১৩৩. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফর করে তখন সুস্থ ও গৃহবাসী অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ করত, সেই পরিমাণ কাজের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। (বুখারী)

১৩৪. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - رواه البخارى ورواه مسلم من رواية حذيفة

১৩৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি ভালো কাজই হলো সাদকা।
(বুখারী)

ইমাম মুসলিম হযরত হুযায়ফা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُوهَ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَلَا : يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَا كُلُّ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ وَرَوَاهُ جَمِيعًا مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ يَرْزُوهَ أَيْ يَنْقُصُهُ -

১৩৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম কোন (ফলের) গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছুই খাওয়া হোক, সেটা তার জন্যে সাদকা হবে আর তা থেকে কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্যে সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : মুসলমান যে কোন গাছই রোপণ করুক না কেন, তা থেকে মানুষ, পশু ও পাখিরা যা কিছু খায়, কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্যে সাদকা হিসেবে অব্যাহত থাকে। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : মুসলমান যে কোন গাছ লাগায় ও যে কোনো চাষাবাদ করে এবং তা থেকে মানুষ পশু ও অন্যরা যা কিছু খেয়ে ফেলে, তা তার জন্যে সাদকা হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৩৬. وَعَنْهُ قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَلَبَّغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَدْ بَلَّغْنِي أَنْكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ : بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَتَا رَكْمٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَنُو سَلَمَةَ يَكْسِرُ اللَّامَ قَبِيلَةً مَعْرُوفَةٌ مِنَ الْإِتْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا رُحْمٌ خُطَاهُمْ -

১৩৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, বনু সালামের লোকেরা মসজিদে নববীর নিকট স্থানান্তিত হওয়ার আকাংক্ষা ব্যক্ত করল। এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : আমার নিকট খবর এসেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও ? তারা বললো, 'হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরূপ ইচ্ছাই পোষণ করছি।' তিনি বললেন : 'বনু সালামে! তোমরা ঘরেই থাকো, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়'; 'তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়।' (মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : প্রতিটি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা উন্নত হয়। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে এরই সমার্থক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৭. عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُحِطُّنُهُ صَلَوةٌ فَقِيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ لَكَ مَا أَحْتَسِبُ الرَّمْضَاءُ الْأَرْضُ الَّتِي أَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيدُ -

১৩৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটু দূরে বাস করত (এবং সে এমন ছিল যে) তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে থাকত বলে আমি জানতাম না। সে কখনো (নামাযের) জামাআত হারাত না। তাকে বলা হলো (অথবা আমি তাকে বললাম), 'তুমি একটি গাধা খরিদ করে তার পিঠে চেপে দিনে ও রাতে, অন্ধকারে ও গরমে মসজিদে আসতে পারো।' সে বললো, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ির অবস্থান আমার কাছে ভালো লাগেনা। আমি বরং চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া— এসবই আল্লাহর দরবারে লিখিত হোক। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'আল্লাহ এসবই তোমার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : তোমার জন্যে সেসব কিছুই রয়েছে, যেগুলোকে তুমি সওয়াব মনে করেছো।

১৩৮. عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَبِعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস্ (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চল্লিশটি ভালো কাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হলো দুধ পান করার জন্যে কাউকে উষ্ট্রী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ চল্লিশটি কাজের কোনটি সওয়াবের প্রত্যাশায় করে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত ওয়াদাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। (বুখারী)

১৩৯. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُشْتَقٌّ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَبَّيَّةٍ -

১৩৯. হযরত 'আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : '(তোমরা) আগুন থেকে বাঁচো, তা একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও ।' (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রভু (রব) অচিরেই কথা বলবেন এমন অবস্থায় যে, উভয়ের মধ্যে কোনো মাধ্যম বা দোভাষী থাকবে না । মানুষ তার ডান দিকে তাকালে নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে । বাম দিকে তাকালেও নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে আর সামনে তাকালে তো তার মুখের সামনে আগুনই দেখতে পাবে । কাজেই একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো । আর কোনো ব্যক্তি তাও না পারলে অন্তত ভালো কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে) ।

১৪০. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৪০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ নিশ্চিতই তাঁর বান্দার প্রতি এ জন্যে সন্তুষ্ট হন যে, সে কোনো কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বলে । (মুসলিম)

১৪১. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْتَفِعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ : يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ : يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ : يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ - متفق عليه

১৪১. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'প্রতিটি মুসলিমের ওপর সাদকা (দান-খয়রাত) ওয়াজিব ।' জনৈক সাহাবী বললেন : কিন্তু সে যদি (সাদকা দেয়ার) কোনো কিছু না পায় ? তিনি বললেন : 'তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদকাও দেবে ।' সাহাবী বললেন : আর সে যদি তাও না পারে ? তিনি বললেন : তাহলে সে দুস্থ ও অভাবী লোকদের সাহায্য করবে । সাহাবী বললেন : সে যদি তাও না পারে ? তিনি বললেন : তাহলে সে

(লোকদেরকে) ভালো কাজের আদেশ করবে। সাহাবী বললেন : যদি 'সে এটাও না করতে পারে ?' তিনি বললেন : তাহলে সে অন্তত নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা, এটাও তার জন্যে সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : চৌদ্দ

আনুগত্যে ভারসাম্য রক্ষা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : طَهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى -

মহান আল্লাহ বলেন : ত্বা-হা-। (হে নবী!) আমি তোমার ওপর কুরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, (এর দরুন) তুমি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। (সূরা ত্বা-হা : ১)

وَقَالَ تَعَالَى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে সহজ ব্যবহার করতে চান এবং কঠিন ব্যবহার করতে চান না। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

١٤٢ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ : هَذِهِ فُلَانَةٌ تَذَكَّرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ - متفق عليه .

১৪২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তখন একজন মহিলা তাঁর কাছে বসা ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : এ মহিলাটি কে ? আয়েশা (রা) বললেন : এ হচ্ছে অমুক মহিলা; সে তাঁর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি বললেন : থামো; সব কাজই তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তোমাদের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহর কসম! তোমরা ক্লাস্তি বোধ করলেও আল্লাহ সওয়াব দিতে ক্লাস্তিবোধ করেন না। আর তাঁর নিকট উত্তম দ্বীনী কাজ সেটাই, যার কর্তা সে কাজটি নিয়মিত সম্পাদন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣ . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا وَقَالُوا آيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ - قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَاصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ لِأَخْرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ : وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - متفق عليه .

১৪৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : একদা তিন ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বীদের বাড়িতে এসে তাঁর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। যখন তাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হলো, তারা এটাকে নিজেদের জন্যে অপরিপাক্য মনে করল। তারা বলতে লাগল : ‘রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় আমরা কোথায় ? আল্লাহ তো তাঁর পূর্বের ও পরের সব ঋণ-বিচ্যুতি (যদি ঘটে থাকে) ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল : ‘আমি জীবনভর সারা রাত নামাযে মগ্ন থাকব।’ আরেক জন বললো : ‘আমি সারা জীবন রোযা পালন করব’ এবং ‘কখনো পানাহার করব না।’ আরেকজন বললো : ‘আমি জ্বী সংসর্গ থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিয়েই করব না।’ এমনি সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোযা রাখি আবার পানাহার করি, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করি। (এটাই আমার তরিকা— সুন্নাত) যে ব্যক্তি আমার তরিকা মেনে চলে না, সে আমার (দলভুক্ত) নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا - رواه مسلم
الْمُتَنَطِّعُونَ الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَدُّدِ .

১৪৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।’ তিনি একথা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)

১৪৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَكَانَ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِدُوا وَقَارِبُوا وَابْشَرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ - رواه البخارى. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ سَدِدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَىءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا -

১৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর দ্বীন (জীবন-বিধান) সহজ। যে কেউ এ দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার ওপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও সুষম পন্থা অবলম্বন করো, সামর্থ্য মতো কাজ করো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল, সন্ধ্যা ও শেষ রাতের কিছু অংশে বন্দেগী করে আল্লাহর সাহায্য চাও। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : (দৈনন্দিন কাজকর্মে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো ও সামর্থ্য অনুযায়ী (দ্বীন মোতাবেক) কাজ করো এবং সকালে চলো (বন্দেগীর উদ্দেশ্যে) ও রাতে চলো আর শেষ রাতের কিছু অংশে এবং সুষম ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো (তাহলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে)।

১৪৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْلُوءٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ :

مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْتَبٍ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلُوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرِّ قَدْ - متفق عليه

১৪৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'এ রশিটা কিসের?' সাহাবীগণ বললেন : 'এটা যয়নবের রশি। তিনি নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এ রশিতে ঝুলে পড়েন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'এটা খুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকেরই শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নামায পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্তি এসে যায়, তখন ঘুমিয়ে পড়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرِّقْهُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذَرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ - متفق عليه

১৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কারো নামায পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেলে তার ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। কেননা তদ্দাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে হয়ত ইস্তেগফারের পরিবর্তে নিজেকেই গাল-মন্দ করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ سُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلَهُ قَصْدًا أَيْ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ

১৪৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খুতবা উভয়ই ছিল পরিমিত। (অর্থাৎ এর কোনটাই খুব বেশি সংক্ষিপ্ত কিংবা খুব বেশি দীর্ঘ ছিল না।) (মুসলিম)

١٤٩. وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَانِمٌ قَالَ: مَا أَنَا بِكُلِّ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ فَتَأْمُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ فَصَلِّ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৯. হযরত আবু জুহাইফা ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান আবু দারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলে উম্মে দারদাকে অত্যন্ত জীর্ণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে উম্মে দারদা বললেন : 'তোমার ভাই আবু দারদার দুনিয়ায় কোন কিছুর দরকার নেই।' তারপর আবু দারদা এসে সালমানের জন্যে আহারের ব্যবস্থা করে তাকে বললেন : তুমি খাও, 'আমি রোযা রেখেছি।' সালমান বললেন : তুমি না খেলে আমিও খাব না। তখন আবু দারদাও তার সঙ্গে খেলেন। এরপর রাতে আবু দারদা নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নিতে গেলে সালমান তাকে ঘুমাতে বললেন। আবু দারদা ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরই আবার উঠে নামায পড়তে গেলে সালমান এবারও তাকে ঘুমাতে বললেন। এরপর শেষ রাতে সালমান তাকে জাগতে বললেন এবং দু'জনে নামায পড়লেন। এরপর সালমান তাকে বললেন : 'তোমার ওপর তোমার প্রভুর (রব্ব)-এর হুক আছে, তোমার ওপর তোমার নফসের হুক আছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের হুক আছে; অতএব, প্রত্যেক হুকদারের হুক আদায় করো।' এরপর আবু দারদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সব কথা খুলে বললে তিনি মন্তব্য করলেনঃ সালমান ঠিক কথাই বলেছে। (বুখারী)

১৫০. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَ مِنَ النَّهَارِ وَلَا قَوْمَ مِنَ اللَّيْلِ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَامٌ وَهُوَ آعَدَلُ الصَّيِّمِ وَفِي رِوَايَةٍ هُوَ أَفْضَلُ الصَّيِّمِ فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي وَفِي رِوَايَةٍ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِحَسَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ : نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبَّرَ يَابَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ أَرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ : فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ فَإِنَّهُ كَانَ

أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ :
 فَأَقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ : فَأَقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ
 وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ
 : فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبُرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُحْصَةً نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ
 وَفِي رِوَايَةٍ وَأَنَّ لَوْلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا -- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَصَامٍ مَنْ صَامَ الْإِبْدَ ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ أَحَبُّ
 الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ : كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ
 وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَانِي وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ :
 أَنْكَحْنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَا هَذُ كِنْتَهُ أَيْ امْرَأَةً وَلَدِهِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْضِهَا فَتَقُولُ
 لَهُ : نَعَمْ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يَفْتِشْ لَنَا كَنْفًا مُنْذُ آتَيْنَاهُ - فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ
 عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : الْغَنَى بِهِ فَلَقِيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : كَيْفَ تَصُومُ ؟ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ
 قَالَ : وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟ قُلْتُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ السَّبْعِ الَّذِي
 يَقْرُؤُهُ يَعْزِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَحَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ آيَامًا وَ أَحْصَى
 وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتْرَكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَحِيحَةٌ مُعْظَمُهَا
 فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا -

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলো যে, আমি বলে থাকি, 'আল্লাহর কসম! যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন আমি (দিনে) রোযা রাখব আর রাতে নামায পড়তে থাকব।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাকো?' আমি বললাম : 'আমার পিতা মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত। হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঠিকই একথা বলেছি।' তিনি বললেন : 'তুমি এরূপ করতে পারবে না। কাজেই, রোযাও রাখো, আবার তা ছেড়েও দাও। তেমনি রাতের বেলা নিদ্রাও যাও আবার রাত জেগে নফল নামাযও পড়ো; আর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো। কারণ সৎকাজে দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এ নিয়মটি পালন করলে এটা প্রতিদিন রোযা রাখার মতো হয়ে যাবে।' আমি বললাম : 'আমি এর চেয়েও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন : 'তাহলে একদিন রোযা রাখো ও দু'দিন পানাহার করো। এটি হচ্ছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা। আর এটিই হচ্ছে ভারসাম্যময় রোযা। আমি বললাম : আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন রোযা নেই। (হযরত আবদুল্লাহ যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন প্রায়শ বলতেন : হায়! আমি যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মতো সেই তিন দিনের রোযা মেনে নিতাম, তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতেও আমার কাছে বেশি প্রিয় হতো!'

রিয়াদুস সালাহীন

অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি প্রতিদিন রোযা রাখো এবং রাতভর নফল নামায পড়ো ? আমি বললাম : ‘নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : ‘তুমি এরূপ করোনা। রোযা রাখো আবার ভঙ্গও করো।’ ঘুমাও আবার ঘুম থেকে জেগে নফল নামাযও পড়ো। কারণ, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখেরও হক আছে। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। তোমার ওপর তোমার অতিথির হক আছে। মূলত প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। কেননা, প্রতিটি নেকীর পরিবর্তে তুমি দশগুণ সওয়াব পাবে। এটা সারা বছর বা প্রতিদিন রোযা রাখার সমান হয়ে যায়। আমি (আবদুল্লাহ) নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করার ফলে আমার ওপর কঠোরতা চেপে বসেছে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নিজের মধ্যে (প্রত্যহ রোযা রাখার মতো) সামর্থ রাখি। তিনি জবাব দিলেন : ‘আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখো এবং তাঁর চেয়ে বাড়িও না।’ আমি জানতে চাইলাম : দাউদের রোযা কি রকম ছিল ? তিনি জবাব দিলেন : ‘অর্ধ বছর।’ (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা এবং একদিন তা ভঙ্গ করা)। বুড়ো বয়সে উপনীত হবার পর আবদুল্লাহ বলতেনঃ হায়! আমি যদি সেদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুবিধাটা গ্রহণ করতাম!

অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে তো খবর দেয়া হয়েছে— তুমি সারা বছর (অর্থাৎ প্রতিদিন) রোযা রাখো এবং প্রতি রাতে কুরআন খতম করে থাকো! আমি বললামঃ হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কল্যাণ লাভের আকাংক্ষায়ই এ কাজটা করে থাকি। তিনি বললেন : ‘তাহলে তুমি আল্লাহর নবী দাউদের (নিয়মে) রোযা রাখো। কারণ মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী। আর প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করো।’ আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমি তো এর চাইতে বেশি কুরআন পাঠের ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন : তাহলে দশ দিনে (কুরআন) খতম করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন : তাহলে এক সপ্তাহে কুরআন খতম করো এবং এর চেয়ে বেশি বাড়িও না। এভাবে আমি নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা চাপাতে চাইলাম এবং তা চাপানো হয়েই গেল। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছিলেন : তুমি জানানো, হয়তো তোমার বয়স দীর্ঘতর হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, অবশেষে আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। আর আমি যখন বার্বাক্যে পৌঁছে গেলাম, তখন আমার আফসোস হলো, আমি যদি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : তোমার ওপর তোমার ছেলেরও হক রয়েছে। আরেক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি প্রত্যহ রোযা রাখে, মূলত সে রোযাই রাখে না। (এ কথা তিনি তিনবার বলেন) অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দসই রোযা হচ্ছে দাউদের রোযা আর সবচেয়ে পসন্দনীয় নামায হচ্ছে দাউদের নামায। তিনি রাতের অর্ধাংশে ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশে (আল্লাহর) বন্দেগী করতেন এবং ষষ্ঠাংশে আবার ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে, তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ভঙ্গ (ইফতার) করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে আবদুল্লাহ বলেন; আমার পিতা একটি শরীফ খান্দানের মেয়ের সাথে আমায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আমার পিতা তাঁর পুত্রবধু থেকে শপথ নিয়ে তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী তার জবাবে বলতেন, তিনি খুব ভালো লোক; এতো ভালো যে, আমি তাঁর কাছে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত আমার সাথে বিছানায় শয়ন করেননি এবং আমার পরদাও খোলেননি। অবশেষে আমার পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন : 'তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' এরপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি কিভাবে রোযা রাখো? আমি বললাম : প্রতিদিন। কিভাবে কুরআন খতম করো? জবাব দিলাম, প্রতি রাতে। এরপর তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবদুল্লাহ যখন আরাম করতে চাইতেন, তখন কয়েক দিন হিসাব করে রোযা ভঙ্গ করতেন এবং পরে আবার সেগুলোর রোযা পূরণ করে দিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হবার পর (তাঁর সাথে ওয়াদাকৃত) তাঁর খেলাফ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন।

ইমাম নবরী (রহ) বলেন, এ বর্ণনাগুলোর সৃষ্টি অধিকাংশই বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এবং মাত্র সামান্য অংশ এ দুটি গ্রন্থের কোনো একটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

১৫১. وَعَنْ أَبِي رَيْعٍ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ : نَافِقٌ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّبْيَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا التَّلَقَى مِثْلَ هَذَا، فَنَاطَلْتُ أَنَا وَابُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّبْيَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدَوَّمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَا فَحَتَّكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

رواه مسلم

১৫১. হযরত আবু রিবিয়া ইবনে হান্‌যালা ইবনে রাবীইল উসাইদী (রা) বর্ণনা করেন : তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন শ্রুতি-লেখক ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হান্‌যালা? আমি বললাম : হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। আবু বকর (রা) হতবাক হয়ে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটা তুমি কী বলছ? আমি বললাম : আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রসঙ্গ তুলে উপদেশ দান করেন। তখন আমরা যেন সবকিছু সাদা চোখে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই বিস্মৃত হয়ে যাই।' হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার অবস্থাও কতকটা এ রকম। তারপর আমি ও আবু বকর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! হান্‌যালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন : 'সেটা আবার কি?' আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকটে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গ তুলে নসীহত করেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে যখন স্ত্রী সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই বিস্মৃত হয়ে যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'সেই আল্লাহর কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তোমরা যদি আমার কাছ থেকে থাকাকালীন অবস্থার মতো সর্বদা থাকতে এবং আল্লাহর স্মরণে হামেশা নিরত থাকতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলার পথে সর্বদা করমর্দন (মুসাফাহা) করত। কিন্তু হান্‌যালা! মানুষের অবস্থা তো এক সময় এক রকম আর অন্য সময় অন্য রকম থাকে!' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

১৫২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَانِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوا : أَبُو اسْرَنْبِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرُّهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ - رواه البخارى -

১৫২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : (একদিন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন, এমন সময় এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি তার সম্পর্কে সন্ধান নিলে সাহাবীগণ বললেন : এ লোকটি আবু ইসরাইল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খুতবা শুনেবে, (কোথাও) বসবেওনা, ছায়ায়ও যাবে না এবং কারো সাথে কথাও বলবে না আর সে রোযা পালন করবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে বলো, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : পনের

দ্বীনী কাজের হেফাজত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : ঈমানদার লোকদের জন্যে এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে (যিক্র-এ) বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহাসত্যের সামনে

(তারা) অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মতো হয়ে যাবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, অতঃপর একটা দীর্ঘ সময় তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে; আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে গেছে।

(সূরা হাদীদ : ১৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : আর আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি। যারা তা মেনে চলেছে, তাদের হৃদয়ে আমি দয়া ও মমতার সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর ‘রাহবানিয়াত’ তো তারা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে। আমি সেটা তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তারা নিজেরাই এই বিদ‘আত বানিয়ে নিয়েছে। আর তারা তা সঠিকভাবে পালন করেনি। (সূরা হাদীদ : ২৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : আর তোমরা সেই নারীর মতো হয়ে যেওনা, যে নিজেই পরিশ্রম করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। (সূরা নাহল : ৯২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : আর তুমি জীবনের চরম মুহূর্ত অবধি তোমার প্রভুর (রব্ব-এর) ইবাদতে নিরত থাকো, যার আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(সূরা আল হিজাব : ৯৯)

وَأَمَّا الْآحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ -

এ অনুচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এটি ইতোপূর্বে ১৪২ নং হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় দ্বীনী কাজ তা-ই, যার ওপর তার কর্তা সর্বদা অবিচল থাকে।’

১৫৩. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১৫৩. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিজের অযীফা না পড়েই ঘুমিয়ে যায় অথবা কিছু

রিয়াদুস সালেহীন

পড়া বাকী থেকে যায়, তারপর তা ফজর ও যুহরের মাঝামাঝি পড়ে নেয়, তার জন্যে (এমন সওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতের বেলায়ই পড়েছে। (মুসলিম)

১৫৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) বলেন, আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে আবদুল্লাহ! (তুমি) অমুক লোকের মতো হইয়োনা যে রাতে ইবাদত করত : তারপর তা সে ছেড়ে দিয়েছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৫. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رواه مُسْلِمٌ

১৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কোনো কারণে বাদ পড়ে গেলে তিনি তার পরিবর্তে দিনের বেলায় বারো রাকআত নামায পড়তেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : ষোল

সুন্নাতের হেফাজত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

মহান আল্লাহ বলেন : রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখেন, তা থেকে দূরে থাকো। (সূরা হাশ্ব : ৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছায় কিছু বলেন না; এ হলো অহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। (সূরা নাজম : ৩-৪)

وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে নবী! (লোকদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি (বাস্তবিকই) আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমাকে মেনে চলো; তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। (আলে ইমরান : ৩১)

وَقَالَ تَعَالَى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে তাদের জন্যে রাসূলের জীবনে এক চমৎকার আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব : ২১)

وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : না, তোমার প্রভুর শপথ! লোকেরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিরোধের প্রশ্নে (হে নবী!) তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে। অতঃপর তুমি যে নিষ্পত্তি করে দেবে, সে বিষয়ে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা পোষণ করবে না; বরং তার নিকট নিজেদেরকে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেবে। (সূরা নিসা : ৬৫)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর) দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে থাকো। (সূরা নিসা : ৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى : مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে (মূলত) আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা : ৮০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তুমি সরল সোজা পথে চালিত কর যেটা আল্লাহর পথ। (সূরা শূরা : ৫২)

وَقَالَ تَعَالَى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যারা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, কোনো বিপর্যয় বা কষ্টদায়ক আঘাবে তারা জড়িয়ে পড়তে পারে।

(সূরা নূর : ৬৩)

وَقَالَ تَعَالَى : وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : (হে নবী পত্নীগণ!) তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমাত (জ্ঞানময় কথা) আলোচনা করা হয় তা তোমরা স্মরণে রাখো।

(সূরা আহযাব : ৩৪)

١٥٦ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَثْنَيْيَا نِيْهِمَا - فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ - متفق عليه

১৫৬. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের কাছে যেসব বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা ত্যাগ করেছি। সেসব বিষয় আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পূর্বকার লোকেরা তাদের অতিরিক্ত প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে বিতর্কের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই আমি যখন কোনো কিছু বারণ করি, তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাকো। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করি তখন সেটা সাধ্যমতো পালন করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৭. عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبِيَّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْهَا مَوْعِظَةً مُودِعَ فَأَوْصِنَا - قَالَ : أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ وَإِنَّهُ مَنْ يَبْعَثُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِيدِينَ الْمُهَدِّدِينَ عَصُوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رواه ابو داود والترمذی

১৫৭. হযরত আবু নাজীহ ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বলেন : একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষা ও ভঙ্গিতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সবার হৃদয় গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথাগুলো তো বিদায়ী ভাষণের মতো। কাজেই আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন : 'আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর (জেনে রাখ) তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী (নিগ্রো) গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবু তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করে চলবে। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহুতরো মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নত এবং সঠিক নির্দেশনাপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করাই হবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ সুন্নতকে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সমস্ত অবৈধ বিষয়কে এড়িয়ে চলবে। কেননা, প্রতিটি 'বিদআত' (দ্বীনী বিষয়ে নবাবিষ্কার) হচ্ছে ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

১৫৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَيْلٍ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى - رواه البخارى.

১৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সব উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে; তবে যারা অস্বীকার করবে, তারা প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল, সে অস্বীকার করল। (বুখারী)

১৫৭. عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ وَقِيلَ أَبِي إِبَاسٍ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْكَوَعِ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشْمَالِهِ فَقَالَ كُلُّ بَيْمَيْنِكَ، قَالَ : لَا اسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطِيعَتْ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ - رواه مسلم .

১৫৯. হযরত আবু মুসলিম কিংবা আবু ইয়ানাস সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি লোকটিকে বললেন : ‘তুমি ডান হাতে খাও।’ সে বলল : ‘আমি (ডান হাতে) পারিনা।’ তিনি বললেন : ‘তুমি যেন না-ই পার।’ আসলে অহংকারই তাকে (রাসূলের) এ হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত আর মুখের কাছে উঠাতে পারল না। (মুসলিম)

১৬০. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ - متفق عليه وفي رواية لمسلم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكْبُرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرَهُ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ -

১৬০. হযরত আবু আবদুল্লাহ নু‘মান ইবনে বশীর (রা) বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘তোমরা নামাযের কাতার সোজা করে নতুবা আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের চেহারার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। (অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে শত্রুতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়ে যাবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন। এমনকি, (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। (অর্থাৎ কাতার খুব সোজা করতেন) আমরা এ কাজটা পূর্ণভাবে সম্পাদন করেছি বলে তাঁর প্রত্যয় না জন্মানো পর্যন্ত তিনি তাকীদ দিতে থাকতেন। এরপর একদিন তিনি এসে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকুবীর দেবেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন : ‘হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের কাতার সোজা করে নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে দেবেন।

১৬১. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفَنُوهَا عَنْكُمْ - متفق عليه

১৬১. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন : একদা মদীনার কোন একটি বাড়িতে গভীর রাতে আগুন লেগে গেল এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলো।

রিয়াদুস সালেহীন

এ কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলে তিনি বললেন : 'এই আগুন হচ্ছে তোমাদের ভয়ানক শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমানোর সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৬২. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ: قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَتَفَعَّاهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ - مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ فَقَهُ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا أَيْ صَارَ فَقِيهًا -

১৬২. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান ও সত্য পথসহ (দুনিয়ায়) পাঠিয়েছেন, তার উপমা বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির পানি কোনো ভালো জমিতে পড়লে জমির উর্বর অংশ তা শুষে নেয় এবং নতুন নতুন তাজা ঘাস জন্মায়। অপরদিকে জমির শুকনো অংশে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে পানি তুলে নিয়ে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচকার্য চালায় ও ফসল উৎপাদন করে। জমির আর এক অংশ থাকে ঘাসহীন অনুর্বর, যেখানে পানিও আটকায়না, ঘাসও জন্মায়না। এটা হলো সেই লোকের উপমা, যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি লাভ করে এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমায় পাঠিয়েছেন, তা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে সে নিজেও জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। অপরদিকে শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির যে দ্বীনী জ্ঞানের দিকে ঞ্ক্ষিপণও করে না এবং আল্লাহর যে বিধানসহ আমায় পাঠানো হয়েছে, তা সে গ্রহণও করে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৬৩. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذْبُهَنَّ عَنْهَا وَأَنَا أَخِذٌ بِحُجَزٍ كُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِسُونَ مِنْ يَدِي - رواه مُسْلِمٌ

১৬৩. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালানোর পর তাতে নানারূপ কীট-পতঙ্গ এসে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সে ওইগুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছি, যাতে তোমরা ছিটকে গিয়ে আগুনে না পড়ো; কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) তোমরা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছ। (মুসলিম)

১৬৬. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَكَهُ . رواه مسلم - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلِيٍّ كُلِّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى فَلْيَأْخُذْ كُلِّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ -

১৬৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের পর আঙ্গুল ও থালা চেটে খেতে আদেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন, ‘তোমরা জাননা, কোন্ স্থানে (তোমাদের জন্যে) বরকত রয়েছে।’ (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে : তোমাদের কারো খাবারের কোন অংশ (লোকমা) পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তার ময়লা সাফ করে খেয়ে ফেলে ও শয়তানের জন্যে যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত তার হাত যেন কাপড় দিয়ে মুছে না ফেলে। কারণ, সে জানেনা তার খাদ্যের কোন অংশ বরকতময়।

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের নিকট প্রতিটি ব্যাপারেই উপস্থিত হয়। এমনকি তার পানাহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। কাজেই তোমাদের কারো কোনো খাবার (লোকমা) পড়ে গেলে তার ময়লা সাফ করে খেয়ে ফেলা উচিত এবং শয়তানের জন্যে কিছুই রেখে দেয়া উচিত নয়।

১৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوْعِطَةٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَاةَ غُرَاةٍ غُرَاةٍ غُرَاةٍ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدُّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيَجَاءُ بِرِحَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَيَقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ - متفق عليه .

১৬৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন : ‘হে জনমণ্ডলী! তোমাদেরকে আদ্বাহুর সামনে নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে খাতনা না দেয়া অবস্থায় জড়ো করা হবে। আদ্বাহু বলেছেন : ‘আমি প্রথমবার যেমন (তোমাদের) সৃষ্টি করেছি, তেমনিভাবে আবার

রিয়াদুস সালাহীন

সৃষ্টি করবো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি এবং আমি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবোই।' (সূরা আশ্বিয়া : ১০৩) জেনে রাখো, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরানো হবে। জেনে রাখো, আমার উম্মতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (দোযখের দিকে) টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি নিবেদন করবো : 'হে আমার প্রভু! এরা তো আমার সাহাবী।' তখন বলা হবে : 'তুমি জাননা, তোমার পর এরা কি কি নতুন নতুন কাজ করেছে। আমি তখন ইসা (আ)-এর মতো বলব : 'আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, তাদের ওপর সাক্ষ্য দানকারী হয়েই ছিলাম।..... (সূরা মায়দা : আয়াত ১১৭-১১৮) তখন আমাকে বলা হবে : 'তুমি যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছ, তখন তারা তোমার দ্বীন ছেড়ে দূরে সরে গেছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ رَضِيَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَا الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ قَرِيبًا لِابْنِ مُغْفَلٍ خَذَفَ فَتَهَاةً وَقَالَ إِنَّهُ لَا تَصِيدُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتُ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا -

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাঝখানে পাথর খণ্ড রেখে নিক্ষেপ করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : এ কাজে কোনো শিকারও মারা পড়ে না, শত্রুও নিপাত হয়না; বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেঙে দেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের জনৈক নিকটাত্মীয় কোনো এক ব্যক্তিকে পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ তাকে বারণ করেন এবং বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাথর ছুঁড়তে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, এভাবে শিকার মরে না। লোকটি পুনর্বার একই কাজ করল। এতে বিরক্ত হয়ে আবদুল্লাহ বললেন : আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে মারতে নিষেধ করেছেন, তবুও তুমি মারছো! আমি তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলবোনা।

১৬৭. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ (يَعْنِي الْأَسْوَدَ) وَيَقُولُ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ -

১৬৭. আবিস ইবনে রাবিয়া বর্ণনা করেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ (কা'বা ঘরের দেয়ালে স্থাপিত কালো পাথর)-এ চুমু দিতে দেখেছি। তিনি বলতেন : আমি জানি যে, তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র; তুমি কোনো উপকারও করতে পারো না বা অপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে তোমায় আমি চুম্বন করতাম না।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : সতেরো আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা ওয়াজিব

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমার প্রভুর (রব্ব)-এর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার রূপে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে; তারপর তুমি যে রায় দেবে তারা সে সম্পর্কে মনে কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নেবে। (সূরা নিসা : ৬৫)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : মুমিনদেরকে যখন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন তারা এ কথাই বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম; আর এসব লোকই হবে কল্যাণপ্রাপ্ত। (সূরা নূর : ৫১)

১৬৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) الْآيَةُ اسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَوَّأ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا : أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ كَلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ : الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ الصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا آلَسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِثْرِهَا (أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَاتَزَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ

لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قَالَ نَعَمْ - رواه مسلم

১৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরা বাকারার শেষ রুকু'র প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বলে প্রতীয়মান হলো। আয়াতটি হলো এই : লিল্লা-হি মা- ফিস সামা-ওয়াতি ওয়াল্লাহু 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর; অর্থাৎ 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর জন্যে। তোমার নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেনই। (সূরা বাকারা : ২৮১ আয়াত) সাহাবীগণ তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সাধ্যমতো নামায, রোযা, সাদকা, জিহাদ ইত্যাকার কাজগুলোর দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে; অথচ আপনার ওপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে আর আমাদের তা করার সামর্থ্য নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের পূর্বে ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা যেমন বলেছিল, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমন করতে চাও ? তোমরা বরং একথা বলো; আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম; তোমার (অর্থাৎ আল্লাহর) কাছে ক্ষমা চাই হে প্রভু! আর আমাদের তো তোমারই কাছে ফিরে যেতে হবে।' লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং এতে তাদের জিহ্বায় নম্রতার সৃষ্টি হলো, (অর্থাৎ আনুগত্য ব্যক্ত করল) তখন আল্লাহ এই আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন : রাসূলের নিকট তাঁর প্রভুর (রব্ব-এর) কাছ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি রাসূল ও মুমিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, (তাঁর) কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার মার্জনা চাই; আর তোমার নিকটই তো ফিরে যেতে হবে (আমাদের)।

(সূরা বাকারা : ১৮৫)

সাহাবীগণ যখন এই কাজটুকু করলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাছ উক্ত আয়াতের নির্দেশ পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন : 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেন না। তার জন্যে (প্রত্যেকের জন্যে) তার কাজের সওয়াব রয়েছে এবং আযাবও রয়েছে। (তারা বলে) 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুল-ভ্রান্তি করে থাকলে সে জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করোনা।' আল্লাহ বলেন : 'আচ্ছা তা-ই হবে।' তারা বলেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্বকার লোকদের ওপর যেমন তুমি (কঠিন নির্দেশের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়োনা।' আল্লাহ বলেন : 'আচ্ছা, তা-ই হবে।' তারা বলে : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোনো দায়িত্ব ভার চাপিওনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আর (তুমি) আমাদের গুনাহর কালিমা মুছে দাও, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফিরদের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। (সূরা বাকারা : ২৮৬) আল্লাহ বলেন : 'আচ্ছা, তা-ই হবে।' (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আঠারো

বিদ'আত বা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রচলন নিষিদ্ধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'হক কথার পর আর সবই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।' (সূরা ইউনুস : ২২)

وَقَالَ تَعَالَى : مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বর্জন করিনি'।

(সূরা আন'আম : ৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তবে সে ব্যাপারটিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' (অর্থঃ কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি তাকাও)। (সূরা নিসা : ৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'আর আমার (প্রদর্শিত) এই পথটি অতীব সরল; কাজেই তোমরা এ পথেই (এগিয়ে) চলে। এছাড়া অন্য কোনো পথে চলোনা; (কেননা) তা তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।'।

(সূরা আন'আম : ১৫৩)

وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : '(হে নবী!) তুমি (লোকদের) বলে দাও; তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

١٦٩ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

১৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের এই দ্বীনের ভেতর এমন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অগ্রহণযোগ্য।

১৭০. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاسْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَاءَكُمْ وَيَقُولُ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَبِينَ وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوَّلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ مَن تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَن تَرَكَ دِينًا أَوْضِياعًا فَأَلَى وَعَلَى - رواه مسلم

১৭০. হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল বর্ণ ধারণ করত, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলন্দ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত; (তখন মনে হতো) তিনি যেন কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন : 'আল্লাহ তোমাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় (দিবা-রাত্র) ভালো রাখুন।' তিনি আরো বলতেন : 'আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাঠানো হয়েছে।' এ কথা বলেই তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল একত্র করতেন এবং বলতেন : অতঃপর সবচেয়ে ভালো বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদআত — নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদআত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেন : 'আমি প্রতিটি মুমিনের জন্যে তার নিজের চাইতেও উত্তম।' যে-ব্যক্তি পিছনে কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্যে। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ কিংবা রেখে যায় অসহায় সন্তান, তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তায়। (মুসলিম)

এ পর্যায়ে হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইতোপূর্বে 'সুন্নতের হেফাজত' পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : উনিশ

ভালো কিংবা মন্দ পছন্দ উদ্ভাবন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যারা বলে, আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো, যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। (সূরা ফুরকান : ৭৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَجَعَلْنَا هُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা (ইমাম) হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তারা আমার নির্দেশ (হুকুম) মুতাবেক লোকদেরকে সুপথে পরিচালিত করে। (সূরা আশ্বিয়া : ৭৩)

১৭১. عَنْ أَبِي عَمْرِو وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاءُ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ عَامَتُهُمْ بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍّ فَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَاذَنْ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وَالْآيَةُ الْآخَرَى الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) تَصَدَّقْ رَجُلٌ مِّنْ دِينَارِهِ مِّنْ دِرْهَمِهِ مِّنْ ثَوْبِهِ مِّنْ صَاعٍ بِهِ مِّنْ صَاعٍ تَمَرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كُفُّهُ تَعْجُزُ عَنْهَا بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِّنْ طَعَامٍ وَتِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهُمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْزَارِهِمْ شَيْءٌ - رواه مُسْلِمٌ

১৭১. হযরত আবু উমর জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমরা দিনের প্রথমভাগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসা ছিলাম। তখন একদল লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তাদের শরীর ছিল উলজ। ছেঁড়া চট কিংবা আবা পরিহিত ছিল তারা। তাদের কোমরে তরবারিও ঝুলানো ছিল। তারা ছিল মুদার বংশের লোক। তাদের দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং বদলে গেল। এরপর তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকলেন; কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তিনি বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। বেলাল (রা) যাথারীতি আযান ও ইকামত দিলেন। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে এক ভাষণে বললেন : ‘হে জনগণ! তোমাদের প্রভু (রব)-কে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এতদুভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন (পৃথিবীর বুকে)। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই পেড়ে তোমরা একে অপরে নিজ নিজ অধিকার দাবি করো। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন। (সূরা নিসা : ১) তিনি সূরা হাশরের শেষ ভাগের নিদ্রাক্ত আয়াতটি পড়লেন : ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রতিটি ব্যক্তি যেন খেয়াল রাখে যে, সে ভবিষ্যতের (আখিরাতে) জন্যে কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা কেবল আল্লাহকেই ভয় করে চলো। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন।’ (সূরা নিসা : ১৮)। (তারপর তিনি বললেনঃ) ‘প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তার স্বর্ণমুদ্রা (দীনার), তার রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম), তার পোশাক এবং তার খাদ্য (গম ও খেজুর) থেকে দান করে।’ এমনকি, তিনি একথাও বলেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও তা দান করো। এরপর জনৈক আনসারী এক বস্তা (থলি)

খেজুর নিয়ে এল। বস্তুটি বয়ে আনতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তারপর লোকেরা সে বস্তু থেকে একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি শুধু কাপড় ও খাদ্যের দুটি স্তুপ দেখতে পেলাম। এমন কি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে চেহারার নূর পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো নিয়মের প্রচলন করে, সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে; কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছু মাত্র হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে, তার ওপর এর সমগ্র (গুনাহর) বোঝা চেপে বসবে। কিন্তু এতে তাদের বোঝা কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

১৭২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ أَدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دِمَهِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - متفق عليه

১৭২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার রক্তপাতের দায়িত্ব আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) ওপর বর্তাবে। কারণ সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যার নিয়ম চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বিশ

কল্যাণের পথে পরিচালনা এবং সঠিক বা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ -

মহান আল্লাহ বলেন : তুমি তোমার রব্ব-এর দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাও।

(সূরা কাাসাস : ৮৭)

وَقَالَ تَعَالَى : اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তুমি তোমার রব্ব-এর (নির্দেশিত) পথের দিকে আহ্বান জানাও কুশলতা ও সদুপদেশ সহকারে।

(সূরা নাহল : ১২৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা সংকাজ ও খোদাভীতির ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করো।

(সূরা মায়দা : ২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতেই হবে, যারা (লোকদের) কল্যাণের দিকে ডাকতে থাকবে।

(সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

১৭৩. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرِو وَالْأَنْصَارِيِّ الْهَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - رواه مسلم

১৭৩. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে 'আমর আনসারী বাদরী (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ-নির্দেশ করে, সে ঠিক ততটাই বিনিময় পায়, যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পেয়ে থাকে।' (মুসলিম)

১৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم

১৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সঠিক পথের (হেদায়েতের) দিকে (লোকদের) আহ্বান জানায়, তার জন্যে এ পথের পথিকদের পারিশ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক রয়েছে। এতে প্রথমোক্তদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের (গোঁমরাহীর) দিকে আহ্বান জানায়, তার উক্ত পথের পথিকদের গুনাহরই সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

১৭৫. عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرِّبَّةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُنَّ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا - فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ : أَيْنَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ : فَارْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرِحَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرِّبَّةَ - فَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ انْفِذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآخِرِهِمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - متفق عليه

১৭৫. হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন : আমি আগামীকাল অবশ্যই এই পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব যার মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চিত বিজয় এনে দেবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে

ভালোবাসেন। সাহাবীরা রাতভর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে লাগলেন যে, কার হাতে এই পতাকা তুলে দেয়া হবে। সকাল বেলা সবাই পতাকা লাভের আশায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হাযির হলেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? তাঁকে বলা হলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চোখের যন্ত্রণায় ভুগছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তার কাছে লোক পাঠাও।' তারপর তাঁকে ডেকে আনা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে থুথু ছিটিয়ে দিলেন এবং তার আরোগ্যের জন্যে (আল্লাহর কাঁছে) দো'আ করলেন। তিনি এতে এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন যেন তার (চোখে) কোনো রোগই ছিল না। আলী (রা) বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! শত্রুরা আমাদের মতো (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তাদের এলাকায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এগোতে থাকবে। এরপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে এবং আল্লাহর হুকুম আদায়ের ব্যাপারে তাদের করণীয় নির্দেশ করবে। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ একটি লোককেও সুপথ প্রদর্শন করলে সেটা তোমার জন্যে (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِّنْ أَهْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْتَ فَلَانٌ قَدْ كَانَ تَجَهَّزُ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ فَقَالَ : يَا فَلَانُ نَعْ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ وَلَا تَحْسِبْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللَّهِ لَا تَحْسِبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَيَبَارِكَ لَنَا فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আসলাম বংশের জনৈক যুবক নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই; কিন্তু সে জন্যে আমার প্রস্তুতি নেবার মতো সজ্জিত নেই। তিনি বললেন : তুমি অমুক লোকের সঙ্গে দেখা করো। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গিয়ে বললো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমায় সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম যোগাড় করেছ, তা আমায় দিয়ে দাও। লোকটি বললো, 'হে অমুক (মহিলা)! একে আমার সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং তার কোনো কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহর কসম! তোমরা তার কোনো কিছু রেখে না দিলে তাকে আল্লাহ তোমার জন্যে বরকতময় করে দেবেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একুশ

পুণ্যশীলতা ও খোদাভীতিমূলক কাজে সহযোগিতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

মহান আল্লাহ বলেন : ‘তোমরা পুণ্যশীলতা পুণ্যময় ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; কিন্তু পাপাচার (গুনাহ) ও সীমালংঘনমূলক কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না; (বরং) আল্লাহকে ভয় করে চলো; নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।’

(সূরা আল-মায়দা : ২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু সেসব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, পুণ্যের কাজ করেছে, একে অপরকে মহাসত্যের উপদেশ দিয়েছে, এবং একে অপরকে সবার অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছে।’

(সূরা আল-আসর : ১, ২, ৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন : ‘মানব জাতি কিংবা অধিকাংশ সাধারণত এ সূরাটির মর্মবাণী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এ ব্যাপারে তারা আত্মবিশ্বস্তির মধ্যে রয়েছে।’

১৭৭. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا - متفق عليه

১৭৭. হযরত আবু আবদুর রহমান য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহনী (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবারবর্গের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণময় আচরণ করল, সেও যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُنَيْلٍ فَقَالَ : لِيَنْبِعْتَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا - رواه مسلم

১৭৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুয়াইল গোত্রের শাখা লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন : প্রতিটি (পরিবারের) দুই ব্যক্তির অন্তত এক ব্যক্তি যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই (যথোচিত) প্রতিদান দেয়া হবে। (মুসলিম)

১৭৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ رُكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلْهَذَا حُجٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ - رواه مسلم

১৭৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

রিয়াদুস সালেহীন

ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল ঘোড়া সওয়ারের মুখোমুখি হন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো : 'আমরা মুসলমান।' তারা জিজ্ঞেস করল : 'আপনি কে?' তিনি জবাব দিলেন : 'আল্লাহর রাসূল।' এরপর জনৈক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে?' তিনি জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ, তবে সওয়াবটা তুমি পাবে।' (মুসলিম)

১৭০. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أَمَرَهُ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسَهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমান কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে আমানতদার খাজাঞ্জী; তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, সে তা নির্ধিধায় পালন করে; যাকে কিছু দান করার জন্যে বলা হলে, সে মনের আনন্দে তা পূর্ণ মাত্রায় দান করে। তাকে যে জিনিস যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়া হয়, সে তার কাছেই তা হস্তান্তর করে। এহেন ব্যক্তির নাম সদকাকারীদের নামের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বাইশ

নসীহত বা শুভাকাংক্ষী

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মহান আল্লাহ বলেন : 'মুসলমানরা পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমরা ভাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যথোচিতভাবে সুবিন্যস্ত করে নাও। (সূরা হজরাত : ১০)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِخْبَارًا عَنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْصَحُ لَكُمْ

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি; আমি তোমাদের শুভাকাংক্ষী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয়গুলো জানি, যা তোমাদের জানা নেই।'

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَنْ هُودٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'আমি (হুদ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি; আমি তোমাদের বিশ্বস্ত শুভাকাংক্ষী।' (সূরা আল-অত্ত'রাফ : ৬৮)

১৮১. عَنْ أَبِي رُقَيْئَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ - رواه مسلم .

১৮১. হযরত আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আওস্ আদ-দারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘দ্বীন (ইসলামের মূল ভিত্তি) হচ্ছে কল্যাণ কামনা।’ আমরা জিজ্ঞেস করলাম : কার জন্য? তিনি বললেন : আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম (নেতা) এবং মুসলিম জনগণের জন্যে। (মুসলিম)

১৮২. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّصَحُّحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - متفق عليه

১৮২. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায কায়েম, যাকাত আদায়, সমগ্র মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা ও সঠিক উপদেশ দানের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - متفق عليه

১৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তেইশ

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতেই হবে, যারা (মানুষকে) সর্বদা পূর্ণ ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে; যারা এরূপ কাজ করবে, তারাই হবে সফলকাম।’ (সূরা আল-ইমরান : ১০৪)

وَقَالَ تَعَالَى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী (উম্মাহ), তোমাদেরকে মানব জাতির পথ-নির্দেশনার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমরা ন্যায় ও পুণ্যের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপাচার থেকে (মানুষকে) বিরত রাখবে। (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

وَقَالَ تَعَالَى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ -

মহান আল্লাহ অঙ্গীরা বলেন : (তোমরা) নম্রতা ও মার্জনায় নীতি অবলম্বন করো, সংকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে তর্কে জড়িয়োনা। (সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

মহান আল্লাহ আরো বলেন : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সঙ্গী। এরা পরস্পরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে।

(সূরা তওবা : ৭১)

وَقَالَ تَعَالَى : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'বনী ইসলাইলীদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি দাউদ ও ইসা বিন্ মরিয়মের ভাষায় লা'নত করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহের পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। অতীব জঘন্য কর্মনীতিই তারা গ্রহণ করেছিল।' (সূরা মায়দা : ৭৮-৭৯)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : সুতরাং হে নবী! যে জিনিসের নির্দেশ তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা সজোরে ও উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দাও। এ ব্যাপারে মুশরিকদের কিছুমাত্র পরোয়া করোনা। (সূরা আল হিজর : ৯৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَانْجِبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আমরা এমন লোকদের বাঁচিয়ে দিলাম যারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকত; আর যারা জালিম ছিল তাদেরকে পাকড়াও করলাম তাদেরই নাফরমানীর কাজের জন্যে কঠিন শাস্তি দিয়ে। (সূরা আল আ'রাফ : ১৬৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

মহান আল্লাহ আরো বলেন : সুতরাং (হে নবী!) 'লোকদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, এ মহাসত্য তোমার প্রভুর (রব্ব-এর) নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা একে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমরা জালিমদের জন্যে দোষখের ব্যবস্থা করে রেখেছি।' (সূরা আল-কাহাফ : ২৯)

এ পর্যায়ে বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিশীল বহু সংখ্যাক আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে।

১৪৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ - رواه مسلم .

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি কোন পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি দ্বারা) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এতে সমর্থ না হয়, তবে যেন মুখের (কথার) সাহায্যে (জনমত গঠন করে) তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ শক্তিটুকুও না রাখে, তবে যেন অন্তরের সাহায্যে (সুপরিকল্পিতভাবে) তা বন্ধ করার চেষ্টা করে (অর্থাৎ কাজটির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (বা নিম্নতম) স্তর; অর্থাৎ এর নীচে ঈমানের আর কোন স্তর নেই। (মুসলিম)

১৪৭. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ - رواه مسلم .

১৮৫. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পূর্বে যে নবীকেই কোনো জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, তাঁর সাহায্যের জন্যে তাঁর উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এক দল সহচর ও সাহায্যকারী থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলত, তাদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হলো যে, তারা যা বলত তা নিজেরাই মানত না; বরং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতএব, যে ব্যক্তি এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের দ্বারা) জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি এদের বিরুদ্ধে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে (মানুষকে বুঝানোর সাহায্যে) এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর আর শর্যের বীজ পরিমাণও ঈমান নেই। (মুসলিম)

১৪৮. عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ : فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا تَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنَّمَا - متفق عليه

১৮৬. হযরত আবুল ওয়ালীদ 'উবাদা ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করার, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ নিয়েছি যে, যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো না। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ) তবে হাঁ, তোমরা যদি তাকে স্পষ্টত ইসলাম বিরোধী কাজে জড়িত দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত কোন দলীল প্রমাণ আছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারো)। আমরা আরো শপথ নিয়েছি, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের (হকের) কথা বলবো। আর আল্লাহর (আনুগত্যের) ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা তিরস্কারের পরোয়া করবো না।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৭৮. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ قَوْفَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ قَوْفَنَا فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِن أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَانْجَوْا جَمِيعًا - رواه البخاري

البخاري

১৮৭. হযরত নু'মান ইবনে বশীর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে বসবাসকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হলো : একদল লোক লটারী করে একটি জাহাজে উঠলো। তাদের কিছু সংখ্যক সঙ্গী নীচের তলায় এবং কিছু সংখ্যক ওপরের তলায় স্থান পেল। নীচ তলার লোকেরা পানির প্রয়োজন হলে ওপর তলার লোকদের পাশ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নীচ তলার লোকেরা) পরস্পর বললো : আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটা সুরঙ্গ করে নিই, তবে ওপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে রেহাই দেয়া যেত। কিন্তু এখন যদি তারা (ওপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে অনুমতি দেয়, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এই কাজ করতে বাধা দেয় (অর্থাৎ ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে), তাহলে নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্যদেরকেও বাঁচাতে পারবে।

(বুখারী)

১৮৮. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ حَدِثَتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَى وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ - رواه مسلم

১৮৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের ওপর কিছু সংখ্যক লোককে শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা

তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে (ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক হওয়ার কারণে) পরিচিত হবে আর কিছু কর্মকাণ্ড তোমাদের কাছে (ইসলামী শরীয়াহ বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত মনে হবে। এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে (গুনাহ থেকে) দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে (জবাবদিহির ব্যাপারে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এহেন কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল, (সে নাফরমানী করল)। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের (স্বৈর-শাসকদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ তারা নামায কায়েম করে। (মুসলিম)

১৮৯. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْتَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِغًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِأَصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْتُ - متفق عليه

১৮৯. হযরত যয়নাব বিন্তে জাহাশ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি বলছিলেন : লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, ধ্বংস আরবের সেই খারাবি ও অনিষ্টের কারণে, যা নিকটে এসে পড়েছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের (বন্দীশালার) দরজা এতটা খুলে দেয়া হয়েছে। (এই বলে) তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্ত বানিয়ে লোকদের দেখালেন। আমি আরম্ভ করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেক্কার (খোদাভীর) লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন : 'হাঁ, যখন অশ্লীল ও নোংরা কাজের অত্যধিক বিস্তার ঘটবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৯০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - متفق عليه

১৯০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো।' সাহাবীগণ বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার ওপর বসা ছাড়া তো আমাদের উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজনে) কথাবার্তা বলে থাকি।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছ; তাহলে রাস্তার হক আদায় করো।' তারা বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! 'রাস্তার হক আবার কি?' তিনি বললেন : 'রাস্তার হক হলো— দৃষ্টি সংযত রাখা, (রাস্তা থেকে) কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে

রিয়াদুস সালাহীন

ফেলা, (লোকদের) সালামের জবাব দেয়া, (তাদেরকে) ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৯১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَيَقِيلُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَذَ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি লোকটির হাত থেকে আংটিটি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; তারপর বললেন : তোমাদের কেউ কি নিজ হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখতে পসন্দ করবে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হলো : আংটিটি তুলে নিয়ে অন্য কোনো ভালো কাজে ব্যবহার করো। সে বললো, আল্লাহর কসম! যে বস্তুকে খোদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, আমি তা কখনো হাতে তুলে নেবো না। (মুসলিম)

১৯২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي إِيَّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَحْلَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَحْلَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النُّحَالُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯২. হযরত আবু সাঈদ হাসান আল-বসরী (রহ) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েয) বললেন : 'হে বৎস! আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিকৃষ্ট রাখাল (শাসক) হলো সেই ব্যক্তি, যে তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সাবধান থাকো, যেন এর মধ্যে शामिल না হও।' তাঁকে (ধমকের সুরে) বলা হলো, থামো! কেননা, তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যকার অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বললেন : তাঁদের (সাহাবীদের) মধ্যে কি এরূপ নিকৃষ্ট অপদার্থ লোক ছিল? নিকৃষ্ট ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরবর্তী স্তরে কিংবা তারা ছাড়া অন্য কোন জনগোষ্ঠী। (মুসলিম)

১৯৩. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

১৯৩. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই ন্যায় ও সত্যের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। নচেত, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন (গযবে নিপতিত হয়ে) তোমরা দো'আ করবে— আল্লাহকে ডাকবে; কিন্তু তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (অর্থাৎ দো'আ কবুল করা হবেনা)। (ইমাম তিরমিযী বলেন : এটি হাসান হাদীস)

১৯৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَنَرٍ - رواه ابو داود والترمذی

১৯৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

১৯৫. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ الْبُجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَانِرٍ - رواه النسائي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

১৯৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারেক বিন শিহাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর পাদানিতে (রেকাবে) পা রাখছিলেন ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রশ্ন করলো : 'সর্বোত্তম জিহাদ কোন্টি?' তিনি বললেন : 'জালিম স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা' (সর্বোত্তম জিহাদ)।

১৯৬. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ : يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ (لِغُلَامٍ) الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُتْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ : كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرْنَ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرْنَ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ - رواه ابو داود والترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ - هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ

يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَأَكْلُوهُمْ وَشَارِبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ : لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا -

১৯৬. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এভাবে দুষ্কৃতি ও অনাচার প্রবেশ লাভ করে— এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় করো এবং যা করছো তা পরিহার করো; কেননা এ কাজ তোমার জন্যে বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায় দেখতে পেত; কিন্তু সে আর তাকে বারণ করত না। কেননা ইতোমধ্যে সে তার খানাপিনা ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হলো যে, আল্লাহ তাদের একের অন্তরের কালিমা দ্বারা অন্যের অন্তরকে কলুষিত করে দিলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন :

‘বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও ইসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করানো হলো। কেননা, তারা বিদ্রোহের পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। এভাবে খুব জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। আজকে তোমরা এমন অনেক লোককে দেখতে পাচ্ছ, যারা (মুমিনদের প্রতিকূলে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে তৎপর। নিঃসন্দেহে অনেক খারাপ পরিণাম তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিগুলোই তাদের জন্যে করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যার পরিণামে তারা চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। তারা যদি যথার্থই আল্লাহ, রাসূল এবং রাসূলের প্রতি অবজীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখত, তবে তারা কখনোই (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসিক।’ (সূরা আল-মায়িদা : ৭৮-৮১)

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কক্ষনো নয়, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই নেককাজের আদেশ করতে থাকবে এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, জালিমের হাত শক্ত করে ধরবে এবং তাকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবে ও ন্যায় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। অন্যথায়, আল্লাহ তোমাদের (পুণ্যবান ও পাপাচারী নির্বিশেষে) পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দেবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলীদের মতো তোমাদের ওপরও লা’নত বর্ষণ করবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস। তবে হাদীসের শব্দগুলো আবু দাউদের।

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীসটির অর্থ নিম্নরূপ : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলীরা ব্যাপকভাবে পাপাচারে জড়িয়ে পড়লে তাদের আলেমগণ তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকতে বলল। কিন্তু তারা বিরত থাকলনা। তৎসত্ত্বেও আলেমগণ তাদের সাথে ওঠা-বসা ও পানাহার করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন। (পরিণামে আলেমরাও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ল)। আল্লাহ

তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের জবানীতে অভিশাপ দিলেন। কেননা তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছিল। (একথা বলার পর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : কক্ষনো নয়, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা তাদেরকে (জালিমদেরকে) হাত ধরে টেনে এনে সত্যের (হকের) ওপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত বিরত থাকবে না।

১৭৭. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَظْرُكُم مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظُّلْمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَرْشَكَ أَنْ يَعْصِيَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ -

১৯৭. হযরত আবু বকর সিদ্দীক বলেন : হে লোকসকল! তোমরা তো এ আয়াত পাঠ করে থাকো : ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা করো, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমরা কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যদি তোমরা সঠিক পথে অবিচল থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (পৃথিবীতে) কী করেছিলে।’ (সূরা আল-মায়দা : ১০৫ (আমি (আবু বকর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : লোকেরা দেখবে যে, জালিম জুলুম করছে, কিন্তু তারা তার প্রতিরোধ করছে না, এরূপ লোকদের ওপর আল্লাহ শীর্ণগীরই শাস্তি পাঠাবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

অনুচ্ছেদ : চক্ষিণ

যে ব্যক্তি (লোকদেরকে) ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু সে নিজে তদনুসারে কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো; কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো; তোমরা কি বিচার-বুদ্ধিকে কোন কাজেই লাগাও না?’ (সূরা বাকারা : ৪৪)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা কার্যত নিজেরাই মেনে চलो না? তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরাই মেনে চলছ না, আল্লাহর কাছে এটা খুবই আপত্তিকর বিষয়।’ (সূরা আস-সাফ : ২-৩)

وَقَالَ تَعَالَى : إِيَّاكَ عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ.

মহান আল্লাহ হযরত শু'আইব (আ) প্রসঙ্গে বলেন : 'আমি (শু'আইব) কিছুতেই এটা চাইনা যে, আমি তোমাদেরকে এমন কিছু থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, যা আমি নিজেই সম্পাদন করি। আমি তো যথারীতি সংশোধন করতে চাই।' (সূরা আল-হূদ : ৪)

١٩٨ . عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَرِثَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُؤْنِي بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا الْحِمَارُ فِي الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ : يَا فُلَانٌ مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْتِمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتَّبِعُهُ - متفق عليه

১৯৮. হযরত উসামা বিনু যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে দোষখে নিক্ষেপ করা হবে। এর ফলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে বার বার চক্র দিতে থাকবে, যেভাবে গাধা চক্রের মধ্যে বারবার ঘুরতে থাকে। দোষখীরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে : 'হে অমুক! তোমার এরূপ অবস্থা কেন? তুমি কি লোকদেরকে সং কাজের আদেশ দিতে না এবং অসং কাজ থেকে বিরত রাখতে না? জবাবে সে বলবে : হাঁ, আমি সং কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা পালন করতাম না। আমি অন্যদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম; কিন্তু আমি নিজে তা মানতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ পঁচিশ

আমানত আদায় করার নির্দেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : 'আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا -

মহান আল্লাহ আরো হলেন : 'আমরা এ আমানতগুলো আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করলাম; তারা এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল, বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। আসলে মানুষ বড়ই জালিম ও মুর্খ, এতে সন্দেহ নেই।' (সূরা আল-আহযাব : ৭২)

١٩٩ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ - متفق عليه وَفِي رَوَايَةٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى رَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ -

১৯৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনামতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, কোন ওয়াদা (বা চুক্তি) করলে, তার উল্টো কাজ করে। এবং (তার কাছে) কিছু আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় আছে : সে যদি নামায-রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে (তবুও সে মুনাফিক রূপেই গণ্য হবে।)

২০০. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ إِيْمَانَ رَضِيَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَآنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ : بَيْنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَقِطُّ فَتَرَاهُ مُنْتَبِئًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجَلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَمَا أَبَالِي أَتَيْكُمْ بِأَيْعُتْ : لَنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى دِينِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ مِنْكُمْ إِلَّا فَلَانًا وَفُلَانًا - متفق عليه

২০০. হযরত হুযাইফা বিনু ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দু'টি হাদীস বলেছেন— তার মধ্যে একটি আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি আর দ্বিতীয়টির জন্যে প্রতীক্ষায় আছি। তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেন : প্রথমত, মানুষের হৃদয়ের গভীরে আমানত (বিশ্বস্ততা) স্থাপন করা হয়, তারপর কুরআন অবতরণ করা হয়। এভাবে মানুষ কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। এরপর তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন : মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং তার অন্তর থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়া হবে। এরপর তার মধ্যে এর সামান্য প্রভাব থেকে যাবে। সে আবার স্বাভাবিক নিয়মে ঘুমিয়ে পড়বে এবং তার অন্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকী প্রভাবটুকুও মুছে ফেলা হবে। এরপর অন্তরের মধ্যে ফোকার মতো একটি চিহ্ন শুধু বাকী থাকবে। যেমন, তুমি তোমার পায়ের ওপর আগুনের একটি স্কুলিঙ্গ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুরে ফোকা পড়ল। দৃশ্যত স্থানটিকে ফোলা দেখাবে; কিন্তু তার মধ্যে কিছুই থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন :) এরপর তিনি কাঁকর তুলে নিয়ে নিজের পায়ের ওপর ছুড়ে মারলেন। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : এরূপ অবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা

কেনা-বেচার কাজে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানত রক্ষার মতো একটি লোকও পাওয়া যাবে না। এমন কি, বলা হবে— অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। এ সময়ে তাকে (পার্থিব বিষয়ে সুদক্ষ হওয়ার কারণে) বলা হবে : লোকটি কত সাবধান, সুচতুর, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সর্বের দানা পরিমাণ ঈমানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। [বর্ণনাকারী হুয়াইফা (রা) বলেন :] আজ আমি এমন এক যুগে উপনীত হয়েছি যে, কার সাথে লেন-দেন বা কেনা-বেচা করছি তার কোন বাছ-বিচার নেই। কেননা, সে যদি মুসলমান হয় তবে সে তার ধীন ও ঈমানের কারণে আমার হক আদায় করবে। অন্যদিকে সে যদি খ্রীষ্টান বা ইহুদী হয় তবে তার দায়িত্ববোধ আমার হক তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারোর সাথে (নির্বিচারে) কেনা-বেচা করবো না, তবে অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

২০১. عَنْ حُذَيْفَةَ وَآبِئِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزَلَّفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ أَدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ آخَرُ جُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِذْهَبُوا إِلَى ابْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ أَعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكَلِّمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَّتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوْلَكُمُ كَالْبَرْقِ قُلْتُ : يَا أَبِى وَأُمِّى أَى شَيْءٍ كَمَرَّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِى طَرَفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرَّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرَّ الطَّيْرِ وَشَدَّ الرِّجَالِ تَجَرَّى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبَّيْتُكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِىءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَجْفًا وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِبٌ مُّعَلَّقَةٌ مَّامُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أَمَرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَّاجٍ وَمُكَرَّدَسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنْ قَعَرُ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا رَّوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০১. হযরত হুয়াইফা ও হযরত আবু হুরাইরা বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : মহিমাময় আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে এবং জান্নাতকে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে। এ অবস্থায় তারা আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করবে : হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন : তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছে। কাজেই আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। 'তোমরা আমার পুত্র ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও।' রাসূলে

আকরাম সাব্বানাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাবে। তিনি [ইবরাহীম (আ)] বলবেন : ‘আমি এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই।’ আমি শুধু বিনয়ী অর্থেই খলীল ছিলাম (কার্যত আমি এ মহান গৌরবের যোগ্য নই)। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও; তিনি আব্বাহুর সাথে কথা বলেছেন। এরপর সবাই হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ছুটে যাবে। তিনিও বলবেন : আমি এর যোগ্য নই; তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন আব্বাহুর কালেমা এবং রুহুল্লাহ হিসেবে ভাগ্যবান। হযরত ঈসা (আ) বলবেন : জান্নাতের দরজা খোলার মতো যোগ্যতা তো আমার নেই। অবশেষে সবাই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে ছুটে আসবে। তিনি (মহান খোদার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হবেন। তাঁকে (শাফা’আত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমানত ও দয়াশীলতা পুলসিরাতের ডান-বাম দুদিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ বেগে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। আমি (হুযাইফা কিংবা আবু হুরাইরা) বললেন : (হে আব্বাহুর রাসূল!) আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক! বিদ্যুৎ বেগে অতিক্রম করার অর্থ কি? তিনি বললেন : তোমরা কি দেখনি যে, চোখের পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ আসে আবার তা চলে যায়? এরপর পালাক্রমে অন্যান্য দল বাতাসের গতিতে, পাখির গতিতে, এবং দ্রুত দৌড়ানোর গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। এ পার্থক্য তাদের কাজকর্ম বা আমলের কারণে ঘটবে। এ সময় তোমাদের নবী সাব্বানাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আবেদন করতে থাকবেন : ‘প্রভু হে! (আমাদের ওপর) শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন।’

এভাবে অনেক বান্দা নেক কাজের পরিমাণ কম হওয়ায় সামনে এগুতে ব্যর্থ হবে। ফলে তারা পাছা ঘষতে ঘষতে সামনে এগুতে থাকবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া ঝুলানো থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ দেয়া হবে, এগুলো তাকেই পাকড়াও করবে। তবে যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে, সে রেহাই পাবে আর বাকী সবাইকে দোষখে ছুঁড়ে ফেলা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন : ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দোষখের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

২০২. عَنْ أَبِي حُبَيْبٍ بَضْمَ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا الظَّالِمُ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَاقَتِلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنْ مِنْ أَكْبَرِ هَمِي لَدَيْنِي أَفْتَرِي دَيْنَنَا يُفْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ بَعِ مَالَنَا وَأَقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصِي بِالْثُلْثِ وَتُثْلَثْهُ لِبَنِيهِ (يَعْنِي لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلْثُ) الثُّلْثِ قَالَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَتُثْلَثْهُ لِبَنِيكَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَارَى بَعْضُ بَنِي الزُّبَيْرِ حُبَيْبٌ وَعِبَادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِيَنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ - قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا آيَّتِ مَنْ مَوَالِكُ؟ قَالَ : اللَّهُ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ

مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَمَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ قَالَ : فَقَتَلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دَيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضَيْنِ مِنْهَا الثَّغَابَةَ وَاحِدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ - قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لَا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفُ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَّ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةَ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ فَلَقِي حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ مِائَةَ أَلْفٍ - فَقَالَ حَكِيمٌ : وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسْعُ هَذِهِ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ ؟ قَالَ مَا أَرَأَكُمْ تَطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ اشْتَرَى الثَّغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِالْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُؤَاظِمْنَا بِالْثَّغَابَةِ فَاتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ : فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ لَا ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُموها فِيمَا تُؤَخَّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا ، قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَكَ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا فَقَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَنِصْفُ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قَوْمَتِ الثَّغَابَةُ ؟ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ مِنْهُ ؟ قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ وَنِصْفُ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْمٍ قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ - فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَائِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ أَقْسِمُ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعِ سِنِينَ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يَنَادِي فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثَّلْثَ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاصَابَ كُلُّ أَمْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ - رواه البخاري.

২০২. হযরত আবু খুবাইব আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন : জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন (৩৬ হিজরী) হযরত যুবাইর (রা) যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমায় কাছে ডাকলেন, আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়লাম, তিনি বললেন : হে আমার পুত্র! আজ জালিম কিংবা মজলুমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমি মজলুম অবস্থায় মারা যাবো। (সে কারণে আমি আমার ঋণ সম্পর্কে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। তোমার কি মনে হয়, আমার ঋণ পরিশোধের পর কিছু মাল-সামান উদ্ধৃত থাকবে? এরপর তিনি বললেন : হে আমার পুত্র! তুমি আমার ধন-মাল বিক্রি করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। এরপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ মালের ওপর এই মর্মে অসিয়ত করলেন যে, এটা তার পুত্রদের জন্যে নির্ধারিত। (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পুত্রদের জন্যে এক-নবমাংশ)। তিনি (যুবাইর) বললেন : ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু মাল অবশিষ্ট থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্যে।

বর্ণনাকারী হিশাম বলেন : আবদুল্লাহর কোন কোন পুত্র যুবায়েরের পুত্র খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়সী ছিল। এ সময় যুবায়েরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল। আবদুল্লাহ বলেন : তিনি (পিতা যুবায়ের) বরাবরই আমাকে তাঁর ঋণের কথা বলতেন। একদিন তিনি বলেন : 'হে পুত্র! তুমি যদি এ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হও তাহলে তুমি আমার প্রভুর (আব্দুল্লাহর) কাছে এটা শোধ করার জন্যে সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ বলেন : আব্দুল্লাহর কসম! আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, তিনি 'প্রভু' বলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! আপনি প্রভু বলে কাকে বুঝাতে চাইছেন? তিনি বললেন : 'আব্দুল্লাহ।' আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখনই তাঁর ঋণ পরিশোধে অসুবিধায় পড়ে যেতাম, তখনই বলতাম : 'হে যুবায়েরের প্রভু! তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও।' মহান আব্দুল্লাহ এ দো'আ কবুল করলেন এবং পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবদুল্লাহ বলেন : যুবায়ের যখন শহীদ হলেন, তখন তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তবে কিছু স্থাবর সম্পত্তি তিনি রেখে যান। তাহলো : গাবা নামক এলাকায় কিছু জমি, মদীনায় এগারটি ঘর, বসরায় দুটি ঘর, কুফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর। আবদুল্লাহ বলেন : তাঁর ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল। কোনো লোক যদি তাঁর কাছে কিছু আমানত রাখতে আসত, তিনি বলতেন : আমি কারো আমানত রাখিনা; তবে এটা তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা, আমানত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, তিনি (যুবায়ের) কখনো কোনো প্রশাসনিক পদে অথবা ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্বে কিংবা অন্য কোন দায়িত্বে নিযুক্ত হননি। আসলে তিনি কোনো পদ-পদবী পছন্দ করতেন না। তবে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন : আমি তাঁর সমস্ত ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম। তার মোট পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লাখ দিরহাম। হাকীম ইবনে হিয়াম আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার ভাইয়ের ঋণের মোট পরিমাণ কত? আমি (আবদুল্লাহ) আসল পরিমাণটা চেপে গিয়ে বললাম : 'এক লাখ দিরহাম।' এরপর হাকীম বললেন : আব্দুল্লাহর কসম! তোমার তো এই বিরাট ঋণ পরিশোধ করার মতো মাল-সামান নেই। আবদুল্লাহ বললেন : যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ দিরহাম হয়, তবে অবস্থা কি দাঁড়াবে? হাকীম

বললেন : তাহলে আমার ধারণা অনুসারে এটা পরিশোধ করতে তুমি মোটেই পারবে না। কাজেই ঋণ পরিশোধে কোনোরূপ সমস্যা দেখা দিলে তুমি অবশ্যই আমার শরণাপন্ন হয়ো।

আবদুল্লাহ বলেন : যুবারের গাবার জমিটা এক লাখ সত্তর হাজার দিরহামে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ সেটাকে ষোল লাখ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন : যুবারেরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে। এ ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) এসে বললেন : যুবারেরের কাছে আমার চার লাখ দিরহাম পাওনা আছে। কিন্তু তোমরা যদি চাও তবে সেটা আমি ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ বললেন : না (আমি দাবি ছাড়িয়ে নিতে চাই না।) তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর) বললেন : তোমরা যদি এটা পরিশোধের জন্যে সময় চাও আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ বললেন : না, (আমি সময় চাই না)। তিনি (ইবনে জাফর) বললেন : 'তবে জমির একটা অংশ আমায় আলাদা করে দাও।' আবদুল্লাহ বললেন : 'তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিজ দখলে নিয়ে নাও।' অতঃপর তিনি জমি বিক্রি করে তাঁর (যুবারেরের) ঋণ শোধ করে দিলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটি খণ্ড বাকী ছিল।

এরপর আবদুল্লাহ মু'আবিয়ার কাছে এলেন। এ সময় তাঁর কাছে 'আমর ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবারের ও ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি গাবার জমির কি মূল্য স্থির করেছ? তিনি বললেন : প্রতি খণ্ড এক লাখ দিরহাম। মু'আবিয়া আবার জিজ্ঞেস করলেন : কয় খণ্ড জমি অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন : সাড়ে চার খণ্ড। মুনযির ইবনে যুবারের বললেন : আমি এক খণ্ড জমি এক লাখ দিরহামে কিনে নিলাম। 'আমর ইবনে উসমান বললেন : আমিও এক লাখ দিরহামে এক খণ্ড জমি কিনে নিলাম। মু'আবিয়া জিজ্ঞেস করলেন : এখন আর কতটুকু জমি বাকী আছে? তিনি বললেন : দেড় খণ্ড (বাকী আছে।) তিনি বললেন : আমি তা দেড় লাখ দিরহামে কিনে নিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাঁর পাওনা বাবত যে অংশটুকু কিনেছিলেন তা আবার তিনি মু'আবিয়ার কাছে চার লাখ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। যুবারেরের অন্যান্য ছেলেরা তাকে বললেন : এখন আমাদের উত্তরাধিকার (মীরাস) আমাদের মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! উপর্যুপরি চার বছর হজ্জ মওসুমে এই ঘোষণা প্রচার না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের মাঝে উত্তরাধিকার বন্টন করবো না, 'যুবারেরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেবো।' এভাবে তিনি একনাগারে চার বছর পর্যন্ত হজ্জ সমাবেশে এই ঘোষণা প্রচার করলেন। চার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ভাইদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ বন্টন করলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি (অসিয়তের মাল হিসেবে) আলাদা করে রাখলেন। উল্লেখ্য, যুবারেরের চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে বারো লাখ দিরহাম করে পড়ল। যুবারেরের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি দু'লাখ দিরহাম।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : হাযিশ

জুলুম করা নিষেধ এবং জুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'জালিমের জন্যে কেউ দরদী বন্ধু হয়ো না আর না এমন কোনো সুপারিশকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে।' (সূরা আল-মুমিন : ১৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'জালিমের কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৯)

২০৩. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّعْ فَإِنَّ الشَّعَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ -

رواه مسلم

২০৩. হযরত জাবের বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা জুলুম করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকারময় ধোঁয়ায় পরিণত হবে। (তোমরা) কার্পণ্যের কলুষতা থেকেও দূরে থাকো। কেননা, কার্পণ্যই তোমাদের পূর্বকার অনেক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কার্পণ্য তাদেরকে রক্তপাত ও মারপিট করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উৎসাহি যুগিয়েছে। (মুসলিম)

২০৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَتُؤَدَّنَ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ - رواه مسلم

২০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (মহান) আল্লাহ কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন; এমন কি শিংযুক্ত ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নেয়া হবে। (মুসলিম)

২০৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتَّى حَمَدَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَاطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنٍ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عَيْنَهُ طَافِيَةً - أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُ ثَلَاثًا وَيَلْكُمُ أَوْ وَيَحْكُمُ أَنْظُرُوا : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - رواه البخاري مُسْلِمٌ بَعْضُهُ .

২০৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। তখনো বিদায় হজ্জ কি এবং বিদায় হজ্জ কাকে বলে, এ বিষয়ে আমাদের

রিয়াদুস সালাহীন

ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর মসীহে দজ্জাল সম্পর্কে খোলামেলা কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন : আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে দজ্জালের ভয় দেখাননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ স্ব স্ব উম্মতকে দজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন এবং এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবেই। এ বিষয়টা তোমাদের কাছে মোটেই গোপন থাকবে না। তোমরা এটা জেনে রাখো যে, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে এবং তা বড় আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে। কাজেই তোমরা সাবধান হও। তোমাদের পরস্পরের জীবন (রক্ত) ও ধন-মাল পরস্পরের জন্যে হারাম ও সম্মানার্থ, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম বা সম্মানার্থ এবং তোমাদের এ মাসটি হারাম বা সম্মানার্থ। সাবধান থেকে। আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে) পৌছে দিয়েছি? উপস্থিত সবাই বললেন : হ্যাঁ (আপনি পৌছে দিয়েছেন)। এরপর তিনি তিনবার বললেন : 'হে আল্লাহ! 'তুমি সাক্ষী থেকে। (তিনি আবার বললেন) : ধ্বংস হোক (অথবা আফসোস হোক), খুব মনোযোগ দিয়ে শোন! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তপাত করে (আবার) কুফরীতে ফিরে যেও না।

(বুখারী ও মুসলিম)

২০৬. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - متفق عليه

২০৬. হযরত আশেয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি এক বিষয় পরিমাণ জমিতে জুলুম করল (অর্থাৎ জোরপূর্বক দখল করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ) তার গলায় সাত তবক জমিন পরিয়ে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২০৭. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ - متفق عليه

২০৭. হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন; কিন্তু তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেননা। এরপর তিনি (বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : 'আর তোমার প্রভু (রব্ব) যখন কোনো জালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এ রকমই (কঠিন) হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম। (সূরা হূদঃ ১০২)

(বুখারী ও মুসলিম)

২০৮. عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا نِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَيَّكُمْ وَكَرَّائِمٌ أَمْوَالِهِمْ
وَأَتَتْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ - متفق عليه

২০৮. হযরত মুয়ায (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামেনের শাসক রূপে) পাঠানোর সময় বলেন : তুমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত একটি জনগোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছে। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।' তারা যদি এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, প্রতিটি দিন-রাতের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত (সাদকা) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে বেছে বেছে তাদের উত্তম মালগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর 'মজলুম বা নির্যাতিতের (বদ) দো'আকে (অভিশাপকে) ভয় করো। কেননা তার (বদ-দো'আর) ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

১০৭. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْثُبَيْيَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ آلِيَّ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمْ بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ - متفق عليه

২০৯. হযরত আবু হুমাইদ আবদুর রহমান ইবনে সা'দ আস্ সা'ইদী (রা) বর্ণনা করেন, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। লোকটির ডাক নাম ছিল ইবনে লুতবিয়াহ। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে (রাসূলে আকরামকে) বললো : এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপটোকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। (এ কথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্রের উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন : দেখো, আল্লাহ আমাকে যেসব পদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন, তার মধ্য থেকে কোনো পদে তোমাদের কাউকে নিযুক্ত করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে : এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপহার স্বরূপ দেয়া হয়েছে। এহেন ব্যক্তি তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? সে যদি সত্যভাষী হয়, তবে সেখানেই তো তাকে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ অন্যায় (বা অবৈধভাবে) কিছু গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন

সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। কাজেই আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দরবারে এ অবস্থায় হাযির হতে দেখতে চাই না যে, সে (আজ্ঞা) উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাঙ্গা হাঙ্গা রব করতে থাকবে। অথবা ছাগলের বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে আর তা ভাঁ ভাঁ রব করতে থাকবে। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) অতঃপর তিনি স্বীয় দু'হাত এত উপরে তুললেন যে, তাঁর বগলের গুত্রতা (লোকদের) দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার আদেশ) লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - رواه البخارى

২১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তির ওপর তার কোনো ভাইয়ের যদি কোন দাবি থাকে এবং তা যদি তার মান-সম্মানের কিংবা অন্য কিছু ওপর জুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই একেবারে নিঃশ্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। নচেত (কিয়ামতের দিন) তার জুলুমের সমপরিমাণ পুণ্য (নেকী) তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোনো পুণ্য আদৌ না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষ মজলুমের গুনাহ থেকে সমপরিমাণ জুলুম তার হিসাবের শামিল করে দেওয়া হবে। (বুখারী)

২১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ - متفق عليه

২১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করে চলে। (বুখারী ও মুসলিম)

২১২. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

২১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলে আকরামের মালপত্র দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত ছিল। লোকটি মারা গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি দোষখেঁ যাবে। (এ কথার পর) সাহাবীগণ তার বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। (উদ্দেশ্য, লোকটি কেন দোষখী হলো)। তাঁরা লোকটির ঘরে একটি 'আবা' (এক ধরনের পোশাক) পেলেন। লোকটি এই পোশাক আত্মসাৎ করেছিল। (বুখারী)

২১৩. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْرٌ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا : بَلَى قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدُ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا لِلَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَتَتَلَقَّوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَن يَبْلُغُهُ أَن يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَن سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : اَللَّهُمَّ اشْهَدْ - متفق عليه

২১৩. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, সেদিন থেকেই যুগ বা কাল নির্দিষ্ট ধারায় আবর্তন করছে। অর্থাৎ এক বছরে বারো মাস, যার মধ্যে চারটি হলো নিষিদ্ধ মাস : এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, যিলক্বাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জামাদিউস সানী ও শাবান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই এটা ভালো জানেন। এ জবাব শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা মনে করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন কোনো নামকরণ করবেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয় ? আমরা বললাম : 'হ্যা'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন শহর ? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এটা ভালো জানেন। এ জবাব শুনে তিনি চুপ রইলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি (মক্কা) শহর নয় ? আমরা জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন্ দিন ? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তার রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ভালো জানেন। আমাদের জবাব শুনে তিনি চুপ রইলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত এর নতুন কোনো নামকরণ করবেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এটা কি কুরবানীর দিন নয় ? জবাবে আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের আজকের এই দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল এবং তোমাদের মান-ইজ্জতও পবিত্র এবং শ্রদ্ধার্থ। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি

তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার অবর্তমানে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরীতে জড়িয়ে পড়ো না। এ বিষয়ে তোমরা সতর্ক থেকে আর উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌঁছে দেবে তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিক হেফাজতকারী হবে। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন : আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

২১৬. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِبَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِسَمِيئِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضْبًا مِّنْ أَرَاكَ - رواه مسلم

২১৪. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন অনিবার্য এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো : হে আল্লাহর রাসূল! সেটা যদি কোন তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন, তা পিলু গাছের একটা ডাল হলও। (মুসলিম)

২১৫. عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلُكَ قَالَ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى - رواه مسلم

২১৫. হযরত আদী ইবনে উমায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আমরা তোমাদের কাউকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। এরপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তারচেয়ে বেশি কিছু যদি আমাদের থেকে গোপন করে, তবে সে খেয়ানতকারী রূপে গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার গোত্রের জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (বর্ণনাকারী) বলেন : আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনো দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে ? সে বললো : আমি আপনাকে এভাবে এভাবে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন : আমি এখনও তাই বলবো। আমরা তোমাদের কাউকে কোন পদে নিয়োগ করলে সে কম-বেশি সব কিছু নিয়ে আসবে। তা থেকে তাকে যা দেওয়া হবে তা-ই সে নেবে আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে, তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম)

২১৬. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا : فُلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غُلَّتْهَا أَوْ عِبَاءَةٌ - رواه مسلم

২১৬. হযরত উমর খাত্তাব (রা) বলেন : খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এসে বললেন : অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : অমুক ব্যক্তি শহীদ। রাসূলে আকরাম (স) বললেন : কক্ষনো নয়, আমি তাকে একটি চাদর কিংবা একটি আবাব'র জন্যে জাহান্নামী হতে দেখেছি। এটা সে আত্মসাৎ করেছিল। (মুসলিম)

২১৭. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ - رواه مسلم

২১৭. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন : একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হলে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন : 'হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী ও সামনে অগ্রসরমান হও এবং পলায়নপর না হও'। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন : তুমি কি আর কিছু বলতে চাও? লোকটি আবার বললেন : 'আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে?' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্যশীল, সওয়াবের প্রত্যাশী ও সামনে অগ্রসরমান হও এবং পলায়নপর না হও। তবে (অন্যের) ঋণ ক্ষমা করা হবে না। জিবরাইল (আ) আমায় এ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

২১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَكَذَّفَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا

مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ - رواه مسلم

২১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন; একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জানো কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র — নিঃস্ব ১ সাহাবীগণ বললেন : আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দরিদ্র, যার কোনো ধন-মাল নেই। তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচাইতে দরিদ্র হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু (দেখা যাবে যে) সে কাউকে গাল মন্দ করেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো ধন-মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মারধোর করেছে (অর্থাৎ এসব অপরাধও সে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।) এদেরকে তার সৎকাজগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিগুলো পূরণ করার পূর্বেই যদি তার সৎকাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে দাবিদারদের গুনাসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। এরপর তাকে দোযখে ছুঁড়ে মারা হবে। (মুসলিম)

٢١٩ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ يَحْبُجُّهُ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - متفق عليه .

২১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি একজন মানুষ। তোমরা তোমাদের ঝগড়া-ফাসাদ নিষ্পত্তির জন্যে আমার কাছে এসে থাকো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দলিল প্রমাণ উত্থাপনে প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি সুদক্ষ হতে পারে। আমি তাদের বক্তব্য শুনে সেই অনুসারে হয়তো ফয়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতসারে) কারো ভাইয়ের হক তাকে দেয়ার ফয়সালা করি, তবে (জেনে রাখবে) আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরাই দিলাম।

(বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٠ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا - رواه البخارى .

২২০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মুসলমান সব সময় সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে, যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্তপাত না করে (অর্থাৎ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে)।

(বুখারী)

٢٢١ . عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ حَمْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى .

২২১. হযরত হামযার স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে 'আমের আল-আনসারী বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মাল (অর্থাৎ সরকারী ধন-সম্পদ) অবৈধভাবে ব্যয় করে— অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্যে জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : সাওয়াইশ

মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহের সুরক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-মায়্যা ও ভালোবাসা পোষণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, সেটা তার নিজের জন্যেই তার প্রভুর নিকট অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।' (সূরা হজ্জ : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবে; আর এটা হলো (সম্মান দেখানো) অন্তরের তাকওয়া। (সূরা আল-হজ্জ : ৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

মহান আল্লাহ আরো বলেন : মুমিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা প্রসারিত করো। (সূরা আল হিজর : ৮৮)

وَقَالَ تَعَالَى : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যদি কেউ অন্য কাউকে হত্যার অপরাধ কিংবা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যদি কেউ অন্য কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হবার কবল থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে জীবন দান করল।

(সূরা আল-মায়দা : ৩২)

٢٢٢ . عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - متفق عليه

২২২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে দেয়াল স্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিমানে করে।' এ কথা বলার সময় তিনি (রাসূলে আকরাম) এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখান। (বুখারী ও মুসলিম)

২২৩. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَيْلٌ فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نَصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يَصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ - متفق عليه

২২৩. হযরত আবু মুসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের মসজিদ কিংবা বাজারগুলো থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যায় এবং তার সাথে যদি এর ফলে কোনো মুসলমানের দেহে আঘাত লাগার ভয় থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২২৪. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى - متفق عليه

২২৪. হযরত নু'মান ইবনে বশীর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা অনুভূত হয়; সেটা জগ্নত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়)। (বুখারী ও মুসলিম)

২২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمَ - متفق عليه

২২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু খেলেন। তখন আকরা' ইবনে হাবেস (রা) তাঁর কাছেই ছিলেন। আকরা' বললেন : আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলে আকরাম (স) তার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না, সে দয়ার যোগ্য হতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২২৬. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : أَتَقْبِلُونَنَّا صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ - متفق عليه

২২৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) কতিপয় আরব বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তারা জিজ্ঞেস করল : আপনারা কি আপনারদের ছোট শিশুদের চুমো দেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারা বললো : আল্লাহর কসম! আমরা কিন্তু

শিশুদের চুমো দেইনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও দয়া-মায়া তুলে নিয়ে নেন, তাহলে আমি কি তার মালিক বা জিন্মাদার হতে পারি ? (বুখারী ও মুসলিম)

২২৭. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ - متفق عليه

২২৭. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।' (বুখারী ও মুসলিম)

২২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ - وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا يَشَاءُ - متفق عليه .

২২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। (অবশ্য) তোমাদের কেউ যখন একাকী নামায পড়ে, তখন সে নিজ ইচ্ছামতো নামায লম্বা করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

২২৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ (ইবাদত) করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও (মাম্মো মাম্মো) তা পরিহার করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তাঁর দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকবে। পরিণামে এটা হয়ত তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩০. وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَا هُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا : إِنَّكَ تَوَاصِلُ؟ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي - متفق عليه مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِي قُوَّةٍ مَنْ أَكَلَ وَشَرَبَ -

২৩০. হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 'সওমে বিসাল' (সামান্য পানাহার করে একাধারে দীর্ঘদিন রোযা পালন) করতে বারণ করেছেন। তাঁরা নিবেদন করলেন : আপনি যে এটা (সওমে বিসাল) করেন ? তিনি বললেন : আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি রাত যাপন করি আর আমার প্রভু আমায় পানাহার করান। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ - رواه البخارى

২৩১. হযরত আবু কাতাদা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার আগ্রহ নিয়ে নামাযে দাঁড়াই। ইতোমধ্যে (হযরত) আমি শিশুদের কান্নার আওয়ায শুনতে পাই। এ বিষয়টি মায়েদের অস্থির করে তুলতে পারে ভেবে আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। (বুখারী)

২৩২. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ - رواه مسلم

২৩২. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সকালে (ফজরের) নামায আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। (তোমাদের এরূপ অবস্থার মধ্যেই থাকা উচিত)। আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুংখানুপুংখ হিসাব না চান। কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি যাকে পাকড়াও করতে চাইবেন, পাকড়াও করতে পারবেন। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারবেন। (মুসলিম)

২৩৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ آخِرُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

২৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর জুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে যত্নশীল হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইর কোনো কষ্ট বা সমস্যা দূর করে দেয়, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দেবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخُوا الْمُسْلِمِ أَوْ الْيُحْسِنُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هُنَا، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رواه الترمذی

২৩৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। না তাকে মিথ্যা বলতে পারে আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। মূলত প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলমানের ওপর হারাম। (তিনি আপন বক্ষস্থলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ) তাকওয়া এখানে থাকে। কোন ব্যক্তির নষ্ট হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট থাকে। (তিরমিযী)

২৩৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا- الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ - رواه مسلم

২৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, নকল ক্রোতা সেজে আসল ক্রোতার সামনে পণ্যের দাম বাড়িও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করোনা, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করোনা। আল্লাহর বান্দাগণ! 'তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। জেনে রাখ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে না জুলুম করতে পারে না হীন জ্ঞান করতে পারে অথবা না পারে অপমান অপদস্থ করতে। তাকওয়া এখানেই থাকে। (এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন) কোনো ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে কিংবা হীন জ্ঞান করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-মাল এবং মান-ইজ্জত অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

২৩৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

متفق عليه

২৩৬. হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩৭. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرَهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ - رواه البخارى

২৩৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে নিষ্ঠুর জালিম হোক অথবা মজলুম। এক

ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটা যদি মজলুম হয় আমি তাকে সাহায্য করবো এটা বুঝতে পারলাম; কিন্তু যদি সে জালিম হয় তাহলে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো? তিনি বললেন : তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখ, বাঁধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করার অর্থ। (বুখারী)

২৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ، وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ - متفق عليه وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ : حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّهِ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

২৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি অধিকার (হক) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করা, জানাযার সাথে চলা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : মুসলমানদের পরস্পরের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করবে তাকে সালাম করবে; তোমাকে যখন আমন্ত্রণ জানাবে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমার কাছে উপদেশ (পরামর্শ) চাইবে, তাকে উপদেশ দেবে, হাঁচির সময় সে আল্‌হামদুলিল্লাহ বললে, তুমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। যখন সে রুগ্ন হয়ে পড়বে, তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে, তার জানাযায় শরীক হবে।

২৩৯. عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَاجَابَةِ الدَّاعِي، وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ تَخْتِمَ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَبَايِرِ الْحُمْرِ، وَعَنْ الثَّقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّبْيَاجِ - متفق عليه وَفِي رِوَايَةِ وَائْتِشَادِ الضَّائِلَةِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ الْمَبَايِرِ بَيَاءٍ مُثْنَةً قَبْلَ الْاَلْفِ وَثَلَاثَةً بَعْدَهَا -

২৩৯. বারাবা ইবনে আযেব বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। সাতটি নির্দেশ হলো : রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির জবাব দেয়া, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা, মজলুমের সাহায্য করা, কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা এবং সালামের বহুল প্রচলন করা। তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হলো : (পুরুষের জন্যে) স্বর্ণের আংটি পরিধান করা ও তৈরি করা, রূপার পাত্রে পান করা, লাল রঙের রেশমের গদীতে বসা, রেশম ও তুলার মিশ্রনে তৈরী কাপড় পরা, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা, 'কাচ্ছি ও 'দিবাজ' নামাক রেশমী বস্ত্র পরিধান করা। ('কাচ্ছি' হলো রেশম ও তুলার মিশ্রনে তৈরী কাপড় আর 'দিবাজ' হলো এক প্রকার রেশমী বস্ত্র)। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায়, প্রথম সাতটির মধ্যে শপথ পূর্ণ করার স্থলে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার কথা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আটশ

মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং নিতান্ত

প্রয়োজন ছাড়া তা প্রকাশ না করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘যেসব লোক চায় ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য।’ (সূরা আন-নূর : ১৯)

২৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم

২৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ দুনিয়ায় গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

২৪১. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مَعًا فِي الْأُمَجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يَصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبِّي وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ - متفق عليه

২৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরামকে বলতে শুনেছি : ‘আমার উম্মতের সবার গুনাহ ক্ষমা করা হবে; কিন্তু (অন্যের) দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে না’। দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার ধরণ হলো : কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা কোনো কাজ করল তারপর সকাল হল। আল্লাহ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। কিন্তু লোকটি (সকাল বেলা) বলবে : হে অমুক, আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সকাল বেলা সে আল্লাহর এই আড়ালকে সরিয়ে ফেলল। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪২. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ - متفق عليه

২৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

রিয়াদুস সালাহীন

ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো বাদী অনৈতিক কাজ করলে (ব্যভিচার করলে) এবং তা প্রমাণিত হলে তার ওপর বেত্রদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু তাকে গালমন্দ বা ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না। সে যদি তৃতীয় বার অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তা একটি পশমী রশির বিনিময়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৩. وَعَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ : أَضْرِبُوهُ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ - فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ - رواه البخارى

২৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো। লোকটি মদ পান করেছিল। তিনি আদেশ দিলেন : তাকে প্রহার করো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করলো। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল কতিপয় ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ তোমায় অপদস্থ করেছেন। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপ কথা বলোনা; শয়তানকে তার ওপর বিজয়ী করে দিওনা। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : উনত্রিশ

মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা দান

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমরা কল্যাণময় কাজ করো; আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আল-হজ্জ : ৭৭)

২৪৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

২৪৪. হযরত ইবনে 'উমার (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর জুলুম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোন কষ্ট বা বিপদ দূরে করে দেয়, আল্লাহ (এর বিনিময়ে) কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশ-বিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ
نَسَبُهُ - رواه مسلم

২৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জাগতিক কষ্টগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি (বড়) কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবজনিত কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবজনিত কষ্ট লাঘব করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দাহ যতক্ষণ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান (ইল্ম) অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেবেন। যখন কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলার কোন ঘরে একত্র হয়ে তাঁর (আল্লাহর) কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনায় নিরত থাকে, তখন তাদের ওপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ তাদেরকে ঘিরে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘেরাও করে নেন এবং আল্লাহ তাঁর দরবারে উপস্থিতদের (ফেরেশতাদের) কাছে তাদের উল্লেখ করেন। বস্তৃত যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : ত্রিশ

শাফা'আত বা সুপারিশ প্রসঙ্গে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : 'যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে।
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা থেকে অংশ পাবে।

(সূরা নিসাঃ ৮৫)

২৪৬. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَاهُ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَانِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا تَوْجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ - متفق عليه وَفِي رَوَايَةٍ مَاشَاءَ

২৪৬. হযরত আবু মুসা আশ'আরী বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

রিয়াদুস সালাহীন

ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো অভাবী লোক এলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন : তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করান। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا قَالَ : قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ إِنَّمَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حِلَّ لِي فِيهِ - رواه البخار

২৪৭. হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন : তিনি বারীরাহ ও তার স্বামীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাহকে) বললেন : তুমি যদি তাকে (স্বামীকে) পুনরায় গ্রহণ করতে (তাহলে ভালো হতো)। বারীরাহ বললেন : হে আল্লাহ্ র রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ ? তিনি বললেন : না, আমি সুপারিশ করছি। তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বারীরাহ বললেন : 'তাহলে তাকে (স্বামীকে) আমার প্রয়োজন নেই।' (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একত্রিশ

লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَا هُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا -

মহান আল্লাহ্ বলেন : 'লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়শ কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে কেউ যদি গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্যে উপদেশ দেয় অথবা কোনো (ভালো) কাজের জন্যে কিংবা লোকদের পারস্পরিক কাজকর্ম সংশোধনের জন্যে কাউকে করবে, কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আল্লাহ্ র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে কেউ এরূপ তাকে আমরা বিরাট প্রতিদান দেব।' (সূরা আন-নিসা : ১১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : 'সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম' (সূরা আন-নিসা : ১২৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।' (সূরা আল-আনফাল : ১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : 'মুমিনরা পরস্পর ভাই। কাজেই তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথোচিতভাবে বিন্যস্ত করে নাও। (সূরা আল-হুজরাত : ১০)

২৪৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تُعَدُّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ رَقَعَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ - متفق عليه

২৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রতিদিনই মানব দেহের প্রতিটি গ্রন্থির (গিরা) সাদকা আদায় করা দরকার। (তা আদায় করার নিয়ম হলো) : দু'ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফের সাথে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া সাদকা হিসেবে গণ্য। কোনো ব্যক্তির সওয়ারীতে অপর ব্যক্তিকে আরোহন করতে দেয়া কিংবা তার মালপত্র ঐ ব্যক্তির সওয়ারীর পিঠে রাখতে দেয়া সাদকার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও উত্তম কথাবার্তা বলা সাদকা হিসেবে গণ্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সাদকার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪৯. عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا - متفق عليه وفي روايةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَرْجِصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ لَهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَعْنِي الْحَرْبَ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا -

২৪৯. হযরত উম্মে কুলসুম বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে পরস্পর-বিরোধী দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : উম্মে কুলসুম আরো বলেন : আমি মহানবীকে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে 'মিথ্যা' বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) দুই বিবদমান দলের মধ্যে 'মিথ্যা' বলার মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপন করে দেয়া, (২) যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া (তথ্য গোপন করা) (৩) স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা-বার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া।

২৫০. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوفٍ بِالْبَابِ عَلَيَّةِ أَصَوَاتُهَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: آيْنَ الْمُتَالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ آيَ ذَلِكَ أَحَبُّ - متفق عليه

২৫০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর ঘরের (দরজার) বাইরে তর্কা-তর্কির শব্দ শুনে পেলেন। সংশ্লিষ্ট লোকদের

রিয়াদুস সালাহীন

কণ্ঠস্বর একদম চরমে উঠেছিল। তাদের একজন ছিল ঋণ গ্রহণকারী; সে ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করার এবং তার প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে অনুশয়-বিনয় করছিল। অন্যদিকে ঋণদাতা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছিল : আমি তা করতে পারবো না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে বললেন : আল্লাহর নামে হলফকারী কে, যে কল্যাণের কথা বলতে রাজী নয় ? লোকটি বলল : 'আমি, হে আল্লাহর রাসূল'। ঋণ গ্রহীতা যেমন পছন্দ করবে, তেমনি করা হবে। (অর্থাৎ সে যা বলবে, তা-ই আমি মেনে নেবো)।

(বুখারী ও মুসলিম)

২৫১. عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ انْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا انْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِينَ أَشْرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - متفق عليه

২৫১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সাদ্দী (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পৌঁছল, 'আওফ ইবনে আমর গোত্রের লোকদের মাঝে প্রচণ্ড ঋণগড়া-বিবাদ চলছে। খবর শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে সেখানে গেলেন। সেখানে তাঁর অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এল। হযরত বিলাল (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন : হে আবু বকর! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেল। আপনি কি লোকদের নামাযে ইমামতিটা করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তা করতে পারি, যদি তুমি চাও! বিলাল নামাযের জন্যে ইকামত দিলেন এবং আবু বকর (ইমামতির জন্যে) সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধলেন এবং পিছনের মুক্তাদীরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। ঠিক এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি

কাতার ভেদ করে একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুজাদ্দীরা তালি বাজিয়ে তাঁর আগমনের সংকেত দিতে লাগলেন। কিন্তু আবু বকর (রা)-এর সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না। কিন্তু তারা যখন অধিকতর জোরে তালি বাজাতে লাগলেন, তখন আবু বকর (রা) চোখ ফিরিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি ইঙ্গিত করে তাঁকে (আবু বকরকে) নিজ স্থানে থাকতে বললেন। কিন্তু আবু বকর (রা) নিজের দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি সাহাবীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন : ‘হে লোকসকল! তোমাদের কি হলো! যখন নামাযের মধ্যে কোনো কিছু ঘটে, তখন তোমরা (উরুতে হাত মেরে) তালি বাজাতে শুরু করো। কিন্তু উরুতে হাত মেরে তালি বাজানো তো মেয়েদের কাজ (এটা পুরুষদের জন্যে উচিত নয়)। কাজেই যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিছু ঘটতে দেখবে, সে যেন ‘সুবহানাল্লাহ’ (আল্লাহ অতি পবিত্র) শব্দটি উচ্চারণ করে। কেননা কোনো ব্যক্তি যখনই ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে তা শোনা মাত্র লোকেরা তার প্রতি মনোযোগী হয়। হে আবু বকর! আমি ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও কোন্ জিনিসটি তোমাকে লোকদের নামাযে ইমামতি করতে বাধা দিল? আবু বকর (রা) বললেন : খোদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) লোকদের নামাযে ইমামতি করার মোটেই যোগ্য নয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বত্রিশ

দুর্বল ও গরীব মুসলমানদের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘তোমাদের হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাঁদের দিক থেকে কখনো তোমরা অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করোনা।’

(সূরা আল-কাহাফ : ২৮)

٢٥٢ . عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ - متفق عليه .

২৫২. হযরত হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন্ ধরনের লোক জান্নাতী হবে, আমি কি তা তোমাদের বলবো না ? যে দুর্বল ব্যক্তিকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে হলফ করে, তবে আল্লাহ তা পূরণ করার সুযোগ দেবেন। কোন্ ধরনের লোক জাহান্নামে যাবে, তা আমি কি তোমাদের বলবো না ? (জেনে রাখো)। প্রতিটি নাদান, অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

২৫৩. عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرَىٰ إِنِ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِّنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرَىٰ إِنِ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ مِّلٍ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا -
متفق عليه

২৫৩. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর কাছে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : (চলে যাওয়া) লোকটি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত ? জবাবে সে বলল : 'তিনি তো শরীফ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! তিনি খুবই যোগ্য লোক। তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় এবং তাঁর সুপারিশও গ্রহণ করা হয়। (কোনো মন্তব্য না করে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। এরপর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সমানে দিয়ে অতিক্রান্ত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? সে জবাবে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটি তো গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তার অবস্থা এই যে, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না এবং সে কোন কথা বললে তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই লোকটি নিঃস্ব মুসলমান হলেও দুনিয়ার ঐসব (তথাকথিত শরীফ) লোকদের চেয়ে অনেক উত্তম।

(বুখারী ও মুসলিম)

২৫৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَبَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِي ضِعْفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكَ مِنْ أَشَاءَ وَلِكُلِّكُمْ عَلَىٰ مِلْثُهَا -

رواه مسلم

২৫৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বেহেশত এবং দোযখ এই দুইয়ের মধ্যে বিতর্ক হলো। দোযখ বলল, আমার ভেতর বড় বড় জালিম, দাষ্টিক ও অহংকারী লোকেরা রয়েছে। বেহেশত বলল, আমার ভেতরে রয়েছে গরীব, দুর্বল ও অসহায় লোকেরা। মহান আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন : বেহেশত! তুমি আমার রহমতের আধার। তোমার মাধ্যমে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে। আর দোযখ! তুমি আমার শাস্তির আধার। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দেব। তোমাদের উভয়কে পূর্ণতা দানই আমার কাজ। (মুসলিম)

২৫৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِبَايَةِ الرَّجُلِ السَّمِينِ الْعَظِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ - متفق عليه

২৫৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে লোকটির মূল্য ও মর্যাদা একটি মাছির ডানার সমতুল্য ও হবে না।
(বুখারী ও মুসলিম)

২৫৬. وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ أَوْشَابًا فَقَفَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا : مَاتَ - قَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْتَسْمُونِي بِهِ فَكَأَنَّهُمْ صَفَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمَرَهُ فَقَالَ : ذَلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَذَلُّهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা (অথবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, এক যুবক) মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করত। একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে সাহাবীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, সেই লোকটি মারা গেছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা আমাকে এ খবর দাওনি কেন ? (সম্ভবত তারা এটাকে মামুলী ব্যাপার মনে করেছিলেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। লোকেরা তাকে কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি লোকটির জানাযা পড়লেন এবং বললেন : এই কবরবাসীদের কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত। তাদের জন্য আমার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

২৫৮. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَبِّ اشْعَثْ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ - رواه مسلم

২৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের মাথার চুল উকোখুকো এবং পা দুটি ধূলি ধূসরিত; তাদেরকে মানুষের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তাদের সেই শপথ পূর্ণ করার তৌফিক দেন।
(মুসলিম)

২৫৮. عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ - متفق عليه

২৫৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি মিরাজ-এর রাতে জান্নাত-এর দরজায় দাঁড়লাম। দেখলাম, জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই হচ্ছে নিঃশব্দ, দরিদ্র। বিত্তবান লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দোষীদের দোষখে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আগেই দেওয়া হয়েছিল। আমি দোষখের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, দোষখে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে মহিলা।

(বুখারী ও মুসলিম)

২৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَاتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَمْنَحْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ الْمُؤْمِسَاتِ فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغْيٌ يَتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لَا أَفْتِنُهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَاتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاتَتْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَذَا مُوَا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ- فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغْيِ فَوَلَدَتْ مِنْكَ : قَالَ آيِنِ الصَّبِيَّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ ؟ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلَانُ الرَّاعِي فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يَقُولُونَ وَ يَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا تَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : لَا أَعْبُدُهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارَاهِمَ وَشَارَهُ حَسَنَةً فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ الشَّدَى دَاقِبِلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبُعِهِ السَّبَابَةِ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَالَ : وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعَمَ الْوَكِيلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُ فَهَذَاكَ تَرَا جَعَا الْحَدِيثُ فَقَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ حَسَنَ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ

سَرَقْتُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ جَبَّارٌ
 فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ زَنَيْتُ وَكَمْ تَزَنٍ وَسَرَقْتُ وَكَمْ تَسْرِقُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ
 اجْعَلْنِي مِثْلَهَا - متفق عليه

২৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দোলনায় কথা বলেনি। (এক) ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ। জুরাইজ একজন খোদাভীরু বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি খানকাহ তৈরী করে সেখানেই বাস করতেন। একদিন সেখানে তার মা এসে উপস্থিত হলেন। এই সময় তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন : হে জুরাইজ। তখন তিনি মনে মনে বললেন : হে প্রভু একদিকে আমার মা এবং অন্যদিকে আমার নামায তবে তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরদিন এসেও মা তাকে নামাযরত অবস্থায়ই পেলেন। তিনি ডাকলেন : ‘হে জুরাইজ! তিনি বললেনঃ হে প্রভু! একদিকে আমার মা এবং অন্য দিকে আমার নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত রইলেন। তা মা বললেন : হে আল্লাহ! একে তুমি ব্যভিচারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিয়োনা।

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে জুরাইজ ও তার বন্দের চর্চা হতে লাগল। লোকদের মধ্যে চরিত্রহীন এক নারী ছিল। সে অত্যন্ত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। সে দাবি করল, তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি জুরাইজকে চরিত্রহীন করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল; কিন্তু তিনি সেদিকে কিছুমাত্র জ্ঞান করলেন না। এরপর সে তার খানকার কাছাকাছি অবস্থিত এক রাখালের কাছে এল। সে নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করল এবং উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। এতে সে গর্ভবতী হলো। অতঃপর সে একটি সন্তান প্রসব করে বলল : এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈলীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে খানকা থেকে বের করে এনে মারধোর করল এবং খানকাটিকে ধুলিসাৎ করে দিল। জুরাইজ প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা একরূপ কেন করছ? তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ। ফলে একটি শিশু জন্মাভ করেছ। তিনি প্রশ্ন করলেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটিকে নিয়ে এল। জুরাইজ বললেন, আমাকে নামায পড়ার একটু সুযোগ দাও। তিনি নামায পড়লেন এবং তারপর শিশুটিকে নিয়ে নিজের কোলে বসালেন। তিনি শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে! তোমার পিতা কে? সে বলল : আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে মনোযোগী হলো এবং তাকে চুপন করতে লাগল। তারা প্রস্তাব করলো : এখন আমরা তোমার খানকাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন : তার কোনো দরকার নেই; বরং পূর্বের মতো মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। এরপর তারা খানকাটি পুনর্নির্মাণ করে দিল।

(তিন) একদা একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক অত্যন্ত দ্রুতগামী ও উন্নত জাতের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোশাক-আশাকও ছিল খুব উঁচু মানের। শিশুটির মা নিবেদন করল : হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই লোকটির মতো যোগ্য করে দাও। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে লোকটার দিকে গভীরভাবে তাকালো। তারপর বললো : হে আল্লাহ! আমাকে এ লোকটির মতো করো না। (বর্ণনাকারী বলেন :) আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

রিয়াদুস সালেহীন

ওয়াসাল্লাম শিশুটির দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (রাসূল) বললেন : লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, তুমি চুরি ও ব্যাভিচার করেছ। অন্যদিকে বাদী মেয়েলোকটি বলছিল যে, আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই আমার সর্বোত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল : হে আল্লাহ্ তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর কবল থেকে বাঁচাও। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে এই মেয়েলোকটির মতো বানাও। এ সময় মা ও শিশু পরস্পরে কথা বলা শুরু করলো। মা বলল, একটি সুন্দর, সুপুরুষ চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম : হে আল্লাহ্! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে তোল। তুমি জবাবে বললে, হে আল্লাহ্! আমাকে এর মতো বানিও না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি চুরি ও ব্যাভিচারের মতো খারাপ পাপাচার করেছো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আমার সন্তানকে এরূপ বানিও না। তুমি বললে, আমাকে এরূপ বানাও। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও জালিম। সে জন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আমাকে এর মতো বানিও না। আর এই মেয়েটিকে তারা বললো, তুমি খারাপ কাজ করেছো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ কাজ করেনি। তারা এও অভিযোগ করলো, তুমি চুরি করেছো। কিন্তু আসলে সে চুরি করেনি। এই জন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আমাকে এই মেয়েলোকটির মতো বানাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তেত্রিশ

ইয়াতিম, কন্যা শিশু এবং দুর্বল, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত লোকদের সাথে সদয় ব্যবহার, আদর-স্নেহ, দয়া-অনুগ্রহ এবং বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : (হে নবী!) তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা বিভিন্ন লোককে দিয়ে রেখেছি। আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের অন্তরে কষ্ট অনুভব করবে; বরং এদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি তোমার দয়া-অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে রাখবে। (সূরা হিজরঃ ৮৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : (হে নবী!) তোমার হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থির রাখো যারা নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর (তুমি) দুনিয়ার চাকচিক্যের আশায় তাদের দিক থেকে কখনো অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না।

(সূরা আল কাহাফ : ২৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : অতএব (তুমি) ইয়াতীমদের প্রতি রুঢ় ব্যবহার করো না ।
কোন প্রার্থনাকারীকেও ধমক দিও না । (সূরা দোহা : ৯-১০)

وَقَالَ تَعَالَى : اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْذِّنِّ - فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ - وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : (হে নবী!) তুমি কি তাদের দেখেছো যারা প্রতিফল দিবসকে (কিয়ামতকে) মিথ্যা মনে করে ? তারা হলো সেই সব লোক, যারা ইয়াতীমকে (গলা) ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিস্কিনকে খাবার দিতে নিরুৎসাহ করে । (মাউন : ১-৩)

২৬০. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هَذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ اُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ - رواه مسلم

২৬০. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াহ্বাস বর্ণনা করেন : একদা আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । তখন মুশরিকরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো : এই লোকগুলোকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন । তাহলে তারা আমাদের ওপর মাতব্বী করতে পারবে না । আমরা ছিলাম : (ছয় ব্যক্তি) আমি (সাদ), ইবনে মাস'উদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং অন্য দু'ব্যক্তি, যাদের নাম আমার স্মরণ নেই । আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কিছু কথার উদয় হলো । সে কারণে তিনি দৃষ্টিভ্রম পড়ে গেলেন । ইতোমধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে ওহী নাযিল হলো : 'যারা আপন প্রভুকে দিনরাত ডাকতে থাকে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা । তাদের হিসাবের কোনো জিনিসের দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না এবং তোমার হিসাবেরও কোন জিনিসের বোঝা তাদের ওপর ন্যস্ত নয় । এতৎসত্ত্বেও তুমি যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তবে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে । (সূরা আন'আম : ৫২) । (মুসলিম)

২৬১. عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سَيُوفُ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ مَا خَذَهَا - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اتَّقُوا هَذَا الشَّيْخَ فُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَأَتَا هُمْ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي - رواه مسلم

২৬১. হযরত আবু হুরাইরা অয়েছে ইবনে 'আমর আল-মুযানী বর্ণনা করেন, তিনি বাইআতে রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী ছিলেন। একদা আবু সুফিয়ান কতিপয় লোকের সাথে সালমান ফারেসী (রা), সুহাইব রুমী (রা) ও বিলাল (রা)-এর কাছে এলেন। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারি আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্য হক আদায় করেনি? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কুরাইশ শেখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলছ? তিনি (আবু বকর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। তিনি বললেন : হে আবু বকর! তুমি হয়তো তাদেরকে নাখোশ করেছে। যদি তুমি তাদেরকে (বিলাল, সালমান ও সুহাইবকে) নাখোশ করে থাকো, তবে তুমি তোমার প্রভুকেই নাখোশ করলে। অতঃপর তিনি (আবু বকর) তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন : হে ভাই সকল! আমি কি তোমাদের নাখোশ করেছি? তারা বললেন : না হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম)

২৬২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - رواه البخارى

২৬২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি ও ইয়াতীমদের অভিভাবকরা জান্নাতে এভাবে থাকব : (একথা বলে) তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দু'য়ের মাঝখানে ফাঁক রাখলেন। (বুখারী)

২৬৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَا تَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّاوى وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى - رواه مسلم.

২৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইয়াতীমের লালনকারী তার নিকটাত্মীয় কিংবা দূরাত্মীয় মুসলমানের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। তারা উভয়ে (ইয়াতীম ও তার নিকটাত্মীয়রা) বেহেশতে এভাবে থাকবে : আনাস ইবনে মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তাঁর নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে বিষয়টি বোঝালেন। (মুসলিম)

২৬৪. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ وَلَا الْقَمَّةُ وَاللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ - متفق عليه

وَفِي رَوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ الْقَمَّةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ -

২৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটি কিংবা দুটি খেজুর দেয়া হয়, এক লোকমা (মুঠো) কিংবা দুই লোকমা খাবার দেয়া হয় (অর্থাৎ খুবই সামান্য দেয়া হয়, কিন্তু আদৌ বেশি দেয়া হয় না)। বরং যে ব্যক্তি দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতেনা, সে-ই হলো মিসকীন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে দু'এক মুঠো খাবার কিংবা দু'একটি খেজুরের জন্যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলেই সে ফিরে চলে যায়; বরং প্রকৃত মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণের মতো যথেষ্ট সামর্থ্য নেই; অথচ (মুখ বুঁজে থাকার দরুন) তাকে চেনাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করতে পারে এবং তার নিজেরও কারো কাছে হাত পাতার প্রয়োজন হয় না।

২৬৫. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَكَالْقَانِمِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ وَكَالْصَّانِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ - متفق عليه

২৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : বৃদ্ধ, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেন যে, সে অবিরাম নামায আদায়কারী ও প্রতিদিন রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমকক্ষ। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬৬. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعْمُ الْوَلِيمَةِ يُنْعَمُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيَهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - رواه مسلم وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ : بِشَسِ الطَّعَامِ طَعْمُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ -

২৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এমন ওয়ালিমা (বিবাহোত্তর ভোজ) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসতে চায়, তাদেরকে বাধা দেয়া হয় আর যারা আসতে চায় না, তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে অনিচ্ছা ব্যক্ত করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওয়ালিমা হচ্ছে তা, যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের বর্জন করা হয়।

২৬৭. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضُمَّ أَصَابِعُهُ - رواه مسلم

২৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বালগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, কিয়ামতের দিন সে

এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এ রকম থাকবো। (এরপর) তিনি নিজের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

২৬৮. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - متفق عليه

২৬৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমার কাছে এক মহিলা এল। তার সাথে তার দুটি মেয়েও ছিল। মহিলাটি (আমার কাছে) কিছু চাইছিল। কিন্তু তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে খেজুরটা দিলাম। সে তা নিজের দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। কিন্তু সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে উঠে চলে গেল। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টা খোলামেলা জানালাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তিই এভাবে নিজের মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্যে (মেয়েরা) দোযখের আগুনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

২৬৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ نَتْنَى مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَقَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطَعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبْنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ - رواه مسلم

২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : একদা এক গরীব মহিলা তার দুটি মেয়েসহ আমার কাছে এল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। মহিলাটি তার মেয়ে দুটিকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্যে নিজের মুখের দিকে তুলল। কিন্তু সেটিও তার মেয়েরা খেতে চাইল। তাই যে খেজুরটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল, সেটিকেও সে দু'ভাগ করে নিজের মেয়ে দুটিকে দিয়ে দিল। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন :) ব্যাপারটি আমায় হতবাক করে দিল। তার এই কাণ্ডের ব্যাপারটা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন : আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন কিংবা বলা যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেছেন। (মুসলিম)

২৭০. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزَاعِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৭০. হযরত আবু শুরাইহ্ খুওয়াইলিদ ইবনে 'আমর আল-খুযাঈ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে আব্বাহ! দুই দুর্বল ব্যক্তি, অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য বা অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে, আমি তার জন্যে অন্যায় ও অপরাধ (অর্থাৎ গুনাহ) নির্ধারণ করে দিলাম। (নাসাঈ)

২৭১. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ أَرَأَى سَعْدٌ أَنْ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭১. হযরত মুস্ আব ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন সা'দ অনুভব করলেন, অন্যদের ওপর তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব জ রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কেবল তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের কারণেই (আব্বাহর) সাহায্য ও রিযিক পেয়ে থাকো। (বুখারী)

২৭২. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٍ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَبْغَوْنِي فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا وَتَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضَعْفَانِكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

২৭২. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা আমার সন্তুষ্টি সর্বহারা ও দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান করো; কেননা, তাদের অসীলায়ই তোমরা (আব্বাহর) সাহায্য ও রিযিক পেয়ে থাকো। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : চৌত্রিশ

মেয়েদের প্রতি সদাচরণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -

মহান আব্বাহ বলেন : 'আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করো'। (সূরা আন-নিসাঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُزُّوهُمَا كَالْعُلَاقَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

মহান আব্বাহ আরো বলেন : স্ত্রীদের মাঝে পুরোপুরি ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যাতীত। তোমরা মন-প্রাণ দিয়ে চাইলেও তা করতে পারবে না। কাজেই (খোদায়ী আইনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্যজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বেনা। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করো এবং আব্বাহকে ভয় করে চলো, তাহলে আব্বাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়'। (সূরা আন-নিসাঃ ১২৯)

২৭৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ - متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتهما كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا - قَوْلُهُ عَوْجٌ هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالْوَاوِ -

২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘আমার কাছ থেকে মেয়েদের প্রতি সদাচরণ করার শিক্ষা গ্রহণ করো। কেননা, নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টাই সবচেয়ে বাঁকা। অতএব, তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তবে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ফেলে রাখো, তবে বাঁকা হতেই থাকবে। কাজেই মেয়েদের সাথে সদ্যবহার করো। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মতো। তুমি তা সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে। অতএব, তুমি তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চাইলে এ বাঁকা অবস্থায়ই করো। মুসলিমের অপর এক বর্ণনা এরূপ : মেয়েদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনোই এবং কিছুতেই তোমার জন্যে সোজা হবে না। তুমি যদি তার থেকে কাজ নিতে চাও, তবে এ বাঁকা অবস্থায়ই তা নাও। যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙে ফেলবে। আর এ ভাঙার অর্থ দাঁড়াতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ তালাক দেয়া।

২৭৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ : يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا اتَّبَعْتَ أَشْقَاهَا اتَّبَعْتَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَّظَ فِيهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يَضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الْمَضْرُطَّةِ فَقَالَ لَمْ يَضْحَكْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ - متفق عليه

২৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ (রা) বর্ণনা করেন : একদিন তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুত্বা দিতে শুনলেন। তিনি তাঁর খুতবায় মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে বাঁদী-দাসীর ন্যায় প্রহার করে। দিনের শেষে সে আবার তার সাথে শয়ন করে (অর্থাৎ যৌন-সঙ্গম করে)। এরপর তিনি বাতকর্মের কারণে লোকদের হাসা-হাসির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন : যে কাজ তোমাদের মধ্যকার যে কোন ব্যক্তি নিজেই করে, তার জন্যে সে নিজেই কেন হাসবে? (বুখারী ও মুসলিম)

২৭৫ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤِمَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ - رواه مسلم.

২৭৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কোনো মুসলমান পুরুষ যেন কোনো মুসলমান নারীর প্রতি হিংসা-দ্বेष ও শত্রুতা পোষণ না করে; কেননা তার কোনো একটি বিষয় তার কাছে খারাপ মনে হলেও অন্য একটি বিষয় তার পছন্দ হবেই। (অর্থাৎ তার দোষ থাকলে গুণও থাকবে)। (মুসলিম)

২৭৬ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْتَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِلنِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَقًّا : فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهُنَّ وَلَا يَأْذَنَ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ : أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৭৬. হযরত 'আমর ইবনে আহুওয়াস আল-জুশামী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ (খুতবা) শুনেছেন। সে ভাষণে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। এবং লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার পর বললেন : তোমরা মেয়েদের প্রতি সদাচরণ করো; কেননা তারা তোমাদের হেফাজতে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে (বৈধ) সুযোগ-সুবিধা লাভ ছাড়া অন্য কিছুই অধিকারী নও। অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদেরকে আলাদা করে দাও; এমনকি, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করো; কিন্তু কঠোরভাবে নয়। (এরপর) যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্যে ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো : তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না এবং তাদেরকে তোমাদের বাড়িতে ঢোকারও অনুমতি দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো : তোমরা তাদের পানাহারের ব্যাপারে ভালো ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি সদ্যবহার করবে। (তিরমিযী)

২৭৭ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَبِيدَةَ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৭৭. হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে?' তিনি বললেন : 'তুমি যখন আহার করবে, তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন (পোশাক) পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে, কখনো তার চেহারা কিংবা মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, কখনো তাকে অশালীন ভাষায় গাল দেবে না এবং ঘরের ভেতর (অর্থাৎ বিছানা) ছাড়া তার থেকে আলাদা হয়োনা। (আবু দাউদ)

২৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَ خِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَانِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচাইতে উত্তম, ঈমানের দৃষ্টিতে সে-ই পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। (তিরমিযী)

২৭৯. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ أَطَافَ بِأَلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَنُكَ بِخِيَارِكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৭৯. হযরত ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে (স্ত্রীদেরকে) মারধোর করোনা। একদা হযরত উমর (রা) রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন : স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ওপর দৌরাড্য শুরু করেছে। এরপর তিনি স্ত্রীদের প্রহার করার অনুমতি দিলেন। ফলে অনেক মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের কাছে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। এ অবস্থা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের অনেক মহিলা এসে মুহাম্মদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এসব স্বামীরা কিছুতেই ভালো লোক নয়। (আবু দাউদ)

২৮০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : গোটা দুনিয়াই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : পঁয়ত্রিশ স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘পুরুষেরা মেয়েদের তত্ত্বাবধায়ক — এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একদলকে অন্যদলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আরো এ কারণে যে, পুরুষরা তাদের ধন-মাল (স্ত্রীদের জন্যে) ব্যয় করে। অতএব, পুণ্যবতী নারীরা আনুগত্যশীল হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অবর্তমানে আল্লাহর হেফাজতে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে।’

(সূরা আন-নিসা : ৩৪)

২৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا -

২৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কোনো ব্যক্তি যদি তার বিছানায় স্বীয় স্ত্রীকে ডাকে; কিন্তু স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয়ায় স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত তার প্রতি অভিলাপ বর্ষণ করতে থাকে।

(বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : কোন স্ত্রী লোক তার স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত কাটালে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে লা'নত করতে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে মহান সন্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়, তাহলে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে থাকেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

২৮২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - متفق عليه وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

২৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীর পক্ষে (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়াও তার (স্ত্রীর) জন্যে বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

২৮৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُتِّبَ رَاعٍ وَكُتِّبَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُتِّبَ رَاعٍ وَكُتِّبَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - متفق عليه

২৮৩. হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা প্রত্যেকেই সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। তোমাদের প্রত্যেকেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান একজন সংরক্ষক (তাকেও তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে)। পুরুষ (বা স্বামী) তার পরিবার-পরিজনের সংরক্ষক। স্ত্রী তার স্বামী-গৃহের ও সন্তানদের সংরক্ষক। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই সংরক্ষক (বা পাহারাদার) এবং প্রত্যেকেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

২৮৪. عَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقِي بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَا جَنَبِهِ فَلَتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

২৮৪. হযরত আবু 'আলী তাল্ক ইবনে আলী (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্বামী যখন কোনো প্রয়োজনে স্ত্রীকে কাছে ডাকে, সে (স্ত্রী) যেন সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে চলে আসে; এমন কি চুলোর ওপর রুটি চাপানো থাকলেও।

(তিরমিযী ও নাসাঈ)

২৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে। (তিরমিযী)

২৮৬. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৮৬. হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো স্ত্রী লোক যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

২৮৭. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحَوَرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِنِّيْنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৮৭. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখনই কোনো নারী তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে, তখনই (জান্নাতের) আয়াতলোচনা হ্রদের মধ্যে তার সম্ভাব্য স্ত্রী বলে : (হে অভাগিনী!) তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করুন! তিনি তোমার কাছে একজন মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

২৮৮. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - متفق عليه

২৮৮. উসামা ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের জন্যে মেয়েদের চাইতে বেশি ক্ষতিকর ফিতনা (বিপর্যয়) আর রেখে যাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : হত্রিশ

পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'সন্তানের পিতাকে ন্যায্যানুগভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা : ২৩৩)

وَقَالَ تَعَالَى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : 'স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা অনুসারে ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই মাল থেকে ব্যয় করবে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর ন্যস্ত করেন না। (সূরা আত-তালাক : ৭)

২৮৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ - رواه مسلم

২৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার তুমি ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিসকীনকে দান করেছ এবং একটি দীনার পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছ। এসব দীনারের মধ্যে যেটি তুমি নিজ

রিয়াদুস সালাহীন

পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করেছে, প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই তোমার জন্যে সবচেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

২৭০. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَوْبَانُ بْنُ جُدَّةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى دَبْتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - رواه مسلم

২৯০. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান ইবনে সাওবান ইবনে বুহুদুদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : সবচেয়ে উত্তম দীনার হলো তা, যা কোন ব্যক্তি তার নিজ পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করে, যা আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে লালিত ঘোড়ার জন্যে ব্যয় করে এবং যা আল্লাহ্র পথে স্বীয় বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করে। (মুসলিম)

২৭১. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَكَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي؟ فَقَالَ : نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

২৯১. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আবু সালামার বাচ্চাদের জন্যে ব্যয় করি, তবে তাতে কি আমি কোন সওয়াব পাবো ? আমি তাদেরকে কোনভাবেই ত্যাগ করতে পারছি না। কেননা, তারা আমারও সন্তান। তিনি (রাসূল) বললেন : হাঁ, তুমি তাদের জন্যে যা কিছু ব্যয় করছ, তাতে তোমার জন্যে প্রতিফল রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭২. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ النَّبِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرٍ أَنْكَ - متفق عليه

২৯২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্যে তুমি যে খরচই করনা কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি, তোমার স্বীর মুখে যে গ্রাসটি তুমি তুলে দিচ্ছ, তারও। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭৩. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ - متفق عليه

২৯৩. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো ব্যক্তি সওয়াব পাওয়ার আশায় আপন পরিবারবর্গের জন্যে যা ব্যয় করে, তা তার জন্যে সাদকা রূপে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَتُ - حَدِيثُ صَحِيحٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কোনো ব্যক্তি কারো রিযিকের মালিক হলে তার সে রিযিক ধ্বংস করে দেয়াই তার গুনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কোনো ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার রিযিকের মালিক হয় তার এ রিযিক সে আটকে রাখে।

২৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ - اللَّهُمَّ اعْطِ مُسِيئًا تَلْفًا - متفق عليه

২৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বান্দার সকাল হলেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলেন : হে আল্লাহ! খরচকারীকে যথোচিত বিনিময় দান করো। অন্যজন বলেন : হে আল্লাহ! কৃপণের ধন নষ্ট করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭৮. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِيْدَ بِمَنْ تَعُولُ - وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ - رواه البخارى

২৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নীচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত (অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতার হাত) শ্রেয়তর। নিকটাত্মীয়দের (পোষ্যদের) থেকে দান-খয়রাত শুরু করা বিধেয়। আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থায় দান-খয়রাত করা উত্তম। যে ব্যক্তি নেককার হতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তাকে নেকবখ্ত করে দেন। যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেন।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : সাইত্রিশ

আল্লাহর পথে উত্তম ও মনোপুত জিনিস ব্যয় করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমাদের প্রিয় ও মনোপুত বস্তু (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবেনা। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি জানেন। (সূরা আলে-ইমরান : ৯২)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে ধন-মাল অর্জন করেছে এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি, তা থেকে শ্রয়তর অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নেয়া তোমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। (সূরা বাকারা : ২৬৭)

২৭৭. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِّنْ نَّخْلٍ وَكَانَ أَجْبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءٌ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَى بَيْرُحَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِعٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَفْرَئِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ - متفق عليه

২৯৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) খেজুর বাগানের দরুন সবচেয়ে বেশি ধন-মালের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমগ্র ধন-মালের মধ্যে ‘বায়রা হাআ’ নামক বাগানটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি মনোপুত ছিল। আর এ বাগানটি ছিল মসজিদে নববীর একেবারে সামনে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শ সেখানে যাতায়াত করতেন এবং বাগানে মিষ্টি পানি পান করে পরিতৃপ্ত হতেন। হযরত আনাস বলেন : যখন এই আয়াত নাযিল হলো— ‘তোমাদের সবচেয়ে মনোপুত জিনিসটি (আল্লাহর রাহে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবেনা, তখন আবু তালহা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল। ‘বায়রা হাআ’ নামক বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর রাহে দান (সদকাহ) করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদান লাভের আশা পোষণ করি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক এটাকে কাজে লাগান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘বেশ, বেশ। এটা তো খুবই লাভজনক সম্পদ (দু’বার)। তুমি যা বলছ, আমি তা শুনেছি। তবে এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করাটাই আমি যথোচিত মনে করি।’ আবু তালহা বললেন : ‘আমি তা-ই করবো হে আল্লাহর রাসূল!

এরপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আটত্রিশ

আপন সন্তানাদি, পরিবারবর্গ এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করা, তাদেরকে সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখ।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমার পরিবারবর্গকে নামায আদায়ের নির্দেশ দাও।

(সূরা ত্বা-হা : ১৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা আত্-তাহরীম : ৬)

২৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ إِزِمَ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّا لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

২৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের (সাদকার) একটি খেজুর তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিরস্কারের সুরে বললেন : 'শীগগীর এটা ফেলে দাও। তুমি কি জাননা, আমরা সাদকার মাল খাইনা? (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে, 'আমাদের জন্যে সাদকার বস্তু-সামগ্রী হালাল নয়।'

২৭৭. عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطْبِشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلْ بِبَيْمِنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৯. হযরত আবু হাফস 'উমর ইবনে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে একটি বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের এদিক-সেদিক ঘুরত। (এটা দেখে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন : 'বৎস' (মুখে) আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ করো এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে খাবার খাও।' এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শেখানো নিয়মেই খাবার গ্রহণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

৩০০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْنُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - متفق عليه

৩০০. হযরত ইবনে 'উমর বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম (নেতা) একজন রক্ষক; তাঁকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবারবর্গের রক্ষক। তাকে এ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক; তাকে এ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক; তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০১. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ -

৩০১. হযরত 'আমর ইবনে শু'আইব (রা) তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাত বছরে পা রাখলেই তোমরা আপন সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দেবে। দশ বছরে পা রাখলে (তখনো যদি নামায পড়ার অভ্যাস না হয় তবে) তাদেরকে নামায পড়ার জন্যে দৈহিক সাজা দেবে এবং তাদের বিছানাও আলাদা করে দেবে। (আবু দাউদ)

৩০২. عَنْ أَبِي ثَرْيَةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ - وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ -

৩০২. হযরত আবু সুরাইয়া সাব্রা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানী (রা)-এর বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাত বছর বয়সেই শিশুদের নামায শিক্ষা দেবে। দশ বছর বয়সে (নামায না পড়লে) দৈহিকভাবে শাস্তি দেবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) আবু দাউদের বর্ণনাঃ শিশু সাত বছরে পদার্পণ করলেই তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে।

অনুচ্ছেদ : উনচল্লিশ প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তার সাথে কাউকে শরীক করোনা; মা-বাবার সাথে সদ্যবহার করো; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও এবং নিকট প্রতিবেশী আত্মীয়, দূর প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সঙ্গী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতিও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পসন্দ করেন না, যে নিজ বিবেচনায় দাষ্টিক এবং নিজেকে বড় ভেবে আত্মগৌরবে বিভ্রান্ত'

৩০৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ - متفق عليه

৩০৩. হযরত ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একদা জিবরাঈল এসে আমায় প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরাম উপদেশ দিতে লাগল। এমনকি আমার মনে হলো, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে (সম্পদের) উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) বানিয়ে যাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০৪. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ خَيْرَ أُنْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي زَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ ائِمَّ أَنْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنْ جِيرَانِكَ فَأَصْبِهِمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ .

৩০৪. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবু যার! তুমি যখন তরকারী পাকাও, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোলটা বাড়িয়ে নিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তা পৌঁছে দিও। (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিও এবং তারপর নিজ প্রতিবেশীদেরকে এই ঝোল ভালভাবে পরিবেশন করো।

৩০৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْتِي مَنْ جَارُهُ بِوَأْنَقِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْتِي مَنْ جَارُهُ بِوَأْنَقِهِ -

৩০৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কে 'সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তি?' তিনি বললেন: 'যার ক্ষতি (অনিষ্ট) থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩০৬. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْفَرْنَ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَكُوْفِرْنَ شَاةً - متفق عليه

৩০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অন্য প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ মনে না করে। এমনকি, (একজন অপর জনকে) ছাগলের পায়ের একটি ক্ষুর উপহার পাঠালেও নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০৭. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَا رَمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ - متفق عليه.

৩০৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন প্রতিবেশী যেন তার দেয়ালের সাথে অন্য প্রতিবেশীকে খুঁটি স্থাপন করতে বারণ না করে। এরপর আবু হুরাইরা (রা) বলতেন : আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কাছে এ হাদীসটি অবশ্যই বর্ণনা করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০৮. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِ بِرِ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَكَ - متفق عليه.

৩০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিদের আদর-যত্ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, যে সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০৯. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ

৩০৯. হযরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযায়ী (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিদের আদর-যত্ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, যে যেন ভালো কথা বলে, নচেত চুপ থাকে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩১০. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَلِيَّ إِلَيْهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ : أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا - رواه البخارى.

৩১০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুটি প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাবো? তিনি বললেন : দু'য়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশি নিকটে, তাকে। (বুখারী)

৩১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُ هُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ - رواه الترمذی

৩১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : বন্ধুজনের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীর কল্যাণ কামনা করে। আর প্রতিবেশীর মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : চল্লিশ

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে
সুসম্পর্ক বজায় রাখা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো, এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো। নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সঙ্গী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করো।'

(সূরা আন নিসাঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই পেড়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে নিজ নিজ হক দাবি করো এবং আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আন নিসাঃ ১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ الْآيَةُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘(বুদ্ধিমান লোক হলো তারা) যারা, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে’। (সূরা আর রা’দঃ ২১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আমরা মানুষকে নিজেদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আনকাবুতঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَحْسَنُوا إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমার প্রভু আদেশ করছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় বর্তমান থাকে, তবে তোমরা তাদেরকে ‘উহ’ পর্যন্ত বলবেনা। তাদেরকে তিরস্কার করবে না; বরং তাদের সাথে অতীব মর্যাদার সাথে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দো‘আ করতে থাকবে : ‘প্রভু হে! এদের প্রতি রহম করো, যেমন করে শৈশবে এরা স্নেহ-বাৎসল্যের সাথে আমায় প্রতিপালন করেছেন।’ (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘আমরা মানুষকে তাদের পিতামাতার অধিকার বুঝবার জন্যে নিজ থেকে তাগিদ করেছে। তার জননী (অত্যন্ত) কষ্ট ও দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজ পেটে ধারণ করেছে। এরপর তাকে একাধারে দু’বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো এবং সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও।’ (সূরা লুকমান : ১৪)

৩১২. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَثْنِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه

৩১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেঁহিতে প্রিয় ? তিনি বললেন : যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : মা বাবার সাথে সদাচরণ করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : এরাপর কোন্ কাজটি ? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৩১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِيكَ وَالدَّ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ - رواه مسلم

৩১৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কোনো সন্তানই তার পিতার অবদান পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে (সন্তান) যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় দেখে এবং খরিদ করে মুক্ত করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হতে পারে)। (মুসলিম)

৩১৪. وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُتْ - متفق عليه

৩১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের (পরকালের) প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩১৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَانِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ بَلَى، قَالَ : فَذَلِكَ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْرُؤُوا إِن شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعَتْهُ -

৩১৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করে যখন ক্ষান্ত হলেন, তখন 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে বললো : এ জায়গাটি কি সেই ব্যক্তির জন্যে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্যে আপনার কাছে আশ্রয় চায় ? তিনি (আল্লাহ) বললেন : 'হাঁ'। তুমি কি একথায় সন্তুষ্ট হবে, যে তোমায় বজায় রাখবে, আমিও তার প্রতি দয়া করবো

এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো? 'রাহেম' বললো: 'হাঁ, আমি সন্তুষ্ট হবো।' আল্লাহ বললেন : এ জায়গাটি তোমার। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের) বললেন : যদি তোমরা (অবিচল) থাকতে চাও, তবে এই আয়াত পাঠ করো : অবশ্য ক্ষমতায় আরোহন করলে হয়তো তোমরা দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও ফিতনার সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? (মূলত) এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩) (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : মহান আল্লাহ বলেন, যে তোমায় বহাল রাখবে, আমি তাকে অনুগ্রহ করবো আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

৩১৬. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاؤُكُمْ ثُمَّ أَدْنَاكَ -

৩১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ ও সৎসঙ্গী পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বললো : তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা, সে বললো : তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বললো : অতঃপর কে? তিনি বললেন : তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন : তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়।

৩১৭. وَعَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৩১৭. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না।

৩১৭. وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَبِجَهْلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَنْ كُنْتَ كَمَا فُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ - رواه مسلم. وَتُسِفُّهُمْ بِضَمِّ التَّاءِ وَكُسْرِ السِّينِ الْمُهِمَّةُ

وَتَشْدِيدِ النَّاءِ وَالْبَلِّ بِدَشِجِ السِّيمِ وَتَشْدِيدِ الْأَمِّ وَهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُّ؛ أَيْ كَأَنَّا نَطْعِنُهُمُ الرَّمَادَ الْحَارَّ، وَهُوَ تَشْدِيدُهُ لَنَا يَلْحَنُهُمْ مِنَ الْإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ أَكْلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنَ الْأَكْلِ وَالْأَشْيَاءِ عَلَى هَذَا التَّحْسِينِ، إِلَيْهِمْ لَكِنْ بِنَائِهِمْ أَيْ عَظِيمٍ بِتَدْخِيلِهِمْ فِي حَنْتِهِ وَإِدْخَالِهِمْ وَالْإِذْيَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

৩১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি; কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা ও সহনশীলতার সাথে কাজ করি; কিন্তু তারা সর্বক্ষেত্রেই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যেমন বলেছ, তেমনটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছো। কাজেই তুমি যতক্ষণ বর্ণিত কর্মনীতির ওপর অবিচল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর সাহায্য তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি ওদের ক্ষতি থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। (মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, আলোচ্য হাদীসে গরম ছাইকে গুনাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। গরম ছাই ভক্ষণকারী যেমন তীব্র কষ্ট ভোগ করে, ঠিক তেমনি গুনাহগার ব্যক্তিও দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু নেককার ব্যক্তিকে অনুরূপ কোন তীব্র কষ্ট বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না; বরং তাকে কষ্ট দেওয়া এবং তার হক নষ্ট করার জন্য তার প্রতিপক্ষই শাস্তি ভোগ করবে।

৩১৯. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَهْضِلْ رَحِمَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের হায়াত (আয়ুষ্কাল) বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২০. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالسَّيْئَةِ مَا لَمْ يَنْخَلُ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَنْبِلَةُ السُّجْدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كُنَّا نَأْكُلُ الْبُرِّ حَتَّى نَذْمِنُوا مِثْلَ نَحْيُونِ وَإِنْ أَحَبَّ مَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّا صَدَقَةُ اللَّهِ نَعَالِي أَرْجُوَا بِرَّهَا وَذَخَرُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَضَعُفَهَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَ ذَلِكَ مَالٍ رَابِعٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ وَقَدْ مَسَعَتْ مَا قُلْتُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَسَّسَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, প্রচুর খেজুর বাগানের মালিক আবু তালহা মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিত্তশালী লোক ছিলেন। তার সমগ্র সম্পদের মধ্যে ‘বাইরা হাআ’ নামক খেজুর বাগানটি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। বাগানটি ছিল মসজিদে নববীর সামনের দিকে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ঢুকে বাগানের মধ্যকার মিষ্টি পানি পান করতেন। এই আয়াত যখন নাখিল হলো : ‘তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহর রাহে) ব্যয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না” (সূরা আলে ইমরান : ৯২), তখন আবু তালহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিমাময় আল্লাহ আপনার ওপর নাখিল করেছেন : তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহর রাহে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না। ‘বাইরা হাআ’ নামক বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর রাহে দান (সাদকা) করে দিলাম। আমি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা পোষণ করি।

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এটাকে কাজে লাগান। রাসূলে আকরাম (স) বললেন : আচ্ছা এটাত বেশ লাভজনক সম্পদ। আর তুমি যা বলেছ তাও আমি শুনেছি। এখন এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করে দেয়াই আমি সমীচীন মনে করি। আবু তালহা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বললেন, আমি তা-ই করবো। এরপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي لَأَجْرٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ بَمَ كِلَاهُمَا قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعِي إِلَى وَالِدَيْكَ فَاحْسِنِي صُحْبَتَهُمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَاذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدِي .

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন ‘আস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরত করার বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই; এবং (এজন্যে) আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার বাপ-মায়ের কেউ কি বেঁচে আছে ? সে বললো : হ্যাঁ, তারা উভয়েই বেঁচে আছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরপরও তুমি আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান আশা কর ? লোকটি বললো : ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন : ‘তাহলে তুমি বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাও; তাদের সাথে সদাচরণ করো এবং তাদের খেদমত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের শব্দগুলো সহীহ মুসলিমের। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। এত লোক তাঁর নিকটে এসে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন : তোমার পিতামাতা বেঁচে আছে কি ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন তাহলে তাদের খেদমত করাকেই জিহাদ মনে কর।

৩২২. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّاهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন : সদাচরণ লাভের পরিবর্তে সদাচরণকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী হল সেই ব্যক্তি যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে আবার তা স্থাপন করে। (বুখারী)

৩২৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে (দো'আর ছলে) বলে : 'যে আমায় জুড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে জুড়ে দেবেন। যে আমায় ছিঁড়ে ফেলবে, আল্লাহ তাকে ছিঁড়ে ফেলবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৪. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ عَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَ لَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ : أَوْفَعَلْتَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَحْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لَاجْرِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৪. উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা বিনতে হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একটি ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু সে জন্যে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিলেন না। তিনি পালারূপে যেদিন মাইমুনার ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি জানেন? আমি আমার বাঁদীটাকে মুক্ত করে দিয়েছি?' তিনি বললেন : 'তুমি কি তাকে মুক্তি দিয়েছো। মাইমুনা বললেন : 'হ্যাঁ'। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তুমি যদি এই বাঁদীটাকে তোমার মামাদের দিয়ে দিতে, তাহলে আরও বেশি সওয়াব অর্জন করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৫. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ عَلَى أُمِّیْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّیْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّیْ قَالَ نَعَمْ صَلَّيْ أُمَّكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৫. হযরত আস্মা বিনতে আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনায এলেন। তখনও পর্যন্ত তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : 'আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার

জন্য এসেছেন। আমি কি আমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর।

(বুখারী ও মুসলিম)

۳۲۶. عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ائْتِيهِ أَتَتْ فَلَنُطَلِّقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرَهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَنْ جُزِيَ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى آبَتَائِهِمَا فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرَهُ مَنْ نَحْنُ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هُمَا قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الزَّيَابِ قَالَتْ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের জ্বী এবং সাকীফ গোত্রের কন্যা হযরত যয়নাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করো; এমন কি, তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও। যয়নাব বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের (স্বামী) কাছে ফিরে এসে বললাম : আপনি তো দরিদ্র এবং সামান্য ধন-মালের অধিকারী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) সাদকা করার হুকুম দিয়েছেন। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার সব দান-খয়রাত আপনাকে দিলে তা সঙ্গত হবে কিনা? আবদুল্লাহ বললেন : তার চেয়ে বরং তুমি নিজে গিয়েই তাঁর কাছে থেকে জেনে এস। এরপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় গিয়ে দেখি, সেখানে আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে। আমাদের উভয়ের প্রসঙ্গ একই ধরনের। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এক অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল।

এই সময় বিলাল আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জন মহিলা আপনার দরজায় অপেক্ষমান। তারা আপনার কাছে জানতে এসেছে, আমরা যদি আমাদের স্বামীদের এবং আমাদের প্রতিপালিত ইয়াতীমদের দান-খয়রাত করি, তবে কি তা আমাদের জন্যে সঙ্গত হবে? তবে আমরা কে, এ বিষয়ে আপনি তাঁকে কিছুই জানাবেন না। বিলাল (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : মহিলা দু'টি কে ? তিনি বললেন : একজন আনসার মহিলা এবং অপরজন যয়নব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন : এ কোন্ যয়নব ? বিলাল (রা) বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এদের উভয়ের জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে : (এক) নিকটাত্মীয়তার সওয়াব, (দুই) দান-খয়রাতের সওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৭. وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ صَخْرَيْنِ حَرْبٍ رَضِيَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ هِرْقَلٍ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لِأَبِي سَفْيَانَ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ : يَقُولُ : أَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ - متفق عليه

৩২৭. হযরত আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে (আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞেস করল : তিনি (অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আদেশ করে থাকেন ? আবু সুফিয়ান বলেন : আমি বললাম, তিনি (নবী) বলেন : তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করোনা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা (এ বিষয়ে) যা বলেছে, তা পরিহার করো। এ ছাড়া তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ইত্যাকার কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২৮. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يَذْكُرُ فِيهَا الْفَيْرَاطُ وَفِي رَوَايَةٍ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْفَيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا - وَفِي رَوَايَةٍ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَاحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا - رواه مسلم.

৩২৮. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন : একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন : তোমরা শীঘ্রই এমন একটি অঞ্চল (জনপদ) দখল করবে, যেখানে 'কীরাত' (সওয়াবের একটি বিশেষ পরিভাষা) সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় আছে : তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নামোল্লেখ করা হয়। অতএব, তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে; এটা যখন তোমরা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি দয়াশীল হবে। কেননা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (মুসলিম)

৩২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ يَا بَنِي كَعْبٍ بَنِي لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةٍ بَنِي كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا

بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بِلَالُهَا -
 رواه مسلم

৩২৯. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, ‘নিজের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করো’ (সূরা আশ-শু‘আরা : ২১৪) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ডাকলেন। তাতে সাড়া দিয়ে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, ইতর-ভদ্র সবাই এক স্থানে জড়ো হলো। তিনি সবার উদ্দেশে বললেন : ‘হে ‘আবদে শামসের বংশধর! হে কা’ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! নিজেদেরকে আগুনের সাজা থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো। হে আবদে মান্নাফের বংশধর! নিজেদেরকে আগুনের সাজা থেকে বাঁচাও। হে হাশেমের বংশধর! নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! নিজেদেরকে আগুন থেকে। হে ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচানোর মালিক আমি নই। (আমার অবস্থান) শুধু এটুকুই যে, তোমাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি (দুনিয়ায়) এর হক আদায় করতে চেষ্টা করবো। (মুসলিম)

৩৩০. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيَسُوءُوا بِأَوْلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلَاهُ بِبِلَالِهَا -
 متفق عليه .

৩৩০. হযরত ‘আমর ইবনে আ’স (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে (গোপনে নয়) বলতে শুনেছি : অমুকের বংশধরগণ আমার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক নয়, আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হলেন (মহান) আল্লাহ এবং পুণ্যবান মুমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি তা অটুট রাখার চেষ্টা করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩১. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ - متفق عليه

৩৩১. হযরত আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যয়েদ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকো, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করোনা, নামায কয়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখো।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৩২. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

৩৩২. হযরত সালমান ইবনে আ'মের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ এতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পাওয়া যায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা এটা পবিত্র এবং পবিত্রতা বিধানকারী। তিনি আরো বলেন, নিঃস্বকে (মিসকিনকে) দান-খয়রাত করা সাদকা হিসেবে গণ্য। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দুটো বিষয় স্মর্তব্য : এক, দান-খয়রাত করা এবং দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। (তিরমিযী)

৩৩৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ : طَلِّقْهَا فَإَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু (পিতা) উমর তাকে পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি আমায় বললেন, তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দিয়ে দাও। আমি তাঁর এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করলাম। উমর (রা) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বিষয়টি জানালেন। এরপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় ডেকে বললেন : 'স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।' (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৩৪. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِيْ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِيْ بِطَلَاقِهَا ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاصْغِ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৩৪. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো : আমার একটি স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্যে আমায় নির্দেশ দিয়েছেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বাপ-মা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি মজবুত দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটি ভেঙ্গেও ফেলতে পারো কিংবা সংরক্ষণও করতে পারো। (তিরমিযী)

৩৩৫. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৩৫. হযরত বারআ ইবনে আযিব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : খালা মায়ের সমতুল্য। (তিরমিযী)

এই অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত বহু সংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলো এখানে সংযোজন করা হলো না। এর মধ্যে ‘আমর ইবনে আন্বাসা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসও রয়েছে। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ (يَعْنِي فِي أَوَّلِ النَّبَرَةِ) فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ : أَرْسَلَنِي اللَّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ يَا شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوحِدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

‘আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন : নবুয়্যতের প্রথম দিকে আমি মক্কায় এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম আপনি কে ? তিনি বললেন : (আল্লাহর) নবী। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : নবী কাকে বলে? তিনি বললেন : আল্লাহ আমায় পাঠিয়েছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : কি জিনিস নিয়ে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন : “তিনি (আল্লাহ) আমায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মূর্তি চুরমার করা, আল্লাহর একত্বের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করার নির্দেশসহ পাঠিয়েছেন।” (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একচল্লিশ

বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া, তাদের কথা অমান্য করা
এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে দুনিয়ায় আবার তোমরা অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে একজনে অপর জনের গলা কাটবে ? এরা তো এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহ লানৎ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন।

(সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘যেসব লোক আল্লাহর সাথে মজবুত ওয়াদা করার পর তা

ভঙ্গ করে, যারা এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আর যারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের ওপর লানৎ। তাদের জন্য আখিরাতে থাকবে খুবই খারাপ জায়গা।’ (সূরা আর রা’দ : ২৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَبٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমাদের প্রভু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, তোমরা কেবল তাঁরই বন্দেগী করবে এবং বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়েই বুড়ো অবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে ‘উহ’ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে তিরস্কার করবে না; বরং তাদের সাথে অতীব মর্যাদার সাথে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে আর এই দো‘আ করতে থাকবে : ‘হে আল্লাহ! তাদের প্রতি দয়া (রহম) কর যেমন করে তারা ছোট বেলায় আমাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

৩৩৬. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَانِ ثَلَاثًا قُلْنَا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৬. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই ইবনে হারিস (রা) বলেন. একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বললেন : আমি কি তোমাদেরক সবচেয়ে বড় গুনাহটির কথা জানাব ? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন : তা হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া। এ কথাগুলো বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এরপর সোজা হয়ে বসে আবার বললেন : সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও (সবচেয়ে বড় গুনাহ)। তিনি কথাগুলো বারবার বলে যাচ্ছিলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থেমে যেতেন! (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكِبَانُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কবীরা গুনাহ হলো— আল্লাহর সাথে (কাউকে) শরীক করা, বাপ-মায়ের অবাধ্য হওয়া, (অকারণ) কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা।

(বুখারী)

৩৩৮. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ إِنْ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

৩৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বড় গুনাহসমূহের মধ্যে একটি হলো, (নিজের) মা-বাপকে গাল দেয়া। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক কি তার মা-বাপকে গাল দিতে পারে? তিনি বললেন : 'হাঁ'। লোকেরা একজন অন্যজনের বাবাকে গাল দেয় আর সে এর জবাবে তার বাবাকে গাল দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গাল দেয় আর (এর জবাবে) দ্বিতীয়জন প্রথম জনের মাকে গাল দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে : সবচাইতে বড় গুনাহর মধ্যে একটি হলো, কোনো ব্যক্তির তার মা-বাপকে লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কি তার মা-বাপকে লা'নত করতে পারে? (তিনি বললেন, হ্যাঁ) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাপকে লা'নত করে, আর সে আবার তার বাপকে লা'নত করে। এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে লা'নত করে। জবাবে ঐ ব্যক্তি এ ব্যক্তির মাকে লা'নত করে।

৩৩৯. عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سَفْيَانٌ فِي رَوَايَتِهِ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৯. হযরত আবু মুহাম্মদ যুবাইর ইবনে মুত্য়াম বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছিন্কারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আবু সুফিয়ান এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এর অর্থ হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৪০. عَنْ أَبِي عَيْسَى الْمُغْبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَمَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَّ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৪০. মুগীরা ইবনে ও'বাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'আলা বাপ-মাকে কষ্ট দেয়া, কার্পণ্য করা, অন্যায়ভাবে অন্যের মাল দাবি করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, বেশি পরিমাণে চাওয়া এবং সম্পদ ধ্বংস করা তোমাদের জন্যে অপসন্দ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বিয়াজিশ

মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য সম্মাননা
লোকদের সাথে সদাচরণ করার সুফল

৩৪১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ أَبِرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبِيهِ - رواه مسلم

৩৪১. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো : কোনো ব্যক্তির তার বাবার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা। (মুসলিম)

৩৪২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صَلََةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ - رواه مُسْلِمٌ

৩৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন : একদা জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে সাক্ষাত করলো। ইবনে উমর (রা) তাকে সালাম করলেন এবং তাঁর বাহন গাধার পিঠে তাকেও তুলে নিলেন। (শুধু তা-ই নয়) তিনি নিজের পাগড়ীটাও তাকে মাথায় পরিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন : আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে মঙ্গল করুন; বেদুঈনরা তো অল্পতেই সন্তুষ্ট লাভ করে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন : এই লোকটির পিতা উমরের বন্ধু ছিল। আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি : নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো : বাবার বন্ধুদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করা। (মুসলিম)

৩৪৩. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةً يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذَا مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : أَلَسْتَ بِنِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ؟ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَأَعْطَاهُ وَالْعِمَامَةَ وَقَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرَ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلَّى وَإِنْ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلِمٌ -

৩৪৩. হযরত ইবনে দীনার থেকে ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন : তার একটি গাধা ছিল। তিনি মক্কায় গমনকালে উটের পিঠে চড়তে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। ফলে বিশ্রামের জন্যে তিনি এ গাধার পিঠে চড়তেন এবং নিজের পাগড়ীটা মাথায় জড়িয়ে নিতেন। বরাবরের অভ্যাস মতো একদিন তিনি এ গাধার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক নও ? ইবনে উমর বললেন : ‘হাঁ’। ইবনে উমর তাকে গাধাটা দিয়ে বললেন : এর পিঠে আরোহন কর। এরপর তাঁর পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে বললেন : এটা মাথায় বাঁধো। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁকে বললেন : আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। গাধাটা আপনি বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন, অথচ এর ওপর আপনি আরোহন করতেন। এমনকি, পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে দিলেন, অথচ এটা আপনি মাথায় পরতেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নেক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেক কাজ হলো : বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুর পরিবারবর্গের সাথে সাদাচরণ করা। উল্লেখ্য, এ ব্যক্তির পিতা হযরত উমর (রা)-এর বন্ধু ছিল। (মুসলিম)

৩৪৪. عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ بَضْمَ الْهَمْزَةِ وَفَتِحَ السِّينِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَصَلَّةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَكَرَمُ صَدِيقَيْهِمَا - رواه ابو داود

৩৪৪. হযরত আবু উসাইদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এ সময় বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! মা-বাপের মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সাদাচরণ করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় কি ? বর্তালে তা কিভাবে পালন করতে হবে ? তিনি বললেন : হাঁ, তাদের কল্যাণার্থে দোআ করো, তাদের গুনাহ মুক্তির জন্যে ক্ষমা চাও, তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করো, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাদাচরণ করো। (এ কারণে যে, এরা তাদেরই আত্মীয়) এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। (আবু দাউদ)

৩৪৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرَبَّاهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَغْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَانَتِي خَدِيجَةَ فَرَبَّاهَا قُلْتُ لَهُ كَانَ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ ! فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَهْدِي فِي خِلَابِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ أَرْسَلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

৩৪৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জ্বীদের মধ্যে খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো, অন্য কারো প্রতি তেমনটা হতো না। অথচ আমি তাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তিনি (নবী করীম) প্রায়শই তাঁর কথা বলতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল (কিংবা দুধা) যবাই করতেন এবং তার গোশত টুকরা টুকরা করতেন, তখন তা খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের কাছে অবশ্যই পাঠাতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে বলতাম, সম্ভবত খাদীজার মতো আর কোনো নারী দুনিয়ায় ছিল না। তিনি (তাঁর প্রশংসা করে) বলতেন : সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল (অর্থাৎ নানাভাবে তাঁর উল্লেখ করতেন)। তার গর্ভে আমার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো ছাগল (কিংবা দুধা) যবাই করতেন, তার গোশত খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের কাছে যথাসাধ্য পাঠানোর চেষ্টা করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে : তিনি যখন ছাগল (কিংবা দুধা) যবাই করতেন, তখন বলতেন : খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে গোশত পাঠাও। অপর এক বর্ণনাতে আয়েশা (রা) বলেন, খুয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার বোন হালাহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অনুমতি চাইলেন। তখন খাদীজা (রা)-এর অনুমতি চাওয়ার কথা তাঁর মনে ভাব্বর হয়ে উঠল। এতে তিনি আবেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহ! হালাহ বিন্তে খুয়াইলিদ এসেছে।

৩৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَخْذُ مِنِّي فَقُلْتُ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْإِتْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْنًا أَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন : (একদা) আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে কোনো এক সফরে রওয়ানা হলাম। তিনি আমার খুব খেদমত করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বারণ করে বললাম : আপনি এ রকম করবেন না। তিনি (জারীর) বললেন : আমি আনসারদের দেখেছি, তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক কাজ করে দিচ্ছেন। তাই আমি অঙ্গীকার করেছি, আমি তাদের মধ্যে যারই সাথে থাকিনা কেন, তারই খেদমত করতে থাকব। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তেতাগ্লিশ

রাসূলে আকরাম (স)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
এবং তাদের মর্যাদার সুরক্ষা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আল্লাহ এটাই চান যে, তিনি তোমাদের নবীর পরিবারের সদস্যদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করে তুলবেন।’

(সূরা আল-আহযাব : ৩৩)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবে; কারণ এটা অন্তরের তাকওয়ার ব্যাপার।’ (সূরা আল-হজ্জ : ৩২)

৩৪৭ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبَّانَ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضٍ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدَّثَنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي وَقَدَّمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَأَقْبِلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى حُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّئِنَى عَلَيْهِ وَوَعِظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَزِيدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ أُلُ عَلَى وَالْ عَقِيلِ وَالْ جَعْفَرِ وَالْ عَبَّاسِ رَضٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ إِلَّا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ -

৩৪৭. হযরত ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান বর্ণনা করেন, (একদা) আমি, হুসাইন ইবনে সাবরা এবং আমার ইবনে মুসলিম (রা) যাবেদ ইবনে আরকাম (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বসলে হুসাইন তাকে বললেন : হে যাবেদ! আপনি অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যাবেদ! আপনি অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। হে যাবেদ! আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন : হে ভতিজা! আল্লাহর কসম! আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার যুগ বাসি হয়ে গেছে। সর্বোপরি, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু মুখস্ত করেছিলাম, তার কিছু কিছু অংশ ভুলে গেছি। সুতরাং আমি তোমাদের যা বলবো তা মেনে নেবে আর যা বলবো না, তার জন্যে আমায় কষ্ট দেবে না। এরপর তিনি বললেন : একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘খুমা’ নামক একটি কূপের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে শুরু

করলেন। জায়গাটি মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। প্রথমেই তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন, লোকদেরকে উপদেশ দিলেন এবং শান্তি ও শান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন : ‘হে জনগণ! সাবধান হয়ে যাও। হয়তো শীগগীরই আমার প্রভুর দূত এসে যাবে এবং আমাকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথ-নির্দেশনা (হেদায়েত) এবং আলোক রশ্মি। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধারণ দৃঢ়ভাবে করো এবং তাকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখো।’

হযরত য়ায়েদ বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন এবং তদনুসারে কাজ করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেন : ‘দ্বিতীয়টি হলো; আমার ‘আহলি বাইত’ (পরিবারবর্গ)। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভুলে যাবে না)।’ হুসাইন তাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে য়ায়েদ! তাঁর আহলি বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর আহলি বাইতের শামিল নন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীরাও আহলি বাইতের শামিল। আর ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, তাঁর ইন্তেকালের পর যাদের প্রতি সাদ্কা খাওয়া নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে, তারাও তাঁর পরিবারবর্গের শামিল। হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে কে? য়ায়েদ বললেন, তাঁরা হলেন : ‘আলী (রা), আকীল (রা), জাফর (রা) ও আব্বাস (রা)-এর বংশধরগণ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এঁদের সবার প্রতি কি সাদ্কা নিষিদ্ধ ছিল? তিনি (য়ায়েদ) বললেন : ‘হ্যাঁ’।

(মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে : সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব, (এটা হলো আল্লাহর রশি— অর্থাৎ আল্লাহর সাথে বান্দার যোগসূত্র।) যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে হেদায়েতের নির্ভুল ও সঠিক পথেই থাকবে। আর যে ব্যক্তি একে ছেড়ে দেবে, সে গোমরাহ বা ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে।

৩৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ مَوْفُوقًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : أَرْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৩৪৮. হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মওকুফরূপে বর্ণনা করেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করো।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : চুম্বাঙ্গিণ

বয়স্ক আলেম ও সম্মানিত লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান, তাদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গ।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ -

রিয়াদুস সালাহীন

মহান আল্লাহ বলেন : ‘ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, যে জানে আর যে জানে না, তারা উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে ? বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।’ (সূরা আয-যুমারঃ ৯)

৩৬৭. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلًا سِنًا أَوْ إِسْلَامًا وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةً تَهُمُ سَوَاءً فَيُؤْمَرُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَرُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا -

৩৪৯. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে কুরআন পড়ে, সে-ই লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পাঠে সবাই সমান হয়, তবে যে অধিক হাদীস (সুন্নাহ) জানে। যদি হাদীসেও তারা সমান হয়, তবে যে প্রথমে হিজরাত করেছে। যদি হিজরাতেও সমান হয়, তবে যে অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তি সে (ইমামতি করবে)। কোনো ব্যক্তি যেন অপর কোনো ব্যক্তির অধিকার ও প্রতিপত্তির এলাকায় ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া যেন সে তার সম্মানের স্থলে (নির্দিষ্ট আসনে) না বসে। (মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় ‘বয়সের দিক থেকে অগ্রসর’ কথাটির স্থলে ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রসর কথাটির উল্লেখ রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে পড়ে এবং কিরাআতের দিক থেকেও অগ্রসর, সে-ই লোকদের ইমামতি করবে। যদি কিরাআতের দিক থেকেও তারা সমান হয়, তবে হিজরতের দিক থেকে অগ্রসর ব্যক্তিই ইমামতি করবে। যদি হিজরাতেও সমান হয়, তবে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে।

৩৫০. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوْوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَلَوْ كُنْتُمْ لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْ لَوْ الْأَحْلَامُ وَالنَّهْيُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫০. হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন : সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্ন রকমে (কাতার বাঁকা করে) দাঁড়াবে না; তাতে তোমাদের অন্তরগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্তরে মতানৈক্যের সৃষ্টি হবে)। তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ও

বুদ্ধিমান লোকেরাই যেন আমার কাছাকাছি (প্রথম কাতারে) থাকে। এরপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা, এরপর (উভয় বিষয়ে) যারা তাদের কাছাকাছি, তারা (দাঁড়াবে)। (মুসলিম)

৩৫১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَآيَاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ - رواه مسلم

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান, তারা যেন আমার কাছাকাছি (প্রথম কাতারে) দাঁড়ায়। এরপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি, তারা দাঁড়াবে। (তিনি তিনবার এ কথা বলেন) তিনি আরো বলেনঃ তোমরা মসজিদকে বাজারে পরিণত করা থেকে দূরে থাকো। (অর্থাৎ মসজিদে বাজারের মতো হট্টগোল করোনা।) (মুসলিম)

৩৫২. عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ وَقِيلَ أَبِي مُحَمَّدٍ سَهْلٍ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةُ بْنُ مُسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَبِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَتَبَيَّلَا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةُ وَخَوِصَّةُ ابْنَا مُسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِيرٌ كَبِيرٌ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اتَّخَلِفُونِ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫২. হযরত আবু ইয়াহুয়া কিংবা আবু মুহাম্মদ সাহল ইবনে আবু হাস্মা আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন : একদা আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ খাইবার অঞ্চলে গেলেন। তখন খাইবারবাসী মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারপর দু'জনে নিজ নিজ কাজে আলাদা হয়ে গেলেন। পরে মুহাইয়াসা আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন, তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে রক্তমাখা শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর মুহাইয়াসা তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এলেন। আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়াসা ও হুয়াইয়াসা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'বয়োজ্যেষ্ঠকে বলতে দাও', 'বয়োজ্যেষ্ঠকে বলতে দাও'। আবদুর রহমান ছিলেন দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাই তিনি চুপ মেরে গেলেন। এরপর অন্য দু'জন মুহাইয়াসা ও হুয়াইয়াসা কথা বললেন। রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমরা কি হলফ করে বলতে পারবে, হত্যাকারী কে ? তাহলে তোমরা রক্তপণের হকদার হবে।' অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বিবৃত করা হয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৫৩. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ (يَعْنِي فِي الْقَبْرِ) ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৫৩. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে নিহত দু'জন শহীদকে একই কবরে দাফনের জন্য নিচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, এ দুজনের মধ্যে কে অধিক কুরআনে হাফেজ? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হতো, তিনি তাকে কবরে আগে (ডান দিকে) রাখতেন।

৩৫৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكَ بِسَوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَأَوَّلْتُ السَّوَاكَ الْأَصْغَرَ فَقِيلَ لِي : كَبُرَ قَدْ فَعَلْتَهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُسْنَدًا وَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

৩৫৪. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মিসওয়াক করছি। এ সময়ে দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বয়সে অপরজনের চেয়ে বড়। আমি বয়সে ছোট ব্যক্তিকে মিসওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হলো, বড়কে মিসওয়াকটি দিন। অতএব, আমি বয়স্ক ব্যক্তিকে মিসওয়াকটি দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৫৫. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الثَّغَالِيِّ فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৫৫. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বয়স্ক মুসলমানকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক (অর্থাৎ কুরআনের হাফেজ ও কুরআন বিশারদ) যদি তাতে (অর্থাৎ কুরআনের শব্দ ও অর্থের মধ্যে) বাড়াবাড়ি কিছু না করে, তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই শামিল। (আবু দাউদ)

৩৫৬. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ حَقٌّ كَبِيرُنَا.

৩৫৬. হযরত আমর ইবনে শু'আইব এবং তার পিতা ও দাদার বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) আবু দাউদের আরেকটি বর্ণনা : যে আমাদের বড়দের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক নয়, (সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়)।

৩৫৭. عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا سَأَلَتْ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ : فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنْ كَانَ مَيْمُونٌ : لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ صَحِيحِهِ تَعْلِيْقًا فَقَالَ وَذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةَ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৩৫৭. হযরত মাইমুন ইবনে আবু শু'আইব বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর সম্মুখ দিয়ে একটি ভিক্ষুক যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) তাকে এক টুকরা রুটি খেতে দিলেন। এরপর তার সামনে দিয়ে সুবেশধারী একটি লোক যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিন বললেন : রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের পদ-পদবী অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করো।' (আবু দাউদ)

ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে মায়মুনার দেখা হয়নি। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে একে মু'আত্তাক হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পদ-পদবী অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করার জন্যে আমাদের হুকুম দিয়েছেন। ইমাম হাফেজ আবু আবদুল্লাহ তাঁর 'মারেফাতে উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে এ হাদীসটির উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ হাদীস।

৩৫৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُبَيْدُ بْنُ حِصْنٍ فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يَذْنِبُهُمْ عُمَرُ رَضِيَ عَنْهُمَا وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسٍ عُمَرُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ عَنْهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ عَنْهُمَا حَتَّى هُمْ أَنْ يَوْقَعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৩৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা উয়াইনা ইবনে হিসুন (মদীনায়) এল। সে তার ভাইপো হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হলো। হুর ইবনে কায়েস উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কুরআনবিদগণও উমর (রা)-এর পরিষদবর্গ ও উপদেষ্টা পরিষদ (মসজিদে শূরা)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উয়াইনা তার ভাইপোকে বললো : 'হে ভতিজা! এই আমীর (উমর) পর্যন্ত তোমার অবাধে পৌছার অধিকার রয়েছে।

সুতরাং তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে একটু অনুমতি নিয়ে দাও। উয়াইনা তার কাছে অনুমতি চাইল। উমর (রা) তাকে অনুমতি দিলেন। উয়াইনা তাঁর কাছে পৌঁছে বললো : ‘হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ্র কসম! তুমি না আমাদের বাড়তি কিছু দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা কর।’ এ কথায় উমর (রা) খুব জ্রুদ্ধ হলেন, এমন কি তাকে কিছুটা মারধোর করারও ইচ্ছা করলেন। তখন হুর তাঁকে বলল : হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন : হে নবী! নম্রতা ও মার্জনায় নীতি অনুসরণ করো। সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়োনা; বরং তাদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আল-আ’রাফঃ ১৯৯)। হুর বলেন : ‘এ ব্যক্তি মূর্খ লোকদেরই একজন।’ আল্লাহ্র কসম! উমর এ আয়াত শুনে তাঁর জায়গা ছেড়ে মোটেই সামনে এগোননি; কেননা তিনি আল্লাহ্র কিতাবের সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিলেন। (বুখারী)

৩৫৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ قَالَ : لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ هُنَا رَجُلًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৯. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস মুখস্ত করতাম। সেসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো বাধা ছিল না। শুধুমাত্র একটি বাধা ছিল; আর তা হলো, এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে অগ্রসর। (তাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতে আমি সংকোচ বোধ করতাম)। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬০. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَبِضَ اللَّهُ لَهُ مِنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৬০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোনো তরুণ কোনো বয়স্ক লোককে তার বার্ধক্যের দরুন সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহও তার বৃদ্ধ বয়সে এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে। (তিরযী)

অনুচ্ছেদ : পঁয়তাল্লিশ

পুণ্যবান লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, তাদের বৈঠকগুলোতে উঠা-বসা, তাদের সাহচর্যে অবস্থান, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা, তাদের দিয়ে দোআ পরিচালনা, এবং বরকতময় ও মর্যাদাবান স্থানসমূহ পরিদর্শন।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِلَى قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا -

মহান আল্লাহ্ বলেন : (তখনকার কথা স্মরণ কর) যখন মুসা তার সফর-সঙ্গীকে বললো, আমি আমার সফরের ইতি টানবোনা যতক্ষণ না দুই নদীর মিলন-স্থলে পৌঁছব। নচেত, এক সুদীর্ঘকাল ধরে আমি শুধু চলতেই থাকব। এরপর যখন তারা দুই নদীর মিলন-স্থলে পৌঁছল, তখন তারা নিজেরা তাদের মাছের কথা বেমালাম ভুলে গেল। ফলে মাছটি ছুটে গিয়ে এমনভাবে নদীর পথ ধরল, যেন তা সুরঙ্গে ঢুকে গেছে। আরো সামনে এগিয়ে মুসা তার সঙ্গীকে বললো, আমাদের নাশতা (খাবার) নিয়ে আস। এই সফরে আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গী বললো : আমরা যখন সেই প্রস্তরভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? তখন আমি মাছের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমায় একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটা বিশ্বয়করভাবে বের হয়ে নদীতে পালিয়ে গেল। মুসা বলল, আমরা তো এটাই চাইছিলাম। এরপর তারা উভয়েই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পুনরায় ফিরে এল। সেখানে তারা আমার একজন বান্দাকে খুঁজে পেল। তাকে পূর্বেই আমরা স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এমন কি, নিজের পক্ষ থেকে তাকে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানও দিয়েছিলাম। মুসা তাকে বললো : আমি কি এ শর্তে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকেও কিছু শিক্ষা দেবেন? (সূরা আল-কাহাফ : ৬০-৬৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.

আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘আর তোমার হৃদয়কে সেইসব লোকের সাহচর্যে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে এবং তাঁদের থেকে কক্ষনো অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না।’ (সূরা আল-কাহাফ : ২৮)

৩৬১. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ آيْمَنَ رَضِيَ نَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَاَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا - رواه مسلم

৩৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বলেন : আমাদের সঙ্গে (শেষবে রাসূলে অন্যতম লালনকারী) উম্মে আইমানের কাছে চলুন। রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন, আমরাও সেভাবে তার সাথে সাক্ষাত করবো। তাঁরা উভয়ে যখন তাঁর কাছে পৌঁছলেন, তিনি (উম্মে আইমন) কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না,

রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহর কাছে অশেষ কল্যাণ মজুদ রয়েছে ?' তিনি জবাবে বললেন : আল্লাহর কাছে রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে যে কল্যাণ মজুদ রয়েছে, তাতো আমার জানাই আছে। আমি সে জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি এজন্যে কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনো অহী নাযিল হবে না। তাঁর এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

৩৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ تَرِيدٍ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرَبُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ تَعَالَى فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসকারী তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে পথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিলেন। যখন সে রাস্তায় নেমে এল, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন ? জবাবে লোকটি বললো : এ শহরে আমার ভাই থাকে; তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল : আপনি কি তার কাছ থেকে কোনো আকর্ষণীয় জিনিস পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছেন ? লোকটি বললো : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমি তাকে ভালোবাসি; এর পিছনে অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফেরেশতা তাকে বললো : আমি আল্লাহর দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি শুধু এ কথা জানানোর জন্যে যে, আপনি যেভাবে ঐ লোকটিকে ভালোবাসেন, আল্লাহ সেভাবেই আপনাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম)

৩৬৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَشَاكَ وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় কিংবা নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে : তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথ-চলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার মর্যাদা উন্নত হোক। (তিরমিযী)

৩৬৪. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَمَا مِلَ الْمِسْكُ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحَذِّبَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ نِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُثْنِنَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৪. হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সৎ সহচর ও অসৎ সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলো : একজন কষ্টুরীর ব্যবসায়ী, অন্যজন হাপর চালনাকারী (অর্থাৎ কামার)। কষ্টুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কষ্টুরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এ দুটির একটিও না হয়, তবে তুমি অন্তত তার কাছ থেকে এর সুঘ্রাণটা পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ الْآرَبَ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ هَذِهِ الْخِصَالَ الْآرَبَ فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ وَاطْفَرِهَا وَأَحْرِصْ عَلَى نُحْبَتِهَا -

৩৬৫. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন : চারটি বিষয় বিবেচনা করে কোন মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে। (১) তার ধন-সম্পদ (২) তার বংশ মর্যাদা (৩) তার রূপ-সৌন্দর্য ও (৪) তার ধর্মপরায়ণতা। এর মধ্যে তুমি ধর্মপরায়ণা স্ত্রী লাভে সফলকাম হও; তোমার হাত কল্যাণে ভরপুর হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির মর্মবানী এই যে, পুরুষরা সাধারণত স্ত্রী নির্বাচনে উপরোক্ত চারটি বিষয়কে গুরুত্বদান করে। কিন্তু বিবেকবান লোকদের ধার্মিক স্ত্রী লাভেই বেশি আগ্রহ থাকা উচিত। এর মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত।

৩৬৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَبْرِيلَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ فَزَلْتُمْ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّْا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ -

৩৬৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল (আ)-কে বললেন : আপনি যতবার আমাদের সাথে সাক্ষাত করছেন, তার চেয়ে অধিকবার সাক্ষাত করতে কোন জিনিস আপনাকে বাধা দান করে? তখন এ আয়াত নাযিল হলো : 'হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারিনা। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পেছনে রয়েছে আর যা কিছু এর মাঝামাঝি রয়েছে, সবকিছুর অধিপতি তিনিই। তোমার প্রভু কখনো ভুলে যান না।' (সূরা মরিয়মঃ ৬৪) (বুখারী)

৩৬৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হওয়া না এবং মুত্তাকী (পরহেজগার) ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

রিয়াদুস সালাহীন

৩৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يَخَالِلُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোনো ব্যক্তি (সাধারণত) তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করেছে।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৬৯. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৩৬৯. হযরত আবু মুসা আশ'আরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি যাকে পছন্দ করে, সে তার সঙ্গী বলেই গণ্য হবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে : রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : এক ব্যক্তি কোনো এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে। কিন্তু (তার পক্ষে) তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বললেন : কোনো ব্যক্তির হাশর হবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে, যাকে সে পছন্দ করে।

১৭. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا ؟ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا مَا أَعَدَدْتُ لُهُمَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

৩৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : সে জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? লোকটি বললো : আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালবাসা। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস, তার সঙ্গেই থাকবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, লোকটি বললো : নামায, রোযা, সাদকা ইত্যাদিসহ বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি; কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।

৩৮১. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭১. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে (কিয়ামতের দিন) তারই সঙ্গী হবে ।
(বুখারী ও মুসলিম)

৩৮২ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : النَّاسُ مُعَادِنُ مُعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فِقَهُوْا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ

৩৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সোনা-রূপার খনির মতো মানুষও এক প্রকার খনি । তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলী যুগে শ্রেয় ছিলে, ইসলামী যুগেও তারা ই হবে শ্রেয়, যখন তারা (দীন ইসলাম সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবে । রূহগুলো সম্মিলিত সেনাবাহিনীর মতো । এদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যারা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল । আর যারা গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরস্পরে পৃথক ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।
(বুখারী ও মুসলিম) •

৩৭৩ . عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ وَهُوَ بِضَمِّ الهمزة وَفَتْحِ السِّينِ الثَّوَمَلَةِ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رَضِيَ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَقَالَ بَرَصٌ فَبَرَأَتْ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : آيِنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ آلا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَيْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ فَقَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلُ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفَرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاتَى أُوَيْسًا فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ : أَنْتَ أَحَدْتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفُطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَقَدُوا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ

مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرْنَيْنِ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمْ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهِمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمَرُّهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ - قَوْلُهُ غَبْرَاءُ النَّاسِ يَفْتَحُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةَ وَاسْكَاكِ الْبَاءِ وَبِالْمَدِّ وَهُمْ فَقَرَأُوهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ مِنْ أَخْلَاطِهِمْ وَالْأَمْدَادِ جَمْعٌ مَدَدٍ وَهُمْ الْأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجِهَادِ -

৩৭৩. হযরত উসাইর ইবনে আমর (রা) (যাকে ইবনে জাবেরও বলা হয়) বলেন : উমর (রা)-এর কাছে ইয়েমেনের অধিবাসীদের তরফ থেকে কোনো সাহায্যকারী দল এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন : তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইবনে আমর আছে কি ? শেষ পর্যন্ত (একদিন) উয়াইস (রা) এসে পৌঁছলেন। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি উয়াইস ইবনে আমর ? উয়াইস বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি 'মুরাদ' গোত্রের উপগোত্র 'কারণে'র সদস্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল যা থেকে আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন এবং আপনার মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ জমি অবশিষ্ট আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। উমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মা বেঁচে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। উমর বললেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র 'কারণে'র একজন সদস্য। সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে এবং তা থেকে সে মুক্তিও পাবে। তবে শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছু শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। তুমি যদি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহর মার্জনার জন্যে দো'আ করানোর সুযোগ পাও, তবে তা-ই করো।' (উমর বললেন), কাজেই আপনি আমার গুনাহর ক্ষমার জন্যে দো'আ করুন। সুতরাং তিনি (উয়াইস) তার (উমরের) গুনাহর জন্যে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করলেন।

উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ? তিনি বললেন, আমি কুফা যাওয়ার আশা রাখি। তিনি বললেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্যে লিখে জানাই ? তিনি বললেন : গরীব-নিঃস্বদের সঙ্গে বসবাস করাই আমার কাছে শ্রেয়তর। পরবর্তী বছর কুফার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে এল। তার সাথে 'উমরের দেখা হলে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। সে বললো, আমি তাকে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় দেখে এসেছি; তার ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তার জীবন উপকরণ খুবই সামান্য। উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে 'আমের নামে এক ব্যক্তি

তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র ‘করন’ বংশের একজন সদস্য। তার দেহে কুষ্ঠরোগ থাকবে এবং তা থেকে সে মুক্তি লাভ করবে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা তার অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোনো কিছুর জন্যে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দেন। তুমি যদি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্যে তাকে দিয়ে দো‘আ করাতে পারো তবে তা-ই করো।’

লোকটি হেজায থেকে ফিরে এসে উয়াইসের কাছে গিয়ে বললো : ‘আমার গুনাহ মার্জনার জন্যে একটু দো‘আ করুন।’ তিনি (উয়াইস) বললেন : ‘আপনি এই মাত্র এক বরকতময় সফর থেকে ফিরে এসেছেন। সুতরাং আপনিই বরং আমার গুনাহ মার্জনার জন্যে দো‘আ করুন।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি উমরের সাথে সাক্ষাত করেছেন ? সে বললো, হ্যাঁ। উয়াইস তার জন্যে দো‘আ করলেন। লোকেরা উয়াইসের মর্যাদার কথা জেনে গেল। উয়াইস সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবির (রা) বলেন : একদা কুফার অধিবাসীরা উমর (রা)-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালো। দলের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি প্রায়শ উয়াইস সম্পর্কে বিদ্রোহপন্থক কথাবার্তা বলত। উমর (রা) বললেন : এখানে ‘করন’ বংশের কেউ আছে কি ? তখন সেই লোকটি উঠে এল। উমর (রা) বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইয়েমেন থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবে। সে তার মাকে ইয়েমেনে একাকী রেখে আসবে। সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে এবং আল্লাহর কাছে দো‘আ করবে। তিনি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। শুধু এক দীনার কিংবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাত পাবে, সে যেন তাকে দিয়ে তার গুনাহ মুক্তির জন্যে দো‘আ করায়।’

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘তাবেয়ী বা পরবর্তী লোকদের মধ্যে উয়াইস নামে এক পুণ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তার মা (এখন) জীবিত আছে। তার দেহে সাদা কুষ্ঠের দাগ থাকবে। তোমরা যেন নিজেদের অপরাধ মার্জনার জন্যে তাকে দিয়ে দো‘আ করাও।’

৩৮৪. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذَنَ لِي وَقَالَ : لَا تَنْسَئَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَشْرِكُنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৭৪. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমায় অনুমতি দিয়ে বললেন : ‘হে ছোট ভাই! তোমার দো‘আর মধ্যে আমাদেরকে ভুলে যেও না।’ (উমর বললেন) তিনি এমন একটি কথা বললেন, যার বদলে গোটা দুনিয়াটা আমায় দিয়ে দিলেও আমি খুশি হতাম না। অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন, ‘হে ছোট ভাই! তোমার দো‘আর মধ্যে আমাদেরকেও शामिल করো।’ (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৭৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قَبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩৭৫. হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে (মাঝে মাঝে) কুবা পল্লীতে যেতেন এবং সেখানকার মসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শনিবার রাহনে চেপে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে যেতেন। ইবনে উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

অনুচ্ছেদ : ছেচল্লিশ

আল্লাহর জন্যে ভালোবাসার ফযীলত এবং এ কাজে প্রেরণা দেয়া এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্যে যা বলা উচিত।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَهُمْ رُكْعًا سُحَدًا يَتَّبِقُونَ فُضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغْفِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গী (সাহাবী), তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর, (তবে) নিজেদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। তুমি তাদের দেখতে পাবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় কখনো রুকু করছে, কখনো সিজদাবনত রয়েছে। সিজদার দরুন এসব বন্দেগীর চিহ্ন তাদের মুখাবয়বেও পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তাদের (এসব) গুণাবলীর কথা তওরাত ও ইঞ্জিলেও বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টান্ত হলো; যেমন একটি শস্যদানা, প্রথমে সে তার অংকুর বের করলো, তারপর তাকে শাক্তিশালী করলো, তারপর তা হুটপুট হলো। তারপর তা নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়ালো। ফলে কৃষকের মনে আনন্দের সঞ্চার হলো, যেন তাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফিরদের (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ তাদের মার্জনা ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।’ (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ -

আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘আর যারা দারুল ইসলামে (মদীনায়) ও ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আসার) পূর্ব থেকেই অবিচল রয়েছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে আসা ভালোবাসে। (সূরা আল-হাশরঃ ৯)

৩৭৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ আশ্বাদন করেছে। (১) যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে (২) যে কোনো ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে আর (৩) আল্লাহ যাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে আশুনের মধ্যে নিক্ষেপ করার মতো খারাপ মনে করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ غَزًّا وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَخَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تَنْفِقُ بِمِثْنِهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যেদিন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ছায়াই থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর লোককে তিনি তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন : ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতা। ২. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল যুবক। ৩. মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। ৪. এমন দুই ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. একরূপ ব্যক্তি যাকে কোনো সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করেছে; কিন্তু সে এই বলে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছে যে, আমি তো আল্লাহকে ভয় করি। ৬. যে ব্যক্তি খুব গোপনে দান-খয়রাত করে, এমন কি তার দান হাত কিছু দান করলে বাম হাতও তা জানতে পারে না এবং ৭. এমন ব্যক্তি যে নিভৃত্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু’চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭৮. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيِنَ الْمُتَجَابُّونَ بِجَلَالِي آيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন : ওহে! যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছিল, আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (মুসলিম)

৩৭৯. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُمِئُوا وَلَا تُمِئُوا حَتَّى تَحَابُّوا - أَوْ لَا أَذْلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رواه مُسْلِمٌ -

৩৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না আর পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতো পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? (তাহলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

৩৮০. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَارْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ - رواه مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ .

৩৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্যে অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে আল্লাহ তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন : ‘(ফেরেশতা তাকে বলেন), নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যে রূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।’ (মুসলিম)

৩৮১. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنصَارِ : لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৮১. হযরত বারআ ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন : ঈমানদাররাই তাদের (আনসারদের) ভালোবাসেন আর মুনাফিকরাই তাদের ঈর্ষা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন আর যে ব্যক্তি তাদের ঈর্ষা করে (বা শত্রুতা পোষণ করে) আল্লাহ তাকে ঈর্ষা করেন (অর্থাৎ এর শাস্তি দেন)। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৪২. عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغِطُّهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮২. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহাসম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্যে (আখিরাতে) থাকবে নূরের মিনার (মঞ্চ) আর নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। (তিরমিযী)

৩৪৩. عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الشَّنَايَا وَ إِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالنَّهْجِ جِيرٍ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيُ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلٍ وَجْهٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ فَقَالَ اللَّهُ ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ فَقَالَ : اللَّهُ ؟ فَقُلْتُ اللَّهُ فَأَخَذَنِي بِحَبْوَةٍ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ فَقَالَ : أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَا لِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَا وَرَيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَا ذِلَيْنِ فِيَّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ

৩৮৩. হযরত আবু ইদ্রীস আল-খাওলানী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি দামেশকের মসজিদে ঢুকে দেখি, চকচকে দাঁতবিশিষ্ট জনৈক যুবক এবং তার আশপাশে বহু লোকের সমাবেশ। লোকেরা যখনি কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তা তাঁর দিকে (সমাধানের জন্যে) রুজু করছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করছে। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে জবাবে বলা হলো, তিনি মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)। পরদিন সকালে আমি খুব তাড়াতাড়ি (মসজিদে) উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তাঁকে নামায পড়তে দেখে আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করে বললাম : আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তা কি আল্লাহর জন্যে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি আমার চাদরের এক অংশ ধরে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করুন; কেননা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বৈঠকে মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর সাক্ষাত করে এবং আমারই জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, অর্থাৎ আমি তাদের ভালোবাসি।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

৩৮৬. عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৮৪. হযরত আবু কারীমাহ মিকদাদ ইবনে মা'দিকারিব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন তার এক মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তখন তাকে অবহিত করা উচিত যে, সে তাকে ভালোবাসে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩৮৫. عَنْ مَعَاذٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : يَا مَعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثُمَّ أَوْصِيكَ يَا مَعَاذُ لَا تَدَّ عَنْ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -

৩৮৫. হযরত মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন : হে 'মু'আয! আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমায় ভালোবাসি। এরপর তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, হে মু'আয! প্রত্যেক নামাযের পর এ দো'আটি না পড়ে ক্ষান্ত হয়ে না : 'আল্লাহুমা আইন্বী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক'; অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও উত্তমরূপে তোমার বন্দেগী করতে আমায় সাহায্য করো।' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

৩৮৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعْلَمْتَهُ قَالَ : لَا قَالَ : أَعْلِمَهُ فَلَحِقَهُ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أُحِبُّكَ اللَّهُ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (উপস্থিত লোকটি) বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি লোকটাকে ভালোবাসি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এ বিষয়টি তাকে জানিয়েছো? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাকে জানিয়ে দাও। সুতরাং সে তার সাথে দেখা করে বললো : নিশ্চয়ই আমি তোমায় আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বললো : আল্লাহ তোমায় ভালোবাসুন, যার জন্যে তুমি আমায় ভালোবাস। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : সাতচল্লিশ

আপন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন এবং এসব গুণাবলী

সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও অর্জন করার প্রয়াস

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : ('হে মুহাম্মদ!) তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও বড়ই করুণাময়।'

(সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

মহান আল্লাহ বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের ধীন ত্যাগ করে (তার জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ অতি সত্ত্বর এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে; তারা ঈমানদারদের প্রতি অতীব সদয় এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ প্রশস্ততার অধিকারী এবং মহাজ্ঞানী। (সূরা আল-মায়দা : ৫৪)

৩৮৭ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَّهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِذَّنَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা কিছু ফরয করেছি, তার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো জিনিস নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আর আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমার কাছাকাছি আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন সে যে কানে শোনে, আমি তার সেই কান হয়ে যাই; সে যে চোখে দেখে, আমি তার সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে, আমি তার সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমি তার সে পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা প্রদান করি এবং সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। (বুখারী)

৩৮৮ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبَهُ فَيَحِبُّ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبَهُ فَيَحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ

ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ - متفق عليه. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ : إِنِّي أَحَبُّ فَلَانًا فَاحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ : إِنِّي أَبْغَضُ فَلَانًا فَابْغِضُوهُ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَابْغِضُوهُ ثُمَّ تُوَضَّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ -

৩৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিব্রীল (আ) কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস। তারপর জিব্রীল তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন; কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর দুনিয়ায় তা গৃহীত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ ত'আলা যখনই কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখনই জিব্রীলকে ডেকে বলেন : আমি তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি; সুতরাং তোমরা তাকে ভালোবাস। তারপর জিব্রীলও তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করতে থাকেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন; সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাস। তারপর আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসে এবং দুনিয়ায় তা মনজুর হয়ে যায়। আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, কাজেই তুমিও তাকে ঘৃণা করো। তারপর জিব্রীল তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করতে থাকেন : আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন; সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। তারপর আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে আর দুনিয়ায়ও তাকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করা হয়।

৩৮৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : سَلُّوهُ لَائِي شَيْءٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : لَا تَهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ - متفق عليه

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি ছোট্ট সেনাদলের অধিনায়ক বানিয়ে পাঠান। সে তার সঙ্গীদের নামাযে ইমামতি করত এবং প্রতিটি ক্বিরাআতে সূরা ইখলাস পড়ত। এরপর তারা (মদীনায়) ফিরে এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা করল। তিনি বললেন : তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এরূপ করত ? এরপর তারা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে বললো : এ সূরায় আল্লাহর গুণবলী ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে; সে কারণে আমি তা পড়তে ভালোবাসি। (এটা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (কথাটা) তাকে জানিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ আটচল্লিশ

সং লোক, দুর্বল ও সর্বহারাদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .

মহান আল্লাহ বলেন : যারা ঈমানদার নরনারীকে এমন কাজের জন্যে কষ্ট দেয়, যা তারা করেনি, তারা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।’ (সূরা আহযাব : ৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

আল্লাহ আরো বলেন : ‘কাজেই (হে নবী!) আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে (ভিক্ষুককে) ভৎসনা করবেন না।’ (সূরা ওয়াদ দুহা : ৯-১০)

এ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে পূর্ব অনুচ্ছেদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে : ‘যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।’ এ পর্যায়ে হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বর্ণিত একটি হাদীস ‘মূলতায়ফতিল ইয়াতীম’ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘হে আবু বকর! তুমি যদি তাদের (ইয়াতীমদের) অসন্তুষ্ট করো, তাহলে (তার অর্থ দাঁড়াবে) তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে।’

৩৯০. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكَمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَدْرِكْهُ ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ - رواه مسلم .

৩৯০. হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহর দায়িত্বে এসে গেল। এরপর আল্লাহ যেন তার দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের কোন কিছু (খারাপ ব্যবহারের) জন্যে দাবি না করেন। কেননা তিনি যখন কাউকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাকে এর বিপরীত কাজে লিপ্ত পাবেন, তখন তাকে উপড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : উনপঞ্চাশ

মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ধর্মীয় নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন
এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহর ওপর সমর্পণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔

মহান আল্লাহ বলেন : ‘অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।’ (সূরা আত-তওবা : ৫)

৩৭০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى - متفق عليه

৩৯০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদেশ প্রাপ্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা (এই মর্মে) সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। তারা এ কাজগুলো সম্পন্ন করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের হক তাদের ওপর বর্তাবে (যেমন ব্যাভিচার, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড বা কিসাস গ্রহণ)। আর তাদের প্রকৃত ফয়সালা আল্লাহ্ তা‘আলার ওপর ন্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭১. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ أَشِيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى - مسلم

৩৯১. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারেক ইবনে উশায়েম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সে সেগুলোকে অস্বীকার করে, তার জ্ঞান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায় এবং তার হিসাব মহান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। (মুসলিম)

৩৭২. وَعَنْ أَبِي مَعْبِدٍ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ الرَّسُولُ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ أَحَدُنَا يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازِمْنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : اسَلَّمْتُ لِلَّهِ

أَقْتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ لَا تَقْتُلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ أَحَدِي يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ - متفق عليه

৩৯২. হযরত আবু মা'বাদ মিকদাদ ইবনে আস্‌ওয়াদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি বলেন — যদি কোন কাফেরের সাথে আমার (সশস্ত্র) মুকাবিলা হয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে সে তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার পাল্টা হামলা থেকে বাঁচার জন্যে সে একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর জন্যে ইসলাম কবুল করলাম তাহলে হে আল্লাহর রাসূল! তার এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারবো ? তিনি বললেন : না, তাকে হত্যা করো না। পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কাটার পর একথা বলেছে। তিনি বললেন : (তবু) তাকে হত্যা করো না; কেননা (এর পরও) তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিলে, সে সেই মর্যাদায় উপনীত হবে আর সে কালেমা পাঠের আগে যে পর্যায়ে ছিল, তুমি (তাকে হত্যা করলে) সেই পর্যায়ে নেমে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯৩. وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفْتُ عَنْهُ الْأَنْصَارِيَّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي : يَا أُسَامَةُ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا فَقَالَ : أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَّمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ - متفق عليه

৩৯৩. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন : একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহায়না গোত্রের খেজুরের বাগানে প্রেরণ করেন। আমরা খুব ভোরে সেখানে পৌঁছে তাদের পানির ঝরণা ঘেরাও করি। তারপর আমি ও জনৈক আনসারী তাদের এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে ফেলি এবং তার ওপর চড়াও হই। লোকটি অমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ওঠে। (একথা শোনামাত্র) আনসারী থেমে যায়; কিন্তু আমি বর্ষার আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলি। তারপর আমরা মদীনায ফিরে এলে সেই হত্যার ঘটনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। তিনি আমায় ডেকে বললেন : 'হে উসামা! লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! সে তো জান বাঁচানোর জন্যে এ কথা বলেছে।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?'

রিয়াদুস সালাহীন

তিনি বারবার এ কথাটি বলতে লাগলেন। এমনকি আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, আমি যদি এর আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! (তাহলে এই গুনাহর দায়ে আমি দোষী হতাম না) (বুখারী ও মসলিম)

وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَالَ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى تَسْنِبْتُ أَنِّي أَسَلْتُ يَوْمَئِذٍ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে : এরপর রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লোকটি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম : হে আদ্বাহর রাসূল! সে তো তরবারির ভয়ে এ কথা বলেছে। তিনি বললেন : তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলেনা কেন? তাহলে জানতে পারতে কথাটি সে অন্তর থেকে বলেছে কিনা। তিনি বারবার এ কথাটি বলতে লাগলেন। এমনকি আমি আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, আমি যদি এর আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! (তাহলে এই গুনাহর দায় আমার ওপর চাপতনা)।

٣٩٤ . وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَّهُمْ اتَّقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَتَقَتَّلَهُ وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فَتَقَتَّلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ وَآخَبَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَأَى لَهُ نَفْرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا - رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

رواه مسلم

৩৯৪. জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলেন। যথাস্থানে তারা মুখোমুখি হলো। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ছিল খুব সাহসী। সে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাকেই নাগালে পেত তাকেই হত্যা করে ফেলত। মুসলমানদের মধ্যেও এক ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমরা পরস্পর বলাবলি করছিলাম যে, তিনি উসামা ইবনে যায়েদ। (সুযোগ পেয়ে) তিনি যখন তরবারি উপরে তুললেন, তখন লোকটি বলে উঠল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কিন্তু তারপরও উসামা তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর

বিজয়ের সুসংবাদ বাহক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। লোকটি সব বিষয় বিবৃত করলো। এমনকি সে লোকটি কিরূপ করেছিল তাও বলল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তাকে হত্যা করলে কেন? তিনি (উসামা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! সে তো মুসলমানদের মাঝে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করছিল; এমনকি অমুক অমুক ব্যক্তিকে হত্যাও করেছে। (এ পর্যায়ে তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন)। আমি সুযোগ পেয়ে যখন তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হই, তখন সে তরবারি দেখে অমনি বলে ওঠে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : (এর পরও) তুমি তাকে হত্যা করলে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কিয়ামতের দিন তুমি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র কি জবাব দেবে? উসামা বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! ‘আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন’। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : ‘কিয়ামতের দিন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কি জবাব দেবে?’ তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর বাড়তি কিছুই বললেন না। (মুসলিম)

৩৭০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤَخَّرُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّا وَفَرَيْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يَحَا سِبَةُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ -
رواه البخارى

৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মানুষকে অহীর মাধ্যমে যাচাই করা হতো। তারপর অহী বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই এখন থেকে তোমাদের যাচাই করব তোমাদের বাহ্যিক কাজকর্মের আলোকে। যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো কাজ করবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করবো এবং তাকে ঘনিষ্ঠ বলে গ্রহণ করে নেব; তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করবে, সে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে খুব ভালো বলে দাবি করলেও আমরা তার কথা আদৌ গ্রহণ করবো না— তার প্রতি বিশ্বাসও স্থাপন করবো না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : পঞ্চাশ

আল্লাহর ভয়

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِبَّاءَ فَارَهُبُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করে চল।’ (সূরা বাকারা : ৪০)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : ‘তোমার প্রভুর মার খুবই কঠোর।’

(সূরা বুরাজ : ১২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُوَخَّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘যখন কোন জনপদের অধিবাসীরা জুলুম করে, তখন তোমার প্রভুর পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অতিশয় কঠোর — অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আর এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্যে বিরাট উপদেশ নিহিত, যে আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে। সেদিন (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রে জড়ো করা হবে এবং তা হবে সবার উপস্থিতির দিন। আর আমি তো খুব তুচ্ছ সময়ের জন্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। সেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাই বলতে পারবে না। কাজেই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হবে দুর্ভাগা এবং কিছু সংখ্যক হবে ভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে; তার মধ্য থেকে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যেতে থাকবে।’

(সূরা হূদ : ১০২-১০৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সন্তার (অর্থাৎ তাঁর আযাবের) ভয় প্রদর্শন করেন।

(সূরা আলে ইমরান : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে এবং তার বাপ-মা ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে পালিয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকেই এরূপ ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, কেউ অন্য কারো দিকে এতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে না।’

(সূরা আবাসা : ৩৪-৩৭)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مُرءٍ ضِعَّةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কাঁপুনি হবে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেদিন (তোমরা দেখতে পাবে) স্তন্যদায়ী নারীরা তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানদের কথা ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। (সেদিন) মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো অথচ তারা মাতাল নয়। পরন্তু আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।’

(সূরা আল-হজ্জ : ১-২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যে ব্যক্তি তার শ্রদ্ধার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্যে দু'টি বাগিচা থাকবে। (সূরা আর-রাহমান : ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তারা (জান্নাতে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে কথা বলবে। তার বলবে, আমরা তো ইতোপূর্বে নিজেদের পরিবারে খুবই ভীত থাকতাম। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের উষ্ণ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দয়ালু এবং অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা তুর : ২৫-২৮)

৩৭৭. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُ خُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدُ خُلُهَا -

متفق عليه

৩৯৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : সর্বস্বীকৃত সত্যনিষ্ঠ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য রূপে জমা করে রাখা হয়। এরপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে অনুরূপ পরিমাণ সময় অবস্থান করে এবং তারপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। তিনি ঐ মাংসপিণ্ডে রূহ (আত্মা) ফুঁকে দেন এবং চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। আর তা হলো : তার জীবিকা, তার আয়ুষ্কাল, তার কর্মকাণ্ড (আমল) ও তার ভাগ্যলিপি, অর্থাৎ সে ভাগ্যবান হবে কিংবা হতভাগ্য। সেই মহান সন্তার কসম! যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তোমাদের কেউ জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে; এমন কি, তার ও জান্নাতের মাঝে শুধু এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। এরপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে হাযির হবে। ফলে সে জাহান্নামীর ন্যায় আমল করবে এবং তাতে ঢুকে যাবে। আর তোমাদের কেউ জাহান্নামীর মতো কাজ করবে; এমন কি তার ও জাহান্নামের মধ্যে কেবল এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকবে। এরপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে হাযির হবে। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে এবং তাতে দাখিল হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯৭. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا - رواه مسلم

৩৯৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সত্তর হাজার লাগামসহ জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি লাগামের জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তারা এ লাগাম ধরে টানতে থাকবে। (মুসলিম)

৩৯৮. وَعَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٍ يُوضَعُ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ، جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ مَا يَرَى أَنْ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - متفق عليه

৩৯৮. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এই যে, তার উভয় পায়ের নীচে আগুনের দুটি অঙ্গার রাখা হবে এবং সে অঙ্গারে তার মস্তিষ্ক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে আর কাউকে নিক্ষেপ করা হয়নি। অথচ সে-ই হবে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯৯. وَعَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ - رواه مسلم

৩৯৯. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নামের আগুনে কোন জাহান্নামীর পায়ের গোড়ালী, কারো হাঁটু, কারো কোমর এবং কারো গলা পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে (অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্ব স্ব গুনাহ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করবে)। (মুসলিম)

৪০০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ - متفق عليه

৪০০. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষ যেদিন বিশ্বলোকের প্রভু মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কারো কারো নিজের দেহের ঘামে কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪০১. وَعَنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَأْسَمَعَتْ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ - لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وجوههم ولهم خنين - متفق عليه

৪০১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি বক্তৃতা দান করেন। যে রকম বক্তৃতা আর কখনো শুনতে পাইনি। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন : আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তবে খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দিয়ে নিজেদের চেহারা ঢেকে ফেলেন এবং ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَفِي رِوَايَةٍ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ : عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدَّ مِنْهُ غَطًّا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ -

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে কোন বিষয়ে কিছু জানতে পেরে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন, আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেদিনকার মতো ভালো ও মন্দ আর কোনদিন দেখিনি। আমি এ ব্যাপারে যা জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তাহলে হাসতে খুবই কম আর কাঁদতে খুব বেশি। (বর্ণনাকারী বলেন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর এ'দিনের মতো কঠিন দিন আর কখনো আসেনি। এরফলে তারা নিজ নিজ কাপড়ে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন।

٤٠٢ . وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِثْلِ قَالَ: سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّائِي عَنْ الْمِقْدَادِ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا يَعْنِي بِالْمِثْلِ أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِثْلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِفْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَمًّا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ - رواه مسلم

৪০২. হযরত মিকদাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সূর্যকে এত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে যে, তা মানুষ থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুলায়েম ইবনে আমের মিকদাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : আল্লাহর কসম ! আমি জানি না মাইল বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন) এরপর মানুষ তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। তাদের কেউ গোড়ালী, কেউ হাঁটু, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। এ কথা বলে রাসূলে আকরাম (স) নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইঙ্গিত করেন (অর্থাৎ কারো কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে)। (মুসলিম)

১০৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَغْرُقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ - متفق عليه

৪০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের (দেহ থেকে) এত ঘাম বারবে যে, তা জমিনের ওপর দিয়ে সত্তর গজ উঁচু হয়ে বইতে থাকবে। এমন কি, তাদের কান পর্যন্ত তা স্পর্শ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৪. وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجِبَةً فَقَالَ : هَلْ تَذَرُونَ مَا هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجِبَتَهَا - رواه مسلم

৪০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি উপস্থিত ছিলাম। এমনি সময় তিনি কোনো কঠিন বস্তুর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের আওয়াজ? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এটা ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা একটা পাথরের আওয়াজ, যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে ছোঁড়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত তা জাহান্নামেই গড়াচ্ছিল। আর এখন গিয়ে তা এর নির্দিষ্ট গর্তে পড়েছে। এ কারণে তোমরা এর গড়ানোর শব্দই শুনতে পেয়েছ। (মুসলিম)

১০৫. وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَبَّكَلِمَةً رَبِّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - متفق عليه

৪০৫. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রভু (রব্ব) কথাবার্তা বলবেন। তখন তার ও প্রভুর মাঝে কোন দোষাধী থাকবে না। সে তার ডানে তাকিয়ে পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অনুরূপভাবে বাঁয়ে তাকিয়েও সে তার আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তার সামনে তাকিয়েও জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। কাজেই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বাচো।

(বুখারী ও মুসলিম)

১০৬. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَ مَا فِيهَا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى - وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذُّ دُثْمٌ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - رواه الترمذی

৪০৬. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাও না। আসমান উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছে; আর তার উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করার অধিকার রয়েছে। কেননা, সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নেই; বরং ফেরেশতারা তাতে আদ্বাহর জন্যে সিজদাবনত রয়েছে। আদ্বাহর কসম! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি; আর তোমরা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে বিছানায় গুয়ে আমোদ-ফুর্তি করতে না; বরং মহান আদ্বাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বন-জঙ্গলে ছুটে যেতে। (তিরমিযী)

৪০৭. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ بَرَاءٍ، ثُمَّ زَايَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪০৭. হযরত আবু বারযা নাযলাতা ইবনে উবায়দ আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রতিটি বান্দাই নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : সে তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান কি কাজে ব্যবহার করেছে? তার সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন্ কাজে ব্যয় করেছে? আর তার দেহকে কিভাবে পুরনো করেছে? (তিরমিযী)

৪০৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضٍ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنْ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا - رواه الترمذی .

৪০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন : ‘সেদিন তা (পৃথিবী) নিজের তাবৎ অবস্থা বর্ণনা করবে’ (সূরা যিল্‌যাল : ৪)। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জানো, সেদিন পৃথিবী কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো : ‘আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।’ তিনি বললেন : পৃথিবী যে অবস্থা বর্ণনা করবে, তা হলো এই : তার ওপর নরনারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে : তুমি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক কাজ করেছো। এগুলো হলো সে সবার বর্ণনা। (তিরমিযী)

৪০৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقُرْنِ قَدْ انْتَقَمَ الْقُرْنُ وَأَسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْعِ فَيَنْفَعُ فَكَانَ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৪০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি, যেখানে শিখাধারী ফেরেশতা

(ইসরাফীল) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে উৎকর্ষ হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন তাঁকে ফুৎকার দেয়ার আদেশ করা হবে আর তিনি ফুৎকার দেবেন? মনে হলো, এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যেন ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা বলো, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি খুব ভালো সাহায্যকারী। (তিরমিযী)

১১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزَلَ - أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৪১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (শেষ রাতে দশমনের হামলাকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই যাত্রা শুরু করে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই যাত্রা শুরু করে, সে-ই গন্তব্যস্থলে পৌছতে সক্ষম। জেনে রাখো, আল্লাহর দেয়া সামগ্রী খুবই মূল্যবান। আরো জেনে রাখো, আল্লাহর দেয়া সামগ্রী হলো জান্নাত। (তিরমিযী)

১১১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلِكَ - وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا مَرَأَهُمْ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - متفق عليه

৪১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পা, উলঙ্গ দেহ এবং খাতনাহীন অবস্থায় জমায়েত করা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি করা হবে সমস্ত নারী পুরুষকে এক সঙ্গে? তাহলে তারা তো একে অপরকে (নগ্নাবস্থায়) দেখতে পাবে।' তিনি বললেন : 'হে আয়েশা! মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, সেদিনের অবস্থা তার চেয়েও ভয়াবহ হবে।' অপর এক বর্ণনায় আছে : 'মানুষ একে অন্যের দিকে তাকাবে, সেদিনের অবস্থা এরচেয়েও ভয়াবহ হবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একার

আল্লাহর ওপর আশা-ভরসা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'হে মুহাম্মদ! আপনি লোকদের বলে দিন, হে আমার (আল্লাহর) বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, (তারা) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো নাঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ (তোমাদের) সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।' (সূরা যুমার : ৫৩)

وَقَالَ تَعَالَى : وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ-

আল্লাহ আরো বলেন : ‘আর আমি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই শাস্তি প্রদান করি।’

(সূরা সাবা : ১৭)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى-

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আমাদের কাছে অহী এসেছে, যে ব্যক্তি (সত্যের ওপর) মিথ্যা আরোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই শাস্তি লাভ করবে। (সূরা তাহাঃ ৪৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

আল্লাহ আরো বলেন : ‘আর আমার রহমত সকল বস্তুকে ঘেরাও করে রেখেছে।

(সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৬)

১১২. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ - متفق عليه. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৪১২. হযরত ‘উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং ইসাও আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই একটি নির্দেশ (হুকুম) যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রদান করেন এবং তাঁরই তরফ থেকে প্রদত্ত একটি আত্মা; সেই সঙ্গে (এও সাক্ষ্য দেবে যে) জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোনো আমলই করুক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

১১৩. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ - وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَيْئًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي بِمِشْيِ آتِيَتْهُ هَرُولَةٌ وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيَتْهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةٌ - رواه مسلم

৪১৩. হযরত আবু যার বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, সে এর দশগুণ কিংবা তার চেয়েও বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে

অনুরূপ একটি অন্যায়ের সাজা পাবে কিংবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। (অনুরূপভাবে) যে ব্যক্তি আমার এক বিষত পরিমাণ কাছাকাছি আসবে, আমি তার এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবো। আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবে, আমি তার দু'হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসবে, আমি দৌড়ে তার কাছে পৌছবো। যে ব্যক্তি দুনিয়া সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাক্ষাতে আসবে, সে আমার সাথে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক না করে থাকলে আমি তার সাথে অনুরূপ পরিমাণ (দুনিয়া সমান) ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবো। (মুসলিম)

১১৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُورِجَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ - رواه مسلم

৪১৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক বেদুইন (গ্রাম্য আরব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল : 'হে আল্লাহর রাসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজিবকারী বিষয় দু'টি কি কি? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে যাবে; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

১১৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ - قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرَ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا فَأَخْبِرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثًا - متفق عليه

৪১৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বাহনে সওয়ার ছিলেন। তাঁর পেছনে বসা ছিলেন হযরত মু'আয। তিনি বললেন : 'হে মু'আয।' মু'আয বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত।' তিনি আবার বললেন : 'হে মু'আয!' জবাবে মু'আয বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার পবিত্র সান্নিধ্যেই উপস্থিত।' তিনি আবার বললেন : 'হে মু'আয! মু'আয এবারও বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতে উপস্থিত। এভাবে তিনবার উচ্চারণের পর তিনি বললেন : যে কোনো ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। তিনি (মু'আয) জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এ ব্যাপারটি লোকদেরকে জানাবো না, যাতে তারা এই সুসংবাদ পেতে পারে? তিনি (আল্লাহর রাসূল) বললেন : (না), তাহলে তারা শুধু এর ওপর নির্ভর করেই বসে থাকবে। এরপর মু'আয জানা বিষয় গোপন রাখার গুনাহর ভয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় এ বিষয়টি বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَكَّ الرَّأْيُ وَلَا يَضُرُّ الشَّكَّ فِي عَيْنِ

الصَّحَابِيُّ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذْنَتْ لَنَا فَنَحْرَتَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْعَلُوا فَجَاءَ عُمَرُ رَضِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنْ أَدْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَاجِهِمْ ثُمَّ أَدْعَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ الْبَرَكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَاجِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَّةٍ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَاتَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وَعَاءً إِلَّا مَلْؤُوهُ وَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَّلَ فَضْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ - رواه مسلم

৪১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) মতান্তরে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে খাদ্যাভাব ও অর্থ-সঙ্কট দেখা দিল। লোকেরা বললো : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুমতি পেলে আমরা আমাদের উট জবাই করে খেতেও পারি, তার চর্বি দিয়ে তেলও বানাতে পারি। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'ঠিক আছে, তোমরা তা-ই করো।' এ সময় হযরত উমর (রা) এসে বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এ রকম ঢালাও অনুমতি দেন, তাহলে ভারবাহী পশুর সংখ্যা কমে যাবে; আপনি ষরৎ তাদেরকে অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসতে বলুন। তারপর তাদের রসদকে বরকতময় করার জন্যে আল্লাহর কাছে দো'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ এতে বরকত দেবেন।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, তা-ই করবো।

এরপর তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়া বিছানোর ব্যবস্থা করলেন। তারপর লোকদেরকে অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার জন্যে বললেন। ফলে তাদের কেউ এক মুঠো সবজি নিয়ে এল, কেউবা এক মুঠো খেজুর আবার কেউবা এক টুকরা রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো। শেষ পর্যন্ত দস্তরখানের ওপর খুব সামান্য রসদ জমা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব রসদে বরকতের জন্যে দো'আ করলেন। তারপর বললেন : 'এগুলো তোমরা নিজেদের পায়ে তুলে নিয়ে যাও'। এরপর সকলেই নিজ নিজ পায়ে রসদ ভরে নিয়ে গেল। এমনকি, এ দলটির সকল পায়েই রসদে পূর্ণ হয়ে গেল এবং লোকেরা তৃষ্টির সাথে খাওয়ার পরও আরো উদ্বুত হয়ে গেল। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি নিঃসংশয় চিন্তে এ দুটি কালেমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে কখনো জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না। (মুসলিম)

٤١٧ . وَعَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِ وَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرًا قَالَ : كُنْتُ أَصْلَى لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَإِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازِهِ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَتَكْرَهُ بَصْرِيَّ وَإِنَّ الْوَادِيَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِبَاؤُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْ بِكَرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آتِنِ نَجِيبٌ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَّفْنَا وَرَأَاهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مَا لَكَ لَا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ الْآلَاءُ لَا تَرَاهُ قَالَ الْآلَاءُ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَلِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا تَرَى وَدَّهَ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَلِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ -

متفق عليه

৪১৭. বদর যুদ্ধের অন্যতম শহীদ হযরত ইত্বান ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার বনী সালেম গোত্রের মসজিদে নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের মাঝে একটি উপত্যকা ছিল প্রকাণ্ড বাধা স্বরূপ। বৃষ্টির সময় সেটা পার হয়ে তাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়া আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই একদিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম : আমার দৃষ্টিশক্তি বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার বাসস্থান এবং আমার গোত্রীয় মসজিদের মাঝখানে একটি মাঠ আছে, যা বর্ষাকালে পানিতে একবারে ডুবে যায়। ফলে তা পার হয়ে মসজিদে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমার বাসনা এই যে, আপনি একদিন আমার বাড়িতে গিয়ে একটি জায়গায় নামায পড়িয়ে আসবেন এবং আমি সে জায়গাটিকেই নামাযের স্থান রূপে নির্ধারণ করবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে; আমি তোমার নির্ধারিত স্থানেই নামায পড়ে আসব।

পরদিন ঠিক দুপুর বেলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রা) আমার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। প্রথমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আমি সানন্দে তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি প্রবেশ করে দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললেন : তুমি তোমার ঘরের কোন্ স্থানটিতে আমার নামায পড়া পছন্দ করো? আমি আমার পসন্দনীয় স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে নামায পড়া শুরু করলেন। আমরাও কাতারবদ্ধ হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু রাক‘আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে তাঁর জন্যে তৈরি ‘খামিরা’ (এক ধরনের খাদ্য) গ্রহণের জন্যে তাঁকে ‘আটকে’ রাখলাম। ইতোমধ্যে আশপাশের লোকেরা

জানতে পারল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে সমুপস্থিত; সুতরাং তারা দলে দলে এসে আমার বাড়িতে জমায়েত হলো। ঘরে লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : মালিক কোথায় ? তাকে তো দেখা যাচ্ছেনা। অপর এক ব্যক্তি বললো : 'লোকটি তো মুনাফিক; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না।'

এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'একুপ কথা বলো না। তুমি লক্ষ্য করছো না যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমা পাঠ করেছে ? লোকটি বললো : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (এর মর্ম) ভালো জানেন। আল্লাহর কসম! আমরা তো দেখছি যে, সে মুনাফিক ছাড়া অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করছে না, কথাও বলছে না।' এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করেছে, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

৪১৮. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْتَزَمَتْهُ بِبَطْنِهَا فَارْضَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتَوْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ - فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا - متفق عليه

৪১৮. হযরত উমর খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক বন্দীকে উপস্থিত করা হলো। তাদের মধ্যে জনৈক বন্দিনী খুব অস্থির চিৎরে ছুটাছুটি করছিল এবং বন্দীদের মধ্যে কোন শিশুকে পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাত। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কি মনে করো এ মেয়েটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম : 'আল্লাহর কসম! কক্ষণো নয়। তিনি বললেন : এ মেয়েটি তার সন্তানের প্রতি যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

৪১৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَرُوقَ الْعَرْشِ: إِنْ رَحِمْتَنِي غَلَبْتُ غَضَبِي، وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبْتُ غَضَبِي وَفِي رِوَايَةٍ سَبَقَتْ غَضَبِي - متفق عليه

৪১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন সমগ্র বিশ্বলোক সৃষ্টি করেন, তখন তিনি আরশের কাছে অবস্থিত একটি কিতাবে এ কথাগুলো লিখে রাখেন : 'আমার দয়া-মায়াদ (রহমত) আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হবে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে : 'আমার দয়া-মায়াদ আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে।' অপর এক বর্ণনায় আছে : (আমার অনুকম্পা) আমার ক্রোধের চেয়ে অগ্রগামী রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪২০. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَدَحَّمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ

حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْبَةً أَنْ تُصِيبَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةٌ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فِيهَا يَتَعَا طِفُونَ وَبِهَا يَتَرَا حُمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخَرُ اللَّهِ تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه ورواه مسلم أيضًا مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةٌ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَا حَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ لِلَّهِ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طَبَاقٌ مَابَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فِيهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ .

৪২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র এক ভাগ দুনিয়ায় শ্রেণণ করেছেন। আর এই এক ভাগের কারণেই সমগ্র সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করে থাকে; এমন কি, চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয়, যেন সে কোনো কষ্ট না পায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে : মহান আল্লাহ একশ'টি রহমত দয়া-মায়ার অধিকারী; তার মধ্যে একটি রহমত জ্বিন, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে সঞ্চারিত করেছেন। এর তাগিদেই তারা পরস্পরের প্রতি দয়াশীলতা, অনুগ্রহ ও প্রেমপ্রীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং বন্য জীবজন্তু আপন বাচ্চার প্রতি স্নেহের প্রদর্শন করে। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর নিরানব্বইটি রহমত ও গুণ-বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন এইসব গুণাবলীর দ্বারা তিনি আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারেসী থেকে ইমাম মুসলিম একটি হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহর একশটি রহমত আছে। তার মধ্যে একটি মাত্র রহমতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগত পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত কিয়ামত দিবসের জন্য সঞ্চিত রয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে : মহান আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, সেদিন একশটি রহমতও তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রতিটি রহমতই আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী মহাশূন্যের মত বিশাল। তার মধ্যে একটি রহমত তিনি পৃথিবীকে দান করেছেন। এরই সাহায্যে মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং জীবজন্তু ও পশুপাখী পরস্পরকে স্নেহপাশে আবদ্ধ রাখে। যখন কিয়ামতের ভয়াবহ দিন আসবে, তখন আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ রহমতের নমুনা প্রদর্শন করবেন।

٤٦١ . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ

بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَادْتَبَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ - متفق عليه

৪২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর কাছে থেকে বর্ণনা করে বলেন, জৈনিক বান্দাহ একটি গুনাহ করে বললো, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও। তখন সুবিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে। তারপর সে জানতে পেরেছে যে, তার প্রভু গুনাহ-খাতা মাফ করেন, আবার এ জন্য ধর-পাকড়াও করেন। সে আবার গুনাহ করে বললো : হে আমার প্রভু! আমার গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও। তখন মহান আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে এবং সে জানতে পেরেছে যে, তার প্রভু গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহুর জন্য ধর-পাকড়াও করেন। সে আবারও একটি গুনাহুর কাজ করলো এবং বললো : প্রভু হে, আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন : আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে এবং সে এও জেনেছে যে, তার প্রভু গুনাহ মাফ করে দেন আবার সে জন্য শাস্তিও প্রদান করেন। সুতরাং আমি আমার বান্দাহকে মাফ করে দিলাম; অথবা সে যা ইচ্ছা তাই করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

মহান আল্লাহুর বাণী— সে যা ইচ্ছা তাই করুক-এর অর্থ হলো, সে যতদিন এরূপ গুনাহ করতে থাকবে এবং তওবা করবে আমি ততদিন তাকে ক্ষমা করতে থাকবো। কেননা তওবা তার পূর্বকার সমস্ত গুনাহ চিহ্ন মুছে দেয়।

৪২২. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَلِّمْتُ لَكُمْ تَذَنُّبًا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذَنِّبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

৪২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তার কসম! তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদের তুলে নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের স্থলে এমন এক জাতিকে প্রেরণ করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহুর কাছে ক্ষমা চাইতো তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

৪২৩. وَعَنْ أَبِي أُبَيٍّ خَلِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَذَنِّبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذَنِّبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

৪২৩. হযরত আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ এমন জাতির সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

৪২৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَمِنَّا نَفَرٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يَقْطَعَ دُونَنَا فَفَزَّ عَنَّا فَمَسْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ

مَنْ فَرَزَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَيْتُ حَانِطًا لِلْأَنْصَارِ وَزَكَرَ الْعَدِيثَ بِطَوْبِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَأَى هَذَا الْحَانِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَبِقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ - رواه مسلم

৪২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলাম। আমাদের মাঝে আবু বকর এবং উমরও উপস্থিত ছিলেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতেও অনেক দেরী করতে লাগলেন। এদিকে আমরা ভয় করতে লাগলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে না আবার কেউ কষ্ট দিয়ে বসে। কাজেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়লাম। শক্তিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর জনৈক আনসারীর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আবু হুরাইরা এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘তুমি যাও! এ বাগান পেরিয়ে যার সাথে তোমার প্রথম সাক্ষাত হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহু ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করো। (মুসলিম)

৪২৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ (رَبِّ انْهِنَّا أَضَلَّلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) وَقَوْلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّتِي أُمِّتِي وَيَكُنِّي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيلُ إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ فَسَلِّمْهُ مَا يُبْكِيهِ فَأَنَاءُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَاجِبْرِيلُ إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَرَضْنَاهُ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ - رواه مسلم

৪২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহর এ বাণীটি তিলাওয়াত করেন : ‘হে আমার প্রভু! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে গুমরাহ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই।’ (সূরা ইব্রাহীম : ৩৬) আর তিনি (নবী করীম) ঈসা (আ)-এর বাণী (যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে) তিলাওয়াত করেন : ‘আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে (দেয়ার অধিকার আপনার রয়েছে, কারণ) তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে (তাও আপনি করতে পারেন, কারণ) আপনি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।’ এরপর তিনি তাঁর দু’হাত উর্ধে তুলে বললেন : ‘হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!’ এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। এ সময় মহিমাময় আল্লাহ জিব্রীলকে ডেকে বললেন : তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাকে কান্নার কারণটি জিজ্ঞেস করো। অবশ্য এ ব্যাপারে তোমার প্রভু অবহিত রয়েছেন। এরপর জিব্রীল (আ) তাঁর

সমীপে উপস্থিত হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা বলার, তা বলে দিলেন। এ বিষয়ে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন; তাই মহান আল্লাহ জিব্রীলকে বললেন, তুমি মুহাম্মদকে গিয়ে বলো : ‘আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো, চিন্তাক্লিষ্ট করবো না।’ (মুসলিম)

২৬৬. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ قَالَ : كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا - متفق عليه

৪২৬. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একটি গাধার ওপর বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন : ‘হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দাহর ওপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দাহর ওপর আল্লাহর হক হলো : তারা তাঁর বন্দেগী করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক হলো যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কোন কিছুই শরীক করে না, তিনি তাকে কোন শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদটি জানিয়ে দেব না? তিনি বললেন : না, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিওনা; কেননা তাহলে তারা শুধু এর ওপরই নির্ভর করে সময় কাটাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬৭. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْفَقْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - ابراهيم : ২৭) متفق عليه

৪২৭. হযরত বারআ ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে : আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ্য দেওয়াটাই মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রমাণ : ‘আল্লাহ্ ইমানদার লোকদেরকে সেই সুদৃঢ় বাক্যের (কালেমা তাইয়্যেবার) দরুন ইহকাল ও পরকালে অবিচল রাখেন’- (সূরা ইব্রাহীম : ২৭)। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طَعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا

الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَّا عَمِلَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَجْزِي بِهَا - رواه مسلم

৪২৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাফের কোন ভালো কাজ করলে, ইহকালেই তাকে এর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। আর ঈমানদারের ভালো কাজগুলো আল্লাহ পরকালের জন্যে সঞ্চিত করে রাখেন এবং সে অনুসারে ইহকালেও তাকে জীবিকা প্রদান করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে : আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির কোনো ভালো কাজের অধিকার হরণ করবেন না। তাকে ইহকালে যেমন এর বিনিময় দেয়া হয়, পরকালেও তেমনি এর প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং কাফের নিঃস্বার্থভাবে যে ভালো কাজ করে, তাকে ইহকালেই তার প্রতিদান দেয়া হয়। আর সে যখন পরকালে উপনীত হবে, তখন তার এমন কোনো ভালো কাজই থাকবে না, যার বিনিময়ে তাকে কোনো প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

৪২৯. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدٍ كُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رواه مسلم

৪২৯. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এ রকম; যেমন তোমাদের কারোর দরজার সামনে দিয়ে একটি বিরাট নদী প্রবাহমান আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে। (মুসলিম)

৪৩০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ -

৪৩০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযার নামাযে যদি একুশ চল্লিশ ব্যক্তি উপস্থিত হয় যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করেনি, তাহলে আল্লাহ ঐ মৃতের পক্ষে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। (মুসলিম)

৪৩১. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَرَضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : أَرَضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ - قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوَدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ - متفق عليه

৪৩১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশ ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি তাবুতে হাযির ছিলাম। তিনি আমাদের

জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের এক-চতুর্থাংশ জান্নাতবাসী হয় তবে কি তোমরা আনন্দিত হবে ? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ যদি জান্নাতবাসী হয়, তবে কি তোমরা আনন্দিত হবে ? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন : যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিবদ্ধ তার শপথ করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতীদের অর্ধাংশে পরিণত হবে। কেননা একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী, অর্থাৎ মুসলিমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তোমরা হচ্ছে মুশরিকদের মধ্যে কালো রঙের বলদের চামড়ায় কয়েকটি সাদা চুলের মতো। কিংবা লাল বলদের চামড়ায় সামান্য কতিপয় কালো চুলের মতো। (অর্থাৎ মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য।)

(বুখারী ও মুসলিম)

৪৩২. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَأُكَ مِنَ النَّارِ - وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَنْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَأُكَ مِنَ النَّارِ مَعْنَاهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَنَزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنَزِلٌ فِي النَّارِ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النَّارِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلذِّلِّ بِكُفْرِهِ وَمَعْنَى فِكَأُكَ إِنَّكَ كُنْتَ مُعْرِضًا لِدُخُولِ النَّارِ وَهَذَا فِكَأُكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَمْلُؤُهَا فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِكَأِ لِلْمُسْلِمِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ

৪৩২. হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইহুদী বা একজন খ্রীষ্টান দিয়ে বলবেন, জাহান্নাম থেকে নাজাতের জন্য এই ব্যক্তি হবে তোমার ফিদ্যা (বদলা) স্বরূপ। এই বর্ণনাকারীর অপর একটি বর্ণনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাহাড় সমান গুনাহর বিশাল স্তুপ নিয়ে (আল্লাহর সামনে) উপস্থিত হবে। তারপর আল্লাহ তাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী “প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইহুদী অথবা একজন খ্রীষ্টান দিয়ে বলবেন, ‘জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যক্তি তোমার বিনিময়,’ এর মর্ম হলো : এ পর্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি মানুষের জন্যই জান্নাতে একটি স্থান এবং জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সাথে সাথে একজন কাফেরও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা কুফরীর দরুন এটাই হবে তার প্রাপ্য। হাদীসে উল্লিখিত ‘ফিকাকুকা’ শব্দের অর্থ হলো, তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর জন্য পেশ করা হতো আর এ হলো তোমার বিনিময়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে

রিয়াদুস সালাহীন

রেখেছেন, যাদের দিয়ে তিনি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। আর কাফেররা যেহেতু তাদের গুনাহ ও কুফরীর দরুন তাতে প্রবেশ করবে, তাই মুসলমানদের জন্য এটাই হবে তার বদলা (ফিদ্যা)। তবে আল্লাহ্‌ই এ বিষয়ে ভালো জানেন।

৪৩৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقْرَهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَفَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا آغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ - متفق عليه

৪৩৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রভুর কাছে উপস্থিত করা হবে। এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখা হবে। এরপর তাকে তার সমস্ত গুনাহর কথা স্বীকার করানো হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি কি এই গুনাহটিকে চিনতে পাওছো? তুমি কি এই গুনাহটি সনাক্ত করতে পারছো? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি চিনতে পারছি। (তখন) তিনি বলবেন : ইহকালে এটা আমি তামার জন্য ঢেকে রেখেছিলাম আর আজ এটাকে তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপর তাকে ভালো কাজগুলোর একটা তালিকা (আমলনামা) প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩৪. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ : اِلَىٰ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ - متفق عليه

৪৩৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি জনৈক (বেগানা) স্ত্রী লোককে চুষন করে বসলো। এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহর কথা প্রকাশ করলো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : 'আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যের কাজগুলো পাপের কাজগুলোকে মুছে ফেলে দেয়' (সূরা হূদ : ১১৪)। এ কথা শুনে লোকটি বললো : 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি শুধু আমারই জন্যে? তিনি বললেন : 'আমার সমগ্র উম্মতের জন্যেই।' (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩৫. وَعَنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَتَيْتُهُ عَلَى وَحْضَتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ - قَالَ هَلْ حَضَرْتَ ، مَعَنَا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ - متفق عليه

৪৩৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি চরম দণ্ড হত্যাযোগ্য

অপরাধ করে ফেলেছি। কাজেই আপনি আমার ওপর আল্লাহ্র বিধান মূতাবেক শাস্তি কার্যকর করুন। এরপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে লোকটি রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে নামায আদায় করল। নামায শেষে সে আবার বললো : ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। কাজেই আপনি আমাকে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সঙ্গে নামাযে শরীক হয়েছিলে? লোকটি বললো : ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন : তাহলে তো তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মসলিম)

৪৩৬. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم

৪৩৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দার ওপর নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লোকমা খাবার খেয়েই তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি গিলেই তাঁর প্রশংসা করে (অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ বলে)। (মুসলিম)

৪৩৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

৪৩৭. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ দিনের পাপীদের ক্ষমা করার জন্যে রাতের বেলা তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করে রাখেন এবং রাতের পাপীদের ক্ষমা করার জন্যে দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন। পশ্চিম আকাশে সূর্যের উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এরূপই করতে থাকবেন। (মুসলিম)

৪৩৮. وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالْبَاءِ السَّلَامِيِّ رَضِيَ قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بَرَجَلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَأُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ؟ قَالَ ! أَنَا نَبِيٌّ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي اللَّهُ قُلْتُ وَيَايَ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصَلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ يَوْمِنِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا الْآتِرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِنْ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ

وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَخْبَرَ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلَ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمَهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَبْدَ رُمَحٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مُحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَجِّرُ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مُحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ لَوْضُوءٌ حَدَّثَنِي عَنْهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَشِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَبَا شَيْئُهُ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَا مِلْهُ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَا مِلْهُ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَقَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

فَحَدَّثَ عُمَرُ بْنُ عَبْسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبُرَتْ سَيِّئِي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَلَّمْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ أَبَدًا بِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - رواه مسلم

৪৩৮. হযরত আবু নাজীহ আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী (রা) বর্ণনা করেন, জাহিলী যুগে আমি ভাবতাম, মানব জাতি শুধু মাত্র ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা মূলত কোন সত্যের

ধারক নয়। কেননা, তারা (নিজেদের হাতে-গড়া) মূর্তির পূজা করে। এরূপ অবস্থায় একদিন শুনতে পেলাম, মক্কায় এক ব্যক্তি (জীবন ও জগত সম্পর্কে) নতুন কিছু কথা বলছে। আমি অবিলম্বে আমার উষ্ট্রীর পিঠে চেপে তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, কথিত লোকটি হচ্ছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাধারণত মানুষের আড়ালে আবডালে থাকেন। কেননা তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করছে। আমি কিছু কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে একদিন মক্কায় তাঁর কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন: আমি (আল্লাহর) নবী। আমি প্রশ্ন করলাম, নবী কি? তিনি বললেন, নবী আল্লাহর বাণীবাহক। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি কি বিধানসহ পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলতে, আল্লাহকে এক বলে প্রচার করতে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করতে পাঠানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গী লোকগুলো কারা? তিনি বললেন, এরা আযাদ ও ক্রীতদাস। উল্লেখ্য, সেদিন তার সাথে আবুবকর ও বিলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হলাম। তিনি বললেন: এই মুহূর্তে তুমি আমায় অনুসরণ করতে পারবে না। তুমি আমার ও অন্য লোকদের অবস্থা দেখতে পারছ না। এখন বরং তুমি তোমার নিজ বাড়ি ফিরে যাও। যেদিন তুমি খবর পাবে যে, আমি বিজয় লাভ করেছি সেদিন আমার কাছে ফিরে এসো।

তিনি বলেন, এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে এলেন। আমি তখন আমার বাড়িতেই ছিলাম। তাঁর মদীনা আসার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিতাম। অবশেষে আমার এলাকাবাসীদের একটি দল মদীনায় গিয়ে ফিরে এল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটি মদীনায় এসেছেন তাঁর অবস্থা কি? তারা বললো লোকেরা তাঁর চারদিকে খুব দ্রুত ভিড় জমাচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। এসব কথা শুনে একদিন আমি মদীনায় গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমায় চিনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে মক্কায় দেখা করেছিলে। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। এখন আপনি আমায় সে বিষয়ে অবহিত করুন। আপনি আমায় নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন: তুমি ফজরের নামায আদায়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচুতে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা, এটা (সূর্য) শয়তানের দুটি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদ্ভিত হয়। আর ঠিক এ সময়েই কাফেররা একে (অর্থাৎ শয়তানকে) সিজদা করে; সুতরাং (সূর্যোদয়ের সময় অতিক্রান্ত হলে) তুমি আবার নামায আদায় করবে। কেননা এ নামাযে ফেরেশতারা উপস্থিত থেকে নামাযীদের সাক্ষী হয়ে থাকে। এ নামায বর্শার ছায়ার সমান হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়) পর্যন্ত আদায় করতে পারো। এরপর নামায থেকে বিরত হবে। কেননা, এ সময় জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হয়। এরপর ছায়া কিছুটা হেলে গেলে আবার নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে নামাযীদের জন্যে সাক্ষ্য দান করে থাকবে। এরপর তুমি আসরের নামায পড়ে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা, তা শয়তানের দুটি শিং-এর মাঝখান দিয়ে ডুবে যায় এবং তখন কাফেররা একে সিজদা করে। (অবশ্য সূর্য ডুবে গেলে মাগরিবের নামায পড়বে)।

বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন : আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদেরকে) অযু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ অযুর পানি মুখে নিয়ে কুলি করলে এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করলে তার মুখ ও নাকের গুনাহসমূহ সাথে সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক তার মুখমন্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন তার দাড়ির পাশ থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে তার দু'হাতের আঙ্গুলসমূহ থেকেও পাপরাশি ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন মাথা মসেহ করে (অর্থাৎ ভিজা হাত মাথায় আলতোভাবে বুলিয়ে নেয়) তখন তার চুলের অগ্রভাগ থেকেও পাপরাশি ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে ফেলে, তখন তার দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ থেকেও পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এরপর সে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী (হামদ ও সানা) বর্ণনা করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে (নিয়ম মাসফিক নামায আদায় করে) সেই সঙ্গে তিনি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে তার অন্তর শূন্য করে দেয়, তাহলে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতোই পবিত্র ও নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যাবে।

এরপর এ হাদীসটি আমার ইবনে আবাসা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু উমাম (রা)-এর কাছে বিবৃত করলেন। এটা শুনে আবু উমামা (রা) তাঁকে বললেন : 'হে আমার ইবনে আবাসা! তুমি একটু ভেবে-চিন্তে কথাগুলো বলো। তুমি বলছো যে, এক ব্যক্তিকে একই সময়ে এত কিছু দেয়া হবে। আমার বললেন : 'হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার হাড়গুলো শুকিয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ সম্পর্কে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমার মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এ হাদীসটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একবার, দু'বার, তিনবার (এভাবে গণনা করতে থাকেন), এমন কি সাতবার না শুনতাম, তাহলে আমি তা কক্ষনো বর্ণনা করতাম না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হলো) আমি এটি তাঁর কাছ থেকে এর চেয়েও বেশিবার শুনেছি। (মুসলিম)

৬৩৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيَّهَا حَتَّىٰ فَاغْلَبَهَا وَهُوَ حَتَّىٰ يَنْظُرُ فَأَقْرَعَ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ -

৪৩৯. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন : মহান আল্লাহ যখন কোন জাতির ওপর রহম (অনুগ্রহ) করার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই তিনি সে জাতির নবীকে তুলে নিয়ে যান এবং তাঁকে তাদের জন্যে আগাম প্রতিনিধি এবং আখিরাতের সঞ্চয়ে পরিণত করেন। পক্ষান্তরে যখন কোন জাতিকে তিনি ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের নবীর জীবন কালেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশাতেই তাদেরকে ধ্বংস করেন আর তিনি (নিজ চোখে) এ দৃশ্য দেখতে থাকেন এবং তাদের ধ্বংস দেখে তিনি নিজের চোখ জুড়ান; কেননা, তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বারান

আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা ও সু-ধারণা পোষণের সুফল

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اخْبَارًا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ : وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ -
فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا -

মহান আল্লাহ একজন পুণ্যশীল বান্দার কথা উদ্ধৃত করে বলেন : (বান্দার কথা) ‘আমি আমার বিষয়াদি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করেছি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে তাদের ক্ষতিকর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা আল-মুমিন : ৪৪-৪৫)

৪৪০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدٍ كُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاحِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَى يَمَشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَرْوُلٌ - متفق عليه

৪৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মহিমাময় আল্লাহ ঘোষণা করেন : ‘আমি আমার বান্দার ধারণা মতোই আছি (অর্থাৎ সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে সেরূপ ব্যবহারই করি)। সে যেখানেই আমায় স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সঙ্গে থাকি।’ আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ গুল্লালতাহীন প্রান্তরে তার হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তার চেয়েও বেশি আনন্দ লাভ করেন। (আল্লাহ আরো বলেন) ‘যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিষত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক গজ (অর্থাৎ দুই হাত) এগিয়ে যাই। আর সে যখন আমার দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪১. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - رواه مسلم

৪৪১. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের মাত্র তিন দিন আগে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেউ যেন মহিমাময় আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ না করে মৃতুবরণ না করে। (মুসলিম)

৪৪২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي

وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا ثُمَّ لَفَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৪৪২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দো'আ করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ-খাতা মাফ করতে থাকবো, এ ক্ষেত্রে তুমি যা কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো কার্পণ্য নেই; কেননা তোমার গুনাহ যদি আকাশ সমান উঁচু হয়ে থাকে এবং তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো, তাহলেও আমি তোমায় ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে গোটা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো, তাহলে আমিও ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমায় কাছে ডাকবো। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : তিগ্নান

ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসার একত্র সমাবেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না।' (সূরা আল-আরাফ : ৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّهُ لَا يَبِئْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'কাফেরগণ ছাড়া আর কেউ আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয় না।' (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

وَقَالَ تَعَالَى : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা হবে সাদা আর কিছুসংখ্যক চেহারা হবে কালো'। (সূরা আলে-ইমরান : ১০৬)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'নিশ্চয়ই আপনার প্রভু খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আবার তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।' (সূরা আল-আরাফ : ১৬৭)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الْآبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ -

আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘পুণ্যবান লোকেরা আনন্দে থাকবে আর পাপাচারী লোকেরা জাহান্নামে যাবে।
(সূরা আল-ইনফিতার : ১৩-১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّضِيَةٍ - وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘এরপর যার (আমল বা ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে ‘আশানুরূপ সুখে বাস করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে হাবিয়া (জাহান্নাম) হবে তার আবাস’।
(সূরা আল-কারিয়াহ : ৬-৯)

১১৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ -
رواه مسلم

৪৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানদার লোকেরা যদি আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের জন্যে লোভ করতো না। আর কাফিররা যদি আল্লাহ্র রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তাহলে কেউ তারা জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

১১৪. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا آيَنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ - رواه البخارى

৪৪৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযার লাশ যখন লোকেরা তাদের কাঁধে তোলে এবং সে লাশটি যদি হয় পুণ্যবান কোনো ব্যক্তির তাহলে সে বলতে থাকে, আমায় নিয়ে এগিয়ে চলো, আমায় নিয়ে এগিয়ে চলো। আর যদি সেটি হয় কোনো অসৎ ব্যক্তির লাশ তাহলে সে বলে, হায় এ দুর্ভাগা লোককে নিয়ে তোমরা কোথায় চলেছো? মানব জাতি ছাড়া আর সবাই তার এ আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেতো, তাহলো এর তীব্রতায় মারা যেতো। (বুখারী)

১১৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رواه البخارى

৪৪৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী আর জাহান্নামও অনুরূপ নিকটেই অবস্থান করছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : চুয়ার

মহান আল্লাহর ভয়ে রোদন করা ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا -

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : ‘আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ খুবড়ে পড়ে যায় এবং (কুরআন) তাদের ভয়-ভীতি ও নম্র ভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়।’ (বনী ইস্রাঈল : ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ আর হাসছ, কিঙ্কু কাঁদছ না ?’ (সূরা আন-নাযম : ৫৯-৬০)

৪৪৬. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَى الْقُرْآنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ - متفق عليه

৪৪৬. হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন : ‘আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করো’। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সামনে (কুরআন) পড়বো, অথচ আপনার প্রতিই তা নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন : আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনে ভালবাসি। কাজেই আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় যখন আমি এই আয়াতে উপনীত হলাম— ‘তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী রূপে উপস্থিত করবো?’ (সূরা নিসা : ৪১) তিনি বললেন : ‘বেশ যথেষ্ট হয়েছে, এখন থামো।’ এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু’চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَبِينٌ - متفق عليه.

৪৪৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক (গুরুত্বপূর্ণ) ভাষণ দিলেন, যে রকম ভাষণ আমি আর কখনো শুনি নি। তিনি বললেন : ‘(হে আমার সহচরগণ!) আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাসতে খুবই কম; বরং কাঁদতে খুবই বেশি।’ বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দ্বারা তাদের মুখ ঢেকে ফেললেন এবং ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ يَكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৪৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত (নির্গত) দুধ স্তনে ফিরে না আসে (অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব না হয়)। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদের ধূলো-বালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধূলো-মলিন হয়েছে, সে জান্নাতে যাবেই)। (তিরমিযী)

৪৪৯. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - متفق عليه

৪৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাত ধরনের লোককে আল্লাহু সেদিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হলেনঃ (১) ন্যায়বিচারক শাসক বা নেতা, (২) মহান আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন যুবক, (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) যে দুই ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করে ও ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং এ জন্যেই আবার তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, (৫) এমন পুরুষ, যাকে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী নারী অসৎ কাজের দিকে ডেকেছে; কিন্তু সে জানিয়ে দিয়েছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি করেছে, বাম হাতও তা জানতে পারেনি এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিকির করে এবং দু'চোখ থেকে পানি ঝরে (ক্রন্দন করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৫০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الثَّرَجْلِ مِنَ الْبُكَاءِ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখীর (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি নামায পড়ছেন এবং আল্লাহ্র ভয়ে কান্নার দরশন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ বের হচ্ছে।

(আবু দাউদ ও শামাইলে তিরমিযী)

রিয়াদুস সালেহীন

৪৫১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ كَعْبُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) قَالَ وَسَمَانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى أَبِي - متفق عليه.

৪৫১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললেন : মহিমাময় আল্লাহ আমাকে তোমার সামনে সূরা বাইয়্যিনাহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আমার নামোল্লেখ করে বলেছেন ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। এরপর উবাই আবেগের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এর সাথে সাথেই উবাই কাঁদতে শুরু করলেন।

৪৫২. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ائْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ تَزْوُرُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزْوُرُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكْتُ، فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ إِنِّي لَا أَبْكِي إِنْ لَمْ يَأْتِيَنِي مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَبَّجْتُهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا - رواه مسلم

৪৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর একদিন আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন : চলো আমরা উম্মে আয়মানকে দেখে আসি, যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন। এরপর তাঁরা যখন উম্মে আয়মানের কাছে পৌঁছলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহর জিম্মায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কত কুশল ও মঙ্গল রয়েছে ? তিনি বললেন (না, আমি সেজন্য কাঁদছি না) আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আসমান থেকে ওহী আসা যে বন্ধ হয়ে গেল! এ কথায় আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হলো এবং উম্মে আয়মানের সাথে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করলেন। (মুসলিম)

৪৫৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعَهُ قَبِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَفِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ : مَرُّهُ فَلْيَصِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ - متفق عليه

৪৫৩. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যন্ত্রনা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করলো। তখন একদিন তাঁকে নামায পড়াতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন : আবু বকরকে বলা, সে যেন ইমাম হয়ে সাহাবীদের নামায

পড়ায়। আয়শা (রা) বললেন : আবু বকর তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন কান্নার বেগ তাকে উত্তীর্ণভাবে প্রভাবিত করবে। এরপর আবার তিনি বললেন : তাকে বলো, সে যেন লোকদের নামায পড়ায়।

অন্য এক বর্ণনা মতে আয়শা (রা) বলেন : আমি বললাম, আবুবকর যখনই আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার দরুন তিনি নামাযীদের কুরআন শোনাতে পারবেন না। (অর্থাৎ কান্নার দরুন তাঁর কুরআন তিলাওয়াত কেউ শুনতে পাবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৬. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ عَنْهُ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَانِمًا فَقَالَ قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ رَضِيَ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوَجِدْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنًا تَنَا عَجَلْتَ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ - رواه البخاري

৪৫৪. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বর্ণনা করেন, একদা ইবনে আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো। সেদিন তিনি ছিলেন রোযাদার। এ সময় তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে কাফন পরানোর মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল; তদ্বারা তার মাথা ঢাকতে চাইলে পা দুটি অনাবৃত থাকতো আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত থাকতো। এরপর আমাদেরকে প্রচুর জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হলো। এখন ভয় হচ্ছে আমাদের সৎ কাজের বিনিময় ইহকালেই দেয়া শুরু হয়ে গেল নাকি? এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন। এমনকি খাবারও পরিত্যাগ করলেন। (বুখারী)

১৫৭. وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ صَدِيِّ بْنِ عَجَلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ دُمُوعٌ مِنْ خُتْبَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٌ نَهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي قَرِيضَةٍ مِنْ قَرَانِضِ اللَّهِ تَعَالَى - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৪৫৫. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা এবং দুটি নিদর্শনের চেয়ে প্রিয় জিনিস আর কিছু নেই। তার একটি হলো, আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অন্যটি হলো আল্লাহর রাহে জিহাদে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দুটি হলো আল্লাহর রাহে জিহাদে আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন এবং আল্লাহর ফরজগুলোর মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করার। (তিরমিযী)

১৫৮. حَدِيثُ الْعَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ -

৪৫৬. হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন, যাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

অনুচ্ছেদ : পঞ্চম

জীবন যাপনে দারিদ্র্য, সংসারের প্রতি আনসক্তি এবং পার্থিব সামগ্রী কম অর্জনে উৎসাহ প্রদানের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : মূলত পার্থিব জীবনের অবস্থা হলো এরূপ যে, আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তারপর তার সাহায্যে পৃথিবীতে সেসব উদ্ভিদ অত্যন্ত ঘনীভূত রূপে উৎপন্ন হলো, যেগুলো মানুষ ও পশুকুল ভক্ষণ করে। এরপর পৃথিবী যখন পুরোপুরি সুদৃশ্য রূপ ধারণ করলো এবং সুশোভিত হয়ে উঠলো আর এর মালিকরা ভাবতে লাগল তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে, তক্ষুণি দিনে কিংবা রাতে আমার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আপত্তি হতে হলো আর আমি এগুলোকে এমনভাবে নিষ্কিহ্ন করে দিলাম, যেন ইতোপূর্বে এগুলোর কোন অস্তিত্বই ছিল না। চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনগুলো আমি এভাবেই সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা ইউনুস : ২৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا -

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : আর আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের (প্রকৃত) অবস্থা বর্ণনা করুন। সেটা হলো ঠিক এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। তারপর এর সাহায্যে পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদরাজি ঘনীভূত রূপে উৎপন্ন হলো এবং পরে তা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল আর বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ধন-মাল ও সম্ভান-সমৃদ্ধি পার্থিব জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) শোভা মাত্র। কিন্তু নেক কাজগুলো অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে আর এগুলোই আপনার প্রভুর কাছে সওয়াব হিসেবে এবং আশা-আকাংক্ষার প্রতীক হিসেবে (হাজার গুণে) উত্তম। (সূরা আল-কাহাফ : ৪৫-৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى : اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘(হে মানুষ তোমরা) জেনে রাখো, পার্থিব জীবন শুধু খেল-তামাশা, জাঁক-জমক ও পারস্পরিক আত্মগর্ব প্রকাশ এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে একে অন্যের চাইতে প্রাচুর্যের বর্ণনা মাত্র। যেমন, বৃষ্টি বর্ষিত হলে তার সাহায্যে উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলুদ রঙের দেখতে পাও। তারপর তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়। (পার্থিব জীবনের আনন্দ এ রকমই ক্ষণস্থায়ী) আর আখেরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি। পক্ষান্তরে (ঈমানদারদের জন্য) আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মার্জনা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত পার্থিব জীবন হলো প্রতারণার উপকরণ মাত্র।’
(আল-হাদীদ : ২০)

وَقَالَ تَعَالَى : زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহ পালিত পশু ও শস্য ক্ষেত ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মনকে সুশোভিত করা হয়েছে। বস্তুত এগুলো হলো পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক উপকরণ। অন্যদিকে আল্লাহর নিকট রয়েছে অত্যন্ত উত্তম পরিণাম বা প্রত্যাবর্তন।’
(সূরা আলে ইমরান : ১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ -

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন : ‘হে মানব জাতি! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য; কাজেই এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে রাখে। আর মহাপ্রবঞ্চক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলতে পারে। (সূরা ফাতির : ৫)

وَقَالَ تَعَالَى : أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ -

মহান আল্লাহ বলেন : ধন-দৌলত, প্রাচুর্য ও দাঙ্কিতা তোমাদেরকে (আল্লাহর কথা) ভুলিয়ে রাখে। এভাবেই তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। কক্ষনো নয়, খুব শীগগীরই তোমরা (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারবে। অতঃপর কক্ষণো নয়, তোমরা অনতিবিলম্বেই (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারবে। কক্ষণো নয়, যদি তোমরা (প্রকৃত অবস্থা) নিশ্চিতরূপে জানতে পারতে, (তাহলে এরূপ দাঙ্কিতার পরিচয় দিতে পারতে না)। (সূরা আত-তাকাসুর : ১-৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : আর (জেনে রেখ) এই পার্থিব জীবন নেহাত একটি খেল-তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে পরকালের জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। তারা (লোকেরা) যদি তা জানতে পারতো (তবে একরূপ কখনোই করত না)। (আনকাবুত : ৬৪)

১৫৭ . عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزِيرَتَيْهَا فَقَدِمَ بِمَا لِمِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَبْسُطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسَطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَنَّا فَسَوْهَا كَمَا نَنَّا فَسَوْهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ - متفق عليه

৪৫৭. হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিযিয়া আদায় করার জন্যে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে পাঠালেন। তদনুসারে তিনি বাহরাইন থেকে প্রচুর ধন-মাল নিয়ে মদীনায়ে ফিরে এলেন। আনসাররা যখন আবু উবায়দা (রা)-এর ফিরে আসার কথা শুনে পেলেন, তখন তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্যে মসজিদে এসে পৌঁছলেন। রাসূলে আকরাম (স) নামায শেষ করার পর লোকেরা তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন : আমার মনে হচ্ছে, তোমরা বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আবু উবাইদার ফিরে আসার সংবাদ শুনে পেয়েছো। তারা বললো : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর তিনি বললেন : তোমরা খুশী হও আর যেসব সামগ্রী তোমাদের খুশীর কারণ, তার আশা পোষণ করো। তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় করছি না, বরং আমি ভয় করছি এ জন্যে যে, পার্থিব সামগ্রী তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে প্রসারিত হয়েছিল। তারপর তারা যেমন লোভ-লালসার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো তোমরাও তেমনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই পার্থিব সামগ্রী তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছে, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবে ধ্বংস করে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا - متفق عليه

৪৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশরের ওপর বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে জড়ো হলাম। তারপর তিনি বললেন : আমার বিদায়ের পর যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের জন্যে ভয় করছি তার মধ্যে একটা হলো (নানান দেশ জয়ের পর) তোমরা পার্থিব চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের অধিকারী হবে। (অর্থাৎ নানান দেশ জয়ের পর তোমাদের হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ আসবে এবং তোমরা তখন পার্থিব সামগ্রীর পেছনে ধাবমান হবে, এটাই আমার বড় আশংকা)।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ - رواه مسلم

৪৫৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন, দুনিয়াটা একটা সবুজ শ্যামল সুবাসু বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমরা এখানে কি করছো তার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। কাজেই এ দুনিয়ায় (লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রী লোকদের (ফিতনা) সম্পর্কেও সাবধান থেকে।

(মুসলিম)

১৬০. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ - متفق عليه

৪৬০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো আসল জীবন।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৬১. وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - متفق عليه

৪৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃতকে (কবর পর্যন্ত) অনুসরণ করে : তার আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত ও তার কাজ-কর্ম (ভালো বা মন্দ)। এরপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। অর্থাৎ তার আত্মীয়-স্বজন ও ধন-দৌলত ফিরে আসে এবং তার আমল বা কাজকর্ম তার সঙ্গে থেকে যায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৬২. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - رواه مسلم

৪৬২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে সজোরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো প্রাচুর্যের মধ্যে দিন যাপন করেছো?’ সে বলবে : ‘না, আল্লাহর কসম! হে আমার প্রভু! কক্ষণো না।’ এরপর জান্নাতীদের মধ্য থেকেও একজনকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে ছিল। এরপর খুব দ্রুত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে : তুমি কি কখনো অভাব-অনটন দেখেছো? তুমি কি কখনো দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে : ‘না, আল্লাহর কসম! আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি আর আমি তেমন কোন দুঃখ-দুর্দশার সময়ও অতিক্রম করিনি।

(মুসলিম)

১৬৩. وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَخَذَكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ - رواه مسلم

৪৬৩. হযরত মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ : তোমাদের কেউ তার একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবালে যতটুকু পানি সঙ্গে নিয়ে ফিরে। (অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগে লেগে-থাকা সমুদ্রের পানির অংশ যেমন গোটা সমুদ্রের তুলনায় কিছুই নয়, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটাও কিছুই নয়)।

(মুসলিম)

১৬৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ النَّاسُ كُنَفَتِيهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسْكَمَ مِيتَ فَتَنَّا وَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهِمٍ فَقَالُوا مَا نَحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَبًّا كَانَ عَيْبًا أَنَّهُ أَسْكَمٌ فَكَيْفَ وَهُوَ مِيتٌ فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ -

৪৬৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দু’পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তিনি একটি কান-কাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি ছাগল ছানাটির কান ধরে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়েও এটা কিনতে রাজি আছেন? তাঁরা বললেন : আমরা কোনো কিছুর বিনিময়েই এটা নিতে রাজি নই। আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কেউ কি এটা নিতে রাজি আছেন? তাঁরা বললেন : আল্লাহর কসম! এটা জীবিত থাকলেও তো ক্রটিপূর্ণ; কেননা এটার কানকাটা; তাহলে মৃত অবস্থায় এটা কি কাজে লাগবে? এরপর তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেমন নিকৃষ্ট, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট।

(মুসলিম)

১৬৫. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ فَقَالَ

يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي: مَكَانُكَ لَا تَبْرَحَ حَتَّى آتِيكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحَ حَتَّى آتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى آتَانِي فَقُلْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا نَحَوْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ جَبْرِيلُ آتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ - متفق عليه

৪৬৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনার কালো প্রস্তরময় প্রান্তরে হাঁটাচাটি করছিলাম। এমনি সময় ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিপথে এলে তিনি বললেন : ‘হে আবু যার!’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতেই উপস্থিত আছি।’ তিনি বললেন : ‘এই ওহুদ পাহাড়ের সম-পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার কাছে থাকে, তবু আমি আনন্দিত হবো না। কেননা, তিন দিনের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমার কাছে তা থেকে ঋণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীনারও উদ্বৃত্ত থাকবে না; বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তা এভাবে-ওভাবে, ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে খরচ করে ফেলবো। এ কথা বলে তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন : বেশি ধনবান লোকেরাই কিয়ামতের দিন নিঃশ্ব হয়ে যাবে; কিন্তু যারা এভাবে-ওভাবে, ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে খরচ করেছে, তারা (কখনো) নিঃশ্ব হবে না। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। এরপর তিনি আমায় বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়বে না। এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একটা বিকট আওয়ায শুনে আমি এই মর্মে ভয় পেয়ে গেলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেল নাকি? তাই আমার তাঁর খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু ‘আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়োনা’ তাঁর এ আদেশটি আমার বারবার মনে পড়তে লাগল এবং তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি নিজের জায়গা ত্যাগ করলাম না। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন এবং আমি তাকে বললাম : ‘আমি তো একটা বিকট আওয়ায শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ স্মরণ হওয়ায় এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।’ তিনি জিজ্ঞাস করলেন : ‘তুমি তাহলে শব্দটি শুনেছ’ আমি বললাম : ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন : ‘এটা জিব্রাইলের শব্দ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। (এই সুযোগে) তিনি বলে গেলেন : তোমার উম্মতের

রিয়াদুস সালাহীন

যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি বললাম : সে যদি ব্যভিচার করে ? সে যদি চুরি করে ? তিনি বললেন : সে যদি ব্যভিচারও করে এবং চুরিও করে, তবুও (জান্নাতে যাবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصَدُهُ لِدَيْنٍ - متفق عليه

৪৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড়ের সম-পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে তিন দিন অতিক্রান্ত না হতেই (আমার কাছে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আর তাতেই আমি আনন্দ বোধ করবো। তবে ঋণ (থাকলে তা) পরিশোধের জন্যে কিছু অংশ আটকে রাখতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬৭. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - متفق عليه وَهَذَا لَقَطٌ مُسْلِمٍ - وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ .

৪৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নিজেদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের দিকে তাকাও এবং তোমাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের দিকে তাকিও না। তোমাদের ওপর আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে নিকৃষ্ট না ভাবার জন্যে এটাই হলো উত্তম পন্থা। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে : তোমাদের কেউ যখন তার চেয়ে ধনবান ও সুন্দর চেহারার কোনো লোকের দিকে তাকায়, তখন সে যেন তার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের দিকেও তাকায়। (তাহলে তাকে যে নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তার মূল্য সে বুঝতে পারবে।)

৫৬৮. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمُ وَالْقَطِيفَةُ وَالْخَمِيسَةُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ - رواه البخارى

৪৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দিনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পেড়ে পশমী চাদরের দাস নিপাত যাক। কেননা, তাকে দেয়া হলেই খুশী আর না দেয়া হলেই না-খোশ (বেজার)। (বুখারী)

৫৬৯. وَعَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِذَاءٌ إِلَّا إِزَارٌ وَمَا كِسَاءٌ قَدْ رَطَبُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ - رواه البخارى

৪৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আসহাবে সুফফার^১ সত্তরজন সদস্যকে দেখেছি; তাদের কারো দেহে কোনো (জামা বা) চাদর ছিল না। তাদের কারো হয়ত একটি লুঙ্গি আর কারো একটি কবল ছিল। তারা একে নিজেদের গলায় জড়িয়ে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তার পায়ের নলার অর্ধাংশ পৌছত আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। (সেলাইবিহীন কাপড় হওয়ার দরুন) লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন। (বুখারী)

৪৭. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - مسلم

৪৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়াটা হলো ইমানদার লোকদের জন্যে কারাগার এবং কাকিরদের জন্যে জান্নাততুল্য। (মুসলিম)

৪৭১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الصُّبْحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - رواه البخارى

৪৭১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন : 'দুনিয়ায় তুমি একজন মুসাফির কিংবা পথচারী হয়ে থেকো।' আর এ জন্যে ইবনে উমর বলতেন : তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সকালের অপেক্ষা করোনা। তুমি সুস্থতার সময়ে রোগের জন্যে প্রতুতি গ্রহণ করো আর তোমার জীবনকালে মৃত্যুর জন্যে প্রতুতি নাও। (বুখারী)

৪৭২. وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحْبَبَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ، فَقَالَ أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رواه ابن ماجه وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنَةٍ .

৪৭২. হযরত আবুল আক্বাস সাহল ইবনে সা'দ আস-সাইদী (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা সম্পাদন করব, তখন আল্লাহ আমায় ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমায় ভালোবাসবে। জবাবে তিনি বললেন : তুমি দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হও, আল্লাহ তোমায় ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তার প্রতি নিরাসক্ত হও; তাহলে মানুষও তোমায় ভালোবাসবে।

(ইবনে মাজাহ)

১. সুফ্ফা হলো মসজিদে নববীর চত্বরে অবস্থিত পাথরের চাতাল। কিছুসংখ্যক জ্ঞান-অবেদী দরিদ্র সাহাবী এর ওপর অবস্থান করতেন, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন।

৬৭৩. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظُلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ - رواه مسلم.

৪৭৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন : যেসব লোক পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, সারাদিন তাঁর নাড়িভূড়ি পৈচিয়ে থাকতো অথচ তাঁর পেটে দেওয়ার মতো কোনো নষ্ট পুরনো খেজুর ও জুটতো না। (মুসলিম)

৬৭৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فِكَلْتَهُ فَفَنِيَ - متفق عليه

৪৭৪. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমার ঘরে এমন কোনো সামগ্রী ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে পারে। অবশ্য আমার ঘরে সামান্য কিছু যব মজুদ ছিল। আমি অনেকদিন পর্যন্ত তা থেকে কিছু কিছু খেতে থাকলাম। অবশেষে তাও একদিন শেষ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৭৫. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغَلْتَهُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا وَسَلًا حَةً وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً - رواه البخارى

৪৭৫. উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) এর ভাই আমর ইবনে হারিস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থকড়ি), দাস-দাসী এবং অন্য কোনো দ্রব্য-সামগ্রী রেখে যাননি। তবে তাঁর মাত্র একটি সাদা খচ্চর ছিল, যার ওপর তিনি সওয়ার হতেন। এ ছাড়া তাঁর তরবারি এবং মুসাফিরদের জন্য সদকাকৃত কিছু জমি তিনি রেখে যান। (বুখারী)

৬৭৬. وَعَنْ حَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ رَضِيَ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نِمْرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَجُلِيهِ بَدَأَ رَأْسَهُ فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رَجُلِيهِ شَيْئًا مِنَ الْأَذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ نِمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِي بِهَا - متفق عليه

৪৭৬. হযরত খাব্বাব ইবনে আরাতি (রা) বর্ণনা করেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে হিজরত করেছি। সুতরাং এর সওয়াব আমরা যথার্থভাবে

আল্লাহর কাছ থেকে পাবো। অবশ্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর বিনিময় উপভোগ না করেই মারা গেছেন। তার মধ্যে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা)-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সম্পদ হিসেবে রেখে যান মাত্র একটি রঙীন পশমী চাদর। আমরা কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা দুটি অনাবৃত হয়ে যেতো। আর পা দুটি ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে পড়তো। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ চাদর দিয়ে) তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তার পায়ের ওপর 'ইযখির' নামক এক প্রকার ঘাস রেখে দিতে আমাদের নির্দেশ করেন। বর্তমানে আমাদের কারো কারো অবস্থা এ রকম যে, গাছে তার ফল পেকে রয়েছে আর তিনি তা পেড়ে নিয়ে ভোগ করছেন। (অর্থাৎ আমাদের কেউ কেউ ধন-মাল ও প্রাচুর্যের মধ্যে রাজকীয় জীবন যাপন করছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৴৷. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَأْسُفٍ كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةُ مَاءٍ . رواه الترمذی

৴৷৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফেরদেরকে এক চুমুক পানিও পান করার সুযোগ দিতেন না। (তিরমিযী)

৴৷৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْآلَانِ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا - رواه الترمذی

৴৷৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : জেনে রাখো, দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সবকিছুই অভিশপ্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার যিকির এবং তাঁর পছন্দনীয় সামগ্রী এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ অভিশপ্ত নয়)। (তিরমিযী)

৴৷৯. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَرَعَبُوا فِي الدُّنْيَا - رواه الترمذی وقال حديث حسن

৴৷৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জমি-জমা ও ক্ষেত-খামার দখলের পেছনে লেগে যেওনা; তাহলে তোমরা (খুব সহজেই) দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

৴৷০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَعْلِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ - رواه

ابو داود، والترمذی باسناد البخاری ومسلم

রিয়াদুস সালাহীন

৪৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা একটি কুঁড়ে ঘর মেরামত করছিলাম। ঠিক ঐ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এখানে কি করা হচ্ছে? আমরা বললাম, ঘরটা ভগ্নপ্রায় হয়ে গেছে; তাই আমরা এটাকে মেরামত করছি। তিনি বললেন : আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিয়ামত এর চেয়েও তাড়াতাড়ি এসে যাবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিম)

৪৮১. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ - رواه الترمذی

৪৮১. হযরত কা'ব ইবনে 'ইয়াদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক জাতির জন্যে একটি ফিতনা (পরীক্ষার সামগ্রী) আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-মাল। (তিরমিযী)

৪৮২. وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ أَبُو لَيْلَى عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخَبْزِ وَالْمَاءُ - رواه الترمذی

৪৮২. হযরত আবু 'আমর (রা) (তাকে আবু আবদুল্লাহ নামেও ডাকা হতো আবার আবু লায়লা বলা হতো) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেন, তিনটি জিনিস ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুই ওপর অধিকার নেই। সে তিনটি জিনিস হচ্ছে : (১) তার বসবাসের জন্যে একটি গৃহ, (২) শরীর ঢাকার জন্যে কিছু কাপড় এবং (৩) কিছু রুটি ও পানি। (তিরমিযী)

৪৮৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ بِكْسَرِ الشَّيْنِ وَالْحَاءِ الْمَشْدَدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ رَضِيَ أَنَّهُ قَالَ : آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ : يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَالِي وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَّالٍ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَقْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَلْبَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ - مسلم

৪৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্বীর (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা তাকাসুর ('আলহাকুমুত-তাকাসুর'— ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তোমাদেরকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে রেখেছে) পাঠ করছেন। এরপর তিনি বললেন : আদম সন্তানরা কেবল 'আমার ধন, আমার সম্পদ' ইত্যাদি আওড়াতে থাকে। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে হযম করেছে, পরিধান করে পুরোন করেছে এবং দান-খয়রাত করে আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করেছে। (মুসলিম)

৪৮৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ

فَقَالَ أَنْظِرْ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقِيرِ تَجَنُّافًا، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ - رواه الترمذی

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বর্ণনা করেন, জটনক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললো : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবাসি।’ তিনি বললেন : ‘তুমি কি বলছ, তা ভেবে দেখেছো তো!’ সে বললো : ‘আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি।’ এভাবে সে তিনবার উচ্চারণ করলো। এরপর তিনি বললেন : ‘তুমি যদি আমায় ভালবাস, তাহলে দারিদ্র্যের জন্যে মোটা পোশাক তৈরী করে নাও। কেননা, বন্যার পানি যে গতিতে তার চূড়াগু গম্বুয পানে ছুটে যায়, আমায় যে ভালবাসে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা তার চেয়েও তীব্র গতিতে তার কাছে পৌছে যায়। (তিরমিযী)

৪৮৫. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ذَنْبَانِ جَانِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ يَافَسِدُ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ - رواه الترمذی

৪৮৫. হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ধন-মাল ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধ্বিনের (ধর্মের) যতোটা ক্ষতি করতে পারে, ছাগলের (কিংবা ভেড়ার) পাল ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেয়া দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়েও ততোটা ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী)

৪৮৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفِي جَنِبِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ : مَالِي وَالْذُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاحِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ رَاحَ وَتَرَكَهَا - رواه الترمذی

৪৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খেজুর পাতার) একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমরা তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্যে একটি তোষক বানিয়ে দেই? (তাহলে কেমন হয়?)’ তিনি বললেন : (দেখ,) দুনিয়ার (আরাম-আয়েসের) সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো এ দুনিয়ায় এ রকম একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেয়; এরপর তা ছেড়ে দিয়ে গম্বুযের দিকে চলে যায়। (তিরমিযী)

৪৮৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْغَنِيِّاءِ بِخَمْسٍ مِائَةِ عَامٍ - رواه الترمذی

৪৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গরীবরা ধনীদেবের চেয়ে পঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

৬৮৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَالْطَّلْعُتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ - متفق عليه

৬৮৮. হযরত ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন : (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি জান্নাতের পরিস্থিতি অবগত হলাম। আমি দেখলাম, তার বেশির ভাগ অধিবাসীই দরিদ্র। এরপর জাহান্নামের পরিস্থিতি অবহিত হলাম। দেখলাম, তার বেশির ভাগ অধিবাসীই নারী। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৮৯. وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةً مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ - متفق عليه

৬৮৯. হযরত উসামা বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছি, তাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র। পক্ষান্তরে ধনবান লোকদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।) কিন্তু জাহান্নামীদের ইতোমধ্যেই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৯০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ - أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ - متفق عليه

৬৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কবি লবিদ যা বলেছে, তা যথার্থ। তিনি বলেছেন : 'জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।' (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : হালাল

অনাহার-অর্ধাহারে দিন যাপন, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, পানাহার ও পোশাক-আশাকে অল্পে তৃপ্তি এবং প্রবৃত্তির আকর্ষণ পরিহার

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا -

মহান আল্লাহ বলেন : এরপর তাদের পরে এল অপদার্থ উত্তরসূরী। তারা নামায বিনষ্ট করল এবং দুশ্প্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। কাজেই তারা খুব শীগগিরই গুমরাহীর বিপদ প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সং কাজ করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না; বরং তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিদান (বুঝিয়ে) দেয়া হবে। (সূরা মরিয়ম : ৫৯-৬০)

وَقَالَ تَعَالَى : فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : অতঃপর সে (অর্থাৎ কারুণ) খুব জাঁকজমকের সাথে তার জাতির লোকদের সামনে বের হলো। (এই দৃশ্য দেখে) পার্থিব জীবনের সম্পদ পূজারীরা বলতে লাগলো, আহা! কারুণকে যে পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি সেরকম সম্পদ দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে খুবই ভাগ্যবান। অন্যদিকে জ্ঞানবান লোকেরা বলতে লাগলো : হায় কি সর্বনাশ! তোমরা একি বলছো, ঈমানদার হয়ে যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে সে আল্লাহর কাছে এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি উত্তম প্রতিফল পাবে।

(সূরা আল-কাসাস : ৭৯-৮০)

وَقَالَ تَعَالَى : ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : এরপর সেদিন (দুনিয়ার তাবৎ) নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আত্-তাকাসুর)

وَقَالَ تَعَالَى : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا -

আল্লাহ তা'আলা বলেন : কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হলে আমি তাকে ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা শীগগীরই প্রদান করবো। এরপর তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখবো। সে তাতে লাক্ষিত, বিড়ম্বিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ১৮)

৪৯১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شِيعَ أَلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرٍ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ مَا شِيعَ أَلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدَمِ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعْمِ الْبَرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .

৪৯১. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ কোনোদিন উপর্যুপরি দু'দিন পেটপূরে যবের রুটি পর্যন্ত খেতে পায় নি। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আসার পর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কখনো একনাগাড়ে তিন দিন পেট পূরে গমের রুটি পর্যন্ত খেতে পায়নি।

৪৯২. وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ : ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي آبِيَّاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ قُلْتُ : يَا خَالَهَ فَمَا كَانَ

يُعِيشُكُمْ؛ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَازِعُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ آلِبَانِهَا فَيَسْقِينَا - متفق عليه

৪৯২. হযরত উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়শা (রা) বলতেন : আল্লাহর কসম হে ভাগে! আমরা একটি নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটি নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটি নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে আমাদের তিন তিনটা নতুন চাঁদ দেখার সুযোগ হতো। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ঘরেই চুলা জ্বলতো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে খালাশা! তাহলে আপনারা জীবন কাটাতেন কি করে? তিনি বললেন, দুটি নগণ্য বস্তু, খেজুর আর পানি খেয়ে (পান করে) জীবন কাটাতাম। তবে হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাদের কাছে কয়েকটি দুধবতী উষ্ট্রী ছিল। তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু দুধ পাঠাতেন আর তিনি তা আমাদেরকে (ভাগ করে) দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৯৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مُّصْلِيَةٌ فَدَعَا فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّبَاِ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ - رواه البخارى.

৪৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একদা একদল লোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে তখন আস্ত একটি ভূনা বকরী রাখা ছিলো। তারা তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি বকরীর গোশত খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, অথচ তিনি কখনো পেট ভরে যবের রুটি পর্যন্ত খেতে পাননি। (বুখারী)

৪৯৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُّرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ - رواه البخارى. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيظًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

৪৯৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, ইস্তেকালের আগ পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দস্তরখানে বসে রকমারি খাবার গ্রহণ করেননি। এমনকি তিনি কখনো চাপাতি রুটি পর্যন্ত খেতে পাননি। (বুখারী)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের চোখে কখনো আস্ত ভূনা বকরীও দেখেননি।

৪৯৫. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَايَمْلَأُ بِهِ بَطْنُهُ - رواه مسلم

৪৯৫. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্য পুরনো, বিনষ্ট খেজুরও খেতে পেতেন না। (মুসলিম)

৴৹৹ . وَعَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ : مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّبِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنَاحِلُ ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَحْلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنَحُولٍ ؟ قَالَ : كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينَاهُ - رواه البخارى

৴৹৹৹. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (দুনিয়ায়) নবী বানিয়ে পাঠানোর পর থেকে তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনীতে চালা মিহি আটার রুটি দেখেননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কি আপনাদের কাছে কোনো চালুনি ছিল না ? তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবুয়তসহ পাঠানোর পর থেকে ওফাতের মাধ্যমে তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোন চালুনিই দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা চালুনীতে চালা ছাড়া যবের আটা খেতেন কিভাবে ? তিনি বললেন, আমরা তা পিষে তাতে ফুঁ দিতাম, তখন যা কিছু উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেতো আর অবশিষ্ট আটা বা ময়দা পানিতে ভিজিয়ে খামির বানাতাম। (বুখারী)

৴৹৹ . وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بَيْوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرِجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمًا فَقَامَا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرَحَبًا وَآهَلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذَا جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدُ الْيَوْمِ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي فَاَنْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِدَّتِي فِيهِ بُسْرٌ وَتَمَرٌ وَرَطْبٌ فَقَالَ : كُلُوا وَآخِذُوا الْمَدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَآكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدَّتِي وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُّوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمَا مِنْ بَيْوتِكُمَا الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ - رواه مسلم

৴৹৹৹. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার দিনে কিংবা রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ির বাইরে বের হলেন। ঠিক এ সময় দেখা গেল, আবুবকর ও উমর (রা)ও বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন : 'এ মুহূর্তে কোন

জিনিসটি তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে বের করে এনেছে ?' তাঁরা বললেন : 'ক্ষুধার জ্বালা আমাদেরকে বের করে এনেছে হে আল্লাহর রসূল!' তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যে জিনিসটা তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে এনেছে, সেটি আমাকেও বের করে ছেড়েছে। তোমরা দাঁড়াও।' এ কথায় তারা দু'জন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এরপর (হাঁটতে হাঁটতে) তারা জনৈক আনসারীর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেখা গেল, আনসারী বাড়িতে নেই। তাঁর স্ত্রী যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলেন, তখন (খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে) তিনি বললেন : খোশ্ আমদেদ! খোশ্-আমদেদ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'অমুকে কোথায় ?' তিনি বললেন : 'উনি তো আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন।' ইতোমধ্যে আনসারী ফিরে এলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখে বললেন : 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্। আজ অন্য কারো বাড়িতে আমার মেহমানের চেয়ে সম্মানিত কোন মেহমান নেই।' এরপর তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং কাঁচা-পাকা খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে তাদের সামনে রেখে বললেন : এগুলো আপনারা খেতে থাকুন। এরপর তিনি একটি ধারালো ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : সাবধান! 'দুগ্ধবতী ছাগল যবাই করোনা।' এরপর তিনি একটি ছাগল যবাই করে তার গোশত রান্না করে নিয়ে এলেন। তারা সে ছাগলের গোশত এবং গুচ্ছ থেকে খেজুর খেলেন এবং শেষে পানি পান করলেন। সবাই যখন পেট ভরে খাবার খেলেন এবং তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে বললেন : 'যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, তারপর তোমরা এ নিয়ামতের সন্ধান পেয়ে বাড়ি ফিরছো।' (মুসলিম)

৴৹৹. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُتَنَقِّلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَاتَّقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بَحَضَرَ تِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لَا يَذْرُكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهُ لَتُمْلَأَنَّ أَفْعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصَارِيحِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا وَلَيَاتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَطِيطٍ مِنَ الرَّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى فَرَحَتْ أَشَدَّ أَفْنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا - رواه مسلم

৪৯৮. হযরত খালেদ ইবনে উমর আল-আদাবী (রা) বর্ণনা করেন, একদা বসরার গবর্ণর উত্বা ইবনে গায্ওয়ান (রা) আমাদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'হামদ' ও 'সানা' পাঠ করার পর বললেন : দুনিয়াটা ধ্বংসের ঘোষণা দিচ্ছে এবং খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে পালানো চেষ্টা করছে। পানি পান করার পর পাত্রের তলদেশে যেটুকু পানি বাকী থাকে, দুনিয়ার ততটুকুই শুধু বাকী আছে এবং দুনিয়াদাররা তা থেকেই পানাহার করছে। কিন্তু তোমাদেরকে এ অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে এক চিরস্থায়ী দুনিয়ার পথে পাড়ি জমাতে হবে। কাজেই তোমাদের জন্যে যে উত্তম জিনিসগুলো আছে, তা সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামের এক পাশ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে এবং তা সমুদ্র বহর অবধি এর ভেতরেই নীচের দিকে গড়াতে থাকবে; তবু এটা গর্তের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! তবু এ কাজটা পূর্ণ করা হবে। তোমরা কি (এ কথায়) হতবাক হচ্ছে?।

আমাদের কাছে তো এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজাসমূহের দুটি কপাটের মধ্যবর্তী স্থানটার দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান। অথচ এমন একটি দিন আসবে, যখন তা (মানুষের) ভিড়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর আমি নিজেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাত ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম স্থানে দেখছি। (তখন) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো খাদ্যই ছিল না। আর তা খেতে খেতে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। (কাপড় বস্টনের দরুন) আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। তা চিড়ে দু'টুকরো করে আমি এবং সা'দ ইবনে মালিক ভাগ করে নিলাম। আমার অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম এবং বাকী অর্ধেকটা দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানালেন। কিন্তু তারপর অবস্থা দাঁড়াল এরূপ যে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের (বা অঞ্চলের) গবর্ণর হয়েছেন। আমি নিজের কাছে বড়ো হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়ার বিপদ থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

৫৭৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ كِسَاءً وَ أَزَارًا غَلِيظًا فَلَاَتَ : فُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ - متفق عليه

৪৯৯. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি চাদর এবং একটা মোটা লুঙ্গি এনে বললেন : এই দুটো কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকাল হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫০০. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ : إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامُ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ وَهَذَا السَّمْرُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ - متفق عليه

৫০০. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর পথে তীরন্দাজী করার দিক থেকে আমিই ছিলাম প্রথম আরববাসী। আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে বাবলা আর ঝাউ

রিয়াদুস সালাহীন

গাছের পাতা ছাড়া আর কোনো খাবারই ছিল না। এমন কি, আমাদের সঙ্গী সাথীরা ছাগলের বিষ্ঠার মতো (বড়ি বড়ি) পায়খানা করতো, একটা বড়ির সাথে আরেকটা মিশতো না।

(বুখারী ও মুসলিম)

৫০১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا -

متفق عليه

৫০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ‘হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণ উপযোগী ন্যূনতম জীবিকা দান করো।’

(বুখারী ও মুসলিম)

৫০২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَى وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِ وَمَا فِي نَفْسِي ثُمَّ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةٌ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَ أَهْلُ الصَّفَةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا آتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَكَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا آتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَسَاءَ نَبِيٌّ ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصَّفَةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أَصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرِبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاؤُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ وَكَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بَدَّ فَاتَّبَعْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا وَاسْتَاذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ فَأَعْطِيهِ الْآخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ قَالَ بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ إِشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَأَوَّلَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُّهُ مَسْلُكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَوَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ক্ষুধার তীব্রতায় আমি আমার পেটের সাথে ভারী পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি লোক চলাচলের পথের ওপর বসে রইলাম। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পথ অতিক্রমকালে আমায় দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার বাহ্যিক চেহারা ও মনের অবস্থা বুঝে ফেললেন। তারপর বললেন : ‘হে আবু হুরাইরা!’ আমি বললাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত।’ তিনি বললেন : ‘আমার সাথে এসো।’ এ কথা বলেই তিনি (গন্তব্যস্থলের দিকে) যাত্রা করলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে চললাম। এরপর তিনি অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমিও তাঁর অনুমতি পেয়ে প্রবেশ করলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে (বাড়ির লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন : এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? পরিবারের লোকেরা বললো : অমুক ব্যক্তি কিংবা (বর্ণনারকারীর সন্দেহ) অমুক মহিলা আপনার জন্যে উপটোকন (হাদীয়া) পাঠিয়েছে। তিনি বললেন : ‘হে আবু হুরাইরা!’ আমি বললাম! ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতে হাযির।’ তিনি বললেন : ‘যাও তো, সুফ্যার অধিবাসীদেরকে (আসহাবে সুফ্যা) ডেকে নিয়ে আসো। আবু হুরাইরা বললেন : ‘সুফ্যার অধিবাসীরা হলো ইসলামের মেহমান। তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত বলতে কিছুই ছিল না। তাদেরকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেয়ার মতো কোনো বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন সদকার মাল এলে তিনি ওদের কাছে তা পাঠিয়ে দিতেন, (অন্যদের দেয়ার জন্যে) তিনি তাতে হাত দিতেন না। কিন্তু যখন কোনো উপহার সামগ্রী (হাদীয়া) আসত, তখন তিনি ওদের কাছে কিছু পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজেও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন।

সেদিন (রাসূলে আকরাম) তাদের ডাকার কথা বলাতে আমার কাছে খুব খারাপ লাগল। আমি মনে মনে বললাম : এইটুকু দুধ আসহাবে সুফ্যার কোন কাজে লাগবে? আমি বরং এ দুধের বেশি হকদার ছিলাম; এর কিছু অংশ পান করলে আমি শক্তি অনুভব করতাম। তাছাড়া তারা যখন আসবে তখন তাদেরকে এ দুধ পরিবেশনের জন্যে তো আমাকেই আদেশ করা হবে। তখন তাদের সবাইকে পরিবেশনের পর এ থেকে আমি কিছু পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানা ছাড়া তো আমার কোনো উপায়ও ছিল না। কাজেই আমি উঠে গিয়ে তাদেরকে ডাকলাম। তাঁরা এসে ভিতরে ঢোকান অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতিও দিলেন। তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজ নিজ স্থানে বসে পড়লেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন : হে আবু হুরাইরা! আমি জবাব দিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার কাছেই উপস্থিত। তিনি বললেন : দুধের পেয়ালাটি নিয়ে লোকদেরকে পরিবেশন কর। আবু হুরাইরা বলেন : এরপর আমি পেয়ালাটি নিয়ে এক একজনকে পরিবেশন করতে শুরু করলাম। একজন তৃষ্ণির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালাটি ফেরত দিতেন। তারপর আমি আর একজনকে পরিবেশন করতাম। তিনিও পূর্ণ তৃষ্ণির সাথে পান করে পেয়ালাটা আমায় ফেরত দিতেন। এভাবে সবার শেষে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেয়ালাটি নিয়ে হাযির হলাম। তিনি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন : হে আবু হুরাইরা! জবাবে আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার খেদমতেই

উপস্থিত। তিনি বললেন : তুমি বসো এবং দুধ পান করো। এরপর আমি বসে তা পান করলাম। তিনি আবার বললেন : আরো পান করো। আমি আবার পান করলাম। এরপর তিনি আমায় শুধু পান করার কথাই বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম : ‘না, আর পারবো না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। এর জন্যে আমার পেটে আর কোনো শূন্য জায়গা নেই।’ তিনি বললেন : ‘এবার আমায় পরিতৃপ্ত করো’। আমি তাঁর হাতে পেয়ালা তুলে দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী)

৫০৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنِّي لَأَخْرُفِيمَا بَيْنَ مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ مَغْشِيًا عَلَى فَيْجِيءُ الْجَانِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الْجَوُّعُ - رواه البخارى

৫০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বর্ণনা করেন, আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, আমি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশর ও আয়েশা (রা)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। তখন কেউ কেউ আমাকে দেখে পাগল মনে করত। এমনকি কেউ কেউ আমার ঘাড়ের ওপর পা রেখে চেপে ধরত। অথচ আমার মধ্যে কোনো রকম পাগলামি ছিল না, ছিল শুধু ক্ষুধার তীব্রতা। (বুখারী)

৫০৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ - متفق عليه

৫০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সময় অবস্থা ছিল এরূপ যে, তাঁর (লৌহ) বর্মটি জনৈক ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা’ (এক সা’= প্রায় তিন সের এগার ছটাক) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৫০৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دَرَعَهُ بِشَعِيرٍ وَ مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَاهَالَةٍ سِنْخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لَالٍ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَنِسْعَةُ أَبْيَاتٍ - رواه البخارى

৫০৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বর্মটি কিছু যবের বিনিময়ে (জনৈক ইহুদীর কাছে) বন্ধক রেখেছিলেন। সে সময় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধময় ময়দার রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্যে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সারা দিনে) এক সা’ গমও মিলতো না, অথচ তাঁর নয়টি ঘর ছিল। (বুখারী)

৫০৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ إِزَارٌ وَأَوْ كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رواه البخارى

৫০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আসহাবে সুফ্যার এমন সত্তর জন সদস্যকে দেখেছি, যাদের কারো দেহেই কোন চাদর ছিল না। কারো নিকট হয়ত একটি লুঙ্গি ছিল, আবার কারো লুঙ্গি দু'টাখনুর মাঝামাঝি পর্যন্ত বুলুত, কারোটা দু'হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্যে তাঁরা (খোলা) লুঙ্গি হাতে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

৫০৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْفٌ - رواه البخارى

৫০৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চামড়ার একটি বিছানা ছিল। তার মধ্যে ভরা ছিল খেজুরের বাকল। (বুখারী)

৫০৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذْبَرَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بَضْعَةُ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالَ وَلَا خِفَافٌ وَلَا فَلَائِسٌ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السَّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمَهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ - رواه مسلم

৫০৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় জনৈক আনসারী এসে তাঁকে সলাম দিলেন। এরপর তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে 'উবাদা কেমন আছেন?' তিনি (আনসারী) বললেন : 'বেশ ভালো আছেন।' এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন! 'তোমাদের মধ্যে কে কে তাকে দেখতে যেতে চাও?' এ কথা বলেই তিনি উঠে রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশ জনের কিছু বেশি। কিন্তু আমাদের কারো পরিধানে কোনো জুতা, মোজা, টুপি ও জামা ছিল না। এই অবস্থায় আমরা একটি বিরাণ প্রান্তর পেরিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম। এরপর তাঁর (সা'দের) চারপাশ থেকে তাঁর বংশের লোকেরা চলে গেল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর কাছাকাছি এলেন। (মুসলিম)

৫০৯. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَذْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ - متفق عليه .

রিয়াদুস সালেহীন

৫০৯. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীরা)। তারপর যাঁরা এর পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবেরী)। তারপর যাঁরা তাদের পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবেরী) তাবেরী : পালাক্রমে এঁরাই হলেন উত্তম লোক)। ইমরান বলেন, এটা আমার মনে নেই যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটা দু'বার বলেছেন নাকি তিনবার। এদের পরে এমন এক জাতি আবির্ভূত হবে, যারা সাক্ষ্য দেবে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা (আমানতের) থিয়ানত করবে, অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না; তাদের শরীরে মেদ পুঞ্জীভূত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫১০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ - رواه الترمذی

৫১০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার বাড়তি (প্রয়োজনের অধিক) সম্পদ সংকাজে ব্যয় করো, তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে, আর যদি তা আটকে রাখো, তাহলে তোমার অনিষ্ট হবে। তবে তোমার প্রয়োজন মতো সম্পদ (তোমার নিজের কাছে) রেখে দিলেও তুমি তিরস্কৃত হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবারবর্গের ওপর খরচ করা শুরু করো। (তিরমিযী)

৫১১. وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصِنٍ الْأَنْصَارِيِّ الْخَطَمِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سَرَبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِرْهَا - رواه الترمذی

৫১১. হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহসান আনসারী খাত্মী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে শরীরিক প্রশান্তি ও সুস্থতা নিয়ে সকাল উদযাপন করল এবং যার কাছে ক্ষুধা নিবারণের মতো একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন দুনিয়ার সব কিছুই প্রদান করা হয়েছে। (তিরমিযী)

৫১২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَفَتَنَهُ اللَّهُ بِمَا أَنَاهُ - رواه مسلم

৫১২. হযরত আবুদুদ্বাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (জেনে রেখ) সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তার ওপরই তাকে তুষ্ট রেখেছেন। (মুসলিম)

৫১৩. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هَدَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقِنَعَ - رواه الترمذی

৫১৩. হযরত আবু মুহাম্মদ ফাযালা ইবনে উবায়দেদ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত (নির্দেশনা) প্রদান করা হয়েছে, তার জন্যে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ। পরিমিত সম্পদে সে জীবন অতিবাহন করে এবং তার ওপরই সে তৃপ্ত থাকে। (তিরমিযী)

৫১৪. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيْلَ إِلَى الْمُتَتَا بَعَةً طَاوِيًا وَآهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْرِهِمْ خُبْرُ الشَّعْبِ - رواه الترمذی

৫১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকদের রাতে খাবার জুটত না। প্রায়শ তাঁদের খেতে হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

৫১৫. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رَجُلٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً - رواه الترمذی

৫১৫. হযরত ফাযালা ইবনে উবায়দেদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো মুজাদীদদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এঁরা ছিলেন আস্হাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত। (এদের অবস্থা দেখে) বেদুইনরা পর্যন্ত এদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন : 'তোমরা যদি জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে কি মর্যাদা ও সামগ্রী মজুদ রয়েছে, তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র আরো বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে কামনা করতে। (তিরমিযী)

৫১৬. وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ السِّقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَلَأَ أَدَمِي وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يَقْمَنَ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَامْعَالَةَ فَثُلْتُ لِبَطْعَا مِهِ وَثُلْتُ لَشَرَّابِهِ وَثُلْتُ لِنَفْسِهِ - رواه الترمذی

৫১৬. হযরত আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে মা'দী কারিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মানুষের ভরা পেটের চেয়ে খারাপ পাত্র আর কিছু নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্যে (খাবারের) কয়েকটি ভ্রাসই তো যথেষ্ট। এর চেয়েও কিছু বেশি যদি প্রয়োজনই হয়, তবে পেটটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। তারপর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, দ্বিতীয় অংশ পানিয়ার জন্যে এবং বাকী অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্যে রেখে দেবে। (তিরমিযী)

৫১৭. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلا تَسْمَعُونَ؟ آلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ يَعْنِي التَّقَلُّلَ - رواه أبو داود

৫১৭. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাবা আনসারী আল-হারেসী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে পার্থিব বিষয়াদির কথা উত্থাপন করলেন। এসব শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিহার করা ঈমানের লক্ষণ? নিঃসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের নিদর্শন। অর্থাৎ সাদাসিধা, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা উত্তম। (আবু দাউদ)

৫১৮. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَى عِيرًا لِقْرِيشٍ وَزُودًا جَرَابًا مِّنْ تَمَرٍ لَّمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ - فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً - فَقِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْعَعُونَ بِهَا؟ قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِينَا الْخَبْطُ ثُمَّ نَبْلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَأَنْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعْنَا لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكُثَيْبِ الضَّخْمِ فَاتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تَدْعَى الْعَبْرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْلِ نَحْنُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطُرُّرْ ثُمَّ فُكِّلُوا، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنِهِ بِالْقَلَالِ الدَّهْنِ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدْرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقَبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَانِقٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : هُوَ رَزَقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَحْمِهِ شَيْءٍ فَتَطْعَمُونَا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ - رواه مسلم

৫১৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা (রা)-এর নেতৃত্বে আমাদেরকে কুরাইশদের একটি কাফেলার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করেন। এ জন্যে তিনি আমাদেরকে মাত্র এক বস্তা খেজুর প্রদান করেন, এছাড়া আর কিছুই দেননি। আবু উবাইদা আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করা হলো, একটি মাত্র খেজুরে আপনাদের চলত কি ভাবে? তিনি বলেন : শিশুরা যেভাবে চোমবে, আমরাও সেভাবে চুষতে থাকতাম; তারপর পানি পান করতাম। এটা সারা দিনের জন্যে

আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেত। এর পাশাপাশি আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

বর্ণনাকারী বলেন : এরপর আমরা সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সমুদ্র উপকূলে উঁচু টিলার মতো বিরাট একটি বস্তু পড়ে রয়েছে। আমরা তার কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, বিশাল আকারের একটি সামুদ্রিক প্রাণী, যাকে তিমি বলা হয়। আবু উবাইদা (রা) বললেন, এটা তো মৃত প্রাণী। বর্ণনাকারী বললেন, আমরা তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত বাহিনী এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আর তোমরা হচ্ছে অক্ষম। কাজেই এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তোমরা এটা খেতে পার। এরপর আমরা এক মাস পর্যন্ত ওটা খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমরা তখন তিনশ' লোক ছিলাম। প্রাণীটা খাওয়ার ফলে সবাই আমরা খুব মোটা হয়ে গেলাম। আমরা মশক ভরে ভরে প্রাণীটার চোখ থেকে তেল বের করতাম এবং গরুর গোশতের টুকরোর মতো কেটে কেটে বের করতাম। একদিন আবু উবাইদা (রা) আমাদের তের জনকে প্রাণীটার চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন এবং এর পঁজরগুলোর মধ্য থেকে একটি পঁজর দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমাদের সঙ্গের সবচেয়ে বড় একটি উটের উপর হাওদা বসিয়ে এর নীচ দিয়ে চালিয়ে নিলেন। তারপর এর কিছু গোশত রান্না করে আমরা রসদ হিসেবে রেখে দিলাম।

এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের জীবিকা হিসেবে এই জীবটি প্রদান করেছেন। তোমাদের কাছে এর কিছু গোশত আছে কি? তাহলে আমাদেরকেও তা খাওয়াতে পার। এরপর আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা আহার করলেন। (মুসলিম)

৫১৭. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كُمْ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرِّضْغِ، رَوَاهُ ابُو

داود والترمذی

৫১৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার আন্তিন ছিল কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৫২০. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاوَزُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ - فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَآخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضْرَبَ فَعَادَ كَثِيرًا أَهْلًا وَأَهْلِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ لِأَمْرَاتِي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكَ شَيْءٌ فَقَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَنَافِ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ فَقُلْتُ طَعِمَ لِي فَمُ

أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ كَمْ هُوَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ
الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي فَقَالَ قُومُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا
فَقُلْتُ، وَيْحَكَ وَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ
قَالَ ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالْتَنُورَ إِذَا
أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ مِنْهُ فَقَالَ كُلِّي
هَذَا وَاهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ - متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ لَمَّا حَفِرَ الْخَنْدَقَ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا فَأَنْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ
عِنْدَكَ شَيْءٌ: فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ فَفَرَّغْتُ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ فَجَنَّتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرَّمْكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ: إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَبَّهَلَ بِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا
تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى آجِيءَ فَجَنَّتُ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَنَّتْ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ
وَبِكَ فَقُلْتُ! فَذُفَعْتُ الَّذِي قُلْتُ، فَأَخْرَجَتْ عَجِينًا فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا
فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعِي خَازِنَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكَ، وَأَقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ
فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُّوْا حَتَّى تَرْكُوهُ وَانْحَرِفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَنْفُطُ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لِيُخْبِزُ
كَمَاهُ.

৫২০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, পরিখার যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন
করছিলাম, এমন সময় মাটির ভিতর থেকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়ে এল। আমাদের
সঙ্গীরা (সাহাবীরা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললো,
পরিখার ভেতর থেকে একটি কঠিন পাথর বেড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন : ‘আমি পরিখায়
নেমে দেখবো।’ এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর পেটে
পাথর বাঁধা ছিল। পরপর তিনদিন পর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দিতে পারিনি। এরপর রাসূলে
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিকে আঘাত
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে বালুতে পরিণত হলো। আমি বললাম, হে
আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাড়ি যাওয়ার একটু অনুমতি দিন (তিনি অনুমতি দিলেন) এরপর
আমি বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললাম : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে

অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? সে বললো, আমার কাছে কিছু যব আর একটি ছাগল ছানা আছে। আমি ছাগল ছানাটি জবাই করলাম এবং যবও পিষে নিলাম। এরপর ডেকচিতে গোশত চড়িয়ে দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যে আটা রুটি তৈরির উপযোগী হয়ে গেছে এবং ডেকচিতে গোশতও পাকানো হয়ে গেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। মেহেরবানী করে আপনি দু'একজন লোক সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'আমরা কতজন যেতে পারব?' আমি তাকে খাবারের পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন : আমরা বেশি লোক গেলেই ভালো হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে যেন ডেকচি না নামায় এবং রুটিও যেন ঝুর না করে। এরপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন : (আমার সাথে) সবাই চলো। এরপর মুহাজির ও আনসার সকলেই তাঁর সঙ্গে রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এসে বললাম; তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! কেননা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গে আনসার-মুহাজির সবাই এসে গেছেন। সে বললো, তিনি কি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম হ্যাঁ।

এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করো; কিন্তু জটলা করো না। এরপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করলেন এবং তার ওপর গোশত দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ডেকচি ও উনুন ঢেকে ফেললেন, তিনি তা থেকে খাবার এনে সাহাবীদের পাশে ঢেলে দিতে লাগলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতে লাগলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাবার খেলেন। এমনকি কিছু উদ্বৃত্তও থাকলো। এরপর তিনি জাবেরের স্ত্রীকে বললেন : তুমি খাবার খাও এবং যারা ক্ষুধার্ত রয়েছে তাদেরকে হাদিয়া দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনা মতে জাবের বলেন : পরিখা খননের সময় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ক্ষুধার চিহ্ন দেখে (দ্রুত) আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম : তোমার কাছে কোনো খাবার আছে কি? কেননা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেজায় ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি। এরপর সে এক সা' পরিমাণ যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলেন। আর আমরা আমাদের পোষা একটি ভেড়ার বাচ্চা যবাই করলাম। অন্যদিকে আমার স্ত্রীও যব পিষে ফেলল। আমি অবসর হয়ে গোশত টুকরা টুকরা করে ডেকচিতে চড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই সে (স্ত্রী) বললো। আমায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাছে লাক্ষিত করো না। এরপর আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে চুপি চুপি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, সেটাকে আমি যবাই করেছি আর সে (স্ত্রী) এক সা' পরিমাণ যব পিষে আটা তৈরী করেছে। সুতরাং মেহেরবানী করে আপনি কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। এ কথা শোনা মাত্র রাসূলে আকরাম উচ্চ কণ্ঠে বললেন : 'হে খন্দক বাহিনী! জাবের তোমাদের জন্যে বিরাট ভোজের (মেহমানদারির) আয়োজন করেছে; সুতরাং (আমার সঙ্গে) তোমরা সবাই চলো।' এরপর রাসূলে আকরাম আমায় বললেন : 'আমি না পৌছা পর্যন্ত (গোশতের) ডেকচি নামিওনা এবং আটার রুটিও বানিও না।'

এরপর আমি এসে পড়লাম এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার আগে ভাগে চলে এলেন। আমি (বাড়ি এসে) আমার স্ত্রীকে সব কথা জানালে সে বললো : ‘(এ অবস্থায়) তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে।’ আমি বললাম : ‘তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি।’ এরপর সে খামীর বানানো আটা বের করে দিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে মুখের লাল মিশিয়ে বরকতের জন্যে দো‘আ করলেন এবং ডেকচির কাছে এসেও মুখের লাল লাগিয়ে বরকতের জন্যে দো‘আ করলেন। এরপর বললেন : রাধুনীকে ডাকো। সে তোমাদের সঙ্গে রুটি বানাবে এবং ডেকচি থেকে গোস্ণত পরিবেশন করবে; কিন্তু উনুন থেকে তা নামানো হবে না। তখন সেখানে এক হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁরা সবাই পেট পুরে খেলেন এবং কিছু উদ্বৃণ্ডও রেখে গেলেন। এদিকে আমাদের ডেকচিতে টগবগ করে আওয়াজ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটি পাকানো চলছিল।

৫২১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : اَلْطَّعَامُ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا فَانْطَلِقُوا وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلِمَا مَا عِنْدَكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَآتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمَّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى سَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ حَتَّى آكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ - متفق عليه

ওফী রِوَايَةٍ فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشْرَةً وَيَخْرُجُ عَشْرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَآكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَبَا هَا فَذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا - وَفِي رِوَايَةٍ فَآكَلُوا عَشْرَةَ عَشْرَةً حَتَّى دَخَلَ ذَلِكَ بِشَمَا نَيْنِ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَاهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُورًا - وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَّغُوا جِبْرَانَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ

أَصْحَابِهِ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بَعْصَابَةَ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا : مِنَ الْجَوْعِ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سَلِيمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعَصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجَوْعِ فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ عِنْدِي كِسْرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمْرَاتٌ فَإِنْ جَاءَ نَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَهُ أَسْبَغْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قُلْ عَنْهُمْ وَذَكَرْنَا الْحَدِيثَ -

৫২১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা) কে বললেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনেতে পেলাম। কণ্ঠের ক্ষীণতায় তাঁকে খুব দুর্বল বলে মনে হলো। এখন তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ’। এরপর তিনি কয়েক টুকরা যবের রুটি বের করে আনলেন এবং ওড়নার একাংশ দিয়ে তা পেঁচিয়ে দিলেন। এরপর ওড়নার অপরাংশ আমার মাথায় তুলে দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমায় আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম ‘হ্যাঁ’। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : ‘খাবারের জন্যে?’ আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর রাসূলে আকরাম তাদের বললেন : ‘তোমরা সবাই চলো’। অতএব, সবাই রওয়ানা হলেন। আমি সবার আগে-ভাগে এসে আবু তালহাকে বিষয়টি জানালাম। আমার কথা শুনে আবু তালহা বললেন : হে উম্মে সুলাইম! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সাহাবীদের নিয়ে এসে পড়েছেন। অথচ তাদের খাওয়ানোর মতো কোনো জিনিসই আমাদের কাছে নেই। উম্মে সুলাইম বললেন : এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

এরপর আবু তালহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সামনে নিয়ে (নিজের বাড়ির) ভেতর প্রবেশ করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন : ‘হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু খাবার আছে, নিয়ে এস।’ সে মতে তিনি সেই রুটিগুলো এনে হাযির করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করতে নির্দেশ দিলেন। সে অনুসারে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করা হলো। উম্মে সুলাইম তার ওপর ঘি ঢেলে খাবার তৈরী করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পসন্দ মতাবেক বরকতের দো‘আ পড়লেন। তারপর বললেন : দশ ব্যক্তিকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দাও। আবু তালহা তাদের অনুমতি দিলেন। তারা ভেতরে ঢুকে তৃপ্তির সাথে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আরো দশ জনকে (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অনুমতি লাভের পর তারাও খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় আরো দশ ব্যক্তিকে অনুমতির আদেশ দিলেন। এভাবে এ দলের (সত্তর ব্যক্তির) সবাই পুরো তৃপ্তির সাথে খেয়ে গেলেন। উল্লেখ্য, এ দলে সত্তর কিংবা (রাবীর সন্দেহ) আশি ব্যক্তি ছিলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে : এরপর দশজন দশজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকলেন এবং প্রত্যেকেই পেট ভরে খাবার খেয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। এমন কি, তাদের কেউ আর অবশিষ্ট রইলনা। এরপর বাকী খাবার একত্র করে দেখা গেল যে, খাওয়া শুরু করার সময় যে পরিমাণ খাবার ছিল, শেষ করার পরও সে পরিমাণই অবশিষ্ট রয়েছে।

আরেকটি বর্ণনায় আছে : এরপর তারা দশজন দশজন করে খেয়ে গেলেন। এভাবে আশি জনের খাওয়া শেষ হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাড়ির লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং বাড়তি খাবারগুলো রেখে চলে গেলেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে : তাদের খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেক খাবার বেঁচে গিয়েছিল এবং তা প্রতিবেশিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হলো।

আরেকটি বর্ণনায় হযরত আনাস (রা) বলেন : আমি একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি (কাপড়ের) পটি দিয়ে নিজের পেট বেঁধে সাহাবীদের সঙ্গে বসে আছেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন কেন ? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার জ্বালায়। এ কথা শুনেই আমি তাঁকে বললাম : 'হে পিতা! আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি; তিনি কাপড়ের পটি দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি এ বিষয়ে কয়েকজন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন : ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে কাপড় বেঁধে রেখেছেন। আবু তালহা সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো খাদ্যবস্তু আছে কি ? তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু রুটির টুকরা এবং কিছু খেজুর আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের এখানে একাকী আসেন, তাহলে তাঁকে পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারব। আর যদি তার সঙ্গে অন্য লোক আসে, তাহলে তাদের জন্যে খাবারের পরিমাণ খুব কম হয়ে যাবে। এরপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : সাতান

অল্পে তুষ্টি ও অমুখাপেক্ষিতা থাকা এবং জীবন যাপন ও সাংসারিক ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতার নিন্দা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا-

মহান আল্লাহ বলেন : দুনিয়ার বুকে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করা আল্লাহরই দায়িত্ব। (সূরা হূদ : ৬)

وَقَالَ تَعَالَى : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا-

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : এটা সেই অভাবীদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে আটকা পড়ে আছে, (ফলে) তাদের পক্ষে দুনিয়ার কোথাও বিচরণ করা সম্ভব নয়। হাত পাতা থেকে

বিরত থাকার দরুন নির্বোধেরা তাদেরকে ধনবান মনে করে। তোমরা এদের লক্ষণ দেখেই চিনতে পারবে, এরা লোকদের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে না। (সূরা বাকারা : ২৭৩)

قَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় ও অপচয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না। তাদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মাঝামাঝি পছন্দ অবলম্বন করে থাকে। (সূরা আল- ফুরকান : ৬৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ -

তিনি আরো বলেন : আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগী করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো জীবিকা চাইনা আর তারা আমার খাদ্য যোগাবে, এটাও চাইনা। (সূরা আয-যারিয়াহ : ৫৬-৫৭)

৫২২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ - متفق عليه

৫২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ধন-মাল প্রচুর থাকলেই ধনবান হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত ধনী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মার ধনে ধনী। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ - رواه مسلم

৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই ব্যক্তি সাফল্যের অধিকারী হয়েছে, যে (মনে-প্রাণে) ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মতো জীবিকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তওফীকও দান করেছেন।

৫২৪. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ : يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُوْ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَا أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءُ فَبَايَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَبَايَ أَنْ يَقْبَلَهُ - فَقَالَ : بِأَمْعَشَرِ الْمُسْلِمِينَ أَشْهَدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ إِنَّي

أَعْرِضْ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ فَبَابِي أَنْ يَا خُدَّةَ فَلَمْ يَزِرَا حَكِيمًا أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوَفَّى - متفق عليه

৫২৪. হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু প্রার্থনা করলাম। তিনি আমায় (প্রার্থিত জিনিসটি) দান করলেন। আমি আবার তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম। তিনি এবারও আমায় দান করলেন। আমি পুনরায় চাইতেই তিনি আমায় কিছু দিলের এবং বললেন : হে হাকীম! এ সম্পদ সবুজ, শ্যামল ও সুহাদু। যে ব্যক্তি নির্বিকার চিত্তে এটা গ্রহণ করে, তার জন্যে একে বরকতময় করা হয়। আর যে ব্যক্তি লোভ-লালসার তাড়নায় এটা হাসিল করে, তার জন্যে এতে কোনো বরকত থাকে না। তার অবস্থা এ রকম দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তি আহা করল; কিন্তু তাতে সে তৃপ্তি পেল না। আর (জেনে রেখ) উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ প্রদানকারী গ্রহণকারীর চেয়ে শ্রেয়তর)। হাকীম (রা) বলেন : হে আব্দুল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি : এরপর থেকে দুনিয়া ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি কারো কাছেই কিছু প্রার্থনা করবো না। এরপর আবু বকর (রা) হাকীমকে (মাঝে মাঝে) ডেকে কিছু গ্রহণ করতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। এরপর উমর (রা) একদিন তাকে কিছু দেয়ার জন্যে আহবান জানালেন। কিন্তু তিনি তাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন উমর (রা) বললেন : 'হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে হাকীমের ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি যে, 'ফাই' (বা যুদ্ধলব্ধ) সম্পদে আব্দুল্লাহ তার জন্যে যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন, সে অধিকারই আমি তার সামনে পেশ করেছি। কিন্তু সে তাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।' এরপর হাকীম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে তার মৃত্যু অবধি আর কারো কাছেই হাত পাতেন নি। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৫. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٌ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَتَقَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَنَقَبَتْ قَدَمِينَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخَرِقَ فَسَمَّيْتَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لَمَّا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخَرِقِ قَالَ أَبُو بَرْدَةَ فَحَدَّثْتُ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ! قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِّنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ - متفق عليه

৫২৫. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। (বাহন হিসেবে) আমাদের প্রতি ছয় জনের কাছে মাত্র একটি করে (সওয়ারী) উট ছিল। তাই আমরা পালাক্রমে তার ওপর সওয়ার হতাম। এ কারণে আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। আমার পা তো ক্ষত-বিক্ষত হলোই, আমার পায়ের নখগুলোও উঠে গেল। তাই আমরা পায়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিলাম। এ কারণেই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে 'জাতুররিকা' বা পট্টির যুদ্ধ। আবু

বুরদা বলেন, আবু মুসা (রা) প্রথমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন; কিন্তু পরে তিনি বলেন : 'আমি যদি এটি বর্ণনা না করতাম!' আবু বুরদা বলেন, সম্ভবত তাঁর আমল প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়েই তিনি এটিকে খারাপ মনে করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৬. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ بَفَتْحِ الثَّاءِ الْمَثْنَاءِ فَوْقَ وَاسْكَانِ الْغَيْنِ الْمَعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمَالٍ أَوْ سَبِيٍّ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رَجُلًا وَتَرَكَ رَجُلًا فَلَبَّغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَتْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَادَّعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا لَمَّا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَآكُلِ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ! مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَوَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرُ النَّعَمِ - رواه البخارى

৫২৬. হযরত আমর ইবনে তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু ধনমাল কিংবা যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হলো। তিনি সেগুলোকে বন্টন করে কিছু লোককে দিলেন আর কিছু লোককে দিলেন না। তাঁর কানে খবর এল : তিনি যাদেরকে দেননি, তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও প্রশংসা করে বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কাউকে কিছু দিয়ে থাকি আবার কাউকে আদৌ দিইনা। কিন্তু যাকে দিইনা, সে আমার কাছে সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি প্রিয়, যাকে দিয়ে থাকি। অবশ্য আমি এমন এক ধরনের লোকদের দিয়ে থাকি, যাদের হৃদয়ে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দেখতে পাই। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে আল্লাহ প্রশান্ততা ও কল্যাণকারিতা দান করেছেন, তাদেরকে তার ওপরই ন্যস্ত করি। এ ধরনের লোকদের মধ্যে আমর ইবনে তাগলিবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইবনে তাগলিব বলেন : আল্লাহর কসম! আমার জন্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি এতই মূল্যবান যে, এর বিনিময়ে লাল রংয়ের (খুব মূল্যবান) কোন উট গ্রহণ করতেও আমি সম্মত নই। (বুখারী)

৫২৭. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ائْبِدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ ائْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ - متفق عليه

৫২৭. হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নীচের হাত অপেক্ষা ওপরের হাত উত্তম। আর তোমার পরিবারবর্গ থেকেই দান-সদকার কাজ শুরু করো। স্বচ্ছল অবস্থায় যে সাদকা করা হয়, সেটাই হলো উত্তম। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে পবিত্র ও পুণ্যবান বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনবান হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধনবান করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫২৮. وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ صَخْرَيْنِ حَرْبٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُلْحِقُوا فِي الْمَسْتَلَةِ

فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا وَ أَنَا لَهُ كَارِهِ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا
أَعْطَيْتَهُ - رواه مسلم

৫২৮. হযরত আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পীড়াপীড়ি করে অন্যের কাছে ভিক্ষা চেয়োনা। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চায় এবং সে আমাকে বিরক্ত করে কিছু আদায় করে নেয়, সে আমার দেয়া সম্পদে কোনো বরকত পাবে না। (মুসলিম)

৫২৯. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةَ
أَوْ ثَمَانِيَةَ أَوْ سَبْعَةَ فَقَالَ آتِنَا بِعَوْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِسَبْعَةِ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ - ثُمَّ قَالَ آتَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا ! قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَعَلَّامٌ نَّبَايَعُكَ ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا
يَسْأَلُ أَحَدًا بِنَاوِيهِ إِيَّاهُ - رواه مسلم

৫২৯. হযরত আবদুর রহমান আওফ ইবনে মালিক আশজাজী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা নয় অথবা আট কিংবা সাত ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলে কাছে আনুগত্যের শপথ (বায়আত) গ্রহণ করছো না কেন? অথচ আমরাতো কিছুদিন পূর্বেই তাঁর কাছে শপথ গ্রহণ করেছি। তাই আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করেছি। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা রাসূলে আকরামের কাছে শপথ করছো না কেন? এরপর আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরাতো আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করেছি! এখন আবার কি কি বিষয়ের ওপর শপথ করবো? তিনি বললেন, এই বিষয়ে শপথ গ্রহণ করবে যে, তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুকে শরীক করবে না। সেই সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর (প্রতিটি নির্দেশের) আনুগত্য করবে। আর একটি কথা তিনি চুপিসারে বললেন : তোমরা মানুষের কাছে কিছুই প্রার্থনা করবে না। তাই আমি নিজে এ দলের কয়েক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও তারা অন্য কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (মুসলিম)

৫৩০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ
لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ - متفق عليه

৫৩০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা লোকদের কাছে হাত পেতে বেড়ায়, আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময় তার মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৩১. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ - متفق عليه

৫৩১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসরে বসে দান-খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কিছু প্রার্থনা না করা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : (জেনে রেখো, মানুষের) ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। কারণ ওপরের হাত হলো দানকারীর হাত আর নিচের হাত হলো ভিক্ষকের হাত। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৩২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ - رواه مسلم

৫৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জ্বলন্ত আগরই ভিক্ষা করে, তা সে অল্পই করুক কিংবা বেশিই করুক। (মুসলিম)

৫৩৩. وَعَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذٌّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْفَى أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ - رواه الترمذی

৫৩৩. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অপরের কাছে হাত পাতাই হচ্ছে নিজ মুখমণ্ডলে ক্ষত সৃষ্টি করা। এর দ্বারা ভিক্ষুক তার মুখমণ্ডলকে আহত করে। কিন্তু বাদশাহ বা শাসকের কাছে কিছু চাওয়া, অর্থাৎ যা না হলেই নয় এমন জিনিস চাওয়া বৈধ। (তিরমিযী)

৫৩৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ - رواه ابو داود والترمذی

৫৩৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ওপর অভাব-অনটন চড়াও হয়, সে যদি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তবে তার এ অভাব কখনো দূরীভূত হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অভাব-অনটন সম্পর্কে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, শীঘ্র হোক কি বিলম্বে, আল্লাহ তাকে (প্রয়োজনীয়) জীবিকা দেবেনই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৫৩৫. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَكْفَّلَ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَاتَّكْفَلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا - رواه ابو داود

৫৩৫. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে কারো কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করবে না। আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হবো। এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি অঙ্গীকার করছি। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে সাওবান কারো কাছে কোনো কিছুই চাননি। (আবু দাউদ)

৫৩৬. وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمًا لَّهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَاقَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِّنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِّنْ ذَوِي الْحِجْيِ مِّنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِّنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةُ سَحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا - رواه مسلم

৫৩৬. হযরত আবু বিশর কাবীসা ইবনে মুখারেক (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন : ‘অপেক্ষা করো। এরই মধ্যে আমাদের কাছে সাদকার মাল এসে পড়লেই তা থেকে তোমাকে (কিছু) দেবার আদেশ দেব। তিনি আবার বললেন : ‘হে কাবীসা ! তিন ধরনের লোক ছাড়া আর কারো জন্যে হাত পাতা (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়। এরা হলো : (১) যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে। তারপর তাকে বিরত থাকতে হবে। (২) যে ব্যক্তি কোনো কারণে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যার ফলে তার ধন-মাল ধ্বংস হওয়ার উপক্রম, সেও তার প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সম্পদ চাইতে পারে। অথবা তিনি বলেন : তার অভাব দূর করার উপযোগী সম্পদ চাইতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কিংবা অভাব-অনটনের খপ্পরে পড়েছে এবং তার বংশের অন্তত তিনজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করেছে যে, অমুকের ওপর অভাব-অনটন চেপে বসেছে। এহেন ব্যক্তির পক্ষেও প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ সম্পদ প্রার্থনা করা বৈধ। অথবা তিনি বলেন : অভাব দূর করতে পারে, এতটা পরিমাণ অর্থ চাওয়া হালাল। হে কাবীসা! এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে হাত পাতা হারাম এবং যে ব্যক্তি এভাবে হাত পাতে, সে আসলে হারাম খায়। (মুসলিম)

৫৩৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ

اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يَغْنِيهِ وَلَا يُفْتَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ - متفق عليه

৫৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সেই ব্যক্তি গরীব নয়, যে দু'একটি প্রাস এবং দু'একটি খেজুরের জন্যে লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, বরং সে-ই প্রকৃত গরীব, যার কাছে স্বনির্ভরশীল হয়ে চলার মতো ন্যূনতম মালও নেই এবং তার অভাব-অনটনের কথাও কারো জানা নেই যে, কেউ তাকে কিছু দান-সাদকা করবে; আর সেও উপযাচক হয়ে কারো কাছে কিছু চায় না।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আটান

হাত না পেতে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েয

৫৩৮. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَانَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ فَنُتَمَوَّلُهُ فَإِنْ شِئْتَ كُلَّهُ وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَ - متفق عليه

৫৩৮. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মাল দান করলে আমি তাঁকে বলতাম : যে ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী (অভাবী), তাকে এটা দিন। তিনি বলতেন : এ ধরনের মাল তোমাকে দেয়া হলে তা গ্রহণ করো; কেননা তুমি লোভীও নও, ভিক্ষুকও নও। এ রকমের দান গ্রহণ করে তুমি নিজেও ব্যবহার করতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে তা সাদকা করেও দিতে পারো। আর যে মাল এভাবে আসে না, তার পিছনে মনোযোগ দিওনা। হযরত সালেম (রা) বলেন, এজন্যই আবদুল্লাহ (রা) কারো কাছে হাত পাততেন না; তবে বিনা চাওয়ায় কেউ তাঁকে কিছু দান করলে তা প্রত্যাখ্যানও করতেন না।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : উনষাট

স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর ফয়ল (জীবিকা) সন্ধান করো।'

(সূরা আল-জুম'আ : ১৩)

৫৩৯. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبَّهُ

ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ - رواه البخارى .

৫৩৯. হযরত আবু আবদুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নিজের রশি নিয়ে বাজারে চলে যায়, নিজের পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বাজারে বিক্রি করে এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে এটা তার জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে শ্রেয়তর সেক্ষেত্রে মানুষ তাকে ভিক্ষা দিক বা না দিক । (বুখারী)

৫৪০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَّحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ - متفق عليه

৫৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারোর নিজ পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে এনে বিক্রি করাটা কারোর কাছে হাত পাতা, তাকে সে কিছু দিক বা না দিক, তার চেয়ে শ্রেয়তর । (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪১. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ -

৫৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আল্লাহর নবী) হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন । (বুখারী)

৫৪২. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَجَارًا - رواه مسلم

৫৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (আল্লাহর নবী) হযরত যাকারিয়া (আ) ছুতার মিস্ত্রী । (মুসলিম)

৫৪৩. وَعَنْ الثَّمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرَبُ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ سَلَامٌ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ -

৫৪৩. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দি কারিবা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি । আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন যাপন করতেন । (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : ষাট

আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে কল্যাণময় কাজে ব্যয় করা এবং
দানশীলতা ও বদান্যতার সুফল

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমরা (তার রাহে) কিছু ব্যয় করলে তিনি তার প্রতিফল দেবেন।
(সূরা সাবা : ৩৯ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যে ধনমাল তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাকো। যে ধন-মাল তোমরা ব্যয় কর, তার প্রতিফল তোমাদেরকে পুরোপুরিই দেয়া হবে। তোমাদের প্রতি (কিছু মাত্র) অন্যায় করা হবে না।
(সূরা বাকারা : ২৭২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যে ধন-মাল তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।
(সূরা বাকারা : ২৭৩)

৫৪৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا - متفق عليه

৫৪৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা বৈধ নয়। তাদের একজন হলো, যাকে আল্লাহ ধনমাল দান করেছেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন। অন্যজন হলো, যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও (অপরকে) তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো, উপরোক্ত গুণ দু'টির অধিকারী ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা সমীচিন নয়।

৫৪৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارْتَبَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارْتَبَهُ مَا آخَرَ - رواه البخارى

৫৪৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের ধন-মালের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীদের ধন-মাল অধিকতর প্রিয়? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে তো এমন লোক নেই; বরং নিজের সম্পদই প্রত্যেকের কাছে অধিকতর প্রিয়। তিন বললেন : তাহলে জেনে রাখো, প্রত্যেকের সম্পদ তা-ই যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর উত্তরাধিকারীর সম্পদ হলো, যা সে পিছনে ফেলে গেছে।
(বুখারী)

৫৪৬. وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - متفق عليه

৫৪৬. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও, যদি তা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হয় তবুও। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : مَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا - متفق عليه

৫৪৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও, যদি তা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হয় তবুও। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ يَوْمَ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِئًا تَلَفًا - متفق عليه

৫৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিদিন সকালে বান্দাহ যখন জাগ্রত হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন : হে আল্লাহ! (তোমার পথে) খরচকারী ব্যক্তিকে তার কাজের প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন : হে আল্লাহ! (হাত-গুটানো) কুপণ ব্যক্তিকে শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্ত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৪৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتَفِقُ يَا ابْنَ آدَمَ يَنْفَقُ عَلَيْكَ - متفق عليه

৫৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! (তুমি সম্পদ) ব্যয় করো; (তাহলে) তোমার জন্যেও ব্যয় করা হবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - متفق عليه

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন : কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন : কাউকে খাবার পরিবেশন করা এবং জানা-অজানা অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৫১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْتَرِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصَدِّيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ - رواه البخاري.

৫৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের উত্তম স্বভাব হলো চল্লিশটি। তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাবটি হলো, কাউকে দুখেল প্রাণী দান করা। কোনো আমলকারী এ স্বভাবগুলোর কোনোটির ওপর সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে এবং তার জন্যে প্রতিশ্রুত প্রতিফলকে সত্য মেনে আমল করলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন।

(বুখারী)

৫৫২. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَدِيِّ بْنِ عَجَلَانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تَمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى - رواه مسلم

৫৫২. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাল ব্যয় কর, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তা আটকে রাখ, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে ক্ষতিকর। তোমার জন্যে যে পরিমাণ মাল আবশ্যিক, তা ধরে রাখলে অবশ্য তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। আর ব্যয়ের কাজ বিশেষত, দান খয়রাত শুরু করবে তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে। (মনে রাখবে) দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম।

(মুসলিম)

৫৫৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ مَسَّنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَلَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ مَا يَرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - رواه مسلم

৫৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চেয়ে কোনো প্রশ্ন করা হলে, তার জবাবে প্রশ্নকারীকে তিনি অবশ্যই কিছু দান করতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের ওপর যতগুলো ছাগল চরছিল, সব দান করে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের কাছে ফিরে এসে বললোঃ হে আমার জাতি! (তোমরা) ইসলাম গ্রহণ কর; কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বিপুল পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকেন যে, তার পরে আর কারো দারিদ্র্যের ভয় থাকে না। তবে যে ব্যক্তি শুধু বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত, সে এ অবস্থার ওপর খুব অল্পকালই টিকে থাকতে পারত এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই তার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে ইসলাম প্রিয়তর হয়ে যেত।

(মুসলিম)

৫৫৪. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرِ هَؤُلَاءِ كَانُوا أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ خَيْرُونَ أَنْ يَسَّاءَ لَوْثِي بِالْفَحْشِ فَأَعْطِيَهُمْ أَوْ يَبْخُلُونِي وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ -

৫৫৪. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের মধ্যে) কিছু ধন-মাল বিতরণ করলেন। আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! এদের চেয়ে তো যাদের দেয়া হয়নি, তারাই বেশি হকদার ছিল।' তিনি বললেন : তারা আমায় ইখতিয়ার দিয়েছে, আমার কাছে অতিরিক্ত চাইবে কিংবা আমায় কৃপণ বলে ভাববে। কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। (তাই আমি এদেরকে দিচ্ছি)। (মুসলিম)

৫৫৫. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطُرَّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَعْطَوْنِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعِمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخِيَلًا وَلَا كَذَابًا وَلَا جَبَانًا - رواه البخاري

৫৫৫. হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ঈম (রা) বর্ণনা করেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি কিছুসংখ্যক বেদুইনের (অভদ্র গ্রাম্য লোকের) পাল্লায় পড়ে গেলেন। তারা তাঁর কাছে কিছু মূল্যবান জিনিস চাইতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে একটি গাছে একেবারে ঘিরে ধরল। এক ব্যক্তি তাঁর (গায়ের) চাদর পর্যন্ত ছিনিয়ে নিল। এ অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের বললেন : 'তোমরা আমার চাদর আমায় ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই কাঁটায়ুক্ত গাছটির কাঁটা পরিমাণ সামগ্রীও থাকত, তাহলে আমি তার সবটাই তোমাদের দান করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমায় কৃপণ দেখতে না, মিথ্যুক পেতে না এবং ভীৰুও দেখতে না। (বুখারী)

৫৫৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ - رواه مسلم

৫৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দান-খয়রাতে (কখনো) সম্পদ হ্রাস পায় না। আল্লাহ যাকে ক্ষমার গুণে গুণাবিত করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বিনম্রতার নীতি অনুসরণ করে, মহিমাময় আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। (মুসলিম)

৫৫৭. وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ عُمَرَ ابْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ. عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ

يَرْزُقُهُ مَلَا فَهُوَ صَادِقُ النَّبِيِّ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بَيْنَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطِئُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بَيْنَتِهِ فَوَزَرُهُمَا سَوَاءٌ - رواه الترمذی

৫৫৭. হযরত আবু কাবশাহ আমর ইবনে সা'দ আনমারী (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেন; তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে শপথ করে বলছি; তোমরা তা হৃদয়ে ভালভাবে গেঁথে নাও। তা হলো : সাদকা বা দান কারণে (আল্লাহর) কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। এমন কোনো মজলুম নেই, যে জুলুমে ধৈর্য ধারণ করে, অথচ আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেননা। কোনো ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দেবে অথচ আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেবেন না, এমন কখনো হয় না। আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। এই দুনিয়া চার শ্রেণীর লোকের জন্য।

প্রথম শ্রেণী হলো এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-মাল ও জ্ঞান দু'টোই দান করেছেন। সে এ গুলো সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে চলে। এগুলোর সাহায্যে সে আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করবে। এর সাথে জড়িত আল্লাহর হক সম্পর্কেও সে যথারীতি সজাগ। এহেন ব্যক্তি উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয় হলো এমন বান্দাহ, আল্লাহ যাকে (পর্যাপ্ত) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। কিন্তু তাকে (সে পরিমাণ) ধন-মাল দান করা হয়নি। তবে সে সাদ্কা মন ও নিয়্যাতের অধিকারী। সে সাধারণত বলে থাকে, আমার কাছে যদি পর্যাপ্ত ধন-মাল থাকতো, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় ভাল কাজ করতাম এবং এটাই তার নিয়্যাত। এরা দু'জনেই সওয়াবের দিক থেকে সমান।

তৃতীয় হলো সেই বান্দাহ, আল্লাহ যাকে প্রচুর ধন-মাল দিয়েছেন; কিন্তু তাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দেয়া হয়নি। সে জ্ঞান ছাড়াই ইচ্ছামতো সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে তার মনে কোন ভয় জাগে না এবং আত্মীয়তার বন্ধনও সে রক্ষা করে না। সে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সচেতন নয়। এই ব্যক্তির স্থান নিকৃষ্ট স্তরে।

চতুর্থ হলো সেই বান্দাহ, আল্লাহ যাকে ধন-মাল ও জ্ঞান কোনোটাই দান করেনি। সে বলে থাকে, আল্লাহ যদি আমায় ধন-মাল দিতেন, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় কাজ করতাম। এ রকমই তার নিয়্যাত। আসলে এই দু'জনেরই গুনাহর পরিমাণ সমান। (তিরমিযী)

৫৫৮. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا - قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - رواه الترمذی

৫৫৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন তারা একটি ছাগল জবাই করলেন : রাসূলে আকরাম (স) জিজ্ঞাসা করলেন : ছাগল থেকে কি অবশিষ্ট রইলো ? আয়েশা (রা) বললেন : কাঁধ (কিংবা সামনের পা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; বরং কাঁধ ছাড়া সব কিছুই অবশিষ্ট রয়েছে।
(তিরমিযী)

হাদীসটির মর্ম হলো, যে পরিমাণ গোশত আল্লাহর পথে দান করা হয়েছে, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট সঞ্চিত হয়ে গেছে কেবল এই কাঁধটুকু ছাড়া যা নিজেদের জন্য রাখা হয়েছে।

৫৫৭. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُؤْكَلُ فُيُوكِي عَلَيْكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنْفَعِي أَوْ أَنْفَحِي أَوْ أَنْضَحِي وَلَا تُحْصِي فُبُحْصَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فُبُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ - متفق عليه

৫৫৯. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পদকে আটকে রেখনা; তাহলে আল্লাহও তার নিয়ামতকে আটকে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : ব্যয় করো কিংবা দান করো অথবা ছড়িয়ে দাও। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : ব্যয় করো কিংবা দান করো অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। ধন-মাল ধরে রেখোনা, সঞ্চিত করেও রেখো না। নচেত আল্লাহও তোমার প্রতি তার (ধন-মালের) প্রবাহ সংকুচিত করে দেবেন। যে ধন-মাল উদ্ধৃত থাকে তা আটকে রেখো না। নতুবা আল্লাহও তোমাদের থেকে তা আটকে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مَنْ نُذِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا - فَمَا الْمُنْفِقُ فَلَا يَنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ أَوْ فَرَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ خَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ - متفق عليه

৫৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তিনি বলতেন : কৃপণ ও খরচকারীর উপমা হলো এমন দুই ব্যক্তির মতো, যাদের পরিধানে রয়েছে দুটি লৌহ বর্ম যা তাদের গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। খরচকারী যখনই (আল্লাহর রাহে) কিছু খরচ করে তখনই ঐ বর্মটি ছড়িয়ে গিয়ে তার (দেহের) পুরো অংশকে ঢেকে নেয়। এমনকি, তার আঙ্গুলসমূহকেও ঢেকে ফেলে এবং পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে যেতে থাকে। অন্যদিকে যে কৃপণ, সে কিছুই খরচ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই লৌহ বর্মের প্রতিটি আংটি নিজ নিজ স্থানে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সে তাকে প্রশস্ত করতে চায়; কিন্তু তা প্রশস্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْنَيْهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ - متفق عليه

৫৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য সমান দান করে, বলাবাহুল্য আল্লাহ তা'আলাও হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না; আল্লাহ তা'আর (কুদরতী) দান হাতে গ্রহণ করেন। এরপর তাকে তার দানকারীর জন্যে বাড়াতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একদিন তা পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬২. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ : اسْقِ حَدِيثَةً فَلَانَ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابَ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنَ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيثَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِسَحَابِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا إِسْمُكَ ؟ قَالَ فَلَانٌ لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وَهُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيثَةً فَلَانَ لِإِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟ فَقَالَ : أَمَا إِذَا قُلْتُ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَكُلُّ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثًا وَآرَدُ فِيهَا ثُلْثَهُ - رواه مسلم

৫৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদা এক ব্যক্তি পানিবিহীন এক প্রান্তর অতিক্রম করছিল। পশ্চিমদিকে সে মেঘের থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল : 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর।' এ আওয়াজ শুনে মেঘ খণ্ডটি এক বিশেষ দিকে এগিয়ে গেল এবং এক কংকরময় ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করল। আর সে পানি ছোট ছোট নালাগুলো ছাপিয়ে বড় একটি নালার দিকে এগিয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত তা গোটা বাগানটাকেই ঘেরাও করে ফেলল। লোকটি উক্ত পানির প্রবাহকে অনুসরণ করতে লাগল। এমন সময় সে তার বাগানে একটি অচেনা লোককে দেখতে পেল। লোকটি তার বেলচা দিয়ে এদিক-সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। সে অচেনা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল : 'হে আল্লাহর বান্দাহ! আপনার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক.....। অর্থাৎ সে ওই নামই বলল, যা সে মেঘের গর্জন থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো : হে আল্লাহর বান্দাহ! আমার নাম কেন তুমি জানতে চাইছো। লোকটি বললো, যে মেঘ থেকে এই পানি বর্ষিত হচ্ছে তার ভেতর থেকেই আমি একটি শব্দ শুনতে পেয়েছি। আর শব্দটি ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ কর। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এ বাগানে আপনি কি বিশেষ আমল করেন? লোকটি বললো : তুমি যখন আমার কাছ থেকেই জানতে চাইলেই তাহলে শোনো : এই বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তা দেখাশোনা করি। উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আমি ও আমার পরিবারবর্গ এক তৃতীয়াংশ ভোগ করি। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে রোপণ করি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একষটি কার্পণ্যের নিন্দা ও তার নিষিদ্ধতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى - وَ مَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّى

মহান আল্লাহ বলেন, যে কার্পণ্য করলো, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করলো এবং উৎকৃষ্ট জিনিস (ইসলাম)-কে অস্বীকার করলো, তার জন্য আমরা কষ্টদায়ক বস্তুকে সহজলভ্য করে তুলবো। তার ধন-মাল তার কোনোই কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে। (সূরা লাইল : ৮-১১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَ مَنْ يُوَقِّ شُعِّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যারা প্রবৃত্তির লালসা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থেকেছে, (আখেরাতে) তারাই সফলকাম হবে। (সূরা তাগাবুন : ১৮)

উল্লেখ্য, এ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৫৬৩. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اتَّقُوا الشُّعَّ فَإِنَّ الشُّعَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَانَهُمْ وَ اسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ - رواه مسلم

৫৬৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাব্বানাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুলুম থেকে দূরে থাকো, কারণ জুলুম তথা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কার্পণ্য থেকেও দূরে থাকো, কারণ কার্পণ্য ও সংকীর্ণতাই তোমাদের পূর্বকার লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কার্পণ্যই তাদেরকে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করতে এবং হারামকে হালাল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : বাষটি

ত্যাগ স্বীকার, সহমর্মিতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দান

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরা অভুজ থাকে’। (সূরা হাশর : ৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ أَسِيرًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবী, ইয়াতিম ও

বন্দীকে সাহায্য করে।' শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের সাহায্য করে থাকি। (সেজন্য) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও নয়। (সূরা দাহর : ৮-৯)

৫৬৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلْتُ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْتُ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ طَلَّقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقَالَتْ : لَا، إِلَّا قُوتَ صَبْيَانِي - قَالَ : فَعَلَّلِيَهُمْ بَشِيءًا وَإِذَا أَرَادُوا الْعِشَاءَ فَتَوَّ مِنْهُمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاطْفِينِي السِّرَاجَ وَارِيهِ أَنَا نَاكُلُ فَقَعْدُوا وَ أَكَلِ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَوِيلَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ - متفق عليه

৫৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি লোক এল। সে বললো : আমার খ্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি (তাঁর স্ত্রী) বললেন : যে মহান সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমার কাছে শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন; তিনিও অনুরূপ জবাবই দিলেন। এভাবে একে একে সবাই একই রকম না-সূচক উত্তর দিলেন। তাঁরা বললেন, সেই মহান সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আমার কাছে পানি ছাড়া আর কোনো খাদ্যবস্তু নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : আজ রাতে কে এই লোকটির মেহমানদারী করতে প্রস্তুত? জনৈক আনসারী বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত'। অতঃপর তিনি লোকটিকে যথারীতি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহমানের যথাসাধ্য সমাদর কর। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আনসারী তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো খাবার জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, বাচ্চাদের সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। আনসারী বললেন, বাচ্চাদেরকে কোনো কৌশলে ভুলিয়ে রাখো। ওরা রাতের খাবার চাইলে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। আমাদের মেহমান যখন এসে পৌঁছবে এবং খাবারও এসে যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও যেন খাবার খাচ্ছি। যেরূপ কথা, সেরূপ কাজ। তারা সবাই একত্রে বসে গেলেন। মেহমানও যথারীতি খাবার খেয়ে নিলেন। আর মেজবানরা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। পরদিন খুব সকালে তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গত রাতে তোমরা মেহমানের যে সমাদর করেছো তাতে স্বয়ং আল্লাহও সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন।

৫৬৫. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَلُمُ الْاِثْنَيْنِ كَافِيَ الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِيَ الْاَرْبَعَةِ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاَرْبَعَةَ وَطَعَلُمُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ -

৫৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্যে যথেষ্ট আর তিন জনের খাবার চার জনের জন্যে পর্যাপ্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে : হযরত জাবির (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক জনের খাবার দু'জনের জন্যে যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চার জনের জন্যে যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার আট জনের জন্যে পর্যাপ্ত হতে পারে।

৫৬৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصْرَهُ بَيْنَنَا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِبْهُ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَقْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَاحِقٌ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ - مسلم

৫৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন : একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। এ সময় একটি লোক তাঁর সওয়ারীতে চেপে বসে ডানে ও বামে তাকাতে লাগল। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার কাছে একটির বেশি সওয়ারী রয়েছে, সে যেন তা এমন লোককে দিয়ে দেয়, যার কোনো সওয়ারী নেই। আর যার কাছে বাড়তি রসদ বা খাদ্য-সামগ্রী আছে, সে যেন তা এমন লোককে দিয়ে দেয়, যার নিকট আদৌ কোনো রসদ নেই। এরপর তিনি নানা প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর নামোল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের মনে এইরূপ ধারণার উদ্ভব হলো, যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কোনো সামগ্রী কারো রাখার অধিকার নেই।

(মুসলিম)

৫৬৭. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرُذَّةٍ مِّنْ سَوْجَةٍ فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لَأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارَةٌ فَقَالَ فُلَانُ : أَكْسِنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لِبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعِلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَانِلًا فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِبِسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لَتَكُونَ كَفْنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنَةً -

رواه البخارى

৫৬৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন জনৈকা মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাতে বোনা একটি চাদর নিয়ে এল। মহিলাটি বললো : আপনাকে পরানোর জন্যে আমি নিজ হাতে এ চাদরটি বুনে এনেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা বুঝতে পেরে চাদরটি গ্রহণ করলেন। তিনি সেটিকে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে এলেন। এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি বললো : চাদরটি খুবই চমৎকার। আমাকে এটি দিয়ে দিন। তিনি বললেন : 'আচ্ছা'। এরপর কিছুক্ষণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসা ছিলেন। এরপর ফিরে গিয়ে তিনি চাদরটি ভাঁজ করলেন এবং তা সেই লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই অবস্থায় অন্যান্য লোকেরা তাকে বললো : তুমি কাজটা মোটেই ভালো করনি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজনের তাগিদে চাদরটি পরেছিলেন। আর তুমি কিনা তা-ই চেয়ে বসলে! অথচ তুমি তো জানো যে, তিনি কোনো প্রার্থীকে ফেরত দেননা। লোকটি (রা) বললো : আল্লাহর কসম! আমি এটি নিয়মিত পরিধানের জন্যে চাইনি। আমি বরং এ জন্যে চেয়েছি যে, মৃত্যুর পর এটি যেন আমার কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হযরত সাহল বলেন : শেষ পর্যন্ত সেটি তাঁর কাফন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। (বুখারী)

৫৬৮. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنْنَى وَأَنَا مِنْهُمْ - متفق عليه

৫৬৮. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আশ্'আরী গোত্রের রীতি হলো, জিহাদে তাদের রসদ ফুরিয়ে এলে কিংবা মদীনাতে তাদের পরিবারবর্গের খাবার ফুরিয়ে এলে তারা তাদের নিকট অবশিষ্ট সব খাদ্য-সামগ্রী একটি কাপড়ের মধ্যে জড়ো করে। তারপর একটি পাত্রে রেখে তা সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে নেয়। জেনে রাখ, এরা আমার লোক, আমিও তাদের লোক। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তেষ্টি

আখিরাতের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ এবং বরকতময় জিনিসের ব্যাপারে আকাজ্খা পোষণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَزَّ فَرِ الْمَتَنَّا فِسُون -

মহান আল্লাহ বলেন : 'আর (নিয়ামতের প্রতি) লোভাতুর লোকদের তো এমন জিনিসেরই লোভ করা উচিত।' (সূরা মুতাফ্ফিফীন : ২৯)

৫৬৯. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ

يَسَارِهِ إِلَّا شَيْخًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا
أَوْثَرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا - فَتَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ - متفق عليه

৫৬৯. হযরত সাহল বিন্ সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু শরবত পরিবেশন হলো। তিনি তা থেকে কিছু শরবত পান করলেন। এ সময় তার ডানদিকে ছিল একটি বালক আর বামদিকে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এগুলো বৃদ্ধদের আগে দিতে অনুমতি দিচ্ছ? বালকটি বললো : না আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশের ওপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দেব না। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটির অংশ তার কাছে রেখে দিলেন। (উল্লেখ্য) এ বালকটি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ
جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيْكَ عَمَّا
تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَّا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ - رواه البخارى

৫৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একবার হযরত আইউব (আ) আনাবৃত অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় সোনার নির্মিত একটি ফড়িং এসে তার দেহের ওপর বসলো। আইউব (আ) সেটিকে তার কাপড়ের সাথে জড়াতে লাগলেন। মহামহিম প্রভু তাকে ডেকে বললেন : হে আইউব! আমি কি তোমায় এইসব জিনিস-এর প্রতি উদাসীন করিনি? যার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে? আইউব (আ) বললেন : হ্যাঁ, আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকতের প্রতিতো আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারি না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : চৌষটি

কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَرَهُ لِلْيُسْرَى -

মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করলো, তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করলো এবং ভালো কথাকে সত্য বলে মেনে নিলো, এমন ব্যক্তির জন্যই আমরা আরামদায়ক বস্তুকে সহজলভ্য করে দেবো। (সূরা লাইল : ৫-৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَسَيَجْزِيهَا الْآتَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَنْزَكِي وَمَا لِحَدِّ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘আর সে অগ্নিকুন্ড থেকে দূরে রাখা হবে সেই উঁচু মানের মুত্তাকী (পরহেযগার) ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। তার ওপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সে তো কেবল নিজের মহান শ্রুষ্ঠা প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এ কাজ সম্পাদন করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা লাইল : ১৭-২১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো এবং (প্রকৃত) অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরো ভালো। আর তিনি তোমাদের (কিছু কিছু) পাপ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (সূরা বাকারা : ২৭১)

وَقَالَ تَعَالَى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পথে সেসব জিনিস ব্যয় করবে, যা তোমাদের খুব প্রিয় ও পসন্দনীয়। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।

(সূরা আলে ইমরান : ১২)

উল্লেখ্য, আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করার মাহাত্ম্য (ফযীলত) সম্পর্কিত বহু সুপরিচিত আয়াত পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে।

৫৭১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا - متفق عليه

৫৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হলো, যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে ব্যয় করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। অপর জন হলো, যাকে আল্লাহ বিচক্ষণতা (হিকমত) দান করেছেন, যার সাহায্যে সে (যথার্থ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَتَاءَ اللَّيْلِ وَاتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَتَاءَ اللَّيْلِ وَاتَاءَ النَّهَارِ - متفق عليه

৫৭২. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। একজন হলো, যাকে আল্লাহ কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিন-রাত তারই চর্চায় নিরত থাকে। অপরজন হলো, যাকে আল্লাহ পূর্যাপ্ত সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَقْرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَثَرُ الدُّثُورِ بِالْذَرَاجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَتَصَدَّقُ وَيَعْتَقُونَ وَلَا نَعْتَقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا أَعَلِمَكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلًا، مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَكْبِّرُونَ ذِكْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً فَرَجَعَ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا اسْمِعْ إِخْوَانُنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - متفق عليه

৫৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা নিঃস্ব মুহাজিররা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এল। তারা (অনুযোগের সুরে) বললো : প্রাচুর্যের অধিকারী তো উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের (নিয়ামতের) অধিকারী হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তা কিভাবে? তারা বললো : তারা নামায পড়ে, যেভাবে আমরা নামায পড়ে থাকি। তারা রোযা রাখে, যেভাবে আমরা রোযা রাখি। তারা দান-সদকা করে, কিন্তু আমরা (দারিদ্র্যের কারণে) দান-সদকা করতে পারি না। তারা ক্রীতদাসকে মুক্ত করে থাকে; কিন্তু আমরা ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে পারি না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে জানাবো না, যার সাহায্যে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী লোকদের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবে? এবং তোমাদের পরবর্তী লোকদেরও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে? আর তোমাদের চেয়ে ভালোও কেউ হবে না একমাত্র তাদের ছাড়া, যারা তোমাদের মতোই আমল করবে? তারা বললো : হ্যাঁ, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে শোনঃ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর ‘সুবহা-নাল্লাহ’ তেত্রিশ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ তেত্রিশ বার ও ‘আল্লাহু আকবার’ চৌত্রিশ বার (করে) পড়বে। (এটা শোনার পর তারা চলে গেলেন।) এরপর আবার ঐ গরীব মুহাজিররা রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে ফিরে এল। তারা বললো : হুজুর! আমরা যে ‘আমল করতাম, আমাদের ধনবান ভাইয়েরা তা জেনে ফেলেছে। এখন তারাও অনুরূপ (আমল) করতে শুরু করেছে। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ; যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : পঁয়ষটি

মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আশার পরিধিকে সীমিত রাখা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘প্রতিটি ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তার কিয়ামতের দিন তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল পুরোপুরি লাভ করবে। (তবে) সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি, যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই পাবে এবং যাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়া প্রতারণাময় একটি বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘কোনো প্রাণীই জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে, না কেউ জানে তার মৃত্যু হবে কোন ভূমিতে।’ (সূরা লুকমান : ৩৪)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ خُرُوجَ سَاعَةٍ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘যখন তাদের চূড়ান্ত সময়টি এসে উপনীত হয়, তখন আর তারা মুহূর্তকাল অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী হতে পারে না।’ (সূরা নাহুল : ৬১)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ- وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ- وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এ রকম করবে, (পরিণামে) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু সময় এসে উপনীত হওয়ার পূর্বে। তখন সে বলবে : হে আমার প্রভু! তুমি আমায় আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি (যথারীতি) দান-সাদকা করতাম এবং সৎ চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম। অথচ যখন কারো কর্মকাল পূর্ণতা লাভের মুহূর্তটি এসে পড়ে, তখন আল্লাহ আর তাকে কদাচ অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। (সূরা মুনাফিকুন : ৯-১১)

وَقَالَ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَسْمَاءَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ لَوْ أَنَّ قَمَنَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ - أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ؟ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : كَمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ؟ قَالُوا : لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِثِينَ قَالَ إِنَّ لَيْسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যখন তাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে বলে : হে আমার প্রভু! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাও, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি আগে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে আড়াল থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, যেদিন শিষ্টায় ফুক দেয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না; কেউ কারো খোঁজ-খবরও নেবে না। (সেদিন) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তাদের মুখমণ্ডল হবে বিকৃত— বিভৎস। (হে লোকেরা!) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়নি? (নিশ্চয়ই করা হয়েছে। কিন্তু) তোমরা সেসব অবিশ্বাস করছিলে। তারা বলবে : হে আমাদের প্রভু! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল। আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রভু! এ আগুন থেকে আমাদের উদ্ধার করো। এরপর আমরা যদি আবার সত্যকে অগ্রাহ্য করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই সীমলংঘনকারীরূপে গণ্য হবো। সেদিন আল্লাহ বলবেন : তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। আমার সাথে কোনো কথা বলবি না।..... আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত : হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তুমি আমাদের মার্জনা করো ও দয়া প্রদর্শন করো। তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসি-ঠাট্টায় এতোই মশগুল ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা একদম ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ফলে) তোমরা শুধু তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। (কিন্তু) আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম। সেদিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা দুনিয়ায় ক'বছর অবস্থান করছিলে? তারা বলবে : (আমরা অবস্থান করেছিলাম) একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় (এ ব্যাপারে) গণকদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন : তোমরা সেখানে খুব অল্পকালই ছিলে, যদি তোমরা তা জানতে! তোমরা কি ভেবেছিলে, আমি তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে ফিরে আসবে না? (সূরা মুমিনুন : ৯৯-১১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ لَأَمَدٌ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ঈমানদার লোকদের জন্যে কি এখনো সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে ? আর তারা যেন সেই লোকদের মতো হয়ে না যায়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল; তারপর একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাতে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে গেছে।

(সূরা আল-হাদীদ : ১৬)

এ সংক্রান্ত আরো বহু আয়াত বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

৫৭৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - رواه البخارى

৫৭৪. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাহুমূল আকড়ে ধরে বললেন : দুনিয়ায় এমনভাবে কাটাও, যেন তুমি একজন পথিক বা মুসাফির। ইবনে উমর (রা) প্রায়শ বলতেন : তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন সকালের জন্যে অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায়, তখন সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা করো না। সুস্থাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগ-ব্যাধির জন্যে প্রস্তুতি নাও। আর জীবিত থাকাকালে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নাও। (বুখারী)

৫৭৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاحَقُّ أَمْرِي، مُسْلِمٌ لَمْ يَشَأْ يَوْصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ - متفق عليه، هَذَا الْقَطُّ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَى لَيْلَةٍ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

৫৭৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তির কাছে অসিয়ত করার মতো কোনো বিষয় থাকে, তার পক্ষে দু'রাতও তা লিখে না রেখে অতিবাহিত করা সমীচীন নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে : তিন রাতও কাটানো উচিত নয়। ইবনে উমর (রা) বলেন, যেদিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছি, সেদিনের পর থেকে আমার একটি রাতও এ রকম অতিবাহিত হয়নি, যখন আমার সাথে আমার (লিখিত) অসিয়তনামা ছিল না।

৫৭৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطُّ النَّبِيِّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ - رواه البخارى.

৫৭৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন : এটা হলো মানুষ আর এটা তার মৃত্যু (এর রেখা)। মানুষ এভাবেই (নানা আশা-আকাংক্ষার মধ্যে ডুবে) থাকে। অবশেষে (হঠাৎ একদিন) মৃত্যু এসে তার দ্বারে হানা দেয়। (বুখারী)

রিয়াদুস সালাহীন

৫৭৭. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا - رواه البخارى - هذه صورته.

৫৭৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আঁকলেন। তার মাঝ বরাবর আরেকটি রেখা টানলেন- যা বৃত্ত ভেদ করে বাইরে পর্যন্ত চলে গেছে। তিনি মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে (নিচের দিকে) আরো কতকগুলো ছোট ছোট রেখা আড়াআড়িভাবে টানলেন। তারপর বললেন : এটা হলো মানুষ আর এটা তার মৃত্যু, যা তাকে ঘিরে ধরে আছে। বৃত্তটি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু তার আশা-আকাংক্ষা। আর ছোট-খাট রেখাগুলো তার জীবনের ঘটনাবলী। (বুখারী)

৫৭৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِبًا أَوْ غِنًى مُطْغِبًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ - رواه الترمذی

৫৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার আগেই তোমরা সৎ কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। সেগুলো এই : (১) তোমরা তো অপেক্ষমান এমন দারিদ্র্যের, যা তোমাদেরকে অক্ষম বা উদাসীন বানিয়ে দেয়, কিংবা (২) এমন প্রাচুর্যের, যা তোমাদেরকে সীমা লংঘনে উদ্বুদ্ধ করে, অথবা (৩) এমন রোগ-ব্যাধির যা তোমাদেরকে পাপাসক্ত করে তোলে, কিংবা (৪) এমন বার্ধক্যের, যা তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলোপ ঘটায়, অথবা (৫) এমন মৃত্যুর, যা অকস্মাৎই এসে উপস্থিত হয় কিংবা (৬) দাজ্জালের, যা কিনা নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু। অথবা (৭) কিয়ামত দিবসের, যা অত্যন্ত কঠিন ও বিভীষিকাময়। (তিরমিযী)

৫৭৯. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ - رواه الترمذی

৫৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (পৃথিবীর) স্বাদ-গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো। (তিরমিযী)

৫৮০. وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلْتُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ مَا شِئْتُ قُلْتُ الرَّبْعَ؟ قَالَ : مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالْتَّصِفْ ؟ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ : فَالْتَّلِثَيْنِ ؟ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ -

رواه الترمذی

৫৮০. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল : রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রমণের পর তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। তারপর বলতেন : হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ করো। প্রথম ফুৎকার তো এসেই গেছে। এরপই আসছে দ্বিতীয় ফুৎকার এবং তার সাথেই আসছে মৃত্যু। আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার ওপর বেশি বেশি দরুদ পড়ে থাকি। আপনি আমাকে বলুন; আপনার প্রতি দরুদের জন্যে আমি কতটুকু সময় নির্ধারণ করবো? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। আমি বললাম : চার ভাগের একভাগ? তিনি বললেন : তুমি যতটুকু সঙ্গত মনে কর। তবে তুমি যদি এর চেয়ে বাড়িয়ে নাও, তাহলে তা তোমার জন্যেই কল্যাণময় হবে। আমি বললাম : তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : তুমি যা ভালো মনে কর। তবে এর চেয়েও বেশি করতে পারলে তা তোমার জন্যেই কল্যাণকর হবে। আমি বললাম : আচ্ছা, আমি যদি দরুদ পড়ার জন্যে পুরো সময়টাই নির্দিষ্ট করে নেই, তাহলে কেমন হয়? তিনি বললেন : এভাবে দরুদ পড়তে পারলে তা তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করার জন্যে যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপ রাশিকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : ছেষটি

কবর যিয়ারত ও তার নিয়ম ও দো'আ

৫৮১. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَنَزَرُهَا - رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ الْقُبُورَ فَلْيَزُورْ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الْآخِرَةَ -

৫৮১. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি (প্রথম দিকে) তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত করো (অর্থাৎ করতে পারো)। (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এখন প্রত্যেকেই ইচ্ছা মতো কবর যিয়ারত করতে পারে। কারণ এটা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫৮২. . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ أَخْرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ : أَلَلَّهُمْ أَغْفِرُ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقَدِ - رواه مسلم

৫৮২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাত তার ঘরে কাটাতেন, সে রাতের শেষ ভাগে উঠে তিনি মদীনার কবরস্থান বাকীয়াল গারকাদ বা জান্নাতুল বাকীতে চলে যেতেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি বলতেন : ‘আস্সালামু ‘আলাইকুম.....।’ অর্থাৎ ‘হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের অর্জিত হোক সেই সব জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় খুব শীগগীরই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। ‘হে আল্লাহ! বাকীয়াল গারকাদ-এর বাসিন্দাদের মা’ফ করে দাও। (মুসলিম)

৫৮৩. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ - رواه مسلم

৫৮৩. হযরত বুরাইদাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতেন : তারা যখন কবরস্থানে যাবে, তখন এরূপ বলবে ? ‘আস্সালামু ‘আলাইকুম ইয়া আহলাদ দাইয়ার’....। অর্থাৎ হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাইলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্যে মার্জনা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। (মুসলিম)

৫৮৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ - رواه الترمذی

৫৮৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কয়েকটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন : ‘আস্সালামু ‘আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর’.....। অর্থাৎ ‘হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ মার্জনা করুন আমাদের এবং তোমাদের। তোমরা তো আমাদের পূর্বগামী। আর আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : সাতষষ্টি

বিপন্ন অবস্থায় মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। অবশ্য
দ্বীনি ফেতনার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা

৫৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّه يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّه يَسْتَعْتَبُ - متفق عليه وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةٌ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرَهُ إِلَّا خَيْرًا.

৫৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে; কারণ এরূপ ব্যক্তি পুণ্যবান হলে বিচিত্র নয় যে, তার পুণ্যময় কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে সে যদি পাপাচারী হয় তাহলে হতে পারে সে তার কৃত পাপাচার শোধরানোর অবকাশ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগেই যেন মৃত্যুর জন্য দো'আ না করে। কারণ মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অথচ মুমিনের জীবনকাল বৃদ্ধি পেলে তার পুণ্য ও কল্যাণও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৫৮৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي - متفق عليه

৫৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বিপদে পড়ার দরুন মৃত্যু কামনা না করে। কেউ যদি একান্ত বাধ্য হয়ে কিছু বলতে চায়, তাহলে যেন এইটুকু বলে : অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর আমায় তখন মৃত্যুদান করো, যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৮৭. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ نَعُوذُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصْبْنَا مَا لَا لَا نَجِدُكَ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ - متفق عليه

৫৮৭. হযরত কায়স ইবনে আবু হাযেম বর্ণনা করেন, আমরা খাব্বাব ইবনে আরতি (রা)-এর রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন নিজ দেহে সাতটি দাগ লাগিয়েছেন। কাজ শেষে তিনি বললেন : আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বেই মারা গেছেন, তারা তো চলেই গেছেন। দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পেরেনি। কিন্তু

আমরা (টাকা-পয়সা ও সোনা-দানার ন্যায়) এমন সব জিনিস অর্জন করেছি, যার সংরক্ষণের জায়গা মাটি ছাড়া আর কোথাও নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে মৃত্যুর জন্যে দো'আ করতে বারণ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্যে দো'আ করতাম। রাসূল (স) বলেন, মুসলমান তার সম্পাদিত প্রতিটি কাজের (কিংবা ব্যয়ের) জন্যেই প্রতিদান পেয়ে থাকে, একমাত্র এই কাজটি ছাড়া। (অর্থাৎ মাটি দ্বারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কাজেই শুধু সে প্রতিদান পায় না।) (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আটষটি

তাকওয়া অবলম্বন ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার সম্পর্কে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা তো একে খুব সহজ ব্যাপার মনে করছ। কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (সূরা নূর : ১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ رَبَّكَ لَبَائِرٌ صَادٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (অবাধ লোকদের পাকড়াও করার জন্যে) ওঁৎ পেতে রয়েছেন'। (সূরা ফজর : ১৪)

৫৪৪. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - متفق عليه وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ بِالْفَافِ مُتَقَارِبَةٍ

৫৮৮. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক জিনিস। (অর্থাৎ যেগুলোর হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অস্পষ্ট)। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই সচেতন নয়। কাজেই যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকছে, সে তার দীন ও ইজ্জতকে হেফাজত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল, সে হারামের মধ্যে ফেলে গেল। তার দৃষ্টান্ত হলো সেই রাখালের মতো, যে চারণ ভূমির আশপাশে তার মেঘপাল চরিয়ে বেড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই তাতে হিংস্র প্রাণীর ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহর জন্যে একটি নির্দিষ্ট কর্মসীমা রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত কর্মসীমা হচ্ছে তার হারাম করা বস্তুসমূহ। আরো জেনে রাখ, মানুষের দেহে এক টুকরা গোশত রয়েছে; সেটি সুস্থ ও নির্দোষ হলে সমগ্র দেহটাই সুস্থ ও নির্দোষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেটি যদি অসুস্থ ও দূষিত হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র দেহটাই অসুস্থ ও দূষিত হয়ে পড়ে। সেটা হলো মানুষের অন্তকরণ দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৮৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا - متفق عليه

৫৮৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি মন্তব্য করলেন : এটি যদি সাদ্কার মাল হওয়ার আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে খেয়ে ফেলতাম। (বুখারী মুসলিম)

৫৯০. وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رواه مسلم

৫৯০. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সততা ও পুণ্যশীলতা (নেকী) হচ্ছে সচরিত্রেরই ভিন্নতর নাম। অন্যদিকে গুনাহ হলো এমন বিষয়, যা তোমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং লোকেরা তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাম্য নয়। (মুসলিম)

৫৯১. وَعَنْ أَبِي وَبَصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ حَدِيثَ حَسَنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِ يَهُمَا

৫৯১. হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ভাল (ও মন্দ) বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমার মনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো (তাহলে মনই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে)। ভালো ও সৎ স্বভাব হলো : যার ওপর আত্মা তৃপ্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্তি অনুভব করে। আর গুনাহ হলো যা মনে খটকা ও সংশয় জাগ্রত করে এবং হৃদয়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে লোকেরা তোমায় ফতোয়া দিক কিংবা তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করুক। (আহমদ ও দারিমী)

৫৯২. وَعَنْ أَبِي سُرُوعَةَ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهِمْلَةِ فَتَحَهَا عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِيَّاهُابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ - رواه البخاري

৫৯২. হযরত আবু সিরওয়াহ উকবা ইবনে হারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর একদিন তার নিকট এক মহিলা এলেন। তিনি বললেন : উকবা এবং আবু ইহাবের কন্যা— যার সঙ্গে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, উভয়কে আমি বুকের দুধ খাইয়েছি। উকবা (রা) বললেন : আমার তো এ কথা জানা নেই যে, আপনি আমায় বুকের দুধ পান করিয়েছেন। আর আপনি তা আমায় জানানওনি। এরপর উকবা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এমতাবস্থায় তুমি কিভাবে তাকে (নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) রাখবে? যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, সে তোমার দুধ বোন? সুতরাং উকবা (রা) তাকে পৃথক করে দিলেন। পরে সে (মহিলাটি) অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (বুখারী)

৫৯৩. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا مَإِيرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ -

رواه الترمذی

৫৯৩. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাটি স্মৃতিপটে ধারণ করে রেখেছি; যে জিনিস তোমায় সন্দেহে নিক্ষেপ করে, তা বর্জন করো এবং যা কোনোরূপ সন্দেহে নিক্ষেপ করে না, তা গ্রহণ করো। (তিরমিযী)

এ হাদীসটির অর্থ হলো, সন্দেহযুক্ত জিনিসের পরিবর্তে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করো।

৫৯৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ كُنْتُ تَكْهَنُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقَبْنِي فَأَعْطَانِي لِذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ - رواه البخاری

৫৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, (তার পিতা) আবু বকর (রা)-এর একটি ক্রীতদাস ছিল। সে প্রত্যহ তাঁকে রোজগার করে এনে দিত। আবু বকর (রা) তার রোজগার থেকে খেতেন। একদিন সে কিছু সামগ্রী নিয়ে এল। আবু বকর (রা) তার থেকে কিছু খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আপনি কি জানেন, এটা কি ছিল? আবু বকর পাষ্টা জিজ্ঞেস করলেন : কী ছিল এটা? ক্রীতদাসটি বললো : জাহিলিয়াতের যুগে আমি জনৈক ব্যক্তির হাত গুণেছিলাম। তখন অবশ্য গণনাও আমি তেমন জানতাম না; আমি বরং তাকে ফাঁকিই দিয়েছিলাম। সে আমাকে (পূর্বের গণনার বিনিময়ে) এই জিনিসটি দিয়েছিল, যা আপনি এই মাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটে যা কিছু ছিল সব বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী)

৫৯৫. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ قَرَضَ لِمُهَا جَرِيْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ وَقَرَضَ

لَا بِنِيَّةٍ ثَلَاثَةَ أَلْفٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمَهَا جَرِيْنٌ فَلَمْ نَقْصُصْهُ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَهُ أَبُوهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ - رواه البخارى

৪৯৫. হযরত নাফে' বর্ণনা করেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) প্রথম দিকে মুহাজিরদের জন্যে (বার্ষিক) চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পুত্রও তো মুহাজিরদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে তার জন্যে কম ভাতা নির্ধারণ করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন : তার সঙ্গে তো তার পিতাও হিজরত করেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন, তার অবস্থা তো তাদের মতো নয়, যারা একাকী হিজরত করেছে। (বুখারী)

৫৯৬. وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدْعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ - رواه الترمذی

৫৯৬. হযরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়া আস-সা'দী সাহাবী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে বাচার জন্যে নির্দোষ বস্তু পরিহার করবে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : উনসত্তর

সর্ববিধ অন্যায়ে থেকে দূরে থাকা এবং কাল ও মানুষের ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও। আমি হিচ্ছি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।' (সূরা যারিআত : ৫০ আয়াত)

৫৯৭. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْفَنِيَّ الْخَفِيَّ - رواه مسلم

৫৯৭. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ মুত্তাকী (খোদাভীর), প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও আত্মপোষনকারী (নিজের সৎকর্মকে লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টাশীল) বান্দাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম)

৫৯৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أَى النَّاسِ أَفْضَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى شُعْبٍ مِّنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ - وَفِى رِوَايَةٍ يَتَّقِىَ اللَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ - متفق عليه

রিয়াদুস সালাহীন

৫৯৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বললেন : সেই সংগ্রামী মুমিন, যে তার মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল : তারপর কে (সবচেয়ে ভালো) ? তিনি বললেন : তারপর সেই ব্যক্তি যে কোনো গিরিপথে নির্জনে বসে তার প্রভুর বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদেরকে তার অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৯৯. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجَبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ - رواه البخارى

৫৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানের উৎকৃষ্ট মালরূপে গণ্য হবে ছাগল ভেড়া, যেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা বৃষ্টিবহুল এলাকায় চলে যাবে, যাতে করে সে ফিতনা থেকে নিজের দীনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। (বুখারী)

৬০০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ - رواه البخارى

৬০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল (কিংবা ভেড়া) চড়ানোর কাজ করেননি। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি (চড়িয়েছেন)? তিনি বললেন : হ্যাঁ, (নবুয়্যত পূর্বকালে) আমিও কয়েক 'কিরাতে'র বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চড়িয়েছি। (বুখারী)

৬০১. وَعَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِرِ النَّاسِ لَهْمُ رَجُلٍ مُشْسِكٍ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطْبِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَتَنَفَّى الْقَتْلَ أَوْ الْمَوْتَ مِظَانَهُ أَوْ رَجُلٍ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ - رواه مسلم

৬০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের মধ্যে উত্তম জীবনের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠে চেপে অভিযানরত। সে যেদিকেই শত্রুর পদধ্বনি কিংবা ভীতিপ্রদ আওয়াজ শুনতে পায়, সেদিকেই সে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যায় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে সে মৃত্যুর বা শাহাদাতের অপেক্ষায় থাকে। অথবা সেই লোকের জীবন (শ্রেয়তর) যে গুটি কয়েক ছাগল নিয়ে কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা কোনো এক উপত্যকায় অবস্থান

করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু স্বীয় প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। আর লোকদের সাথে সদাচরণ ভিন্ন অন্য কিছুকেই সে প্রশ্রয় দেয় না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : ৪ সন্তর

মানুষের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশার গুরুত্ব, কল্যাণময় মজলিসে উপস্থিত থাকা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করা, জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, অজ্ঞদের সঠিক পথ-নির্দেশে সহায়তা করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অপরকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ

ইমাম নববী (রহ) বলেন : লোকদের সাথে উপরিউক্ত নীতি-ভঙ্গির আলোকে মেলামেশা ও ওঠাবসা করাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও মনোপুত ব্যবস্থা। শ্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশ্রিয়ায়ে কিরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষ তাবেঈগণের প্রত্যেকের এই একই নীতিভঙ্গি ছিল। পরবর্তীকালের আলেম সমাজ ও উম্মতের শীর্ষ মনীষীরাও অনুরূপ নীতিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ সকলেই সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সাংসারিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনকেই ইসলামী জীবনধারার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের পূর্বশর্ত রূপে গণ্য করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন : **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ** — ‘পুন্যশীলতা ও খোদাভীরুতার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও।’ (সূরা মায়দাহ : ২ আয়াত)

.এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে আরো বহু সংখ্যক আয়াত উল্লেখিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪ একান্তর

ঈমানদার লোকদের সাথে ভদ্রতা ও নম্রতাসুলভ আচরণ করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘যারা তোমার আনুগত্য করে, সেসব মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।’

(শু‘আরা : ২১৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, (তবে যেতে পারে); (তাদের স্থলে) আল্লাহ এমন

জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়। তারা মুমিনদের প্রতি (অতীব) বিনম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (মায়দাহ : ৫৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে মানুষ! আমিই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তবে (একথা জেনে রাখো), আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

(হুজরাত : ১৩ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : কাজেই তোমরা আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতার বড়াই করোনা; প্রকৃত আল্লাহভীরু কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (নাজম : ৩২ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَا هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ- أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : এই আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে ডেকে বলবে : দেখলে তো আজ না তোমাদের বাহিনী কোনো কাজে এল, না সেসব সাজ-সরঞ্জাম, যেগুলোকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে দৃষ্ট করেছিলে?..... আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেই সব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা হলফ করে বলতে, এই লোকদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত থেকে কিছুই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হলো, তোমরা (প্রশান্ত চিত্তে) জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের জন্যে না কোনো ভয় আছে। না মর্ম যাতনা। (আ'রাফ : ৪৮-৪৯)

৬০২. وَعَنْ عِبَاضِ بْنِ حَمَّارٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَّأَ ضَعُوءًا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - رواه مسلم

৬০২. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আমার কাছে এই অহী পাঠিয়েছেন : তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে ভদ্র-নম্র আচরণ করো, যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব ও অহঙ্কার না করে এবং একজন অপরজনের সাথে বাড়াবাড়ি ও সীমা-লংঘন না করে। (মুসলিম)

৬০৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْرِ إِلَّا غَرًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ - رواه مسلم

৬০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দানের কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। বান্দার মার্জনা দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (মুসলিম)

৬০৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ - متفق عليه

৬০৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি কিছু সংখ্যক বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। তিনি বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬০৫. وَعَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ الْإِمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَاخذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ - رواه البخارى.

৬০৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদীনার কোনো বাঁদি (অনেক সময় তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। (বুখারী)

৬০৬. وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ - رواه البخارى

৬০৬. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়শা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন। তিনি বলেছিলেন, রাসূলে আকরাম (স) ঘরে অবস্থানকালে ঘরকন্নার কাজ করতেন। অর্থাৎ আপন পরিবারের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু যখনই নামাযের সময় হতো, তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) চলে যেতেন। (বুখারী)

৬০৭. وَعَنْ أَبِي رِفَاعَةَ تَمِيمِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاتِي بِكَرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ أُخْرَهَا - رواه مسلم

৬০৭. হযরত আবু রিফাআ' তামীম ইবনে উসাইদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহ্ রাসূল! জনৈক মুসাফির আপনার কাছে 'দ্বীন' সম্পর্কে জানতে এসেছে। সে জানেনা 'দ্বীন' কথাটির অর্থ বা মর্ম কি? (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণ বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। এমনকি তিনি আমার খুব কাছে এসে গেলেন। তারপর একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তাতে বসলেন এবং আমাকে সেইসব বিধান শেখাতে লাগলেন যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। এরপর তিনি ভাষণের বাকী অংশ শেষ করলেন। (মুসলিম)

৬০৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَا كُلَّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَ أَنْ تُسَلَّتِ الْقِصْعَةُ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِيَّ أَيَّ طَعَامٍ مَكُمُ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم

৬০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খেতেন, তখন তিনি আঙ্গুলি চেটে খেতেন। এ প্রসঙ্গে আনাস বলেন : রাসূলে আকরাম বলেছেন, তোমাদের কারোর লোকমা যদি (বাইরে) পড়ে যায়, তাহলে সে যেন ময়লা ছাড়িয়ে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য কিছু রেখে না দেয়। তিনি খাবারের পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : তোমাদের জানা নেই, তোমাদের খাবারের কোনো অংশে বরকত লুকিয়ে আছে। (মুসলিম)

৬০৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ - رواه البخارى.

৬০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল (মেঘ) চরাননি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? (চরিয়েছেন?) তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। (বুখারী)

৬১০. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ - رواه البخارى

৬১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি (ছাগল বা ভেড়ার) একটি বাহু বা পায়ের জন্যও দাওয়াত করা হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব। আমাকে যদি কেউ একটি পায়ী কিংবা বাহুও হাদীয়া স্বরূপ পাঠায়, তবুও আমি তা গ্রহণ করবো। (বুখারী)

৬১১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَاقَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَضْبَاءُ لَا تُسَبِّقُ أَوْ لَا تَكَادُ تُسَبِّقُ فَجَاءَ

أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ - رواه البخارى

৬১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘আদ্বা’ নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো উষ্ট্রী সেটিকে হারাতে বা ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈন (গ্রামবাসী) উঠতি বয়সের এক উষ্ট্রীতে চেপে প্রতিযোগিতায় এলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর সাথে দৌড়ে সেটি আগে চলে গেলো। মুসলমানদের কাছে বিষয়টি বেশ কষ্টকর মনে হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয় জানতে পেরে বললেন : আল্লাহর বিধান হলো, দুনিয়ার বুকে কোন জিনিস যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করে, আল্লাহ তখন সেটিকে নিম্নমুখী করে দেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : বাহান্তর

অহঙ্কার ও আত্মশ্রাঘার অবৈধতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : এই হলো আখেরাতের ঠিকানা, যাকে আমি নির্ধারণ করে রেখেছি তাদেরই জন্যে, যারা এ দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না; শুভ পরিণাম মুত্তাকী লোকদের জন্যেই নির্ধারিত।

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -

মহান আল্লাহ বলেন : দুনিয়ার বুকে দম্ভভরে বিচরণ করোনা; তুমি তো কখনোই দুনিয়াকে পদভারে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। (সূরা ইসরা : ৩৭ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تُصْعِرْ خَنَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

মহান আল্লাহ বলেন : লোকদের দিক থেকে অবজ্ঞাভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলোনা আর পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে চলাফেরা করোনা। আল্লাহ কোনো অহঙ্কারী দান্তিককে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৮ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ - وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ

الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
 ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
 مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ -
 فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
 يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ - فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
 كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

মহান আল্লাহ বলেন : ‘কারুণ ছিল মুসার জাতিভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম বিশাল ধন-ভান্ডার, যার চাবির গোছা বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। (তখনকার কথা) স্মরণ করো, (যখন) তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, ‘দষ্ট করো না; আল্লাহ নিশ্চয়ই দাষ্টিকদের পছন্দ করেন না।’ আল্লাহ যা তোমায় দিয়েছেন, তা দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ সন্ধান করো এবং ইহলোকে তোমার বৈধ ভোগাধিকারকে তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি দয়াশীল হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি দয়াবান। আর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। (কেননা) আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। সে বললো : ‘এ সম্পদ আমি নিজ জ্ঞান বলে অর্জন করেছি।’ (কিন্তু) সে কি জানত না, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ?..... কারুণ তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। যাদের কাছে পার্থিব জীবনই একমাত্র কাম্য ছিল তারা বললো : ‘আহা! কারুণকে যা দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদের দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে খুব ভাগ্যবান। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছিল, তারা বললো : দিক তোমাদের! যারা ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল, তাদের জন্যে আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেয় আর ধৈর্যশীল বান্দাহ ছাড়া তা কেউ পাবে না।এরপর আমি কারুণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলাম। তার সপক্ষে এমন কোনো জনগোষ্ঠী ছিল না, যারা আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত; তাছাড়া সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল না।

(সূরা কাসাস : ৭৬-৮১ আয়াত)

۶۱۲ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ - رواه مسلم

৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার অন্তরে অনুপরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে

দাখিল হবে না। এক ব্যক্তি বললোঃ কোনো কোনো লোক তো চায়, তার পোশাকটা সুন্দর হোক, জুতাটাও আকর্ষণীয় হোক (তাহলে এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন : আল্লাহ নিজে সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। (সুতরাং এটা অহংকারের মধ্যে শামিল নয়)। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো গর্বের সাথে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

(মুসলিম)

১১৩. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ : لَا اسْتَطِيعُ قَالَ : لَا اسْتَطِيعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِئِهِ - رواه مسلم

৬১৩. হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : ডান হাতে খাও। সে বললো : আমি পারি না। তিনি বললেন : ‘তুমি যেন নাই পার’। অর্থাৎ (মিথ্যা) অহংকারই তার হুকুম পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, লোকটার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, (বাকী জীবনে) সে আর কখনো মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি।

(মুসলিম)

১১৪. وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ - متفق عليه وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ ضَعْفَةِ الْمُسْلِمِينَ

৬১৪. হযরত হারিসা বিন ওয়াহব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা হলো : অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখ্ত ও উদ্ধত লোক। (অর্থাৎ এরাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে)।

(বুখারী ও মুসলিম)

১১৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُسْتَكْبِرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِي ضِعْفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحِمْتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِي أَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ وَلِكَلَيْكُمَا عَلَى مِلْؤُهَا - رواه مسلم

৬১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (একদা) জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিতর্ক হলো। জাহান্নাম বললো : অহংকারী ও উদ্ধত লোকেরাই আমার গর্ভে প্রবেশ করবে। জান্নাত বললো : আমার মধ্যে আসবে দুর্বল, মিসকীন ও অসহায় লোকেরা। (অবশেষে) আল্লাহ উভয়ের মাঝে নিষ্পত্তি করে দিলেন (এবং) বললেন : জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতিই রহম করার ইচ্ছা জাগবে, তোমার মাধ্যমে তার প্রতি আমি রহম করবো। আর জাহান্নাম! তুমি হচ্ছে আমার শাস্তি। আমি তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করে দেয়াই আমার দায়িত্ব।

(মুসলিম)

৬১৬. وَعَنْ أَبِي رَضٍ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ أَرَاهُ بَطْرًا - متفق عليه

৬১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ এমন লোকের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার লুঙ্গি (পায়ের গিরার নীচে) বুলিয়ে দিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৬১৭. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَانِلٌ مُسْتَكْبِرٌ - رواه مسلم

৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রতা দান করবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো (১) বয়স্ক ব্যাভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী গরীব। (মুসলিম)

৬১৮. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ يَنَا زِعْنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهُ - رواه مسلم

৬১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান সম্মানিত আল্লাহ বলেন : সম্মান ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পাজামা আর অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দুয়ের কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ (অর্থাৎ সংঘাত ও প্রতিযোগিতায়) লিপ্ত হবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই শাস্তি দান করবো। (মুসলিম)

৬১৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تَعَجِبُهُ نَفْسُهُ مُرْجَلٌ رَأْسُهُ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

৬১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (প্রাচীনকালে) জনৈক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরে মাথার চুলে সিঁথি কেটে ও চাল-চলনে অহঙ্কারী ভাব প্রকাশ করে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত অনুভব করছিল। একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। এরপর সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচেই তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬২০. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ - رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৬২০. হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি নিজেকে বড় ভেবে সর্বদা লোক-সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো এবং গর্ব অহংকার প্রকাশ করতো। শেষ পর্যন্ত তাকে অহঙ্কারী ও উদ্ধতদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর তার ওপর সেই সব মুসিবতই নিপতিত হয়, যা অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোকদের ওপর নিপতিত হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : তেহাস্তর

সচ্চরিত্র প্রসঙ্গে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ -

মহান আল্লাহ বলেন : নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মদ!) তুমি চরিত্রের সর্বোত্তম মাপকাঠির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো। (সূরা কালাম : ৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : (তাদের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা ক্রোধকে সংবরণ করে এবং লোকদের প্রতি মার্জনার নীতি অনুসরণ করে থাকে। (আলে ইমরান : ১৩৪)

৬২১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا - متفق عليه

৬২১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

৬২২. وَعَنْهُ قَالَ : مَا مَسِسْتُ دَبِيًّا جَا وَلَا حَرِيرًا أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ رَانِحَةَ فَطٍّ أَطِيبَ مِنْ رَانِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ أَفٍّ وَلَا قَالَ لَشِيٍّ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتُهُ وَلَا لَشِيٍّ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا فَعَلْتَ كَذَا ؟ - متفق عليه

৬২২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, কোন রেশমী ও পশমী কাপড়কেও আমার কাছে রাসূলে আকরাম (স)-এর হাতের তালুর চেয়ে অধিকতর নরম ও মোলায়েম বলে মনে হয়নি। কোনো সুগন্ধিকেও আমি রাসূলে আকরাম (স)-এর (দেহের) সুগন্ধির চেয়ে অধিকতর সুগন্ধিময় বলে অনুভব করিনি।

আনাস (রা) আরো বলেন : আমি সুদীর্ঘ দশ বছর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত থেকেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো আমার প্রতি একটু 'উহ্' শব্দও উচ্চারণ করেননি; কিংবা আমার কোনো কাজের জন্যে বলেননি যে, 'কেন তুমি এটা করলে?' অথবা কোনো কর্তব্য পালন না করে থাকলেও বলেননি : 'কেন তুমি এটা করোনি ?' (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

৬২৩. وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ قَالَ : أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ - متفق عليه

৬২৩. হযরত সা'ব ইবনে জাস্‌সামাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একটি বন্য গাধা উপহার স্বরূপ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেটি আমায় ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন আমার চেহারায়ে বেদনার ছাপ দেখতে পেলেন, তখন বললেন : দেখ (বর্তমানে) আমরা ইহ্রাম অবস্থায় রয়েছি; তাই গাধাটি আমি ফেরত দিয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

৬২৪. وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رواه مسلم

৬২৪. হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন : পুণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে এবং অপরে তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়। (মুসলিম)

৬২৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا - متفق عليه

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতিগতভাবেই অশ্লীল বিষয় পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তারাই, যারা চারিত্রিক দিক দিয়ে সর্বোত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

৬২৬. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬২৬. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির আমল-পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিকতর ভারী আর কোনো আমলই থাকবে না। বস্তুত আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও নিরর্থক বাক্য ব্যয়কারী বাচালকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী)

৬২৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسَمِعْتُ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الثَّمُ وَالْفَرْجُ - رواه الترمذی وَقَالَ

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন জিনিস লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে ? তিনি বললেন : তাকওয়া (বা আল্লাহভীতি) ও সচ্চরিত্র। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো। কোন জিনিস লোকদেরকে সর্বাধিক সংখ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন : 'বাকশক্তি (মুখ) ও লজ্জাস্থান'। (তিরমিযী)

৬২৮. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَانِهِمْ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ (কামিল) মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে। (তিরমিযী)

৬২৯. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ - رواه ابو داود

৬২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ঈমানদার ব্যক্তি তার সুন্দর স্বভাব ও সদাচার দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী ও রাতভর ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। (আবু দাউদ)

৬৩০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

৬৩০. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এমন এক ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের পার্শ্ববর্তী একটি গৃহের জামিন, যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও লোক-দেখানো (রিয়াকারী) কর্মকাণ্ড ও খ্যাতির আকাংক্ষা পরিহার করে। আর আমি এমন এক ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের মধ্যকার গৃহের জন্যেও যামিন, যে হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও মিথ্যাচারকে পরিহার করে। আর আমি জান্নাতের শীর্ষদেশে অবস্থিত একটি গৃহের যামিন এমন এক ব্যক্তির জন্যে, যার চরিত্র অতি উত্তম। (আবু দাউদ)

৬৩১. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّرَّارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ قَالُوا يَرْسُولُ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الشَّرَّارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৬৩১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের ভিতর থেকে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সমাবেশের দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যার নৈতিক চরিত্র সবচেয়ে ভালো (উত্তম)। অন্যদিকে কিয়ামতের দিন তোমাদের ভেতর থেকে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে সেইসব ব্যক্তি, যারা দ্বিধার সাথে কথা বলে, কথার মাধ্যমে গর্ব (তাকাক্বুর) প্রকাশ করে এবং যারা ‘মুতাফাইহিকুন’। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! ‘মুতাফাইহিকুন’ কথাটির অর্থ কি? তিনি বললেন : এর অর্থ হলো অহংকারী ব্যক্তি। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : চুয়াত্তর

সহিষ্ণুতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা প্রসঙ্গে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : (মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো), তারা ক্রোধকে হযম করে এবং লোকদের প্রতি মার্জনার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ (এ ধরনের) সৎকর্মশীল (মুহসিন লোকদের ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান : ১৩৪)

وَقَالَ تَعَالَى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘হে নবী! নম্রতা ও মার্জনার নীতি অনুসরণ করো। পুণ্যময় (মারুফ) কাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো। (আ’রাফ : ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُوحَظٌّ عَظِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : ভালো ও মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করো। শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে যার বৈরিতা ছিল, সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধু। আর এহেন সুফল তারই ভাগ্যে জোটে, যে অতীব সহনশীল চরিত্রের অধিকারী এবং যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। (ফুসসিলাত : ৩৪-৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

তবে যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং মার্জনা করে দেবে, নিঃসন্দেহে এটা (হবে) খুব উঁচু মানের এক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। (শূরা : ৪৩)

٦٣٢ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا سَجَّ عَبْدُ الْقَيْسِ إِنْ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءَةُ - رواه مسلم

৬৩২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের আশাজ্জকে বলেন : তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন — ভালোবাসেন। তার একটি হলো ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, অন্যটি হলো ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

৬৩৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لِلَّهِ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ - متفق عليه

৬৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ নিজে কোমল ও দয়াশীল; তাই প্রতিটি কাজে তিনি কোমলতা ও দয়াশীলতা পসন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৩৪. وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ - رواه مسلم

৬৩৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ নিজে কোমল ও সহৃদয়। তাই কোমলতা ও সহৃদয়তাকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা সেই জিনিস দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দেন না।

৬৩৫. وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ - رواه مسلم

৬৩৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জিনিসে কোমলতা থাকে, সেটিকে কোমলতাই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। আর যে জিনিস থেকে কোমলতাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, সেটিই অকার্যকর ও ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম)

৬৩৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقْعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهُ وَارْقُبُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِّنْ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ - رواه البخاري

৬৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক গ্রামবাসী (বেদুইন) মসজিদে (নববীতে) পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে তেড়ে এল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও (যাতে করে পেশাবের চিহ্ন মুছে যায়)। তোমাদেরকে সহজ নীতির ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়।

৬৩৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا - متفق عليه

৬৩৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সহজ রীতি-নীতি ও আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করো। কঠোর রীতি-নীতি অবলম্বন করো না। (লোকদেরকে) সুসংবাদ শোনাতে থাকো এবং পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৩৮. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يَحْرِمِ الرَّفَقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ - رواه مسلم

৬৩৮. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব ধরনের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। (মুসলিম)

৬৩৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبَ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبَ - رواه البخاری

৬৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো : 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন : 'রাগ করো না।' লোকটি (একে যথেষ্ট মনে না করে) কথাটির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। রাসূলে আকরাম (স) বারবার শুধু বললেন : 'রাগ করোনা।' (বুখারী)

৬৪০. وَعَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ - رواه مسلم

৬৪০. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই 'ইহসান' দয়া-মমতা অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন। (কাজেই) তোমরা যখন কোনো প্রাণীকে হত্যা করবে উত্তম রূপে হত্যা করবে। যখন কোনো প্রাণীকে যবাই করবে, উত্তম রূপে যবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে ধারালো করে নেয় এবং যবাইর প্রাণীকে আরাম দেয়।

৬৪১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِنْثِمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى - متفق عليه

৬৪১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দুটি বিষয়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে ইখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি হামেশাই অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন, যদি না তা গুনাহ বা খারাপ ব্যাপার

হতো। তা গুনাহর বা খারাপ ব্যাপার হলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর বিধান লংঘিত হলে তিনি শুধু মহান আল্লাহর জন্যেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৫২. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا آخِرُكُمْ بِمَنْ تَحَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَوْ يَمْنُ تَحَرَّمَ عَلَيْهِ النَّارُ تَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ - رواه الترمذی

৬৪২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদের জানাবো না, কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্যে জাহান্নামের আগুন হারাম? (তাহলে জেনে রাখ) জাহান্নামের আগুন এমন প্রতিটি লোকের জন্যে হারাম, যে লোকদের কাছাকাছি বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে; যে কোমলমতি নম্র প্রকৃতি ও মধুর স্বভাব-বিশিষ্ট। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : পচাত্তর

মার্জনা করা ও অজ্ঞ-মুর্খদের এড়িয়ে চলা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘হে নবী! মার্জনার নীতি অনুরসণ করো, সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মুর্খদের এড়িয়ে চলো।’ (সূরা আ’রাফ : ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘হে নবী! (তুমি) ওদেরকে উত্তমভাবে মার্জনা করে দাও।’ (সূরা হিজর : ৮৫ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘তারা যেন ওদের মার্জনা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের মার্জনা করুন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।’ (সূরা নূর : ২২ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘তারা লোকদেরকে মার্জনা করে থাকে। আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের ভালোবাসেন।’ (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ‘যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে ও মার্জনা করে দেয় (সে জেনে রাখুক), নিঃসন্দেহে এটা খুব উচ্চ মানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।’ (সূরা শূরা : ৪৩ আয়াত)

৬৫৩. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أَحَدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ وَ أَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَشْتَفِقْ إِلَّا وَ أَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَمَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ - فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَ أَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثْنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطَبَّقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا - متفق عليه

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষাও বেশি কঠিন কোনো দিন কি আপনাকে অতিক্রম করতে হয়েছে ? তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ; আমি তোমাদের জাতির কাছে থেকে এমন (দুঃসহ) আচরণেরও মুখোমুখি হয়েছি, যা ওহুদের দিনের চেয়েও অধিকতর কঠিন ছিল। আর সেটি ছিল আকাবার দিন। সে দিনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল এই রকম : আমি যখন (তওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে) ইবনে আব্দ ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের কাছে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমি তার কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলাম সে তার কিছুই দিলনা। তাই সেখান থেকে আমি অত্যন্ত ভাবাক্রান্ত মনে নিয়ে ফিরে এলাম। এমনকি ‘কারনুস সাআলিব’ নামক স্থানে পৌছার আগ পর্যন্ত আমার স্বাভাবিক চেতনাই ফিরে আসেনি। অবশেষে আমার চেতনা ফিরে এলে, আমি মাথা তুলে দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তার ভিতরে আমি জিবরাইল (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল আমায় ডেকে বললেন : মহান আল্লাহ আপনার জাতির কথা এবং আপনাকে দেয়া তাদের জবাব যথারীতি শুনতে পেয়েছেন। আল্লাহ আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন। আপনার জাতির ব্যাপারে আপনি তাকে যে রকম ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। (আর যে নির্দেশই দেয়া হবে, তা-ই পালন করতে সে প্রস্তুত।)

রাসূলে আকরাম (স) বললেন : এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমায় আহ্বান জানাল এবং সালাম দিয়ে বললো : ‘হে মুহাম্মদ (স)! আল্লাহ আপনার সাথে আপনার জাতির কথাবার্তা শুনতে পেয়েছেন। আমি অমুক পাহাড়ের ফেরেশতা, আমাকে আমার প্রভু আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। এখন আপনি ইচ্ছামতো আমায় নির্দেশ দিতে পারেন। বলুন, আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি ? আপনি যদি চান মক্কাকে বেষ্টনকারী দুই পাহাড় শ্রেণীকে একত্রে মিলিয়ে দেই এবং এই কাফেরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলি। রাসূলে আকরাম (স) বললেন : (আমি তো ওদের ধ্বংস কামনা করি না) আমি বরং এই আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ যেন এদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করেন, যারা এক আল্লাহর দাসত্বকে স্বীকার করে নেবে এবং তার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٤ . وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مُحَرَّمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى - رواه مسلم

৬৪৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া কখনো কাউকে হাত দ্বারা প্রহার করেননি— না কোন স্ত্রীলোককে, না কোন পরিচারককে। তবে এরূপ কখনো হয়নি যে, তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে আর সে কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবেই তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহ নির্ধারিত কোনো হারামকে অগ্রাহ্য করা হলে এবং আল্লাহরই জন্যে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে সেটা ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

٦٤٥ . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِي غُلِيطُ الْحَاشِيَةِ، فَادْرَكَهُ أَعْرَابِي فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرِّلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعِطَاءٍ - متفق عليه

৬৪৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নজরানী চাদর। পশ্চিমদিক্‌তে এক গ্রামীণ লোক (বেদুইন) তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সে তাঁর চাদরটি ধরে সজোরে টান দিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, এভাবে টানার দরুন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘারের পার্শ্বদেশে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। গ্রাম্য লোকটি বললো : ‘হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তোমার কাছে আল্লাহর দেয়া যে ধন-মাল রয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করো। তিনি লোকটির প্রতি তাকিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٦ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرْبَهُ قَوْمَهُ فَأَذَى مَوَهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - متفق عليه

৬৪৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি সম্মানিত নবীদের (আ) কোনো একজনের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ সেই নবীকে) তাঁর জাতির লোকেরা উপর্যুপরি আঘাত করে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন আর দো‘আ করছিলেন : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে মার্জনা করো; কারণ এরা তো অবুঝ।

(বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٧ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - متفق عليه .

৬৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে হারানোর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করার মধ্যেই প্রকৃত বীরত্বের মহিমা নিহিত। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : ছিয়ান্তরা

কষ্ট-ক্লেশের সময় সহনশীলতা প্রদর্শন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : (মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো), তারা ক্রোধকে হযম করে এবং লোকদের সাথে মার্জনার নীতি অবলম্বন করে থাকে। বস্তৃত আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান : ১৩৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করে, (তাদের জানা উচিত) এটা খুবই সাহসিকতার কাজ। (শূরা : ৪৩)

এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ের আরো কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে :

٦٤٨ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُنِي وَأَحْسِنَ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَسْمُهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ - رواه مسلم وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْأَرْحَامِ

৬৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বললো : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে; আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলি আর তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি; কিন্তু তারা আমার সঙ্গে মূর্থতাসুলভ ব্যবহার করে। (এ কথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যদি এ রকমই হয়ে থাকো যেমন তুমি বললে, তাহলে তুমি যেন তাদের চোখে-মুখে গরম বালু ছুঁড়ে মারছো। তুমি যতোক্ষণ এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফেরেশতা) উপরিউক্ত লোকদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : সাতাস্তর

শরীয়তের বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে ক্ষোভ প্রকাশ ও আল্লাহর ধীনের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত শরয়ী বিধানকে যথোচিত মর্যাদা দান করবে, তার জন্যে এটা তার প্রভুর কাছে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

(হজ্জ : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنْ تَتُورُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَيْدِيَ الْأَعْدَاءِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যদি আল্লাহর ধীনকে সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে অনড় ও সুদৃঢ় করে দেবেন।

(মুহাম্মদ : ৭)

এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৬৪৭. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَن صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ مِنْكُمْ مُنْفِرَيْنِ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُؤْجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَلِكَ حَاجَةٌ - متفق عليه

৬৪৯. হযরত আবু মাসউদ 'উকবাহ ইবনে 'আমর বদরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : (হে আল্লাহর রাসূল!) অমুক ব্যক্তির দরুন ফজরের নামাযে আমার বিলম্ব হয়ে যায়। কারণ সে আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ নামায আদায় করে। সেদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব রাগের সাথে নসীহতও করলেন, যে রকম ইতঃপূর্বে আমি আর কখনো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন : 'হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকদের মাঝে ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। তোমাদের যে কেউই লোকদের (নামায) ইমামতি করে, সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে মুক্তাদীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, কিশোর, দুর্বল ও হাজতমন্দ ব্যক্তিগণ। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৫০. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي يَقْرَأَ فِيهِ تَمَامًا ثَبَلُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَكَ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ - متفق عليه

৬৫০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রিয়াদুস সালাহীন

কোনো এক সফর থেকে (মদীনায়) ফিরে এলেন। এ সময় আমি আমার ঘরের অলিন্দে ছবি-আঁকা একটি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দাটি দেখেই সেটি ছিঁড়ে ফেললেন। সেই সঙ্গে তাঁর চেহারাও একেবারে বিগড়ে গেল। তিনি বললেন : আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি পাবে সেইসব লোক যারা (প্রতিকৃতি বানিয়ে) আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান (এর স্পর্ধা) করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৬৫১. وَعَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِءُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكُ مِنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَابْتِغَاءَ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا - متفق عليه

৬৫১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা এক মাখযুমী মহিলা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কারণ মহিলাটি চুরি করে ধরা পড়েছিল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি তার হাত কাটার নির্দেশ জারী করেছিলেন। লোকেরা বিষয়টি নিয়ে পরস্পর এই মর্মে বলাবলি করছিল যে, মহিলাটির ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কে-ইবা তাঁর কাছে সুপারিশের সাহস করবে? সে মতে উসামাই এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করতে চাও? এ কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তারপর বললেন : তোমাদের পূর্বকার উন্মত্তগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের রেওয়াজ ছিল : তাদের মধ্যকার কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। আর কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করা হতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা)ও যদি চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো, তাহলে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম।

(বুখারী ও মুসলিম)

৬৫২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نَحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْيَفْعَلُ هَكَذَا - متفق عليه

৬৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (নববীতে) কিবলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, (দেয়ালে) শ্লেষ্মা লেগে রয়েছে। বিষয়টি তাঁর কাছে খুবই খারাপ মনে হলো। এমনকি, তাঁর চেহারায় ক্ষোভের ছাপ

লক্ষ্য করা গেল। সহসা তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজ হাতে তা আঁচড়ে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার মহাপ্রভুর সাথে একান্তে কথা বলে, প্রার্থনা করে থাকে। তখন মহাপ্রভু তার ও কিবলার মাঝামাঝি অবস্থান করেন। এহেন অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে; বরং বাম দিকে কিংবা পায়ের নীচে যেন তা নিক্ষেপ করে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরের এক কোণ ধরলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। অবশেষে তার একাংশ অপর অংশের ওপর রগড়ে দিলেন এবং বললেন : ‘অথবা এরূপ করে নেবে।’

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আটাত্তর

জনগণের প্রতি আচরণে শাসকদের নম্রতা অবলম্বন, তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ, তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান, তাদের সাথে প্রভারণা ও কঠোরতার নীতি বর্জন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে মনোযোগ প্রদান

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘মুমিনদের ভেতর থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে, (হে নবী!) তাদের প্রতি তুমি বিনয়ের হাত বাড়িয়ে দাও।’ (সূরা শু‘আরা : ২১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের। আর তিনি নিষেধ করছেন অন্যায়, অশ্লীলতা এবং জুলুম ও সীমালংঘন থেকে। আল্লাহ তোমাদের নসীহত করছেন, যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারো। (নাহল : ৯০)

৬৫৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَّا مَامَ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - متفق عليه

৬৫৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের প্রত্যেকেই সংরক্ষক (বা দায়িত্বশীল)। তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের জন্যে সংরক্ষক বা দায়িত্ব। তাকে তার পরিবারের সংরক্ষণ ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীগৃহের সংরক্ষক। এবং তাকে সে সম্পর্কে জবাবদিহী

রিয়াদুস সালাহীন

করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের সংরক্ষক; তাকে তার এই দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এক কথায়, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৫৬. وَعَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمْ يَحْطُهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

৬৫৮. হযরত আবু ইয়া'লা মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে জনসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর যদি সে তাদের সাথে খেয়ানত করে, তবে সে যখনই মৃত্যুবরণ করুন আল্লাহ তার জন্যের জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে : সেই ব্যক্তি যদি তার প্রজাদের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ না করে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে : যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের উপকারের জন্যে কোনরূপ চেষ্টা-যত্ন করে না এবং তাদের কল্যাণ সাধনে কোনো উদ্যোগ নেয় না, সে মুসলমানদের সাথে কিছুতেই জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

৬৫৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي وَبَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ - رواه مسلم

৬৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘরে বসেই বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, সে যদি তাদের প্রতি কঠোর নীতি প্রয়োগ করে, তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করো। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্বশীল বানানোর পর সে যদি তাদের প্রতি কোমল ও নরম ব্যবহার করে, তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল ব্যবহার করো। (মুসলিম)

৬৫৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَا هُمْ - متفق عليه

৬৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাইলের রাজনৈতিক কর্মধারা চালু রাখতেন তাদের নবীরা। এক নবীর মৃত্যুর পর পরবর্তী নবী তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই (অর্থাৎ নতুন কোন নবী আসবে না)। তবে অচিরেই আমার পরে বেশ কিছু সংখ্যক লোক খলীফা হবেন।' সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : তখনকার জন্যে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন : 'তোমরা পালাক্রমে একজনের পর আরেকজনের বাইয়াত পূর্ণ করবে। তাদের প্রাপ্য হক আদায় করবে। আল্লাহর নিকট সেই জিনিস প্রার্থনা করবে, যা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাদের ওপর জনগণের দেখাশোনার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

৬৫৭. وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْخَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ - متفق عليه

৬৫৭. হযরত আয়েয ইবনে আমর বর্ণনা করেন, একদা তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট গিয়ে বললেন : 'বৎস! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : নিকৃষ্টতম শাসক হলো সেই ব্যক্তি, যে তার প্রজাদের ওপর কঠোর ও জুলুমমূলক নীতি প্রয়োগ করে। কাজেই তুমি সতর্ক থেকো, যেন তাদের মধ্যে शामिल না হয়ে পড়ো।

(বুখারী ও মুসলিম)

৬৫৮. وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ - رواه ابو داود والترمذی

৬৫৮. আবু মরিয়ম আল-আয্দী (রা) একদা আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে বলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি কোনরূপ দ্রষ্টব্য না করে, আল্লাহ ও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি দ্রষ্টব্য করবেন না। এরপর মুয়াবিয়া জনগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্যে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

(আবু দাউদ ও তিরিমিযী)

অনুচ্ছেদ : উনাশি

ন্যায়পরায়ণ শাসক

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -

মহান আল্লাহ বলেন : আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠার।

(নাহ্ল : ৯০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা (সর্বক্ষেত্রে) ইনসাফ (প্রতিষ্ঠা) করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন। (হুজুরাত : ৯)

৬৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْشَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - متفق عليه

৬৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ (কিয়ামতের) সেই কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়াই থাকবে না। তারা হলো: (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল, (৩) সেই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহরই জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহরই জন্যে পরস্পর মিলিত হয় এবং আল্লাহরই জন্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) এমন ব্যক্তি যাকে অভিজাত বংশের কোন সুন্দরী রমণী (খারাপ কাজের জন্যে) আহ্বান জানায় এবং জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) এমন ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমন কি তার ডান হাত কি দান করছে, বাম হাত তা জানে না এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে একাকী নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে দু'চোখে অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৬০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ : الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا دُلُّوا - رواه مسلم

৬৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহর দরবারে তারা নূরের মিশ্বারে আরোহন করবে। তারা হলো এমন লোক, যারা তাদের বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। (মুসলিম)

৬৬১. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ - وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ - رواه مسلم

৬৬১. হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক ও ইমাম (নেতা) হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে; তোমরা তাদের জন্যে দো'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্যে দো'আ করে। অন্যদিকে তোমাদের ভেতর খারাপ ও নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদের প্রতি লা'নত করো, তারাও তোমাদের প্রতি লা'নত করে। বর্ণনাকারী বলেন : আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো না? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে। (ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নয়।)

৬৬২. وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَعَجَلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَ مُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ -

رواه مسلم

৬৬২. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জান্নাতের অধিবাসী হবে তিন শ্রেণীর লোক। (১) ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে তওফিক দান করা হয়েছে জনগণের কল্যাণ সাধন করার। (২) দয়ালু হৃদয় ও রহমদিল ব্যক্তি, যার অন্তর প্রতিটি আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নিতান্ত কোমল এবং (৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং সম্মান-সম্মতি বিশিষ্ট অর্থাৎ সংসারী। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আশি

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নাফরমানী না হলে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অন্যথায় তাদের আনুগত্য করা হারাম

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদেরও। (নিসা : ৫৯)

৬৬৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاذًا أَمْرٍ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ - متفق عليه

৬৬৩. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর (শাসক ও নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার কোনোই অবকাশ নাই। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৬৪. وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ -

৬৬৪. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করতাম তখন তিনি আমাদের বলে দিতেন : সাধ্যানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য ফরয । (বুখারী ও মুসলিম)

৬৬৫. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - رواه مسلم وفي رواية له وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

৬৬৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার গলায় আনুগত্যের কোন রজু নেই, সেক্ষেত্রে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু । (মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি জামাআত (সংঘবদ্ধ জীবন) থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু ।

৬৬৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ جَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً - رواه البخارى.

৬৬৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদি তোমাদের ওপর কোনো হাবশী গোলামকেও দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা আঙ্গুরের মত ছোটই হোক না কেন (অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেয়) । (বুখারী)

৬৬৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ اسْمَعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ - رواه مسلم

৬৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদিনে ও দুর্দিনে, সজ্জুষ্টি ও অসজ্জুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও (শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । (মুসলিম)

৬৬৮. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ وَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَزَلْنَا مَنَزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَصْلِحُ خَبَانَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ

عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أَمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تَنْكَرُ وَنَهَا وَتَجِبُ، فَمَنْ يُرَقِّقْ بَعْدَهَا بَعْضًا وَتَجِبُ، الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِبُ، الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحِّحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلَنَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَاتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيَطِيعُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ - رواه مسلم

৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (বিশ্রামের জন্য) আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমাদের কেউ কেউ তাদের তাবু ঠিক-ঠাক করছিলেন, কেউ বা তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন আর কেউবা তাদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর দেখাশোনায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী লোকদের ডেকে বললেন : ওহে, নামাযের জন্যে তৈরী হোন। এ আহ্বান শুনে আমরা সবাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জড়ো হলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমার পূর্বে যে কোনো নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ওপর স্বীয় জ্ঞান মোতাবেক নিজের উম্মতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং তার দৃষ্টিতে মন্দ বা অন্যায় বিষয়ে লোদেরকে ভয় দেখানো ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তোমাদের এ উম্মতের অবস্থা হলো এই যে, এর প্রথম দিকে রয়েছে শান্তি ও স্থিরতা আর শেষ দিকে রয়েছে বিপদ-মুসিবতের প্রচণ্ডতা। সে সময়ে তোমরা এমন সব বিষয়াদি ও সমস্যাবলীর মুখোমুখি হবে, যা হবে তোমাদের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত। এবং এমন সব ফিতনার উত্থান ঘটবে, যার একাংশ অন্য অংশকে দুর্বল করে ছাড়বে। তখন একেকটি ফিতনা ও মুসিবত মাথা তুলবে এবং মু'মিন বলবে, এটাই বুঝি ধ্বংস করে ফেলবে। তারপর সে বিপদের সময়টা কেটে যাবে। আবার বিপদ-মুসিবত ঘনিয়ে আসবে। তখন মুমিন বলবে, এটাই হয়তো আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এহেন কঠিন অবস্থায় যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে, তার জন্যে অপরিহার্য হলো, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। সে যেরকম ব্যবহার পেতে ইচ্ছুক, সে রকম ব্যবহারই যেন লোকদের সাথে করে। আর কেউ যদি ইমামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করে এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে তাহলে সে যেন সাধ্যমতো তার আনুগত্য করে। যদি অন্য কোনো লোক তাঁর কাছ থেকে ইমামত ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তাহলে যেন তার ঘাড়টা মটকে দেয়। (মুসলিম)

٦٦٩ . وَعَنْ أَبِي هَنِيْدَةَ وَإِسْلَمَ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَأَيُّهُمُ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ -

৬৬৯. হযরত আবু হুনাইদাহ ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বর্ণনা করেন, সালামাহ ইবনে ইয়াযিদ জু'ফী (রা) একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর যখন এরূপ শাসক চেপে বসবে, যারা তাদের দাবি-দাওয়া ও অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে, কিন্তু আমাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে কিছুই করবেনা, তখন আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? রাসূলে আকরাম প্রশ্নকারীর প্রতি অক্ষেপ করলেন না। সালামাহ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা শাসকদের আদেশ শ্রবণ করবে এবং তাদের আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (গুনাহর) বোঝা তাদের ওপর (চাপবে) এবং তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর। (মুসলিম)

১৭০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِينَ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ - متفق عليه

৬৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আমার পরে তোমরা অধিকার হারানো সহ বহু অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিসের সম্মুখীন হবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্যে আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন : এহেন অবস্থায়ও তোমরা তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি পালন করে যাবে। সেই সঙ্গে তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِرِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي - متفق عليه

৬৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি আমীরের (ইসলামী শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই নাফরমানী করল। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - متفق عليه

৬৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তার আমীর (নেতা)-এর মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্ছিত বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে (এবং শৃংখলার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করে)। কারণ যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে এক বিঘ্ন পরিমাণও দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৩. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৬৭৩. হযরত আবু বাকরাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কিংবা আমীরকে লাঞ্ছিত (বা অপমানিত) করবে, আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একাশি

রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্যে কোনো প্রার্থিতা নয়

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : এই হলো পরকালীন জগত (আখিরাত)। একে আমরা এমন সব লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীর বুকে বিরাট ও উদ্ধত হবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নয়। আর পরকালীন জীবনের সাফল্য তো মুস্তাকী (খোদাভীরু) লোকদের জন্যেই নির্ধারিত। (কাসাস : ৮৩)

১৭৪. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْطِيَتْهَا عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا، وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ - متفق عليه

৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন : 'হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের (ক্ষমতার) জন্যে প্রার্থী হয়োনা। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব পেলে তুমি এ ব্যাপারে (আল্লাহর) সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে। অন্যপক্ষে প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। তুমি যখন কোনো ব্যাপারে শপথ করবে, অথচ অন্য কোনো জিনিসকে তার চেয়ে ভালো ও কল্যাণকর মনে হবে, তখন যেটা ভালো সেটাই করবে। সেই সঙ্গে শপথের কাফফরাও আদায় করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৫. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৭৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবু যার! আমি তোমায় খুব দুর্বল ও কমজোর দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্যে ঠিক তাই পছন্দ করছি, যা আমার নিজের জন্যে পছন্দ করি। (তুমি খুব দুর্বল) তুমি শাসন কর্তৃত্বের গুরুভার বহন করতে পারবে না। তুমি দু'জনের নেতা হতে চেয়োনা; আর তুমি ইয়াতীমের ধন-মালের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও গ্রহণ করোনা। (মুসলিম)

৬৭৬. وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ أَلَا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا - رواه مسلم

৬৭৬. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি আন্নয় করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমায় কোন (সরকারী) দায়িত্বপূর্ণ পদে কেন নিযুক্ত করছেন না?' তিনি আমার কাঁধে হাত চাপড়ে বললেন : 'হে আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ। আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হচ্ছে এক বিরাট আমানতের ব্যাপার। এ ধরনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যে ব্যক্তি সততার সঙ্গে একে গ্রহণ করে এবং এর ফলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করে, তার কথা ভিন্ন। (মুসলিম)

৬৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحَرِّصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَتَسْتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى

৬৭৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খুব শীঘ্রই তোমরা ইমারত ও হুকুমতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। (মনে রেখো) কিয়ামতের দিন এটাই তোমাদের জন্যে অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ বিরাশি

শাসক ও বিচারকদের ন্যায়নিষ্ঠ পরিষদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَلَا خِلَاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : সেদিন তামাম (পার্শ্বিক) বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের দুষমনে পরিণত হবে, একমাত্র আল্লাহভীরু লোকদের ছাড়া। (সূরা যুখরুফ : ৬৭ আয়াত)

৬৭৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُ بِالشَّرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْهُ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ - رواه البخارى

৬৭৮. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যে কোনো নবীকেই প্রেরণ করেন আর যে কোনো খলীফাকেই নিযুক্ত করেন, তার দু'জন বন্ধু হয়ে থাকে : একজন তাকে পুণ্যের আদেশ দান করেন এবং তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তোলেন। আর দ্বিতীয় বন্ধু তাকে পাপের আদেশ করে এবং তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তোলার চেষ্টা করে। তবে পাপাচার থেকে সেই ব্যক্তিই নিরাপদ থাকতে পারে, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। (বুখারী)

৬৭৯. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يَعْثُ - رواه ابو داود باسناد جيد علي شرط مسلم

৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো আমীর কিংবা শাসকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্যে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যদি তিনি (শাসক) কোনো কথা ভুলে যান, তাহলে মন্ত্রী সেটাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি সে কথা তার স্মরণ থাকে, তাহলে তিনি তার সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে যদি কোনো আমীর কিংবা শাসকের ব্যাপারে তার ভিন্নতর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তিনি খারাপ মন্ত্রী লাভ করেন। সেক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা ভুলে গেলে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় না। আর যদি তা স্মরণ থাকে, তাহলে তার সহায়তা করা হয় না। (আবু দাউদ, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিরাসি

যারা শাসন ক্ষমতা, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাদেরকে সেসব পদে নিযুক্ত না করা

৬৮০. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَاوَلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ - متفق عليه

৬৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি এবং আমার দুই চাচাত ভাই হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। ঐ দু'জনের মধ্যে একজন নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যে অঞ্চলগুলোর ওপর আল্লাহ আপনাকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন তার মধ্য থেকে কোন একটি এলাকায় আপনি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করুন। অন্যান্য লোকেরাও এই ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এমন ব্যক্তিকে কোনো পদে নিযুক্ত করি না যে ব্যক্তি তা প্রার্থনা করে কিংবা তার জন্য লাগসা পোষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ১
كِتَابُ الْأَدَبِ
 (শিষ্টাচারের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ : চুরাশি

লজ্জাশীলতা এবং তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, পরন্তু লজ্জাশীলতা গ্রহণ করার তাগিদ

৬৮১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ - متفق عليه

৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জনৈক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ আনসারী তখন লজ্জা শরমের ব্যাপারে তার ভাইকে খুব শাসাচ্ছিলেন। রাসূলে আকরাম (স) তখন লোকটিকে বললেন, এসব ছেড়ে দাও। (অর্থাৎ এরূপ কথা বলো না) লজ্জা শরম তো ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৮২. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ .

৬৮২. হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জা-শরমের পরিণাম উত্তম হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে লজ্জা-শরমের পুরোটাই কল্যাণকর। অথবা বলা হয়েছে, লজ্জা-শরমের সবটাই উত্তম।

৬৮৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - متفق عليه

৬৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের ষাট কিংবা সত্তর শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা। আর সবচেয়ে মামুলী শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা মেনে চলাও ঈমানের একটা সম্পদ। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৮৪. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ - متفق عليه

৬৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমারী ও পর্দানশীন মেয়ের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো বস্তুকে মাকরুহ মনে করতেন তখন তার চেহারা অস্বস্তির প্রভাব দেখা দিত।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : পঁচাশি

গুপ্ত বিষয়কে গোপন রাখা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

মহান আল্লাহ বলেন, (তোমরা) অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৬৮৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنَزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - رواه مسلم

৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হবে সেই ব্যক্তির, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং তারপর ঐ গোপনীয়তার কথা প্রচার করে বেড়ায়। (মুসলিম)

৬৮৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ حِينَ تَأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : إِنْ سِتَّ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِيتُ فَقَالَ : قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا - فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ فَقُلْتُ : إِنْ سِتَّ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ - فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَى حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُقْسِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبَلْتُهَا - رواه البخارى

৬৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা) যখন বিধবা হলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলেন : আমি হযরত উসমান (রা)-এর সাথে দেখা করলাম এবং হযরত হাফসার প্রসঙ্গ তুলে বললাম : আপনি পছন্দ করলে আমি হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। তিনি (উসমান) বললেন : আমি বিষয়টি ভেবে দেখবো। হযরত উমর (রা) বলেন : আমি কয়েকদিন প্রতীক্ষায় থাকলাম। এরপর তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি বললেন : আমার মনে হলো : 'এই সময় আমার বিয়ে

করা উচিত নয়।’ এরপর আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম (এবং তাঁকে বললাম : আপনি পছন্দ করলে আমি হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। হযরত আবু বকর (রা) নীরব রইলেন এবং এ ব্যাপারে কোনো জবাব দিলেন না। এরপর কয়েকদিন আমি নীরব রইলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার সাথে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। সে মোতাবেক আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি বলতে লাগলেন, সম্ভবত আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা আপনি যখন আমার সাথে হাফসাকে বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আমি আপনাকে কোন জবাব দেই নাই! আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (কিছুটা ক্ষমার সুরে) বললেন, আমি তোমার বাসনার জবাব এই জন্য দেইনি যে, আমি জানতাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে চাইনি। তবে হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিষয়টি ছেড়ে দিতেন (অর্থাৎ বিয়ে করতে প্রস্তুত না হতেন) তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতাম। (বুখারী)

১৭৪ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَمْشِي مَاتَخْطِي مِشْيَتَهَا مِنْ مِثْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ مَرْحَبًا يَا بِنْتِي ثُمَّ اجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَاهَا فَبَكَتُ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَاهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ - فَقُلْتُ لَهَا خَصِّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسَّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَقْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا لِيْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ لِمَا حَدَّثْتَنِي مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَاخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَأَنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقَى اللَّهَ وَاصْبِرْ فَإِنَّهُ نَعِمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ فَبَكَيتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتَ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَمَّا تَرْضَيْنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتَ - متفق عليه وهذا اللفظ مسلم

৬৮৭. হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত ফাতেমা (রা) টলতে টলতে সেখানে এসে হাজির হলো। তার হাঁটার ভঙ্গী ঠিক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটার ভঙ্গীর মতো ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখেই মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং তাকে ডান কিংবা বাম দিকে বসিয়ে নিলেন, তারপর তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে (কানে কানে) কিছু বললেন। তখন

ফাতিমা (রা) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধীরতা উপলব্ধি করে তাকে গোপন ভঙ্গীতে কিছু বললেন। অমনি তিনি হাসতে শুরু করলেন। আমি হযরত ফাতিমা (রা)-কে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ছেড়ে তোমার সাথে বিশেষ ভাবে গোপনে কথা বললেন আর তুমি কাঁদতে শুরু করলে, এর কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি হাসতে শুরু করলে! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস থেকে চলে যাবার জন্য দাঁড়ালেন তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সাথে কি কথা বলেছেন? হযরত ফাতিমা (রা) জবাব দিলেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা ব্যক্ত করতে প্রস্তুত নই। এরপর যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তখন আমি হযরত ফাতিমা (রা)-কে কসম দিয়ে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি কথা বলেছিলেন? হযরত ফাতিমা (রা) বললেন : হ্যাঁ, এখন সে কথা বলা সম্ভব। প্রথমত, 'তিনি যখন আমার সাথে গোপনে কথা বলেন, তখন আমাকে জানান : হযরত জিব্রাইল (আ) আমার সাথে বছরে একবার কি দু'বার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার তিলাওয়াত করেন। এ কারণে আমি মনে করি আমার ওফাতের সময় ঘনি়ে এসেছে। এ কথা শুনেই আমি কাঁদতে শুরু করি। কিন্তু তিনি যখন আমার অধীর অবস্থা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমাকে গোপন কথা জানালেন এবং বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও, তুমি মুমিন নারীদের নেত্রী হবে কিংবা এই উম্মতের গোটা নারীকুলের সর্দার হবে? তখন এ কথায় আমি হেসে ফেলি। (মুসলিম)

১৯৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا الْعَبَّاءُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ. قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ: لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَأْتَابُ- رواه مسلم وروى البخارى بَعْضُهُ مُخْتَصَرًا .

৬৮৮. হযরত সাবিত (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তখন বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলাম। তিনি এসেই সালাম করলেন এবং আমাকে তাঁর কোনো কাজে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আমার মায়ের কাছে যেতে কিছুটা দেরী করে ফেললাম। আমি সেখানে পৌঁছলে আমার মা আমায় জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমায় কোন জিনিস আটকে রেখেছিল?' আমি বললাম : 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তাঁর কোনো কাজে পাঠিয়েছিলেন।' মা জিজ্ঞেস করলেন : 'কি কাজের জন্যে?' আমি বললাম : 'সেটা গোপন কাজ।' মা বললেন : 'হ্যাঁ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় কাউকে জানাতে নেই।' হযরত আনাস (রা) বলেন : 'হে সাবিত! আমি যদি ঐ গোপন কথা কাউকে বলতে পারতাম, তাহলে আল্লাহর কসম, তোমাকে তা অবশ্যই বলতাম। (মুসলিম) বুখারী এর কোনো কোনো অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে।

অনুচ্ছেদ : ছিয়াশি অঙ্গীকার রক্ষা করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ أَوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর (তোমরা) অঙ্গীকার পূর্ণ করো; কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বনী ইসরাঈল : ৩৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَ أَوفُوا بِالْعَهْدِ اللَّهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'আর যখন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করো তা অবশ্যই পূর্ণ করো। (সূরা নাহল : আয়াত ৯১)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো।' (সূরা মায়দাহ : আয়াত ১)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা কার্যত পালন করো না। (সূরা সফ : আয়াত ২-৩)

৬৮৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيْةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ - متفق عليه. زَادَ فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

৬৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি : (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় এই বাড়তি শব্দগুলো রয়েছে। 'যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং বলে যে, সে মুসলমান।

৬৯০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমার বিন্ 'আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চার রকমের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে পুরো মুনাফিক রূপে বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে একটি আচরণ পাওয়া যাবে, সে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর তা হলো : (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) সে ঋণগড়া করলে (প্রতিপক্ষকে) গাল-মন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৭১. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِبْهُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَا تَنَا فَاتَيْنُهُ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَشَى لِي خَشْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ لِي خُذْ مِثْلَهَا - متفق عليه

৬৯১. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : যদি বাহরাইনের দিক থেকে মাল-সামান আসে, তাহলে এতো, এতো এবং এতো পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং তার জীবনকালে বাহরাইন থেকে কোন মাল-সামান আসেনি। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন বাহরাইন থেকে মাল-সামান এল, তখন খলীফা আবু বকর (রা) এই মর্মে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন : 'যে ব্যক্তিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল-সামান দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, (কিংবা তাঁর কাছ থেকে যার ঋণ গ্রহণের কথা ছিল) সে যেন আমাদের কাছে আসে।' সুতরাং আমি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট পৌছলাম এবং তাঁকে বললাম : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় এতো পরিমাণ মাল-সামান দিতে বলে গেছেন। হযরত আবু বকর (রা) আমায় উভয় হাতল বোঝাই করে মাল-সামান দিলেন। আমি হিসাব করে দেখলাম, এই মাল-সামানের মূল্য পাঁচ শো দিনারের সম-পরিমাণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : সাতাশি

ভালো আদত-অভ্যাস লালন করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা (প্রাপ্ত নিয়ামত) পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে।' (রা'দ : ১১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَصَّتْ غَزَايَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : 'সেই নারীর মতো হয়ো না, যে কষ্ট করে সূতা কাটলো তারপর (নিজেই) তাকে টুকরা টুকরা করে ফেললো।' (নাহল : ৯২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘তারা যেন সেই লোকদের মতো না হয়ে যায়, যাদেরকে (তাদের) পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল; তারপর তাদের ওপর দিয়ে এক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়।’ (সূরা হাদীদ : ১৬)

وَقَالَ تَعَالَى : فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল, তারা তা করেনি।’ (হাদীদ : ২৭)

৬৭২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ‘আস্ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (হে আবদুল্লাহ!) তুমি অমুকের মতো হয়োনা, যে রাত জাগত ঠিকই; কিন্তু রাত জাগার কাজটিই (তাহাজ্জদ নামায আদায়) করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : আটাশি

সাক্ষাতকালে ভালো কথাবার্তা বলা ও হাসিমুখে থাকা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আর মুমিনদের প্রতি জদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করুন।’ (সূরা হিজর : আয়াত ৮৮)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : আর (হে নবী!) তুমি যদি কটুভাষী ও কঠিন হৃদয় হতে; তাহলে এই লোকেরা তোমার নিকট থেকে পালিয়ে চলে যেত। (আলে ইমরান : ১৫৯)

৬৭৩. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكَلِمَةً طَيِّبَةً - متفق عليه

৬৯৩. হযরত ‘আদী বিন হাতেম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদি তা খেজুরের একটা টুকরার বিনিময়েও হয়। যদি কোনো ব্যক্তি তাও না পারে, তবে সে যেন ভালো কথা বলে (জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৬৭৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَآ لِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ - متفق عليه وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ بِطَوِيلِهِ .

৬৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (তোমরা ভালো কথা বল) ভালো কথা বলাও সাদকাহ। (বুখারী ও মুসলিম) এটি এক দীর্ঘ হাদীসের অংশ, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৬৯৫. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَكَوَأَنَّ تَلْقَى أَخَالَكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ - رواه مسلم

৬৯৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : কোন ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা আপন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাতের মতো (মামুলি) কাজও হয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : উনানব্বই

শ্রোতাকে বুঝানোর জন্যে বক্তব্যের পুনরুক্তিকরণ

৬৯৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رواه البخارى

৬৯৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কথা বলতেন, তখন সেটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তা (সহজে) উপলব্ধি করা যায়। আর যখন কোনো জাতির (বা জনগোষ্ঠীর) মুখোমুখি হতেন, তখন তাকে তিনবার সালাম বলতেন। (বুখারী)

৬৯৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ - رواه أبو داود

৬৯৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, যাতে সমগ্র শ্রোতারা তা বুঝতে পারে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : নব্বই

বক্তার ভালো কথা নীরবে শ্রবণ করা

৬৯৮. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - متفق عليه

৬৯৮. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন : 'তুমি লোকদেরকে নীরব করাও। তারপর বললেন : আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেওনা; একে অপরকে হত্যা করতে থেকো না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একানব্বই

ওয়ায-নসিহতে ভারসাম্য রক্ষা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

মহান আল্লাহ্ বলেন : '(হে নবী!) তুমি লোকদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশের সাথে আপন প্রভুর (নির্ধারিত) পথের দিকে আহ্বান জানাও।' (সূরা নাহল : ১২৫)

৬৯৯. عَنْ أَبِي وَأَنْبِلِ شَفِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا كُلَّ خَمِيسٍ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوِدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوُّ لَكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوُّ لَنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - متفق عليه

৬৯৯. হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন্ সালামাহু (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের সামনে ভাষণ দিতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো : আমি চাই যে, আপনি প্রতিদিনই আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিন। তিনি বললেন : এতে আমার দিক থেকে কোন বাধা নেই। তবে; আমি তোমাদেরকে একঘেয়েমীর মধ্যে ফেলে দেয়া দৃশ্যীয় মনে করি। আমি ওয়ায-নসিহতে তোমাদের সাথে সেই আচরণই করি, যা রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে করতেন। আমরা যাতে একঘেয়েমীতে বিরক্ত হয়ে না যাই। সে দিকে তিনি (বিশেষ ভাবে) খেয়াল রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭০০. وَعَنْ أَبِي الْيَقْظَنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مَنَّةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَاطِطِلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ - رواه مسلم

৭০০. হযরত আবুল ইয়াক্বান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন, ইমামের নামায লম্বা হওয়া এবং তাঁর খুত্বা সংক্ষিপ্ত হওয়া তাঁর বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। অতএব, নামাযকে লম্বা করো এবং খুত্বাকে সংক্ষিপ্ত রাখো। (মুসলিম)

৭০১. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَأُنْكَلُ أَمِيَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَ نَنِي لَكِنِّي سَكَتٌ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتَ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ

عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَ قَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِيهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رَجُلٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ - رواه مسلم

৭০১. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী (রা) বর্ণনা করেন, একদা (আমরা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ মুক্তাদীদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। আমি (অভ্যাস মতো) 'ইয়ারহামুকা ল্লাহ' বলে জবাব দিলাম। তখন লোকেরা আমায় ঘিরে ধরল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তোমরা আমায় ঘিরে ধরে কি দেখছো। (একথা শুনে) তারা নিজেদের হাত দ্বারা উরু চাপড়াতে লাগল। আমি দেখলাম, লোকেরা আমায় নিশুপ করতে চাইছে। (যদিও আমার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।) কিন্তু আমি নিশুপই রইলাম। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, আমি বললাম : আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি আপনার মতো উত্তম শিক্ষক না এর পূর্বে কখনো দেখেছি, না পরে দেখতে পেয়েছি। আল্লাহর কসম। আপনি না আমায় কখনো শাসিয়েছেন, না আমায় কখনো মারধোর করেছেন, আর না আমায় কখনো গাল-মন্দ করেছেন। (ব্যস, এইটুকু) শুধু বলেছেন, নামাযের মধ্যে লোকদের কথা বলা জায়েয নয়। নামায তো হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা এবং কুরআন পাকের তিলাওয়াত করার নাম। কিংবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন। আমি নিবেদন করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জাহিলী যুগের নিকটবর্তী সময়ের লোক। (এখন) আল্লাহ পাক ইসলামকে নাযিল করেছেন। আমাদের মধ্যকার কিছু লোক গণকের কাছে গমন করে। আপনি বলেছেন : ওদের কাছে যেওনা। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের মধ্যকার কিছু লোক ভাগ্য-গণনার কাজ করে থাকে। তিনি বললেন : এটা তাদের মনের ভেতর তো বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এটা যেন তাদেরকে (কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে) বাধার সৃষ্টি না করে। (মুসলিম)

٧٠٢. وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَا لَهُ فِي بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَحَا فُظَّةٌ عَلَى السَّنَةِ وَذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

৭০২. হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে এমন ভাষণ দিলেন যে, (আমাদের) হৃদয় কেঁপে উঠল এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। (এই হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ ইতিপূর্বে তিরমিযীর সূত্রে সুন্নাতের সংরক্ষণ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।)

অনুচ্ছেদ : বিরানক্বই

সম্মান ও প্রশান্তি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا -

রিয়াদুস সালেহীন

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আল্লাহর বান্দাহ হলো সেই লোকেরা, যারা জমিনের ওপর আস্তে পা ফেলে আর যখন জাহিল (মূর্খ) লোকেরা তাদের সঙ্গে (মূর্খতা ব্যঞ্জক) কথাবার্তা বলে, তখন তাদেরকে সালাম বলে বিদায় করে দেয়।’ (সূরা আল-ফুরকান : ৬৩)

৭০৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجِمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى تَرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - متفق عليه

৭০৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এত জোরে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখের ভিতরের অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি শুধু (আলতোভাবে) মুচকি হাসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিরানক্বাই

নামায, অন্যান্য ইবাদত ও জ্ঞান চর্চার মজলিসে
নীরবতা ও গাভীরের সাথে উপস্থিতি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْظَمْ شُعَانِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ -

মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা তার অন্তর্নিহিত তাকওয়ারই (আল্লাহ ভীতিরই) নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩২)

৭০৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَاوَاهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا - متفق عليه. زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْبُدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

৭০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন নামাযের ইক্বামত বলা হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের দিকে এসো না; বরং শান্তভাবে চলে এসো। যতোটা নামায ইমামের পিছে পাও, ততোটা পড়ে নাও আর যতটা চলে গেছে, ততোটা পূরণ করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের ইরাদা করে, তখন সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

৭০৫. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَاهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لَلَّيْلِ فَاشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِضْطَاعِ - رواه البخارى وروى مسلم بعضه

৭০৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আরাফার দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছে উটগুলোকে প্রহার করার এবং উটগুলোর চীৎকার ধ্বনি শুনে নিজের চাবুক দিয়ে তাদের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন : ‘হে লোকসকল! নীরবতা অবলম্বন করো। সওয়ারীগুলোকে অযথা প্রহার ও দাবড়ানোর মধ্যে কোন পুণ্যশীলতা নেই। (বুখারী)

মুসলিমও এর কোনো কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : চুরানকই মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ - فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ - فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমাদের কাছে কি ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে। যখন তারা তাদের কাছে এসে বললেন, সালাম। (জবাবে) সেও বললো, সালাম। (দেখলে তো) এরা অপরিচিত লোক। এরপর সে ঘরের ভেতর চলে গেল এবং ঘিয়ে ভাজা একটি মোটা বাছুর নিয়ে উপস্থিত হলো (সে খাওয়ার জন্যে) বাছুরটিকে তাদের সামনে রেখে বলতে লাগল : তোমরা খাচ্ছে না কেন ?

وَقَالَ تَعَالَى : وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ -

আল্লাহ আরো বলেন : আর তাঁর [লূত (আ)] কওমের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় গৃহপানে ছুটে আসতে লাগল। এরা পূর্ব থেকেই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। লূত (আ) বললেন : হে আমার জাতি! এই আমার পবিত্র কন্যারা রয়েছে। এরা তোমাদের (জন্যে উত্তম ও) পবিত্র সূতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমায় লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো ও ভদ্র লোক নেই ?

٧٠٦ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - متفق عليه

৭০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানদের সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে কিংবা নীরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালেহীন

৭০৭. وَعَنْ أَبِي شَرِيحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُزَاعِيٍّ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال : يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِئِهِ بِهِ .

৭০৭. হযরত আবু শুরাইহ খুওয়াইলিদ ইবনে আমর ওয়াল খুআঈ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে এবং তার হক আদায় করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! তার হকটা কি? তিনি বললেন : একদিন ও এক রাত (অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের চেয়ে উত্তম খাবার পরিবেশন করা) এবং তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা। এর চেয়ে বেশি হলো সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এতটা সময় অবস্থান করবে, যা তাকে গুনাহর মধ্যে নিক্ষেপ করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহর মধ্যে নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন : তার কাছে ধরণা দিয়ে বসে থাকা। অথচ তার কাছে মেহমানদারী করার মতো কোন জিনিস মজুদ নেই।

অনুচ্ছেদ পচানকসই

পুণ্যময় কাজের জন্যে সুসংবাদ দান

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ -

মহান আল্লাহ বলেন : (হে নবী!) আমার যে বান্দারা কথা শোনে এবং ভালো কথা মেনে চলে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও। (বাকারা : ১৬-১৭)

وَقَالَ تَعَالَى : يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তাদের প্রভু তাদেরকে স্বীয় রহমতের, সন্তুষ্টির ও জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী নিয়ামতের ব্যবস্থা। (তওবা : ২১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَابَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (হা-মীম-আস-জিহাদ : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : অতঃপর আমরা তাকে এক নরমদিল শিশুর সুসংবাদ দিলাম ।
(সাফ্যাত : ১০১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَ لَقَدْ جَاءَ رَسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর আমাদের ফেরেশতা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এলো ।
(হূদ : ৬১)

وَقَالَ تَعَالَى : فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَانِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তিনি তখনো ইবাদতগাহে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন । ঠিক এমনি সময়ে ফেরেশতারা আওয়াজ দিল : (যাকরিয়া) আল্লাহ তোমায় ইয়াহুইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন ।
(সূরা আল-ইমরান : ৩৯)

وَقَالَى تَعَالَى : وَ أَمَرْتُهُ قَانِمَةً فَضَحِكْتَ فَبَشَّرْنَاَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর ইবরাহীম (আ)-এর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রী হেসে ফেললে আমরা তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুব (আ)-এর সুসংবাদ দিলাম ।
(সূরা হূদ : ৭১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : (সেই সময়টির কথাও স্মর্তব্য) যখন ফেরেশতারা (মরিয়মকে) বললো : হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমায় নিজের পক্ষ থেকে একটি উপহারের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হচ্ছে মসীহ (যিনি সাধারণভাবে ইসা বিন্ মরিয়াম নামে খ্যাত)
(সূরা আল-ইমরান : ৪৪)

এই নিবন্ধের আয়াতসমূহ বিপুল সংখ্যায় বর্তমান রয়েছে । এ প্রসঙ্গের হাদীসগুলোও সংখ্যায় অনেক । কতিপয় বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীস নিম্নরূপ :

৭০৮ . عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَأَزْمَنَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَشْرَ حَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ فِيهِ لَأَصْحَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ - متفق عليه

৭০৮ . হযরত আবু ইব্রাহীম কিংবা আবু মুহাম্মদ অথবা আবু মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ বিন্ আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা একই ধরনের অনন্য মোতির দ্বারা নির্মিত করা হয়েছে । সেখানে না কোন হৈ-হল্লা থাকবে আর না থাকবে কোন অবসন্নতা ।
(বুখারী ও মুসলিম)

৭০৯ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : لَأَزْمَنَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا كُوتُنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ أَوْجَّهَهُ هُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ

عَلَىٰ أَنَّهُ أَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ أَبِيهِ فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بَيْتِ أَبِيهِ وَتَوَسَّطَ قَفَّاهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ : لَا كُؤُنَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَقَّعَ الْبَابَ فَقُلْتُ : مِنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : أَدْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ فِي الْقَفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ وَقَدْتَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يَرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ : ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : أَذِنَ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يَرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ - فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ : ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلَوَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ : أَدْخُلْ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلَوَى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مَلِيَ فَجَلَسَ وَجَاهَهُمْ مِّنَ الشَّقِّ الْأَخْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلَتْهَا قُبُورُهُمْ - متفق عليه . رَوَاهُ فِي رِوَايَةٍ وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ الْبَابِ وَفِيهَا أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ بَشَّرَهُ حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

৭০৯. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেছেন, (একদা) তিনি নিজ ঘর থেকে অয়ু করে বাইরে বের হন। তিনি এই সংকল্প ব্যক্ত করেন যে, আজকের দিনটা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থাকবো। সুতরাং তিনি মসজিদে গেলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ জবাব দিলেন, তিনি ওই দিকে চলে গেছেন। হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি তাঁর পদচিহ্ন ধরে চলতে লাগলাম এবং তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। এমনকি তিনি বিরে আরিসে (আরিস নামক কূপ এলাকায়) প্রবেশ করলেন এবং আমি দরজার পার্শ্বে বসে থাকলাম। এমকি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন

মিটানোর পর অযু করলেন। আমি তাঁর দিকে চলতে লাগলাম। তিনি আরিশের কূপের ওপর বসেছিলেন। তিনি পুটুলি থেকে কাপড় বের করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বললাম এবং ফিরে এসে দরজার কাছে বসে পড়লাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি তো আজ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারোয়ান। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) এসে দরজায় টোকা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কে ? জবাব দিলেন : আবু বকর। আমি বললাম : ‘একটু দাঁড়ান।’ এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম এবং বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর (রা) ভেতরে আসার জন্যে অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে মোতাবেক আমি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতিসহ জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং নিজের পোটলা থেকে কাপড় বের করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে বসে পড়লেন। আমি পুনরায় ফিরে দরজার কাছে গিয়ে বললাম এবং আমার ভাইকে অযু করা অবস্থায় ছেড়ে এলাম। এ সময় মনে এল যে, আল্লাহ পাক যদি তার অনুকূলে কল্যাণকে নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে সে অবশ্যই আসবে। সহসা এক ব্যক্তি দরজায় খট খট আওয়াজ করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে ? জবাব এলো, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা)। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করো, এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলাম। তাঁকে সালাম করার পর নিবেদন করলাম, হযরত উমর (রা) আপনার অনুমতি চাইছে। তিনি বললেন : তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও শোনাও। সুতরাং আমি হযরত উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন। এরপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে বসে পড়লেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম এবং আমার মন বলতে লাগলো আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের সাথে কোনো কল্যাণ মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে তাকে নিয়ে আসবেন। হঠাৎ একটি লোক দরজার ওপর হাতে টোকা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে ? লোকটি বললো আমি উসমান বিন আফ্ফান। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। এরপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতেরও সুসংবাদ দাও। অবশ্য সে একটি মুসিবতের সম্মুখীন হবে। আমি ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি ভিতরে প্রবেশ করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন। অবশ্য তোমার একটি মুসিবতও হবে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, এক কিনারাকে ভরপুর দেখে অন্যদিকে বসে পড়লেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব বর্ণনা করেন : আমি এই ঘটনার মর্ম এইভাবে বুঝেছি যে, এই তিন জনের কবর এক জায়গায় হবে। (আর হযরত উসমানের কবর তাদের থেকে আলাদা হবে) (বুখারী ও মুসলিম)

একটি রেওয়ায়েতে ঐ শব্দাবলীর বাড়তি রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দরজার দেখাশোনার আদেশ দিয়েছিলেন। আর হযরত উসমানকে যখন রাসূলুল্লাহর সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন এবং তিনি এও বললেন ‘আল্লাহ মুস্তা’আন’ — অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকেই সাহায্য চাওয়া উচিত।

৭১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ فِي نَفَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِنَا قَابِطًا عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يَقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَرَعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَتَيْتُ حَانِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ فَدَرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ أَبًا؟ فَلَمْ أَجِدْ فَادًّا رِبْعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَانِطٍ مِّنْ بَشَرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ الصَّغِيرُ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَقُمْتُ قَابِطَاتٍ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تَقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَرَعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَاتَيْتُ هَذَا الْحَانِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ مِنْ وَرَائِي - فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَانِطِ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَزَكَرَ الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ - رواه مسلم

৭১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশে বসা ছিলাম। আমাদের সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবীগণও বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভিতর থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ফিরে আসার দেরী দেখে আমাদের মধ্যে এই মর্মে আশংকার সৃষ্টি হলো যে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর জীবনসূত্রে ছিন্ন করে তো দেয়া হয়নি? আর এরূপ ধারণা জাগতেই আমরা ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর সবার আগে আমিই প্রথম ঘাবড়ে গেলাম এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লাম। এমনকি আমি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের কাছে গিয়ে পৌছলাম। আমি পথের দিক-নির্দেশ জানার জন্য বাগানের আশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্য কোনো দরজা পেলাম না। অবশ্য বাইরের কুয়া থেকে পানির একটি ছোট্ট নালা বাগানের দিকে যাচ্ছিলো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে নালার পথে ভিতরে প্রবেশ করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে, আবু হুরায়রা? আমি বললাম জি, হ্যাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : অবস্থা কি? আমি নিবেদন করলাম : আপনি আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ আপনি বাইরে চলে এলেন। আপনার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমাদের মনে এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, আমাদের অনুপস্থিতির সময় আপনার জীবনসূত্রে ছিন্ন করে দেয়া হয়নি তো! আমরা সবাই এ বিষয়ে ঘাবড়ে গেলাম এবং সবার আগে আমিই ঘাবড়ে গিয়ে এ বাগানের দিকে চলে আসি। এবং নিজের দেহকে বিড়ালের মতো কুঁকড়ে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করি। এ সময় লোকেরা আমায় পিছন থেকে অনুসরণ করে। তিনি আমায় সম্বোধন করে কথা বলেন এবং তাঁর দুটি জুতা আমায় দান করে বললেন : নাও, আমার দুটি জুতাই সঙ্গে নিয়ে যাও। আর এই বাগানের বাইরে যে ব্যক্তিকে এই কথার সাক্ষ্য দান করাতে পারবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং তার হৃদয়ে এ কথার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করো।

(মুসলিম)

৭১১. وَعَنْ أَبِي شُمَّاسَةَ قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَوَيْنَ الْعَاصِرِ رَضٍ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوْلَ وَجْهِهِ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ : يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا ؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا ؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نَعِدُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّنِي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اسْطِ بِمِثْنِكَ فَلَا بَا يَعَكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَجَلَ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلًا لَا لَهُ وَلَوْ سَنِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلَّيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَذْرَى مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبُنِي نَاحِيَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشَبُّوا عَلَيَّ التَّرَابَ شَبًّا ثُمَّ أَقْبِسُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تَنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسِّمُ لَحْمَهَا حَتَّى اسْتَأْنَسَ بِكُمْ وَانْظُرْ مَاذَا أَرْجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي - رواه مسلم

৭১১. হযরত আবু শুমাসাহ্ (রহ) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা হযরত আমর বিন 'আস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন বলেন দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদতে থাকেন। এ জন্যে তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর পুত্র বলে উঠল : আব্বাজন! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুর্ষ বিষয়ের সুসংবাদ দান করেননি ? তিনি নিজের চেহারার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বললেন : যে বিষয়গুলোকে আমরা উত্তম বলে বিবেচনা করি, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো — এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি এ পর্যন্ত তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছি : প্রথম পর্যায়তো ছিলো এই যে, আমার চেয়ে অপর কোনো ব্যক্তিই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ো দুষমন ছিল না। আর আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিলো এই যে, আমি তাঁকে হত্যা করার মতো শক্তি অর্জন করবো। (এটা সুস্পষ্ট যে), এই অবস্থায় আমি যদি মৃত্যুবরণ করতাম, তাহলে জাহান্নামী রূপেই গণ্য হতাম। এরপর আল্লাহ পাক যখন আমার হৃদয়ে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি সবিনয়ে বললাম : 'আপনার হাতটা একটু বের করুন; আমি আপনার কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) করতে চাই'। তিনি হাত

রিয়াদুস সালাহীন

বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি নিজের হাত ফিরিয়ে আনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘আমর! কী ব্যাপার? আমি বললাম : ‘একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।’ তিনি জানতে চাইলেন : ‘কী শর্ত?’ আমি নিবেদন করলাম : ‘বাস, শুধু এটুকু যে, আমায় ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে।’ তিনি বললেন : তোমার কি জানা নেই যে, ইসলাম পূর্বকাল সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়? অনুরূপভাবে হিজরাতও পূর্বকাল সমস্ত গুনাহ খতম করে দেয়। হজ্জও পূর্বকাল তামাম গুনাহকে নির্মূল করে দেয়। তখন রাসূলে আকরাম সাব্বাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আমার কেউ প্রিয় ছিলনা। আর না আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি প্রতাপাবিত কেউ ছিলেন। তাঁর প্রতাপের অবস্থা ছিল এই যে, আমি পুরো চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। আর যদি আমাকে তাঁর দৈহিক গঠনের বিবরণ দিতে বলা হয়, তাহলে আমি তা করতে সক্ষম হবো না। এই কারণে যে, আমি পুরো চোখ মেলে কখনো তাঁকে প্রত্যক্ষই করিনি। এ অবস্থায় আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে আমার আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এরপর আমি অনেক বিষয়ের দায়িত্বশীল হলাম। এখন আমি বুঝতে পারিনা যে, এসবের মধ্যে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে? অতএব, আমি যখন মারা যাবো, তখন আমার জানাযার সাথে কোন বিলাপকারিণীও না থাকে এবং আশুন যেন না যায়। আর আমায় যখন দাফন করতে থাকবে, তখন আমার কবরের ওপর অল্প অল্প করে মাটি ফেলবে। এরপর আমার কবরের কাছে ততটা সময় অপেক্ষা করবে, যতটা সময় একটা উট জবাই করে তার গোশত বন্টন করতে প্রয়োজন হয়। যাতে করে আমি তোমাদের সাথে পরিচিত থাকি এবং দেখতে পাই যে, আপন প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতাদের সাথে কী কথাবার্তা বলি? (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : ছিয়ানক্বই

সঙ্গীকে বিদায় দানকালে অসিয়ত করা ও দো‘আ বিনিময় করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর ইবরাহীম স্বীয় পুত্রদের এই মর্মে অসিয়ত করেন এবং ইয়াকুবও (আপন সন্তানদের) এ রুথাই বলেন যে, পুত্র! আল্লাহ তোমাদের জন্যে একই ধীন পছন্দ করেছেন, কাজেই যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন মুসলিম রূপে মৃত্যুবরণ করাই হবে উত্তম। যখন ইয়াকুব মৃত্যুবরণ করছিলেন, তখন তুমি (সেখানে) উপস্থিত ছিলে। তিনি যখন স্বীয় পুত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তখন তারা বললো : আপনার মা‘বুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা‘বুদের ইবাদত করবো। যে মা‘বুদ এক ও একক এবং আমরা তাঁর হুকুম বর্দার।

(বাকারা ১৩২-১৩৩)

৭১২. فَمِنْهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
 قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا خُطْبَةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْثِقُكُمْ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُوا وَأَنَا تَارِكٌ فَيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوْ لَهْمَا : كِتَابُ
 اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ
 قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي - رواه مسلم

৭১২. এ পর্যায়ের হাদীসগুলোর মধ্যে হযরত য়ায়েদ বিন আকরাম (রা)-এর হাদীসটি ইতিপূর্বে আহলে বাইতের মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দানের জন্যে হামদ ও সানার পর মূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন : হে জনগণ! তোমরা সাবধান হয়ে যাও। আমিও তোমাদের মতো মানুষ। আমার কাছে খুব শীঘ্রই হয়তো আল্লাহর দূত এসে যাবে। তখন আমি তাকে গ্রহণ করবো। জেনে রাখো, আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে পথ-নির্দেশনা ও আলোক বর্তিকা বর্তমান রয়েছে। কাজেই তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে ধরো এবং তার ওপর দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকো। এরপর তিনি আল্লাহর কিতাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর বলেন, দ্বিতীয় জিনিসটি হলো, আমার আহলি বাইত (পরিবারবর্গ) আমি তোমাদেরকে আহলি বাইতের ব্যাপারে নসীহত করছি। তাগিদ দিচ্ছি। (মুসলিম) এতৎসংক্রান্ত এক দীর্ঘ হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৭১৩. وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَظَنَّ أَنَا قَدْ اسْتَفْتَيْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلْنَا عَنْ تَرْكِنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا ، فَقَالَ : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم - متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموه نبي أصلي -

৭১৩. হযরত আবু সুলাইমান মালিক বিন হুয়াইরিস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রায় বিশ দিন ছিলাম। আর রাসূলে আকরাম ছিলেন খুবই দয়ালু ও মেহেরবান। ইত্যবসরে তিনি অনুভব করলেন যে, আমাদের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা নিজেদের বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি? আমরা এ বিষয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : 'তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাও এবং সেখানেই থেকে লোকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দাও, সৎ কাজের নির্দেশ দান করো, এবং অমুক অমুক নামায় অমুক অমুক সময়ে আদায় করো। অতএব যখন নামাযের সময় আসবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আযান দেবে। তবে জামায়াতে ইমামতের দায়িত্ব সেই পালন করবে, যে তোমাদের মধ্যে (বয়সের দিক থেকে) বড়ো। (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালেহীন

বুখারীর রেওয়ায়েতে এটুকু বাড়তি রয়েছে : নামায ঠিক সেভাবে আদায় করবে, যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখছো।

৭১৪. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ وَقَالَ لَا تَسْنَأُ يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : أَشْرِكُنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ - رواه ابو داود والترمذی وَقَالَ حديث حسن صحيح .

৭১৪. হযরত উমর ইবনে খাতাব (রা) বর্ণনা করছেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন : 'হে ভাই! আপনি দো'আসমূহে আমাদের কথা ভুলে যাবেন না। (তিনি এরূপ কথা বলেছেন : আমি যদি দুনিয়াতেই এর বিনিময় পেয়ে যাই তবু আমার আনন্দ হবে না।) এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন : 'হে ভাই! আপনার দো'আসমূহে আমাদেরকেও শরীক করবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭১৫. وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : أَدْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُودِّعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَّا نَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ - رواه الترمذی وَقَالَ حديث حسن صحيح .

৭১৫. হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) সফরে যেতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতেন : আমার কাছে আসুন; আমি আপনাকে বিদায় জানাতে চাই; যেভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিদায় জানাতেন। তিনি ইরশাদ করতেন : আমি তোমাদের ধীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের আমলের সমাপ্তিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

৭১৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الْجَيْشَ يَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَ أَمَّا نَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ - حديث صحيح رواه ابو داود وغيره باسناد صحيح

৭১৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাদলকে বিদায় জানাতেন, তখন বলতেন : আমি তোমাদের ধীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের কর্ম সমাপ্তিকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। (আবু দাউদ)

৭১৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي فَقَالَ زَوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي قَالَ وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ -

رواه الترمذی وَقَالَ حديث حسن

৭১৭. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যেতে চাই, আমাকে কিছু পাথেয় দিন। তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে আল্লাহভীতি পাথেয় দান করুন। সে বললো, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন : আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। সে বললো, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ প্রাপ্তিকে সহজ করুন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ : সাতানক্সই

ইস্তেখারা ও পারম্পরিক পরামর্শ করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -

মহান আল্লাহ বলেন : 'আর (হে নবী!) কাজ কর্মে তাদের (সঙ্গীদের) সাথে পরামর্শ করো।'

(আলে ইমরান : ১৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর তারা (মুমিনরা) নিজেদের কাজ পারম্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে।

(সূরা শূরা : ৩৮)

৭১৮. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلِمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ : وَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭১৮. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সকল বিষয়ে কুরআন পাকের সূরার অনুরূপ ইস্তেখারার শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে এই মর্মে দো'আ করবে : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দেয়া জ্ঞান মুতাবেক তোমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি, তোমার দেয়া শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি, তোমার কাছে তোমার বড়ো অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; নিঃসন্দেহে তুমি বড়োই ক্ষমতাবান আর আমি কোনো শক্তির অধিকারী নই। তুমি সবকিছু জানো, আমি কিছু জানি

রিয়াদুস সালেহীন

না। তুমি অদৃশ্য বিষয়াদি জানো; কিন্তু আমি জানি না। হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞান মুতাবেক যদি এ কাজটি আমার ধীন, অর্থাবস্থা ও পরিণতির দিক দিয়ে আমার জন্যে কল্যাণকর হয়; কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের দিক দিয়ে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তাহলে একে আমার নসীব ভুক্ত করে দাও এবং এটি সম্পাদন করে আমার জন্যে সহজতর করে দাও। উপরন্তু আমার জন্যে এর মধ্যে বরকতের ব্যবস্থা করে দাও। আর যদি তুমি জানো যে, এই কাজটি আমার ধীন, অর্থব্যবস্থা ও পরিণতির দিক দিয়ে আমার পক্ষে মন্দ, কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টিতে মন্দ, তাহলে আমার থেকে একে দূর করে দাও এবং পুণ্যের কাজে শক্তি দান করো; তা যেখানেই থাকুক, তার ওপর আমায় সন্তুষ্ট করে দাও।’ এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : আটানব্বই

ঈদগাহে যাতায়াত, রুগীর পরিচর্যা এবং হজ্জ, জিহাদ, জানাযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একপথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসা

৭১৭. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ خَلْفَ الطَّرِيقِ - رواه البخارى.

৭১৯. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।

(বুখারী)

অর্থাৎ তিনি এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন।

৭২০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرَسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى - متفق عليه.

৭২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষময় পথ দিয়ে যেতেন এবং বিরান পথ দিয়ে ফিরতেন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন উঁচু পথ দিয়ে ঢুকতেন এবং নীচু পথ দিয়ে ফিরে আসতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : নিরানব্বই

পুণ্যময় কাজে ডান হাতকে অগ্রাধিকার দান

ইমাম নববী বলেন, পুণ্যময় কাজের তালিকা হলো : অযু, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড় পরা, জুতা, মোজা ও পাজামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মেসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, মোছ কাটা, বগলের পশম কামানো, মাথা মুগুন করা, নামায থেকে সালাম ফিরানো, পানাহার করা, মুসাফাহা করা, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, পায়খানা থেকে বাইরে আসা, কোন জিনিস দান করা, কোন জিনিস গ্রহণ করা ইত্যাদি এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গণ্য। এছাড়া অন্যান্য কিছু কাজে বাঁ হাতকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। যেমন : নাক পরিষ্কার করা, বাঁ দিকে থুথু ফেলা, পায়খানায় প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বাহির হওয়া, মোজা, জুতা, পাজামা ও কাপড় খোলা, ইস্তেজ্জা করা, কোনো নোংরা কাজ করা এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَأُ كِتَابِيَهٗ -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘অতএব, যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে; সে (অন্যান্যদেরকে) বলবে : এই নাও আমার আমল নামা পাড়ো! (সূরা হাককাহ : ১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ -

তিনি আরো বলেন : আর ডান দিকের লোকেরা! ডান দিকের লোকেরা কতই নিশ্চিত! আর বাম দিকের লোকেরা! (আফসোস!) বাম দিকের লোকেরা কি (ভয়ঙ্কর) আযাবে লিপ্ত!

(সূরা ওয়াকিয়াহ : ৮৯)

٧٢١ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي شَأْنِهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ

وَتَنَعُّلِهِ - متفق عليه .

৭২১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল (উত্তম) কাজে ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, যেমনঃ উযুতে, চুল-দাড়ি আঁচড়ানোতে ও জুতা পরতে ।

٧٢٢ . وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَاتِهِ

وَمَا كَانَ مِنْ أَدَى - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

৭২২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত অযু, চুল আঁচড়ানো, খাবার গ্রহণ ইত্যাদি (ভালো) কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বাঁ হাত পায়খানা এবং অন্যান্য নোংরা কাজে ব্যবহৃত হতো ।

(আবু দাউদ)

٧٢٣ . وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمِيَا مِنْهَا

وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا - متفق عليه .

৭২৩. হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ কন্যা হযরত যয়নাব (রা)-এর গোসল করানোর ব্যাপারে বলেন : তাঁর ডান দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করো ।

(বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٤ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمَنِ وَإِذَا نَزَعَ

فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تَنْعَلُ وَأُخْرَهُمَا تَنْزَعُ - متفق عليه

৭২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুতা পরিধানের ইচ্ছা করবে, সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে এবং যখন জুতা খুলবে, তখন যেন বাঁ দিক থেকে শুরু করে । যদিও তা ডান দিক থেকেই পরিধান করা হয় ।

(বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

৭২৫. وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لَطْعًا مِنْهُ وَشَرَابَهُ وَثِيَابَهُ وَيَجْعَلُ سِوَاهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ - رواه ابو داود والترمذى وغيره

৭২৫. হযরত হাফসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত পানাহার, কাপড় পরিধান ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বাঁ হাত ব্যবহৃত হতো অন্যান্য কাজে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِأَيِّمَانِكُمْ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رواه ابو داود والترمذى باسناد صحيح

৭২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পোশাক পরিধান এবং অযু করার সময় নিজের ডান দিক থেকে শুরু করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

এটি সহীহ হাদীস, আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

৭২৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى فَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنَزِلَهُ بَيْنَ وَ نَحْرٍ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ : خُذْ وَ أَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ - متفق عليه، وَفِي رَوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسْكُهُ وَحَلَقَ نَازِلَ الْحَلَاقِ شِقَهُ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَازِلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ : احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَقْسِمُ بِبَيْنِ النَّاسِ .

৭২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (হজ্জের বছর) মিনায় আগমন করলেন। তারপর জামারায় এলেন এবং (শয়তানের উদ্দেশ্যে) পাথর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর মিনায় নিজের জায়গায় গেলেন, কুরবানীর পশু জবাই করলেন এবং ক্ষৌরকারীকে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে চুল কামানোর কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন : এ দিকের চুল প্রথমে কামাও, তারপর বাম দিকের চুল কামাও। কামানোর কাজ শেষ হলে তিনি চুলগুলোকে লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে : তিনি যখন জামারায় পাথর ছুঁড়লেন এবং কুরবানীর পশু জবাই করলেন, তখন ক্ষৌরকারীকে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে কামানোর কাজ শুরু করতে বললেন এবং তদনুযায়ী সে কাজ সম্পাদন করল। অতঃপর তিনি হযরত আবু তালহা আনসারী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে চুল দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ক্ষৌরকারীকে মাথার বাম দিক কামানোর ইঙ্গিত করলেন। তদনুযায়ী সে বাঁ দিক কামিয়ে দিলে সেদিকের চুলও তিনি হযরত আবু তালহার কাছে তুলে দিলেন। এরপর তিনি বললেন : ‘এ চুলও লোকদের মাঝে বন্টন করে দাও।’

অধ্যায় : ২

كِتَابُ آدَابِ الطَّعَامِ পানাহারের শিষ্টাচার (আদাব)

অনুচ্ছেদ : একশো

শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা

৭২৮. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِبِمِثْلِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ - متفق عليه

৭২৮. হযরত উমর ইবনে আবু সালামাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে খাবার খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৭২৯. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

৭২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি খাবার খাবে, সে যেন (প্রথমে) বিসমিল্লাহ বলে। যদি সে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়। তবে যেন সে বিসমিল্লাহি আউয়ালাহ্ ও আখেরাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহর নামেই সূচনা ও সমাপ্তি)। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭৩০. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ - رواه مسلم

৭৩০. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে বিসমিল্লাহ বলে, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে : তোমাদের জন্যে (এই ঘরে) না রাত কাটানোর জায়গা আছে আর না এখানে কোন খাবার জুটবে। আর যখন প্রবেশ কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা হয়, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে : তোমরা (রাত কাটানোর) জায়গাও খুঁজে পেয়েছো আর রাতের খাবারও জুটে গেছে। (মুসলিম)

৭৩১. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ

রিয়াদুস সালাহীন

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ
لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ
الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَآكَلَ - رواه مسلم

৭৩১. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন। আমরা যখন কখনো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করতাম তখন আমরা খাবারে ততোক্ষণ পর্যন্ত হাত দিতাম না, যতোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে খাবারে হাত না দিতেন এবং খাওয়া শুরু না করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একবারের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। আমরা এক খাবারের দাওয়াতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটি তরুণী এসে উপস্থিত হলো, যেন তাকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে আসা হয়েছে। সে নিজের হাত খাবারের মধ্যে ঢুকাতে চাইতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতটা ধরে ফেললেন। এর ঠিক পরপরই এক গ্রাম্য আরব এসে উপস্থিত হলো; যেন তাকেও ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে আসা হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও পাকড়াও করলেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : শয়তান সেই খাবারকেই ‘হালাল মনে করে, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না। আর শয়তান ওই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে; যাতে করে তার মাধ্যমে নিজের খাবারকে হালাল করতে পারে। আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। এরপর সে ওই গ্রাম্য আরবটিকে নিয়ে এসেছে, যাতে করে তার মাধ্যমে খাবারকে নিজের জন্যে হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাতও পাকড়াও করে ফেলেছি। যে মহান সন্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম! শয়তানের হাত ওই দুই হাতের সঙ্গে আমার মুঠোয় আবদ্ধ।’ এরপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ করলেন। (মুসলিম)

٧٣٢ . وَعَنْ أُمِّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يَسْمِ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ -

رواه ابو داود والنسائي

৭৩২. হযরত উমাইয়া বিন্ মাখশী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এবং (কাছাকাছি) এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল। কিন্তু খাবারের শুরুতে সে বিসমিল্লাহ বলেনি। যখন তার খাবারের একটি লোক্‌মা অবশিষ্ট রইল, তখন লোক্‌মাটি মুখে তুলতে গিয়ে সে ‘বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু’ (শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ) বললো। এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন : (এতক্ষণ) শয়তান তার সঙ্গে খাচ্ছিল; কিন্তু যখনই সে ‘বিসমিল্লাহ’ বললো, তখনই শয়তান তার পেটের সব কিছু উগড়ে ফেলে দিল। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

৭৩৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَبَاءَ أَغْرَابِي فَأَكَلَهُ بِلَقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمِيَ لَكَفَاكُمُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

৭৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে একটি গ্রাম্য লোক এলো। সে মাত্র দুই লোকমাতেই সমস্ত খাবার খেয়ে ফেললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সাবধান! এই লোকটি যদি ‘বিসমিল্লাহ’ বলতো, তাহলে এই খাবার তোমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট হতো। (তিরমিযী)

৭৩৪. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا - رواه البخاری

৭৩৪. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, যখন দস্তরখান গুটিয়ে নেয়া হয়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “আল্‌হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা” অর্থাৎ সমগ্র প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, অনেক বেশি প্রশংসা, উত্তম বরকতময়, প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রশংসা আর না আমাদের পরোয়ারদিগার আমরা এই খাবার এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হবার নয়। যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়াও যায় না। (বুখারী)

৭৩৫. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن

৭৩৫. হযরত মা'আয বিন আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খাবার খেল এবং (সেই সঙ্গে) এই কথাটিও বললো যে, “আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিনী ওয়ালা কুওয়াতিন” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমার জন্যে খাবার যুগিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে রিযিক (জীবিকা) দান করেছেন), তাহলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো এক

খাবারে দোষ অব্বেষণ না করা; এরং তার প্রশংসা করা

৭৩৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - متفق عليه

৭৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারে কখনো দোষ অন্বেষণ করেননি। যদি তাঁর পছন্দ হতো, তাহলে খেয়ে নিতেন। আর যদি পছন্দ না হতো, তাহলে রেখে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَذْمَ فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ نَعَمْ الْأَذْمُ الْخَلُّ نَعَمْ الْأَذْمُ الْخَلُّ - رواه مسلم

৭৩৭. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিজের ঘরের লোকদের কাছে ‘সালুন’ চাইলেন, তারা জবাব দিলো আমাদের কাছে শুধু ‘সিরকা’ আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাই আনিয়ে নিলেন এবং এর দ্বারাই খাবার খেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন ‘সিরকা; খুবই উত্তম ‘সালুন’। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো দুই

রোযাদারের সামনে খাবার মজুদ থাকলে এবং
সে রোযা ভাঙতে না চাইলে কি বলবে ?

৭৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ - رواه مسلم

৭৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন খাবার দাওয়াত দেয়া হবে সে যেন তা গ্রহণ করে। সে রোযাদার হলে কল্যাণ ও বরকতের জন্যে দো‘আ চাইবে। আর রোযাদার না হলে খাবার গ্রহণ করবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো তিন

কাউকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলে এবং অন্য কেউ
তার পিছে লেগে গেলে মেজবান কি করবে

৭৩৯. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَذَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَمْسَ خَمْسَةِ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا تَبِعْنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ بَلَى أَذْنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - متفق عليه

৭৩৯. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার দাওয়াত দিলেন। তিনি ছিলেন (আমন্ত্রিত) পঞ্চম ব্যক্তি। তাঁর পিছনে অপর এক ব্যক্তি লেগে গেলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেজবানের দরজায় উপনীত হলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, এই লোকটি আমার পিছনে পিছনে চলে এসেছে। এখন তুমি যদি অনুমতি দাও; তবে তো ঠিক আছে; নচেৎ সে চলে যাবে। মেজবান বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো চার খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার (আদাব)

৭৪০. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِ اللَّهَ تَعَالَى وَكُلْ بِبِمِثْلِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ -
متفق عليه

৭৪০. হযরত উমর ইবনে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী ছিলাম। খাবারের সময় আমার হাত থালায় ঘোরাফেরা করতো যা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, হে বালক! প্রথমে বিস্মিল্লাহ বলো এবং ডান হাতে খাবার খাও এবং নিজের সামনের দিক থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৪১. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِبِمِثْلِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ ! فَمَا رَفَعَهَا أَلَى فِيهِ -- رواه مسلم

৭৪১. হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসে বাম হাতে খেতে লাগলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তোমার ডান হাত দিয়ে খাবার খাও। লোকটি বললো, আমার ভেতর সে রকম শক্তি নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভেতর আর শক্তিই না হোক। আসলে লোকটি শুধু অহংকার বশত এরূপ করছিলো, তাই সে আর নিজের হাতকে মুখ পর্যন্ত তুলতে পারলো না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো পাঁচ

সামষ্টিক অনুষ্ঠানে দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খাওয়া অনুচিত

৭৪২. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ : أَصَابَنَا عَامٌ سَنَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقْنَا تَمْرًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تَقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - متفق عليه

৭৪২. হযরত জাবালা বিন সুহাইম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক বছর আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের সাথে দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হই। তখন আমাদেরকে মাথাপিছু একটি করে খেজুর দেয়া হতো। একদা আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন খেজুর খাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কেউ দু'টি খেজুর একত্র করে খেও না এই কারণে যে, রাসূলে আকরাম (স) দু'টি খেজুর একত্র করে খেতে বারণ করেছেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, যদি সঙ্গীদের থেকে অনুমতি নেয়া হয় তবে ভিন্ন কথা।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো ছয় কেউ খাবার খেয়ে তৃপ্ত না হলে কি বলবে ?

৭৪৩. عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ ؟ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ : فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ - رواه ابو داود

৭৪৩. হযরত ওয়াহশিহ ইবনে হারব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই; কিন্তু তৃপ্তি পাইনা। তিনি বললেন : তোমরা সম্ভবত পৃথক পৃথক ভাবে খাবার খাও। তারা বললো, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন : খাবার সামষ্টিকভাবে খাও এবং বিস্মিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করো। আল্লাহ তোমাদের জন্য এতে বরকত সৃষ্টি করে দেবেন। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশো সাত

পান্থের কিনারা থেকে খাবার গ্রহণের নির্দেশ এবং মাঝখান থেকে খেতে নিষেধ

এই অনুচ্ছেদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশনা স্মর্তব্য যে :

وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ - متفق عليه كما سبق

খাবার নিজের কাছাকাছি স্থান থেকে গ্রহণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৪৪. وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

৭৪৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণনা করেন, বরকত খাবারের (প্লেটের) মাঝখানে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং কিনারা থেকে খাবার গ্রহণ করো, মাঝখান থেকে খেয়োনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭৪৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رَجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَىٰ أُنِيَّ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ، يَعْنِي وَقَدْ ثَرَدَ فِيهَا، فَاتَّقُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِي مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يَبَارِكْ فِيهَا - رواه ابو داود

৭৪৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘গাবায়া’ নামক একটি পাত্র ছিল। সেটাকে বহন করতে চার ব্যক্তির প্রয়োজন

হতো। চাশ্তের সময় হলে লোকেরা নামায আদায়ের পর পাত্রটি নিয়ে আসতো। তাতে 'সুরিদ' (গোশত ও রুটির টুকরার সমন্বয়) নামক খাবার থাকতো। লোকেরা এ খাবারের জন্যে জড়ো হয়ে যেত। লোকসংখ্যা বেশি হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু খাড়া করে বসে যেতেন। এক অসভ্য ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি ধরনের বসা হলো? জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমায় বিনয় বা অনুগত বান্দাহ বানিয়েছেন; বিদ্রোহী বা অহংকারী বানাননি।' এপর তিনি বললেন : পাত্রের কিনারা থেকে খাও এবং মাঝখানটা ছেড়ে দাও। এতে বরকত নাযিল হবে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশো আট

বালিশে হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণে দোষ

৭৪৬. عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَكُلُ مُتَكِنًا - رواه البخارى.

৭৪৬. হযরত আবু হুজাইফা ওহাব বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কখনো বালিশে হেলান দিয়ে খাবার খাইনা। (বুখারী)

আল্লামা খাত্তাবী বলেন : এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে, যে কোন গদীর ওপর মোটা বালিশে হেলান দিয়ে আরামে সময় কাটায়। এর লক্ষ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদীর ওপর মোটা বালিশে হেলান দিয়ে সেই লোকদের মতো বসতেন না, যারা বেশি পরিমাণ খাওয়ার জন্যে এই ভঙ্গি গ্রহণ করতেন; বরং তিনি নিজেই নিজের ওপর ভর করে বসতেন এবং কোন বিশেষ (সুস্থাদু) জিনিস খাওয়ার জন্যে অগ্রহ ব্যক্ত করতেন না। তিনি শুধু প্রয়োজন মতোই খাবার গ্রহণ করতেন। আল্লামা খাত্তাবী ছাড়াও অন্যান্য আলেমগণ বলেন, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই ব্যক্তিকে, যে একদিকে ঝুঁকে পড়ে খাবার খেতে থাকে। (অবশ্য আল্লাহই এ বিষয়ে ভালো জানেন।)

৭৪৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِبًا يَأْكُلُ تَمْرًا - رواه مسلم

৭৪৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই উরুর ওপর ভর করে বসতে দেখেছি। এরূপ ভঙ্গিতে বসে তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো নয়

তিন আঙ্গুলির সাহায্যে খাবার খাওয়া, আঙ্গুলির দ্বারা পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া লুকমা তুলে নিয়ে খাওয়া ইত্যাদি

৭৪৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يُلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا - متفق عليه

৭৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার গ্রহণ করবে, সে যেন নিজের আঙ্গুলগুলো চেটে চেটে খায় এবং তার পূর্বে হাত ধুয়ে না ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٩. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا - رواه مسلم

৭৪৯. হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করছেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি (মাত্র) তিনটি আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। খাবার গ্রহণ যখন শেষ হতো তখন তিনি হাতের আঙ্গুল চেটে পুটে খেতেন। (মুসলিম)

٧٥٠. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامٍ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم

৭৫০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙ্গুল এবং খাবার পাত্র চেটেপুটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তোমরা জানানো তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥١. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُطِمْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم

৭৫১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের খাবারের কোনো লোকমা যখন পড়ে যায়, তখন তা তুলে নেবে এবং তা থেকে মাটি বা ময়লা ফেলে দিয়ে বাকী অংশ খেয়ে ফেলবে এবং শয়তানকে কোনো অংশ দেবে না। আর যখন পর্যন্ত নিজের আঙ্গুলসমূহকে চেটেপুটে না খাবে ততক্ষণ রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা তা পরিষ্কার করবে না। কেননা তোমরা জানানো খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥٢. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُطِمْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ الْبَرَكَةُ - رواه مسلم

৭৫২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান তোমাদের সব কাজে তোমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকে। এমনকি তোমাদের

রিয়াদুস সালেহীন

৭৫৬. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ - رواه مسلم

৭৫৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির খাবার দুই ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট এবং দুই ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্যে আর চার ব্যক্তির খাবার আট ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট। (মুসলিম)

অনুবাদ : একশো এগারো

পানি পান করার আদব কায়দা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

৭৫৭. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا - متفق عليه

৭৫৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার (থেমে, থেমে) শ্বাস গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ পাত্রের বাইরে শ্বাস নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৫৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوا وَحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَسَمَوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ - رواه الترمذی وقال

حديث حسن

৭৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা উটের ন্যায় একইবার (অর্থাৎ, একই নিশ্বাসে) পানি পান করোনা। দুই তিনবার শ্বাস নিয়ে পান করো। আর পানি পান করার সময় 'বিস্মিল্লাহ' এবং পান শেষ হলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। (তিরমিযী)

৭৫৯. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ - متفق عليه

৭৫৯. হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভেতরে শ্বাস নিতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ বাইরে যেন শ্বাস গ্রহণ করা হয়।

৭৬০. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ لَا يَمْنَنَ فَالْأَيْمَنَ - متفق عليه

৭৬০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পানি মেশানো দুধ আনা হলো। তাঁর ডান দিকে একটি গ্রাম্য লোক ছিলো এবং তাঁর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করে গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন। এরপর বললেন, তোমার পর ডান দিকের লোকটিকে এবং তারপর তার ডানদিকের লোকটিকে অগ্রাধিকার দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৬১. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ، لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ - متفق عليه

৭৬১. হযরত সাহল বিন্ সা'দ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট (খাবার) পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি পানি পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক এবং বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ লোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ঐ বৃদ্ধ লোকদের পানি পান করতে আমায় অনুমতি দেবে? বালকটি বললো, 'না'। আল্লাহর কসম! আপনি আমায় যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত নই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রটি বালকটির হাতে তুলে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) উল্লেখ্য, বালকটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)।

অনুচ্ছেদ ৪ একশো বারো

মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার দোষণীয়তা

৭৬২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْفِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا وَيُشْرَبَ مِنْهَا - متفق عليه

৭৬২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ মশকের মুখ থেকে সরাসরি পানি পান করা অনুচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৬৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَوْ الْقِرْبَةِ - متفق عليه

৭৬৩. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৬৪. وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مَعْلَقَةٍ قَانِمًا فَقَمَتَ إِلَى فِيهَا فَقَطَعَتْهُ - رواه الترمذی

৭৬৪. হযরত উম্মে সাবেত কাবশা বিন্তে সাবিত (যিনি হাস্‌সান বিন সাবিতের বোন) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তিনি মশকে মুখ লাগিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করলেন। তখন মশকের মুখ গুটিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি মশকের মুখ কেটে নিলাম। (তিরমিযী)

রিয়াদুস সালাহীন

হযরত উম্মে সাবিত মশকের মুখ এই জন্যে কাটলেন, যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ লাগানোর স্থানটি সংরক্ষিত করা যায়, সেই সঙ্গে তাবারুখ্‌হাসিল করা যায় এবং জায়গাটিকে সাধারণ ব্যবহার থেকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়।

অনুচ্ছেদ : একশো তেরো

পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেয়া অনুচিত

৭৬৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاءُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ أَهْرِ قَهَا قَالَ إِنِّي لَا أَرُؤِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَا عَنْ فِيكَ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৭৬৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার পানিতে ফুঁ দিতে বারণ করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, পায়ে যদি ময়লা দেখতে পাই ? তিনি বলেন : তা ফেলে দাও। লোকটি বললো : আমার তো এক নিঃশ্বাসে পানি খেলে তৃপ্তি মেটেনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পানির পাত্রটি দূরে সরিয়ে নাও, শ্বাস গ্রহণ করো, তারপর আবার পান করো। (তিরমিযী)

৭৬৬. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৭৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রে শ্বাস নিতে কিংবা ফুঁ দিতে বারণ করেছেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো চৌদ্দ

দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পানি পান করা

৭৬৭. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ - متفق عليه

৭৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জমজমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

৭৬৮. وَعَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ - رواه البخاری

৭৬৮. হযরত নাযযাল বিন্ সাবরাহ বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) কুফায় রাহবার দরজায় এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমায় যেভাবে পানি পান করতে দেখলে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক সেভাবেই পান করতে দেখেছি। (বুখারী)

৭৬৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

৭৬৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় লোকেরা হাঁটা-চলার অবস্থায়ও খানাপিনা করতো। তারা দাঁড়ানো অবস্থায়ও পানি পান করতো। (তিরমিযী)

৭৭০. وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

৭৭০. হযরত আমর বিন শুআইব (রহ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়ানো এবং বসা (উভয়) অবস্থায়ই পানি পান করতে দেখেছি। (তিরমিযী)

৭৭১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشْرُّ أَوْ أَخْبَثُ - رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا .

৭৭১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাধারণ অবস্থায়) কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। কাতাদাহ বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : (তাহলে) খাবার গ্রহণের ব্যাপারে বক্তব্য কি ? হযরত আনাস (রা) বলেন : এটা (দাঁড়িয়ে খাবার গ্রহণ) তো অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ। (মুসলিম)

এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বাধা দিয়েছেন।

৭৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ - رواه مسلم

৭৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে (এভাবে) পান করবে, সে যেন তা উগুড়ে ফেলে দেয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো পনরো

পানি পরিবেশনকারী সবার শেষে পান করবে

৭৭৩. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ يُعْنَى شُرْبًا - رواه الترمذی

৭৭৩. হযরত আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী যেন (অন্যকে আগে পানি পান করায় এবং নিজে) সবার শেষে পান করে । (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো ষোল

পানাহারে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য পাত্রের সাহায্য ছাড়াই মুখের সাহায্যে পানাহার

৭৭৪. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغَّرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قَالُوا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً -- متفق عليه هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي ﷺ دعا يائناً، مِّنْ مَّاءٍ فَأَتَى بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعَيْنِ إِلَى الثَّمَانِينَ.

৭৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, (একদিন) নামাযের সময় হলো । যাদের বাড়ি কাছাকাছি ছিল, তারা অযু করতে নিজের বাড়ি চলে গেল । কিছু লোক অবশিষ্ট থেকে গেল । এমনি সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাথরের একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো । পাত্রটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ঢোকানোর মতো তেমন বড়ো ছিলনা । এমনি অবস্থায় পাত্রের পানি দিয়ে সবাই অযু করে নিল । লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের সংখ্যা কতো ছিল ? জবাবে হযরত আনাস (রা) বললেন : আশির চেয়ে কিছু বেশি ছিল । (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে পানি আনালেন । তাঁর সামনে খোলা মুখ বিশিষ্ট একটি বড়ো পাত্র আনা হলো । তাতে সামান্য পানি ছিল । তিনি তাতে নিজের অঙ্গুলি রেখে দিলেন । হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম । রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলি সমূহের মাঝখান থেকে পানি বেরুচ্ছিল । আমি অযু সম্পাদনকারীদের সংখ্যা অনুমান করছিলাম । তারা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জনের মতো ।

৭৭৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِّنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأَ - رواه البخاري

৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন । আমরা তাঁর অযুর জন্যে পাতিলের মতো পাত্রে পানি নিয়ে এলাম । তদ্বারা তিনি অযু করে নিলেন । (বুখারী)

৭৭৬. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا - رواه البخارى.

৭৭৬. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলে আকরাম (স) আনসারীকে বললেন : তোমার মশকে যদি রাতের বাসি পানি ভরা থাকে, তাহলে আমাদের পান করার জন্যে নিয়ে এসো; নচেত আমরা খাল-নালা ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নেবো। (বুখারী)

৭৭৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ النَّبِيُّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاغِ وَالشَّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ - متفق عليه

৭৭৭. হযরত হোযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশমী কাপড় ব্যবহার এবং সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, এইসব তৈজসপত্র দুনিয়ায় কাফিরদের ব্যবহারের জন্যে। তোমাদের জন্যে ব্যবহার্য হবে আখিরাতে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৭৮. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الَّذِي يَشْرَبُ فِي أُنْيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : إِنْ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ .

৭৭৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে (পানি) পান করে, সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে খানাপিনা করে, (আর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করে) সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

অধ্যায় : ৩

كِتَابُ اللَّبَاسِ

পোশাক-পরিচ্ছদ

অনুচ্ছেদ : একশো সতের

রেশম ছাড়া সূতা ও পশমের নানা রঙ্গিন পোশাকের ব্যবহার

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে বনী আদম! আমরা তোমার প্রতি পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমরা নিজেদের 'সতর' আবৃত করো এবং (তোমাদের দেহকে) সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোল; তবে তাক্বওয়ার (পরহেজগারী) পোশাকই হলো সবচেয়ে উত্তম। (আরাফ : ২৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ بَاسَكُمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন, আর জামা বানাও যা তোমাকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে। আর (এমন) জামা (ও) যা তোমাদেরকে যুদ্ধ (এর ক্ষতি) থেকে নিরাপদ রাখবে।

(নাহুল : ৮১)

٧٧٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ائْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح

৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা কাপড় পরিধান করো এই কারণে যে, এটা পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে উত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকে এই কাপড়ের-ই কাফন পরাও।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٠. وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ائْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ - رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح

৭৮০. হযরত সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা কাপড় পরিধান করো কারণ এটাই উত্তম ও পবিত্র। আর তোমাদের মৃতদেরকে এই কাপড়েরই কাফন পরাও।

(নাসয়ী ও হাকেম)

٧٨١. وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرْبُوعًا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ - متفق عليه

৭৮১. হযরত বারা'আ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক কাঠামো মধ্যম মানের ছিল। আমি তার চেয়ে অধিক সুন্দর অন্য কিছু দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৮২. وَعَنْ أَبِي جَحِيفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوُضُوئِهِ فَمِنْ تَأْخِيحٍ وَ نَائِلٍ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَانَتْهُ أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقِيهِ فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلَالٌ فَجَعَلَتْ أَتْبَعُ فَاهُ هُهُنَا وَهُهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رَكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُسْمَعُ - متفق عليه

৭৮২. হযরত আবু হুজাইফা ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার 'আবতাহ' প্রান্তরে দেখেছি। তিনি লাল রঙের চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বেলাল (রা) তাঁর জন্য অয়ুর পানি নিয়ে আসলেন। কিছু লোক তখন পানির ছিটা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর কিছু লোক যথারীতি পানি পেয়ে গেলেন। এ সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু থেকে বেরোলেন, তাঁর পায়ে ছিল লাল রঙের জুতা। তিনি অয়ু করলেন, বেলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। তিনি ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে 'হাইয়া আলাসসালাহ' বললেন। এরপর বা দিকে মুখ ফিরিয়ে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললেন। এরপর তার সামনে একটি বর্ষা ফলক গেড়ে দেয়া হলো। রাসূলে আকরাম (স) সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা যাচ্ছিল, কিন্তু সেগুলোকে বাঁধা দেয়া হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৮৩. وَعَنْ أَبِي رِمَّةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ - رواه ابو داود والترمذى باسناد صحيح

৭৮৩. হযরত আবু রিম্‌সাহ রিফায়া তামিমী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর দেহে সবুজ রঙের দুটি কাপড় ছিল। (হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন)

৭৮৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ - رواه مسلم

৭৮৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন (মক্কা) নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল। (মুসলিম)

৭৮৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَتْهُ أَنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ

سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ - رواه مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

৭৮৫. হযরত আবু সাঈদ আমর বিন্ হুরাইস (রা) বর্ণনা করেন, আমি যেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী সুশোভিত। তিনি পাগড়ীর উভয় প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ (খুতবা) দিলেন। তখন তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল।

٧٨٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثَوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسَفٍ، لَيْسَ فِيهِ فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ - متفق عليه

৭৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদা রঙের সূতী কাপড়ের কাফন পরানো হয়। তার মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ী ছিলনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٧. وَعَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِّنْ شَعِيرٍ أَسْوَدَ - رواه مسلم

৭৮৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পশম দ্বারা তৈরী পাড় বিশিষ্ট চাদর পরে বাইরে আসেন। তাতে উটের পিঠের হাওদার নকশা অংকিত ছিল। (মুসলিম)

٧٨٨. وَعَنِ الْمُغْبِرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ لِي: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنِّي رَأْسِي فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى آخَرَ جُهِمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ الْإِنْرَعَ خُفِيهِ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيَّقَةُ الْكُمَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

৭৮৮. হযরত মুগীরা বিন্ শো'বা (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতের সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি নিবেদন করলাম : জি, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নীচে অবতরণ করলেন এবং পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। এমন কি রাতের অন্ধকারে তিনি দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে চলে গেলেন। এরপর তিনি আবার ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে

তাঁর ওপর পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর চেহারা মুবারক ধুয়ে ফেললেন। তখন তাঁর পরিধানে উলের তৈরী একটি জোকা ছিল। তিনি তাঁর হাত দুটিকে ধোয়ার জন্যে জুব্বার ভেতর থেকে বের করতে পারছিলেন না। ফলে তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করলেন, এবং সেটিকে ধুয়ে ফেললেন এবং ভিজে হাত দিয়ে নিজের মাথা মুছে ফেললেন। এরপর তাঁর মোজা খোলার জন্যে আমি নিচের দিকে ঝুকলাম। তিনি বললেন : মোজা দুটি যথাস্থানেই থাকুক। আমি মোজা দুটিকে তাঁর পবিত্র পদযুগলে পরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি মোজা দুটিকে ভিজা হাতে মুছে মসেহু করলেন। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট সিরীয় জুব্বা পরিহিত ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এই ঘটনা তাবুক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ একশো আঠার

জামা পরা মুস্তাহাব

৭৮৯. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ - رواه أبو داود

والترمذی وقال حديث حسن

৭৮৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে সমগ্র কাপড়ের মধ্যে প্রিয় কাপড় ছিল জামা (কামীস)।

(আবু দাউদ ও তিরিমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো উনিশ

জামার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং লুঙ্গি ও পাগড়ীর বিবরণ

৭৯০. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرَّسْغِ - رواه

أبو داود والترمذی وقال حديث حسن

৭৯০. হযরত আস্মা বিন্তে ইয়াযিদ আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কবজি পর্যন্ত ছিল। (আবু দাউদ ও তিরিমিযী)

৭৯১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ إِرَارِي يَسْتَرُ خِيَالًا أَنْ آتَعَا هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ

لَسْتَ مِنْ بَفَعْلِهِ خِيَلًا - رواه البخاری وروی مسلم بعضه

৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের কাপড় (টাখনুর নীচে) ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দিকে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি খেয়াল না রাখলে তো আমার লুঙ্গিও নীচের দিকে ঝুলে যায়।' জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যারা অহংকারবশত এ কাজ করে, তুমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।' (বুখারী)

মুসলিম এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেছে।

৭৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا - متفق عليه

৭৯২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের লুঙ্গিকে ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৭৩. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَقِي النَّارِ - رواه البخارى.

৭৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নীচে রয়েছে, তা (মূলত) দোষখেই রয়েছে। (বুখারী)

৭৭৪. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ - رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ الْمُسْبِلُ إِذَا رَأَهُ.

৭৯৪. হযরত আবু যর (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :) 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না; তাদের জন্যে রয়েছে অভ্যস্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' হযরত আবু যর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করেন। হযরত আবু যর জিজ্ঞেস করেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকেরা তো বার্থ হয়ে গেছে, এবং মহাশক্তির মধ্যে নিষ্কিণ্ড হয়েছে। এরা কারা? কোন্ শ্রেণীর লোক? তিনি বললেন : এদের এক শ্রেণী হলো, যারা অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়। দ্বিতীয় হলো তারা, যারা দয়া-অনুগ্রহ করে আবার খোটা দিয়ে বেড়ায়, আর তৃতীয় হলো তারা, মিথ্যা শপথ করে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে ব্যস্ত। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে : তৃতীয় হলো তারা, যারা পরিধানের লুঙ্গিকে টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়। (মুসলিম)

৭৭৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه ابوداود والنسائي باسناد صحيح

৭৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঝুলিয়ে দেয়া লুঙ্গি, জামা, পাগড়ী ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তিই অহংকারবশত কোনো কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

৭৭৬. وَعَنْ أَبِي جَرْرِ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرْفٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةً فَدَعَوْتَهُ أَتَيْتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَفَرَّ أَوْ قَلَاةً فَضَلَّتْ رَأْسُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ : قُلْتُ : اعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ : لَا تَسْبِنَ أَحَدًا قَالَ : فَمَا سَبَبَتْ بَعْدَهُ حُرٌّ وَلَا عَبْدٌ وَلَا بَعِيرٌ وَلَا شَاةٌ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَرْفَعُ إِذَا رَأَيْتَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ آتَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَأَسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيَلَةَ وَإِنْ أَمْرًا شَتَمَكَ أَوْ عَيْدِي بِمَا يَعْلَمُ فَبِكَ فَلَ تَعِيرَهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَّالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ - رواه ابو داود والترمذى باسناد صحيح وقال الترمذى حديث حسن صحيح

৭৯৬. হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সলীম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, লোকেরা তাঁর অভিমত (নির্দিষ্ট) মেনে চলে। তিনি যে কথা বলেন, লোকেরা (মন দিয়ে) তা শোনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এই লোকটি কে ? লোকেরা বললো : ‘রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’ আমি পুনরায় বললাম : ‘আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসুলুল্লাহ’। তিনি বললেন : ‘আলাইকাস্ সালামু’ বলোনা। ‘আলাইকাস্ সালাম’ হচ্ছে মৃত লোকদের সালাম। তুমি ‘আসসালামু আলাইকা’ বলো। আমি নিবেদন করলাম : ‘আপনি কি আল্লাহর রাসুল ?’ তিনি বললেন : আমি দয়াবান আল্লাহর রাসুল! যখন তুমি কোনো কষ্ট পাও এবং তাঁর কাছে দো‘আ করো, তখন সে কষ্ট তিনি দূর করে দেন। আর যখন তুমি দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হও আর তুমি তাঁর কাছে দো‘আ করো, তখন তিনি তোমার জন্যে ফল-মূল ও সবজি উৎপাদনের ব্যবস্থা দেন। আর যখন তুমি পানি, গুল্ম-লতাহীন কোন জংগলে থাক এবং তোমার সওয়ারী হারিয়ে যায়, তখন তুমি আল্লাহর কাছে দো‘আ করো, এবং তিনি তোমার সওয়ারী তোমায় ফিরিয়ে দেন। লোকটি বললো, আমি নিবেদন করলাম : আপনি আমায় কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন : কোন জিনিসকে গালাগাল করবেনা। লোকটি বললো : আমি তারপর থেকে কোনো মানুষ (স্বাধীন বা গোলাম), উট, ছাগল, ভেড়া কাউকেই গালাগাল করিনি। এরপর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোন সৎ কাজকেই তুচ্ছ ভেবোনা। তুমি যখন তোমার ভাইর সাথে কথা বলবে, তোমার চেহারা হাসি-খুশী থাকা উচিত। কারণ, এটাও সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। তোমার লুঙ্গিকে হাটুর নীচ পর্যন্ত উঁচু করো; যদি তাতে অস্বস্তি বোধ হয়; তাহলে অন্তত : টাখনুর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঁচু করো। এই জন্যে যে, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ‘তাকাব্বুর’ (অহংকার)-এর পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ তাকাব্বুরকে ভালোবাসেন না, পছন্দ করেন না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৭৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ

فَتَوَضَّأَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ - رواه ابو داود باسنان صحيح على شرط مسلم

৭৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি (টাখনুর নিচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল, এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যাও, অযু করে এসো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কারণে লোকটিকে অযু করতে বলছেন এবং তারপর নীরব থাকছেন ? তিনি বললেন : এই লোকটি নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ে; কিন্তু আল্লাহ পাক সেই লোকের নামায কবুল করেন না, যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান করে। (আবু দাউদ ও মুসলিম)

৭৭৮. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُّتَوَحِّدًا فَلَمَّا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ اثْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلُ فَلَانٌ وَطَعَنَ فَقَالَ - خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أُخْرَ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَرَّ بِذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ لَيْبِرُ كَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا أُخْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَنِقُّ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا أُخْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الرَّجُلِ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ لَوْ لَا طَوْلُ جُمْتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجَّدَ فَآخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمْتَهُ إِلَى أَذْنَبِهِ وَرَفَعَ إِذَا رَهَ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا أُخْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَاصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَاصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ : فَإِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ - رواه ابو داود باسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلَفُوا فِي تَوَثُّقِهِ وَتَضَعِيفِهِ وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ

৭৯৮. হযরত কায়েস ইবনে বিশর তাগলিবী (রহ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমায় বলেছেন, (তিনি ছিলেন হযরত আবু দারদা (রা)-এর একজন সহচর এবং দামেশকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাঁকে ইবনে হানযালা নামে ডাকা হতো। তিনি নির্জনতা খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে খুব কম লোকের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল। তাঁর সখ ছিলো নামায পড়া। নামায থেকে অবসর হলেই তিনি সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার ইত্যাকার তাসবীহ পড়তেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে চলে যেতেন। একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আবু দারদার কাছে ছিলাম। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন : ‘আপনি আমাদের এমন কিছু বলুন, যাতে আমাদের উপকার হবে এবং আপনারও কোন ক্ষতি হবেনা।’ তিনি বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। পরে সে সেনাদলটি ফেরত এলো। তার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসল। সে তার পার্শ্বে বসা লোকটিকে বললো : আমরা এবং আমাদের দূশমনরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হই, তখন যদি আপনি আমাদের দেখতেন। তখন অমুক মুসলমান নেযাহ্ চালাতে চালাতে বলেন : ‘আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে নাও। (অর্থাৎ এই নেয়ার স্বাদ আশ্বাদন করে দেখো।) আমি গাফফারী বংশের ছেলে।’ এখন তার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? জবাবে তিনি বললেন : আমার ধারণা হলো, তার প্রতিফল বাতিল হয়ে গেছে। এই কথাটিকে অপর এক ব্যক্তি শুনে বললো : আমি এই কথাটির মধ্যে তো ক্ষতিকর কিছু দেখিনি। তারা উভয়ে ঝগড়া করতে লাগল। এমনকি, বিষয়টি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলো। তিনি বললেন : সুবহান আল্লাহ্! দুনিয়ায় প্রশংসা করা হলে এবং আখিরাতে প্রতিফল দেয়া হলে তো ক্ষতির কিছু নেই। আমি আবু দারদাকে দেখলাম। সে এতে খুশী হলো এবং নিজের মাথা তার দিকে উঁচু করে বললো : তুমি কি এ কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছো? সে বললো : জ্বি, হাঁ। সে বরাবর ইবনে হানযালার কথা পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিল। এমন কি আমি বললাম, আপনি কি তার ঘাড়ে চেপে বসতে চান? বিশর বলেন : দ্বিতীয় দিন ইবনে হানযালা আবার অতিক্রান্ত হলেন। তখন আবু দারদা তাকে বললেন : আপনি এমন কথা বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনাকেও কষ্ট দেবেনা। সে বললো : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন : জিহাদের ঘোড়ার জন্যে অর্থ ব্যয়কারী হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের হাতকে সাদ্কার অর্থ ব্যয় করার জন্যে সর্বদা বাড়িয়ে রাখে, তাকে কখনো বন্ধ করে না। এরপর অন্য এক দিন সে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আবু দারদা (রা) তাকে বললেন : এমন কোন কথা বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনারও কোনো ক্ষতি সাধন করবেনা। তখন তিনি বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন খুরাইব উসাইদী ভালো মানুষ। যদি তার চুল লম্বা না হয় এবং তার লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলে না পড়ে। এ কথা

খুরাইম পর্যন্ত পৌছে গেল। তখন তিনি একটি ছুরি হাতে নিলেন এবং নিজের কান পর্যন্ত মাথার চুল ছেঁটে ফেললেন। এরপর পরিধেয় লুঙ্গি যাতে টাখনুর নীচে ঝুলে না পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন : অর্থাৎ লুঙ্গির দৈর্ঘ্য পায়ের নলার মাঝামাঝি সীমিত রাখলেন। এরপর একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবু দারদা (রা) তাকে বললেন : আপনি এমন কিছু বলুন, যা আমাদের উপকার করবে এবং আপনাকেও কোনো কষ্ট দেবেনা। তখন তিনি বললেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা আপন ভাইদের কাছে ফেরত আসছো; এখন তোমরা নিজেদের হাওদাসমূহ এবং পোশাক-আশাক ঠিক করে নাও। এমনকি, তোমাদের মধ্যে যেন তেলের ন্যায় সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতাকে এবং সংকোচের সাথে অশ্লীলতা অবলম্বনকারীকে পছন্দ করেন না।

আবু দাউদ হাদীসটিকে হাসান সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। তবে কায়েস বিন বিশর-এর প্রামাণিকতা ও দুর্বলতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর মুসলিম থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

৭৭৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِزَارَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جَنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৭৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের লুঙ্গি হাঁটু ও গোড়ালীর (অর্থাৎ নলার) মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা হওয়া উচিত। তবে টাখনু পর্যন্ত হলেও শুনাহর কোনো কারণ নেই। টাখনুর নীচ পর্যন্ত লম্বা হলেই শুনাহর কারণ ঘটবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু দাউদ বিদ্বৎ সনদের সাথে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

৮০০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِزْحَاءٌ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْقِعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتَهُ ثُمَّ قَالَ : زِدْ قِرْدَتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ - فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ : إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ - رواه مسلم

৮০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমার পরিধেয় লুঙ্গিটা ঝুলে ছিল। এটা দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'হে আবদুল্লাহ ! তোমার লুঙ্গিটা উঁচু করো। আমি তা উঁচু করলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন : আরো উঁচু করো। আমি আরো উঁচু করলাম। এরপর থেকে আমি বরাবর লুঙ্গির ব্যাপারে খেয়াল রাখতাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করতো : কতখানি উঁচু করতে হবে ? আমি বলতাম : হাঁটুর মাঝামাঝি পর্যন্ত। (মুসলিম)

৪০১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِضْنَ شِبْرًا قَالَتْ : إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَمُهُنَّ - قَالَ : فَيَرَّ خِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدَنَّ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

৮০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের পরিধেয় কাপড় (লুঙ্গি বা পাজামা) ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দিকে তাকাবেন না। হযরত উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন : 'মেয়েরা তাদের পোশাকের (অর্থাৎ চাদরের) ব্যাপারে কী করবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তারা এক বিঘৎ নীচু করে দেবে'। তিনি (প্রশ্নকারিণী) বললেন : 'তখনো তো তাদের পা দেখা যাবে।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তাহলে তারা এক হাত ঝুলিয়ে দেবে।' এর চেয়ে বেশি করবেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো বিশ

পোশাকে জাঁকজমক বর্জন ও সরলকে অগ্রাধিকার দান

সরল জীবন যাপন ও ক্ষুধার্ত থাকার বৈশিষ্ট্যের অধ্যায়ে এ পর্যায়ের কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের সাথেও সেগুলো সম্পৃক্ত রয়েছে।

৪০২. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللَّيْبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلٍّ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسَهَا - رواه الترمذى وأَقَالَ حديث حسن

৮০২. হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ভালো পোশাক পরার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জাঁকজমকের দরুন তা পরিহার করে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টি লোকের সামনে ডেকে ঈমানের দৃষ্টিতে যে কোনো মূল্যবান পোশাক পরার অনুমতি দেবেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো একুশ

পোশাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং নিশ্প্রয়োজনে

শরীয়ত বিরোধী পোশাক না পরা

৪০৩. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نَعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن

৮০৩. হযরত আমর ইবনে শুআইব (রহ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর নিয়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো বাইশ

পুরুষের পক্ষে রেশমী পোশাক পরিধান নাজায়েয এবং মহিলাদের পক্ষে জায়েয

৮০৪. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ - متفق عليه

৮০৪. হযরত উমর ইবনে খাতাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (তোমরা) রেশমের পোশাক পরিধান করোনা। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমের পোশাক পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবেনা (বুখারী ও মুসলিম)

৮০৫. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ -

৮০৫. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : রেশমের পোশাক এমন ব্যক্তি পরিধান করে, যার হাতে কোনো অংশ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অপর এক রেওয়াজে আছে : যার আখিরাতে কোনো অংশ নেই।

৮০৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ - متفق عليه

৮০৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (পুরুষ) দুনিয়ায় রেশমের পোশাক পরিধান করলো, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৮০৭. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي - رواه ابو داود

৮০৭. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি রেশমের কাপড় তুলে নিজের ডান হাতে রাখলেন এবং সোনাকে রাখলেন নিজের বাম হাতে। তারপর বললেন : এই দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষ সদস্যদের জন্যে হারাম। (আবু দাউদ)

৮০৮. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِلنِّسَاءِ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮০৮. হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রেশমী পোশাক ও সোনা পরিধান আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম এবং তাদের নারীদের জন্যে হালাল। (তিরমিযী)

৮০৯. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَيْسِ الْحَرِيرِ وَالْدِّيَّاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ - رواه البخارى.

৮০৯. হযরত হোযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সোনা ও রূপার পায়ে খাবার খেতে ও পানি পান করতে এবং রেশমের কাপড় পরিধান করতে ও তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশো তেইশ

চর্মরোগের কারণে রেশমের ব্যবহারে অনুমতি

৮১০. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ كَانَتْ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا - متفق عليه

৮১০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রা) ও হযরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ (রা)-কে রেশমের পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন এই কারণে যে, এই দুজনের শরীরে চর্মরোগ ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো চব্বিশ

বাঘের চামড়ার ওপর বসা এবং তার ওপর সওয়ার হওয়া বারণ

৮১১. عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ - حديث حسن رواه ابو داود وغيره باسناد حسن

৮১১. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রেশমের কাপড় এবং বাঘের চামড়ার (গদীর) ওপর বসোনা। (আবু দাউদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ)

৮১২. وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ - رواه ابو داود والترمذى والنسائى باسناد صحيح وفى رواية الترمذى نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تَفْتَرَشَ.

৮১২. হযরত আবুল মালীহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়ার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

রিয়াদুস সালেহীন

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বন্য) পশুর চামড়াকে বিছানা বানাতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : একশো পঁচিশ

নতুন কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরার সময় দো‘আ

৪১৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً يَقُولُ، االلَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِيَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن.

৮১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কোনো কাপড় পড়তেন, তখন তার নামোল্লেখ (পাগড়ী, জামা, চাদর ইত্যাদি) করে বলতেন : হে আল্লাহ! তোমার জন্যেই সমগ্র প্রশংসা। তুমিই আমায় এ কাপড় পরিয়েছ। আমি তোমার কাছেই এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই এর অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি। সর্বোপরি, যে জিনিসের জন্যে এটি বানানো হয়েছে, তারও অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো ছাব্বিশ

পোশাক পরিধান করতে ডান দিক থেকে শুরু করা

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ও বর্ণনাসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় : ৪

كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ

সুমানোর আদব-কায়দা

অনুচ্ছেদ : একশো সাতাশ

সুম, শোয়া, কাত হওয়া ও বসার আদব-কায়দা

৪১৬. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَسَلْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجْهَتُ، وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْحَاجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اُمْنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ - رواه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الادب من صحيحه

৮১৪. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের ডান দিকে কাত হয়ে বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আমার সত্ত্বাকে তোমারই কাছে ন্যস্ত করলাম। আমি আমার নফসকে তোমারই দিকে ফিরালাম। আমি আমার কর্মকাণ্ডকে তোমারই কাছে সোপর্দ করলাম। তোমার কাছ থেকে কল্যাণের প্রত্যাশা এবং অকল্যাণের ভয় করে আমি আমার পিঠকে তোমারই আশ্রয়ে ন্যস্ত করলাম। তুমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ও মুক্তির স্থান নেই; নেই তোমা থেকে কারো বাঁচানোর ক্ষমতা। আমি ঈমান আনলাম তোমার নাযিল করা কিতাবের ওপর এবং তোমার প্রেরণ করা রাসূলের প্রতি। (ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখিত শব্দাবলীসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

৪১৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرْ نَحْوَهُ وَقَبِيْهِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ - متفق عليه

৮১৫. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : তুমি যখন নিজের বিছানায় যাবার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তারপর ডান কাতে গুয়ে পূর্বোক্ত দো‘আর মতো দো‘আ পড়বে। এই রেওয়াজেতে এটাও আছে যে, এই শব্দাবলী সবার শেষে উচ্চারণ করবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৪১৬. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ - متفق عليه

متفق عليه

৮১৬. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় এগার রাকআত নামায পড়তেন। আর যখন ফজরের উদয় হতো তখন

দু'রাকআত হালকা নামায পড়তেন। এরপর নিজের ডানদিকে শুয়ে যেতেন। এমনকি মুয়াজ্জিন এসে তাকে জামাতের সময় সম্পর্কে খবর দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَأَلَيْهِ النُّشُورُ - رواه البخارى

৮১৭. হযরত হোযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় শুয়ে নিজের হাত নিজের নীচে রাখতেন তারপর বলতেন : “হে আল্লাহ্ আমি তোমারি নামের সাথে মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই (অর্থাৎ ঘুমিয়ে যাই এবং জেগে উঠি) আর যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদেরকে মারার পর জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

১১৮. وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبِي بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يَحْرِكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ ضُجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ قَالَ : فَتُطْرَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رواه ابو داود باسناد صحيح.

৮১৮. হযরত ইয়াঈশ ইবনে তিখ্ফাহ আল-গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি আমার পেটের ওপর ভর করে মসজিদে শুয়েছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিল এবং বললো, লোকটা এমনভাবে শুয়েছে যেটি আল্লাহ তা'আলা খারাপ মনে করেন। আমি দেখলাম, এই ঘটনার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে উপস্থিত। (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

১১৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْطَجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً - رواه ابو داود باسناد حسن

৮১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় বসলো, কিন্তু সেখানে আল্লাহর যিকির করলো না, সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর তরফ থেকে অসন্তুষ্টি আরোপিত হবে। (হাদীসটি আবু দাউদ 'হাসান সনদ' সহকারে উল্লেখ করেন)।

অনুচ্ছেদ : একশো আটাশ

চিৎ হয়ে শোয়া, একপা কে অন্য পায়ে ওপর তুলে রাখা
এবং পিড়িতে উঁচু হয়ে বসার বৈধতা

১২০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى - متفق عليه

৮২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। তখন তাঁর এক পা অন্য পায়ের ওপর রাখা ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৪২১. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ

৮২১. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে চার জানু পেতে বসে যেতেন। এমনকি সূর্য খুব ভালো ভাবে উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকতেন। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ এবং অন্যান্যরাও বিশ্বস্ত সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন)।

৪২২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْنَاءِ الْكُعْبَةِ مُحْتَبِئًا بِيَدَيْهِ هَكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الْإِحْتِبَاءَ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বার আঙ্গিনায় গুটি মেরে (অর্থাৎ নিজের দু'হাত দিয়ে হাঁটু দুটিকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায়) বসে থাকতে দেখেছি। (বুখারী)

৪২৩. وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَلْتَمَخِشَعَ فِي الْجُلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৮২৩. হযরত কাইলা বিন্তে মাখরামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুটি মেরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। আমি যখনি তাঁকে এরূপ ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বসা দেখেছি, তাঁর প্রতাপের নিদর্শন দেখে আমার অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠেছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৪২৪. وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ: اتَّقَعْدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

৮২৪. হযরত শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন এমন অবস্থায়, যখন আমি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বসা ছিলাম। তখন আমার বাম হাতটি ছিল পিছন দিকে (পিঠের ওপর) এবং আমি ভর করেছিলাম আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পেটের ওপর। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় এ অবস্থায় দেখে বললেন : 'তুমি কি সেই লোকদের ভঙ্গিতে বসেছ, যাদের ওপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়েছিল?' (অর্থাৎ অভিশপ্ত ইহুদী জাতি) (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশো ঊনত্রিশ মজলিসে ও বন্ধুদের সাথে বসার আদব

৪২৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ - متفق عليه

৮২৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার বসার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে উপবেশন না করে। তবে বসার সুবিধার জন্যে (প্রয়োজন হলে) জায়গা বিস্তৃত করে দেবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবে। উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যদি ইবনে উমরের জন্যে নিজের স্থান (কিংবা আসন) ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে সেই পরিত্যক্ত স্থানে তিনি কখনো বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

৪২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ - رواه مسلم

৮২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তার স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তবে সেই স্থানে বসার অধিকার তারই সবচাইতে বেশি। (মুসলিম)

৪২৭. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن

৮২৭. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হতাম, তখন আমরা প্রত্যেকেই মজলিসের প্রান্ত ঘেঁষে বসে পড়তাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযীর মতে এটি 'হাসান' হাদীস।

৪২৮. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدُّ مِنْ دُھْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يَصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرِ - رواه البخاری

৮২৮. হযরত সালমান ফারেসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন (শুক্রবার) গোসল করে, সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা

অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে কিংবা ঘরে সঞ্চিত খোশবু ব্যবহার করে, তারপর জুম'আর নামাযের জন্যে (ঘর থেকে) বের হয়, (মসজিদে) দুই ব্যক্তির মধ্যে ঢুকে বসে পড়ে না, অতঃপর নিজ সাধ্যানুযায়ী নামায পড়ে, ইমামের খুতবা প্রদানের সময় নীরবে বসে থাকে, আল্লাহ্ তার এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আর মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।
(বুখারী)

৪২৭. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا - رواه أبو داود والترمذی وقال حديث حسن . وفي روايةٍ لِأَبِي دَاوُدَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

৮২৯. হযরত 'আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা শুআইব থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করা হালাল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আবু দাউদের আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে, অনুমতি গ্রহণ ছাড়া দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসোনা।

৪৩০. وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ - رواه أبو داود باسنادٍ حسن. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيهِ مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلَقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ حديث حسن صحيح

৮৩০. হযরত হুযায়ফা বিন্ ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মজলিসের ভিতরে ঢুকে বসে পড়ে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর লানত বর্ষণ করেছেন।

তিরমিযী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মজলিসের ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন : এই লোকটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য অনুসারে অভিশপ্ত। এই কারণে যে, সে মজলিসের মধ্যে ঢুকে বসে পড়েছে। (তিরমিযী)

৪৩১. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْ سَعَهَا - رواه أبو داود باسنادٍ صحيح على شرط البخاری.

৮৩১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রশস্ত ও খোলামেলা মজলিসই হচ্ছে উত্তম মজলিস।
(আবু দাউদ)

৪৩২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ

قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

৮৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি যদি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে নানা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে যেন সে বলে : ‘হে আল্লাহ! তুমি অতি পবিত্র, প্রশংসা শুধু তোমারই জন্যে; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করছি।’ এই কর্মনীতি গ্রহণ করা হলে ঐ মজলিসে সে যা কিছু ভুল-ত্রুটি করেছিল, তা সবই ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

৮৩৩. ৮৩৩. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخْرَجَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتُ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ - رواه ابو داود. وراه الحاكم ابو عبد الله في المستدرک من رواية عائشة وقال صحيح الاسناد.

৮৩৩. হযরত আবু বারায়াহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিস থেকে উঠতে চাইতেন তখন বলতেন : ‘হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, আমি তোমার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘তুমি ছাড়া কোনো মা’বুদ নাই’। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে আসছি। এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এখন এমন কথা বলছেন যা এর আগে কখনো বলেননি। জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ কথাগুলো হচ্ছে এই মজলিসের কাফ্যারা। (আবু দাউদ, মুস্তাদরাক-এর হাকেমের হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত)

৮৩৪. ৮৩৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ (اللَّهُمَّ أَقْسِمَ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوِنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَانِبَ الدُّنْيَا: اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاءٍ عَنَّا وَابْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَجَعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا) رواه الترمذی وقال حديث حسن.

৮৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিস থেকে উঠেছেন, অথচ নিম্নোক্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করেননি : হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার ব্যাপারে এরূপ ভীতি

প্রদান করো, যা আমাদের এবং তোমার নাকরমানীর মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদেরকে তোমার আনুগত্যের জন্য এতখানি সুযোগ করে দাও যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং আমাদের মাঝে এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস দান কর যা পৃথিবীর দুঃখ-মুসিবতকে আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ্! তুমি যতদিন আমাদের জীবিত রাখে, ততোদিন আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্যান্য শক্তি থেকে আমাদেরকে উপকৃত হবার তৌফিক দান করো এবং একে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সেই লোকদের পর্যন্ত সীমিত রাখে যারা আমাদের ওপরে জুলুম করেছে আর আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের ওপর আধিপত্য দান করো। আমাদের ধীনকে কোনরূপ মুসিবতে নিক্ষেপ করোনা। আর দুনিয়াকেও আমাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু বানিও না। আর আমাদের ওপর এমন লোককে চাপিয়ে দিওনা যারা আমাদের প্রতি সদয় নয়। (তিরমিযী)

৪২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোকেরা কোনো মজলিস থেকে আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়াই উঠে দাঁড়িয়ে যায় তারা যেন মৃত গাধার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের জন্যে শুধু আক্ষেপ আর অনুশোচনাই থাকে। (আবু দাউদ)

৪২৬. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا ثُمَّ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذِّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ - رواه الترمذی وقال حديث حسن

৮৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে জনগোষ্ঠী কোনো মজলিসে বসলো কিন্তু সেখানে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলো না এবং তাদের নবীর ওপরও দরুদ পাঠালো না তাঁরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ চাইলে তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন কিংবা চাইলে তাদেরকে ক্ষমাও করে দেবেন। (তিরমিযী)

৪২৭. وَعَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا ثُمَّ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةٌ - رواه ابو داود وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا، وَشَرَحْنَا التَّرَةَ فِيهِ.

৮৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেনা, সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে লিপ্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি কোনো শয়নের জায়গায় শয়ন করে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করেনা, সেও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে লিপ্ত থাকে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশো ত্রিশ

স্বপ্ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمِنْ آيَاتِهِ مَا مَكَّم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তোমাদের রাতের ও দিনের নিদ্রা। (সূরা রুম : ২৩)

৪৩৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ

قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - رواه البخارى

৮৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবুয়্যত থেকে সুসংবাদ গুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : সুসংবাদগুলো কি ? তিনি জবাবে বললেন, ভালো স্বপ্ন। (বুখারী)

৪৩৯. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُؤِيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنْ النَّبُوءَةِ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ أَصَدَقُكُمْ رُؤْيَا : أَصَدَقُكُمْ حَدِيثًا.

৮৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, যখন জামানা নিকটবর্তী হয়ে আসবে তখন মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা হবেনা। আর মুমিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুয়্যতের ছিচদ্বিশ ভাগের একভাগ। (বুখারী ও মুসলিম)

এই রেওয়াজেতে আছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় বেশি সত্যনিষ্ঠ, তাঁর স্বপ্নই সবচেয়ে বেশি সত্য।

৪৪০. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ كَأَنَّمَا رَأَى

فِي الْيَقَظَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي - متفق عليه

৮৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমায় স্বপ্নে দেখেছে সে খুব শীঘ্রই আমায় জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। কিংবা সে যেন আমায় জাগ্রত অবস্থায়ই দেখে নিয়েছে। (স্বত্বব্য যে) শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪১. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا

هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُجِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ

فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ - متفق عليه

৮৪১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ একরূপ স্বপ্ন দেখবে যাকে সে ভালো মনে করবে, তখন বুঝতে হবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। একরূপ স্বপ্নের জন্যে সে আল্লাহর প্রশংসা ও প্রশস্তি করবে এবং স্বপ্নের কথাও বর্ণনা করবে। এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, একরূপ স্বপ্ন শুধু ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর কাছে বর্ণনা করবে। পক্ষান্তরে যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তখন তাকে শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বলে জানবে; তার অনিষ্টকারিতা থেকে (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইবে এবং কারো সামনে তা উল্লেখ করবেনা। তাহলে একরূপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪২. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'সং স্বপ্ন, এক রেওয়াজেত অনুসারে ভালো স্বপ্ন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলে এবং শয়তান থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৩. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোনো ব্যক্তি অশ্রীতিকর স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে সে যে পাশে শুয়েছিল, সে পাশটিও যেন বদলে ফেলে। (মুসলিম)

৪৪৪. হযরত আবুল আস্কা ওয়াসিলা বিন্ আস্কা' বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনেক বড়ো মিথ্যা হলো অপর ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবি করা এবং নিজের চোখকে এমন জিনিস দেখানো যা সে আদতেই দেখেনি (অর্থাৎ যে স্বপ্ন সে দেখেনি, তার বর্ণনা দেয়া) কিংবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তিনি কখনো বলেননি। (বুখারী)

৪৪৫. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোনো ব্যক্তি অশ্রীতিকর স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে সে যে পাশে শুয়েছিল, সে পাশটিও যেন বদলে ফেলে। (মুসলিম)

৪৪৬. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোনো ব্যক্তি অশ্রীতিকর স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে সে যে পাশে শুয়েছিল, সে পাশটিও যেন বদলে ফেলে। (মুসলিম)

৪৪৭. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোনো ব্যক্তি অশ্রীতিকর স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে সে যে পাশে শুয়েছিল, সে পাশটিও যেন বদলে ফেলে। (মুসলিম)

অধ্যায় : ৫

كِتَابُ السَّلَامِ

সালামের আদান-প্রদান

অনুচ্ছেদ : একশো একত্রিশ

সালামের মাহাত্ম্য ও তার ব্যাপক প্রচলনের নির্দেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ্ বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশের আগে তার অধিবাসীদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদেরকে সালাম করো।

(সূরা নূর : ২৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমরা যখন নিজেদের ঘরে প্রবেশ করবে, তখন ঘরের লোকদেরকে সালাম করবে দো'আ হিসেবে; এটা আল্লাহর তরফ থেকে অত্যন্ত মুবারক ও পবিত্র তোহফা।

(সূরা নূর : ৬১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِذَا حَضَبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যখন কেউ তোমাদেরকে দো'আ করে, তখন তার জবাব দেবে।

(সূরা নিসা : ৮৬ আয়াত)

وَقَالَ تَعَالَى : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তোমাদের কাছে কি ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের সংবাদ পৌছেছে? যখন তারা তাঁর কাছে এসে তাকে সালাম করেছে? জবাবে তিনিও তাদেরকে সালাম বললেন :

(সূরা জারিয়া : ২৪)

٨٤٥ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ السَّلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - متفق عليه

৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? রাসূলে আকরাম (স) উত্তর দিলেন, ক্ষুধার্ত লোকদের আহার করানো এবং চেনা-অচেনা নির্বিচারে সকলকে সালাম করা।

(বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحْيُونَكَ فَإِنَّهَا تَحْيَتُكَ وَتَحْيَةُ ذُرِّيَّتِكَ - فَقَالَ : أَلَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا : أَلَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ - متفق عليه

৪৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহু আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে বলেন, যাও, অপেক্ষমান ফেরেশতাদেরকে সালাম করো এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা কান লাগিয়ে শোন। তারা যা বলবে তাই হবে তোমার সন্তানদের সালাম। অতএব, আদম (আ) ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম’। জবাবে ফেরেশতারা বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহু’। ফেরেশতারা ‘ওয়ারাহ্মাতুল্লাহু’ বাক্যাংশটি বাড়িয়ে বলেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৭. وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَمْعٍ : بِعِبَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ - متفق عليه

৪৪৭. হযরত উমারা বারাআ ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন : তা হলো: (১) রোগীর শুশ্রূষা করা, (২) জানাজার সঙ্গে যাওয়া, (৩) হাঁচির জবাব দান করা, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) মজলুমকে সহায়তা দেয়া, (৬) সালামের প্রচলন করা এবং (৭) শপথকে পূর্ণ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رواه مسلم

৪৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনবে। আর তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলবো না! যা সম্পাদন করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? সেটি হলো, তোমাদের নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (মুসলিম)

৪৪৯. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح.

৮৪৯. হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হে লোকেরা! তোমরা (পরস্পরের মধ্যে) সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, অনাহারী লোকদের আহার করাও, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করো এবং লোকদের ঘুমিয়ে থাকার সময় নামায পড়ো; তাহলে তোমরা পরম শান্তিতে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে। (তিরমিযী)

৮৫০. وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنٍ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالًا : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا صَاحِبٍ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتَبَعْنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ مَا نَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ وَأَقُولُ اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ. فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَابِطُنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نَسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ - رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح

৮৫০. হযরত তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, তিনি (প্রায়শ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে যেতেন। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যেতেন। (এ সম্পর্কে) তিনি বলেন, আমরা যখন সকালে বাজারে যেতাম, তখন সাধারণ খাবার বিক্রেতা, পাকা ব্যবসায়ী, সাধারণ ক্রেতা, ফকীর-মিসকীন যে কোনো লোকের সাথেই সাক্ষাত হতো, তাকেই তিনি সালাম দিতেন। হযরত তুফাইল (রা) বলেন : একদিন আমি ইবনে উমর (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি যথার্থীতি আমায় বাজারে নিয়ে চললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : 'বাজারে গিয়ে আপনি কি করবেন? কেননা, আপনি তো কেনাকাটার জন্যে বাজারে দাঁড়ান না। বাজারের কোন জিনিসের দরদামও জিজ্ঞেস করেননা। এমনকি, বাজারের কোনো আড্ডায়ও বসেন না। আমি বরং বলছি : আসুন, আমরা এখানে বসে পড়ি এবং কিছু কথাবার্তা বলি।' তিনি বললেন : 'হে পেটওয়ালা।' এরূপ সম্বোধনের কারণ হলো, তার পেটটা ছিল একটু বড়ো। আর আমরা তো সালাম বলার জন্যেই সকাল বেলায় বাজারে যাই। সেখানে যাকেই পাই, তাকেই সালাম বলি। (হাদীসটি ইমাম মালিক বিত্তজ্ঞ সনদসহ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

অনুচ্ছেদ : একশো বত্রিশ

সালাম বলার পদ্ধতি ও পরিস্থিতি

সালামের ব্যাপারে একটি মুস্তাহাব পদ্ধতি রয়েছে। যিনি প্রথমে সালাম করবেন, তিনি বহুবচনের সাথে আস্লামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলবেন; যাকে সালাম করা হবে, তিনি বাস্তবে এক ব্যক্তি হলেও। আর জবাবদানকারী 'ওয়া' যোগ করে বলবেন : 'ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।'

৮৫১. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ (عَسْرٌ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ

فَجَلَسَ فَقَالَ : (عِشْرُونَ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ
فَجَلَسَ، فَقَالَ : (ثَلَاثُونَ) رواه ابو داود والترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৮৫১. হযরত ইমরান (রা) বিন্ হুহাইন বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং ‘আসসালামু আলাইকুম’ বললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তারপর সে (আগত লোকটি) বসে পড়লো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তার জন্যে দশটি নেকী বরাদ্দ হয়ে গেছে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এল এবং সে আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ’ বললো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামেরও জবাব দিলেন। এরপর দ্বিতীয় লোকটিও বসে পড়লো তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বিশটি নেকী লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আরেক ব্যক্তি এলো। সে বললো : আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামেরও জবাব দিলেন এবং সেও বসে পড়লো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর জন্যে তিরিশ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৮৫২. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - متفق عليه. وَهَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ الصَّحِيحَيْنِ (وَبَرَكَاتُهُ) وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا وَزِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ .

৮৫২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, ‘এই জিব্রীল (আ) তোমায় সালাম বলছেন। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম : ‘আলাইহিসসালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে বাড়তি হিসেবে ‘বারাকাতুহু’ শব্দটি বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে শব্দটি উল্লেখিত হয়নি।

৮৫৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رواه البخارى. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَثِيرًا

৮৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সিদ্ধান্তমূলক) কোন কথা বলতেন, তখন সেটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। এভাবে কথাটির মর্ম ভালো করে উপলব্ধি করা হতো। আর যখন তিনি কোনো গোত্র বা দলের কাছে যেতেন, তখন তাদেরকেও তিনি বারবার কিংবা তিনবার সালাম করতেন। (বুখারী)

সাধারণত এ ব্যাপারটি ঘটতো তখন, যখন সমাবেশটি হতো বিশাল ও বিরাট আকারের।

৮৫৪. وَعَنْ الْمُقَدَّادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيَجِيءُ

مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ - رواه مسلم

৮৫৪. হযরত মিকদাদ (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে বলেন : আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে তাঁর দুধের অংশ রেখে দিতাম। তিনি রাতে আসতেন এবং এমন ভঙ্গিতে সালাম করতেন, যাতে ঘুমন্ত লোকেরা জেগে না ওঠে অবশ্য জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনতে পেতেন। তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি এলেন এবং সালাম করলেন। (মুসলিম)

৮৫৫. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ قَالُوا بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ - رواه الترمذی وَقَالَ حديث حسن وهذا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْإِشَارَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)

৮৫৫. হযরত আস্মা (রা) বিনতে ইয়াযিদ বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল মহিলা বসেছিলেন। তিনি আপন হাতের ইশারায় (তাদেরকে) সালাম করলেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, এই হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ ও ইঙ্গিত উভয়টিকে একত্র করেছেন। এরই প্রতি সমর্থন জানায় আবু দাউদের এতদসংক্রান্ত হাদীসটি। তাতে হযরত আসমার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন।

৮৫৬. وَعَنْ أَبِي جُرَيْجٍ الْهُجَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَوْتَى - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح وقد سبق لفظه بطوله

৮৫৬. হযরত আবু জুরাই হুজাইমি (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম : ‘আলাইকাস্ সালাম হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন : ‘আলাইকাস্ সালাম বলোনা; কারণ ‘আলাইকাস্ সালাম হলো মৃতদের সালাম।’ (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুবাদ : একশো তেত্রিশ

সালামের রীতি-পদ্ধতি

৮৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةِ لِلْبَخَارِيِّ وَالصَّغِيرِ عَلَى الْكَثِيرِ.

৮৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বাহনে আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম করবে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্পসংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম বলবে। (বুখারী ও মুসলিম) আর বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : ছোটরা সালাম করবে বড়দেরকে।

৪৫৮. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَدِيِّ بْنِ عَجَلَانَ ابْنِ أَبِي هَالِيٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ هُمْ بِالسَّلَامِ - رواه ابو داود باسناد جيد. ورواه الترمذی عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ قَالَ : أَوْ لَا هُمَا بِاللَّهِ تَعَالَى - قَالَ الترمذی هذا حديث حسن

৮৫৮. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমস্ত লোকের মধ্যে আল্লাহর নিকটতর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে লোকদেরকে সবার আগে সালাম বলে।

আবু দাউদ মজবুত সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! দুই ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাত করলে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম করবে? জবাবে তিনি বললেন : 'তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী।' তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশো চৌত্রিশ

কোন ব্যক্তির সাথে নৈকট্যের দরুন বারবার সাক্ষাত হলে তাকে বারবারই সালাম করা মুস্তাহাব— যেমন কারো নিকট থেকে সরে এসে কিংবা আড়ালে গিয়ে আবার ফিরে এলে সালাম করা

৪৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ الْمُسَيِّ صَلَاتُهُ أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ : اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - متفق عليه

৮৫৯. 'মুসিউস সালাত' সংক্রান্ত এক হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়লো। তারপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো এবং তাঁকে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং (লোকটিকে) বললেন : যাও নামায পড়ো। কারণ তোমার নামায পড়া হয়নি। অতএব, লোকটি চলে গেল এবং আবার সে নামায পড়লো। তারপর সে এলো এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো, এমন কি, এভাবে সে তিনবার করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

১৬০. وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ - رواه أبو داود.

৮৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইর সাথে সাক্ষাত করে, সে যেন তাকে সালাম বলে। এরপর যদি তাদের মধ্যে কোনো বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারপর তাদের সাক্ষাত ঘটে তাহলে পুনরায় যেন তাকে সালাম করে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশো পঁয়ত্রিশ

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করা মুস্তাহাব

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা যখন অন্যের ঘরে প্রবেশ করো তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় তোহফা বিশেষ। (সূরা নূর : ৬১)

১৬১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

৮৬১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন, হে পুত্র! তুমি যখন আপন ঘরের লোকদের কাছে যাও, তখন তাদেরকে সালাম করো। এই সালাম বলাটা তোমার এবং তোমার ঘরের লোকদের জন্য বরকতময় হবে। (ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং হাসান)

অনুচ্ছেদ : একশো ছত্রিশ

শিশুদেরকে সালাম করা

১৬২. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ - متفق عليه

৮৬২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো সাঁইত্রিশ

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে সালাম করা, মাহরাম পুরুষকে নারীর সালাম করা এবং ফিৎনার ভয় না থাকলে অপরিচিত মেয়েকে সালাম করার বৈধতা

১৬৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَتْ فَيْنَا امْرَأَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلَاقِ فَتَطْرَحُ فِي الْقَدْرِ وَتُكْرِكُ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَقْدِّمُهُ إِلَيْنَا - رواه البخاری

৮৬৩. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন (এক রেওয়ায়েত অনুসারে আমাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিলেন) তিনি বীট কপির শিকড় হাঁড়িতে ফেলে সিদ্ধ করতেন। তারপর যবের দানা পিষে তার মধ্যে ঢেলে দিতেন। আমরা যখন জুম্মার নামায পড়ে ফিরে আসতাম তখন তাকে সালাম করতাম। এরপর তিনি ঐ খাবার আমাদের সামনে পেশ করতেন। (বুখারী)

১৬৪. وَعَنْ أُمِّ هَانِيَةَ فَاخْتَتِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ قَالَتْ أَتَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتَرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ - وَذَكَرَتْ الْحَدِيثَ - رواه مسلم

৮৬৪. হযরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি তাকে সালাম করলাম। (এভাবে বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

১৬৫. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتُ زَيْدٍ رَضِيَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمْ عَلَيْنَا - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن وهذا لفظُ أَبِي دَاوُدَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فَعُوذُ قَالُوا بِيَدِهِ يَتَسَلِّمُ .

৮৬৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের (মেয়েদের) একটি দলের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি আমাদের সালাম করলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হাদীসের এই শব্দাবলী আবু দাউদের। আর তিরমিযীর শব্দাবলী নিম্নরূপ : একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা সেখানে বসেছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম করলেন।

অনুচ্ছেদ : একশো আটত্রিশ

কাফেরকে প্রথমে সালাম না করা এবং তাদেরকে জবাব দেয়ার পদ্ধতি

১৬৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَصِيْقِهِ - رواه مسلم

৮৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সালাম করার জন্যে এগিয়ে যেওনা (অগ্রবর্তী হয়োনা)। পথিমধ্যে তাদের কারোর সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে সংকীর্ণ গলির দিকে যেতে বাধ্য করো। (মুসলিম)

১৬৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَفُؤُكُوا وَعَلَيْكُمْ - متفق عليه

৮৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আহলি কিতাবরা (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা) তোমাদেরকে সালাম করলে তার জবাবে শুধু ‘ওয়া আলাইকুম’ বলো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮. وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ - عَبْدَةُ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ - متفق عليه

৮৬৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি মসলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে মুসলমান, অংশীবাদী, মূর্তিপূজারী ও ইয়াহুদী সম্মিলিতভাবে উপস্থিত ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালাম করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো উনচল্লিশ

কোন মজলিশ বা সঙ্গী-সাথী থেকে বিদায় নেয়ার সময় দাঁড়িয়ে সালাম করা

১৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيَسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَسَلِّمْ، فَلْيَسَلِّمِ الْأَوَّلَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ - رواه ابو داود والترمذی

৮৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়, সে যেন লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যাবার জন্যে দাঁড়াবে, তখনো তার সালাম করা উচিত। কারণ প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে বেশি উত্তম নয়।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশো চল্লিশ অনুমতি গ্রহণ ও তার রীতি-নীতি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করোনা, যতক্ষণ না সেসব ঘরের লোকদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করো এবং তাদেরকে সালাম করো।’

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যখন তোমাদের ছেলেরা সাবালক হবে, তখন তাদেরকে ঠিক সেভাবেই অনুমতি নিতে হবে, যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে।

(সূরা নূর : ২৭ আয়াত)

৪৭০. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجُ - متفق عليه

৪৭০. হযরত আবু মুসা আশ‘আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনুমতি তিনবার গ্রহণ করবে। যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে। নচেত ফেরত চলে যাবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৪৭১. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ - متفق عليه

৪৭১. হযরত সাহল ইবনে সা‘দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (অনাকাঙ্ক্ষিত) দেখাদেখি বন্ধ করার জন্যে অনুমতি গ্রহণকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৪৭২. وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ رَضِيَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَلَيْحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِخَادِمِهِ : أَخْرِجْ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانُ فَقُلْ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَادْنِ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ

فَدَخَلَ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৭২. হযরত রিবঈ ইবনে হিরাশ (রা) বর্ণনা করেন, বনু আমরের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে বলেন, একদা তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজের ঘরে অবস্থান করছিলেন। লোকটি জানতে চাইলো, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে বললেন, ঐ লোকটির কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দাও। তাকে বলো, সে যেন এ রকম বলে : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসবো। লোকটিকে এভাবেই বলা হলো। এরপর সে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসতে পারি? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং লোকটি ভিতরে প্রবেশ করলো।

(আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন)

৪৭৩. عَنْ كِلْدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ رَضِيَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ - رواه ابو دواد والترمذی وقال حديث حسن

৮৭৩. হযরত কিলদাহ ইবনে হাম্বল (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম ও আমি তাকে সালাম বললাম না। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন, ফিরে যাও এবং তারপরে এসে বলো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? (আবু দাউদ ও তিরমিযী) —তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশো একচল্লিশ

অনুমতি প্রার্থীকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে তিনি কে? তখন সে যেন নিজের নাম, ঠিকানা, পরিচিতি, উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করে এবং আমি বা এ ধরনের কোন অস্পষ্ট কথা না বলে।

৪৭৪. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ فِي الْإِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي جَبْرِيلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : جِبْرِيلُ ؟ قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ - وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِ هُنَّ يُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ : جِبْرِيلُ - متفق عليه.

৮৭৪. হযরত আনাস (রা) মিরাজ সংক্রান্ত এক বিখ্যাত হাদীসে বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমায় নিয়ে পৃথিবীর (কিংবা তার নিকটবর্তী) আসমানের দিকে গেলেন এবং দরজা খোলালেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, কে? বলা হলো, জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সঙ্গে

কে ? জবাব দেয়া হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর আমায় দ্বিতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দরজা খোলানো হলো। জিজ্ঞেস করা হলো কে ? বলা হলো, জিব্রীল। আবার প্রশ্ন করা হলো, তোমার সঙ্গে কে ? বলা হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং অন্যসব আসমানের দরজায় জিজ্ঞেস করা হলো কে? জবাবে বলা হলো আমি জিব্রীল। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৭৫. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَاتَّفَقَ قَرَأْنِي فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ - متفق عليه

৮৭৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী পায়চারী করছেন। আমি তাঁদের ছায়ায় পথ চলতে লাগলাম। তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন : কে ? নিবেদন করলাম : ‘আমি আবুযার।’ (বুখারী ও মুসলিম)

৪৭৬. وَعَنْ أُمِّ هَانِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ - متفق عليه

৮৭৬. হযরত উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘কে এসেছে ?’ জবাব দিলাম : ‘আমি উম্মে হানী।’ (বুখারী ও মুসলিম)

৪৭৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا، فَقَالَ : أَنَا أَنَا ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - متفق عليه

৮৭৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এসে দরজায় টোকা দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন : ‘কে ?’ নিবেদন কলাম : ‘আমি’, তিনি বললেন : ‘আমি’ ‘আমি’ (অর্থ) কি ? অর্থাৎ তিনি আমার জবাবকে অপছন্দ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো বিয়াল্লিশ

হাঁচি দানকারী আলহামদুলিল্লাহ বললে তার
জবাব দেয়া এবং হাই তোলায় নিয়মাদি

৪৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا تَشَاؤُبٌ

فَاتِمًا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ - رواه البخارى

৮৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে, তখন যে মুসলমানই এটা শোনে, তার ওপর ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা জরুরী হয়ে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, হাই ওঠার ব্যাপারটি সংঘটিত হয় শয়তানের তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই ওঠার উপক্রম হয়, সে যেন সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান পুলকিত হয়। (বুখারী)

৮৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার বলা উচিত, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং তার সঙ্গী-সাথীর বলা উচিত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। তাঁর উদ্দেশ্যে যখন বলা হয় ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’, তখন এর জবাবে বলা উচিত, ‘ইয়ারহাদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম।’ (বুখারী ও মুসলিম)

৮৮০. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

৮৮১. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

৮৮২. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

৮৮৩. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

৮৮৪. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে, তখন তোমরা তার জবাব দেবে। আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে তোমরাও তার জবাব দেবে না। (মুসলিম)

একজনকে জবাব দিলেন এবং দ্বিতীয় জনকে কিছুই বললেন না। যাকে তিনি কিছুই বললেন না, সে জানতে চাইল, অমুক ব্যক্তি হাঁচি দিলে তার জবাবে আপনি ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বললেন, আর আমার হাঁচির জবাবে তো আপনি কিছুই বললেন না? জবাবে তিনি বললেন : ঐ লোকটি হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ্ বলেছে, কিন্তু তুমি তো কিছুই বলোনি। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৪২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِئِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَ الرَّأْيَى - رواه ابو داود والترمذی

৮৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখের ওপর নিজের হাত বা কাপড় চেপে ধরতেন এবং হাঁচির আওয়াজকে নিম্নমুখী করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযীর মতে, হাদীসটি হাসান ও সহীহ

৪৪৩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَا طَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رواه ابو داود والترمذی

৮৮৩. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ইচ্ছা করে হাঁচি দিত। তারা এই আশা পোষণ করত যে, তাদের হাঁচির জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলবেন : ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ এবং এর জবাবে তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবে : ‘ইয়ারহাদী কুমল্লাহ ওয়া ইয়ুসলিহ্ বালাকুম’ (আল্লাহ তোমাদের হেদায়েত করুন এবং তোমাদের অবস্থায় সংশোধন করুন)। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৪৪৪. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِئِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - رواه مسلم

৮৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, সে যেন নিজের হাত মুখে চাপ দেয়। কারণ (মুখ খোলা পেলে) শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশো তেতাল্লিশ

পারম্পরিক সাক্ষাতের সময় করমর্দন করা, মহৎ লোকের হাতে এবং আপন ছেলেকে সন্নেহে চুমো দেয়া ইত্যাদি

৪৪৫. عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسَ : أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ - رواه البخارى.

৮৮৫. হযরত আবুল খাত্তাব কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কি করমর্দনের প্রচলন ছিল ? তিনি জবাবে বললেন : ‘হ্যাঁ’। (বুখারী)

৪৪৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافِحَةِ - رواه ابو داود باسناد صحيح

৮৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন ইয়েমেন থেকে লোকেরা এলো, তখন রাসূলে আকরাম (স) বললেন, তোমাদের কাছে ইয়েমেনবাসীরা এসেছে। তারাই এসে প্রথমে করমর্দন করেছে। (আবু দাউদ)

৪৪৭. وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَا فَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا - رواه ابو داود

৮৮৭. হযরত বার্বা‘আ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু’জন মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং করমর্দন করে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ)

৪৪৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَحَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْتَحَنِ لَهْ قَالَ : لَا قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيَقْبِلُهُ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ - رواه لترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

৮৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জানতে চাইল : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে কি তার সামনে মাথা ঝুঁকাবে ? জবাবে তিনি বললেন : ‘না’। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, সে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে ? তিনি জবাব দিলেন : ‘না’। লোকটি আবার জানতে চাইল : তাহলে কি সে বন্ধুর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মর্দন (মুসাফাহা) করবে ? তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ’। (তিরমিযী)

৪৪৯. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَاتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ : فَقَبَّلَ يَدَهُ وَرَجَلَهُ وَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ - رواه الترمذی وغيره باسناد صحيح

৮৮৯. হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ইয়াহুদী তার সঙ্গীকে বললো, আমাকে সেই নবীর কাছে নিয়ে চলো। অতঃপর তারা দু’জন রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। এবং তাঁকে 'নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন' সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। এরপর হাদীসটি এই পর্যন্ত বর্ণনা করলো যে, তারা উভয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পায়ে চুমু খেলো। এবং সেই সঙ্গে বললো যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আপনি (আল্লাহর) নবী।' (তিরমিযী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪৯০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِيهَا فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ - رواه ابو داود

৮৯০. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করছেন যে, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব নিকটবর্তী হলাম এবং আমরা তাঁর হাতে চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ)

৪৯১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَرْثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَجْرُؤُهُ فَأَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ - رواه الترمذی

৮৯১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যারয়েদ ইবনে হারেসা মদীনায় এলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরে ছিলেন। যারয়েদ (তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে) আমার ঘরে এলেন এবং দরজায় টোকা দিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় সামলাতে সামলাতে উঠে গেলেন এবং যারয়েদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁকে আদর করলেন। (তিরমিযী)

৪৯২. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَ لَوْ أَنَّ تَلْقَى أَخَكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ - رواه مسلم

৮৯২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : কোন পুণ্যকেই তোমরা সামান্য মনে করোনা, যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো ব্যাপার হয়, তবুও। (মুসলিম)

৪৯৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْآقَرَعُ بْنُ حَابِسٍ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَكْدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ - متفق عليه

৮৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলীকে চুমু খেলেন। তা দেখে আকরা ইবনে হাবিস বললেন : আমার তো দশটি ছেলে আছে। আমি তাদের কাউকে কখনো চুম্বন করিনি। (এটা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেনা, তার প্রতিও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করা হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ৬

كِتَابُ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ

(রোগীর পরিচর্যা)

অনুবাদ : একশত চুয়াত্তিশ

রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অনুগমন, জানাযার নামায পড়া, দাফনের সময়
উপস্থিত থাকা এবং দাফনের পর কবরের নিকট অবস্থান

৯৯৬. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَزَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ -
متفق عليه

৮৯৪. হযরত বারীয়া ইবনে আযেব বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুগীর পরিচর্যা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচির জবাব দেয়া, শপথ গ্রহণকারীর শপথ পূর্ণ করা, মজলুমকে সাহায্য করা, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِبَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ - متفق عليه

৮৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুসলমানদের ওপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে। (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রুগীর পরিচর্যা করা, (৩) জানাযায় অনুগমন করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা, (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৬. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تُعُدَّهُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدَّتَهُ لَوَجَدْتَ تَنِيَّ عَنْهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَطْعِمْتُمْ فَلَمْ تَطْعِمْنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَطْعِمْهُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ! قَالَ :

يَا رَبِّ كَيْفَ أَصْفِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ اسْتَغْفِرْ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْفِهْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَفَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي - رواه مسلم

৮৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ কেয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমার রোগ পরিচর্যা করনি। তখন সে নিবেদন করবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে তোমার রোগ পরিচর্যা করতাম? আপনি তো বিশ্ব জাহানের প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার কি জানা নেই আমার ওমুক বান্দা রুগ্ন হয়ে পড়েছিল, তুমি তার রোগ পরিচর্যা করনি। সাবধান! তোমার জানা থাকা উচিত তুমি যদি তার রোগ পরিচর্যা করতে তাহলে আমাকে তার নিকটেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে নিবেদন করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমায় কিভাবে খাবার খাওয়াতাম, যখন আপনি নিজেই বিশ্বলোকের প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার ওমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তোমার জানা উচিত ছিল, তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে তার সওয়াব আমার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমায় কিভাবে পানি পান করাতাম? যেহেতু আপনি বিশ্বলোকের প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার কাছে আমার ওমুক বান্দা পানি খেতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাননি। সাবধান! তোমার জানা উচিত তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার সওয়াব আমার কাছ থেকেই পেতে। (মুসলিম)

৮৯৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوذُوا بِالْمَرِيضِ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفَكُّوا الْعَانِي. رواه البخاري -

৮৯৭. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তির রোগ পরিচর্যা কর, ক্ষুধাতকে খাবার দাও। (বুখারী)

৮৯৮. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْقَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْقَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَّاها - رواه مسلم

৮৯৮. হযরত সাওবান (রা) বলেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইয়ের সেবা-যত্ন করে তখন সে (মূলত) জান্নাতের ফল-ফলাদি আহরণে লিপ্ত থাকে, এমন কি সে ফিরে আসা পর্যন্ত। (মুসলিম)

৮৯৯. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَّعُودُ مُسْلِمًا غَدُوَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

৮৯৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান সকাল বেলায় কোনো মুসলমানের রোগ পরিচর্যা করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যার সময় সে সেবা-যত্ন করে তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এবং জান্নাতে তার জন্য ফুল বিছানো হয়। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

৯০০. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَنَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : أَسَلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ : أَطْعِمَ أَبَا الْقَاسِمِ فَاسَلِمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتَقَدَّرُ مِنَ النَّارِ - رواه البخارى .

৯০০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একটি ইহুদী বালক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতো। একবার সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন; তিনি তার মাথার কাছে বসে বলতে লাগলেন, ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তার কাছে বসা পিতার দিকে তাকালো, তখন সে বললো : আবুল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর ছেলেটি মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে দোষখ থেকে বাঁচিয়েছেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত পয়তাল্লিশ

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কিভাবে দো‘আ করতে হয়

৯০১. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سَفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ الرَّأْوِيَّ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ تَرَبُّةً أَرْضُنَا بِرَبْقَةٍ بَعْضُنَا ، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا - متفق عليه

৯০১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিবেশীদের রোগ-ব্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যেতেন। তিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ফোড়া, আঘাত ইত্যাদি স্থানে দান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন : হে আল্লাহ! মানুষের প্রভু! এই ব্যক্তির রোগব্যাদি দূর করে দাও, একে নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময়দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময়কারী নেই। তুমি এমন নিরাময় দাও যাতে কোনো রোগব্যাদি অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯০২. وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ بِمَسْحِ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَيَقُولُ ، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا - متفق عليه

৯০২. হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন : কোনো ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় রোগ-ব্যাদি জনিত কষ্টের কথা ব্যক্ত করলে তিনি নিজের শাহাদাত আঙুল মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর সেটিকে তুলে এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন: “আল্লাহুমা রব্বান নাস! আযহিবিল্ বাস, ইশ্ফি আনতাহ্ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা”— আল্লাহর নামে বলছি, আমাদের জমিনের মাটি, আমাদের কারো কারো খুথুর সাথে মিশে আছে আমাদের প্রভুর নির্দেশ ক্রমে। আমাদের রুগী সে কারণে নিরাময় হয়ে যাক। (বুখারী ও মুসলিম)

৯০৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَثَابِتٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَلَا أَرَقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، الْأَشْفَى إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا - رواه البخارى .

৯০৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি সাবেত (রহ)-কে বলেন, আমি কি তোমায় রাসূলে আকরাম (স)-এর মতো ফুঁ দেবো না। তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন হযরত আনাস এই দো‘আ করলেন : “আল্লাহুমা রব্বান নাস, মুযহিবাল বাস! ইশ্ফি আনতাহ্ শাফী, লা শাফিয়া ইল্লা আনতা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা”— হে আল্লাহ! মানুষের প্রভু, রুগীর রোগ নিরাময়কারী, তুমি নিরাময় দান কর, তুমিই নিরাময় দানকারী। তুমি ছাড়া আর কোনো নিরাময় দানকারী নেই, তুমি এমন নিরাময় দান করো; যার ফলে কোনো রোগব্যাদি অবশিষ্ট থাকবে না। (বুখারী)

৯০৪. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا - رواه مسلم

৯০৪. হযরত সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রোগ-ব্যাদি সম্পর্কে খবর নিয়ে বলেন : হে আল্লাহ! সা‘দকে নিরাময় দান কর, হে আল্লাহ! সা‘দকে নিরাময় দান কর। হে আল্লাহ! সা‘দকে নিরাময় দান কর। (মুসলিম)

৯০৫. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ - رواه مسلم

৯০৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ উসমান ইবনে আবুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি তার রুগ্নতার কষ্ট নিয়ে একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শরীরের যে অংশে তোমার কষ্ট হচ্ছে, সেখানে নিজের হাত রাখো, তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ বোলো এবং সাতবার এই দো‘আ বোলো : “আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু

রিয়াদুস সালেহীন

ওয়া উহাযিরু” অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর ইযত ও তাঁর কুদরতের সাথে সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে আমি ভয় করি। (মুসলিম)

৯০৬. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلَهُ فَقَالَ عَنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ : إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

৯০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে (যার মৃত্যু আসন্ন নয়) এবং তার কাছে বসে নিম্নোক্ত কথাগুলো সাতবার উচ্চারণ করে : “আসআল্লাহাল আযীম রব্বাল আরশিল আযীম আইয়্যাশ্ফিয়াকা” অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ বিশাল আরশের প্রভুর কাছে নিবেদন করছি যে, তিনি তোমার নিরাময় দান করুন; তাহলে আল্লাহ তাকে উক্ত রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় দান করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। হাকেম বলেন, বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।

৯০৭. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى عَرَابِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ : لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বন্দুর (গ্রাম্য আরবের) অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে তার বাড়িতে গেলেন। আর তিনি যখনই কোনো রুগীর খোঁজ-খবর নিতে যেতেন, তখন বলতেন : কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়, রোগ-ব্যাধি (গুনাহ থেকে) মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে ইনশাআল্লাহ। (বুখারী)

৯০৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اسْتَكَتَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯০৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত জিব্রাইল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন জিব্রাইল (ফুঁ দিয়ে) নিম্নের শব্দগুলো বললেন : “বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনি হাসেদিন, আল্লাহ ইয়াশফীকা, বিসমিল্লাহি আরকীকা” অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি আপনাকে এমন প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে ঝাড়-ফুক করছি যা আপনাকে কষ্টদান করে; সেই সঙ্গে প্রতিটি সত্তার অনিষ্ট এবং হিংসুটের চোখের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে ঝাড়-ফুক করছি। আল্লাহই আপনাকে নিরাময় দান করবেন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়-ফুক করছি।

(মুসলিম)

৯০৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ - وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي - وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْحَمْدُ وَلِيَ الْمُلْكُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي - وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

৯০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি বলে যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার” (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহর সত্তা অত্যন্ত বিশাল), তার প্রভু একথার সত্যতা প্রতিপাদন করে বলেন। আমি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, এবং আমার সত্তা অনেক বিশাল। যখন কেউ বলে যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু” অর্থাৎ (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই), তাঁর কোনো শরীক নেই তখন আল্লাহ বলেন ; আমি একাই ইবাদতের যোগ্য; আমার কোনো অংশীদার নেই। আর যখন বলে : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলুকু ওয়া লাহুল হামদু” (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁরই জন্যে সমগ্র বাদশাহী এবং তাঁরই জন্যে সমগ্র প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন : আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা এবং আমার জন্যেই বাদশাহী ও রাজত্ব। আর যখন বলে ; “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং নেকি করার শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই, তখন আল্লাহ বলেন : আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই), আর পাপ থেকে বাঁচা এবং পূণ্য করার শক্তি কেবল আমারই মধ্যে আছে, এবং আরো বলেন : যে ব্যক্তি এই কথাগুলোকে নিজের অসুস্থতার সময়ে বলে এবং তারপর মারা যায়। তাকে দোষ কখনো ভক্ষণ করবে না। (তিরমিযী) হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশত ছিচল্লিশ

রুগ্ন ব্যক্তির পরিবারবর্গ থেকে রোগের অবস্থা জানার নিয়ম

৯১০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ، يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا - رواه البخاری

৯১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করেন সে রোগে আক্রান্ত থাকাকালে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলে আকরামকে দেখে বাইরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস

রিয়াদুস সালেহীন

করল : হে আবুল হাসান ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কিরূপ ?
তিনি বললেন : আলহামুলিল্লাহ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ আছেন।
(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত সাতচল্লিশ

নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ ব্যক্তির কি বলা উচিত

৯১১. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَى يَقُولُ ! اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى . متفق عليه

৯১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি বলছিলেন : “আল্লাহ্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিকনী বিররফীকিল আলা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।
(বুখারী ও মুসলিম)

৯১২. وَعَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ -
رواه الترمذی .

৯১২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মৃত্যুর পূর্বাবস্থায় দেখেছি তখন তার কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা ছিল। তিনি নিজের হাত পেয়ালার মধ্যে রাখতেন তারপর পানি ভেজা হাত নিজের চেহারার ওপর বুলাতেন; তারপর দো‘আ করতেন : হে আল্লাহ! মৃত্যুর কঠিনতা এবং অচেতনতার ব্যাপারে আমায় সাহায্য কর।
(তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশত আটচল্লিশ

রুগীর ঘরের লোকেরা এবং খাদেমগণকে রুগীর সাথে সদ্‌আচরণ করা এবং
রুগীকে কষ্টের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং যার মৃত্যু
শরীয়শাস্তি, কেসাস ইত্যাদি কারণে নিকটবর্তী হবে
তার ব্যাপারে উপদেশ প্রদান।

৯১৩. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيَهَا فَقَالَ : أَحْسِنِ إِلَيْهَا
فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتْنِي بِهَا فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجِمَتْ ثُمَّ
صَلَّى عَلَيْهَا - رواه مسلم

৯১৩. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচারের দরুন গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। এবং নিবেদন করলো : হে আল্লাহর রাসূল। আমি চরম দণ্ড (হদ্) লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। আমাকে সে দণ্ড প্রদান করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটির অভিভাবককে ডাকলেন। এবং বললেন : এর প্রতি দয়ালুতার আচরণ প্রদর্শন করো। এর সন্তান প্রসব হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি এই আদেশ মুতাবেকই কাজ করলো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, তাকে তার কাপড় দিয়ে খুব শক্তভাবে বাঁধো। সে মুতাবেক তাকে বাধা হলো। এরপর তার ওপর 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হলো। মৃত্যুর পর তিনি নিজেই মহিলাটির জানাযার নামায পড়ালেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত উনপঞ্চাশ

রুগীর পক্ষে আমার জ্বর এসেছে, আমার মাথা কেটে যাচ্ছে কিংবা তীব্র বেদনা অনভূত হচ্ছে ইত্যাদি কথা বলা জায়েয এবং এসব কথা বলার সময় যদি অসন্তুষ্টি কিংবা ক্ষোভের কোনো প্রকাশ না ঘটে তবে এতে দোষের কিছু নেই।

৯১৪. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَّتْهُ فَقُلْتُ : إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا - فَقَالَ : أَجَلَ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ - متفق عليه

৯১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার শরীরে জ্বর ছিল। আমি বললাম : আপনার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর। তিনি বললেন : হ্যাঁ; আমার শরীরে তোমাদের দুজনের মতো জ্বর আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯১৫. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ : بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتْنِي إِلَّا ابْنِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - متفق عليه

৯১৫. হযরত সাদ ইবনে আবী ওক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে এলেন। আমার শরীরে প্রচণ্ড বেদনা ছিল। আমি নিবেদন করলাম : আপনি লক্ষ্য করছেন আমার কত তীব্র কষ্ট। আমি ধনবান মানুষ। আমার উত্তরাধিকারী শুধু আমার মেয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯১৬. وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ وَآرَأَسَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَآرَأَسَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - رواه البخارى .

৯১৬. হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন : হায়!

আমার মাথা। এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন : একথা না বলে বল, আহা! আমি বলছি আমার মাথা ব্যাথা। অর্থাৎ মাথা ব্যাথার কারণে একথাটা এভাবে বল। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত পঞ্চাশ

মৃত্যু পথযাত্রীকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার উপদেশ প্রদান

৯১৭. عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

৯১৭. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তির মুখে সর্বশেষ কথা হিসেবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” উচ্চারিত হয় সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে। (আবু দাউদ ও হাকেম)

হাকেম বলেন : এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

৯১৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কালেমাটি বার বার বলতে থাক। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত একান্ন

মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দো‘আ পড়া উচিত

৯১৯. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ : لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ : ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِ بَيْنَ وَآخِلَفِهِ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَايِرَيْنِ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু সালামার গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তার চোখটি স্থবির হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে দুটিকে বন্ধ করতে গিয়ে তিনি বলেন, যখন রুহকে কবর করা হয় তখন চোখ তাকে অনুসরণ করে। একথায় আবু সালামার ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি ও চীৎকার করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন : নিজেদের জন্যে

কল্যাণ ছাড়া আর কোনো দো'আ করোনা। কেননা তোমরা যা কিছুই বলছো ফেরেশতারা তাতে আমীন বলছে। এরপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আবু সালামাকে তুমি ক্ষমা করো। এবং তার মর্যাদাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সমুন্নত করো। এরপর তার পিছনে থাকা লোকদের মধ্যে তার প্রতিনিধি বানাও। আর হে রাব্বুল আলামীন। তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্যে তার কবরকে আলোকিত করো।

(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত বায়ান্ন

মৃত্যু পথযাত্রীর পার্শ্বে বসে কী বলা হবে ? মৃত্যু পথযাত্রীর
উত্তরাধিকারীগণকে কী বলতে হবে ?

৯২০. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْأَمِيتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقِبِي حَسَنَةً فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ : مُحَمَّدًا ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْأَمِيتَ عَلَى الشَّكِّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ الْأَمِيتَ بِلا شَكٍّ -

৯২০. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে যাও, তখন উত্তম কথাবার্তা বোলো। কারণ তোমরা যে কথাবার্তা বোলো, সে ব্যাপারে ফেরেশতারা 'আমীন' বলে থাকে। উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন। আবু সালামা (রা) যখন মারা গেলেন তখন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এবং নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামা (রা) তো মারা গেছেন। তিনি বললেন : তাহলে (তঁার অনুকূলে দো'আ করতে করতে) বোলো : হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্যে তার বদলে উত্তম বিনিময় দান করো; তখন আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ আমায় এমন মানুষ দান করেছেন, যে আমার জন্যে আবু সালামা (রা)-এর চেয়ে অনেক ভালো ; অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুসলিম এভাবেই সন্দেহের সাথে (রুগ্ন কিংবা মৃত্যু পথযাত্রী) শব্দের উল্লেখ করেছেন আর আবু দাউদ 'মৃত' শব্দটি নিসংশয়ে উল্লেখ করেছেন।

৯২১. وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ : اللَّهُمَّ أَزْجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا : إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ : فَلَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯২১. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো বান্দা নেই যার ওপর বিপদ আপোতিত হয় এবং সে বলে ইন্নান্নিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজীউন আল্লাহুমা আজুবনী ফী মুশীবাতি ওয়াখলুফ লী খাইরান লিনহা (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিয়ে যেতে হবে। হে আল্লাহ! এই মুসিবতের সময় আমায় সওয়াব দান করো এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করো)। মহান আল্লাহ তাকে এই মুসিবতের উপর সওয়াব দান করেন এবং এর জন্য এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন : যখন আবু সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করি যেগুলো উচ্চারণ করতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেন। (মুসলিম)

৯২২. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ ! نَعَمْ ، فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعْ ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ! ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯২২. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির শিশু সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার (রুহ)-কে কবজ করছো? তারা জবাব দেয়— জী হ্যাঁ, তখন আল্লাহ বলেন, তোমরা তার অন্তরের ফলকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। তারা জবাব দেয়— জী হ্যাঁ। তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা জবাব দেয়— সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে এবং ইন্নান্নিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজীউন বলেছে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম রাখ বাইতুল হাম্দ। (তিরমিযি)

৯২৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, আমি যখন মুমিন বান্দার পার্থিব জীবনের সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিসটি ছিনিয়ে নেই আর সে সওয়াবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো বিনিময় নেই। (বুখারী)

৯২৪. وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْسَلَتْ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوْ ابْنًا - فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرَّهَا فَلْتَصَبِّرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ -
متفق عليه

৯২৪. হযরত ওসামা বিন জায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর কাছে এই পয়গাম পাঠান যে, তিনি যেন বাড়ি চলে আসেন এবং তাকে এও খবর দেয়া হয় তার এক বাঁচাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করছে। তিনি (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদদাতাকে বললেন, বাড়ি ফিরে যাও এবং তাকে বল : আল্লাহ্ যা নিয়ে গেছেন তা তারই জন্য আর তিনি যা দিয়েছেন তাও তারই জন্য। তার কাছে প্রতিটা জিনিসই নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং সওয়াব লাভের জন্য অপেক্ষায় থাকা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ৪ একশত তেগ্নান

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা জায়েয নয়, কান্নাকাটি করা জায়েয

এই ব্যাপারে সামনে একটি অধ্যায় আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। অবশ্য কান্নাকাটিকে বারন করার হাদীসও বর্তমান রয়েছে। মৃত ব্যক্তির ঘরের লোকদের কান্নাকাটির কারণে মৃত্যুর আযাব হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার আলোকে এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, যখন মৃত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কান্নাকাটির ওয়াসিয়ত করে সেই সঙ্গে যে কান্নাকাটিতে চিৎকার ও বিলাপ প্রকাশ করা হয় তা থেকে লোকদের বিরত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ চিৎকার ও বিলাপ ছাড়া কান্নাকাটি করার অনুমতি সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্তমান রয়েছে।

৯২৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكَوْا - فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - متفق عليه

৯২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদ বিন ওবাদার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওক্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ। রাসূলের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে দেখে কেঁদে ফেললেন। আর তাকে কাঁদতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি শোননি আল্লাহ্ পাক অশ্রুপাত এবং শোকার্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন না। তবে (জিহবার দিকে ইশারা করে) বলেন, এর কারণে হয় আজাব দিবেন কিংবা রহম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯২৬. وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَاضَتْ

عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ! مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ - متفق عليه

৯২৬. হযরত ওসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাঁর নাটিকে তুলে ধরা হয় যখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। হযরত সাদ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি? (অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো রহমত, যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে দান করেছেন, আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি রহম প্রদর্শনকারীদের ওপর রহম করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯২৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ وَالْأَحَادِيثُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

৯২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের কাছে এলেন, তখন সে মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (এটা দেখে) হযরত আবদুর রহমান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও কাঁদছেন! তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান বিন আউফ, এটা আল্লাহর রহমত। আবার তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন : চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে এবং হৃদয় হয় ভারাক্রান্ত। তবে আমি শুধু সেই কথাগুলোই বলছি যেগুলো আমার প্রভু পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম আমার তোমার বিচ্ছিন্নতার কারণে শোকার্ত। (বুখারী)

মুসলিম এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেছে। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস বিস্ময়কর এবং প্রসিদ্ধ। তবে এই ব্যাপারে আল্লাহ ভাল জানেন।

অনুচ্ছেদ : একশত চুয়ান

মৃতের দেহের আপত্তিকর বস্তু দেখে তার উল্লেখ না করা

৯২৮. عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

৯২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত গোলাম হযরত আবু রাফি আসলাম (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায় এবং তার দোষ আড়ালে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করে দেন। (হাকীম)

তিনি বলেন মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি বিশুদ্ধ।

অনুচ্ছেদ : একশত পঞ্চাশ

মৃতের নামাযে জানাযা, সেই সঙ্গে জানাযার সাথে চলা এবং দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ। অবশ্য জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়ার আপত্তি

৯২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ - متفق عليه

৯২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জানাযাকে অনুসরণ করল এবং তার সাথে জানাযার নামায পড়ল, সে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে সে দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, দুই কিরাত কত পরিমাণকে বলা হয় ? তিনি বললেন দুটি বড় পাহাড়ের সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৩০. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَنْهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ - رواه البخارى

৯৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো জানাযার সাথে ঈমান সহকারে এবং সওয়াব লাভের প্রত্যাশায় গমন করে এবং জানাযার নামায আদায় ও দাফন পর্যন্ত অবস্থান করে সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লেও দাফনের পূর্বেই ফিরে এল সে এক কিরাত সওয়াব লাভ করবে। (বুখারী)

উল্লেখ্য এক কিরাত সমপরিমাণ ওছদ পাহাড়।

৯৩১. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ قَالَتْ : نَهَيْتُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - متفق عليه.

৯৩১. হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমাদেরকে জানাযার সাথে চলতে বারণ করা হয়েছে। তবে আমাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

এর তাৎপর্য এই, এ কাজ থেকে বারণ করতে খুব জোর দেয়া হয়নি, যেভাবে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে জোর দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ : একশত ছাপ্পান

জানাযার নামাযে বিপুল পরিমাণে অংশ গ্রহণের সওয়াব এবং তিন কিংবা তিনের অধিক কাতার বানানো নিয়ম

৯৩২. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مَيَّتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ - رواه مسلم

৯৩২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মৃত ব্যক্তির জানাযায় একশত মুসলমান অংশগ্রহণ করে এবং তারা মৃতের অনুকূলে সুপারিশ করে সেক্ষেত্রে ঐ সুপারিশকে কবুল করা হবে। (মুসলিম)

৯৩৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مِمَّنْ رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ - رواه مسلم

৯৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমানই মৃত্যুবরণ করে এবং চল্লিশ জন মুসলমান তার জানাযায় শরীক হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, আল্লাহ মৃতের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। (মুসলিম)

৯৩৪. وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزْزِيِّ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ حُبَيْرَةَ رَضِيَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَاءُ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৩৪. হযরত মুরশাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়াজনি (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত মালিক বিন হুবারা (রা) যখন জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযায় অংশ গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা কম হত তখন তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন তারপর বলতেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির জানাযায় তিনটি কাতার হয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ : একশত সাতান্ন

জানাযার নামাযে কি পড়া হবে ?

ইমাম নববী (রহ) বলেন, এ নামাযে চার তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীরের পর আউজুবিল্লাহ পড়বে এবং তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর পড়বে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ পড়বে। (আল্লাহ হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা 'আলী মুহাম্মদ) উত্তম হলো পুরা দরুদ (হামিদুন মাজিদ) পর্যন্ত পড়া এবং সাধারণ লোকেরা যেভাবে বলে সেভাবে না বলা (ইন্নাল্লাহা ওয়াম্মাল্লাইকাতাহ ইউসাল্লুনা আলা নবী এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। এই পর্যন্ত পড়ার পর বিরত থাকলেই জানাযা নামায বিতৃষ্ণ

হবেনা। এরপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃত ব্যক্তি এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দো'আ পড়বে। আমরা ইনশাআল্লাহ হাদীস শরীফ থেকে এই দো'আগুলো উল্লেখ করবো। এরপর চতুর্থ তকবীর বলবে এবং দো'আ করবে। উত্তম দো'আ হলো এই যে, আল্লাহ হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিনা বদাহু ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং এরপর আমাদেরকে ক্ষেত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা এবং তাকে এবং আমাদেরকে মার্জনা করো এ ব্যাপারে অধিকতর পছন্দনীয় কথা এই যে, চতুর্থ তকবীরে দো'আর শব্দগুলো অধিকাংশ লোকের অভ্যাসের পরিপন্থী। ইবনে আবি আওফার হাদীসের দৃষ্টিতে (যার উল্লেখ আমরা শীগগীরই করবো ইনশাআল্লাহ) বেশি পড়বো। অবশ্য তৃতীয় তকবীরের পর উদ্ধৃত দো'আ সমূহের মধ্যে কতিপয় দো'আর উল্লেখ আমরা করছি।

৯৩৫. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَآكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ - رواه مسلم

৯৩৫. হযরত আবু আবদুর রহমান আওফ ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়েন তখন আমি তার কাছ থেকে দো'আ মুখস্ত করি। তিনি এই বলে দো'আ করছিলেন : “আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযলাহু ওয়া ওয়াসুসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মাহে ওয়াস সালজে ওয়ালা বারাদে ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাসু সাওবাল আব্ইয়াদা মিনাদ দানাসে, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লালান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহু জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন নার” অর্থাৎ হে আল্লাহ! একে তুমি ক্ষমা করো এবং এর প্রতি দো'আ প্রদর্শন করো, একে শাস্তি প্রদান করো, এর ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দাও। একে সম্মানজনক স্থান দান করো, এর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। একে পানি, বরফ ইত্যাদি দ্বারা ধুয়ে দাও। একে ভুল-ত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। একে দুনিয়ার ঘর থেকে উত্তম ঘর দান করো এবং দুনিয়ার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করো, দুনিয়ার স্ত্রী থেকে উত্তম স্ত্রী দান করো এবং একে জান্নাতে দাখিল করো। একে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। (রাসূলে আকরামের দো'আয় প্রভাবিত হয়ে) আমি এই মর্মে আকাংখা করলাম, আমি নিজেই যদি এই মৃত ব্যক্তি হতাম। (মুসলিম)

৯৩৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إِسْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ - وَأَبُوهُ صَحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرْنَا وَأَنْشَأْنَا وَشَاهِدْنَا وَغَانَيْنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّيْتَهُ مِنْنَا فَأَحْبِبْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْنَا فَتَوَقَّهِ

عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ اَبِي هُرَيْرَةَ
وَلَا شَهْلِيَّ وَرَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ قَتَادَةَ قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثُ اَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ
عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ -

৯৩৬. হযরত আবু হুরাইরা, আবু কাতাদাহ, আবু ইবরাহীম আশহালী নিজের পিতা থেকে (এবং তাঁর পিতা একজন সাহাবী), তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়ান এবং এই মর্মে দো'আ করেন : আল্লাহুমা গফির লিহায়িনা ওয়া মাহিয়্যিতিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুমা মান আহইয়াইতাছ মিন্না ফাআহইহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাছ মিন্না ফাতাওয়াফফাহ আলাল ঈমান, ইল্লাহুমা লা তাহরিমনা আজরাহ ওয়ালা তাকতিন্না বাদাহ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিতদের এবং আমাদের মৃতদের ক্ষমা করো, আমাদের ছোটদের ও আমাদের বড়দেরও ক্ষমা করো, আমাদের পুরুষদের ও আমাদের মেয়েদেরকেও ক্ষমা করো এবং আমাদের উপস্থিতদের ও আমাদের অনুপস্থিতদেরও ক্ষমা করো।' 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার যাকে তুমি জীবিত রাখো, তাকে ইসলামের ওপরই জীবিত রাখো এবং যাকে মৃত্যু দান করো তাকে ঈমানের ওপরই মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা। এবং এরপর আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করোনা।

তিরমিযীও হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) ও আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন : আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে বিশ্বস্ত। তিরমিযী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী বলেছেন : এই হাদীসের বিশ্বস্ততম বর্ণনা হচ্ছে আশহালীর বর্ণনা। ইমাম বুখারী এও বর্ণনা করেন, এ বিষয়ে অধিক বিশ্বস্ত হাদীস হলো আওফ বিন মালেক (রা) এর হাদীস।

৯৩৭. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

৯৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন কোনো মৃত ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়বে, তখন তার জন্যে আন্তরিকতার সঙ্গে দো'আ করবে। (আবু দাউদ)

৯৩৮. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا، وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ، وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا نَيْبَتِهَا، جِئْنَاكَ شُفْعَاءَ لَهْ فَاغْفِرْ لَهْ - رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ

৯৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

জানাযার দো‘আ উদ্ধৃত করে বলেন : আল্লাহুয়া আনতা রব্বুহা ওয়া আনতা খালাকতাহা, ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলাম, ওয়া আনতা কাবাদতাহা রুহাহা, ওয়া আনতা আলামু বিসিররিহা ওয়া ‘আলানিয়াতিহা, জিনাকা শুফাআআ লাহ ফাগফির লাহ” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই এর প্রভু, পরোয়ারদিগার। তুমিই একে সৃষ্টি করেছো, এবং তুমিই একে ইসলামের পথ দেখিয়েছো। তুমিই এর রূহ কবয় করেছো। তুমিই এর গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানো। আমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। তুমি তাকে মার্জনা করো। (আবু দাউদ)

৭৩৭. وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ رَضِيَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانًا ابْنُ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلُ جِوَارِكَ فِىْهِ فِتْنَةٌ الْقَبْرِ، وَعَذَابُ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৩৯. হযরত ওয়াসিলা বিন্ আস্কা বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপস্থিতিতে একজন মুসলমানের জানাযার নামায পড়ান। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : “আল্লাহুয়া ইন্না ফুলানা ইবনা ফুলানি ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলে জাওয়ারিকা ফাকিহি ফিতনাভাল কাবরি ওয়া আযাবান নার, ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফায়ে ওয়াল হামদ। আল্লাহুয়াগফির লাহ ওয়ারহাম্হু, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম” অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার জিম্মায় এবং তোমারই আশ্রয়ের সীমার মধ্যে রয়েছে। তুমি তাকে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। তুমি আনুগত্য ও প্রশংসার অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি একে ক্ষমা করো। এবং এর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। নিঃসন্দেহে তুমি দয়া প্রদর্শনাকারী ও অনুগ্রহশীল। (আবু দাউদ)

৭৪০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَقَامَ بَعْدَ الرَّبْعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ تَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ : إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৯৪০. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি তার মেয়ের জানাযায় চার তকবীর বলেন। তারপর দু’ তকবীরের মাঝখানে যতটুকু সময় বিরতি নেয়া হয় চতুর্থ তকবীরের পর ততটুকু বিরতি নিয়ে নিজের মেয়ের মার্জনার জন্যে দো‘আ করলেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি চার তকবীর বলেছেন। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দেন। এমন কি, আমার মনে হলো যে, তিনি পঞ্চম তকবীর বলবেন। কিন্তু তিনি ডান ও বামে সালাম ফিরালেন। তিনি যখন এটা করলেন, তখন আমরা তাঁকে বললাম, এটা কি হলো? তিনি বললেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যেটুকু করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছু করিনা। (হাকেম) বর্ণনাকারী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : একশত আটান জানাযা শীঘ্র নিয়ে যাওয়ার আদেশ

৯৪১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدَمُوا نَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَصْعُوتُهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَخَيْرٌ تَقْدَمُوا نَهَا عَلَيْهِ .

৯৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জানাযা খুব শীঘ্র নিয়ে যাও। জানাযা যদি পুণ্যবান লোকের হয়, তাহলে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দাও আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে অকল্যাণকে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলো। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে। তাকে কল্যাণের দিকে চালিত করো।

৯৪২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لَا هِلَهَا، يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কারো যখন জানাযা প্রস্তুত করে রাখা হয় এবং লোকেরা তাকে কাধে তুলে নেয়, তখন সে পুণ্যবান হলে বলে : আমায় নিয়ে চলো। আর পুণ্যবান না হলে নিজের পরিবারকে বলে : আফসোস! তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার এই (চীৎকারের) আওয়াজ মানুষ ছাড়া তামাম বিশ্বলোক শুনতে পায়। মানুষ এই আওয়াজ (স্পষ্ট) শুনতে পেলে বেহঁশ হয়ে যেত। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত ঊনষাট

মৃতের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত ব্যবস্থা করা, তার দাফন-কাফনে দ্রুত ব্যবস্থা করা, হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে তার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করা

৯৪৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মুমিনের রূহ তার ঋণের দরুন আকর্ষক থাকে; এমন কি তার ঋণ আদায় করা পর্যন্ত। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

৯৮৮. وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْرُهُ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَّثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِّنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحَبِيقَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تَحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ أَهْلُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৯৮৮. হযরত হুসাইন বিন ওয়াহুওয়া (রা) বর্ণনা করেন, তালহা ইবনে বারআ বিন আযেব (একদা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে খোজখবর নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন : আমি মনে করি, তালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই তার মৃত্যুর খবর আমাকে জানাবে এবং এ কাজটি দ্রুত করবে। এজন্যে যে, কোনো মুসলমানের লাশ তার পরিবার পরিজনের মধ্যে ধরে রাখা মোটেই সমীচীন নয়। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশত ষাট

কবরের নিকটে ওয়ায নসিহত কিংবা বক্তব্য প্রদান

৯৮৯. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَاتَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَتَكَسَّ وَجَعَلَ يَنْكُثُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّمُ عَلَيَّ كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : اْعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৮৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা একটি জানাযার সাথে বাকিউল গারকাদ নামক কবরস্থানে ছিলাম। এমন সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি সেখানে বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে বসে পড়লাম। তার হাতে একটা খণ্ডি ছিল। তিনি মাথা একটু নত করে ছিলেন এবং খণ্ডির সাহায্যে মাটি খুঁড়ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেকেরই ঠিকানা হয় জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সে লিপিবদ্ধ করার ওপর নির্ভর করবো না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সেই জিনিসকে সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর অবশিষ্ট হাদীস তিনি বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত একষট্টি

মৃতের দাফনের পর তার জন্যে দো‘আ করা এবং তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ দো‘আ এস্তেগফার এবং কুরআন পাঠের জন্য কিছুক্ষণ বসা

৯৯০. عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَفَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَفَيْلِ أَبِي لَيْلَى عُمَانَ بْنِ عُفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ أَنِّي ﷺ إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৪৬. হযরত আবু আমর ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন আবু আবদুল্লাহ এবং অন্য কয়েকজন বলেন, আবু লায়লা উসমান বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কাজ সারতেন তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে দো'আ করতেন এবং বলতেন, তোমরা আপন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, এবং তার জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপের জন্যে দো'আ করো এই জন্যে যে, এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (আবু দাউদ)

৯৪৭. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُونِي فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنَحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْنَسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أَرَأَيْتُمْ بِهِ رَسُولِ رَبِّى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ بِطَوِيلِهِ. قَالَ الشَّافِعِى رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا .

৯৪৭. হযরত আমর বিন আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন : যখন তোমরা আমার দাফনের কাজ সেরে ফেলবে, তখন আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণে একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করে দেয়া হয়। যাতে করে আমি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকি এবং জানতে পারি যে, আমি আমার প্রভুর পাঠানো ফেরেশতাগণকে কি জবাব দেবো। (মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতিপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, কবরের পাশে কুরআন পাকের কিছু অংশ পড়া মুস্তাহাব। আর যদি সমগ্র কুরআন খতম করা হয় তাহলে সর্ব উত্তম।

অনুচ্ছেদ : একশত বাষটি

মৃতের পক্ষ থেকে সাদকা করা এবং তার অনুকূলে দো'আ করার বর্ণনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

আর তাদের জন্যেও যারা তাদের সাথে মুহাজিরদের পর এসেছে এবং এই দো'আ করেছে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এমন ভাইদের গুনাহ মাফ করো।

৯৪৮. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّى أَفْتَلَتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَنَا مِنْ أَجْرِ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৪৮. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা এই যে, তিনি কথা বলতে পারলে সাদকা (দান-খয়রাত) দিতে বলতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকা দান করি তাহলে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন? রাসূলে আকরাম (স) বললেন, জি হ্যাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৪৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ - رواه مسلم

৯৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমল শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তিনটি জিনিস অবশিষ্ট থাকে : (১) সদকায় জারীয়া (২) এমন (ইল্ম) যার সাহায্যে ফায়দা লাভ করা যায় কিংবা (৩) নেক সন্তান যারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে। (মুসলিম)

অনুবাদ : একশত তেষটি

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের প্রশংসা

৯৫০. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِآخَرِى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ : هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : কোনো কোনো সাহাবী একটি জানাযা অতিক্রম করেন এবং তারা তার প্রশংসা করেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘ওয়াজিব হয়ে গেছে’। তারপর তারা আর একটি জানাযা অতিক্রম করেন এবং তারা তার নিন্দা করেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) নিবেদন করলেন : কী ওয়াজিব হয়ে গেছে ? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা যদি তার কল্যাণের প্রশংসা করো, তাহলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যদি তোমরা তার জন্যে নিন্দাবাদ করো, তাহলে তার জন্যে দোযখ ওয়াজিব হয়ে গেছে।

৯৫১. وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرِى فَأَثْنَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَثْنَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ أَرْبَعَةً بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةً فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ - رَوَاهُ بَخَارِيُّ

৯৫১. হযরত আবুল আস্ওয়াদ বর্ণনা করেন : আমি মদীনায় এলাম এবং হযরত উমর (রা)-এর কাছে বসলাম। তখন তাঁর পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করছিল। তখন তার

কল্যাণের জন্যে প্রশংসা করা হলো। হযরত উমর (রা) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানায়া অতিক্রম করলো। তখন তার কল্যাণের জন্যেও প্রশংসা করা হলো। হযরত উমর বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তৃতীয় একটি জানায়া অতিক্রম করলো। সেই (তৃতীয়) মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করা হলে উমর (রা) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবুল আস্‌ওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন : আমি সেই কথাগুলোই বললাম, যেগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন। অর্থাৎ যে মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি কল্যাণের সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আর তিনজন হলে? তিনি বললেন : হ্যাঁ তিনজন হলেও। আমরা নিবেদন করলাম, দুজন হলেও? হ্যাঁ, দুজন হলেও। এরপর আমরা একজন সম্পর্কে আর প্রশ্ন করলাম না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত চৌষটি

যে ব্যক্তির সন্তান শিশু বয়সে মারা যায় তার বৈশিষ্ট্য

৯৫২. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَلْغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, মহান আল্লাহ তাকে নিজের রহমতের দ্বারা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৫৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدٍ لَا تَمْسُهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةً الْقَسَمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَحِلَّةً الْقَسَمِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَالْوَرُودُ : هُوَ الْعُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا -

৯৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুসলমানের তিনটি শিশু মৃত্যুবরণ করে দোষখের আগুন তাকে স্পর্শ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর কসম পুরা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ বলেছেন : “আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে না” (সূরা মরিয়ম : ৭১)। আর এখানে “উরুদ” অর্থ রাস্তার উপর দিয়ে অতিক্রম করা। আর রাস্তা বলতে এমন একটি পুল যা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তা থেকে রক্ষা করুন।

৯৫৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ : اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ ، فَاتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ امْرَأَةٍ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একজন মহিলা রাসূলে আকরামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার হাদীসগুলো শিখে নিয়েছে সুতরাং আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করুন যাতে আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত থাকবো। আপনি আমাদেরকে সেই ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন যার দ্বারা আল্লাহ পাক আপনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। সেইমতে মহিলারা একত্র হলেন, তখন রাসূলে আকরাম (স) তাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে সেসব বিষয়ে শিক্ষা দিলেন যেগুলোর শিক্ষা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগে প্রেরণ করেছে (অর্থাৎ তার তিনটি সন্তান শিশু বয়সেই মারা গেছে) তার জন্য ঐ সন্তানরা দোজখে আড়াল হয়ে দাড়াবে। এক মহিলা নিবেদন করল আর দুটি সন্তান মারা গেলেও? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ দুটি হলেও।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত পঁয়ষাট

জালিমদের কবরস্থান এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞের স্থানগুলো অতিক্রমকালে কান্নাকাটি ও ভয়-ভীতি প্রকাশ

৯৫৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَعْزِي لِمَا وَصَلُوا الْحِجْرَةَ دِيَارَ نَمُودَ - لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ : لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي -

৯৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেলামকে বলেন, তোমরা যখন সামুদ জাতির (ধ্বংস প্রাপ্ত) স্থানগুলো হিজীর^১ ইত্যাদির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন ঐ আজাবে লিপ্ত লোকদের

১. হিজীর হলো সামুদ অধ্যুষিত একটি শহর। এটি সিরিয়া সীমান্তের অবস্থিত সামুদ জাতির ওপর আল্লাহর গজব নাযিলের সময় এ শহরটি ধ্বংস হয়।

নিকট দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগুবে। তোমরা যদি না কাঁদো তাহলে ঐ স্থানগুলো অতিক্রম করবে না। কেননা তাদের ওপর যেমন আজাব নাযিল হয়েছিল সেভাবে তোমাদের ওপর যেন আজাব নাযিল না হয়।
(বুখারী ও মুসলিম)

একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজীর এলাকা অতিক্রম করেন তখন তিনি বলেন, জালিমদের ঘরবাড়িতে কেউ প্রবেশ করবে না তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে পার। কেননা তারা যে আজাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তোমাদেরকেও না সে আজাবে স্পর্শ করে ফেলে। অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মস্তক ঢেকে নেন এবং সাওয়ারীকে দ্রুত চালিয়ে দেন। এভাবে তিনি এলাকাটি অতিক্রম করেন।

অধ্যায় : ৭

كِتَابُ آدَبِ السَّفَرِ

(সফরের নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ : একশত ছেষটি

বৃহস্পতিবারের প্রথম প্রহরে সফরে গমন

৭৫৬. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ -

৯৫৬. হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের জন্যে বৃহস্পতিবার রওয়ানা করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবারই যুদ্ধ যাত্রা করতে পছন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই দুই গ্রন্থেরই এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্যান্য দিন খুব কমই সফরে যেতেন।

৭৫৭. وَعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَلَّلَهُمْ بَارِكْ لَأَمْتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ - وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৫৭. হযরত সাখর ইবনে ওয়াদা'আ গামাদী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে দিনের প্রথম প্রহরে বরকত দান করো। তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলকে প্রেরণ করতেন, তখন দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখব রাবী বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথম ভাগে প্রেরণ করতেন। ফলে তার ব্যবসায়ে প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তার পণ্য-সামগ্রীর পরিমাণও বেড়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশত সাতষটি

বন্ধুদের সঙ্গে সফর : একজনকে আমীর নিযুক্তকরণের তাগিদ

৭৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَسَارَ رَاكِبٍ بِلَيْلٍ وَحْدَةٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যদি আমার মতো জানতে পারে যে, একাকী সফর করার মধ্যে কি ক্ষতি নিহিত রয়েছে, তাহলে কোনো সওয়ারীই রাতের বেলা একাকী সফর করতো না। (বুখারী)

৯৫৯. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأْيُ شَيْطَانٌ وَالرَّأْيَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

৯৫৯. হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রহ) তার পিতা থেকে এবং তার (আমরের) দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক সওয়ার কিংবা দু' সওয়ার শয়তান তুল্য; আর তিন সওয়ারকে বলা হয় কাফেলা।

(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সনদসমূহ বিশুদ্ধ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।^১

৯৬০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৯৬০. হযরত আবু সাঈদ এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন : যখন তিন ব্যক্তি কোন সফরে রওয়ানা করবে, তখন নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে। আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান।

৯৬১. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مَائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلِيلٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উত্তম সঙ্গী হলো চারজন, উত্তম ছোট সেনাদল হলো ৪০০ সৈন্যের, আর উত্তম বড় সেনাদল হলো ৪০০০ সদস্যের। আর ১২০০০ সৈন্যের বাহিনী সঠিক সংখ্যা সঙ্গতার কারণে কখনো পরাজিত হতে পারেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১. সফরের কষ্ট যেমন, সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কার দরুন একাকী সফর করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বরং কখনো কখনো তা ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে দু'জনের মধ্যে যখন কোনো একজন সময়সায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তার সঙ্গীও অস্থির হয়ে পড়ে। এমন কি কখনো কখনো সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এসব কারণেই রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন : একাকী সফরকারী ব্যক্তি শয়তানের বন্ধু।

অনুচ্ছেদ : একশত আটষষ্টি

চলা-ফেরা, অবতরণ, রাত যাপন, রাতের বেলা চলাচল, সফরকালে শোয়া
ইত্যাদি প্রসঙ্গ

৯৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبَادِرُوا بِهَا نَفْسَهَا، وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন সবুজ শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করো, তখন উটগুলোকে জমিনের সবুজ অংশ থেকে 'হক' দান করো। আর যখন তোমরা উষর ও শুষ্ক ভূমি অতিক্রম করো তখন বাহনগুলোকে দ্রুত চালিত করো। যাতে করে পথেই শক্তি ক্ষয় হয়ে না যায়। আর যখন তোমরা কোথাও আরামের জন্যে রাতের বেলা অবতরণ করবে, তখন সড়ক থেকে দূর কোনো স্থানে অবতরণ করবে; এ কারণে সড়ক হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীর চলাচল এবং রাতের বেলা পোকা-মাকড়ের অবস্থানের জায়গা। (মুসলিম)

৯৬৩. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৬৩. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, এবং রাতের বেলা অবস্থান করতেন, তখন তিনি ডান দিকে কাৎ হয়ে শুইতেন এবং যখন সকাল হওয়ার সামান্য আগে আরাম করতেন, তখন নিজের হাতকে খাড়া রাখতেন এবং নিজের পবিত্র মাথাটিকে নিজের ব্যাগের ওপর রাখতেন।

আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতকে এ জন্যেই খাড়া রাখতেন, যেন গভীরভাবে তাঁর ঘুম না আসে এবং ফজরের নামায প্রথম প্রহরেই তিনি আদায় করতে পারেন।

৯৬৪. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالذَّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوِي بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৯৬৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের বেলার সফরকে বাধ্যতামূলক করো; এ কারণে যে, রাতের বেলা পৃথিবী গুটিয়ে থাকে (অর্থাৎ সফর দ্রুত সম্পন্ন হয়)।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত 'আদ-দুলজাই' শব্দ দ্বারা রাতের সফরকে বুঝানো হয়েছে।

৭৭৫. وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ رَضِيَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنَزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنَزِلًا إِلَّا اتَّصَمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ -

৯৬৫. হযরত আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা যখন সফরকালে কোনো জায়গায় অবতরণ করতেন তখন তারা ঘাঁটিসমূহে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তেন। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তোমাদের ঘাঁটিসমূহে ও উপত্যকাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া শয়তানী কাজের সমতুল্য। এই ঘোষণার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখনই কোনো স্থানে অবতরণ করতেন, তারা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। হাদীসটি আবু দাউদ হাসান সহকারে বর্ণনা করেছেন।

৭৭৬. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ وَقَيْلِ سَهْلِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو وَالْأَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ قَدْحٍ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَا صَالِحَةً - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

৯৬৬. হযরত সাহল বিন্ আমর (কেউ কেউ বলেন সাহল ইবনে রাবী' বিন্ আমর ওয়াল আনসারী) বলেন, (যিনি ইবনুল হানযা নামে পরিচিত এবং বাইআতে রিয়ওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অসুস্থ উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (উটটির পিঠ) বসার চাপে তার কোমর বরাবর সমান হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই ভাষাহীন চতুষ্পদ প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। অর্থাৎ সে যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে। তখন তার ওপর সওয়ার করো; আর সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এদেরকে খাদ্য খাওয়াও। (আবু দাউদ, সহীহ সনদসহ)

৭৭৭. وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ وَأَسْرَ إِلَى حَدِيثِنَا لَا أَحَدٌ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَانِسٌ نَخْلٍ - يَعْنِي حَانِطٌ نَخْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا مُخْتَصِرًا ، وَزَادَ فِيهِ الْبَرْقَانِيُّ بِإِسْنَادٍ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : حَانِسٌ نَخْلٍ فَدَخَلَ حَانِطُ الرَّجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَرَجَرَ وَدَرَقَتَ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ أَيْ سَنَامَهُ وَذَفَرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَى أَنْكَ تُجِيعُهُ وَتَذْنِبُهُ -
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَرُوَائِيَةَ الْبَرْقَانِيَّ

৯৬৭. হযরত আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমায় তাঁর পিছনে (সওয়ারীর ওপর) বসিয়ে নিলেন। তিনি আমার সাথে পর্দা সংক্রান্ত কথাবার্তা বললেন। আমি সেসব কথা অন্য কাউকে বলতে চাইনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে দেয়াল কিংবা খেজুরের ডালের ঝাপকে পর্দা হিসেবে অধিক উত্তম মনে করতেন। (মুসলিম এতটুকু খোলাসাভাবেই বর্ণনা করেছেন)। অবশ্য বারকানী মুসলিমের সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে তখন সেখানে একটি উট দাঁড়িয়েছিল। সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই আওয়াজ বুলন্দ করলো এবং তার দু চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন এবং চুট ও মাথার পিছনের অংশে হাত বুলাতেই সেটি চুপ মেরে গেল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : এই উটটির মালিক কে ? একজন আনসারী যুবক এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! এটি আমার উট। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এই চতুষ্পদ প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছো না, যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন। এই প্রাণীটি আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখছো এবং এর দ্বারা এতো কাজ করাচ্ছে যে, এটি ক্লান্ত-শান্ত হয়ে পড়েছে। (এ ব্যাপারে আবু দাউদ ও বুরকানীর অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন)।

৯৬৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَأَنْتَسِبَ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

৯৬৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করি তখন যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো না খোলা পর্যন্ত আমরা নফল নামায আদায় করতামনা।

আবু দাউদ মুসলিমের সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসে উদ্ধৃত ‘লা নুসাব্বিহ’ অর্থ আমরা নফল নামায পড়তাম না। এর অর্থ হলো, আমরা যদিও (নফল) নামায পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ পোষণ করতাম, কিন্তু যুদ্ধ সরঞ্জাম খুলে ফেলা এবং চতুষ্পদ প্রাণীগুলোকে আরাম দেয়ার ওপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিতাম না।

অনুচ্ছেদ : একশত উনসত্তর

সফর সঙ্গীকে সাহায্য করা

এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এই হাদীস সমূহ যে ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, প্রতিটি সৎকাজই হচ্ছে সাদকা এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদীস।

৭৬৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَحْلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَيَّ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَيَّ مَنْ لَا زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَأَحَقُّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা সফরে ছিলাম। এসময়ে এক ব্যক্তি সওয়ারীতে চেপে আমাদের কাছে এল এবং ডানে ও বামে তাকাতে লাগল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তির কাছে বাড়তি সওয়ারী আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তির কাছে ন্যস্ত করে, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে বাড়তি সম্বল আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কাছে সম্বল নেই। এরপর তিনি এই সম্বলের নানা প্রকরণের কথাও উল্লেখ করলেন। এমন কি, আমরা উপলব্ধি করলাম যে, বাড়তি মালামালের ওপর আমাদের কোনো প্রকার অধিকার নেই। (মুসলিম)

৭৭০. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزَوْ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمُّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ، فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ قَالَ : فَضَمْتُ إِلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَالِي إِلَّا عُقْبَةَ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৯৭০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধে যাবার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইরশাদ করেন : হে মুহাজির ও আনসার বাহিনী! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কাছে না মাল-পত্র আছে, না কোনো গোত্রবল, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের সঙ্গে দুই কিংবা তিনজন সদস্য বাড়তি নেবে। সেমতে আমরা প্রত্যেকেই সওয়ারীর ওপর পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতে লাগলাম, যাতে করে প্রত্যেকেই সওয়ার হবার সুযোগ লাভ করে। হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিজের সাথে দুই কিংবা তিনজনকে (বর্ণনাকারী এ বিষয়ে সন্দেহ করেন) शामिल করে নেই। আমি অন্যান্যদের মতোই নিজের উটের ওপর পালাক্রমে সওয়ার হতে থাকি। (আবু দাউদ)

৭৭১. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

৯৭১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে (প্রায়শ) পিছন দিকে থাকতেন, এবং দুর্বল সওয়ারীকে পিছন থেকে হাঁকায়ে যেতেন এবং আর যে ব্যক্তি পায়ে হেটে চলে তাকে নিজের পিছনে সওয়ার করিয়ে নিতেন, সেই সঙ্গে তার জন্যে দো'আ করতেন। (আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)

অনুচ্ছেদ : একশত সত্তর

সওয়ারীতে চেপে কী দো'আ পড়তে হয় ?

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

মহান আল্লাহ বলেন : আর তোমাদের জন্যে নৌকা (জাহাজ) ও চতুষ্পদ প্রাণী বানানো হয়েছে যার ওপর তোমরা সওয়ার হয়ে থাকো, যাতে করে তোমরা ঐগুলোর পিঠে চেপে বসো আর যখন তোমরা ঐগুলোর ওপর বসে যাও, তখন আপন প্রভুর অনুগ্রহকে স্মরণ করো; এবং বলো, তিনিই পবিত্র (সত্তা) যিনি একে আমাদের নির্দেশগত করে দিয়েছেন, (নচেত) একে অনুগত করে নেয়া আমাদের সাধ্য ছিলনা। আর আমরা তো আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা যুখরুফ : ১২-১৩)

৭৭২ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ : وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اَنْبِئُوْنَ تَانِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে নিজের উটের ওপর সওয়ার হয়ে বেরুতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এই দো'আ করতেন : “সুব্বানাল্লাযী সাখ্বারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহ মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহু ইন্না নাস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্রা হওয়াত্ তাকওয়া ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা। আল্লাহু ইন্না হাওয়ায়েন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্বি আন্না বুদাহ্। আল্লাহু ইন্না আনতাস সাহিবু ফিস্ সাফার ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলে। আল্লাহু ইন্না আউযু বিকা মিন ওয়াসাইস সাফারে য়া কাবাতিল মানযারে ওয়া সুইল মুনকালেবে ফিল মালে ওয়াল আহ্লে ওয়াল ওয়ালাদ” অর্থাৎ আমি সেই মহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি একে আমাদের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। (তিনি না চাইলে) আমরা একে কখনো অনুগত বানাতে পারতাম না। আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ধাবিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার কাছে পুণ্যশীলতা, পরহেজগারী, এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী আমলের প্রত্যাশী। হে আল্লাহ এই সফরকে আমাদের জন্যে সহজ বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমিই আমার সাধী এবং আমার পরিবার পরিজনের হেফাজতকারী। হে আল্লাহ! আমি এ সফরের কষ্ট ক্রেশ,

ভয়ানক দৃশ্যাবলী এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন অবধি ধনমাল ও পরিবারবর্গের কোন খারাপ অবস্থা পর্যবেক্ষণ থেকে পানাহ চাইছি। উল্লেখ্য, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন (মোটামুটি) এই দোআই তিনি পড়তেন এবং এর সাথেই এই কথাগুলো যুক্ত করতেন; আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আপন প্রভুর ইবাদতকারী, এবং তাঁর প্রশংসাকারী,

(মুসলিম)

৭৭৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَأَبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُونِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُونِ بِالنُّونِ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَيُرْوَى الْكُورُ بِالرَّاءِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ - قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَمَعْنَاهُ بِالنُّونِ وَالرَّاءِ جَمِيعًا : الرَّجُوعُ مِنَ الْأِسْتِقَامَةِ أَوِ الزِّيَادَةِ إِلَى النَّقْصِ : قَالُوا : وَرِوَايَةُ الرَّاءِ مَأْخُودَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ ، وَهُوَ كُفُّهَا وَجَمْعُهَا ، وَرِوَايَةُ النُّونِ مِنَ الْكُونِ ، مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوْنًا إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ .

৯৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা করতেন, তখন সফরে কষ্ট উদ্বেক করা দৃশ্যাবলী, ভুল পথে গমন, এবং তা জানা মাত্রই প্রত্যাবর্তন ও সঠিক পথে অনুসরণ, মজলুমের বদদো'আ এবং মালপত্রে কোনো খারাপ ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন।

(মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে 'আল-হাওর বা 'দাল কাওন' নূন-এর সাথে উল্লেখিত হয়েছে। তিরমিযী ও নাসায়ী গ্রন্থদ্বয় কথাটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তিরমিযীর বর্ণনামতে আল-কাওর 'রা'-এর সাথেও প্রচলিত। উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ বিস্তৃত। আলেমগণ বলেন, উভয় অবস্থায় এর অর্থ হলো দূততা; কিংবা বাড়াবাড়ি থেকে ক্ষতির দিকে ফেরা। অবশ্য 'রা' থাকলে অবস্থায় তাকে পাগড়ীর প্যাচ থেকে উদ্ধৃত বলে মনে হয়। যদিও আরবী অভিধানে পাগড়ীর প্যাচকে 'হুর'ও বলা হয়। অর্থাৎ পাগড়ীকে পেচিয়ে একত্র করা। আর নূন-এর বর্ণনায় হলো কানা ইয়াকুন শব্দমূল। এর অর্থ হলো, যখন তা পাওয়া যায় এবং সাব্যস্ত হয়।

৭৭৪. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ أُنِيَ بِدَائِي لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهَرِهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتَ ثُمَّ ضَحَيْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ

عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ .

৯৭৪. হযরত আলী বিন রাবিয়াহ বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তখন সওয়ার হওয়ার জন্যে তাঁর কাছে সওয়ারী নিয়ে আসা হলো। তিনি যখন রিকাবে নিজের পা রাখলেন, তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বললেন। যখন সওয়ারীর পিঠে আরোহন করলেন তখন বললেন : “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্বারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লা মুনকালিবুন” অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি একে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে আমাদের অধীনস্থ বানাতে সক্ষম ছিলাম না। নিঃসন্দেহে আমরা সকলে মহাপ্রভুর দিকে ধাবমান। এরপর তিনবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়লেন; তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন : “সুবহানাকা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফির লী ইন্নাহ লা ইয়াগফিরু য়ুন্বা ইল্লা আনতা” অর্থাৎ তুমি পবিত্র (হে মহাপ্রভু!) আমি স্বীয় নফসের ওপর জুলুম করেছি। সুতরাং তুমি আমার (গুনাহসমূহের) ওপর পর্দা ফেলে দাও; কেননা তুমিই শুধু গুনাহসমূহের ওপর পর্দা ফেলতে পারো। তারপর তিনি মুচকি হাসলেন। প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন মুচকি হাসলেন? জবাব দিলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি সেভাবেই করেছেন যেভাবে আমি করেছি। ফের তিনি মুচকি হাসলেন। আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন মুচকি হাসলেন, তিনি বললেন, তোমার প্রভু অতীব পাক-পবিত্র। তিনি আপন বান্দার ব্যাপারে অবাক হয়ে যান যখন সে বলে, আমার গুনাহ সমূহের ওপর আবরণ ফেলে দাও। তখন সে বিশ্বাস রাখে আমি ছাড়া গুনাহ সমূহের ওপর অন্য কেউ আবরণ ফেলতে পারেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। এবং কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাসান সহীহ শব্দাবলী আবু দাউদের।

অনুচ্ছেদ : একশত একাত্তর

সফরকারী যখন উচ্চতায় আরোহণ করবে তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে।

আর যখন উপত্যকায় নেমে আসবে তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে

৯৭৫. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৭৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন উচ্চতায় আরোহন করতাম তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলতাম। আর যখন নীচে দিকে নেমে আসতাম তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম। (বুখারী)

৯৭৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبُوشُهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

৯৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সেনা দলের অভ্যাস ছিল, যখন তারা উচ্চস্থানে আরোহণ

করতেন তখন ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতেন। আর যখন নীচে নামতেন তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতেন।
আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাসীদটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৭. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى نَبِيَّةٍ أَوْ قَدَفٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - أَيُّونَ تَأْنِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ : إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ .
قَوْلَهُ : أَوْفَى : أَيِ ارْتَفَعَ وَقَوْلُهُ قَدَفٍ هُوَ يَفْتَحُ الْفَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ دَالٌ أُخْرَى وَهُوَ الْغَلِيظُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ .

৯৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসতেন এবং কোনো উচ্চস্থানে কিংবা টিলার ওপর আরোহন করতেন তখন তিনবার ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতেন। এরপর বলতেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুল্কু ওয়া লাহল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আইবুনা তাইবুনা আবিদুনা সাজিদুন লিরাব্বিনা হামিদুন। সাদাকালাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু” অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর জন্যই সমস্ত বাদশাহী ও কর্তৃত্ব এবং তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সমগ্র বস্তুর ওপরে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাকারী এবং আপন প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং আপন বান্দার সাহায্য করেছেন। এবং একাই সমস্ত দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি যখন বড় সেনাদল কিংবা ছোট সেনাদল অথবা হজ্জ কিংবা ওমরাহ থেকে ফিরে আসতেন তখন উচ্চস্থানে আরোহন করতেন।

১৭৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اَللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৯৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইরাদা করেছি, আমার কিছু ওসিয়ত করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর ভয়ের প্রতি খেয়াল রাখো, সেই সঙ্গে উচ্চস্থানে আরোহন করলে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলো। যখন লোকটি সেখান হতে চলে গেলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো‘আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এই লোকটির সফরের দূরত্বকে গুটিয়ে দাও। এবং সফর কে সহজ করে দাও।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

৭৭৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ : ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৯. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোনো উচ্চস্থানে আরোহন করতাম তখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’, ‘আল্লাহু আকবার’ ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে আমাদের আওয়াজ বৃদ্ধি হয়ে যেতো। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তুমরা নিজেদের নফসকে আয়ত্বাধীন রাখো। নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করো; এ কারণে যে, তোমরা কোনো বোবা কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছোনা; যাকে ডাকছো, তিনি অতীব পবিত্র সত্তা; তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি শ্রবণকারী এবং খুব নিকটেই অবস্থানকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত বাহাস্তর

সফরে দো‘আ পাঠের কল্যাণকারিতা

৭৮০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَأَشَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَيْسٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَلَى وَلَدِهِ .

৯৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি দো‘আ কবুল হয়ে থাকে এবং এর কবুলিয়াতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের আবকাশ নেই। আর তা হলো : (১) মজলুমের দো‘আ (২) মুসাফিরের দো‘আ এবং (৩) পুত্রের জন্যে পিতার দো‘আ। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান। কিন্তু আবু দাউদের বর্ণনা মতে, ‘আলা ওয়ালাদিহী (নিজের পুত্রের জন্যে শবাবলী উল্লেখিত নেই)।

অনুচ্ছেদ : একশত তেয়াস্তর

লোকদেরকে ভয় ও বিপদের সময় যে দো‘আ পড়া উচিত

৭৮১. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৯৮১. হযরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতিকে ভয় করতেন, তখন বলতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্জালুক্কা

রিয়াদুস সালাহীন

ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন গুরুরিহিম” অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমরা ওদের মুকাবিলায় তোমার শরনাপন্ন হচ্ছি এবং ওদের অনিষ্ট থেকে তোমারই কাছে পানাহ চাইছি।

আবু দাউদ ও নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : একশত চূয়াত্তর

কোনো স্থানে অবতরণকালে যা বলা উচিত

৯৮২. عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا ثُمَّ قَالَ :
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮২. হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে এবং তারপর বলে : “আউজু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতে মিন শাররি মা খালাকা” অর্থাৎ আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালোমাসহ তার সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ চাইছি। সে ঐ স্থানটি ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো বস্তুই তাকে ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। (মুসলিম)

৯৮৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ : يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وَشَرِّ مَا فِيكَ، وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيكَ، وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَ أَسْوَدٍ، وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَلَدٍ وَمَا وَلَدَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَالْأَسْوَدُ الشَّخْسُ - قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَسَاكِنُ الْبَلَدِ : هُمُ الْجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ الْأَرْضِ قَالَ ! وَالْبَلَدُ مِنْ الْأَرْضِ مَا كَانَ مَأْوَى الْحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ إِبْلِيسُ وَمَا وَلَدَ الشَّيَاطِينُ -

৯৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফরে যেতেন এবং রাতের বেলা কোথাও বিশ্রাম নিতেন, তখন বলতেন : ইয়া আরদু রাব্বী ও রাব্বুকিল্লাহ, আউযু বিল্লাহে মিন শাররি মা ফীকে ওয়া মিন শাররি মা খুলিকা ফীকে ওয়া শাররি মা ইয়াদিবু আলাইকে, আউযু বিকা মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদা ওয়ামিনাল হাইয়াতে ওয়াল আকবাবে, ওয়া মিন সাকিনিল বালাদে ওয়া মিন ওয়ালদিন ওয়ামা ওয়ালাদ” অর্থাৎ (হে জমিন! আমার এবং তোর প্রভু আল্লাহ। আমি আল্লাহর সঙ্গে তোর এবং তোর মাঝে অবস্থিত বস্তুনিচয়ের অনিষ্ট থেকে, এবং সেই সঙ্গে বাঘ, সাপ বিছু ইত্যাদির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাইছি।) (আবু দাউদ)

হাসীদে উল্লেখিত ‘আসওয়াদ’ বলা হয় কালো সাঁপকে। হাদীস বিশেষজ্ঞ খাত্তাবী বলেন, ‘সাকিলুন বালাদ’ বলা হয় পৃথিবীতে বসবাসকারী জ্বিনকে। আর ‘আল বালাদ’ বলা হয়

পৃথিবীর সেই অংশকে যেটা জীবজন্তুর ঠিকানা রূপে চিহ্নিত, সেখানে কোনো ইমারত কিংবা মনজিল না থাকলেও। এখানে ‘ওয়ালিদ’ বলতে বুঝায় ইবলিসকে আর ‘মা ওয়ালাদ’-এর অর্থ হলো শয়তান।

অনুচ্ছেদ : একশত পঁচাত্তর

মুসাফিরের স্বীয় প্রয়োজন পূরণের পর দ্রুত বাড়ি ফিরে আসার গুরুত্ব

৯৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ : يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَتَوَمُّهَ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্টের) অংশ। এটা সফরকারীর খাবার, পানীয়, নিদ্রা ইত্যাদিতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো ব্যক্তির যখন সফরে গমন করার লক্ষ্য অর্জিত হয়, তখন সে যেন দ্রুততায় বাড়িতে ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত ছিয়াত্তর

দিনের বেলা বাড়ি ফিরে আসার কল্যাণ এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলা ফিরে আসার অকল্যাণ

৯৮৫. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৮৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি বেশি দিন বাড়ির বাইরে থাকবে। সে যেন রাতের বেলা নিজ বাড়িতে ফেরত না আসে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসতে বারণ করেছেন।^১ (বুখারী ও মুসলিম)

৯৮৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدَوَةً أَوْ عَشِيَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الطَّرُوقُ الْمَجِيءُ فِي اللَّيْلِ .

৯৮৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাড়িতে রাতের বেলায় ফিরে আসতেন না; বরং সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বাড়ির লোকদের কাছে আসতেন। (বুখারী ও তিরমিযী)

হাদীসে উল্লেখিত ‘আত-তুরাক’ শব্দটির অর্থ হলো ‘রাতের বেলায় আসা।’

অনুচ্ছেদ : একশত সাতাত্তর

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং দেশের চিহ্ন দেখার পর যে দো‘আ পড়তে হয়

এই অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি ‘তাকবীরুল মুসাফির’ (অর্থাৎ সফরকারীর উচ্চস্থানে আরোহনের সময় আল্লাহ্ আকবর বলা) অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

৯৮৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ : انْبُؤْنَا تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ - رواه مسلم

৯৮৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (সফর থেকে) ফিরে এলাম। আমরা যখন মদীনার বাইরের সীমান্তে প্রবেশ করলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “আইবুনা তাইবুনা আবেদুনা লিরাবিবনা হামিদু” অর্থাৎ আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন প্রভুর প্রশংসাকারী। তিনি এই কথাগুলোই বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এমন কি, আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত আটাত্তর

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্যে বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে প্রবেশ এবং সেখানে দু’রাকআত নফল নামায আদায়

৯৮৮. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৮. হযরত কা’ব বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে দু’রাকআত নফল নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত ঊনআশি

নারীর জন্যে একাকী সফরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা

৯৮৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَافُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مُسِيرَةً يَوْمٌ وَكَلِيلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحَرَمٍ عَلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মুহারম সঙ্গী ছাড়া এক দিন এক রাত সফর করা হালাল নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَمٍ

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي أَكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا؛ قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে একাকী সফর করবেনা, তবে ঐ নারীর সঙ্গে তার মুহারম আত্মীয় থাকলে ভিন্ন কথা। এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে যাচ্ছে, অন্যদিকে আমার নাম অমুক যুদ্ধের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলে আকরাম (স) বললেন, যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে হজ্জ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ৮

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

(বিভিন্ন আমলের ফযীলাত)

অনুচ্ছেদ : একশত আশি

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

৯৯১. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ - رواه مسلم

৯৯১. হযরত আবু ইমাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন পাক তিলাওয়াত করো এই কারণে যে, এটা কিয়ামতের দিন আপন পাঠকদের জন্যে সুপারিশ করবে। (মুসলিম)

৯৯২. وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَآهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِسْرَاءُ، تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - رواه مسلم .

৯৯২. হযরত নাওয়াস বিন সামওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন কুরআন মজীদ এবং তার ওপর আমলকারী লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে। সেখানে সূরা বাকারা, আলে-ইমরান উপস্থিত থাকবে এবং আপন পাঠকদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবে। (মুসলিম)

৯৯৩. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ! كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ - رواه البخارى .

৯৯৩. হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন পড়েছে এবং অন্যকেও পড়িয়েছে।

৯৯৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَأْنٌ لَهُ أَجْرَانِ - متفق عليه .

৯৯৪. হযরত আয়শা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে বিশেষজ্ঞতার অধিকারী, সে (কিয়ামতের দিন) অনুগত ও সম্মানিত ফেরেশতাদের সহচর হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও তাতে আটকে যায়, এমন কি মুশকিলের সাথে তা পাঠ করে, সে দ্বিগুন সওয়াব লাভ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَنْجَرِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ - متفق عليه

৯৯৫. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুমিন কুরআন পাক তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হলো কমলা-লেবু ফলের মতো, যার খুশবু ও স্বাদ দুটোই চমৎকার। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করেনা, তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের মতো, যার মধ্যে খুশবু নেই বটে, তবে তার স্বাদ খুবই মিষ্টি। অন্য দিকে যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'রাইহান ফুল', তার খুশবু উত্তম বটে, কিন্তু স্বাদ খুব তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেনা সে মাকাল ফলের মতো। তার মধ্যে খুশবুও নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৬. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْأُخْرَيْنَ - رواه مسلم .

৯৯৬. হযরত উমর ইবনে খাতাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই কিতাবের দরুন (কুরআন মজীদ) কিছু লোককে সমুন্নত করেন এবং কিছু লোককে অধঃপতনে নিক্ষেপ করেন। (মুসলিম)

৯৯৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ - متفق عليه

৯৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈর্ষা করা দুই ব্যক্তির জন্য অনুমোদিত। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের সম্পদ দান করেছেন। এ কারণে সে রাত দিনের মুহূর্তগুলো কুরআন পাকের সাথে অবস্থান করে। অপর এক ব্যক্তি হলো যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনমাল দান করেছেন। সে তাকে দিন রাতের মুহূর্ত গুলোতে ব্যয় করে আল্লাহর পথে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৮. وَعَنِ الثَّوْرِيِّ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُوًا، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا - فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ - متفق عليه.

৯৯৮. হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি সূরায়ে কাহাফ তিলাওয়াত করছিলো এবং তার কাছাকাছি একটি ঘোড়া দুটি রশি দ্বারা বাঁধা ছিলো। এমন সময় মেঘ এসে ঘোড়াটিকে পরিবেষ্টন করে ফেললো। একদিকে বৃষ্টি ঘনিয়ে আসতে লাগলো এবং তা দেখে অন্যদিকে ঘোড়াটি লাফালাফি করতে লাগলো। সকাল বেলা লোকটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতে লাগলো এবং তাঁকে এই ঘটনা বর্ণনা করে শুনািলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা ছিলো প্রশান্তির নিদর্শন, যা কুরআন পাকের তিলাওয়াতের দরুন অবতীর্ণ হয়েছিলো।

(বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৯. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ : أَلَمْ حَرْفٌ، وَلَكِنَّ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়বে সে একটি নেকী পাবে এবং নেকী দশগুন বৃদ্ধি পাবে। আমি বলছিনা, আলীফ-লাফ-মীম একটি হরফ বরং আলীফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১০০০. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির অন্তরে কুরআন পাকের কিছু নেই, সে অন্তরটি হচ্ছে বিরান ঘরের সমতুল্য।

(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১০০১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنَزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُوهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০০১. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) কুরআন পাকের পাঠককে বলা হবে, কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে থাকো, এবং ওপরে আরোহন করতে থাকো। আর কুরআন পাকের তিলাওয়াত ধীরে ধীরে করতে থাকো; যে রূপ দুনিয়ায় তোমরা ধীরে ধীরে পড়তে। তোমাদের স্থান তখন নির্বাচিত হবে, যখন সর্ব শেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সমাপ্তি লাভ করবে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : একশত একাশি

কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশ এবং তাকে বিস্মৃতির কবল থেকে
সুরক্ষার ব্যবস্থা

১০০২. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا هَـا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِى عُقْلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০২. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন পাকের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো, যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর জীবন তাঁর শপথ করে বলছি : নিঃসন্দেহে এই কুরআন খুব দ্রুত (বিস্মৃতির আড়ালে) চলে যায়। রশি খুলে দিলে উট যেমন দ্রুত পালিয়ে যায়, এটা তার চেয়েও দ্রুত হারিয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

১০০৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাফেজে কুরআনের দৃষ্টান্ত হলো সেই উটের মতো, যার গলা বাধা রয়েছে বটে; যদি মালিক উটের খোঁজখবর নেয়, তাহলে তা বাঁধা থাকবে। আর যদি রশি খুলে দেয়া হয়, তাহলে তা পালিয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত বিরাশি

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, পড়ানো মুস্তাহাব
এবং শোনানোর ব্যবস্থা করা

১০০৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَّا أَنْ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعْنَى

১০০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ পাক কোনো জিনিস শোনার জন্যে মানুষের কানকে এতোটা নিবিষ্ট হতে বলেননি, যতোটা সুন্দর, উত্তম ও বুলন্দ আওয়াজ বিশিষ্ট নবীর কণ্ঠে কুরআন শোনার জন্যে মানুষকে নিবিষ্ট হতে বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১০০৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَهُ لَقَدْ أُوتِيَتْ مِرْمَارًا مِمَّنْ مَرَامِيرِ آلِ دَاوُدَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَوْ رَأَيْتَنِى وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ تِلْكَ الْبَارِحَةِ .

১০০৫. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাকে দাউদ পরিবারের মস্তিষ্কগুলো থেকে একটি মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মুসা (রা)-কে বলেন; গত রাতে আমি যখন আপনার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম, তখন যদি আপনি আমায় দেখতেন! (তাহলে খুবই আনন্দ লাভ করতেন)।

১০০৬. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০০৬. হযরত বারআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি ; একদা তিনি ইশার নামাযে ও ‘আতীন ওয়ায যাইতুন’ সূরাটি তিলাওয়াত করেন। আমি কোনো মানুষের কণ্ঠে এর চেয়ে সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত আর কখনো শুনিনি।
(বুখারী ও মুসলিম)

১০০৭. وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بَشِيرًا بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَمَعْنَى يَتَغَنَّيُ يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ

১০০৭. হযরত আবু লুবাবা বশীর ইবনে আবদুল মুনযের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত করেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(আবু দাউদ)

আলোচ্য মুহাদ্দিস একে মজবুত সনদসহ বর্ণনা করেছেন। (‘ইয়াতগান্না’ অর্থ যে উত্তম আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত করে)।

১০০৮. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِقْرَأْ عَلَى الْقُرْآنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ فَالتَفْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমায় ‘কুরআন শুনাও’। আমি নিবেদন করলাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সামনে কুরআন পড়বো! অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে।’ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘আমি চাইছি, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনবো।’ এরপর আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা তিলাওয়াত শুরু করলাম। আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম (অনুবাদ) : এটা কিভাবে হবে যখন আমরা

প্রতিটি জাতি থেকে একজন সাক্ষী পেশ করবো এবং তোমাকেও ঐ সকলের ওপর সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। তখন (এই আয়াত সম্পর্কে) তিনি বলেন : ‘ব্যস তোমার যথেষ্ট হয়েছে।’ আমি যেই মাত্র তাঁর দিকে তাকলাম, দেখলাম : তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত তিরিশি

কতিপয় সূরা ও বিশিষ্ট আয়াত তিলাওয়াতের উপদেশ

১০০৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْذْ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَوْثَقْتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০০৯. হযরত আবু সাঈদ রাফে ‘বিন্ মু’আল্লা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : আমি কি তোমায় মসজিদ থেকে বেরুবার আগে কুরআন পাকের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরাটির কথা বলবো না ? এরপর তিনি আমার হাত শক্তভাবে ধরলেন। তারপর আমি যখন মসজিদ থেকে বেরনোর ইচ্ছা করলাম তখন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তো বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআন পাকের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরাটি সম্পর্কে বলবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মর্যাদাপূর্ণ সূরাটি হচ্ছে আল ফাতিহা। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহি রাক্বিল আল-আমীন। এই সূরায় সাতটি আয়াত রয়েছে (যা বারবার তিলাওয়াত করা হয়) আর এই হলো কুরআনুল আজীম। যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (বুখারী)

১০১০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قِدَاعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَيْعَجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتْلُوَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَافِيَهُمْ وَقَالُوا : أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ! ثُلُثُ الْقُرْآنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০১০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইখলাস (অর্থাৎ কুল্ হুআল্লাহু আহাদ) পড়ার ব্যাপারে বলেছেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি : নিঃসন্দেহে এই সূরাটি কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশের সমান। অপর একটি রেওয়াজে মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কি এক রাতে কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করো ? একথাটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে বেশ

কষ্টকর মনে হলো। তারা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে এরকম শক্তির অধিকারী? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা সূরা ইখলাস অর্থাৎ কুল হুআল্লাহু আহাদ পড়ো, এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

১০১১. وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০১১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি থেকে শুনলো, সে সূরা ইখলাস পড়ছে এবং বারবার পড়ে যাচ্ছে। যখন সকাল হলো তখন সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং তাঁর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করলো। লোকটি একে একটি মামুলী কাজ মনে করেছিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে খোদার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি : নিঃসন্দেহে এ সূরাটি কুরআন পাকের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

১০১২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূরা ইখলাস (অর্থাৎ কুল হুআল্লাহু আহাদ) এই সূরাটি কুরআন পাকের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

১০১৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ : إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيلًا .

১০১৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরাটি (অর্থাৎ কুল হুআল্লাহু আহাদকে) অত্যন্ত প্রিয় মনে করি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে (তিরমিযী)

তিরমিযী আরো বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন।

১০১৪. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلَمْ تَرَ يَا أُتْرُكْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৪. হযরত উক্‌বাহ বিন আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি জাননা যে, আজকের রাতে এমন কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে, যে সবেদর দৃষ্টান্ত অতীতে কখনো দেখা যায়নি ? (এর লক্ষ্য হলো) ফালাক (কুল আউযু বিরাকিবল ফালাক) ও নাস (কুল আউযু বিরাকিবন্ নাস) সূরা দুটির আয়াত সমূহ।

(মুসলিম)

১০১৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَاتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন ও মানুষের বদনযর (কুদৃষ্টি) থেকে (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন। শেষ পর্যন্ত সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হয়। যখনই এই সূরা দুটি অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি এ দুটিকেই অবলম্বন করলেন এবং এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে ছেড়ে দিলেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১০১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةُ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ تَشْفَعُ .

১০১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুরআনের একটি সূরায় তিরিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি এক ব্যক্তি শাফাআত (সুপারিশ) করল, শেষ পর্যন্ত (এর ফলে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। সূরাটি হচ্ছে ‘তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক’। (সূরা আল-মুলক)

আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস গণ্য করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনাতে ‘তাশউফ’ (শাফাআত করবে) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

১০১৭. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالْأَيَاتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفَّاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০১৭. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দুটি আয়াত ঐ রাতে তাকে সবরকম অপছন্দের জিনিস থেকে রক্ষা করবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দুটি আয়াত পাঠ করলে তাকে তার জন্য ‘কিয়ামুল্লাইল’ এর চেয়েও যথেষ্ট হবে।

১০১৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরস্থানের মতো বানিও না অর্থাৎ নফল নামাযসমূহ ঘরেই আদায় কর। এই কারণে যে, যে ঘরে সূরা বাকারা অধ্যায়ন করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম)

১০১৯. وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৯. হযরত উবাই বিন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন : হে আবুল মুনযের! তুমি কি জানো যে, আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসি) এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের উপর হাত রেখে বললেন, হে আবুল মুনজের! তুমি মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হও। (মুসলিম)

১০২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَاتَانِي أُنْتُ فَجَعَلَ يَحْشُوهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَآخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَبِئْسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَلَّيْتُ، عَنْهُ فَاصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَجِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْشُوهُ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُودُ فَرَجِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَجِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَجَاءَ يَحْشُوهُ مِنَ الطَّعَامِ فَآخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ ! فَقَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ : مَا هُنَّ؟ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَاصْبَحْتُ ؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ

الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ : مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ يَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَفِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَانَةٌ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ يَأَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ : لَأَقَالَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযান মাসের সদকায়ে ফিতরের হেফাজতে নিযুক্ত করেন। এরপর জনৈক আগন্তুক আমার কাছে এলো এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। এরপর আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম : আমি তোকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করবো। লোকটি বললো, আমি অত্যন্ত অভাবী একজন ব্যক্তি এবং আমার ওপর পরিবার-পরিজনের এক বিরাট বোঝা চেপে আছে। তদুপরি আমার খুবই প্রয়োজন। এসব শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু হুরাইরা! গতরাতে চোর তোমায় কি বলেছে? সে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি নিজের প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের বোঝার কথা বললে আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে ফিরে আসবে। আমার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি বিশ্বাস ছিল যে, লোকটি আবার ফিরে আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে সে এলো এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। আমি বললাম : আমি তোকে অবশ্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করবো। লোকটি অনুনয় বিনয় করে বললো : আমায় ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত প্রয়োজনশীল একজন মানুষ। আমার জিন্মায় পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রয়েছে। আমি দ্বিতীয় বার আর আসবো না। সুতরাং আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বললেন, হে আবু হুরাইরা রাতে চোরটি তোমায় কি বললো? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি তার প্রয়োজন এবং তার পরিবার-পরিজনের বোঝার ব্যাপারে অভিযোগ করলো! তখন আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার ফিরে আসবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি তৃতীয় বার তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। অবশেষে সে এলো এবং খাদ্য-সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোকে অবশ্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। আর এটা তৃতীয় এবং সর্বশেষ বার। তুই বলে আসছি যে,

তুই আর ফিরে আসবিনা; কিন্তু তারপরও তুই আসছিস। সে বললো : আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কথাবার্তা বলবো, যার সাহায্যে আল্লাহ পাক আপনাকে উপকৃত করবেন। আমি প্রশ্ন করলাম : সে কথাগুলো কী? সে বললো, তুমি যখন নিজের বিছানায় আসবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে, ব্যস, এই অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে, ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসবেনা। একথায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন : রাতের কয়েদী তোমায় কী বলেছেন? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে বলেছে : সে আমায় কিছু কথাবার্তা শিখিয়ে দেবে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমায় কল্যাণ দেবেন। একথায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : সে কথাগুলো কি? আমি নিবেদন করলাম : সে আমায় বলেছে যে, যখন তুমি নিজের বিছানায় শোবে, তখন ‘আয়াতুল কুরসী’র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। এরপর আমায় বললেন : সেটা পড়ার ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর একজন সংরক্ষক থাকবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসবেনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সাবধান! সে কিন্তু তোমার কাছে সত্য কথাই বলেছে। এমনিতে সে মিথ্যাবাদীই। তোমার কি জানা আছে যে, গত তিনবার ধরে কার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা চলছে? আমি নিবেদন করলাম, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।

(বুখারী)

১০২১. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ خَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০২১. হযরত আবুদ-দারদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দিককার দশটি আয়াত মুখস্ত করে নেবে, সে দজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। অন্য এক রেওয়াতে আছে কেউ সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্ত করে নিলে সে দজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মুসলিম)

১০২২. وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَفِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبَشِّرْ بَنُورِينَ أَوْ تَيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার হযরত জীবরীল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় ওপর দিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল। তখন হযরত জীবরীল (আ) নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, আসমানের এই দরজা আজকেই খোলা হলো এবং এর আগে কখনো খোলা হয়নি। এবং

এরপর ঐ দরজা দিয়ে জনৈক ফেরেশতা অবতরণ করলেন। তখন জীবরীল (আ) বললেন : এই ফেরেশতা এই প্রথম পৃথিবীতে আগমন করেছে। এর আগে সে পৃথিবীতে কখনো আগমন করেনি। ফেরেশতা তাঁকে (নবীকে) সালাম করলেন এবং বললেন, তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এই পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, এমন দুটি নূরের যা শুধু আপনাকেই দেয়া হয়েছে এবং আপনি খুশী হয়ে যাবেন কারণ আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে এই দুটি জিনিস দেয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হলো সূরা ফাতিহা এবং অপরটি হলো সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত চুরাশি

একত্র হয়ে কুরআন পড়ার সওয়াব

১০২৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোকেরা আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে একত্র হয়, কুরআন পাকের তিলাওয়াত করে, এবং পরস্পরকে তার দরস প্রদান করে তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেয়। আল্লাহ পাক তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের বিষয় উল্লেখ করেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত পঁচাশি

অযূর ফজিলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وَلِيَسْمَعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামায পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন মুখ এবং হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং মাথাকে মাসেহ করে নেবে এবং টাখনু পর্যন্ত পা দুটি ধুয়ে ফেলবে। মনে রেখো আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করতে চান না। বরং তিনি শুধু চান তোমাদেরকে পাক পবিত্র করতে এবং তোমাদের ওপর আপন নিয়ামত সমূহ পূর্ণ করতে যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সূরা মায়িদাহ : ৬)

১০২৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أُنَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ডাকা হবে। তখন তাদের কপাল ও হাত-পা অযূর প্রভাবে উজ্জল রূপে প্রতিভাত হবে। অতএব, যে ব্যক্তিই নিজেই উজ্জল্যকে বাড়াতে চায়, সে তা বাড়াতে পারে। (অর্থাৎ নিজের পা দুটিকে টাখনু পর্যন্ত এবং হাত দুটিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিতে পারে।) (বুখারী ও মুসলিম)

১০২৫. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ : تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার পরম বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : মুমিনকে (দেহের সেই সব স্থানে) অলংকার পরিয়ে দেয়া হবে, যেসব স্থানে অযূর পানি পৌঁছে যেত। (মুসলিম)

১০২৬. وَعَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৬. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তম রূপে অযূ করে তার দেহ থেকে তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে যায়। এমন কি তার নখের নীচ থেকেও তা বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০২৭. وَعَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৭. হযরত উসমান বিন্ আফফান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি আমার অযূর মতো অযূ করলেন। তারপর বললেন : যে ব্যক্তি এভাবে অযূ করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এরপর তার নামায এবং তার মসজিদ মুখে গমন বাড়তি হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০২৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَطُشُّهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মুসলমান কিংবা মুমিন বান্দাহ (শব্দ প্রয়োগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অযূ করে এবং নিজের মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন তার মুখমণ্ডল থেকে সমস্ত গুনাহ, যেগুলো

সে নিজের চোখ দিয়ে দেখেছে, পানি গড়ানোর সঙ্গে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এরপর যখন সে নিজের হাত দুটি ধৌত করে। তখন তার হাত দ্বারা কৃত সমস্ত গুনাহ পানি গড়ানোর সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বেরিয়ে যায়। এরপর যখন সে নিজের পা দুটি ধুয়ে ফেলে, তখন সমস্ত গুনাহ যা সে পা দিয়ে অর্জন করেছে, পানি গড়িয়ে পড়ার সাথে কিংবা শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এমন কি সে তাবৎ গুনাহ থেকে পাক-সাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০২৭. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِقُومُ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٍ دُهِمٌ بِهِمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কবরস্থানে গমন করলেন এবং বললেন : আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাইকুন। (অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। হে ঈমানদার গৃহবাসী! আল্লাহ যদি চান, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি আমার ভাইদের দেখে নিতাম। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন; হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হলো তারা যারা এখন পর্যন্ত আসেনি। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! যারা আপনার উম্মত হিসেবে এখনো আসেনি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, তুমি আমায় বলো, যদি এক ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা হাত-পরিশিষ্ট ঘোড়া কালো রং-এর ঘোড়ার দলে মিশে যায়, তাহলে সে কি নিজের ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন : অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : ওই লোকেরা (অর্থাৎ আমার উম্মতগণ) অযুর কারণে (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে আসবে যে, তাদের মুখমণ্ডল চমকতে থাকবে। তাদের হাত-পাগুলোও উজ্জ্বল রূপ ধারণ করবে আর আমি তাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারে পৌঁছে যাবো। (মুসলিম)

২০৩০. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا؟ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবো না যার সাহায্যে

আল্লাহর পাক ওনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং সেই সঙ্গে মান-মর্যাদাও সমুন্নত করে দেবেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : কষ্টের সময়গুলোতে বেশি বেশি অযু করা, মসজিদের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এই হলো রিবাত অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর আনুগত্য এবং তার মনোপুত কাজের জন্যে সমর্পণ করা। (মুসলিম)

১০৩১. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ - رواه مسلم

১০৩১. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। (মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতোপূর্বে সবার-এর অধ্যায়ে পরিপূর্ণরূপে উল্লেখিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমার বিন্ আবাসার হাদীসটি যা পূর্বে প্রত্যাশার অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে পুণ্যময় কাজ সংক্রান্ত একটি বিরাট হাদীস।

১০৩২. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ - أَوْ فَيُسَبِّحُ الْوُضُوءَ - ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

১০৩২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই যে অযু করে এবং বেশি পরিমাণে অযু করে (এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে) এবং তারপর সে বলে “আশ্হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু”। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

তিরমিযী এ ব্যাপারে আল্লাহুমা জ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজআলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন’ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমায় তওবাকারীদের মধ্যে দাখিল করো এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত রাখো) কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন।

অনুচ্ছেদ : একশত ছিয়াশি

আযানের ফযীলত

১০৩৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّافِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوَهَّمُوا وَلَوْ حَبَوًّا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الْإِسْتِهَامُ الْإِقْتِرَاعُ وَالتَّهَجِيرُ التَّكْبِيرُ إِلَى الصَّلَاةِ .

১০৩৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যদি জানতে পারে যে, আযান বলা এবং (নামাযের) প্রথম কাতারে দাড়ানোর মধ্যে কতটা সওয়াব রয়েছে তাহলে বাজী ধরার মাধ্যম ছাড়া তা অর্জন করা সম্ভব হতো না। আর যদি তারা জানতে পারে যে, দ্রুত নামাযে সামিল হওয়ার মধ্যে কতটা সওয়াব রয়েছে তাহলে তারা দৌড়ে সেদিকে চলে আসত। আর যদি লোকেরা এশা এবং ফযরের নামাযের সওয়াব সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই ঐ দুই নামাযে সামিল হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

‘আল-ইসতিহাম’ অর্থ লটারীর সাহায্যে ভাগ্য গণনা করা। আত-তাহজীর অর্থ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দেরী না করা, সময় হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা।

১০৩৪. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤَذِّنُونَ اطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم

১০৩৪. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আযান প্রদানকারী মুয়ায্বিনগণের ঘাড় সমস্ত লোকের চেয়ে লম্বা হবে। (মুসলিম)

১০৩৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ - أَوْ بَادِيَتِكَ - فَادْتَتِ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنَّ وَلَا إِنْسٍ، وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رواه البخارى .

১০৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী সা'সায়াহ বর্ণনা করেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করি যে, তুমি জঙ্গল এবং বকরী পালের মধ্যে থাকা পছন্দ কর। অতএব তুমি যখন নিজের বকরী পালন এবং জঙ্গলে থাক (বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে) তখন তুমি নামাযের জন্য আযান দিবে এবং উচু আওয়াজের সঙ্গে দিবে। এ কারণে যে, আযান প্রদানকারীর উচ্চতম আওয়াজ যে মানুষ বা প্রাণীই শ্রবণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দান করবে। হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি একথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। (বুখারী)

১০৩৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّادِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا - وَأَذْكَرُ كَذَا - لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَذَرِي كُمْ صَلَّى - متفق عليه

রিয়াদুস সালেহীন

১০৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকবাম (স) বলেছেন : যখন নামাযের জন্যে আযান বলা হয়, তখন শয়তান পিঠে জিজিয়ে ছুটে চলে যায় এবং সে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে যায়, যাতে করে লোকেরা আযানের শব্দ শুনে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন আবার সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্যে তাকবীর বলা হয়, তখন সে পালিয়ে যায় এমনকি যখন তাকবীর পুরো হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে যাতে মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রনা দিতে পারে এবং বলতে থাকে অমুক জিনিসকে স্মরণ কর, অমুক জিনিসকে স্মরণ কর। এমনকি লোকটি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে কতটা নামায পড়েছে; এটাই তার মনে থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৩৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىٰ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فَبِهَا مَنَزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَتِي - رواه مسلم

১০৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন আযান শুনে তখন তোমরা সেই শব্দাবলীই উচ্চারণ করবে যা মুয়াযযিন বলে থাকে। তারপর আমার ওপর দরুদ পড়বে। এই কারণে যে, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ প্রেরণ করবে আল্লাহ পাক তার প্রতি এর বিনিময়ে দশ রহমত প্রেরণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে উসিলার সাওয়াল কর। এই জন্য যে, তা জান্নাতে এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজন বান্দাই অধিকারী হবেন আর আমার প্রত্যাশা এই যে, সেই বান্দাটি আমিই। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য উসিলার সাওয়াল করবে তার জন্য আমার সাফায়াত ওয়াজিব। (মুসলিম)

১০৩৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ - متفق عليه

১০৩৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা আযান শোনো তখন সেই শব্দাবলীই উচ্চারণ কর, আযান প্রদানকারী যেগুলো উচ্চারণ করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৩৯. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَوْ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى.

১০৩৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় এই কালেমাগুলো বলে (আল্লাহুমা রব্বা হাযিহিদ্

দাওয়াতিত তাম্মাতে ওয়াস্-সালাতিল কাইমাতে আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াবআসহ্ মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআদতাহ্” অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ দাওয়াতের প্রভু এবং দাড়ানো নামাযের পরওয়ারদিগার! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসিলা এবং ফযীলত দান কর। এবং তাঁকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। তাহলে তাঁর জন্যে কেয়ামতের দিন আমার সাফাওয়াত ওয়াজিব হবে। (বুখারী)

১০৬০. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ زَ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَ رَسُولَهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ - رواه مسلم -

১০৪০. হযরত শাদ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের কথাগুলো শুনে একথা বলে, “আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লালাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু রাদীতু বিল্লাহি রব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়াবিল ইসলামে দীনান” অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে; আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এবং আল্লাহর প্রভু হওয়ার ব্যাপারে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার ব্যাপারে ও ইসলামকে একমাত্র ধীন হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি সম্মত হয়েছি, তাহলে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

১০৬১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّعَاءُ لَا يَرُدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن .

১০৪১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আযান এবং তকবীরের মাঝখানের দো‘আ রদ করা হয় না।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশত সাতাশি

নামাযের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

মহান আল্লাহ বলেন : “অবশ্যি নামায অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(সূরা আনকাবূত : ৪৫)

১০৬২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ

يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا - متفق عليه

১০৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বলো : যদি তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সম্মুখ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার দেহে কি কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সুতরাং পাঁচ বার নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, আল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

১০৪৩. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ غَمْرِ جَابِرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رواه مسلم .

১০৪৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো সেই নহরের (নদী) মতো যাতে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে। যা তোমাদের কারোর বাড়ির সম্মুখ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত এবং সে তাতে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে।
(মুসলিম)

১০৪৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْ هَذَا قَالَ : لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلُّهُمْ - متفق عليه -

১০৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার চুম্বন গ্রহণ করে ; এরপর সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হয় এবং তাকে সবকিছু খুলে বলে। এরপর আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন : দিনের দুই প্রান্তে নামায কয়েম করো এবং রাতের প্রহরগুলোতেও। নিঃসন্দেহে পুণ্যময় কাজ পাপাচারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (সূরা হুদ : ১১৪) লোকটি নিবেদন করলো : (হে আল্লাহর রাসূল) এই বিধানটি কি বিশেষভাবে আমার জন্যে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার সমগ্র উম্মতের জন্যে।
(বুখারী ও মুসলিম)

১০৪৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ - رواه مسلم

১০৪৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফ্ফারা তুল্য, অবশ্য এর মধ্যে যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়।
(মুসলিম)

১০৬৬. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَوةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحَسِّنَ وُضُوْعَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ - رواه مسلم

১০৬৬. হযরত উসমান বিন্ আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে মুসলমানেরই ফরয নামাযের সময় হয়ে যায়, তারপর সে ভালোভাবে অযু করে এবং খুশু-খুজুর সাথে (নিবিষ্টচিত্তে) রুকু-সিজদা করে। তার জন্যে সে নামায পূর্বেকার গুনাহমূহের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়, অবশ্য সে যদি আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয় এবং এই ধারাই পরবর্তিতে অব্যাহত থাকে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত আটাশি

ফজর ও আসর-এর নামাযের ফযীলত

১০৬৭. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - متفق عليه. الْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ.

১০৬৭. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিই দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায (সঠিকভাবে) আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত ‘আল-বারদানে’ হচ্ছে ফজর ও আসরের নামায।

১০৬৮. وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - رواه مسلم

১০৬৮. হযরত আবু যুহাইর উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেকার নামায (অর্থাৎ ফজরের নামায) এবং সূর্য ডোবার পূর্বেকার নামায (অর্থাৎ আসরের নামায) আদায় করল, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা। (মুসলিম)

১০৬৯. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنْظِرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ - رواه مسلم

১০৬৯. হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো, সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল। অতএব হে আদম সন্তান! তুমি চিন্তা-ভাবনা করে নাও, আল্লাহ তোমাদের থেকে আপন যিম্মায় অন্তর্ভুক্ত কোন্ জিনিসটির দাবি করবেন না। (মুসলিম)

১০৫০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَا قَبُونَ فَيْكُم مَلَانِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلَانِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فَيْكُم فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ - متفق عليه

১০৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাত ও দিনের ফেরেশতারা তোমাদের মাঝে পালাক্রমে আগমন করেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হন; অতপর সেই ফেরেশতারা যারা তোমাদের মাঝে রাত অতিবাহন করেছেন আসমানের দিকে চলে যান। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ অথচ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত — তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো, তাঁরা বলেন : আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা নামায পড়ছিল এবং আমরা তাদের কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছলাম যে, তারা নামায পড়ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৫১. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّي رَضِيَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُونَ عَلَى صَلَاةِ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ : فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ

১০৫১. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজাল্লি (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি চতুর্দশ রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমরা আপন প্রভুকে (আখিরাতে) ঠিক সেভাবে দেখবে, যেভাবে এই চাঁদকে তোমরা দেখছো। তখন আল্লাহর দীদার লাভে তোমাদের কোনোই কষ্ট হবেনা। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বকার নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বকার নামায আদায় করতে অপারগ না হও, তবে তা-ই করো, অর্থাৎ ওই দুটি নামায যথারীতি আদায় করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তিনি চতুর্দশ রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

১০৫২. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ - رواه البخارى

১০৫২. হযরত বুয়াইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আসর-এর নামায ছেড়ে দিল, তার সমস্ত 'আমলই বাতিল হয়ে গেল। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : একশত উনানব্বই মসজিদের দিকে যাওয়ার ফযীলত

১০৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ - متفق عليه

১০৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদের দিকে গমন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। যখনই সকাল-সন্ধ্যা সে গমন করে, তখনই ঘটে। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৫৪. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَاتُهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً - رواه مسلم

১০৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘর, অর্থাৎ মসজিদের দিকে রওয়ানা করে, যাতে করে সে আল্লাহর ফরযগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি ফরয আদায় করতে পারে, তার পদক্ষেপের মধ্যে থেকে একটি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একটি গুনাহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপের ফলে একটি মর্যাদা সমুন্নত হয়। (মুসলিম)

১০৫৫. وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ لَأَنْصَارٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ : مَا يَسْرُنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ - رواه مسلم

১০৫৫. হযরত উবাই বিন্ কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারীর বাড়ি মসজিদ থেকে আমার জানা মতে সবচাইতে দূরে ছিল। কিন্তু তার কোনো নামাযই জামাআত থেকে বাদ পড়তেন। উক্ত সাহাবীকে বলা হলো, (কতইনা ভালো হতো) তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করতে এবং অন্ধকার রাতে ও কঠিন গরমে তার ওপর সওয়ার হয়ে যাতায়াত করতে! লোকটি জবাব দিল, আমার ঘর মসজিদের একেবারে কাছাকাছি হোক, এটা আমার মনোপুত নয়; আমি বরং চাই যে, আমার মসজিদের দিকে চলা এবং সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসার ব্যাপারে সওয়াব লেখা হোক। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ সংক্রান্ত তামাম সওয়াব আল্লাহ তোমার জন্যে জমা করে রেখেছেন। (মুসলিম)

১০৫৬. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَنَقَّلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : بَلَّغْنِي أَنْكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَتَنَقَّلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ بَلِّغْنِي أَنْكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ قَالُوا، نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ: بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تَكْتَبُ أَثَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تَكْتَبُ، أَثَارَكُمْ فَقَالُوا: مَا يَسْرُنَا أَنْ كُنَّا تَحَوَّلْنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ -

১০৫৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, মসজিদের আশপাশে কিছু জায়গা খালি পড়ে ছিল। বনু সালাম গোত্রের লোকেরা মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। এ খবর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছেল তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা মসজিদের কাছাকাছি আসতে চাও। তারা নিবেদন করলো : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরকমই ইরাদা করেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে বনু সালাম! তোমরা নিজেদের ঘরেই থাকো। তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে। এ কথা শুনে তাঁরা বললেন : আমরা (এখান থেকে) অন্যত্র যাওয়ার ব্যাপারটাকে আর পছন্দ করছি না। (মুসলিম)

বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে একই রূপ বক্তব্য রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٥٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمُ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ - وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৫৭. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের ব্যাপারে সমস্ত লোকের চেয়ে বেশি সওয়াবের অধিকারী হবেন সেই ব্যক্তি যিনি সবার চেয়ে বেশি দূরবর্তী স্থান থেকে মসজিদে আসেন এবং যিনি ইমামের সঙ্গে নামায পড়ার জন্যে অপেক্ষায় থাকেন। এহেন ব্যক্তির সওয়াব ও প্রতিফল সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি, যিনি একাকী নামায পড়েন এবং তারপর শুয়ে যান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٨. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرُوا الْمَشَانِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১০৫৮. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব লোক অন্ধকার রাতে মসজিদের দিকে গমন করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ আলোয় সমুজ্জল হওয়ার সুসংবাদ দান করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٠٥٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ: إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবোনা, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং সেই সঙ্গে তোমাদের মর্যাদাকেও সমুন্নত করবেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কষ্ট-ক্লেশের সময় বেশি বেশি অযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপ ফেলা, এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা। ব্যস, এই হলো রিবাত অর্থাৎ সীমান্তগুলোকে হেফাজত করা। (মুসলিম)

১০৬০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَغْتَاذُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا يَغْتَمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن

১০৬০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে বারবার মসজিদে আসতে দেখবে, তখন তোমরা তার মুমিন হবার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : আল্লাহর মসজিদগুলোকে (প্রকৃতপক্ষে) তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে। (তিরমিযী)

তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশত নব্বই

নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফযীলত

১০৬১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَوةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَوةُ - متفق عليه

১০৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তিই নামাযের মধ্যে অবস্থান করে, যতক্ষণ নামায তাকে আবেষ্টন করে রাখে। নামায ছাড়া আর কিছুই তাকে বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৬২. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ الَّتِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ - رواه البخارى

১০৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতারা তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে ইস্তেগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে। যতক্ষণ লোকেরা নামায আদায়ের পর জায়নামাযের ওপর বসে থাকে এবং

তাদের অযু নষ্ট হয়না ততক্ষণ ফেরেশতারা বলতে থাকে : হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করো। (বুখারী)

১০৬৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ أَنْتَظَرُ تُمْوَهَا -
رواه البخارى

১০৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে 'এশার নামায অর্ধেক রাত অবধি বিলম্বিত করেন। অতঃপর আমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন : সমস্ত লোক নামায পড়ে শুয়ে গেছে, আর তোমরা যথারীতি নামাযের মধ্যে রয়েছে, যতক্ষণ তোমরা নামাযের অপেক্ষায় ছিলে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ৪ একশত একানব্বই

জামা'আতের সাথে নামাযের ফযীলত

১০৬৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عَشْرِينَ دَرَجَةً - متفق عليه

১০৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জামা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি ফযীলতময়। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ أَرْحَمَهُ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرُ الصَّلَاةَ - متفق عليه وهذا لفظُ الْبُخَارِيِّ.

১০৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা তার বাড়ি ও বাজারের নামাযের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। আর এটা এজন্য যে, যখন সে ভাল অযু করে তারপর মসজিদের দিকে রওয়ানা করে এবং শুধু নামাযের জন্যই ঘর থেকে বের হয় এবং কেবল এই উদ্দেশ্যেই সে পা ফেলে তখন তার একটি মর্যাদা সম্মুন্ন হয় এবং সে কারণে তার একটি ভ্রান্তি মাফ হয়ে যায়। তারপর সে যখন নামায পড়ে তখন ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফিরাতের দো'আ করতে থাকে। যতক্ষণ সে তার জায়নামাযের ওপর থাকে এবং সে

বেঅযু অথবা তার অযু নষ্ট হয় না ততক্ষণ ফেরেশতারা এই মর্মে দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ্ ! এর প্রতি রহম কর, হে আল্লাহ্! এর প্রতি মেহেরবানী কর। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই অবস্থান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে এই শব্দগুলো বুখারীর।

১০৬৬. وَعَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : فَاجِبٌ - رواه مسلم .

১০৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলো এবং নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। লোকটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই জন্য নিবেদন করল যে, তিনি তাকে ঘরেই নামায আদায় করার অনুমতি দেবেন, তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? লোকটি বললো : “জি হ্যাঁ”। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে আযানের আওয়াজ শুনে লাব্বায়েক বলে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার জন্যে মসজিদে চলে এসো। (মুসলিম)

১০৬৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَيْلَ عَمْرٍو وَبْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَدِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهُوَامِ وَالسِّبَاعِ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّهَا - رواه ابو داود ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَمَعْنَى حَيَّهَا تَعَالَى

১০৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তুম আল-মুয়াজ্জীন বর্ণনা করেন, তিনি নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! মদিনা শরীফে অনেক বড় বিষাক্ত পোকা মাকড় ও জন্তু রয়েছে (আর আমি অন্ধ মানুষ) এমতাবস্থায় আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি হাইয়ালাস্সালাহ, হাইয়ালাল ফালাহ (নামাযের দিকে ছুটে এসো, কল্যাণের দিকে ছুটে এসো) শুনতে পাও। তাহলে নামাযের জন্য আসো।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৬৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهُ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ - متفق عليه .

১০৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমি ইচ্ছা করেছি যে, লোকদেরকে লাকড়ি জমা করার আদেশ দেব, তারপর নামাযের জন্য আযান দিতে বলবো। তারপর এক ব্যক্তিকে নামায পড়াতে আদেশ দেবো, তারপরে আমি তাদের দিকে যাবো (যে লোকেরা জামা'আতে উপস্থিত হয় না) এবং তাদের ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দেবো।

(বুখারী ও মুসলিম)

১০৬৯. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَا فِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ جَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَآتَاهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ - رواه مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤْذَنُ فِيهِ -

১০৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, কাল সে ইসলামের ভেতর থাকা অবস্থায় আব্বাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত হল নামায সমূহের হেফাজত করা, যখন নামাযের আযান বলা হবে। আব্বাহ পাক তোমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়েতের নিয়মগুলো চালু করছেন। নামাযও হেদায়েতের নিয়মগুলোর অন্যতম। যদি তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়াতে থাক যেমন এই সব ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ঘরে নামায পড়ে তাহলে তোমরা আপন নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তোমরা আপন নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দাও তাহলে গুমরাহ হয়ে যাবে। আমি দেখেছি কোনো মুসলমান নামায থেকে পিছনে থাকতো না, পিছনে থাকতো কেবল সেই সব লোক যারা মুনাফিক, যাদের নেফাক সকলের জানা। অবশ্য জেনে রাখ এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে দুই ব্যক্তির মাঝখানে আশ্রয় দিয়ে তাকে আনা হতো, এমনকি তাকে জামাতের কাতারে খাড়া করে দেয়া হত।

(মুসলিম)

এই পর্যায়ে অন্য এক রেওয়াতে মুসলিম বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হেদায়েতের নিয়ম শিখিয়েছেন, এই নিয়মগুলোর অন্যতম হলো মসজিদে নামায আদায় করা, যার মধ্যে আযানও শামিল রয়েছে।

১০৭০. وَعَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ - فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّنَادِ حَسَنٍ .

১০৭০. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : যে মহল্লায় এবং জঙ্গলে তিন ব্যক্তি (মুসলমান) উপস্থিত থাকবে, সেখানে নামাযের জামা'আত না হলে তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব, তোমরা জামা'আতকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। কেননা, ভেড়াগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলে নেকড়ে খুব সহজেই তাদের খেয়ে ফেলে।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : একশত বিরানব্বই

ফজর ও এশার জামা'আতে উপস্থিত থাকার তাগিদ

১০৭১. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১০৭১. হযরত উসমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত 'কিয়াম করলো; আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামা'আতের সাথে আদায় করলো সে যেন তামাম রাতই নামায আদায় করলো। (মুসলিম)

আর তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত উসমান (রা) বলেন ; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে পড়লো, সে অর্ধেক রাতের নামাযের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়লো, সে সমগ্র রাতের পড়ার সওয়াব পাবে।

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১০৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوَهَّمَا وَلَوْ حَبْرًا - متفق عليه وَقَدْ سَبَقَ بِطَوِيلِهِ .

১০৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যদি জানতে পারে যে, এশা ও ফজরের নামাযে বা জামা'আতের সওয়াব কতো, তাহলে ঐ দুটি নামাযের জামা'আতে তারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতোপূর্বেও সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে।

১০৭৩. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَبَسَ صَلَوةً أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوَهَّأَا وَلَوْ حَبَوًّا - متفق عليه .

১০৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকদের জন্যে ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে ভারী বোঝা আর কোনো নামাযে নেই। তারা যদি এই দুই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত থাকতো তাহলে অবশ্যই এই দুয়ের জামা'আতে উপস্থিত থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : একশত তিরানক্বই

ফরয নামাযের তস্তাবখানের আদেশ এবং তা ছাড়ার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى -

মহান আল্লাহ বলেন : (মুসলিমগণ!) সমস্ত নামায বিশেষত মধ্যবর্তী নামায (অর্থাৎ আসরের নামায) পূর্ণ হেফাজতের সাথে আদায় করো। (সূরা বাকারা : ২৩৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ -

আর যদি তারা তওবা করে, নামায কয়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তওবা : ৫)

১০৭৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه

১০৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি ফযীলতময়? তিনি বলেন : 'নামাযকে তার সময় মতো আদায় করা।' আমি নিবেদন করলাম : এরপর কোনটি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা'। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৭৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - متفق عليه

১০৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর : (১) একথার সাক্ষ্য

দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা (বুখারী ও মুসলিম)

১০৭৬. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - متفق عليه .

১০৭৬. হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সেই সঙ্গে তারা নামায কয়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা একাজ গুলো করতে থাকবে, তখন আমার থেকে তারা নিজেদের রক্ত (জীবন) এবং ধন-মাল রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু ইসলামের হক (অবশিষ্ট থাকবে) এবং তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায় থাকবে।

১০৭৭. وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فِترَةٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ - متفق عليه

১০৭৭. হযরত মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করেন এবং বলেন : তুমি আহলে কিতাবের একটি জাতির কাছে পৌঁছাবে। তখন তাদেরকে এই কথার দিকে আহ্বান জানাবে : তারা যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ রাসূল! এরপর তারা যদি একথার আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি দিন রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। তারা যদি একথার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনবান লোকদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্র লোকদের জন্যে ব্যয় করা হবে। তারা যদি একথাও স্বীকার করে নেয়, তাহলে তোমার নিজেকে তাদের উত্তম ধনমাল থেকে বাঁচাতে হবে। আর মজলুমের বদদোআ থেকেও বাঁচাতে হবে। এই কারণে যে, মজলুমের বদদোআ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন আড়াল থাকেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৭৮. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ

تَرْكُ الصَّلَاةِ - رواه مسلم

রিয়াদুস সালেহীন

১০৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি; মানুষের এবং শিরক ও কুফরের মাধ্যকার ফারাক হলো নামায পরিহার করা। (মুসলিম)

১০৭৭. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

১০৭৯. হযরত বুড়াইদা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাযের অঙ্গীকার। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল, সে কাফির হয়ে গেল। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১০৮০. وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّائِبِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى جَلَالَتِهِ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

১০৮০. হযরত শফীক বিন আবদুল্লাহ তাবেয়ী (যার প্রভাব ও প্রভাপের ব্যাপারে একমত রয়েছে) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম নামায ছাড়া অন্য কোনো আমলের পরিহারকে কুফরী মনে করতেন না।

তিরমিযী 'কিতাবুল ইমানে' বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৮১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَحْسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَرُّعٍ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا نَتَقَصَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

১০৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি জিজ্ঞেস করা হবে, তাহলো তার নামায। কাজেই তার নামায যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে সে কামিয়াব হবে, আল্লাহর কাছে থেকে সে নিজের মকসুদকে যথার্থভাবে পেয়ে যাবে। আর যদি তার নামায খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে। তদুপরি, যদি তার কোনো ফরয কাজে ঘাটতি পাওয়া যায় তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেনঃ দেখো, আমার বান্দাদের কিছু নফল কাজও আছে। কাজেই নফলের দ্বারা তার ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর তার সমস্ত আমলের হিসাব এই পছন্দই গ্রহণ করা হবে। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : একশত চুরানব্বই

নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত : কাতারে মিলে দাঁড়ানোর তাগিদ

১০৮২. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَا صُوفَ فِي الصَّفِّ - رواه مسلم

১০৮২. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন : তোমরা কেন সেভাবে কাতার তৈরি করছো না যেভাবে ফেরেশতারা আপন প্রভুর সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ফেরেশতাগণ আপন প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা প্রথম কাতারকে পূর্ণ করে এবং কাতারে একে অপরের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে যায়। (মুসলিম)

১০৮৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا - متفق عليه

১০৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি লোকেবা জানতো যে, আযান বলা এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কতটা সওয়াব নিহিত তাহলে লটারী ছাড়া আর কোনো উপায়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না। (বুখারী)

১০৮৪. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا - رواه مسلم

১০৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথমটি আর নিকৃষ্ট হলো শেষটি। আর মহিলাদের উত্তম কাতার হলো শেষটি আর খারাপ হলো প্রথমটি। (মুসলিম)

১০৮৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ : لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَاتَّمُوا بِئِى، وَلَيَأْتِمَنَّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ - رواه مسلم

১০৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের দেখলেন, তারা পিছনের কাতারে দাঁড়ান। এটা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে বললেন, প্রথম কাতারে এসে দাঁড়াও এবং আমার অনুসরণ করো। আর তোমাদের অনুসরণ করবে সেই লোকেরা যারা তোমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু লোক বরাবর পিছনেই থেকে যাবে। এমনকি আল্লাহ তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পিছনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

১০৮৬. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - رواه مسلم -

১০৮৬. হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন : সমান হয়ে যাও আর তোমরা মতবিরোধ করোনা। কেননা তার ফলে তোমাদের অন্তর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও সমঝদার লোকেরা আমার কাছাকাছি থাকো। তারপর সেই লোকেরা যারা তাদের কাছাকাছি। তারপর সেই লোকেরা যারা তাদের নিকটবর্তী। (মুসলিম)

১০৮৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَوَوْا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِبُخَارِيٍّ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

১০৮৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজেদের কাতারগুলোকে সমান করো এই কারণে যে, কাতার সমান করা নামাযকে পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, কাতার সমান করা নামায কয়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

১০৮৮. وَعَنْهُ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي - رواه البخاري. بَلَفْظِهِ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مِنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

১০৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নামাযের একদমত বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তার মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দিতেন এবং বলতেন : নিজেদের কাতারগুলোকে সোজা করো এবং পরস্পর মিলেমিশে দাঁড়াও। এই কারণে যে, আমি তোমাদেরকে আপন পিঠের পিছন থেকে দেখছি।

এই শব্দগুলো বুখারীর। আর ইমাম মুসলিম এর সমার্থক শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আমাদের প্রত্যেকেই আপন কাঁধকে আপন সঙ্গীর কাঁধের সাথে এবং আপন পা-কে তার পায়ের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলাম।

১০৮৯. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَتُسَوَّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِكُمْ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ

يُكْبِرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ، لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ -

১০৮৯ . হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আপন কাতারগুলোকে সঠিক করতে হবে নচেৎ আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারাগুলোকে বিভিন্ন রূপ করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলোকে সোজা করে দিতেন। এমন কি মনে হতো যে, এর সাথে তিনি যেন তীরগুলোকেও সোজা করছেন। আমরা বিষয়টি তার কাছে থেকেই শিখেছি। তিনি একদিন বাইরে বেরুলেন এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করছিলেন এমন সময় তিনি একটি লোককে দেখলেন, তার বুকের অংশ কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা কাতারগুলোকে সমান রাখো, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোকে বিভিন্নরূপ করে দেবেন।

১০৯০ . وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَا كِبْنَا وَيَقُولُ : لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

১০৯০ . হযরত বারআ ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতার সঠিক করার সময় একদিক থেকে আরেক দিক যেতেন। আমাদের বুক ও কাঁধগুলোতে হাত বুলাতেন এবং বলতেন : বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িওনা, তাহলে তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি বলতেন : আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারে রহমত প্রেরণ করেন।

আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৯১ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ، وَسَلُّوا الْخَلَلَ وَلِيَسْتَوِيَ بِيَدَيْ إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ صَلَّى صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

১০৯১ . হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযের) কাতারগুলোকে সোজা রাখো এবং কাঁধগুলোতে নরম হয়ে যাও এবং শয়তানের জন্যে পথ ছেড়ে দিওনা। যে ব্যক্তি (নামাযের) কাতারকে মিলিয়ে নেয়, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারকে ভেঙে দেয়, আল্লাহ তাকে ভেঙে দেবেন।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৯২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رُصُوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. الْحَذَفُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ فَاءٌ وَهِيَ غَنَمٌ سَوْدٌ صِغَارٍ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

১০৯২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযের) কাতারগুলোকে সোজা করো, পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও এবং ঘাড়গুলোকে সমান রাখো। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শয়তান (নামাযের) কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, যেন সে বকরীর বাচ্চা।

হাদীসটি সহীহ; আবু দাউদ মুসলিমের শর্তের সনদসহ এটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত আল-হাযাফ অর্থ ছোট কালো বকরী, যা সাধারণত ইয়েমেনে পাওয়া যায়।

১০৯৩. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتِمُّوا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّنَادِ حَسَنًا

১০৯৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযের) প্রথম কাতারকে পূরণ করো। এরপর সেই কাতার যেটি এর সাথে মিলিত হয়। কাতারে কোনো ক্রটি থাকলে তা সর্ব শেষ কাতারে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১০৯৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفِيهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْفِيقِهِ -

১০৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ (নামাযের) কাতারের ডান দিকের লোকদের প্রতি রহমত ও ইস্তেগ্ফার প্রেরণ করেন।

আবু দাউদ মুসলিমের শর্তের সনদসহ এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১০৯৫. وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَمَسْمَعُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৯৫. হযরত বারআ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম তখন তাঁর ডান বরাবর দাঁড়াতে আমাদের কাছে খুব প্রিয় মনে হতো, যাতে করে তিনি (মুখ ফিরিয়ে বসার সময়) তাঁর চেহারা মুবারক আমাদের দিকে সহজে ঘূরাতে পারেন। আমি তাঁকে এই দো‘আ করতে শুনেছি; হে আমাদের প্রভু! সেই দিন আমাকে তোমার আযাব থেকে বাঁচাও যেদিন তুমি আপন বান্দাদের উঠাবে কিংবা একত্র করবে। (মুসলিম)

১০৭৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسِطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ -
 رواه ابو داود.

১০৭৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমামকে (জামায়াতের) মাঝ বরাবর দাঁড় করাও এবং কাতারগুলোর ফাঁক পূর্ণ করো।
 (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : একশত পঁচান্নকই

ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়ের ফযীলত

১০৭৭. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمَلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
 مِمَّنْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى
 اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ الْإِبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه مسلم

১০৭৭. হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : যে মুসলমানই প্রতিদিন আদ্বাহর সন্তুষ্টির জন্যে বারো রাক'আত নফল (নামায) পড়ে, আদ্বাহ তার জন্যে জান্নাতে ঘর বানাবেন কিংবা জান্নাতে তার জন্যে ঘর বানানো হয়।
 (মুসলিম)

১০৭৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ - متفق عليه

১০৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু'রাকআত এবং তারপর দু'রাকআত (নামায) পড়েছি, এছাড়া জুমআর (ফরয নামাযের) পর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত এবং ইশার পর দু'রাকআত পড়েছি।
 (বুখারী ও মুসলিম)

১০৭৯. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آدَا نَبِيٍّ صَلَوةٌ وَبَيْنَ كُلِّ آدَا نَبِيٍّ صَلَوةٌ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الْمُرَادُ بِالْآدَانِ الْآذَانُ وَالْإِقَامَةُ .

১০৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি দুই আযানের (অর্থাৎ আযান ও তাকবীর) মধ্যে নামায রয়েছে। প্রতি দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। তৃতীয় বার বলেন : অবশ্য যে ব্যক্তি পড়তে চায়।
 (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আযানাঈন' অর্থাৎ দুই আযান কথার অর্থ হলো : আযান ও তাকবীর।

অনুচ্ছেদ ৪ একশত ছিয়ানকাই

সকালের দু' রাক'আত সুন্নাত নামাযের তাগিদ

১১০০. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ - رواه

البخارى

১১০০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের পূর্বে চার এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায কখনো ছেড়ে দিতেন না।
(বুখারী)

১১০১. وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ - متفق عليه -

১১০১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই সুন্নাতের মুকাবিলায় অন্য কোনো নফলের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন না।
(বুখারী ও মুসলিম)

১১০২. وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - رواه مسلم. وَفِي رَوَايَةٍ لُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا .

১১০২. হযরত আয়েশা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।
(মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; এ দুই (রাক'আত) আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে প্রিয়।

১১০৩. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُؤْذَنَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا لَا بِأَمْرِ سَأَلَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ وَتَابَعَهُ إِذَا أَنَّهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرِ سَأَلَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا فَقَالَ: لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَحْمَلْتُهُمَا - رواه أبو داود بإسناد حسن .

১১০৩. হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল ইবনে রিবাহ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে ফজরের নামায সম্পর্কে খবর দিতে এলেন। এসময় হযরত আয়েশা (রা) বেলালের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। এর ফলে সকালটা খুব বেশি উজ্জল হয়ে গেল। এরপর বেলাল (রা) দাঁড়ালেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে খবর দিলেন। এমন কি তিনি দু'বার বললেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্যে খুব দ্রুত বেরুলেন না। তারপর যখন বাইরে এলেন তখন তিনি নামায পড়ালেন। হযরত বেলাল (রা) তাঁকে বললেন : হযরত আয়েশা (রা) কোনো এক বিষয়ে জিজ্ঞাসার জন্যে তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিলেন, এবং সকালটাও একটু বেশি উজ্জল হয়ে গিয়েছিল। আর আপনিও বাইরে বেরুতে দেরী করে ফেললেন। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়ে নিয়েছিলাম। হযরত বেলাল (রা) নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সকালকে খুব বেশি উজ্জল করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : যদি সকালটা এর চেয়েও বেশি উজ্জল হয়ে যেত তাহলেও আমি ফজরের সুন্নাত নামাযকে খুব সুন্দর ভাবে আদায় করতাম। (আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ : একশত সাতানব্বই

ফজরের সুন্নাত নামায সংক্ষেপে আদায় করা

১১০৪. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ -

১১০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের আযান ও তকবীরের মাঝে হালকা ধরনের দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই দুই গ্রন্থের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত তিনি সংক্ষেপে পড়তেন। এমন কি আমি অনুভব করতাম যে, তিনি এই দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো! মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফজরের আযান শোনা মাত্রই সংক্ষেপে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, সকাল হওয়ার সাথে সাথেই তিনি

১১০৫. وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَدَّى الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ -

১১০৫. হযরত হাফসা (রা) বর্ণনা করেন, মুয়াযযিন যখন সকালের আযান বলে, এবং প্রভাত উদয় হয়ে যায়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা দু'রাক আত নামায আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রওয়ায়েতে বলা হয়েছে, প্রভাতের উদয় হওয়ার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হালকা ধরনের দু'রাআত নামায আদায় করতেন।

১১০৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَكَانَ الْإِذَاانَ بِأَذْنِهِ - متفق عليه

১১০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুই রাক'আত করে নফল নামায আদায় করতেন, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত বিতর পড়তেন। আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। (আযানের পরপরই দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন) যেমন কোনো ব্যক্তি দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ছে। মনে হতো তার কানে তকবীরের আওয়াজ এলো এবং সে দ্রুত নামায শেষ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১০৭. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا : قَوْلًا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا، أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ. وَفِي رَوَايَةٍ فِي الْآخِرَةِ : الَّتِي فِي أَعْمَرَانَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - رواهما مسلم

১১০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারার আয়াত 'কুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়াম্মা উনযিল্লা ইলাইন' (সূরা বাকারার ১৩ আয়াত শেষ পর্যন্ত) এবং দ্বিতীয় রাক'আতে আ-মন্ন' বিল্লাহি ওয়াশহাদ্ বিআন্না মুসলিমুন (আলে ইমরান ৫২ আয়াত) অবধি পড়তেন।

অপর এক রওয়ায়েতে আছে। দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে-ইমরানের আয়াত 'তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়েম বাইনানা ও বাইনাকুম' পড়তেন। (মুসলিম)

১১০৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ مُسْلِم

১১০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামাযে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরা দুটি পাঠ করতেন। (মুসলিম)

১১০৭. وَعَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১১০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক মাস পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সুন্নাতে ‘কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন’ এবং ‘কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ সূরা দুটি পাঠ করতে শুনেছি। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

অনুবাদ : একশত আটানব্বই

সকালের সুন্নাত নামাযের পর (কিছুক্ষণের জন্য) ডান কাতে শোয়ার উপদেশ। রাতে তাহাজ্জুদ পড়া হোক কিংবা নাহোক

১১১০. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১১০. হযরত আয়েশ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকালের ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করে নিতেন, তখন (কিছুক্ষণের জন্য) নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। (বুখারী)

১১১১. وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ مِنْ صَلَوةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ خَفِ فِتْنَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَوْلُهَا يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ، هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ وَمَعْنَاهُ : بَعْدَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ .

১১১১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার (ফরয) নামায সমাপনের পর সকাল পর্যন্ত এগারো রাক‘আত নামায পড়তেন এবং প্রতি দুই রাক‘আতের পর সালাম ফিরাতেন; এছাড়া এক রাক‘আত বিতর পড়তেন। যখন ফজরের আযান শেষে মুআযযিন নীরব হয়ে যেতেন, সকালের উজ্জলতা প্রকাশ পেত এবং মুআযযিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হতেন, তখন উঠে গিয়ে তিনি হালকা মতো দুই রাক‘আত নামায পড়তেন। তারপর ঠিক এভাবে (বাস্তবে করে দেখালেন) তারপর এভাবে তিনি ডান কাতে শুয়ে যেতেন। এমন কি, তাঁর কাছে ইকামতের জন্যে মুআযযিন এসে পড়তেন। (মুসলিম)

‘ইয়ুসাল্লিমু বাইনা কুল্লি রাক‘আতাইন’ সহীহ মুসলিমে এই শব্দাবলী এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, দুই রাক‘আতের পর তিনি সালাম ফিরাতেন।

১১১২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

১১১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন ফজরের সুন্নাত নামায পড়ে নেবে তখন সে যেন (কিছুক্ষণের জন্য) নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়ে।

আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।^১

অনুচ্ছেদ : একশত নিরানব্বই

জুহরের সুন্নাত নামাযসমূহের বর্ণনা

১১১৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি জুহরের আগে এবং জুহরের পরে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে দুই দুই রাক'আত করে নামায পড়েছি।
(বুখারী ও মুসলিম)

১১১৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১১৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের পূর্বে কখনো চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায ত্যাগ করতেন না।

১১১৫. وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ - وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১১৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে জুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। তারপর তিনি বাইরে বেড়িয়ে যেতেন এবং লোকদেরকে (ফরয নামায) পড়াতেন। এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং দু'রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর লোকদেরকে মাগরিবের নামায

১. সকালের দু'রাক'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে একটু শোয়া সুন্নাত। কিছু কিছু লোকের বক্তব্য হলো, যদি সুন্নাত ঘরে পড়া হয় তাহলে শোয়া সুন্নাত — এটা ঠিক নয়। তবে এ ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়। যেমন, হাফেয ইবনে কাইয়্যেম বলেছেন; যে ব্যক্তি শোয় না তার নামায সহীহ নয়। (অনুবাদক)

পড়াতেন। এরপর আমার ঘরে আসতেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে 'এশার নামায পড়াতেন এবং আমার ঘরে তসরীফ আনতেন। এবং দু' রাক'আত নামায পড়তেন। (মুসলিম)

১১১৬. وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১১৬. হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুহরের পূর্বে চার এবং তারপর চার রাক'আত হেফযত করবে আল্লাহ তার জন্যে দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১১৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

১১১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর এবং জুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন, এবং বলতেন : এটা এমন একটি সময় যখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। সুতরাং এই সময়ে আমার কোনো সং কাজ আসমানের দিকে উত্থিত হোক, এটাকে আমি খুব প্রিয় মনে করি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১১১৮. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

১১১৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি জুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়তে না পারতেন, তাহলে তা জুহরের পরে পড়তেন। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত

আসরের সুন্নাত নামায

১১১৯. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ لَعَصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِبَيْنَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

রিয়াদুস সালেহীন

১১১৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন। এই রাকআতগুলোর তিনি পৃথকভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাবন্দ, মুসলমানগণ ও মুমিনদের প্রতি সালাম বলতেন।

তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান।

১১২০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১১২১. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

১১২১. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : দুইশত এক

মাগরিবের (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামাযসমূহ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দুটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেই দুটি হাদীসই সহীহ এবং সে দুটির মর্মার্থ হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

১১২২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (দু'বার বলেছেন) মাগরিবের নামাযের পূর্বে (দু' রাকআত নফল) পড়। তৃতীয় বার বলেছেন। যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় সে যেন পড়ে। (বুখারী)

১১২৩. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَدَرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১২৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি প্রবীন সাহাবীগণকে দেখেছি যে, তারা মাগরিবের সময় দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার জন্যে মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেন। (বুখারী)

১১২৪. وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا - رواه مسلم

১১২৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি এই দুই রাকআত পড়তেন? জবাব দিলেন, তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে দেখতেন। কিন্তু তিনি না ঐ নামায পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন আর না নিষেধ করে ছিলেন। (মুসলিম)

১১২৫. وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَفْنُ الْمُؤَذِّنِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا كَعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ صَلَّيْهَا - رواه مسلم

১১২৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা তখন মদীনায়ে ছিলাম। মুয়াযযিন যখন মাগরিবের নামাযের জন্যে আযান দিতেন, তখন লোকেরা মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে দ্রুত ছুটে যেতেন এবং দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। এমন কি, কোনো অচেনা লোক মসজিদে এলে যারা বেশি পরিমাণে নফল নামায পড়তেন, তাদের দেখে মনে করতেন যে ফরয নামায পড়া হচ্ছে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত দুই

এশার (ফরয) নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামায সমূহ

এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস (১০৯৮ নং) থেকে ব' হাদীসটি লক্ষণীয়। যাতে উল্লেখিত হয়েছে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলা ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইশার নামায আদায়ের পর দুই রাকআত পড়েছি এবং এ বিষয়ে ইতি আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা)-এর বর্ণিত হাদীস (১০৯৯ নং) হলো। প্রতি দুই আয (অর্থাৎ আযান ও তাকবীর) মাঝখানে নামায রয়েছে। (বুখারী ও মুসা

অনুচ্ছেদ : দুইশত তিন

জুম'আর নামাযের সুন্নাতসমূহ

এই অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বে উল্লেখিত (হাদীস নং ১০৯৮)। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আ ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জুম'আর পর দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়েছেন। (বুখারী ও মু

১১২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا - رواه مسلم

১১২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুম'আর নামায আদায় করলো। তখন সে যেন তারপর চার রাক'আত সুন্নাত নামায পড়ে। (মুসলিম)

১১২৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ - رواه مسلم

১১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর (ফরয) নামাযের পর (ঘরে) ফিরে যেতেন এবং ঘরে দুই রাক'আত সুন্নাত (নামায) পড়তেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চার

সুন্নাত ও নফলের নানা প্রকরণ

১১২৮. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : صَلُّوا أَبْهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ - متفق عليه

১১২৮. হযরত যাইদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আপন ঘরসমূহে নামায পড়ো। এই কারণে যে, ফরয নামায ছাড়া লোকদের আপন ঘরে নামায পড়া উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

১১২৯. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا - متفق عليه

১১২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নফল) নামাযসমূহ নিজেদের ঘরেই আদায় করো। এবং সেগুলোকে (অর্থাৎ ঘরগুলোকে) কবরে পরিণত করো না। (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায পড়া জায়েয নয়, সেভাবে ঘরে নামায আদায়কে নাজায়েয ভেবোনা; বরং নফল নামাযসমূহ ঘরেই পড়ো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৩০. وَعَنْ حَاوِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لَبَّيْهِ نَصِيبًا مِّنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا - رواه مسلم

১১৩০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে ফেলে, তখন সে নিজের

ঘরকেও যেন নামাযের অংশ দান করে; এই কারণে যে, আল্লাহ পাক তার ঘরে নামায আদায়ের কারণে কল্যাণ ও বরকত দান করে থাকেন। (মুসলিম)

১১৩১. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ رَضِيَ عَنْهُ أَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ أَخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ لَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعْدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلُهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ - رواه مسلم .

১১৩১. হযরত উমর ইবনে 'আতা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত নাফে' বিন জুবাইর তাকে নাসিরের বোনের পুত্র সায়েবের কাছে এই বলে পাঠানো হয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া নামাযরত অবস্থায় বস্তুটি দেখেছেন, সে সম্পর্কে যেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সায়েব জবাব দিলেন হ্যাঁ, আমি তাঁর সঙ্গে হিজরাহতে জুমআর নামায পড়েছি। যখন ইমাম সালাম ফিরালেন, তখন আমি নিজ স্থানে দাঁড়িয়েই নামায পড়তে লাগলাম। তাই যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে এই মর্মে বাণী পাঠালেন যে, দ্বিতীয় বার যেন এভাবে না করা হয়। তুমি যখন জুমআর নামায পড়েই ফেলেছ তখন কথা বলা কিংবা সেখান থেকে বেরনো ছাড়া অন্য নামায পড়া সমীচীন নয়। এই কারণে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করেছেন যে, যতক্ষণ কথাবার্তা বলা কিংবা স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি না করি, ততক্ষণ যেন আমরা এক নামাযের সাথে অন্য নামাযকে মিলিয়ে না ফেলি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত পাঁচ

বিত্র নামাযের তাগিদ এবং এর নির্দিষ্ট সময়

১১৩২. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: أَلْوِتْرٌ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

১১৩২. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, বিত্র ফরয নামাযের মতো নয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্রকে সুন্নাহ আখ্যা দিয়েছেন। 'তিনি বলেছেন : বিত্র (বেজোড়) তিনি বিত্রকে পছন্দ করেন। অতএব, হে আহলি কুরআন! তোমরা বিত্র পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১১৩৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمِنْ أَوْسَطِهِ وَمِنْ آخِرِهِ وَأَنْتَهَى وَثَرَهُ إِلَى السَّحَرِ - متفق عليه .

১১৩৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় বিত্ৰ পড়তেন। রাতের প্রথম, মধ্যম এবং শেষাংশে ও তাঁর বিত্ৰ প্রভাত পর্যন্ত শেষ হতো।
(বুখারী ও মুসলিম)

১১৩৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا - متفق عليه

১১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে বিত্রের নামাযে পরিণত করো।
(বুখারী ও মুসলিম)

১১৩৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا - رواه مسلم

১১৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকাল হওয়ার পূর্বে বিত্ৰ পড়ো।
(মুসলিম)

১১৩৬. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيُ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَقْبَضَهَا فَأَوْتَرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَالَ قَوْمِي فَأَوْتِرِي يَاعَائِشَةُ

১১৩৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় নফল নামায পড়তেন। তিনি (আয়েশা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই শুয়ে পড়তেন। তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিত্ৰ নামায যখন বাকী থাকত, তখন তাঁকে (আয়েশাকে) জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি বিত্ৰ পড়তেন।
(মুসলিম)

মুসলিমেরই এক রেওয়ায়েতে আছে, যখন বিত্ৰ থাকত, তখন তিনি বলতেন : আয়েশা! উঠো, বিত্ৰ পড়ো।

১১৩৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকাল হওয়ার পূর্বেই বিত্ৰ পড়ো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১৩৮. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ -

رواه مسلم

১১৩৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগতে পারবেনা বলে ভয় করে রাতের প্রথম ভাগেই

তার বিত্ৰ পড়ে নেয়া উচিত। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার আশা পোষণ করে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিত্ৰ পড়ে। এই কারণে যে, রাতের শেষ ভাগে নামায পড়লে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে আর এটা খুবই উত্তম কথা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছয়

ইশরাক ও চাশতের নামযের ফযীলত, এর বিভিন্ন মর্যাদার বর্ণনা

১১৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ - متفق عليه . وَالْإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا يَتَّقُ بِالْإِسْتِيقَاطِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ وَتَقَ فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ.

১১৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমার খলীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি ওসিয়ত করেছেন প্রতি মাসে তিন রোযা রাখার, দুহার (চাশতের) দুই রাক'আত নামায পড়ার এবং শোয়ার পূর্বে বিত্ৰ পড়ার আদেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শোয়ার পূর্বে সেই ব্যক্তির জন্যে বিত্ৰ পড়া মুস্তাহাব, যার রাতের শেষভাগে জাগ্রত হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। যদি নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে রাতের শেষভাগে বিত্ৰ পড়াই মুস্তাহাব।

১১৪০. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى - رواه مسلم

১১৪০. হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর ওপর সকাল থেকেই সাদকা করা ওয়াজিব। অতএব, সুবহানআল্লাহ বলা সাদকা, আলহামদুলিল্লাহ বলা সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা সাদকাহ, নেক কাজের আদেশ করা সাদকাহ, বদ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদকাহ, আর ঐ সবার পক্ষ থেকে দু'রাকআত চাশতের নামায পড়া যথেষ্ট। (মুসলিম)

১১৪১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ - رواه مسلم

১১৪১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের চার রাকআত নামায পড়তেন এবং যতটা আল্লাহ চাইতেন, ততটাই বেশি পড়তেন। (মুসলিম)

১১৪২. وَعَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ عَنْهَا فَاخْتَتَتْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَا نِي رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضَحَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَهَذَا مُخْتَصَرٌ لَفْظٍ أَحَدِي رَوَايَاتٍ مُسْلِمٌ

১১৪২. হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে নিয়োজিত হই। আমি তাকে এরূপ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন। তিনি যখন গোসল সেরে ফেললেন, তখন তিনি আট রাকআত (নফল) নামায পড়লেন। এটাই ছিল চাশ্তের নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দাবলী আবশ্য মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাত

চাশ্তের নামাযের সময় : সূর্য উর্ধে ওঠা থেকে হেলে পড়া অবধি

১১৪৩. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ الْآوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ تَرْمَضُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيمِ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ يَعْنِي شِدَّةَ الْحَرِّ وَالْفِصَالُ جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنَ الْإِبِلِ .

১১৪৩. হযরত যয়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, তিনি লোকদেরকে চাশ্তের (দুহার) নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি বলেন : এই লোকেরা জানে যে, এটা ছাড়া অন্য সময়ে এটা পড়া উত্তম। এ জন্যে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আওয়াবীনের নামাযের সময় হলো তখন, যখন উটের বাচ্চা উত্তাপ অনুভব করে। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'তারমাদ' বলতে বুঝায় প্রচণ্ড উত্তাপকে। আর 'ফিসাল' বলা হয় উটের বাচ্চাকে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত আট

তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযের জন্যে উৎসাহ প্রদান যখনই মসজিদে প্রবেশ করা হোকনা কেন

১১৪৪. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৪৪. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে দুই রাক'আত (তাইয়াতুল মসজিদ) নামায না পড়া পর্যন্ত বসবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৪৫. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

১১৪৫. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন : দু'রাক'আত (নামায) পড়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত নয়

অযুর পর দু'রাক'আত নফল পড়ার সওয়াব

১১৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ يَابِلَالُ حَدَّثَنِي بَارِجِيُّ عَمِلَ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجِي عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ - متفق عليه - وَهَذَا الْفُظُّ الْبُخَارِيُّ

১১৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রা)-কে বলেন : হে বিলাল! তুমি আমায় নিজের এমন আমলের কথা বলো, যা ইসলামে অধিক আশাব্যঞ্জক। এই জন্যে যে, আমি নিজের আগে জান্নাতে তোমার জুতার আওয়ায শুনেছি। বিলাল (রা) জবাব দিলেন : আমি রাত-দিনের কোনো সময়ে যখনি অযু করেছি, তখন আমার জন্যে যতটা নামায নির্ধারিত ছিল, ততটা নামাযই আদায় করেছি। আমার মতে, আমি ইসলামে এর চেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক কোনো আমল করিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্য শব্দাবলী বুখারীর।

অনুচ্ছেদ : দুইশত দশ

জুমআর দিনের ফযীলত : গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো, রাসূলে আকরামের প্রতি দরুদ প্রেরণ, দো'আ কবুলের সময় এবং জুমআর পর বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করা মুস্তাহাব

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা নিজ নিজ পথে ছড়িয়ে যাও আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো, যাতে করে নাজাত লাভ করতে পারো। (সূরা জুম'আ : ১০)

১১৪৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَامُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا - رواه مسلم

১১৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উদিত সূর্যের উজ্জল দিন গুলোর মধ্যে উত্তম হলো জুম'আর দিন। সেদিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে; সেদিনই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করানো হয়েছে এবং এদিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। (মুসলিম)

১১৪৮. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضْوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا - رواه مسلم

১১৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে, তারপর জুম'আর দিকে আগমন করে এবং নীরবে খোত্বা শোনে, তার ঐ জুম'আ পর্যন্ত এবং এ থেকে পরবর্তী জুম'আ ছাড়াও আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (মুসলিম)

১১৪৯. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ - رواه مسلم

১১৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান পর্যন্ত সময়ের মধ্যকার গুনাহসমূহের কাফফারা, যদি লোকেরা কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে। (মুসলিম)

১১৫০. وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَبِئَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ - رواه مسلم

১১৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছেন : লোকদের জুম'আর নামায পরিহার থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ ফের তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন। অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

১১৫১. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَادَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - متفق عليه

১১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তিই জুমআর নামায পড়তে আসবে, সে যেন (আগেই) গোসল করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৫২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غُسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . الْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ الْبَالِغُ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ وَجُوبُ اخْتِيَارٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لَصَاحِبِهِ حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

১১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর দিন গোসল করা প্রতিটি বয়স্ক (বালেগ) লোকের জন্যে জরুরী। (মুসলিম)

১১৫৩. وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن

১১৫৩. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন অযু করলো, সে ভালো এবং উত্তম কাজ করলো। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো, সে সর্বোত্তম কাজ করলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১১৫৪. وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدُّ مِنْ دُھْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْأَمْلَمُ، إِلَّا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى - رواه البخاری .

১১৫৪. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং সামর্থ অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে, শরীরে তেল মাখে, কিংবা খুশবু ব্যবহার করে তারপর জুমআর নামাযের জন্যে ঘর থেকে বেরোয় এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে জায়গা ফাঁকা করে বসেনা। তারপর জুমআর নামায পড়ে, অতঃপর ইমামের খুত্বা শুনে নীরবে শ্রবণ করে, তার এ জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী)

১১৫৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَلَّمْنَا قَرَّتْ بَدَنُهُ، وَمَتَرَأَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ

رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَتْ قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمِنْ أَرَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْ قَرَبَ دَجَاجَةٍ، وَمِنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْ قَرَبَ بَيْضَةٍ، فَاذًا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ - متفق عليه.

১১৫৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে, তারপর জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যায়, সে যেন (একটা) উট সদকা করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করলো। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গেল সে যেন গরু সদকা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গেল, সে যেন মুরগী সদকা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গেল, সে যেন ডিম সদকা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলো। যখন ইমাম খুত্বা দেয়ার জন্যে বাইরে বের হন, তখন ফেরেশতারা ওয়ায শোনার জন্যে (মসজিদে) আগমন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'গুসলাল জানাবাত'-এর অর্থ হলো জানাবাতের (নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন) গোসলের ন্যায় গোসল করা।

۱۱۵۶. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهَا سَاعَةٌ لَا يَوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا - متفق عليه

১১৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : এই দিন এমন একটি প্রহর রয়েছে যখন কোনো মুসলমান ঐ প্রহরটিতে নামায পড়ে আল্লাহর কাছে যাকিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ পাক তা-ই তাকে দান করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ইশারা করে ঐ সময়টিকে খুবই সংক্ষিপ্ত বলে দেখান। (বুখারী ও মুসলিম)

۱۱۵۷. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَسَمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ - رواه مسلم

১১৫৭. হযরত আবু বুরদাহ ইবনে আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি জুমআর দিনের সময় সম্পর্কে আপন পিতা থেকে কিছু শুনেছ যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছো ? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম জি, হ্যাঁ, আমি তাঁর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বর্ণনা করছিলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সে সময়টা হলো : ইমামের মিয্বারে বসার সময় থেকে নামাযের সমাপ্তি পর্যন্ত। (মুসলিম)

১১৫৮. وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاکْثُرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى - رواه ابو داود باسناد صحيح

১১৫৮. হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এদিন তোমরা আমার প্রতি বিপুল পরিমাণে দরুদ প্রেরণ করো। নিঃসন্দেহে, তোমাদের প্রেরিত দরুদ আমার ওপর পেশ করা হয়।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুব্রহ্মদ : দুইশত এগার

কোনো প্রকাশ্য নিয়ামত অর্জনের সময় কিংবা কোনো বিপদ দূর হওয়ার সময় সিজদায়ে শোকরে কল্যাণকামিতা

১১৫৯. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي، ثَلَاثَ أُمْتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لَأُمْتِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أُمْتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي - رواه ابو داود .

১১৫৯. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা থেকে মদীনা যাবার ইরাদা নিয়ে বেরুলাম। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী আযুওয়ারা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করলেন এবং কিছুক্ষণ হাত তুলে আল্লাহর কাছে দো'আ করতে থাকলেন। এরপর তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ হাত তুলে দো'আ করতে থাকলেন। তারপর আবার সিজদায় চলে গেলেন। এভাবে তিনবার তিনি করলেন। তারপর বললেন : আমি আমার পরোয়ারদিগারের কাছে প্রশ্ন করেছি এবং আপন উম্মতের জন্যে সুপারিশ করেছি। আল্লাহ আমার উম্মতের এক-তৃতীয় অংশ জান্নাতে দিলেন। তাই আপন প্রভুর গুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে আমি পুনরায় সিজদায় পড়ে গেলাম। তারপর আমি মাথা তুললাম এবং আপন উম্মতের (মাগ্ফিরাতের) জন্যে সওয়াল করলাম। সেমতে আল্লাহ আমায় আমার উম্মতের এক-তৃতীয় অংশ দিলেন। অতএব, আমি আমার প্রভুর গুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। পুনরায় আমি মাথা তুললাম এবং আপন প্রভুর কাছে আমার

উম্মত সম্পর্কে সওয়াল করলাম। অতপর তিনি আমায় অবশিষ্ট এবং তৃতীয় অংশ উম্মতও (জান্নাতে) দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি (শোকর আদায় স্বরূপ) সিজদায় পড়ে গেলাম।
(আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : দুইশত বার

কিয়ামুল লাইলের রাত্র জাগরণ করে ইবাদতের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর রাতের কোনো কোনো অংশে তোমরা জাগ্রত হও এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ো। এই রাত্রি জাগরণ তোমাদের জন্যে কল্যাণের উৎস। খুব শীঘ্রই আল্লাহ তোমায় মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রবেশ করাবেন। (সূরা ইসরা : ৭৯)

وَقَالَ تَعَالَى : تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে আর তারা শেষ পর্যন্ত আপন পরোয়ারাদিগারকে ভীতি ও প্রত্যাশার সাথে ডাকে। (সূরা আস-সাজদ : ১৬)

وَقَالَ تَعَالَى : كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : তারা রাতের সামান্য অংশে শয়ন করে।

১১৬০. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ؟ قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا - متفق عليه - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ نَحْوَهُ - متفق عليه

১১৬০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলার নামাযে এতটা দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফেটে যেত। আমি তাঁর খেদমতে নিবেদন করতাম; হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এতোটা দাঁড়িয়ে থাকেন? আল্লাহ তো আপনার পিছনের সমস্ত গুনাহ-খাতা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন : আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবোনা।
(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত মুগীরা থেকেও এ ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১৬১. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَفَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا فَقَالَ : أَلَا تُصَلِّيَانِ - متفق عليه

১১৬১. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর গৃহে রাতের বেলায় গেলেন। তিনি বললেন : তোমরা কেন (রাতের) নামায পড়ছোনা।
(বুখারী ও মুসলিম)

১১৬২. وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَلِمٌ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا - متفق عليه

১১৬২. হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবদুল্লাহ ভালো মানুষ, যদি সে রাতের বেলা দণ্ডায়মান হয়। হযরত সালেম বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁর এই বক্তব্যের পর রাতের বেলা খুব কমই শয়ন করতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

১১৬৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ ! كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - متفق عليه

১১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়েনা, যে রাতের বেলায় জেগে থাকতো তাহাজ্জুদ পড়তো তারপর এক পর্যায়ে সে রাতের বেলা জেগে থাকা একদম বাদ দিল।

(বুখারী ও মুসলিম)

১১৬৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ! قَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالُ الشَّيْطَانِ فِي أَذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أَذُنِهِ - متفق عليه

১১৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো, সে সকাল পর্যন্ত সারা রাত শুয়ে থাকে। তিনি বললেন : ওই লোকটির দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। অথবা বলেন : তার কানে (পেশাব করে দিয়েছে) বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১১৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى فَاغِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ - يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ - متفق عليه .

১১৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন বিছানায় শয়ন করে, তখন শয়তান তার মাথায় তিনটা গিরা বেঁধে দেয়, প্রতিটি গিরায় সে ফুঁ দেয় এবং দীর্ঘ রাত অবধি শুইয়ে রাখে। এমতাবস্থায় লোকটি যদি সজাগ হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকর শুরু করে তাহলে একটি গিরা

রিয়াদুস সালাহীন

খুলে যায়। এরপর অযু করার ফলে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায় এবং নামায শুরু করলে সমস্ত গিরাই খুলে যায়। সকাল বেলা লোকটি হাসি-খুশি ও তরতাজা হয়ে যায়। নচেত সকাল বেলা বদমেজায় ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৬৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشَرُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোকেরা! সালামের বিস্তার করে, (লোকদেরকে) খাবার খাওয়াও, রাতে যখন লোকেরা শুয়ে থাকে তখন নামায আদায় করে। (তাহলে) তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১৬৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১১৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হলো (আল্লাহর মাস) মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)। (মুসলিম)

১১৬৮. وَعَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفَتِ الضُّبْحُ فَأَوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ - متفق عليه

১১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় দুই দুই রাকআত (নামায) পড়তেন এবং এক রাকআত পড়ে তোমরা যখন সকাল হওয়ার ভয় করবে, তখন এক রাকআত বিতর পড়বে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১১৬৯. وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ - متفق عليه

১১৬৯. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় দুই দুই রাকআত (নামায) পড়তেন এবং এক রাকআত পড়ে নামাযকে বিতরের নামাযে পরিণত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭০. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظَنُّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظَنُّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَانِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ - رواه البخارى .

১১৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো মাসে এতটা রোযা ছেড়ে দিতেন যে, এমাসে তিনি রোযাই রাখবেন না বলে আমাদের মনে হতো। আবার রোযা রাখা শুরু করলে তিনি আর তা ভাঙবেনই না বলে আমাদের ধারণা হতো। অনুরূপভাবে রাতের যে অংশে আপনি চাইবেন তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পাবেন। আবার রাতের যে অংশে তাঁকে শয়নরত চাইবেন, সে অংশেই তাঁকে শয়নরত দেখতে পাবেন। (অর্থাৎ কখনো তিনি রাতের প্রথম অংশে, কখনো মধ্যবর্তী অংশে আর কখনো শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (বুখারী)

১১৭১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً - تَعْنِي فِي اللَّيْلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرًا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْإِثْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ - رواه البخاري

১১৭১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাতে এগার রাকআত নামায পড়তেন। তিনি সিজদাহ এতো লম্বা করতেন যে, ঐ সময়ে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে। তিনি ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়তেন; তারপর নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। এমন কি নামাযের খবর দেয়ার জন্যে মুআযযিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন। (বুখারী)

১১৭২. وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ : فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي - متفق عليه

১১৭২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বা অন্যান্য মাসে এগারো রাকআতের চেয়ে বেশি (তাহাজ্জুদের নামায) পড়তেন না। তিনি (প্রথমে) চার রাকআত পড়তেন। তার উত্তম ও দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন না করাই উচিত। তারপর চার রাকআত পড়তেন। তার উত্তম ও দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারেও কিছু প্রশ্ন না করা শ্রেয়। তারপর তিন রাকআত পড়তেন, আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর পড়ার আগেই শুয়ে পড়েন? তিনি বললেন : হে আয়েশা! আমার চোখ শুয়ে পড়ে; কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায়না। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭৩. وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي - متفق عليه

১১৭৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়তেন, এবং শেষভাগে নামায পড়ার জন্যে উঠতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭৬. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَانِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ، قِيلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ - متفق عليه

১১৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি বরাবর দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন কি আমি একটি ভুল কাজের ইচ্ছা করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী ইরাদা করলে? সে জবাব দিল, আমি ইরাদা করেছিলাম আমি বসে যাবো এবং তাঁর সাহচর্য ছেড়ে দেবো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ عِنْدَ الثَّمَنِ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ، يُصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النَّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ، تَعَوَّذَ : ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ - رواه مسلم

১১৭৭. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি ধারণা করলাম তিনি একশো আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত করতেই থাকলেন। আমি অনুমান করলাম, তিনি এক রাকআতে সূরা বাকারাহ খতম করবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। এরপর তিনি সূরা নিসার তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং সেটিও খতম করলেন। তারপর সূরা আল-ইমরানের তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং সেটিও খতম করে দিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে থাকলেন। যখন এমন কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন, যার মধ্যে তসবীহর উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন তিনি সুবহানাআল্লাহ বলতেন। আর যখন তিনি সওয়ালের স্থান অতিক্রম করতেন, তখন যথারীতি সওয়ালই করতেন। আর যখন আশ্রয় প্রার্থনার জায়গা অতিক্রম করতেন, তখন আশ্রয়ই প্রার্থনা করতেন; অতঃপর রুকু করতেন। এতে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এই দোআটি পড়তেন। তার রুকু কিয়ামের সমান ছিল। এরপর তিনি সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' এই দো'আ দুটি পড়লেন। অতঃপর তিনি রুকু থেকে উঠে দীর্ঘ সময় কিয়াম সমান করলেন। তারপর সিজদা করলেন। এতে তিনি সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা দোআটি পড়তে থাকলেন। তাঁর সিজদাও ছিল তাঁর কিয়ামেরই সমান। (মুসলিম)

১১৭৮. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ : طَوَّلُ الْقُنُوتِ - رواه مسلم - الْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ الْقِيَامُ .

১১৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের নামায অধিক ফযিলতপূর্ণ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘস্থায়ী হয়। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল-কুনূত' অর্থ কিয়াম করা।

১১৭৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا - متفق عليه

১১৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হচ্ছে হযরত দাউদ (আ)-এর নামায এবং তাঁর কাছে অধিক প্রিয় রোযা হচ্ছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধেক শয়ন করতেন, এক-তৃতীয়াংশ কিয়াম করতেন, এক ষষ্ঠাংশ বিশ্রাম করতেন এবং একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭৮. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ - رواه مسلم

১১৭৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক রাতে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোনো মুসলমান ওই সময়ে আল্লাহ পাকের কাছে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করলে আল্লাহ সেটা মঞ্জুর করেন। আর এই সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

১১৭৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - رواه مسلم

১১৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন রাতের বেলা তাহাজ্জদ পড়তে চাইবে। সে যেন হালকা ধরনের দু' রাকআত পড়ে তার সূচনা করে। (মুসলিম)

১১৮০. وَعَنْ رَضِيَ عَنْهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - رواه مسلم .

১১৮০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন দুই হালকা রাকআত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায শুরু করতেন। (মুসলিম)

১১৮১. وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رواه مسلم

১১৮১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যাথা-বেদনা ইত্যাদি কারণে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অসমর্থ হতেন, তখন তিনি দিনের বেলায় বারো রাকআত নামায (অতিরিক্ত) পড়তেন। (মুসলিম)

১১৮২. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১১৮২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের অযীফা পাঠ কিংবা এই ধরনের কোনো কাজের পর শুয়ে পড়ে, অতঃপর ফজর ও জুহরের নামাযের মাঝেও সেটা পড়ে, তাহলে তার জন্যে এমন সওয়াব লেখা হয়, সে যেন সেটি রাতের মধ্যেই পড়েছে। (মুসলিম)

১১৮৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَآيَقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّ أَبْتَ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَا اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَآيَقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ - رواه ابو داود باسناد صحيح

১১৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে রাতের বেলায় কিয়াম করে (দণ্ডায়মান হয়) নফল নামায আদায় করে নিজের স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, সে অস্বীকৃতি জানালে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ সেই নারীর প্রতি রহম করেন, যে রাতের বেলায় কিয়াম করে নফল নামায আদায় করে নিজের স্বামীকে জাগিয়ে তোলে। সে অস্বীকৃতি জানালে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১১৮৪. وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آيَقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى - أَوْصَلَى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১১৮৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন স্বামী যখন রাতের বেলায় স্বীয় স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, তখন তারা উভয়ে যেন দুই রাকআত(নফল) নামায পড়ে কিংবা অন্তত সে (স্বামী) দুই রাকআত পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের উভয়কে তথা স্বামীকে যাকেরীন এবং স্ত্রীকে যাকেরাত (এর তালিকায়) উল্লেখ করা হয়।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১১৮৫. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - متفق عليه

১১৮৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কারো যখন নামাযের ভেতর ঝিমুনী আসে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে, যাতে করে তার ঘুমটা শেষ হয়ে যায়। এই কারণে যে, তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন ঝিমুনী অবস্থায় নামায পড়ে, তখন সম্ভবত সে ইস্তেগফার পড়ার বদলে নিজেকেই নিজে গালি-গালাজ বা কটু-কাটব্য করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৮৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَذَرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ - رواه مسلم

১১৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন রাতের বেলা 'কিয়াম' করে (নামায পড়ে) এবং তার মুখে কুরআনের উচ্চারণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং সে কি বলছে সে বিষয়ে তার খবর না থাকে। তাহলে (ঐ অবস্থায়) তার শুয়ে পড়াই উচিত। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত তের

রমযানে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ পড়ার ফযীলত

১১৮৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه

১১৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানদারী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসের তথা রাতের ইবাদত পালন করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৮৮. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه مسلم

১১৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কিয়ামের (তারাবীহ পড়ার) ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহ যোগাতেন। কিন্তু তাকে ওয়াজিব বলে কখনো ঘোষণা করতেন না। তিনি ইরশাদ করতেন : যে ব্যক্তি ঈমানদারী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে ইবাদত করে, তার পূর্বকার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চৌদ্দ

লাইলাতুল কদরের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

রিয়াদুস সালাহীন

মহান আল্লাহ বলেন : আমরা একে (কুরআনকে) কদরের রাতে নাখিল করতে শুরু করেছি। সূরার শেষ অবধি। (সূরা আল-ক্বদর : ১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ -

তিনি আরো বলেন : আমরা একে মুবারক রাতে নাখিল করেছি। (সূরা দুখান : ৩)

১১৮৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه

১১৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আকাংক্ষায় শবে কদরের রাতে ইবাদত পালন করে, তার পূর্বকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৯০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الثَّمَامِ فِي السَّعِ الْأَوَّخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتِ فِي السَّعِ الْأَوَّخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّعِ الْأَوَّخِرِ - متفق عليه

১১৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে কতিপয় ব্যক্তি স্বপ্নযোগে শবে কদর সহ (রমযানের শেষ) সাত রাতে দেখানো বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি দেখছি সর্বশেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্ন অভিন্ন রূপ হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তিই শবে কদরের সন্ধান করতে চায়, সে যেন সর্বশেষ সাত রাতেই তা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৯১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ وَالْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - متفق عليه

১১৯১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম রমযানের শেষ দশ রাতে ইতেকাফ করতেন এবং ইরশাদ করতেন : রমযানের শেষ দশ দিনে শবে কদরকে তালাশ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৯২. وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - رواه البخارى .

১১৯২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শবে কদরকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো। (বুখারী)

১১৯৩. وَعَنْهَا رَضِيَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَاقْبَطَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِنْسَزَرَ - متفق عليه.

১১৯৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশ দিন এলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন। এবং ঘরের লোকদেরকে জাগিয়ে রাখতেন। (এ ভাবে) তিনি খোদার বন্দেগীতে সচেষ্টিত থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৯৪. وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا وَيَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ - رواه مسلم

১১৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (আল্লাহর বন্দেগীতে) যতখানি তৎপর থাকতেন, রমযান ছাড়া অন্য মাসে ততখানি তৎপর থাকতেন না। রমযানের শেষ দশ রাতে তিনি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সাধনা করতেন। (মুসলিম)

১১৯৫. وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَى لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ: قَوْلِىَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১১৯৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, আমি যদি জানতে পারি যে, অমুক রাতটি হচ্ছে শবে কদর, তাহলে আমি সে রাতে দো'আ করবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি নিঃসন্দেহ ক্ষমা প্রদর্শনকারী, ক্ষমা প্রদর্শনকে তুমি প্রিয় মনে করো। অতএব (হে আল্লাহ!) আমায় ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত পনের

অযূর পূর্বে মিস্ওয়াকের মাহাত্ম্য

১১৯৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ لَا أَنِ اشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ - متفق عليه

১১৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার যদি স্বীয় উম্মতের ওপর কিংবা লোকদের ওপর কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার ভয় না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের প্রাক্কালে মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৭৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ - متفق عليه .

১১৯৭. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াকের সাথে আপন মুখের সংযোগ ঘটাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১১৯৮. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كُنَّا نَعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاكُهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي - رواه مسلم

১১৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে মিসওয়াক এবং অযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন তখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন। অতঃপর তিনি মিসওয়াক করতেন, অযূ করতেন এবং নামায পড়তেন। (মুসলিম)

১১৯৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ - رواه البخارى

১১৯৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি মিসওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাগিদ করেছি। (বুখারী)

১২০০. وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ : بِالسَّوَاكِ - رواه مسلم

১২০০. হযরত শুরাইহ বিন হানি (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলে আকরাম (স) যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন কোন্ কাজটি সর্বপ্রথম করতেন ? হযরত আয়েশা (রা) জবাব দিলেন : মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

১২০১. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ - متفق عليه وهذا اللفظُ مُسْلِمٌ

১২০১. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন মিসওয়াকের প্রান্ত ভাগ তাঁর জবানের ওপর ভাগে ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

এর শব্দাবলী মুসলিমের

১২০২. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : السَّوَاكُ مَطْهُرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - رواه النسائي وَأَبْنَى خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِالسَّانِدِ صَحِيحَةٍ

১২০২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিসওয়াক মুখের জন্যে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ এবং পরোয়ারদিগারের সন্তুষ্টির কার্যকারণ। (নাসাঈ)

ইবনে খুযাইমা সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে।

১২০৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرِ الْخِثَانِ وَالْأَسْتِحْدَادِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْأَيْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ - متفق عليه - الْأَسْتِحْدَادُ : حَلَقُ الْعَانَةِ وَهُوَ حَلَقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَوْلَ الْفَرْجِ .

১২০৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন : ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ অথবা পাঁচটি বিষয় হলো ফিতরাতের অন্তর্গত : ১. খাতনা করা, ২. নাতীর নীচের পশম কেটে ফেলা, ৩. বাড়তি নখ কাটা, ৪ বগলের পশম কেটে ফেলা, ৫ গোফের চুল ছেটে ফেলা। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত ‘আল-ইস্তেহাদ’ শব্দের অর্থ হলো : লজ্জাস্থানের আশপাশের চুল কেটে ফেলা।

১২০৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرِ قَصُّ الشَّرْبِ، وَأَعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفِ الْأَيْطِ وَحَلَقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ الرَّأْوِيُّ : وَنَسَبْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةُ قَالَ وَكَيْفَ وَهُوَ أَحَدُ رُؤَايِهِ انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءَ - رواه مسلم ، الْبَرَاجِمُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيمِ وَهِيَ عَقْدُ الْأَصَابِعِ وَأَعْفَاءُ اللَّحْيَةِ مَعْنَاهُ لَا يَقْصَرُ مِنْهَا شَيْئًا -

১২০৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দশটি বিষয় হলো ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : (১) গোফের চুল ছোট করা (২) দাঁড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা (৪) নাকে পানি নিক্ষেপ করা (৫) বাড়তি নখ কেটে ফেলা (৬) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসমূহ ধুয়ে ফেলা, (৭) বগলের চুল কেটে ফেলা (৮) নাতীর নিচের চুল কামিয়ে ফেলা (৯) ইস্তেনজাহ করা। বর্ণনাকারী বলেন : আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গেছি; তবে সেটা সম্ভবত কুলি করা। অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন : দশম কাজটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা। (মুসলিম)

‘আল-বারাজিম’ বলতে বুঝায় আঙুলের গ্রন্থিসমূহ। ‘ইফাউল লিহইয়া’ বলতে বুঝায় দাড়ি আদৌ না কাটা।

১২০৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ - متفق عليه

১২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোফকে ছোট করো এবং দাড়িকে বাড়িয়ে নাও।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ষোল যাকাত আদায়ের তাগিদ এবং তার ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর নামায আদায় করো এবং যাকাত প্রদান করো।

(সূরা বাকারা : ৪৩)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ - وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

তিনি আরো বলেন : আর তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন (নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের সাথে) আল্লাহর বন্দেগী করে, নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে আর এটাই হলো সাদ্কা দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।

وَقَالَ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ -

তিনি আরো বলেন : তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো আর এভাবে তোমরা তাদেরকে (প্রকাশ্যেও) পবিত্র করো এবং (গোপনেও) পরিচ্ছন্ন করো।

١٢٠٦ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ - متفق عليه

১২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর : (প্রথমত) আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল একথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহতে হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٧ . وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسَمَعَ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَةَ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرِهَا، قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَأَدْبَرَ

الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ -

متفق عليه

১২০৭. হযরত তাল্হা (রা) বর্ণনা করেন, নজ্দবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো। তার মাথার চুল ছিল বেজায় এলোমেলো। আমরা তার বিকট আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সে কী বলছে তা আমাদের বোধগম্য হলো না। এমন কি, সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে নিকটে এসে পৌঁছল এবং তাঁকে ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দিন-রাত পাঁচ বার নামায পড়া ফরয। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এগুলো ছাড়াও কি আমার ওপর (কোনো নামায) ফরয? তিনি বললেন : না; তবে নফল নামায রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন : এছাড়া রয়েছে রমযান মাসে রোযা পালন করা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : এছাড়া কি অন্য কোনো রোযা ফরয? তিনি বললেন : না তবে নফল রোযা রয়েছে। এছাড়াও তিনি লোকটিকে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বললেন। সে প্রশ্ন করলো, যাকাত ছাড়াও কি সাদকা ফরয? তিনি বললেন : না, তবে নফল সাদকা রয়েছে। অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। সে বলছিল : আল্লাহর কসম! আমি না এর চাইতে বেশি কিছু করবো আর না এর চাইতে কম কিছু করবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি সম্পর্কে বললেন : এই লোকটি সফল হয়ে গেছে, যদি সে সত্য বলে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٨ . وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ - متفق عليه

১২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মা'আযকে ইয়েমেনের দিকে পাঠালেন; এবং তাকে বললেন : তুমি সেখানকার লোকদেরকে এই মর্মে দাওয়াত দেবে যে, তারা যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ বার নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বলো, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। সে মুতাবিক তাদের ধনবান লোকদের থেকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٩ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ الْإِيحَاقَ الْإِسْلَامَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - متفق عليه

১২০৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; সেই সঙ্গে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এই কাজগুলো করতে শুরু করবে, তখনই তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও ধনমালকে সুরক্ষিত করতে পারবে। অবশ্য ইসলামের অধিকার ও তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : لَمَّا تَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ وَكَفَرَمَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَا قَاتِلِينَ مِنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ قَوْلَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ - متفق عليه

১২১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইস্তিকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হন, এবং আরববাসীদের মধ্যে যার কুফরী করার ছিলো সে কুফরী করলো। তখন হযরত উমর (রা) [হযরত আবু বকর (রা)-কে সম্বোধন করে] বললেন : তুমি লোকদের সাথে কিভাবে লড়াই করবে। যখন খোদা রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন; আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি, যতক্ষণ না তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; অতঃপর যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়বে, সে আমার কাছ থেকে নিজের জীবন ও মালকে সংরক্ষিত করতে পারবে। তবে ইসলামের অধিকার ও তার হিসাব আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। হযরত আবু বকর (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! আমি সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করবো, যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাইবে; এই জন্যে যে, যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহর কসম! লোকেরা যদি (যাকাত বাবত প্রাপ্য পশু বাধার) রশিটা দিতে অস্বীকার করে, যা তারা (সাধারণত) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় দিত, তাহলে তাদের এই অস্বীকৃতির দরুন আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! (একথা শুনে) আমার মনে হলো, আল্লাহ হযরত আবু বকর (রা)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এ রকম ধারণাই সঠিক। (বুখারী ও মুসলিম)

১২১১. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُونِي الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ - متفق عليه

১২১১. হযরত আবু আইউব (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলো : আমায় এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর বন্দেগী করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, নামায কয়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২১২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَبِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا - فَلَمَّا وُلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا - متفق عليه

১২১২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক বন্দু (গ্রাম্য আরব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। সে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন, যা অনুসরণ করলে আমি জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করবো। তিনি বললেন : তুমি (নিষ্ঠার সাথে) আল্লাহর বন্দেগী করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবেনা, নামায কয়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে। লোকটি (সব কথা) স্বীকার করে বললো : যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! আমি এ ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি করবো না।' লোকটি চলে গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায়, তাহলে একে দেখে নিক।' (বুখারী ও মুসলিম)

১২১৩. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - متفق عليه

১২১৩. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (হাত দিয়ে) নামায কয়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনার লক্ষ্যে বাইয়াত করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

১২১৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَّارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا بَلَّ

ۛ قَالَ : وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطْوُهُ بِأَخْفَا فِيهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْرَاهِهَا
 كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ
 الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ وَلَا
 صَاحِبَ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا
 شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جِلْحَاءٌ وَلَا عَضْبَاءٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
 أَوْلَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى
 سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ
 لِرَجُلٍ وَزَرُّ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ آخَرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزَرٌ فَرَجُلٌ رِبَطُهَا رِيَاءٌ وَفَخْرٌ وَتَوَاهٌ
 عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزَرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ
 حَقَّ اللَّهِ فِي ظَهْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ
 مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلَا تَقْطَعُ طَوْلُهَا فَاسْتَنْتَ شَرْقًا أَوْ
 شَرْقَيْنِ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ أَثَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلَا مَرَبَّهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ
 مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ ،
 قَالَ مَا أَنْزَلَ عَلَى فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - متفق عليه وهذا لفظ مسلم

১২১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সোনা, রূপা ইত্যাদি সংরক্ষণকারী লোকদের মধ্যে যারা এসবের (যাকাতের) হক আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন তাদের এই ব্যর্থতার দরুন তাদের জন্যে আগুনের প্লেট তৈরী করা হবে। তারপর সেগুলোকে দোযখের আগুনে গরম করে তাদের দুই পার্শ্ব কপাল ও পিঠে ছাঁকা (দাগ) দেয়া হবে। সেগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার তা গরম করে ছাঁকা দেয়া হবে। এসব ঘটবে এমন দিনে, যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের। এমন কি, ইতোমধ্যে লোকদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। অতঃপর লোকেরা নিজেদের জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথ জেনে নেবে।

নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! উটগুলোর ব্যাপারে কিছু বলুন। তিনি বললেন; উটের মালিক যখন তাদের হক আদায় করেনা তার অবস্থাও সে। আর যাকাত ছাড়া তাদের উপর হক হলো এই, তাদেরকে পানি পান করানোর দিনের দুধ বন্টন করে দিতে হবে। (যদি সে তাদের হক আদায় না করে) তখন কিয়ামতের দিন উটের মালিককে একটি পরিষ্কার ময়দানে উটগুলোর পায়ের কাছে শুইয়ে দেয়া হবে। উটগুলো আগের তুলনায় অনেক বেশি মোটা তাজা হবে। এবং তাদের মধ্য থেকে একটি বাচ্চাও কম হবে না। তখন উটগুলো মালিককে নিজের পা দিয়ে পিষ্ট করবে এবং নিজের দাঁত দিয়ে দংশন করবে। যখন ঐ ব্যক্তির উপর দিয়ে উটের প্রথম দলটি অতিক্রান্ত তখন শেষ দলটি তাদেরকে অতিক্রম করে যাবে। (এই ধারাক্রমই চলতে থাকবে)। সেটা হবে এমন দিন যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং লোকেরা নিজেদের পথ জান্নাত কিংবা জাহান্নামের মধ্যে কোন দিকে হবে, তা জানতে পারবে।

নিবেদন করা হলো; হে আল্লাহর রাসূল! গরু এবং ছাগলের ব্যাপারে কি বিধান রয়েছে। তিনি বললেন : গরু, ছাগল লালনকারী যেসব ব্যক্তি তাদের হক আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন সেইসব মালিককে খোলা ময়দানে ওদের পায়ের কাছে লুটিয়ে দেয়া হবে। ওদের মধ্যে কেউই শিং বিহীন কিংবা ভাঙ্গা শিংয়ের অধিকারী হবে না। ওরা মালিককে নিজেদের শিং দ্বারা আঘাত করবে এবং পায়ের ক্ষুর দ্বারা পিষ্ট করবে। এভাবে যখন তাদের প্রথম দলটি অতিক্রম করে থাকে, তখন দ্বিতীয় দলটি তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে। এটা হবে এমন একদিনে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এভাবে লোকদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে। অতঃপর তারা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।

নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে কি বিধান রয়েছে। তিনি বললেন, ঘোড়াগুলো তিন ধরনের। কোনো কোনো ঘোড়া মালিকের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেসব ঘোড়া মালিকের জন্যে গুনাহর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলো সেইসব ঘোড়া যেগুলো মালিক রিয়াকারী (প্রদর্শনৈচ্ছা) গর্ব-অহংকার এবং মুসলমানদের ক্ষতি-সাধনের জন্যে বেঁধে রেখেছে। আর যেসব ঘোড়া মালিকের জন্যে গোপনীয়তা রক্ষা করবে, তাহলো সেইসব ঘোড়া, যেগুলোকে মালিক আল্লাহর পথে ব্যবহারের জন্যে বেঁধে রেখেছে। তাদের পিঠগুলো ও ঘাড়গুলোর ব্যবহারে কখনো আল্লাহর অধিকারকে ভুলে যাওয়া হয় না। তবে যে সব ঘোড়া তাদের জন্যে সওয়াবের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলো সেই সব ঘোড়া, যেগুলোকে মালিক আল্লাহর পথে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহারের জন্যে বেধে রেখেছে, সবুজ-সতেজ চারণভূমি কিংবা বাগ-বাগিচায় ছেড়ে দিয়েছে; ওই সব ঘোড়া যে পরিমাণ ঘাস ও লতা-পাতা ভোজন করে সেগুলোর মালিকের নামে সেই পরিমাণ নেকী বা পুণ্যের কথা লিখিত হয়। এমন কি ওই পশুগুলোর গোবর ও পেশাব সমান পুণ্যের কথাও লিখিত হয়। ওই পশুগুলো তাদের রশি ছিড়ে একটি থেকে অপর টিলায় লাফ-ঝাপ করে। তখন ওদের প্রতিটি পদচিহ্ন এবং ওদের পরিত্যক্ত গোবরের অংশগুলোর সমান পুণ্য লিখিত হয়। আর যখন ওদের মালিক ওদেরকে নিয়ে কোনো নালা অতিক্রম করে। এবং মালিক ইচ্ছা পোষণ না করা সত্ত্বেও ওরা সেই নালার পানি পান করে, তবুও আল্লাহ পাক মালিকের নামে পানির ঢোকগুলোর সমান পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। জিজ্ঞেস করা হলো : 'হে আল্লাহর রাসূল! গাধাগুলোর ব্যাপারে কী হুকুম রয়েছে ? তিনি বললেন : গাধাগুলোর ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো বিশেষ আয়াত নাজিল হয়নি। তবে এ

আয়াতটি এ প্রসঙ্গে অতুলনীয় এবং সকলকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ফামাইয়্যামাল মিসক্বালা যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ পূণ্য করবে, তাও সে প্রত্যক্ষ করবে আর যে অনুপরিমাণ পাপ করবে, তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : ৫) (বুখারী ও মুসলিম)

শাবাবলী মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ : দুইশত সতের

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিধান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

মহান আল্লাহ বলেন : তোমাদের প্রতি (রমযানের) রোযা বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্বকার লোকদের প্রতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। (রোযার মাস) রমযানের মাস; যে মাসে কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়, যা লোকদের জন্যে পথনির্দেশক এবং যার মধ্যে হেদায়েতের (পথ নির্দেশনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে। আর (যা সত্য ও মিথ্যাকে) সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এই মাসে বর্তমান থাকবে, সে পুরো মাস রোযা পালন করবে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন কিংবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে রোযা রেখে হিসাব পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা : ১৮৩-১৮৫)

(এতৎ সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ হাদীস এর পূর্বকার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)।

١٢١٥ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ - لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ - متفق عليه

وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصِّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِحَهُ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرِحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

১২১৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : মানুষের সমস্ত আমল তার (নিজের) জন্যে; কিন্তু রোযা শুধু আমার জন্যে এবং আমিই তার প্রতিফল দেবো। রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ; অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউই রোযা রাখবে, সে যেন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে এবং কোনরূপ হৈ-হল্লা না করে। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে গালাগাল করে কিংবা লড়াই করতে চায় তবে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার। যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তার কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়। রোযাদারের জন্যে দুটি খুশির বিষয় রয়েছে; যখন সে ইফতার করে, তখন খুশি হয়। আর যখন সে আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে নিজের রোযার কারণে খুশি হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবশ্য এই শব্দাবলী বুখারীর। বুখারী অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সে আমার কারণে পানাহার ও যৌন ইচ্ছা পূরণকে বর্জন করে। (অতএব, জেনে রাখো) রোযা আমার জন্যে; আর আমিই এর প্রতিদান দেবো। (আরো জেনে রাখো) প্রতিটি নেকীর প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মানুষ প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতগুণ পেয়ে থাকে। তবে মহান আল্লাহ বলেন : রোযা আমার জন্যে এবং আমি এর প্রতিদান দেবো। কেননা, রোযাদার আমার সন্তুষ্টির জন্যেই নিজের ইচ্ছা-বাসনা ও পানাহার বর্জন করে থাকে। তাই রোযাদারের জন্যে দুটি খুশির বিষয় রয়েছে। একটি খুশি রোযার ইফতারীর সময় এবং দ্বিতীয়টি আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময় ঘটবে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়ে অধিক প্রিয়।

১২১৬. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اتَّفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُودَى مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعْبُدُ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ بَأْبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضُرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ - متفق عليه

১২১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) পথে দুটি জিনিস ব্যয় করে, তাকে জন্মানোর দরজাগুলো থেকে এই বলে আহ্বান জানানো হবে : 'হে আল্লাহর বান্দাহ! এই দরজাটি উত্তম।' সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে আহ্বান জানানো হবে। জিহাদে নিরত লোকদের আহ্বান জানানো হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোযাদার লোকদের আহ্বান জানানো হবে রোযার দরজা থেকে। অনুরূপভাবে সদকাকারীকে আহ্বান জানানো হবে সদকার দরজা থেকে। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক নিবেদন করলেন; 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন! কোনো ব্যক্তিকেই এই সব দরজা থেকে ডাকাডাকির তো কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও কি

রিয়াদুস সালাহীন

কাউকে এই সব দরজা থেকেই ডাকা হবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বী হ্যাঁ, আর আমি প্রত্যাশা করি, তুমি ওই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১২১৭. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيَنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ - متفق عليه

১২১৭. হযরত আবু সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় রায়্যান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদাররা কোথায় ? তখন রোযাদাররা দাঁড়িয়ে যাবে। সেই দরজা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে যাবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।

১২১৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ عَبْدٌ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا - متفق عليه

১২১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখল, আল্লাহ পাক সেই এক দিনের কারণে তার চেহারাকে সত্তর বছরের দূরত্বের ন্যায় দোষথ থেকে দূর করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২১৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - متفق عليه

১২১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের তাগিদে এবং সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

১২২০. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ وَصِفَّتِ الشَّيَاطِينُ - متفق عليه

১২২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযান মাসের আগমনে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোষখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শৃংখলবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১২২১. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ - متفق عليه. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا .

১২২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (শওযালের) চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ (সমাপ্ত) করো। যদি চাঁদ দেখা না যায়, অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দাবলী অবশ্য বুখারীর। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে রোযা ৩০টি পূর্ণ করো।

অনুচ্ছেদ : দুইশত আঠার

রমযান মাসে বেশি পরিমাণ বদন্যতা ও পুণ্যশীলতার তাগিদ,
বিশেষ করে শেষ দশ দিনের উল্লেখ

১২২২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - متفق عليه

১২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। (বিশেষ ভাবে) রমযান মাসে তিনি বেশি পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং রমযানের প্রতিটি রাতে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাতের ফলে তাঁর বদান্যতা বেড়ে যেত এবং বৃষ্টির চেয়েও অধিক বেগবান হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

১২২৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَاقْطَعَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ - متفق عليه

১২২৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যখন (রমযানের) শেষ দশক ঘনিয়ে আসতো, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সচেতন থাকতেন এবং আপন গৃহবাসীদেরও সচেতন করতেন। এসময় আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে তিনি খুব সচেতন থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত উনিশ

মধ্য শা'বানের পর রমযানের আগ পর্যন্ত রোযা রাখা নিষেধ

১২২৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَتَقَدَّ مَنْ أَحَدَكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ - متفق عليه

১২২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন রামযান আসার প্রাক্কালে একদিন কিংবা দুইদিনের রোযা না রাখে, অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি একদিন কিংবা দুইদিনের রোযা রাখার অভ্যাস করে থাকে, তবে সে রোযা রাখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২২৫. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ - الْغَيَابَةُ بِالْفَيْئِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَاءُ مِنْ تَحْتِ الْمَكْرَرَةِ وَهِيَ : السَّحَابَةُ .

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের প্রাক্কালে রোযা রেখোনা। রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করো। যদি চাঁদ দেখতে মেঘ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অলে-গায়ায়াতু শব্দের অর্থ বাদল বা মেঘ

১২২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

১২২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি অর্ধেক শা'বান বাকী থাকে, তাহলে রোযা রেখোনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১২২৭. وَعَنْ أَبِي الْبَقَّانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ - رواه ابو داود الترمذی وقال حديث حسن صحيح

১২২৭. হযরত আবুল ইয়াক্বযান 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখল, নিঃসন্দেহে সে আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অনুচ্ছেদ : দুইশত বিশ

চাঁদ দেখার সময় যে দো'আ পড়া উচিত

১২২৮. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِهْلِهْ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبَّكَ اللّٰهُ، هَيْلَالٌ رُّشْدٍ وَخَيْرٍ - رواه الترمذى وقال حديث حسن.

১২২৮. হযরত তাল্হা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে এই দো'আ করতেন : “আল্লাহ্‌মা আহিল্লাহ্‌ আলাইনা বিল আমনে ওয়াল ইমানে ওয়াস সালামাতে ওয়াল ইসলাম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ্‌ হিলালু রুশদিন ওয়া খাইর” অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই চাঁদকে তুমি আমাদের ওপর শান্তি, প্রত্যয় ও প্রশান্তির নিদর্শন এবং ইসলামের উদয়ে পরিণত করো। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমার প্রভু আল্লাহ। (হে আল্লাহ) এই চাঁদ যেন কল্যাণ ও উন্নতির চাঁদে পরিণত হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত একশ

সেহরী ও তার বিলম্বের ফযীলত, যদি ফজর উদিত হবার শংকা না থাকে

১২২৯. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً - متفق عليه

১২২৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (রমযান মাসে) অবশ্যই সেহরী খাও; এ কারণে যে, সেহরীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৩০. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قِيلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً - متفق عليه

১২৩০. হযরত যায়েদ বিন্ সাবিত (রা) বর্ণনা করেন : আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী খেলাম তারপর আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো : এ দুয়ের মাঝে কতটা ব্যবধান ছিল ? বলা হলো : মোটামুটি পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৩১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْفَى هَذَا - متفق عليه

১২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন মুয়াযযীন ছিলেন। একজন হযরত বিলাল, দ্বিতীয় জন ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)। রাসূলে আকরাম বলেন, বিলাল (রা) রাতের বেলায় আযান দেয়। কাজেই তার আযানের পর পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ না আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) ফযরের আযান দেয়। (ইবনে উমর) বলেন, এদের মধ্যে সময়ের এতটুকু ব্যবধান থাকতো যে, একজন (মিনার থেকে) নেমে যেতেন এবং অপরজন (মিনারে) উঠতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

১২৩২. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَصَّلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَرُ السَّحْرِ - رواه مسلم

১২৩২. হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের এবং আহলী কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত বাইশ

শীঘ্রই ইফতার করার ফযিলত : যা দিয়ে ইফতার করতে হবে

এবং ইফতারের পরের দো'আ

১২৩৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ - متفق عليه

১২৩৩. হযরত সাহল ইবনে শাদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১২৩৪. وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْآخَرُ ؟ فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْآخَرُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ - رواه مسلم

১২৩৪. হযরত আবু আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাসরুক একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম তখন মাসরুক তাঁকে বললেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি ছিলেন যারা নেকির কাজে আলস্য করতেন না কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মাগরিবের নামাযে এবং ইফতারে তাড়াহুড়া করতেন এবং অপরজন মাগরিবের নামাযের এবং ইফতারে বিলম্ব করতেন। হযরত আয়েশা (রা)

জিজ্ঞেসা করলেন, কোন ব্যক্তি মাগরীবের নামাযে এবং ইফতারে তাড়াহুড়া করেন। মাসরুফ (রা) জবাব দিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করতেন। (মুসলিম)

১২৩৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا - رواه الترميد وقال حديث حسن

১২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয় সেই বান্দাহ যে শীঘ্র ইফতার করে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান।

১২৩৬. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ - متفق عليه

১২৩৬. হযরত উমর খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন এই (পূর্ব) দিক থেকে রাত আসবে এবং এই (পশ্চিম) দিকে দিন চলে যাবে এবং সূর্যও ডুবে যাবে তখন রোযাদারের রোযা ইফতারে পরিণত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৩৭. وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِيَعْضِ الْقَوْمُ : يَا قُلَانُ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ : فَتَزَلْ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ - متفق عليه. قَوْلُهُ إِجْدَحْ بِجَيْمٍ ثُمَّ دَالٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ أَيْ أَخْلَطِ السَّوِيقَ بِالْمَاءِ -

১২৩৭. হযরত আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে চললাম, সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন; যখন সূর্য অস্ত গেলো, তিনি জনগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বললেন : হে অমুক (আরোহী থেকে) অবতরণ করে আমাদের জন্যে ছাত্তু মাখো। লোকটি নিবেদন করল, এখনো দিন বাকী রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি নেমে ছাত্তু মাখো। বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি নেমে ছাত্তু মাখলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব খেলেন এবং নিজের হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন : তোমরা যখন দেখবে এই দিকে (পূর্ব দিক) রাত নেমে এসেছে তখন রোযাদাররা ইফতার করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইজদাহ শব্দের অর্থ : ছাত্তুকে পানির সাথে মিশাও।

১২৩৮. وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ - رواه أبو داود والترمذی وقال -
حديث حسن صحيح.

১২৩৮. হযরত সালমান ইবনে আমীর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ইফতার করবে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। এজন্য যে, তা পবিত্র। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

১২৩৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمِيرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ - رواه أبو داود ولترمذی وقال -
حديث حسن

১২৩৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করার পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পাওয়া যেত তাহলে শুকনো খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুরও না পাওয়া যেত তাহলে শুধুমাত্র পানি দিয়ে ইফতার করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেইশ

রোযাদারের প্রতি নির্দেশ : সে যেন নিজের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শরীয়ত বিরোধী কাজ-কাম, গালাগাল ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত রাখে

১২৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ - متفق عليه

১২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখবে তখন সে যেন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে কিংবা শোরগোল না করেন। যদি তাকে কেউ গালাগাল করে কিংবা তার সাথে লড়াই করতে চায় তাহলে সে যেন বলে দেয় — (ভাই) আমি রোযা রেখেছি।

(বুখারী ও মুসলিম)

১২৪১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ - رواه البخارى.

১২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সেই মোতাবেক কাজ করা থেকে বিরত থাকে না, সে তার খানাপিনা ছেড়ে দিক, এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চব্বিশ

রোযা সংক্রান্ত কিছু বিধি-বিধান

১২৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ - متفق عليه

১২৪২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন (রোযা অবস্থায়) ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে, সে যেন তার রোযাকে পূর্ণ করে নেয়; এই কারণে যে, ভুলের মাধ্যমে আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৪৩. وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضْوءِ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضْوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ لَأَصَابِعَ، وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَانِعًا - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح

১২৪৩. হযরত লাকীত ইবনে সাবেরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় অযু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন; অযু খুব ভালো মতো করো, (দুই হাত ও পায়ের) আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খিলাল করো এবং রোযাদার না হলে নাকে প্রচুর পরিমাণে পানি নিক্ষেপ করো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১২৪৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُذَرِّكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ - متفق عليه

১২৪৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রত্যুষে অপবিত্র হলে পবিত্রতার জন্যে গোসল করতেন এবং তারপর রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ অপবিত্রতা রোযার প্রতিবন্ধক নয়।

১২৪৫. وَعَنْ عَائِشَةَ وَآمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حِلٍّ ثُمَّ يَصُومُ - متفق عليه

১২৪৫. হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

রিয়াদুস সালাহীন

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতেও অপবিত্র হতেন এবং (গোসলের পর) রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : দুইশত পঁচিশ

মুহাররম, শাবান এবং অন্যান্য 'হারাম' মাসের ফযীলত

১২৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ - رواه مسلم

১২৪৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের পর উত্তম রোযা হলো আশ্বাহর মাস মুহাররমের রোযা আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। (মুসলিম)

১২৪৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا - متفق عليه

১২৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চেয়ে বেশি কোনো মাসে রোযা রাখতেন না। তিনি সব রকমের রোযাই রাখতেন এবং এক রেওয়াজে আছে, তিনি শাবানের রোযা রাখতেন আবার কিছুটা ছেড়েও দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৪৮. وَعَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ رَضِيَ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ - وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ : وَمَنْ أَأَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا الْبَا هِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ - قَالَ : فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قَالَ : مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا بَلِيلٍ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ! ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ : زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ زِدْنِي قَالَ صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَّحَهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا - رواه ابو داود

১২৪৮. হযরত মুজিবা আল-বাহেলিয়া (রা) তার পিতা কিংবা চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলেন আবার চলেও গেলেন। এর এক বছর পর আবার তিনি ফিরে এলেন, তখন তার অবস্থায় বেশ পরিবর্তন এসেছিলো। তিনি নিবেদন করলেন, হে আশ্বাহর রাসূল! আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেগো? জবাবে তিনি বললেন, আমি বাহিলী। এক বছর আগে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মধ্যে এত পরিবর্তন কিভাবে এলো?

অথচ তুমি ভালো চেহারা সুরতের অধিকারী ছিলে। সে নিবেদন করলো, আমি যখন আপনার নিকট থেকে চলে গেলাম তখন থেকে আমি শুধু রাতের বেলায়ই খাবার খেয়েছি। (একথায়) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিজেকে নিজে আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছো। এরপর তিনি বললেন : সবরের মাস রমযানে রোযা রাখো এবং প্রত্যেক মাসে একদিন রোযা রাখো। সে নিবেদন করলো, আরও একটু বাড়িয়ে দিন, আমার মধ্যে শক্তি আছে। রাসূলে আকরাম বললেন : দুদিন রোযা রাখো। সে বললো, আরও বাড়িয়ে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তিনদিন রোযা রাখো। সে নিবেদন করলো, আরও বাড়িয়ে দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হারাম মাসসমূহে রোযা রাখো এবং ছেড়েও দাও। (একথা তিনি তিনবার বললেন) এরপর তিনি নিজের তিনটি আঙ্গুলকে একত্র করলেন; তারপর সেগুলোকে ছেড়ে দিলেন। এর তাৎপর্য হলো, তিনদিন রোযা রাখো এবং তিনদিন ইফতার করো অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা রাখার নীতি অবলম্বন করো। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : দুইশত হাদীশ

জিলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালনের এবং নেক কাজ করার ফযীলত

১২৬৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَا لَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - رواه البخارى .

১২৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই দিনগুলোর অর্থাৎ জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের চেয়ে বেশি মর্তবার এমন কোনো দিন নেই, যেদিনে নেক আমল করা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন; 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। হাঁ, তবে সেই ব্যক্তি, যে জিহাদে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তবে কোনো জিনিসকে ফেরত নিয়ে আসেনি। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতাশ

আরাফাত, আশূরা ও মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত

১২৫০. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ - رواه مسلم .

১২৫০. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরাফাত দিনের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন : এতে গত বছরের এবং আগামী দিনের গুনাহ-খাতার কাফ্ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

১২৫১. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ - متفق عليه

১২৫১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা রেখেছেন এবং এ রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৫২. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ - رواه مسلم

১২৫২. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন ; এতে বিগত বছরের ছোট-খাট গুনাহমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

১২৫৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَثْنٌ بَقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصَوْمِنَ التَّاسِعِ - رواه مسلم

১২৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আমি নবম তারিখের রোযা রাখবো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটাশ

শওযাল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব

১২৫৪. عَنْ أَبِي أُبُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - رواه مسلم

১২৫৪. হযরত আবু আইউব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল এবং তারপরে শওযালেরও ছয় রোযা রাখল, সে যেন জামানাভর রোযা রাখল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত উনত্রিশ

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব

১২৫৫. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ - رواه مسلم

১২৫৫. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : এ এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং (এদিনই) আমায় নবুয়্যত দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমার ওপর অহী নাযিল হয়েছে। (মুসলিম)

১২৫৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَاجِبٌ أَنْ يَغْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَانِمٌ - رواه الترمذی وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم.

১২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) 'আমল পেশ করা হয়। অতএব, আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন আমি রোযা রাখতে ইচ্ছুক। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম মুসলিম রোযার প্রসঙ্গ ছাড়াই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১২৫৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن.

১২৫৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত ত্রিশ

প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সওয়াব

'আইয়্যাম বীয' অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উত্তম। কেউ কেউ বারো, তেরো ও চৌদ্দ তারিখকে 'আইয়্যামে বীয' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সহীহ ও বিদ্বৎ কথা হলো প্রথমটি।

১২৫৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُؤْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১২৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমার খলীল (পরম বন্ধু) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ, দুহার (চাশতের) দু'রাকআত নামায আদায় এবং শোবার আগে বিতর (এর নামায) পড়া। (মুসলিম)

১২৫৯. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدْعُهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُؤْتِرَ - رواه مسلم

১২৫৯. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন; আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সেগুলোকে আমি

কখনো পরিহার করবোনা। সে তিনটি বিষয় হলো : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, দুহার (চাশতের) নামায আদায় করা এবং বিতরের নামায পড়ার আগে শয়ন না করা।

(মুসলিম)

১২৬০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ - متفق عليه

১২৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা জামানাভর রোযা রাখার সমতুল্য। অর্থাৎ এতে সারা বছরের রোযার সওয়াব পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৬১. وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ - رواه مسلم

১২৬১. হযরত মু'আযাতা আদাবিয়াহ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ? তিনি জবাব দিলেন : জি, হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ অংশের রোযা রাখতেন ? তিনি জবাব দিলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো দিন রোযা রাখতেন, এ ব্যাপারে কোনো সময় নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং যে যে দিন তিনি পছন্দ করতেন, সে সে দিনই রোযা রাখতেন। (মুসলিম)

১২৬২. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صُمْتُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا فَصُمْتُ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن.

১২৬২. হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি যখন রোযা রাখতে চাইবে, তখন তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১২৬৩. وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ : ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ - رواه ابو داود.

১২৬৩. হযরত কাতাদাহ ইবনে মিলহান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আইয়াম বীয অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোযা রাখতে হুকুম করেছেন। (আবু দাউদ)

১২৬৫. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ

- رواه النسائي بإسناد حسن

১২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে কিংবা সফরে থাকাকালে কখনো 'আইয়্যাম বীয'-এর রোযা পরিহার করতেন না।

ইমাম নাসাঈ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : দুইশত একত্রিশ

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত : খাবার প্রদানকারীর জন্যে

খাবার গ্রহণকারীর দো'আ

১২৬৬. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِهِ

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح

১২৬৫. হযরত য়ায়েদ বিনু খালেদ জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সেও তার (ইফতার গ্রহণকারীর) সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু তাতে রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস পাবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১২৬৬. وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ : كُلِي

فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّائِمَ تَصَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى

يَفْرُغُوا وَرَبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوا - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১২৬৬. হযরত উম্মে উমারাহ আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে গেলেন। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (কিছু) খাবার এনে রাখলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমিও খাবার গ্রহণ করো। তিনি (মেজবান) বললেন : আমি তো রোযা রেখেছি। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : রোযাদারের জন্যে ফেরেশতারা রহমতের দো'আ করে; যতক্ষণ তার সামনে খাবার গ্রহণ করা হয়, এমন কি সে খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা পেট ভরে খাবার গ্রহণ করে পরিতৃপ্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১২৬৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْآبِرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ - رواه ابوداود باسناد صحيح .

১২৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) সা'দ বিন্ উবাদা (রা)-এর গৃহে তশরীফ আনলেন। তিনি (সাদ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রুটি ও যয়তুনের তেল পেশ করলেন। তিনি কিছু খাবার গ্রহণ করলেন; তারপর বললেন; রোযাদাররা তোমার এখানে ইফতার করেছে; পূণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার গ্রহণ করেছে এবং ফেরেশতারা তোমার জন্যে ইস্তেগ্ফার করেছে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অধ্যায় : ৯

كِتَابُ الْأَعْتِكَافِ

ই‘তেকাফ

অনুচ্ছেদ : দুইশত ত্রিশ

ই‘তেকাফের বিবরণ

১২৬৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ - متفق عليه.

১২৬৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই‘তেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৬৯. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ - متفق عليه

১২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই‘তেকাফ করতেন; এমনকি আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এটা করতেন। তারপরে তাঁর স্ত্রীগণ এটা করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا - رواه البخارى .

১২৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন ই‘তেকাফ করতেন। তারপর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই‘তেকাফ করেন। (বুখারী)

অধ্যায় : ১০

كِتَابُ الْحَجِّ

হজ্জ

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেরিশ

হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তার ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর লোকদের ওপর আল্লাহর হক্ক (অর্থাৎ ফরয) হলো এই যে, যে ব্যক্তি এই ঘর পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে, সে যেন এর হজ্জ করে। আর যে ব্যক্তি এই হুকুম পালন থেকে বিরত থাকবে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)

১২৭১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحِجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৭১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর স্থাপিত : একথার সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা, রমযানের রোযা রাখা। (আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

১২৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَكُمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ : ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন : হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছে। অতএব (তোমরা) হজ্জ

করো। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো : হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি আমরা হজ্জ করবো? একথায় তিনি নীরব রইলেন। এমন কি, লোকটি তিনবার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলো। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; আমি যদি বলে দিতাম, হাঁ, তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ ওয়াজিব হয়ে যেত, কিন্তু তোমরা এর সামর্থ রাখতে না।' এরপর তিনি বললেন : আমাকে ছেড়ে দাও; যতক্ষণ আমি তোমাদের ছেড়ে দেই। এ কারণে যে, তোমাদের পূর্বকার লোকেরা বেশি বেশি প্রশ্ন করার এবং আপন পয়গম্বরদের সাথে মত বিরোধ করার দরুন ধ্বংস ও নিপাত হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেই, তখন আপন সামর্থ্য মোতাবেক তার ওপর আমল করো আর যখন কোনো কাজ ত্যাগ করার কথা বলি, তখন তা পরিহার করো। (মুসলিম)

১২৭৩. وَعَنْهُ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ - متفق عليه

১২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন্ ধরনের আমল বেশি মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বললেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কোন ধরনের আমল? বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কোনটা? তিনি বললেন : হজ্জ মাবরুর। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ মাবরুর হলো সেই হজ্জ, যাতে হজ্জ আদায়কারী কোনো নাফরমানীর কাজে লিপ্ত না হয়।

১২৭৪. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ متفق عليه .

১২৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : তিনি বলছিলেন : যে ব্যক্তি হজ্জ করে, তার মধ্যে বেহুদা কথাবার্তা না বলে, এবং কোনো ফিস্ক ও ফুজুরীর কাজ না করে, সে (নিজের গুনাহ খাতাহ থেকে এভাবে) ফিরে আসবে, যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (অর্থাৎ প্রসব করেছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭৫. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ - متفق عليه

১২৭৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার উমরা থেকে দ্বিতীয় উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহমূহের কাফ্যারাতুল্য। আর হজ্জ মাবরুরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭৬. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَمْ لَا نَجَاهِدُ؟ فَقَالَ: لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حُجٌّ مَبْرُورٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৭৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জিহাদকে উত্তম আমল মনে করি। (কাজেই) আমরাও কি জিহাদ করবোনা? রাসূলে আকরাম বললেন : তোমাদের উত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরুর। (বুখারী)

১২৭৭. وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আরাফার দিনের চেয়ে অধিক কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। (মুসলিম)

১২৭৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযান মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য কিংবা (বলেছেন) আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমান (এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭৯. وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِئَضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَّا حُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা নিবেদন করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ফরযকৃত হজ্জ পালনের ব্যাপারে আমার পিতা এমন অবস্থায় পৌছেন যে, তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; সওয়ারীর ওপর বসতে পারেননা। (এমতাবস্থায়) আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, পারো। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮০. وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّفْنَ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১২৮০. হযরত লাকীত ইবনে আমের বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপনীত হলেন এবং নিবেদন করলেন : আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ; হজ্জ, উমরা ও সফর করার ক্ষমতা তাঁর নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; তুমি আপন পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন; হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১২৮১. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ قَالَ : حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ - رواه البخارى .

১২৮১. হযরত সায়ের ইবনে ইয়াযিদ (রা) বর্ণনা করেন, ‘হজ্জাতুল বিদায় আমিও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ পালনের সুযোগ পেয়েছি; তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর। (বুখারী)

১২৮২. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ قَالُوا : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حُجٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ - رواه مسلم .

১২৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রওহা নামক স্থানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি কাকফেলার সাক্ষাত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা নিবেদন করলো : (আমরা) মুসলমান! (এরপর) তারা জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর রাসূল। এরপর জনৈক মহিলা (তার) শিশুকে ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করলো : ‘আচ্ছা, এরও কি হজ্জ হবে? রাসূলে আকরাম বললেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তুমিও পাবে। (মুসলিম)

১২৮৩. وَعَنِ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ - رواه البخارى .

১২৮৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের ওপর চেপে হজ্জ পালন করেন এবং তাঁর মালপত্র রাখার জন্যেও এটাই ছিলো একমাত্র অবলম্বন। অর্থাৎ সামান্য রাখার জন্যে আলাদা সওয়ারী ছিলনা। (বুখারী)

১২৮৪. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ، وَمِجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَأًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتَمُّوْا أَنْ يَتَجَرَّوْا فِي الْمَوَاسِمِ فَتَزَكَّتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ - رواه البخارى .

১২৮৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, উকাজ, মাজেন্না, যুল মাজায় ইত্যাদি ছিল জাহিলী যুগে (বিখ্যাত) বানিজ্যিক বাজার। সাহাবায়ে কিরাম হজ্জের মৌসুমে এইসব বাজারে বেচা-কেনা করাকে গুনাহর কাজ মনে করতেন। এই উপলক্ষে আয়াত নাযিল হলো যে, তোমরা আপন প্রভুর কাছে অনুগ্রহ (ফযল) সন্ধান করবে অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে হালাল জীবিকা উপার্জন করবে। এতে গুনাহর কিছু নেই। (বুখারী)

অধ্যায় : ১১

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ

অনুচ্ছেদ : দুইশত চৌত্রিশ
জিহাদের ফযীলত বর্ণনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা সবাই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো, যেকোন ওরা সবাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

(সূরা তওবা : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

তিনি আরো বলেন : (মুসলমানগণ!) তোমাদের প্রতি (আল্লাহর পথে) লড়াই করা ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা তোমাদের পক্ষে তো অপছন্দনীয় মনে হবে। কিন্তু বিচিত্র নয় যে, একটা জিনিস তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হবে, অথচ সেটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর আবার বিচিত্র নয় যে, একটা জিনিস তোমাদের কাছে পছন্দনীয় মনে হচ্ছে; অথচ সেটাই তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। আর (এসব বিষয়) আল্লাহই ভালো জানেন; তোমরা জানানো।

(সূরা বাকারা : ২১৬)

وَقَالَ تَعَالَى : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

তোমাদের সাজ-সরঞ্জাম কম হোক, আর (তোমরা) বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ো এবং আল্লাহর পথে মাল ও জান দিয়ে লড়াই করো। এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পারো।

(সূরা তওবা : ১১)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

তিনি আরো বলেন : আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন (এবং তার) বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত (তৈরি করে) রেখেছেন। এই লোকেরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, তারা শত্রুদের হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। একথা তওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে সত্য ওয়াদা রূপে বিবৃত হয়েছে, যা পূর্ণ করা তার

দায়িত্ব। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি ওয়াদা পূরণকারী কে। সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করেছো, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। এটাই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। (সূরাত তওবা : ১৬)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

তিনি আরো বলেন : যে মুসলমান আপন ঘরে বসে থাকে আর লড়াই-এর ব্যাপারে অনিচ্ছা পোষণ করে এবং এ ব্যাপারে কোনো ওয়রও রাখেনা, অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিজের মাল ও জ্ঞান দিয়ে লড়াই করে তারা উভয়ে কখনো সমান হতে পারেনা। আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দ্বারা লড়াইকারীকে (নিষ্ক্রিয়) বসে থাকা লোকদের ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর (যদিও) নেক ওয়াদা সবার জন্যই করা হয়েছে; কিন্তু বিরাট প্রতিফলের দিক থেকে আল্লাহ জিহাদকারীদের বসে থাকা লোকদের ওপর অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন অর্থাৎ খোদার দিক থেকে মর্যাদায় এবং মাগফিরাতে ও রহমতে। আর আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও দয়াশীল। (সূরা নিসা : ৯৫-৯৬)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَأُخْرَى تُجِيبُونَهَا نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتُّعٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ -

তিনি আরো বলেন : ‘হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে রেহাই দেবে? (তাহলো এই যে) তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (যথার্থ) ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগ বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঋণাধারা প্রবহমান; আর তোমাদেরকে চিরকাল বসবাসের উপযোগী উত্তম ঘর দান করবেন। এটা এক বিরাট সাফল্য। আর যেসব জিনিস তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন, (তাহলো) আল্লাহর সাহায্য এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকদেরকে তারও সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা সফ : ১০-১৩)

এই ধরনের বিষয় সম্বলিত আয়াত কুরআনে বিপুলভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসও বিপুল সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১২৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ - متفق عليه

১২৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো : কোন আমলটি উত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন আমলটি ? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোন আমলটি ? তিনি বললেন : হজ্জে মাবরুর। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮৬. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه .

১২৮৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, কোন ধরনের আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ? তিনি বললেন : যথাসময়ে নামায আদায় করা। আমি নিবেদন করলাম তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি নিবেদন করলাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮৭. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ - متفق عليه .

১২৮৭. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি শ্রেয়তর ? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - متفق عليه

১২৮৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথে সকাল ও সন্ধ্যায় অতিবাহন করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ يَجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ - متفق عليه .

১২৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো, সে জানতে চাইল, সমস্ত লোকের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন : সেই মুমিন, যে আল্লাহ্র পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে লড়াই (জিহাদ) করে। নিবেদন করা হলো, তারপরে কে? তিনি বললেন : সেই মুমিন, যে ঘাঁটিগুলোর মধ্য থেকে কোনো ঘাঁটিতে আল্লাহ্র বন্দেগী করে এবং লোকদেরকে নিজেদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৯০. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْغَدَاةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - متفق عليه

১২৯০. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তির জান্নাতে এক টুকরা সমান জায়গা পাওয়া দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় কোনো ব্যক্তির আল্লাহ্র পথে বের হওয়া কিংবা সকাল বেলা হওয়া দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৯১. وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُجِرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفِتَانَ - رواه مسلم

১২৯১. হযরত সালমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি; তিনি বলছিলেন, একদিন একরাত (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত পাহারা দেয়া মাসব্যাপী রোযা পালন ও রাত্রি জাগরণের চেয়ে উত্তম। আর যদি সংশ্লিষ্ট লোকটি এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে যে আমল করছিল, তাকেও অব্যাহত রাখা হয় এবং তার জীবিকাও তার জন্যে অব্যাহত রাখা হয়। তদুপরি সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। (মুসলিম)

১২৯২. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَاطِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

১২৯২. হযরত ফাযাল বিন্ উবাইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির আমলই খতম হয়ে যায়; তবে যে ব্যক্তি

রিয়াদুস সালাহীন

আল্লাহর রাস্তায় সীমান্তের হেফাজত করে, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয় এবং কবরের ফিতনা থেকে সে নিরাপদ থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ

১২৭৩. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : رَبَّاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৯৩. হযরত উসমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলছিলেন : আল্লাহর পথে একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন নিরাপত্তা বিধানের সমতুল্য। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

১২৭৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرِسَالِي فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَيَّ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كَلِمٍ : لَوْثُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ مُسْكٍ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ بَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَ يَشَقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ إِنِّي أَغْزَوُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلَ ثُمَّ أَغْزَوُ فَأَقْتُلَ ثُمَّ أَغْزَوُ فَأَقْتُلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ .

১২৯৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির জামানতদার যে তাঁর পথে (জিহাদের জন্যে) বেড়িয়েছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার পথে জিহাদ করে, আমার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আমার রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে, এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে সওয়াব অথবা গণিমতের সাথে আপন বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন যেখান থেকে সে বেরিয়েছিলো। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তাঁর কসম! আল্লাহর পথে যে ব্যক্তির যেকোনো আঘাত লাগে কিয়ামতের দিন সে সেই আঘাত নিয়েই উপস্থিত হবেন। তার রক্তের রংও অবিকল থাকবে এবং তাতে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধ হবে। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন, তাঁর কসম! যদি মুসলমানদের পক্ষে কঠিন শ্রম ও কষ্টের ব্যাপার না হতো তাহলে আমি কখনো কোনো জিহাদে নিরত সেনা দলের পিছনে থাকতাম না। কিন্তু সৈনিকদেরকে সওয়াবী দেবার মত সামর্থ যেমন আমার নেই, তেমনি মুসলিম জনগণও এতটা সামর্থের অধিকারী নয়, এবং তাদের পক্ষে আমার পিছনে পড়ে

থাকাটা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করি এবং শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই, আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী (রহ) হাদীসটির বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করেছেন।

১২৭০. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلِمَةُ يَدْمِي اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ مِسْكِ - متفق عليه

১২৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে আঘাত প্রাপ্ত হবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে, তার আঘাতের স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সে রক্তের রং অবিকল থাকবে এবং তা থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুবাস বেরবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭৬. وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً فَانْهَارَتْ تَحْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرٍ مَا كَانَتْ : لَوْثُهَا الزَّغْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৯৬. হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মুসলমান আল্লাহ্র পথে উটনীর দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ জিহাদ করেছে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহত হয়েছে অথবা কোনো চোট পেয়েছে কিয়ামতের দিন তার জখম ইত্যাদি ঠিক সেইভাবে তাজা থাকবে, যার রং হবে জাফরানের মতো এবং তার সুগন্ধী হবে কস্তুরীর অনুরূপ।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১২৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَعْبٍ فِيهِ عُبَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَواتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ ؟ أَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১২৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা সাহাবায়ে কিরামের জনৈক সদস্য একটি ঘাঁটি অতিক্রম করেন। সেখানে মিষ্টি পানির একটা ঝর্ণা ছিল; সেটা তাঁর কাছে খুব ভালো লাগল। তিনি মনে মনে বললেন : আমি যদি লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে এই ঘাঁটির বাসিন্দা হয়ে যেতাম! কিন্তু আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ কাজ কক্ষনো করবোনা। অতএব, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপ কোরনা। কেননা, তোমাদের মধ্যে কারো আত্মাহুঁর পথে অবস্থান করা নিজ গৃহে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ করনা যে, আত্মাহুঁর তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন? (এটা যদি পছন্দ করো) তাহলে আত্মাহুঁর পথে জিহাদ করো। এজন্যে যে, যে ব্যক্তি আত্মাহুঁর পথে উষ্টীর দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের সমপরিমাণ সময় জিহাদ করে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। হাদীসে বর্ণিত ‘ফুওয়াক’ বলতে বুঝায় দুই দফা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়কে।

১২৯৮. وَعَنْهُ قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُونَهُ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ثُمَّ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الثَّاقِبِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ : لَا أَجِدُهُ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ .

১২৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আত্মাহুঁর পথে জিহাদের সমতুল্য? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও। সাহাবায়ে কিরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার এটাই বলছিলেন : তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আত্মাহুঁর পথে জিহাদে নিরত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আত্মাহুঁর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না; এমন কি, জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের। বুখারীর এক বর্ণনা হলো : এক ব্যক্তি নিবেদন করলো : হে আত্মাহুঁর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য। তিনি

বললেন, আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না। তারপর আবার বললেন, তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহ্র পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতপর নামায পড়তে থাকবে, অনবরত পড়তে থাকবে এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখে কিন্তু ইফতার করে না সে ব্যক্তি বললেন, এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে ?

১২৯৯ . وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيَّ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِظَانَهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَأَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ - رواه مسلم

১২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, সেই ব্যক্তি উত্তম জীবনের অধিকারী যে নিজের ঘোড়ার লাগামকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য আঁকড়ে ধরে থাকে। যখনই কোনো শোরগোল কিংবা ঘাবড়ানোর মতো আওয়াজ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর হত্যা কিংবা মৃত্যুর প্রত্যাশিত স্থানগুলো সন্ধান করে কিংবা সেই ব্যক্তি যে ওই ঘাঁটিগুলোর মধ্য থেকে কোনো ঘাঁটি কিংবা ওই উপত্যকাগুলোর ভেতর থেকে কোনো উপত্যকায় কতিপয় বকরী নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং এমন কি মৃত্যু এসে তাকে পরিবেষ্টন করা পর্যন্ত আপন প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকে আর শুধু লোকদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকে। (মুসলিম)

১৩০০ . وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - رواه البخارى .

১৩০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে একশোটি দরজা রয়েছে। এই দরজাগুলোকে আল্লাহ সেই সব লোকের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন, যারা তাঁর পথে জিহাদ করে। এর দুটি দরজার মধ্যে এতখানি ব্যবধান, যতখানি ব্যবধান রয়েছে আসমান ও জমিনের মধ্যে। (বুখারী)

১৩০১ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا : وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ : أَعَدَّهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : وَ أُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مَا نُهُ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - رواه مسلم .

১৩০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু (রব্ব) বলতে সন্তুষ্টি অনুভব করে এবং

ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) রূপে গ্রহণ করতে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হয়েছে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত আবু সাঈদ (রা) একথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন; হে আল্লাহর রাসূল! ঐ কথাগুলোকে আমার জন্যে একটু পুনব্যক্ত করুন। তিনি (রাসূলে আকরাম) কথাগুলো পুনব্যক্ত করলেন। তারপর বললেন : আর যে জিনিসটির দরুন আল্লাহ জান্নাতে বান্দার মর্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন, তার প্রতি দুই মর্যাদার মধ্যকার দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ (রা) নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কি জিনিস ? তিনি বললেন : তাহলো আল্লাহর পথে জিহাদ! আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসলিম)

১৩০২. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثَّ الْهَيْئَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اقْرَأْ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ - رواه مسلم .

১৩০২. হযরত আবু বাকর ইবনে আবু মূসা আশ্আরী (রা) বর্ণনা করেন; আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি শত্রুদের উপস্থিতিতে বর্ণনা করছিলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরওয়াজা তরবারির ছায়াতালে অবস্থিত। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি অস্থিরভাবে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞেস করল : হে আবু মূসা! তুমি কি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছ ? তিনি একথা (প্রায়শ) বলতেন। তিনি জবাব দিলেন : জ্বি, হাঁ, এরপর তিনি আপন সঙ্গীদের কাছে এলেন। (তাদেরকে) বললেন : আমি তোমাদেরকে সালাম বলছি। এরপর নিজের তরবারির খাপ ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তলোয়ার দিয়ে লড়াই চালাতে থাকলেন। এমন কি, তিনি (আল্লাহর রাহে) শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

১৩০৩. وَعَنْ أَبِي عَبَسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا غَبَرْتُ قَدَمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ - رواه البخارى .

১৩০৩. হযরত আবু আব্‌স আবদুর রহমান ইবনে জুবার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধুলি ধূসরিত হয়, তা কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করেনা। (বুখারী)

১৩০৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَخَانُ جَهَنَّمَ - رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করেছে। এমন কি দুধ দোহন করে নেয়ার পর আবার তা পালানে ফেরত আসতে পারে, কিন্তু কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পথের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হতে পারে না। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩০৫. وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : عَيْنَيْنِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১৩০৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন : দুটি চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবেনা; একটি হলো সেই চোখ, যা আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে, আর দ্বিতীয় হলো সেই চোখ, যা রাতভর আল্লাহ্র রাস্তায় প্রহরা দিচ্ছিল। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৩০৬. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًّا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا - متفق عليه .

১৩০৬. হযরত যায়েদ বিন খালিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে কোনো মুজাহিদকে সাজ-সরঞ্জাম দিল, সে নিজেও ঐ জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার বর্গের দেখাশোনা করল, সে নিজেও যেন ঐ জিহাদে অংশ নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩০৭. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلٌّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْيْحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ طَرَوْقَةٌ فَحَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৩০৭. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তামাম সাদকার মধ্যে উত্তম সাদকাহ হলো আল্লাহ্র রাহে ছায়া দান করার জন্যে তাবু বানিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারীদের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্যে খাদেমের যোগান দেয়া কিংবা আল্লাহ্র রাহে বংশ বৃদ্ধির জন্যে সহায়তা দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩০৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ فَتًى مِّنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ : أَنْتَ فَلَانٌ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ فَاتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُكَ

السَّلَامَ وَيَقُولُ اعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ قَالَ : يَا فَلَانَةُ اعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْسِبِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْسِبِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكَ فِيهِ - رواه مسلم

১৩০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু সে জন্যে আমার কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নেই। তিনি বললেন, অমুক লোকের কাছে যাও। সে জিহাদের জন্যে সরঞ্জামাদি বানিয়ে রেখেছিল কিন্তু সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে এল এবং তাকে বললো : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমায় সালাম জানিয়ে বলেছেন : আপনি জিহাদে যাবার জন্যে যে সরঞ্জামাদি বানিয়ে রেখেছেন, তা আমায় দিয়ে দিন। তার কোন অংশই রেখে দেবেন না। লোকটি তার স্ত্রীকে বললো : হে অমুক! তুমি লোকটিকে আমার তৈরী সকল সরঞ্জামাদি দিয়ে দাও। সে সবের কোনো কিছুই তুমি রেখে দেবেনা। আল্লাহর কসম! তার কিছু রেখে দিলে তাতে তোমার কোনো বরকত হবেনা। (মুসলিম)

১৩০৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ فَقَالَ : لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا - رواه مسلم وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَتَيْكُمْ خَلْفَ الْخَارِجِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ .

১৩০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লেহইয়ান গোত্রের কাছে এক বানী প্রেরণ করে বললেন : প্রতি দুটি লোকের ভেতর থেকে একটি লোক যেন জিহাদে গমন করে। তবে এতে সওয়াব দুজনেই পাবে। (মুসলিম)

অপর এক রেওয়াজেতে আছে, প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যেন জিহাদের জন্যে বেরোয়। এরপর তিনি (গাযীর গৃহে) প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণকারীকে বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই গাযীর গৃহে উত্তম প্রতিনিধি (খলীফা) নিযুক্ত হয়েছে সে গাযীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

১৩১০. وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ أَوْ أَسْلِمْ ؟ قَالَ أَسْلِمْتُ ثُمَّ قَاتَلَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيلًا وَ أَجْرٌ كَثِيرًا - متفق عليه وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

১৩১০. হযরত বারআ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এল। সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সে নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথমে লড়াই করব, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন : প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর লড়াই করো। অতএব, লোকটি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করল, তারপর লড়াই করল এবং শহীদ হয়ে গেল। তার সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : সে আমল তো সামান্যই করেছে, কিন্তু সওয়াব অনেক বেশি অর্জন করেছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী বুখারীর।

১৩১১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتُلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمَا يَرَى مِنَ فَضْلِ الشَّهَادَةِ - متفق عليه

১৩১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ায় ফিরে যেতে আর চাইবেনা। যদি সে দুনিয়ার তামাম জিনিস পেয়ে যায়, তবুও না। অবশ্য শহীদের কথা আলাদা। সে চাইবে যে, তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা হোক এবং দশ বার তাকে আল্লাহ্র পথে হত্যা করা হোক। এই কারণে যে, সে তার ইজ্জত ও সম্মান দেখতে পাবে। একটি রেওয়াজে আছে; সে এটা চাইবে এ কারণে যে, এভাবে সে শাহাদাতের ফযীলত দেখতে পাবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৩১২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ - رواه مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَلْقَتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدِّينَ.

১৩১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।
(মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়াজে বলা হয়েছে : আল্লাহ্র পথে নিহত হলে ঋণ ছাড়া তামাম গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

১৩১৩. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ - رواه مسلم

১৩১৩. হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি বর্ণনা করলেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন, আমি যদি আল্লাহ্র পথে মারা যাই, তাহলে কি আমার গুনাহ

রিয়াদুস সালাহীন

আমার থেকে দূর হয়ে যাবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, তুমি যদি আল্লাহর রাহে মারা যাও, এই অবস্থায় যে, তুমি সবার অবলম্বন করছ, সওয়াবের প্রত্যাশা করছ, শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করছ, এবং তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছ না। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন : তুমি কি বলছিলে ? লোকটি নিবেদন করল : আপনি বলুন, আমি যদি আল্লাহর রাহে নিহত হই, তাহলে কি আমার গুনাসমূহ দূর হয়ে যাবে ? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : হাঁ; তবে এ অবস্থায় যে, তুমি সবার অবলম্বন করছ, সওয়াবের প্রত্যাশা করছ, শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করছ, তার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছনা; কিন্তু ঋণ কখনো মাফ করা হবেনা। জিব্রীল (আ) আমায় একথা বলেছেন। (মুসলিম)

১৩১৬. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ آتَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - رواه مسلم

১৩১৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর রাহে নিহত হই, তাহলে কোথায় থাকব ? তিনি বললেন : জান্নাতে। একথা শুনে লোকটি তার হাতের খেজুর ছুড়ে ফেলে দিল। এরপর সে যুদ্ধে চলে গেল; এমন কি শাহাদত বরণ করল। (মুসলিম)

১৩১৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عَمِيرُ بْنُ الْحَمَامِ الْإِنصَارِيُّ رَضِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَنْ أَتَا جَبِيْتُ حَتَّى أَكُلَ تَمْرَاتِي هَذِهِ لِحَيَاةٍ طَوِيلَةٍ فَرُمِيَ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ - رواه مسلم

১৩১৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বদর প্রান্তরে মুশরিকদের পূর্বেই উপনীত হন। এরপর মুশরিকরাও এল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতক্ষণ আমি সামনে অগ্রসর না হবো, তোমাদের কেউ কোনো জিনিসের দিকে এগোবেনা। যখন মুশরিকরা কাছাকাছি এল, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এমন জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও, যার পরিধি আসমান ও জমিনের সমান। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এ কথা শুনে হযরত উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি আসমান ও জমিনের সমান ? তিনি বললেন : হাঁ। হযরত উমাইর (রা) বললেন

ঃ বাহ! বাহ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি বাহ! বাহ! শব্দ কেন উচ্চারণ করলে ? তিনি জবাবও দিলেন : আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি শুধু এই প্রত্যাশায় এই শব্দাবলী উচ্চারণ করেছি যে, আমিও যেন জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।’ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘তুমি নিশ্চিতই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।’ একথা শুনে হযরত উমাইর (রা) নিজের ব্যাগ থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন : আমি যদি এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে এই জীবন তো অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এটা বলেই তিনি হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর কাফিরদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এমন কি তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

আল-কারানু ‘الْقُرْآنُ’ ক্বাফ ও রা’-র ওপর জবাব থাকলে তার অর্থ দাঁড়ায় তীর ভর্তি থলে। ১৩১৬. وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَالسَّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بِاللَّيْلِ : يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لَأَهْلِ الصَّفَةِ وَالْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتُ عَنَّا وَآتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِّنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمَحٍ حَتَّى انْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قَتَلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتُ عَنَّا - متفق عليه . هذا لفظ مسلم

১৩১৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হলো এবং নিবেদন করলো : আপনি আমাদের সাথে এমন লোকদের প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবে। তিনি তাদের সাথে ৭০ (সত্তর) জন আনসারীকে প্রেরণ করলেন, যারা ছিলেন ক্বারী হিসেবে প্রশিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে আমার মামা ‘হারাম’ (রা)-ও ছিলেন। তিনি কুরআন পাক তিলাওয়াত করতে করতে রাতের বেলা চলাচল করতেন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে নিরত থাকতেন। তিনি দিনের বেলা পানি এনে মসজিদে (নব্বীতে) রাখতেন এবং বাহির থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে এনে বাজারে বিক্রি করতেন এবং তার বিনিময়ে আস্হাবে সুফ্ফা এবং গরীব মিসকিনদের জন্য খাবার কিনতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকদেরকেও ঐ প্রচারকদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। তারা নিহত হওয়ার পূর্বে এই মর্মে দো‘আ করেন, ‘হে আল্লাহ! আমাদের এই পয়গাম আমাদের প্রিয় নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিন যে, আমাদের সাক্ষাৎ তোমার সাথে হয়ে গেছে (অর্থাৎ আমরা শহীদ হয়ে গেছি), আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি হযরত আনাস (রা)-এর মামা হযরত হারামের কাছে পিছন দিক থেকে এলো এবং তাকে বর্শাবদ্ধ করলো, এমন কি বর্শা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে গেলো। এরপর

হারাম বললেন, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধ্যমে খবর পেয়ে বলেন, তোমাদের ভাই নিহত হয়েছে আর তারা (মরার সময়) দো'আ করেন, হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে এই বানী পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, অতএব আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের।

১৩১৭. وَعَنْهُ قَالَ : غَابَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضٍ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِينَ، لِنِّنِ اللَّهِ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَابْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحَدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسُ : فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رِمِيَّةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمِثْلُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتَهُ بِنَانَةَ قَالَ أَنَسُ كُنَّا نَرَى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ) إِلَى آخِرِهَا - متفق عليه .

১৩১৭. হযরত আনসা (রা) বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর (রা) বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সে যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের সাথে প্রথম করেছেন। যদি কখনো আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে যাবার সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবেন আমি কি করতে পারি। অতঃপর যখন ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং দৃশ্যতঃ মুসলমানদের পরাজয় ঘটে তখন হযরত আনাস বিন নযর বলেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধে সাহায্যে কেবলমাত্র যে কাজ করেছেন আমি তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং মুশরিকরা যা করেছে তার নিন্দা করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাদ বিন মুআয এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে সাদ বিন মুআয! নযরের প্রভুর শপথ। আমি ওহুদের নিকটে জান্নাতে সুগন্ধি পাচ্ছি। হযরত সাদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে যা করেছে, আমি তার সামর্থ্য রাখিনা। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা তার দেহে আশির চেয়ে বেশি তরবারী, বর্শা এবং তীরের আঘাত দেখতে পাই এবং আমরা এও দেখতে পাই তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুশরিকরা আঘাতে আঘাতে তাঁর চেহারা বিকৃত করে ফেলেছে। এমনকি তার বোন ছাড়া অন্য কেউ তাকে চিনতে পারছিলো না। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা অনুভব করতে পারি যে, নিম্নের আয়াত তাঁর এবং তাঁর মতো লোকদের সানে নাযিল হয়েছে : ‘মুমিনদের মধ্যে কতইনা এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করে

দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন লোক রয়েছেন যারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন। আর কেউ কেউ এখানো অপেক্ষা করছেন। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।” (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি ইতিপূর্বে মুজাহাদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩১৮. وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَذَا خَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَقُطْ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَا هَذِهِ الدَّارُ قَدَارُ الشَّهْدَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩১৮. হযরত সামারা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আজ রাতে দুটি লোককে দেখছি। যারা আমার কাছে এল এবং আমাকে গাছের ওপর চড়িয়ে দিল। এরপর তারা আমায় এমন ঘরে নিয়ে গেল, যা খুবই সুন্দর এবং খুবই উৎকৃষ্ট ছিল। আমি তার চেয়ে উত্তম কোনো ঘর কখনো দেখিনি। ঐ লোক দুটি আমায় বললো : এটা শহীদের ঘর। (বুখারী)

এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। মিথ্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ে এটি পুনরায় উল্লেখিত হবে, ইনশা আল্লাহ।

১৩১৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ، أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ حَارِثَةَ، وَكَانَ قَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ ؛ فَقَالَ : يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩১৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত রাবী বিন্তে বারাআ (যিনি হারেসা বিন্ সারাকার মা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় ওহুদ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। সে যদি জান্নাতী হয়ে থাকে, তাহলে আমি সবর কবর আর যদি তা না হয়, তাহলে আমি জোরে জোরে ক্রন্দন করব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হারেসা জননী! জান্নাতে মর্যাদার অনেকগুলো স্তর রয়েছে আর তোমার পুত্র তো ফিরদৌসে আলার মতো জান্নাত লাভ করেছে। (বুখারী)

১৩২০. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ جِئْتُ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبَتْ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَفَنَّا نِي قَوْمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا - متفق عليه

১৩২০. হযরত জাবির বিন্ আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার পিতাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে আসা হলো। যার মুসলিলা (منله) করা

রিয়াদুস সালাহীন

হয়েছিল, তাকে রাসূলের সামনে রাখা হলো। আমি মুখমণ্ডলের ওপর থেকে কাপড় তুলতে চাইলাম। কিছু লোক আমায় থামিয়ে দিল। এতে রাসূলে আকরাম (স) বললেন : ফেরেশতারা বরাবর তার ওপর আপন পাখা বিস্তার করে ছায়া করে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩২১. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ - رواه مسلم .

১৩২১. হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেনই, সে তার নিজের বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করুক না কেন। (মুসলিম)

১৩২২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَكَوَلَّمَ نَصِبَهُ - رواه مسلم .

১৩২২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষা দিলে শাহাদাত কামনা করে, তাকে শাহাদাতের মর্যাদাই দান করা হয়, সে তার নিজের বিছানায়ই মৃত্যু বরণ করুকনা কেন। (মুসলিম)

১৩২৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِيٍّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِيٍّ الْقَرْصَةِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহীদ নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করেনা; তবে তোমাদের মধ্যে কেউ একটি পিপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট পায়, শহীদও ততটুকুই পেয়ে থাকে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

১৩২৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ ائْتَمَرُوا حَتَّى مَا لَبِثَ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَاوُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ : االلَّهُمَّ مَنَزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرَى السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمَهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - متفق عليه

১৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধকালে সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বাসনা পোষণ কোরনা বরং আল্লাহুর কাছে প্রশান্তি কামনা করো। অতঃপর যখন তোমরা তার সাথে মিলিত হবে, তখন ধৈর্য অবলম্বন কর। আর জেনে রাখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।

এরপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! কিতাব অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সেনাদলকে পরাজয় দানকারী, ওদেরকে পরাজয় দান করো এবং ওদের ওপর আমাদের বিজয় দান করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩২৫. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّبَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩২৫. হযরত সাহুল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুটি সময় এমন যখন দো'আ অগ্রাহ্য হয়না কিংবা খুব কমই অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো আযানের সময় এবং অপরটি হলো যুদ্ধের সময় (যখন একে অপরকে হত্যা করতে থাকে)।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৩২৬. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عِزُّدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ اَحْوَلُ، وَبِكَ اَصْوَلُ، وَبِكَ اَقَاتِلُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৩২৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্যে বেরুতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল এবং আমার সাহায্যকারী। তোমার কাছ থেকেই আমি শক্তি অর্জন করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি (শত্রুর ওপর) হামলা চালাই। তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান

১৩২৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اَنْ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩২৭. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতি থেকে ভয়ের আশংকা অনুভব করতেন, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা ওদের মুকাবিলার জন্যে তোমায় প্রতিযোগী বানাচ্ছি এবং ওদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাইছি।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৩২৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اَلْخَيْلُ مَقْعُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - متفق عليه

১৩২৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; (যুদ্ধে ব্যবহৃত) ঘোড়াগুলোর কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণের চিহ্ন একে দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩২৭. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اللَّيْلُ مَحْقَعُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ - متفق عليه

১৩২৯. হযরত উরওয়া বারেকী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (যুদ্ধে ব্যবহৃত) ঘোড়াগুলোর কপালে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে কল্যাণ চিহ্ন একে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সওয়াব ও গনীমতও রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৩০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَبَسَ قَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصَدِّقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شَبْعَهُ، وَرَبَّهُ، وَرَوْتَهُ وَبَوَّلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخارى

১৩৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তার ওয়াদাগুলোকে সাক্ষা জেনে ঘোড়া বাঁধে, কিয়ামতের দিন তার ছুটাছুটি, পানাহার, গোবর, পেশাব তার মিজানে (পাল্লায়) ওজন রূপে গণ্য হবে। (বুখারী)

১৩৩১. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ كُلِّهَا مَخْطُومَةٌ - رواه مسلم

১৩৩১. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লাগাম পরিহিত একটি উষ্ট্রীকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে এল এবং বললো, এটি আল্লাহর রাহে উৎসর্গীকৃত। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তুমি সাত শো উষ্ট্রী পাবে, যার সবগুলোই হবে মোহরাক্তিত। (মুসলিম)

১৩৩২. وَعَنْ أَبِي حَمَّادٍ وَيُقَالُ أَبُو سَعَادٍ وَيُقَالُ أَبُو آسَدٍ وَيُقَالُ أَبُو عَامِرٍ وَيُقَالُ أَبُو عَمْرِو وَيُقَالُ أَبُو الْأَسْوَدِ وَيُقَالُ أَبُو عَبْسٍ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى - رواه مسلم

১৩৩২. হযরত আবু হাম্মাদ (যাকে আবু সাআদ, আবু উসাইদ, আবু আমের, আবু আমর, আবুল আসওয়াদ, আবু আব্‌স ইত্যাদিও বলা হয়) উকবা বিন আমের জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিন্বারের ওপর বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেনঃ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলায় শক্তি সামর্থ অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করো (সূরা আনফালঃ ৬০) জেনে রাখো, শক্তির অর্থ হলো তীরন্দাজি করা। জেনে রাখো, শক্তি বলতে বুঝায় তীরন্দাজিকে, জেনে রাখো, শক্তি বলা হয় তীরন্দাজিকে। (মুসলিম)

১৩৩৩. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهَوْ بِأَسْهُمِهِ - رواه مسلم

১৩৩৩. হযরত উক্বা বিন্ আমের জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন : খুব শীঘ্রই কিছু এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে। আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। অতএব, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন তীরন্দাজি চর্চায় (অর্থাৎ সমকালীন অস্ত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে) গাফিলতি প্রদর্শন না করে। (মুসলিম)

১৩৩৪. وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدَ عَصَى - رواه مسلم

১৩৩৪. হযরত উক্বা বিন্ আমের জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজি শিখানো হয়েছে, তারপর সে তীরন্দাজি ছেড়ে দিয়েছে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা বলা যায়, সে নাফরমানী করেছে। (মুসলিম)

১৩৩৫. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلُهُ - وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا - وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا - رواه ابو داود

১৩৩৫. হযরত উক্বা বিন্ আমের (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; আল্লাহ এক তীরের সাথে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরা হলো (১) তীর নির্মাণকারী, (যে এর নির্মাণে সওয়াবের প্রত্যাশী) (২) তীর চালনাকারী এবং (৩) তীর ধারণকারী। অতএব (হে লোকেরা) তোমরা তীরন্দাজি করো, এবং যান-বাহনে চড়া শেখো। তোমরা তীরন্দাজি করো, তোমাদের সওয়ারী শেখার চেয়ে তীরন্দাজি শেখা আমার কাছে অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শেখার পর তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ছেড়ে দেয়, সে মূলত একটি নিয়ামতই ছেড়ে দিল কিংবা সে একটি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করল। (আবু দাউদ)

১৩৩৬. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ : ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاءَكُمْ كَانُوا رَامِيًا - رواه البخارى

১৩৩৬. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজি চর্চায় নিরত একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজী বললেন : হে ইসমাইল বংশধর! তীরন্দাজি চর্চা করো। এই কারণে যে, তোমাদের পিতাও তীরন্দাজ ছিলেন। (বুখারী)

রিয়াদুস সালাহীন

১৩৩৭. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩৩৭. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে তীরন্দাজি করে, সে গোলামকে মুক্তি দেয়ার সমান সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ

১৩৩৮. وَعَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৩৩৮. হযরত আবু ইয়াহুইয়া খুরাইম বিন্ ফাতেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে কিছু ব্যয় করে, তাকে এর বিনিময়ে সাত শো গুন বেশি লিখে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান

১৩৩৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا - متفق عليه

১৩৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একদিনের রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই দিনের রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে সত্তর বছরের দূরত্বের সমান জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৪০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩৪০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একদিনে রোযা রাখলো আল্লাহ তার এবং দোযখের মধ্যে একটি পরিখা বানিয়ে দেবেন, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের সমান হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

১৩৪১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَا تَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ - رواه مسلم .

১৩৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে, সে না জিহাদ করেছে আর না জিহাদ করার ধারণা মনে লালন করেছে। সে মূলত, নেফাকের খাসলত নিয়ে মারা গেছে। (মুসলিম)

১৩৬২. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجُلًا مَا سِرَّتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ : حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ - وَفِي رِوَايَةٍ : حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ .

১৩৬২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একটি যুদ্ধে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেরা চলতে সক্ষম নয় এবং তোমরা কোন উপত্যকায় রয়েছে, তাও তারা জানেনা, কিন্তু তারা তোমাদের সঙ্গেই থাকে। তাদেরকে রোগ-ব্যাধি অক্ষম করে রেখেছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদেরকে নানা অজুহাত আটকে রেখেছে। তবে তার এক রেওয়ায়েত মতে, তারা তোমাদের সওয়াবের অংশ পেয়ে থাকে। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটির শব্দাবলী মুসলিমের।

১৩৬৩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَذْكَرَ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حِمِيَةً. وَفِي رِوَايَةٍ وَيُقَاتِلُ غَضَبًا، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِنُكُونِ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه

১৩৬৩. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক বন্দু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলো এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি গণিমতের মাল লাভ করার জন্য জিহাদ করে আর এক ব্যক্তি নাম খ্যাতির জন্য জিহাদ করে, আবার কোনো কোনো ব্যক্তি মর্যাদা ও বীরত্বের জন্য যুদ্ধ করে। কেউ কেউ জাতিগত বিদ্বেষের কারণেও যুদ্ধ করে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, কেউ কেউ ত্রোধ ও বিদ্বেষের কারণেও লড়াই করে। এর মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করছে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করছে, সেই আল্লাহ রাহে যুদ্ধ করছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৬৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ غَزَايَةٍ، أَوْ سَرِيَةٍ تَغْزَوُ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَزَايَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لَهُمْ أَجُورُهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো জিহাদকারী সেনাদল কিংবা ছোট

রিয়াদুস সালাহীন

আকারের লক্ষর নেই, যারা জিহাদ করবে, গনিমতের মাল লাভ করবে এবং নিরাপদ থেকে যাবে তারা নিজেদের সওয়াব থেকে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নিয়েছে। আর যে সেনাদল কিংবা লক্ষর ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে কিংবা মুসিবতে লিপ্ত হয়েছে তারা পূর্ণ সওয়াবই লাভ করবে।

(মুসলিম)

১৩৬৫. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَذْنُلِي فِي السَّبَاحَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ سَبَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - رواه أبو داود باسنادٍ جيدٍ .

১৩৬৫. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নিবেদন করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর অনুমতি দিন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের ঘোরা-ফেরা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। আবু দাউদ অত্যন্ত মজবুত সনদসহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৩৬৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَفَلْتُ كَغَزْوَةٍ - رواه أبو داود باسنادٍ جيدٍ .

১৩৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ থেকে ফিরে আসা জিহাদে যাওয়ার সমান। আবু দাউদ মজবুত সনদ সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার অর্থ, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফিরে আসা। এর তাৎপর্য হলো, যুদ্ধ সমাপ্তির পর ফিরে আসার মধ্যেও সওয়াব নিহিত রয়েছে।

১৩৬৭. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوُدَاعِ - رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ بهذا اللفظٍ ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصَّبِيَّانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوُدَاعِ .

১৩৬৭. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তখন লোকেরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বের হলো। তাই আমিও বাচ্চাদের সাথে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে তার সঙ্গে মিলিত হলাম। আবু দাউদ এই শব্দাবলী এবং সহীহ সনদ সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী রেওয়ায়েত মতে সায়েব (রা) বলেন : ‘আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গমন করি।’

১৩৬৮. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهَّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه أبو داود باسنادٍ صحيحٍ .

১৩৪৮. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি না জিহাদ করেছে, না কাউকে (জিহাদের) সরঞ্জাম দিয়েছে, না কোনো গাযীর (যুদ্ধজয়ীর) পরিবারকে ভালোমতো দেখাশোনা করেছে, কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাকে কঠিন মুসবিতে নিষ্ক্ষেপ করবেন। (আবু দাউদ)

ইমাম আবু দাউদ নির্ভুল সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৩৪৯. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩৪৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজের জান, মাল ও ভাষা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো।

ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৫০. وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَيُقَالُ أَبُو حَكِيمٍ الثَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ آخَرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهْبِ الرِّيحُ، وَ يَنْزِلُ النَّصْرُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩৫০. হযরত আবু আমর (রা) (যিনি আবু হাকীম নুমান বিন্ মুকাররিন নামেও পরিচিত) বর্ণনা করেন, একদা আমি (জিহাদে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। (আমি লক্ষ্য করলাম) তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্যের হেলে পড়া পর্যন্ত তাকে বিলম্বিত করতেন। অর্থাৎ যখন বাতাস প্রবাহিত হতো এবং সাহায্য অবতীর্ণ হতে থাকত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩৫১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا - متفق عليه .

১৩৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার আকাংক্ষা পোষণ করো না। কিন্তু যখন মুকাবিলা হয়েই যায় তখন সবর অবলম্বন কোর। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৫২. وَعَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ - متفق عليه

১৩৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যুদ্ধের সময় ধোকা ও প্রতারণা বৈধ।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত পঁয়ত্রিশ

আখিরাতের কল্যাণের দৃষ্টিতে শহীদানের মর্যাদা

১৩৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْدَاءُ خَمْسَةُ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - متفق عليه

১৩৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহীদ পাঁচ প্রকারের (১) আকস্মিক দুর্ঘোণে মৃত্যু বরণকারী (২) পেটের রোগে (কলেরা ইত্যাদিতে) মৃত্যু বরণকারী (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী (৪) দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী (৫) এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৫৪. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الشَّهْدَاءَ فِيكُمْ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ : إِنَّ شَهِدَاءَ أُمَّتِي إِذَا قَلِيلٌ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ - رواه مسلم

১৩৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কোন লোকদেরকে শহীদ রূপে গণ্য করো ? সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে সে শহীদ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এদিক থেকে বিবেচনা করলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুব কম হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আর কারা শহীদ হিসেবে গণ্য ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। যে আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, সে শহীদ। যে দুর্ঘোণে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। যে কলেরায় (পেটের রোগে) মারা গেছে সে শহীদ। যে পানিতে ডুবে মারা গেছে, সেও শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৫৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - متفق عليه .

১৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নিজের ধন-মালের কারণে নিহত হয়েছে, সে শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৫৬. وَعَنْ أَبِي الْأَعْوَرِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، أَحَدِ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - رواه ابو داود والترمذی
وقال حديث حسن صحيح .

১৩৫৬. হযরত আবুল আওয়াল সাঈদ ইবনে য়ায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল (আশারাহ্ মুবাশশিরাহ্ অর্থাৎ পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার ধনমালের হেফাজতের কারণে নিহত হয়েছে— সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের হেফাজতের কারণে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ। যে ব্যক্তি স্বীয় ধ্বিনের হেফাজতকালে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ আর যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী-সন্তানদের হেফাজতকালে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يَرِيدُ اخْتِذَا مَالِي؟ قَالَ فَلَا تُعْطِيهِ مَا لَكَ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ : قَاتِلْهُ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُهُ؟ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ - رواه مسلم

১৩৫৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি কোনো ব্যক্তি আমার কাছ থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করণীয়? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে তোমরা ধন-মাল দিওনা। লোকটি আবার নিবেদন করলো, আচ্ছা বলুন, সে যদি আমার সাথে লড়াই করতে চায়, তাহলে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমিও তার সঙ্গে লড়াই করবে। লোকটি আবার নিবেদন করলো, আপনি বলুন, সে যদি আমায় হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন : তুমি শহীদ হয়ে যাবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি বললেন : তাহলে সে দোষী হবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছত্রিশ

গোলাম-বান্দীকে মুক্তিদানের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ؟ فَكَ رَقَبَةً -

মহান আল্লাহ বলেন : কিন্তু সে দুর্গম, বন্ধুর ঘাটি পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো, সেই দুর্গম ঘাটি পথ কি? কোনো গলদেশকে দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা।

(সূরা বালাদ : ১১-১৩)

১৩৫৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عِضْوٍ مِنْهُ عِضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ - متفق عليه

১৩৫৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম গলদেশ (অর্থাৎ গোলাম কিংবা বাঁদীকে) মুক্তি দান করে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তাঁর (মুক্তিদানকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করবে।

১৩৫৯. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَ أَكْثَرُهَا ثَمَنًا - متفق عليه .

১৩৫৯. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ধরনের আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর প্রতি জিহাদ করা। আবু যার (রা) বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের গলদেশকে মুক্ত করা বেশি ফযীলতময়? তিনি বললেন, যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশি প্রিয় এবং যার মূল্যও বেশি। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাইত্রিশ

গোলাম বাঁদীর সাথে সদাচরণের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন, আর (তোমরা) আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করোনা এবং মা-বাপ ও ঘনিষ্ঠজন, ইয়াতিম, মুখাপেক্ষী আত্মীয়-স্বজন, অপরিচিত প্রতিবেশি, পার্শ্ববর্তী বন্ধুজন (কাছাকাছি উপবেশনকারী) মুসাফির এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন লোকদের সাথে সদাচরণ করো। (সূরা নিসা : ৩৬)

১৩৬০. وَعَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ وَعَلَيْهِ حَلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَبَّرَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَمَرُوا فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَعْجَلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ - متفق عليه

১৩৬০. হযরত মারুর ইবনে সুয়াইদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু যার (রা)-কে দেখলাম, তিনি এক জোড়া দামী চাদর পরে আছেন এবং তার গোলামেরও একই পোশাক দেখা গেল।

আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ? তিনি বললেন, নবুয়্যাতের যুগে সে এক ব্যক্তিকে কটু কথা বলে এবং তাকে তার মায়ের ব্যাপারেও আপত্তিকর মন্তব্য করেন। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার (রা)-কে বললেন : তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়াত রয়েছে। এই লোকগুলো তোমাদের ভাই এবং তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাই রয়েছে, সে নিজে যা খাবে, তার ভাইকেও তা-ই খাওয়াবে, এবং সে নিজে যে রকম পোশাক পরবে, তার ভাইকেও সে রকমই পরাবে। তাকে এতখানি কষ্ট দেবেনা, যা তাকে দুর্বল ও অক্ষম করে ফেলবে। তোমরা যদি তাকে সে রকমের কষ্ট দাও, তাহলে তা থেকে উত্তরণের মতো সাহায্যও কর।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৩৬১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَنَالُوهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ عِلَاجَهُ - رواه البخارى . الْأَكْلَةُ بِضَمِّ الِهْمَزَةِ هِيَ اللَّقْمَةُ .

১৩৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমাদের মধ্যে কারো কাছে তার খাদেম হয়ত খাবার নিয়ে এল। তুমি যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না পারো তাহলে অন্তত এক কিংবা দুই লুকমা তাকে দিও; কেননা সে এর জন্যেই কষ্ট স্বীকার করেছে।

(বুখারী)

হাদীসে বর্ণিত 'আল-উক্লাতু' শব্দটির অর্থ হলো 'লুকমা'।

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটত্রিশ

যে গোলাম আল্লাহ ও স্বীয় মনিবের হক আদায় করে

১৩৬২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنْ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ - متفق عليه .

১৩৬২. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোলাম যখন তার মনিবের জন্যে শুভাকাংক্ষা পোষণ করবে, এবং উত্তম রূপে আল্লাহর বন্দেগী করবে, তখন সে দ্বিগুন সওয়াব পাবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৩৬৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحُجَّ وَبِرَّ أُمِّي، لَأَخْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ - متفق عليه

১৩৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (ভুল-ত্রুটি) সংশোধনকারী গোলাম দ্বিগুন সওয়াব পাবে। যে মহান সত্তার হাতে আবু হুরাইরা (রা)-এর জীবন তাঁর শপথ! যদি আল্লাহর রাহে জিহাদ করা, হজ্জ

করা এবং স্বীয় জননীর আনুগত্য করতে না হতো, তাহলে গোলামীর অবস্থায় মৃতুবরণকে আমি পছন্দ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৬৪. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَمْلُوكِ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ، وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ - رواه البخارى .

১৩৬৪. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে গোলাম উত্তম রূপে আল্লাহর বন্দেগী করে, স্বীয় মনিবের অধিকারসমূহ আদায় করে, এবং তার কল্যাণ কামনা ও নির্দেশসমূহ পালন করে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (বুখারী)

১৩৬৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّنْ بِنَبِيِّهِ وَأَمَّنْ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّيَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيَتَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ - متفق عليه

১৩৬৫. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকেরা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে; প্রথম শ্রেণী হলো তারা যারা আহলে কিতাবভুক্ত; তারা আপন নবীর প্রতি ঈমান পোষণের সাথে সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান এনেছে, সেই গোলাম যে আল্লাহ এবং আপন মনিবের হক আদায় করে। সেই মনিব যে তার অধিকারভুক্ত বাদীকে উত্তম শিষ্টাচার শেখায়, অতঃপর তাকে মুক্তিদান করে নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে; এরা সবাই দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত উনচল্লিশ

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনার সময় বন্দেগীর ফযীলত

১৩৬৬. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَى - رواه مسلم

১৩৬৬. হযরত মাঈকিল ইবনে ইয়াসার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফিতনার সময় বন্দেগী করার সওয়াব আমার দিকে হিজরত করার সমতুল্য। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চল্লিশ

কেনা-বেচা ও লেন-দেনে নম্র ব্যবহার, দাবি আদায়ে উত্তম ব্যবহার, মাপ-জোকে বেশি দেয়ার ফযীলত ও কম দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যে ভাল কাজই তোমরা করোনা কেন আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।
(সূরা বাকারা : ২১৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا بِالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَانَهُمْ -

তিনি আরো বলেন : হে জাতির লোকেরা! ওযন ও মাপে পূর্ণতা বিধান করো এবং লোকদেরকে প্রাপ্য জিনিস কম দিয়োনা।
(সূরা ছুদ : ৮৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ؟ يَوْمَ يُنْفَخُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؟

তিনি আরো বলেন; মাপ-জোকে ফাঁকি দানকারীদের পরিণাম খুবই খারাপ। যারা লোকদের থেকে মেপে নেয়ার সময় বেশি নেয় আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়, এই লোকেরা কি জানেনা যে, এক কঠিন দিনে এদের (কবর থেকে) উত্তোলন করা হবে, যে দিন সব লোক মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে।
(সূরা তাওফীক : ১)

১৩৬৭ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَضَّاهُ فَاعْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً - متفق عليه .

১৩৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হলো। রাসূলের কাছে কিছু দাবি করছিল। এমন কি, এক পর্যায়ে সে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশ শক্ত কথা বললো। সে রাসূলের সাহাবীগণ তাকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তখন রাসূলে আকরাম আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওকে ছেড়ে দাও। এ কারণে যে, হকদার ব্যক্তির কথা বলার হক (অধিকার) রয়েছে। এরপর তিনি বললেন : লোকটিকে তার উটের সমবয়সী উট দিয়ে দাও। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল। আমরা তার উটের বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের তার চেয়ে এবং ভালো উট পাচ্ছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সেটাই দিয়ে দাও। জোনে রাখো, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে দায় শোধে উত্তম।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৩৬৮ . وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى - رواه البخارى .

১৩৬৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণের দাবির সময়ে নম্রতা প্রদর্শন করে।
(বুখারী)

১৩৬৭. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ - رواه مسلم .

১৩৬৯. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের কঠোরতা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক, সে যেন আর্থিক সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের কঠোরতা থেকে রেহাই দেয় কিংবা ঋণের দায় থেকেই মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

১৩৭০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ - متفق عليه

১৩৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, তুমি যখন কোনো অভাবী লোকের কাছে ঋণ আদায় করতে যাবে তাকে ক্ষমা কবে দেবে; সম্ভবত আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব, মৃত্যুর পর সে যখন আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৭১. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُوسِبُ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يَوْجِدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ - رواه مسلم

১৩৭১. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; তোমাদের পূর্বকার লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর জিজ্ঞেসাবাদ করা হলো : তার আমলনামায় এছাড়া কোনো পুনশীলতা ছিলনা যে, সে লোকদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রক্ষা করত এবং লোকদের প্রতি শুভাকাংক্ষা পোষণ করত। সে তার কর্মচারীদের বলে রেখেছিল যে, তারা যেন আর্থিক সংকটগ্রস্ত লোকদের ঋণ মাফ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমরা তার সঙ্গে এই রূপ ব্যবহার করার বেশি হকদার। (অতঃপর তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন) তাকে ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

১৩৭২. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ قَالَ: أَتَى اللَّهَ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَنَّهُ اللَّهُ مَا لَا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا - قَالَ: يَا رَبِّ أَتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ وَكَانَ مِن خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَبَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْآنَصَارِيُّ رَضِيَ هَكَذَا سَمِعْتَاهُ مِن فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رواه مسلم .

১৩৭২. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন : আল্লাহর কাছে তার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাহকে উপস্থিত করা হলো। যাকে আল্লাহ (প্রচুর) ধন-মাল দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি দুনিয়ায় কি অমল করেছিলে ? (হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন : মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো, লোকেরা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথাই গোপন করবেনা।) তখন লোকেরা বলবে : হে আমাদের প্রভু! তুমি আমায় ধন-মাল দিয়েছ; আমি লোকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছি। লোকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ছিল আমার অভ্যাস। আমি মালদার লোকদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেছি এবং দরিদ্র লোকদের প্রতি টিল দিয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি আমার বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশি হকদার। (ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। হযরত উকবা বিনু আমের ও হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা এ হাদীসটি এভাবেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান থেকে শুনেছি। (মুসলিম)

১৩৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح.

১৩৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আর্থিক সংকটগ্রস্তকে (আর্থিক দায়শোধ) অবকাশ দেবে কিংবা তাকে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩৭৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا فَوَزَنَ لَهُ فَارْجَحَ - متفق عليه

১৩৭৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেন এবং তিনি এর মূল্য ওজন করে পরিশোধ করেন এবং বেশি পরিমাণে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৭৫. وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَا مِنَّا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزُنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَانِ زِنْ وَارْجَحْ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩৭৫. হযরত আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাখরামা আল-আবদী (বিক্রীর জন্যে) হাজারা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। এমতাবস্থায় (কাপড় ক্রয়ের জন্যে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। এবং একটি সালোয়ারের দাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার কাছে ওজন করার জন্যে একটি লোক ছিল। সে মজুরীর বিনিময়ে দ্রব্য-সামগ্রী ওজন করত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন : ওজন করো এবং বেশি দাও।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অধ্যায় : ১২

كِتَابُ الْعِلْمِ

জ্ঞান

অনুচ্ছেদ : দুইশত একচল্লিশ
জ্ঞানের মর্যাদা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

মহান আল্লাহ বলেন : বলো, হে আমার প্রভু! আমায় আরো বেশি জ্ঞান দান করো।

(সূরা ত্বা-হা : ১১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

তিনি আরো বলেন : বলো, যে ব্যক্তি জ্ঞানবান আর যে জ্ঞানবান নয়, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে ?

(সূরা জুমার : ৯)

وَقَالَ تَعَالَى : يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -

তিনি আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

(সূরা মজাদালাহ)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

তিনি আরো বলেন : আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তো সে-ই ভয় করে, যে জ্ঞানের অধিকারী।

(সূরা ফাতের : ২৮)

১৩৭৬. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ -
متفق عليه .

১৩৭৬. হযরত মুআবিয়া (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে ধীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝ-বুঝ দান করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৩৭৭. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْسَدُ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا قِسْطَ عَلَيْهِ هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا . متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله .

১৩৭৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে ঈর্ষা করা সঙ্গত নয় : তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে (প্রচুর) ধন-মাল দান করেছেন এবং তাকে সেই মাল ব্যয় করার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ সেই মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করার মন-মানসিকতাও

দান করেছেন)। আর দ্বিতীয় হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দ্বীন সংক্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন, যেন সে সেই মুতাবেক ফয়সালা করে এবং (লোকদের) শিক্ষা দান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'হাসাদ' অর্থাৎ 'ঈর্ষা' শব্দটির তাৎপর্য হলো প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করা।

১৩৭৮. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَ أَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ - متفق عليه

১৩৭৮. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে হেদায়েত (নির্দেশনা) ও জ্ঞানের সাথে আল্লাহ আমায় প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির মতো, যা জমিনের ওপর বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর জমিনের উত্তম অংশ তাকে গ্রহণ করেছে, প্রচুর ঘাস ও চারার উৎপাদন করেছে। আর কোনো কোনো অংশ নীচু বলে তা বৃষ্টির পানি ধরে রেখেছে। সুতরাং আল্লাহ এর থেকে লোকদের কল্যাণ দান করেছেন। তারা তা থেকে নিজেরা পান করেছে, জীব-জন্তুকে পান করিয়েছে এবং কৃষিকাজ সম্পাদন করেছে। আর কোনো কোনো অংশে বৃষ্টি হলেও মূলত তা পাথুরে মাঠ; যেখানে না বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হয় আর না ঘাস-ফসল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। বস্তুত এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝ-বুঝ রাখে আর যে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ আল্লাহ আমায় পাঠিয়েছেন, তা থেকে সে উপকৃত হয়; অর্থাৎ সে বিষয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং অন্যকে শিক্ষাদান করেছে। এর বিপরীত হলো সেই ব্যক্তি, যে এর দিকে মাথা সমুন্নত করেনা, অর্থাৎ মনোযোগ প্রদান করেনা এবং আল্লাহ যে হেদায়েতসহ আমায় প্রেরণ করেছেন, তাকে কবুল করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৭৯. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - متفق عليه

১৩৭৯. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে বলেন, আল্লাহর কসম! একথা অবশ্যই প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক যদি তোমার দ্বারা এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন, তাহলে তা তোমার পক্ষে লাল উট (অর্থাৎ খুব মূল্যবান উট) পাওয়ার চেয়েও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৮০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رواه البخارى .

হাদীসে উল্লেখিত وَمَا لَا কথাটির অর্থ হলো : আল্লাহর আনুগত্য ।

১৩৮৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৩৮৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে বের হলো, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে । (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ।

১৩৮৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ يَكُونُ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن

১৩৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন অর্জনে (দ্বীনের ইলম) কখনো পরিতৃপ্ত হয়না (অর্থাৎ তার জ্ঞানের চাহিদা মেটেনা) । অবশেষে এর সমাপ্তি ঘটে জান্নাতে । (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ।

১৩৮৭. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَضْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৩৮৭. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনি, যেমন কোনো সাধারণ মুসলমানের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য । এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাবর্গ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তের পিপিলিকার দল এবং পানির মৎসকুল সেই লোকদের জন্যে দো'আ করে, যারা লোকদেরকে ইল্ম শেখায় । (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ।

১৩৮৮. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ

الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ - رواه ابو داود والترمذی .

১৩৮৮. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্মের সন্ধানে কোনো রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ জান্নাতের দিকে তার রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষনকারীদের সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে এমনকি পানির মৎসকুল পর্যন্ত আলেমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তগফার) করে। ইবাদতকারীর ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই রূপ, যেমন সকল তারকার ওপর চতুর্দশী চাঁদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে, আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা শুধু জ্ঞানের (ইল্মের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, সে তার পুরো অর্জনই গ্রহণ করে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

১৩৮৯ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْئَانَا قَبْلَهُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبٌ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৩৮৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারাকে তরতাজা রাখেন, যে আমা থেকে কোন হাদীস শুনেছে এবং তাকে (অন্যের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছে, ঠিক যেভাবে সে শুনেছে। অতএব এমন বহুলোক রয়েছে যাদেরকে হাদীস পৌছানো হয়েছে। তারা শ্রবণকারীদের চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।

(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৩৯০ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سُنِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن .

১৩৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; কোনো ব্যক্তিকে দ্বীনী ইল্ম (ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি তা গোপন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৩৯১ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُنْتَفَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِبُصِيبٍ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৩৯১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, অথচ সে কেবল দুনিয়ার সামগ্রী অর্জনের জন্যে ব্যাবহার করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৩৯২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَفَسَلُوا فَافْتَرَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَاضَلُّوا - متفق عليه

১৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ইলমের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কারো জ্ঞান কবয় করবেন না। তবে আলেমদের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইলমকে কবয় করবেন। এমন কি, কোনো আলেমকেই অবশিষ্ট রাখা হবেনা। তখন লোকেরা নিজেদের জাহিল (মূর্খ) সর্দারগণকে আপন করে নেবে। তাদের কাছে নানা বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হবে। তারা যথার্থ জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে বসবে। ফলে তারা গুমরাহ হয়ে যাবে এবং লোকদেরকেও গুমরাহ করে ছাড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ১৩

كِتَابُ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَشُكْرِهِ

(আল্লাহর প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা)

অনুবাদ : দুইশত বিয়াল্লিশ

হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও শোকর (কৃতজ্ঞতা)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْنِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ -

মহান আল্লাহ বলেন : অতএব তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।
আর আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে এবং (কখনো) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা।

(সূরা বাকারা : ১৫২)

وَقَالَ تَعَالَى : لِنِّ شُكْرُكُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ -

তিনি আরো বলেন : তোমরা যদি শোকর আদায় করো, তাহলে আমি তোমাদের অনেক
বেশি দান করবো।

(সূরা ইবরাহীম : ৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ -

তিনি আরো বলেন : বলো যে, সব প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে।

(সূরা ইসরাঈল : ১১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

তিনি আরো বলেন : আর তাদের সর্বশেষ কথা এই (হবে) যে, সব প্রশংসাই আল্লাহ
রাব্বুল আলামীনের জন্যে (এবং তারই প্রতি সব কৃতজ্ঞতা)।

(সূরা ইউনুস : ১০)

১৩৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُنِيَ لَيْلَةً أُسْرَى بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَ لَبَنٍ فَنَظَرَ
إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ : فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ
غَوَتْ أُمَّتُكَ - رواه مسلم

১৩৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, যে রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ সংঘটিত হয় তাঁর কাছে শরাব ও দুধের দুটি পেয়ালা নিয়ে
আসা হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে দুধের পেয়ালাটি হাতে
তুলে নিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন : আলহামদুলিল্লাহ; আল্লাহ পাক আপনার
ফিতরাতে দিকে পথনির্দেশ করেছেন। আপনি যদি শরাবের পেয়ালাটি তুলে নিতেন, তাহলে
আপনার উম্মত গুমরাহ হয়ে যেত।

(মুসলিম)

১৩৭১. وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ أَمْرِئِيْ بِأَلٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ -

বুখারী - رواه ابو داود وغيره .

১৩৯৪. হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে মর্যাদাপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসাসহ শুরু করা হয় না, তা ব্যর্থ হয়ে যায়।
হাদীসটি হাসান। (আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন)।

১৩৯৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ - فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৩৯৫. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায়, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার ছেলের রুহ কবয করেছো ? তারা জবাব দেয়, জি হাঁ, আল্লাহ বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ ? তারা জবাব দেয়; জি হাঁ, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তো আমার বান্দা কী বলেছে ? তারা জবাব দেয়, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাহাই রাজেউন পড়েছে। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর) রাখো।
(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৩৯৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَضْرِبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم .

১৩৯৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন, যে এক লুক্কা খাবার খায়, তার ওপর আল্লাহর প্রশংসা করে, এক ঢোক পানি গলধকরণ করে তো তার ওপরও আল হামদুলিল্লাহ বলে।
(মুসলিম)

অধ্যায় : ১৪

كِتَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেতাল্লিশ

রাসূলে আকরাম (স)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ এবং তার কল্যাণকামিতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন;
(অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো।

(সূরা আহযাব : ৫৬)

১৩৭৭ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا - رواه مسلم

১৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম)

১৩৭৮ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَوَّلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৩৯৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই লোকেরা যারা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ প্রেরণ করবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান

১৩৭৯ . وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ آيَاكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعَرَّضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ قَالَ يَقُولُ : بَلَيْتَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - رواه ابو داود باسنادٍ صحيح .

১৩৯৯. হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবার, অর্থাৎ জুম'আর দিন। ঐ দিন আমার প্রতি বিপুল পরিমাণে দরুদ প্রেরণ করো। এই কারণে যে, তোমাদের দরুদ আমার প্রতি পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দরুদ আপনার প্রতি কিভাবে পেশ করা হবে? যখন আপনি জমিনের মাটির সাথে মিশে যাবেন? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর জমিনের ওপর পয়গম্বরদের দেহকে হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ জমি তাদের দেহকে জীর্ণ করে ফেলবে না)।
(আবু দাউদ) হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

১৪০০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪০০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই ব্যক্তির নাক ধূলি ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করেনি।
(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

১৪০১. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِىَ عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَوَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪০১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার কবরকে মেলায় পরিণত কোরনা; বরং আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করতে থাকো। কেননা, তোমাদের প্রেরিত দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়; তা তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন।

ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৪০২. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪০২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে না। তবে আল্লাহ আমার ওপর আমার রুহকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমন কি আমি তার সালামের জবাব দিয়ে দেই।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৪০৩. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪০৩. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; সেই লোকটি (বড়োই) কূপন, যার সামনে আমার কথা স্মরণ করা হয় এবং সে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৪০৪. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ رَضٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَالْتِنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهَا شَاءَ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪০৪. হযরত ফাদালা ইবনে উবায়দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি থেকে শুনতে পেলেন যে, সে তার নামাযের ভেতর দো‘আ করছে অথচ সে না আল্লাহর প্রশংসা করেছে আর না রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছে। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করেছে। এরপর তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন : (কিংবা রাবীর সন্দেহ; সে ছাড়া অন্য কাউকে বলেছেন) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়বে, সে যেন আপন রব্ব-এর প্রশংসা দিয়ে তার সূচনা করে, অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করে। এরপর সে যেকোন ইচ্ছা দো‘আ করতে পারে।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

১৪০৫. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَوَلُّوا اللَّهَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ - متفق عليه .

১৪০৫. হযরত আবু মুহাম্মদ কাব বিন উজরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানি, আপনার প্রতি কিভাবে সালাম প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ প্রেরণ করবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা ‘আল্লাহুমা সাল্লে ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলাআলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা ‘আলা আলে ইবরাহীম ওয়া বারেক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ’ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো। যেভাবে তুমি দরুদ

প্রেরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের প্রতি; নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসাকারী ও বয়ুর্গীয় অধিকারী। হে আল্লাহ! বরকত অবতরণ করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে তুমি বরকত অবতরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের ওপর; নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও বুয়ুর্গীর অধিকারী।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৬০৬. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ ابْنِ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ - رواه مسلم .

১৪০৬. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা তখন হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত বশীর ইবনে সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবো? এরপর রাসূলে আকরাম (স) নীরব হয়ে গেলেন। এমন কি, আমরা আকাংক্ষা করলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি কোন প্রশ্ন না করা হতো? অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তোমরা বলো, আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি দরুদ প্রেরণ করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, যেভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ওপর আর তুমি বরকত দান করো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গকে। যেমন তুমি বরকত দান করেছো হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও বুয়ুর্গীর অধিকারী। আর সালাম প্রেরণের তরীকা ঠিক তাই, যে রূপ তোমরা অবহিত।
(মুসলিম)

১৬০৭. وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْوَءَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ - متفق عليه .

১৪০৭. হযরত আবু হুমাঈদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, একদা সাহাবাগণ নিবেদন

করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ পাঠাবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ (তোমরা এ কথাগুলো উচ্চারণ করো) আল্লাহ্মা সাল্লে ‘আলা মুহাম্মাদ ওয়া ‘আলা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়াতিহী কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া ‘আলা আলে ইব্রাহীম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া ‘আলা আযওয়াজিহী ও যুররিয়াতিহী কামা বারাকতা ‘আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুন মাজীদ” (হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীমের ওপর। তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের ওপর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত)।

(বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ১৫

كِتَابُ الْأَذْكَارِ (আল্লাহর যিকিরের বর্ণনা)

অনুবাদ : দুইশত ছয়তাল্লিশ

আল্লাহর যিকিরের বর্ণনা, যিকির করার ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহিত করার গুরুত্ব

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبْرُ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর আল্লাহর যিকির খুবই ভালো কাজ। (সূরা আনকাবুত : ২৫)

وَقَالَ تَعَالَى : فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -

তিনি আরো বলেন : সুতরাং তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো। (সূরা বাকারা : ১৫২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ -

তিনি আরো বলেন : আর আপন প্রভুকে নিজের হৃদয়ে বিনয়, ভীতি ও নিম্নস্বরে স্মরণ করতে থাকে। আর (তোমরা) গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(সূরা আলে আল-আরাফ : ২০৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

তিনি আরো বলেন : আর আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো, যাতে করে তোমরা নাজাত লাভ করতে পারো। (সূরা আল-জুমুআ : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَذِكْرَيْنَ اللَّهُ كَثِيرًا) وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) -

তিনি আরো বলেন : আর যারা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয় অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী আল্লাহকে বিপুল পরিমাণে স্মরণকারী এবং বিপুল পরিমাণে স্মরণকারী নারী : এতে সন্দেহ নেই যে, এদের জন্য আল্লাহ মার্জনা এবং বিরাট প্রতিফল প্রস্তুত করে রেখেছে। (সূরা আহযাব : ৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

তিনি আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ, তোমরা বিপুল পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা আহযাব : ৪১ ও ৪২)

এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত বিপুল পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

১৪০৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - متفق عليه .

১৪০৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুটি কথা মুখে খুব হালকাভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু পাল্লাতে (ওজনে) শব্দ দুটি বেশ ভারী এবং আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় — “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজিম”। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪০৯. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ - رواه مسلم

১৪০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুবহানাল্লাহ, ওয়ালা হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালাহু আকবর' বলা আমার দৃষ্টিতে সেই সব জিনিসের থেকে উত্তম যে সবের ওপর সূর্য উদ্ভিত হয়। (অর্থাৎ তামাম দুনিয়া থেকে উত্তম)। (মুসলিম)

১৪১০. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدَلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَ مُحِبَّتٌ عَنْهُ مِائَةُ سَنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَقَالَ : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ - متفق عليه

১৪১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি একদিনে একশবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া লহুয়া আলা কুল্লি শায়িয়িন্ কাদীর” (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী) পড়বে, সে দশটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সওয়াব পাবে এবং তার আমলনামায় একশ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তা থেকে একশ গুনাহ নিঃচিহ্ন করা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং কোনো ব্যক্তিই তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসবে না। অথচ সেই ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি নেক আমল করেছে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি একদিনে একশবার “সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি” পড়লো তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও সে সমুদ্র পরিমাণ গুনাহও করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪১১. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ - متفق عليه .

১৪১১. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর পড়লো, সে এরূপ অবস্থায় পড়লো যেন সে হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধর থেকে চারটি গোলাম মুক্ত করে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٢ . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - رواه مسلم

১৪১২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমায় এমন যিকিরের কথা বলবেনা, যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় ? (মনে রেখ) আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে বেশি প্রিয় হলো : ‘সুবহানাল্লাহে ও বিহামদিহী’ শব্দাবলী। (মুসলিম)

١٤١٣ . وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنَّ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - رواه مسلم .

১৪১৩. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর ‘আল্হামদুলিল্লাহ’ শব্দাবলী পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। আর ‘সুবহানাল্লাহ আল্হামদুলিল্লাহ’ ইত্যাকার শব্দাবলী জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। (মুসলিম)

١٤١٤ . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : عَلَّمْنِي كَلَامًا أَقْوَمُهُ - قَالَ : قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ : فَهُوَ لَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي - رواه مسلم

১৪১৪. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করলো, আপনি আমায় এমন কথা শিখিয়ে দিন, যা আমি পড়তে থাকবো। নবীজী বললেন : তুমি (নিম্নের কথাগুলো) পড়তে থাকো; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু আল্লাহ আকবার কাবীরান ওয়া ল্ হামদুলিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম, লোকটি নিবেদন করলো, এই শব্দাবলী তো আমার প্রভুর জন্যে; তাহলের আমার জন্যে কোন শব্দাবলী উপযোগী ? তিনি

রিয়াদুস সালেহীন

বললেন : তুমি পড়ো “আল্লাহুমাগ্ ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্কুনী” অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথনির্দেশ দাও, আর আমায় রিযিক দান করো।
(মুসলিম)

১৬১৫. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرُ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ أَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيثِ كَيْفَ اسْتَغْفَرُ؟ قَالَ تَقُولُ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ - رواه مسلم

১৪১৫. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যখন তিনি নামাযে সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন, তারপর “আল্লাহুমা আনতাস সালামু ওয়া মিন্কাস সালামু তাবারাক্তা ইয়া যাল্ জালালে ওয়ায় ইক্ৰাম” কথাগুলো পড়তেন। ইমাম আওয়াযীকে (এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করা হলো : ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কেমন ছিল ? তিনি জবাব দিলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তাগ্ফিরুল্লাহ, আস্তাগ্ফিরুল্লাহ বলতেন।
(মুসলিম)

১৬১৬. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - متفق عليه

১৪১৬. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সমাপ্ত করতেন, তখন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লা হল্ মুল্কু ওয়ালাহল্ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়িন্ ক্বাদীর; আল্লাহুমা লা মানিয়া লিমা আত্বাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্কালা জাদ্দু এই কথাগুলো বলতেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, তিনি সবসত্তার ওপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ! কেউ রোধ করতে পারেনা, যখন তুমি (কাউকে কিছু) দিতে চাও; আর কেউ দিতে পারেনা যখন তুমি রোধ করতে চাও। আর ধনবানের ধনমাল তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোনো কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৬১৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِينَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْلِلُ بِهِمْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ - رواه مسلم .

১৪১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন; “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহ্‌ লা শারীকা লাহ্‌ লাহল্‌ মুলকু ওয়া লাহল্‌ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়িন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহ্‌ লাহন নিমাতু ওয়া লাহল্‌ ফাদলু ওয়া লাহল্‌ আসমাউল হুসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহদুদীন ওয়ালাও কারিহাল কাকিরুন” অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই, তিনি এক ও একক, তার কোনো শরীক নেই; বাদশাহী কেবল তারই, তাঁরই জন্যে সব তারিফ ও প্রশংসা। তিনি সব বস্তুনিচয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া আর কারো মন্দ কাজ থেকে বাঁচানো এবং নেক কাজে শক্তি যোগানোর ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী আমরা করিনা; তাঁরই জন্যে তাবৎ নিয়ামত ও অনুগ্রহ এবং তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ আর কোনো প্রভুত্বের দাবিদার নেই। আমরা তাঁরই জন্যে ধীনকে জীবন যাপন পদ্ধতি হিসেবে খালেস করে নিয়েছি; সেজন্যে কাফেরগণ যতোই অসুস্তি হোকনা কেন। ইবনে যুবাইর বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন। (মুসলিম)

١٤١٨ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْذَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الثَّمِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيَجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ : أَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا تَذَرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ الرَّاَوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِمْ قَالَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ - متفق عليه . وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رَوَاتِهِ فَرَجَعَ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا أَسْمِعْ إِخْرَانَنَا أَهْلَ الْأَمْرَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - الدُّثُورُ جَمْعُ دُثْرٍ يَفْتَحُ الدَّالِ وَأَسْكَانِ الشَّاءِ الْمَثْلَةُ وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ .

১৪১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) ফকীর মুহাজিরগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। তারা নিবেদন করল, ধনবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতগুলোর অধিকারী হয়েছে। তারা আমাদের মতোই নামায পড়ে, এবং আমাদের মতোই রোযা রাখে কিন্তু তাদের নিকট ধনমাল বেশি; এবং এ কারণে তারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ, সাদকা, খয়রাত ইত্যাকার কাজ করতে পারছে (কিন্তু আমরা এসব করতে পারছি না)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবোনা, যার

কারণে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে এবং তোমাদের পশ্চাত্তর লোকদের চেয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে? তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বেশি মর্যাদার অধিকার হতে পারেনা, তবে যে ব্যক্তি তোমাদের মতো আমল করবে, কেবল তার পক্ষেই এটা সম্ভব হবে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন : আশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ (৩৩) বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ (৩৩) বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ (৩৪) বার আল্লাহু আকবার পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম তার রেওয়ায়েতে এই বাড়তি কথাটুকু যোগ করেছে : এরপর ফকীর মুহাজিরগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন : আমাদের ধনবান ভাইয়েরা তো এই কথাগুলো শুনে ফেলেছে এবং তারাও আমাদের মতো কথাগুলো পড়তে শুরু করেছে। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (যালিকা ফায়লুল্লাহি ইয়ুতিহী মাইয়াশাউ) এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান দান করেন।

১৪১৭. وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رواه مسلم .

১৪১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল-হামদু লিল্লাহ, এবং তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলে এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর বলে একশো গণনাকে পূর্ণ করে দিল, তার গুনাহর পরিমাণ সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান উচু হলেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

১৪২০. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَاتِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَارْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً - رواه مسلم .

১৪২০. হযরত কা'ব বিনু উজরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (প্রত্যেক) নামাযের পর যদি কয়েকটি বাক্য পাঠ করা হয়, তাহলে তার পাঠকারী কখনো ব্যর্থ হতে পারেনা। তাহলো : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ,' তেত্রিশ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলা। (মুসলিম)

১৪২১. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَاةِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ وَالْبَخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْضِ الْعُمْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - رواه البخاری .

১৪২১. হযরত সা'দ বিন্ আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমূহের পর এই বাক্যগুলো সমেত আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্কা ইলা আরযালিল উমুর ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল কাবরে।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কম বুদ্ধি ও কার্পন্যের ব্যাপারে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে নিকষ্ট বয়স অর্থাৎ বাধ্যক্যে উপনীত হওয়া থেকে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে দুনিয়ার ফিতনা থেকে পানাহ চাইছি। এবং তোমার কাছে কবরের ফিতনা থেকে পানাহ চাইছি। (বুখারী)

১৪২২. وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ اِنِّیْ لَا حُجَّكَ فَقَالَ اَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِیْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - رواه ابو داود باسنادٍ صحیح .

১৪২২. হযরত মা'আয (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত চেপে ধরলেন। তিনি বললেন : হে মাআয! আল্লাহর কসম! আমি তোমায় আমার বন্ধুরূপে গণ্য করছি। তারপর বললেন : হে মাআয। আমি তোমায় অসিয়াত করছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে কখনো ভুলবেনা : “আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমায় তোমার যিকির করতে, শোকর আদায় করতে এবং উত্তম রূপে ইবাদত করতে সাহায্য করো।

আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৪২৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ . رواه مسلم

১৪২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন (নামাযে) তাশাহুদ পড়তে বসবে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। সে যেন বলে : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে পানাহ চাইছি সেই সঙ্গে কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং মসিহে দাজ্জালের ফিতনার ভয় থেকে পানাহ চাইছি। (মুসলিম)

রিয়াদুস সালেহীন

১৪২৪. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - رواه مسلم .

১৪২৪. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন তাশাহুদ ও সালামের মধ্যে তিনি সর্বশেষ যে কথাগুলো বলতেন, তা একরূপ হতো; আল্লাহ্মাগফিরলী মা কাদ্মাতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখ্খিরু লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সেই সব গুনাহ মাফ করে দাও, যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি এবং যেসব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি (বা সীমালংঘন করেছি) আর যেসব গুনাহর বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবহিত রয়েছো। তুমিই পূর্বে ছিলে এবং তুমিই পরে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (মুসলিম)

১৪২৫. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي - متفق عليه .

১৪২৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সিজদায় বেশি পরিমাণে এই দো‘আ পড়তেন : “সুবহানাকা আল্লাহ্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহ্মাগফিরলী” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পরোয়ারদিগার! তুমি মহা পবিত্র। আমরা তোমার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৪২৬. وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ - رواه مسلم .

১৪২৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযের) রুকুতে ও সিজদায় “সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ” উচ্চারণ করতেন। অর্থাৎ তুমি অনেক বেশি পাক ও পবিত্র। তুমি ফেরেশতাবর্গ ও জিব্রাইলের শ্রু। (মুসলিম)

১৪২৭. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوا فِيهِ الرَّبَّ: عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَيْسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم .

১৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; (নামাযের) রুকুতে আপন রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো এবং সিজদায় সচেতনভাবে দো‘আ করো। আশা করা যায়, তোমাদের দো‘আ কবুল করা হবে। (মুসলিম)

১৪২৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاکْثُرُوا الدُّعَاءَ - رواه مسلم

১৪২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; বান্দাহ যখন সিজদায় যায়, তখন সে আপন প্রভুর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা (সিজদায়) বেশি দো‘আ করো। (মুসলিম)

১৪২৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوْ لَهْ وَآخِرَةً وَعَلَا نَيْتَهُ وَسِرَّهُ - رواه مسلم

১৪২৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় (সাধারণত) এই দো‘আ পড়তেন : “আল্লাহ্মাগ্ফিরলী যামবি কুন্নাহ দিক্কাহ ওয়া জিল্লাহ ওয়া আওয়্যালাহ ওয়া আখিরাহ ওয়া আলানিয়াতাহ ওয়া সিররাহ” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, পূর্বের, পরের, প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ মাফ করে দাও। (মুসলিম)

১৪৩০. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَحَسَّسْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَفِي رِوَايَةٍ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - رواه مسلم

১৪৩০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরে অনুপস্থিত দেখতে পেলাম। আমি তাঁর সন্ধানে বেরুলাম; তিনি তখন রুকু বা সিজদার অবস্থায় ছিলেন এবং দো‘আ করছিলেন : সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা” (হে খোদা) তুমি মহাপবিত্র। আমি তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই। অপর এক রেওয়াজে আছে; আমার (বর্ণনাকারীর) হাত নবীজীর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। তখন তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর পদযুগল খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি দো‘আ করছিলেন : “আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিরদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহসী সানাআন আলাইকা, আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সজ্জুতির সাথে তোমার অসজ্জুতি থেকে পানাই চাইছি। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করতে পারিনা, তুমি ঠিক তেমনি, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো। (মুসলিম)

১৪৩১. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ! فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْتَسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ . رواه مسلم . قَالَ الْحَمِيدِيُّ كَذَا

১৪৩১. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম এমন কেউ কি আছে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : এক দিনে এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করা সম্ভব? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কেউ এক শো বার সুবহানাল্লাহ বললে তার আমল নামায় হাজার নেকী লিখে দেয়া হয় কিংবা তা থেকে হাজার গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (মুসলিম)

١٤٣٢. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَىٍّ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، نَكْلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى -
 رواه مسلم

১৪৩২. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সাদকা ধার্য হয় অতএব প্রতিবার সুবহানুলাহ বলা সাদকা, প্রতিবার আল-হামদুল্লিলাহ বলা সাদকা, প্রতিবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা, প্রতিবার আত্মাহ আকবার বলা সাদকা এবং আমার বিমারুফ, অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ দান এবং নাহিয়ানিল মুনকার, অর্থাৎ অসৎ কাজ নিষেধ করা সাদকা এবং কোনো ব্যক্তি দুহার চাশতের দুই রাকাত নামায আদায় করলে তা ঐ সাক্ষর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুসলিম)

[illegible]

اللَّهُ زِنَّةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَّةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

১৪৩৩. হযরত উম্মুল মুমিনিন যুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে নামায আদায় করে খুব ভোরেই তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি নিজের নামাযের জায়গায় বসে থাকেন। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের পর ফিরে এলে তখনো তিনি বসে ছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ঠিক সেই অবস্থাই বসে রইলে, যে আবস্থায় আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে ছিলাম? তিনি জবাব দিলেন : জ্বি হ্যাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; আমি তোমার কাছ থেকে সরে গিয়ে চারটি কথা তিনবার বলেছি। যদি ঐ কথাগুলোর দ্বারা এর ওজন করা হয়, যেগুলো তুমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছো তাহলে ঐ কথাগুলো ওজনে বেশি দাড়াবে। (সেই কথাগুলো এই : সুবাহান আল্লাহু ওয়াবিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া বিদা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থাৎ আল্লাহু পবিত্র, আমরা তার প্রশংসা করি তার সৃষ্টি সংখ্যার সমান এবং তার নাফসের সত্ত্বষ্টির অনুপাতে এবং তার আরসের ওজন মোতাবেক এবং তার শব্দাবলীর কালির সমান। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সুবাহান আল্লাহ আদাদা খালকিহি, সুবাহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবাহানল্লাহি জিনাতা আরশিহি, সুবাহানল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : আমি কি তোমায় এমন কথা বলবো না যেগুলো তুমি পড়বে? তাহলো, “সুবহানল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবহানল্লাহি রিদা নাফসিহি, সুবহানল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবহানল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবহানল্লাহি যিনাতা আরশিহি, সুবহানল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি, সুবহানল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি, সুবহানল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।

١٤٣٤ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ - رواه البخارى . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ : مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

১৪৩৪. হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আপন প্রভুর যিকির (স্মরণ) করে, তার দৃষ্টান্ত হলো জীবন্ত মানুষের ন্যায়; আর যে ব্যক্তি আপন প্রভুর যিকির করেনা, তার দৃষ্টান্ত হলো মূর্দা বা লাশের মতো। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম এক রেওয়ায়েতে বলেন; যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয়না, তার দৃষ্টান্ত হলো জিন্দা ও মূর্দার মতো।

১৬৩৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي: فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ - متفق عليه

১৪৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে সে ধারণা পোষণ করে, আমি সে ধারণার সাথে আছি। তারা যখন আমায় স্মরণ করে, আমি তখন তাদের সঙ্গে থাকি। তারা যদি আমায় নিজ সত্ত্বার মধ্যে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে আপন সত্ত্বার মধ্যে স্মরণ করি। আর তারা যদি আমায় সামাজিকভাবে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম এক সমাজে স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৩৬. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَذِكْرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ - رواه مسلم رَوَى الْمُفْرِدُونَ بِتَشْدِيدِ الرَّءِ وَتَخْفِيفِهَا وَالْمَشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمْعُورُ التَّشْدِيدُ.

১৪৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘মুফাররিদুনা’ অর্থবর্তীতা নিয়ে গেছেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদুন কে বা কারা, তিনি বললেন : মুফাররিদুন হলো সেই সব পুরুষ ও নারী যারা বিপুলভাবে আল্লাহর যিকিরে নিরত থাকে। (মুসলিম)

১৬৩৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৩৭. হযরত যাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম যিকির হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নাই)। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৬৩৮. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَّاعِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ لِي فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهْتُ بِهِ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ - رواه الترمذی قال حديث حسن .

১৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাসার (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবী নিবেদন করলে হে আল্লাহর রাসূল! নিঃসন্দেহ ইসলামের বিধানসমূহ আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব, আপনি আমায় এমন কোনো কথা বলুন, যাকে আমি বাধ্যতামূলক করে নেবো। রাসূল আকর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জবান যেন হামেশা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৪৩৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৩৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ এই জিকিরে নিরত থাকে, তার জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৪৪০. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرَى أُمَّتِكَ مِنِّي السَّلَامُ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنْهَا قِبَعَانُ وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৪০. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে রাতে আমায় মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে আমার হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ থেকে আপনার উম্মতকে সালাম বলবেন। জান্নাত পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানি বিশিষ্ট এক স্থান। তা এক সমান্তরাল প্রান্তর। সেখানে ‘সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার’ ইত্যাকার কথা বলে গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৪৪১. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْثَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى - رواه الترمذی قال الحاكم ابو عبد الله اسناده صحيح .

১৪৪১. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সমস্ত আমল থেকে উত্তম আমল, তোমাদের আল্লাহর কাছে অধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় অধিক সমুন্নতি দানকারী আমলের ব্যাপারে বলবো না ? যা তোমাদের জন্যে সোনা-রূপার খরচ করার চেয়ে উত্তম এবং তোমাদের শত্রুদের গলাকাটার চেয়েও শ্রেয়তর ? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, অবশ্যই। (হে আল্লাহর

রাসূল! আপনি বলুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তা হলো আল্লাহর যিকির। (তিরমিযী)

হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, এই হাদীসের সনদ বিশ্বুদ্ধ।

১৬৬২. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى - أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৪২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জনৈক মহিলার বাড়িতে গেলেন। তার সামনে খেজুরের গুটি কিংবা ছোট ছোট পাথর টুকরা ছিল, যার সাহায্যে তিনি তসবীহ পাঠ করছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি কি তোমায় এর চেয়ে অধিক সহজ আমল কিংবা বেশি ফযীলতময় আমলের কথা বলবোনা ? তা হলো “সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামাই” অর্থাৎ (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তু সমান সংখ্যক যা তিনি আসমানে সৃষ্টি করেছে। “ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ” (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। “ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যালিক” অর্থাৎ (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সব বস্তুর সমান যা ঐ দুটির মাঝখানে আছে। “ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা হুয়া খালিক” (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যার তিনি স্রষ্টা। আর “আল্লাহু আকবার” বাক্যটিও এভাবে পড়ো, “আলহামদু লিল্লাহ” বাক্যটিও এভাবে পড়ো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বাক্যটিও এভাবে পড়ো “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বাক্যটিও এভাবে পড়ো।

অর্থাৎ প্রত্যেকটির সাথে ‘আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামা-ই, ‘আদাদা মা খালাকা ফিল আরদি’ ইত্যাদি (অনুবাদক)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

১৬৬৩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآدِلُّكَ عَلَى كَثْرٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - متفق عليه .

১৪৪৩. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমায় জান্নাতের ধন-ভাণ্ডারগুলো থেকে একটি ধন-ভাণ্ডারের সংবাদ বলবোনা ? আমি নিবেদন করলাম; অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তা হলো ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- এর যিকির।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত পয়তাল্লিশ

দাঁড়ানো, বসা, শোয়া এবং অযুহীন, অপবিত্র এবং ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিকির-এর বৈধতা, তবে শারীরিক অপবিত্রতায় কুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : নিঃসন্দেহে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাদি রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। (সূরা আলে ইমরান :)

١٤٤٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ - رواه مسلم .

1888. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল অবস্থায়ই আল্লাহর যিকির করতেন। (মুসলিম)

١٤٤٥ . وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاتَهُ إِنَّهُ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ - متفق عليه .

188৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে গমন করে, তাহলে সে যেন এই কথাগুলো বলে : বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নিবনাশ্ শাইতানা, ওয়া জান্নিবিশ্ শাইতানা মা রাযাকতানা, ফাইল্লাহু ইউকাদ্দার বাইনাহুমা ওয়ালাদুন ফি যালিকা লাম ইয়াদ্বুররুহু শাইতানু অর্থাৎ আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যাকে আমরা দান করবে তাকেও শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো। অতএব, এই মিলনে যদি অতদুভয়ের সম্ভাবন হওয়া নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছিচতাল্লিশ

শয়ন ও জাগরণের সময়কার দো‘আ

١٤٤٦ . عَنْ خُذَيْفَةَ ، وَابْنِ دُرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا - وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ - رواه البخاري .

১৪৪৬. হযরত হুয়াইফা (রা) ও হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বিছানায় শুইতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন : “বিস্মিকা আল্লাহু আমুতু ওয়া আহুইয়া” অর্থাৎ তোমার নামে (শুরু করছি) হে আল্লাহ! আমি বেঁচে থাকি ও মৃত্যুবরণ করি। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন এই কাল্পনা পড়িতেন: “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহুইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশর” অর্থাৎ সমস্ত তারিফ প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমায় মৃত্যু দানের পর আবার জিন্দা করেছেন। আর তারই দিকে আমায় চলে যেতে হবে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতচল্লিশ

যিকির-এর মজলিসগুলোর ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَسِيرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে, তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করতে থাকো এবং তোমাদের দৃষ্টিসমূহ যেন (তাদের ছাড়িয়ে) অন্যদিকে চলে না যায়। (সূরা কাহাফ : ২৮)

١٤٤٧ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتِكُمْ فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَكَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا فَيَقُولُ فَمَاذَا يَسْأَلُونَ قَالَ يَقُولُونَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَرَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا نَالُ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ : فَيَقُولُ فَاشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ :

يَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانَ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ - متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضُلَا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ لِلذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ فَسَأَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : يَسْتَغْفِرُونَكَ ؟ فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجْرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانَ عَبْدٌ خَطَا إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ -

১৪৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তারা হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে ঘুরাফিরা করতে থাকে। এবং যিকিরে রত লোকদের সন্ধান করতে থাকে। তারা যখনই আল্লাহর যিকিরে মশগুল লোকদের পেয়ে যায়, তখন তারা আওয়ায করে বলে : আপন প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। অতঃপর ফেরেশতারাই ঐ যিকিরকারীদেরকে আপন পালক দ্বারা ঢেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ আল্লাহ খুব বেশি জানেন, তাঁর বান্দারা কি বলছিল ? তখন ফেরেশতারাই জবাব দেয়; ওরা তোমার তসবীহ, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করছিল। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন : ওরা কি আমায় দেখেছে ? ফেরেশতারাই জবাব দেয়, না, আল্লাহর কসম! তারা তোমায় কক্ষনো দেখেনি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি আমায় দেখতে পায় তাহলে ওদের কী অবস্থা দাঁড়াবে ? (রাবীর বর্ণনা) ফেরেশতারাই জবাব দেয়, তারা যদি তোমায় দেখতে পায়, তাহলে তোমায় বেশি পরিমাণে বন্দেগী করবে, মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে, এবং অনেক তসবীতে মশগুল হয়ে থাকবে। পুনরায় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি প্রার্থনা করছে ? ফেরেশতারাই জবাব দেয়, ওরা তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি জান্নাত দেখেছে ? ফেরেশতারাই জবাব দেন, না, আল্লাহর

কসম। হে আমাদের প্রভু! তারা জান্নাতকে আদৌ দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি জান্নাত দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, ওরা যদি জান্নাতকে দেখতে পায়, তাহলে ওদের আকাংক্ষা আরো বেড়ে যাবে, ওদের কামনায় তীব্রতার সৃষ্টি হবে, এবং তাদের মুহাব্বাত প্রবল আকার ধারণ করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন : ওরা কোন জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছে? তিনি বললেন : ওরা জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাইছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন : ওরা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন না, আল্লাহর কসম! ওরা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, ওরা যদি জাহান্নাম দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে। ফেরেশতারা জবাব দেন, ওরা যদি জাহান্নামকে দেখতে পায়, তাহলে খুব দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যাবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেন : আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে একজন ফেরেশতা বললো : তাদের সঙ্গে অমুক নামের লোকটি আসলে এদের দলভুক্ত ছিল না; সে নিজের কোনো কাজে এসেছিল। আল্লাহ বলেন : আর বসে থাকা লোকেরা এরকমই; তাদের কাছে বসে থাকা লোকেরাও বঞ্চিত হয় না।

(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়াজেতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা চলতে ফিরতে থাকেন। তারা যিকিরের মজলিস তাল্লাশ করতে থাকেন। যখন কোনো মজলিসের সন্ধান পান তখন সেখানেই তারা লোকদের সাথে বসে যায়। আর কোনো কোনো ফেরেশতা কোনো কোনো লোককে নিজেদের পাখা দ্বারা ঢেকে দেন, এমনকি তারা প্রথম আসমানের মধ্যকার পরিবেশকে পূর্ণ করে দেন। তাই যখন যিকিরকারী লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ আল্লাহ সবই জানেন) যে, তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা জবাব দেয়, আমরা তোমার জমিনের বাসিন্দাদের নিকট থেকে এসেছি। তারা তোমার তস্বীহ, বড়ত্ব, তওহীদ ও প্রশংসাকার্যে লিপ্ত ছিল এবং কেউ কেউ কিছু প্রার্থনা করছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন; ওরা আমার কাছে কি চাইছিলো? ফেরেশতারা জবাব দিল; ওরা তোমার কাছে জান্নাত চাইছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন; তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, না, হে আমাদের প্রভু! এরপর আল্লাহ বলেন : ওরা যদি আমার জান্নাত দেখতে পায়, তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে! এরপর ফেরেশতারা বলেন, ওরা তো তোমার কাছে পানাহ্ চাইছিলো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কোন জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছিলো। ফেরেশতারা বলেন, তোমার দোজখ থেকে পানাহ্ চাইছিলো, হে আমাদের প্রভু! আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার দোজখকে দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, না। আল্লাহ পাক বলেন, তারা যদি আমার দোযখ দেখতে পায় তাহলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে। এরপরে ফেরেশতারা বলেন, তারা তোমার কাছে মাগফেরাত কামনা করছিলো। আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর তারা যে জিনিস থেকে পানাহ্ চাইছিলো, আমি তাদেরকে সে পানাহ্ও দিয়ে দিয়েছি। এরপর ফেরেশতারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্যে অমুক লোকটি খুবই পাপাচারী ছিলো। সে ওখান থেকে চলে গেলে লোকটি

সেখানে বসে গেলো। আল্লাহ পাক বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। এ হলো এমন লোক সে, তাদের কাছে উপবেশনকারী তাদের কারণে বঞ্চিত হয় না।

১৬৬৮. وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ - رواه مسلم

১৪৪৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোনো দলই বসে বসে আল্লাহর স্মরণে থাকে মশগুল ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহর রহমত দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখে। তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ পাক তার কাছাকাছি জনদের কাছে স্মরণকারীদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

১৬৬৯. وَعَنْ أَبِي وَقِيدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ - فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوْقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحُلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ - متفق عليه .

১৪৪৯. হযরত আবু ওয়াকের হারিস বিন্ আওফ (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো। (তাদের মধ্যে) দু'জন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চলে গেল এবং একজন ফেরত চলে গেল। প্রথমোক্ত দুইজন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজন মজলিসে কিছু খালি জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। দ্বিতীয় জন মজলিসের পিছন দিকে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফেরত চলে গেল। এমতাবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রিত হলেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দিবনা ? ওদের একজন আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছে। আল্লাহ তাকে পানাহ দিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন (মজলিসে ঢুকতে) লজ্জা অনুভব করেছে এবং আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করেছেন। কিন্তু তৃতীয় জন বিষয়টি অপছন্দ করল, তাই আল্লাহও তাকে অপছন্দ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوا : مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْسَلَكُمْ قَالُوا ؟ جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا : اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ - رواه مسلم .

১৪৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মুয়াবিয়া (রা) মসজিদের এক সমাবেশে (মজলিসে) উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জন্যে এখানে বসেছ ? তারা জবাব দিল, আমরা আল্লাহর যিকিরের জন্যে বসেছি। হযরত মুয়াবিয়া বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে এই কথাটিই এখানে বসিয়েছে। তারা জবাব দিল হ্যাঁ আমাদেরকে এ কথাটিই এখানে বসিয়েছে। (এরপর) হযরত মুয়াবিয়া বললেন; সাবধান! আমি তোমাদেরকে সন্দেহভাজন ভেবে তোমাদের দ্বারা শপথ করাইনি। আর আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী কোনো সাহাবীও নেই। একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের এক মজলিসে গমন করে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদেরকে কে বসিয়েছে ? সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন : আমরা আল্লাহর যিকির করার জন্যে বসেছি। আমরা তারই প্রশংসা করি এ কারণে যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ-নির্দেশ করেছেন এবং আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে ঠিক একথাটিই এখানে বসিয়েছে। তারা জবাব দিল; আল্লাহর কসম! আমাদেরকে ঠিক এ বিষয়টিই এখানে বসিয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে সন্দেহভাজন জেনে তোমাদের থেকে শপথ নেইনি। কিন্তু আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসে জানালেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের জন্যে গর্ব করেন। (মুসলিম)

অধ্যায় : দুইশত আটচল্লিশ

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরের ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ -

মহান আল্লাহ-বলেন : ‘আর আপন প্রভুকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিনয় ও ভীতির সাথে এবং চাপা আওয়াযে সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করতে থাকো আর দেখো, এ ব্যাপারে, (কেউ) গাফিল হয়োনা।’ (সূরা আরাফ : ২০৫)

ভাষাবিদগণ আয়াতে উল্লেখিত ‘আসল’ শব্দটি আসীল শব্দের বহুবচন এবং এটা আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয়।

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا -

তিনি আরো বলেন : আর সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং তার অস্ত যাওয়ার পূর্বে আপন প্রভুর গুণাবলী ও প্রশংসিত বর্ণনা করো। (সূরা ত্বা-হা : ১৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ -

তিনি আরো বলেন : আর সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুর প্রশংসার সাথে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা (তাসবীহ) করতে থাকো। (সূরা গাফের : ৫৫)

অভিধানকারগণ বলেন : সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে তার অস্তগমনের মধ্যবর্তী সময়কে ‘আশিয়ে’ বলা হয়।

وَقَالَ تَعَالَى : فِي يَبُوتِ أذنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ . رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

তিনি আরো বলেন : (তাঁর নূরের দিকে নির্দেশনা প্রাপ্ত লোকদের) সেই সব ঘরে পাওয়া যায়। যেগুলোকে সমুন্নত করার এবং যেগুলোর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। সেখানে এইসব লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই গুণকীর্তনে নিরত থাকে।

(সূরা আন-নূর ৩৬)

অর্থাৎ এই সব লোককে আল্লাহর যিকির, নামায আদায় ও যাকাত প্রদান থেকে না ব্যবসা-বানিজ্য গাফিল করে, আর না ক্রয়-বিক্রয়।

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ -

তিনি আরো বলেন : আমরা পাহাড়গুলোকে তাঁর নির্দেশে অধীন করে রেখেছিলাম। (সেগুলো) সকাল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে তসবীহ করত। (সূরা সাদ : ১৮)

١٤٥١ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ - رواه مسلم .

১৪৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশোবার বললো : “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি”-কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি ‘আমল নিয়ে উপস্থিত হবেনা। অবশ্য যে ব্যক্তি তারই মতো কালেমা পাঠ করবে কিংবা তার চেয়ে বেশি তার কথা আলাদা। (মুসলিম)

১৪৫২. وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقَرٍ لِدُعَاتِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا كُنْتُ قُلْتُ حِينَ أَمْسَيْتُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ .

১৪৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল : হে আল্লাহ রাসূল! এই বাচ্চাটি থেকে আমি খুব কষ্ট পাই। গত রাতে সে আমায় নোংরা করেছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যদি সন্ধ্যার সময় একথাটি বলতে যে, আমি আল্লাহর পুরো কালেমার সাথে আশ্রয় চাইছি তার সৃষ্ট ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে, “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাত মিন শাররি মা খালাকা” তাহলে সেটা তোমায় কষ্ট দিতনা। (মুসলিম)

১৪৫৩. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَ اِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَ اِلَيْكَ النُّشُورُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن .

১৪৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সকাল বেলা এই কথাগুলো বলতেন : “আল্লাহুমা বিকা আসবাহুনা ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহুইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাথে সকাল করেছি এবং তোমার সাথেই আমরা সন্ধ্যা করেছি। তোমার ইচ্ছায় আমরা জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করবো এবং তোমার দিকেই আমরা ফিরে যাব। আবার সন্ধ্যার সময় তিনি এই দো‘আ পড়তেন : “আল্লাহুমা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহুইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর” হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাথে সন্ধ্যা করছি, তোমার সাথেই আমরা সকাল করছি। তোমার ইচ্ছাতেই আমরা জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছাতেই আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৪৫৪. وَعَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرِنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ

شَيْءٍ، وَمَلَيْكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ - رواه ابوداود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নিবেদন করেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এই দু'আ পড়তে থাকো। “আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ, রব্বা কুল্লি শায়ইন ওয়া মালীকাহ, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শাররিশ শাইতানি ওয়া শির্কিহু” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবহিত, সকল বস্তুর প্রভু ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আপন প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তার সাথে শরীক করার অন্যায় থেকে পানাহ চাইছি। রাসূলে আকরাম (স) বলেন : সকাল সন্ধ্যা ও বিছানায় শোয়ার কালে এই কথাগুলো বলতে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٥٥ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَآمَسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ الرَّأْيِيُّ أَرَاهُ قَالَ فَبَيَّنَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ - رواه مسلم .

১৪৫৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন : সন্ধ্যার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো বলতেন : “আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু” অর্থাৎ আমরা সন্ধ্যা করছি এবং আল্লাহর গোটা সাম্রাজ্য সন্ধ্যা করছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোনো শরীক নেই। বর্ণনাকারী বলেন : “লাহল মুলকু ওয়া লাহল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর” আমার মনে হয়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলোর মধ্যে একথাও বলেন, “রব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল্ লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বাদাহা ওয়া আউযু বিকা মিনাল কাসলি ওয়া সুইল কিবার আউযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্-নারি ওয়া আযাবিল কাবর” হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে এই রাতের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এবং পরবর্তী মঙ্গলের জন্যেও আমার প্রার্থনা। আমি তোমার কাছে এই রাতের খারাবি থেকেও পানাহ চাইছি এবং

রিয়াদুস সালাহীন

এর পরবর্তী খারাবি থেকেও। হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে শৈথিল্য এবং নিকৃষ্ট বার্ষক্য থেকে পানাহ চাইছি। আমি তোমার কাছে দোষখ ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইছি। সকাল বেলাও তিনি এই কথ— গুলো বলতেন : “আসবাহনা ও আসবাহা মুলকু লিল্লাহ” অর্থাৎ বাদশাহী তাঁরই, তাঁরই জন্যে প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আমি সকাল করেছি এবং আল্লাহর সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছি। (মুসলিম)

১৪৫৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمَسِّي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাযব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : তুমি (প্রত্যহ) সন্ধ্যায় ও সকালে তিনবার ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। এটা তোমায় সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাজত করবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৪৫৭. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪৫৭. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এই দো‘আ পড়বে : “বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুরুরু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আর্দি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুয়া সামীল আলীম” অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি সকাল ও সন্ধ্যায় করছি, যে নামের দরুন আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি শ্রবণকারী ও সুপরিজ্ঞাত, তাহলে কোন বস্তুই তার ক্ষতি করতে পারবেনা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ।

অনুচ্ছেদ : দুইশত উনপঞ্চাশ

শয়নকালে কী দো‘আ পড়া উচিত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

মহান আল্লাহ বলেন : নিঃসন্দেহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়নকালে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।
(সূরা আলে-ইমরান : ১৯০-১৯১)

১৪৫৮. وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَآبَى ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَآمُوتُ - رواه البخارى .

১৪৫৮. হযরত হুযায়ফা (রা) ও হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন : “বিইসমিকা আল্লাহুমা আহুইয়া ওয়া আমূতু” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই জীবিত আছি এবং এ নামেই মৃত্যুবরণ করবো।
(বুখারী)

১৪৫৯. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَفِي رِوَايَةٍ التَّكْبِيرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ - متفق عليه .

১৪৫৯. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলেছেন : নিজের বিছানায় গমন করো অথবা বিছানায় শয়ন করো, তখন আল্লাহ আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার এবং আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার বলো, এক বর্ণনায় আছে সুবহানাল্লাহ ৩৪ বার। অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ আকবার ৩৪ বার।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৪৬০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَتَفَضَّ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنبِي وَبِكَ أَرْقَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ - متفق عليه

১৪৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপন বিছানায় শয়ন করতে যাবে, তখন সে যেন নিজ লুঙ্গির ভেতরের অংশ দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা তার ওপর কে পিছনে এসেছে। তারপর এটা পড়বে : “বিইসমিকা রাব্বী ওয়াদাতু জাহ্বী ওয়াবিকা আরফাউহ, ইন

রিয়াদুস সালাহীন

আমসাক্তা নাফসী ফারহামহা, ওয়াইন আরসাল্তাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহী ইবাদাকাস সালিহীন” অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমি তোমারই নামে আপন দেহকে বিছানায় রাখলাম। আবার তোমার নামেই একে তুলবো। এখন তুমি যদি আমার রূহকে কবয করো তাহলে তার ওপর দয়া প্রদর্শন কোর আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার নেক বান্দার ন্যায় তাকে হেফাজত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৭১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - متفق عليه . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ النَّفْثُ نَفْثُ لَطِيفٍ بِأَرِيئِي .

১৪৬১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানায় শয়ন করতেন, তখন নিজের দুই হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে হাত দুটিকে নিজের শরীরে বুলাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ পর্যায়ে এই দুই রেওয়াজেতে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দুই হাত একত্র করে ফুঁ দিতেন। এতে তিনি কুল হুআল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়তেন। এরপর যদূর সম্ভব তিনি শরীরে হাত বুলাতেন। এভাবে মাথা, মুখমণ্ডল, এবং সামনের অংশ থেকে শুরু করে তিনবার তিনি হাত ঘুরাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অভিধানকারগণ বলেন : আন-নাফস বলা হয় থুথু ছাড়াই হাল্কা ফুঁ দেয়াকে।

১৬৭২. وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ : اللَّهُمَّ اسَلِّمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَبَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْنِي آخِرَ مَا تَقُولُ - متفق عليه

১৪৬২. হযরত বারাহা ইবনে আযের বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন : তুমি যখন নিজের বিছানায় শোয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের

অযূর ন্যায় অযু করে ডান কাতে শুয়ে (এই কথাগুলো) বলবে : “আল্লাহুমা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা মিন্কা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিল্লাযী আনযালতা, ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আমার জীবনকে তোমার কাছে ন্যস্ত করে দিলাম, আমার মুখমণ্ডলকে তোমার দিকে নির্দিষ্ট করে দিলাম এবং আমার বিষয়াদিকে তোমার কাছে ন্যস্ত করলাম এবং আমার পিঠকে তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে এবং শুধু তোমাকেই ভয় করে তোমারই দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। তুমি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই তুমি ছাড়া আর কোনো মুক্তির স্থান। আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি। এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে ফিতরাতের (অর্থাৎ ইসলামের) ওপরই মৃত্যু হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬৩. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ . رواه مسلم .

১৪৬৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানায় শুইতেন, তখন এই কথাগুলো বলতেন : “আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা” অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ও প্রশস্তি মহান আল্লাহর জন্যে। তিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের বাঁচিয়েছেন, এবং আমাদেরকে নির্দিষ্ট ঠিকানা দিয়েছেন। সুতরাং এমন কারা রয়েছে, যারা জীবিকা লাভ করেনি অথবা ঠিকানা খুঁজে পায়নি।

(মুসলিম)

১৬৬৪. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن - و رواه ابو داود من رواية حفصة رضي الله عنه أنه كان يقول له ثلاث مرّات .

১৪৬৪. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শোবার ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের ডান হাত নিজের ডান গালের নিচে স্থাপন করতেন। তারপর এই কথাগুলো বলতেন : “আল্লাহুমা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব্আসু ইবাদাকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমায় সেই দিনের আযাব থেকে হেফাজত করো, যেদিন তুমি আপন বান্দাদেরকে মাটি থেকে তুলবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম আবু দাউদ হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার বলতেন।

(তিরমিযী)

অধ্যায় : ১৬

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ কিতাবুদ দাওয়াত

অনুচ্ছেদ : দুইশত পঞ্চাশ
দো'আর বর্ণনা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর তোমাদের প্রভু বলেছেন : তোমরা আমার কাছে দো'আ করো, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করবো। (সূরা ফাতির : ৬০)

وَقَالَ تَعَالَى : ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -

তিনি আরো বলেন : (হে জনগণ!) তোমরা আমার কাছে বিনম্র চিন্তে ছুপিসারে প্রার্থনা করো। তিনি সীমা লংঘনকারীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন না। (সূরা আরাফ : ৫৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -

তিনি আরো বলেন : (হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বলে দাও) আমি তোমাদের খুব নিকটেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমায় আহবান করে, তখন তার প্রার্থনা আমি শ্রবণ করি (তার দো'আ কবুল করি)।

(সূরা বাকারা : ১৮৬)

وَقَالَ تَعَالَى : آمَنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ -

তিনি আরো বলেন : অধীর ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তখন কে তার প্রার্থনা শ্রবণ করে? কে তার কষ্ট ক্রেশ দূর করে? (সূরা নামল : ৩২)

১৬৬৫. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪৬৫. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, দো'আ হচ্ছে ইবাদত। (আবু দাউদ, ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৬৬৬. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَسْئُومِي

ذَلِكَ - رواه ابو داود باسناد جيد .

১৪৬৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ সমূহের মধ্যে জামে' বা ব্যাপক-ভিত্তিক দো'আকে বেশি পছন্দ করতেন। এছাড়া অন্যান্য দো'আকে সাধারণত পরিহার করতেন।

আবু দাউদ বলিষ্ঠ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৪৬৭. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفَنَّا عَذَابُ النَّارِ - متفق عليه. زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعْوَةٍ دَعَا بِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ .

১৪৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দো'আ এরূপ হতো। “আল্লাহুমা! অতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার — হে আল্লাহু! আমাদেরকে দুনিয়ায় নেকী দান করো। এবং আখিরাতেও নেকী দান করো। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে হিফাজত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের ‘রেওয়ায়েতে এই বাড়তি শব্দাবলী রয়েছে : হযরত আনাস (রা) যখন দো'আ করতেন, তখন এই শব্দাবলী ব্যবহার করতেন এবং যখন কারো দ্বারা দো'আ করাতেন তখন এই শব্দাবলী তার মধ্যে शामिल করতেন।

১৪৬৮. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى وَالْعَفَاةَ وَالْغِنٰى - رواه مسلم .

১৪৬৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দো'আ করতেন, “আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকাল হদা ওয়াত-তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, (নৈতিক) শুচিতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

১৪৬৯. وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ - اَلصَّلٰوةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ - رواه مسلم - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ طَارِقٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقُوْلُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّيْ ؟ قَالَ : قُلِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ .

১৪৬৯. হযরত তারেক বিনু আশীম (রা) বর্ণনা করেন, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলমান হতো, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শেখাতেন। তারপর তাকে এই শব্দাবলীসহ দো'আ করার আদেশ দিতেন : “আল্লাহুমাগ্ফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহুদ্দিনী

ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী” — হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আমায় হেদায়েত দান করো। আমায় প্রশান্তি দান করো, এবং আমায় জীবিকা দান করো। (মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে তারেক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখন নিজ প্রভুর কাছে দো‘আ করবো, তখন কোন্ শব্দাবলী বলবো? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি বলবে : “আল্লাহুয়াগ্ফির লী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী” — হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, আমায় প্রশান্তি দান করো। আমায় জীবিকা দান করো। কারণ এই জন্যে যে, এই শব্দাবলী তোমার জন্যে (তোমার দুনিয়া ও আখিরাতকে) একাকার করে দেবে।

১৬৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِرِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ - رواه مسلم .

১৪৭০. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমার ইবনে আস্ বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “আল্লাহুয়া মুসাররিফাল কুলূব সাররিফ কুলূবানা আলা আতিকা” — হে আল্লাহ! হৃদয়সমূহকে ঘূর্ণনকারী। তুমি আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (মুসলিম)

১৬৭১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاۗءِ وَسُوۡءِ الْقَضَاۗءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاۗءِ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سُفْيَانُ : اَشْكُ اَنِّيْ زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

১৪৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর কাছে কঠিন শ্রম, মহামারী, দুর্ভাগ্য, এবং শত্রুদের সমুদ্র থেকে আশ্রয় সন্ধান করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সুফিয়ান বর্ণনা করেন, আমার সন্দেহ জাগে যে, আমি হয়তো এতে একটি শব্দ ছাড়িয়ে দিয়েছি।

১৬৭২. وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - رواه مسلم .

১৪৭২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলীসহ দো‘আ করতেন : “আল্লাহুয়া আসলিহ্ লী দীনী আল্লাযী হয়

ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ লী দুন্ইয়ায়া আল্লাতী ফীহা মা অশি ওয়া আসলিহ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহা মাআদি ওয়াজ আলিল হায়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খায়র, ওয়াজ্জালিল মাওতা রাহাতাল্লী মিন কুল্লি শার” — হে আল্লাহ! আমার জন্যে আমার দীনকে বিশুদ্ধ করে দাও, যা আমার কাজ-কর্মের সুরক্ষার মাধ্যম আমার জন্যে আমার দুনিয়াকে বিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবনধারা; আমার জন্যে আমার আখিরাতকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যার দিকে আমায় ফিরে যেতে হবে; আমার জীবনকে প্রতিটি নেক কাজের জন্যে বাড়িয়ে দাও, আর মৃত্যুকে আমার জন্যে প্রতিটি অনিষ্টের চেয়ে আরামের কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম)

১৪৭৩. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَلِّدْنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ - رواه مسلم .

১৪৭৩. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেছেন : তুমি এই শব্দাবলী সমেত আল্লাহর কাছে দো‘আ করো : “আল্লাহুম্মাহ দ্বিনী ওয়া সাদ্দীনী আল্লাহুম্মাহ ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস সাদাদ” — হে আল্লাহ! আমায় হেদায়েত দান করো, আমায় সঠিক-সরল পথে রাখো; এক রেওয়াজে অনুসারে — হে আল্লাহ! তোমার কাছে হেদায়েত ও সরল পথে থাকার শক্তি কামনা করছি। (মুসলিম)

১৪৭৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ وَضَعِ الدِّينَ وَغَلَبَةَ الرِّجَالِ - رواه مسلم .

১৪৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই শব্দগুলো সমেত) দো‘আ করতেন : “আল্লাহুম্মাহ ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আযযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাব্রি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা, বার্ধ্যক্য ও কার্পন্য থেকে পানাহ চাইছি। তোমার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে পানাহ চাইছি।

অপর এক রেওয়াজে আছে; ঋণের তীব্রতা ও লোকদের আধিপত্য থেকেও (পানাহ চাইছি)। (মুসলিম)

১৪৭৫. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ وَفِي بَيْتِي وَرَوَى ظُلْمًا

كَثِيرًا وَرَوَى كَثِيرًا بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ
كَثِيرًا كَثِيرًا .

১৪৭৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করেন; আপনি আমায় কোনো দো‘আ শিখিয়ে দিন, যার সাহায্যে আমি নামাযের মধ্যে দো‘আ করতে পারি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো : “আল্লাহ্‌র ইন্নী জলামতু নাফসী জুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতাল ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইল্লাকা আনতা গাফুরুর রাহীম” — হে আল্লাহ! আমি আমার জান ও প্রাণের ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে সক্ষম নয়। অতএব, তুমি আমায় নিজগুণে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়াজেতে উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়াফী বাইতী — অর্থাৎ সালাতীর স্থলে বাইতী এবং কাসীরান এর স্থলে কাবীরান। অতএব, এই দুটিকে একত্র করে নেয়াই বিধেয়। এবং কাসীরান (অনেক জুলুম) ও কাবীরান (বড় জুলুম) পড়াই উচিত।

١٤٧٦ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - متفق عليه .

১৪৭৬. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলী সম্বয়ে দো‘আ করতেন : “আল্লাহ্‌র মাগফির লী খাতীআতী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী আল্লাহ্‌র মাগফিরলী জিন্দী ওয়া হায়লী ওয়া খাতারী ওয়া আমদী ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদী। আল্লাহ্‌র মাগফিরলী মা কাদামতু ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিম ওয়া আনতাল মুআখখির ওয়া আনতা আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর” — হে আল্লাহ! আমার ভুল-ত্রুটি, অজ্ঞতা এবং কাজ-কর্মে সংঘটিত বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করে দাও। আর সেই সব গুনাহ-খাতাকেও (ক্ষমা করে) যেগুলো তুমি আমার চেয়ে বেশি অবহিত। হে আল্লাহ! পবিত্র সত্তা! তুমি আমার গুরুত্ববহ কিংবা হাস্য-রসাত্মক এবং অনিচ্ছাকৃত সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পূর্বকার ও পরবর্তী এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। তুমিই পূর্বে ছিলে এবং তুমিই পরে থাকবে আর তুমিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৪৭৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ - رواه مسلم

১৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দো‘আয় এই কথাগুলো বলতেন : “আল্লাহ্ছা ইন্নী আউযু বিকা মিন সাররি মা আমিলতু ওয়া মিন সাররি মা লাম আমাল” — হে আল্লাহ! আমি যে কাজগুলো সম্পন্ন করেছি, সেগুলোর খারাবি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাইছি। আর যে কাজগুলো আমি সম্পন্ন করিনি, সেগুলোর খারাবি থেকেও পানাহই চাইছি। (মুসলিম)

১৪৭৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ . رواه مسلم

১৪৭৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো‘আয় এই কথাগুলোও शामिल থাকত : “আল্লাহ্ছা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি মিমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিকা ওয়া জামীই সাখাতিকা” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার নিয়ামত নিঃশেষ হওয়া থেকে পানাহ চাইছি। আমি আরো পানাহ চাইছি তোমার প্রশান্তি বদলে যাওয়ার, সহসা তোমার আযাব অবতরণ করার এবং তোমার সবরকম অসন্তুষ্টি থেকে। (মুসলিম)

১৪৭৯. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّيْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا - رواه مسلم .

১৪৭৯. হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যগুলো সমেত দোয়া করতেন : “আল্লাহ্ছা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া আযাবিল কাবরি। আল্লাহ্ছা আতি নাফসী তাকুওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরুম মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়্যাহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহ্ছা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ ওয়া মিন কাল্বিন্ লা ইয়াখশাউ ওয়া মিন নাফসিল লা তাশবাউ ওয়া মিন দাওয়াতিল লা ইউস্তাজাবু লাহা” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, শিথিলতা, কার্পণ্য, বার্ধ্যক্য এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইছি। হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার পরহেজগারী দান করো, এবং তাকে তার পবিত্রতায় মগ্নিত করো। শুধুমাত্র তুমিই তাকে উত্তম পবিত্রতা দান করতে পারো। তুমিই তার মালিক ও অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন জ্ঞান (ইল্ম) থেকে পানাহ চাইছি, যা কল্যাণকর নয়; এমন অন্তর থেকেও পানাহ চাইছি, যার মধ্যে তোমার ভয়-ভীতি

অনুপস্থিত; এমন নফস (চিত্ত) থেকে পানাহ চাইছি, যা পরিতৃপ্ত হয়না, এমন দো‘আ থেকেও (পানাহ চাইছি) যা কবুল হয়না। (মুসলিম)

১৬৮০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا سَرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - متفق عليه .

১৬৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ চাইতেন : “আল্লাহ্‌মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু ওয়ামা আলানতু, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখিরু, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা” — হে আল্লাহ! আমি তোমার আনুগত্য বরণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, এবং তোমার ওপরই ভরসা করেছি, এবং তোমার দিকেই মনোযোগী হয়েছি। তোমার সাথেই বিতর্ক করেছি, এবং তোমার কাছেই নিষ্পত্তি চেয়েছি। সুতরাং আমার পূর্বকার ও পরবর্তীকালে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই সর্বপ্রথম এবং তুমিই সর্বশেষ। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর সাথে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ শব্দাবলী অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও নেকির কাজ করার শক্তি কারো নেই। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে)। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮১. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ - رواه ابوداود الترمذی وقال حديث حسن صحيح وهذا اللفظ ابی داود .

১৬৮১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলী সহ দো‘আ করতেন : “আল্লাহ্‌মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন নারি ওয়া আযাবিন্ নার, ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাকর” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের ফিতনা, তার আযাবের ফিতনা, বিত্তশালীতার অনিষ্ট ও দারিদ্রের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ এর শব্দাবলী আবু দাউদের।

১৬৮২. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ قُطَيْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৬৮২. হযরত যিয়াদ বিন্ ইলাকা (রা) তাঁর চাচা কুতবা বিন্ মালিক থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলীসহ দো‘আ করতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আমালি ওয়াল আহওয়্য” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মন্দ আখলাক ও আমল এবং মন্দ কামনা-বাসনা থেকে পানাহ চাইছি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৪৭৩. وَعَنْ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءَ قَالَ : قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصْرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيْىْ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৪৮৩. হযরত শাকাল বিন্ হুমাইদ বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় কোনো দো‘আ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, বলো : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি সামী ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসানী ওয়া মিন শাররি কাল্বী ওয়া মিন শাররি মানিয়ী” — হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আপন কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর ও দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইছি। (আবু দাউদ তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৪৮৪. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪৮৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে দো‘আ করতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনূন ওয়াল জুযামি ওয়া সাইয়েইল আসকাম” — হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে, শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও তামাম খারাপ ব্যাধি থেকে।

ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদসহ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

১৪৮৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَشْسُ الضَّجِيعَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَشْسُ الْبِطَانَةَ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৪৮৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দো‘আ করতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জুই ফাইন্নাহ বিসাদ-দাজী‘উ ওয়া আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাতি ফাইন্নাহা বিসাতিল বিতানাভূ” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষুধা থেকে পানাহ চাইছি; এই কারণে যে, ক্ষুধা অত্যন্ত নিকৃষ্ট সঙ্গী। আমি তোমার কাছে খিয়ানত থেকে পানাহ চাইছি। এই কারণে যে, সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের কাজ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে রেওয়ায়েত করেছেন।

১৪৮৬. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ : أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دِينًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ؟ قُلْ : اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৮৬. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, একজন ক্রীতদাস তাঁর কাছে এল। সে বললো : আমি আমার মুক্তিপন আদায় করতে অক্ষম। সুতরাং আপনি আমায় সাহায্য করুন। হযরত আলী বললেন : আমি কি তোমায় সেই কথাগুলো শেখাবনা, যা আমায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছিলেন, এর ফলে তোমার ওপর যদি পাহাড় পরিমান ঋণও চেপে বসে, তবুও আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন। তাহলো এই : “আল্লাহ্মাক্ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাদ্লিকা আম্মান সিওয়াকা”— হে আল্লাহ আমায় হালাল জীবিকার বিনিময়ে হারাম জীবিকা থেকে বাঁচাও। আর তার স্বীয় অনুগ্রহের বিনিময়ে আমায় সেই লোকদের ওপর অনির্ভরশীল করে দাও যারা তোমার প্রতি বেপরোয়া।

(তিরমিযী)

ইমাম তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৪৮৭. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بِهِمَا : اَللَّهُمَّ اَلْهِمْنِي رُشْدِي وَاعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৮৭. হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (বর্ণনাকারীর) পিতা হুছাইন (রা)-কে দু’টি কথা শিক্ষা দেন, যে দু’টির সমন্বয়ে তিনি দো‘আ করতেন। কথা দু’টি হলো : আল্লাহ্মা আল্হিমনী রুশদী ওয়া আইযনী মিন শাররি নাফসী— হে আল্লাহ! আমায় হেদায়েতের প্রত্যাদেশ দান করো। এবং আমায় প্রবৃত্তির (নফসের) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো।

(তিরমিযী)

ইমাম তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৪৮৮. وَعَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي : يَا عَبَّاسُ يَاعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

-

১৪৮৮. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারবো। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে প্রশান্তি কামনা করো। [হযরত আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন] আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, এবং নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন বিষয় শিক্ষা দিন যা

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারবো। তিনি আমায় বললেন : হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশান্তি কামনা করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৬৮৯. وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৬৮৯. হযরত শাহর ইবনে হাওশাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে থাকার সময় কোন দো‘আটা বেশি করতেন? হযরত উম্মে সালামা (রা) জবাবে বললেন : তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দো‘আ করতেন : “ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব সাক্বিত কালবী আলা ধ্বীনিক” — হে হৃদয়সমূহকে ঘূর্ণনকারী! আমার হৃদয়কে আপন ধ্বীনের ওপর সুদৃঢ় করে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৬৯০. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَائِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৬৯০. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হযরত দাউদ (আ)-এর দো‘আ সমূহের মধ্যে একটি দো‘আ ছিল এরূপ : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইয়ুহিব্বুকা ওয়ালা আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজ্জআল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাক্সী ওয়া আহলী ওয়া মিনাল মাইল বারিদ” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসার এবং তোমাকে ভালোবাসে এমন লোকের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। একই সঙ্গে আমি সেই আমলকেও ভালোবাসি, যা আমায় তোমার ভালোবাসা অবধি পৌছিয়ে দেবে। হে আল্লাহ! তুমি আপন ভালোবাসাকে আমার দিকে আমার প্রাণের চেয়েও, আমার পরিবারবর্গ ও ঠাণ্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় বানিয়ে দাও। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৬৯১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْطُّوَا بَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - رواه الترمذی و رواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد الطوا بكسر اللام وتشديد الطاء المعجمة معناه الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها .

১৪৯১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে 'ইয়া যাল্ জ্বালালে ওয়াল ইকরাম' কথাটি বলো। (তিরমিযী)

ইমাম নাসাঈ রাবিয়া বিন্ আমের থেকে এটি বর্ণনা করেন। হাকেম বলেন, হাদীসটি সহীহ সনদ বিশিষ্ট। আলেযযু শব্দের অর্থ মনে কর এবং খুব বেশি করে পড়ো।

۱۴۹۲. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ : أَلَا أَذَلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ؟ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৪৯২. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুতর দো'আ করেছিলেন। তার মধ্য থেকে কিছু অংশ আমরা সংরক্ষণ করতে পরিনি। আমরা নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক দো'আর কথা বলেছেন। তার মধ্যে কিছু দো'আ আমাদের স্বরণে নেই। তিনি বলেন : আমি কি তোমাদের এমন দো'আ শেখাবোনা, যা ব্যাপক ভিত্তিক? সে দো'আ হেলো : “আল্লাহু ইন্নী আস্আলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মাস্তাআযাকা মিনহু নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আন্তাল মুস্তাআনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহ” — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই উত্তম জিনিস প্রার্থনা করছি যার প্রার্থনা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, আর আমি তোমার কাছে সেই জিনিসের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইছি, যার অনিষ্ট থেকে তোমার নবী তোমার কাছে পানাহ চেয়েছিলেন এবং তোমার কাছেই তো সাহায্য চাইতে হয়, তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর আল্লাহর মদদ ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচা এবং পুণ্য অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

۱۴۹۳. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ - رواه الحاكم ابو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم .

১৪৯৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আও করতেন : “আল্লাহু ইন্নী আস্আলুকা মূজিবাতি রহ্মাতিকা, ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াসা সালামাতা মিন কুল্লি ইস্মিন ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াল ফাওয়া বিল জান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান্ নার” — হে আল্লাহ! আমি তোমার

কাছে তোমার রহমত ও মাগফিরাতকে অত্যাৱশ্যক করার কার্যকারণ, সমস্ত গুনাহ থেকে সুরক্ষিত থাকার, প্রতিটি নেকীকে মূল্যবান মনে করার, জান্নাতের সফলতা এবং জাহান্নামের আশুন থেকে সুরক্ষিত থাকার আকাংক্ষা পেশ করছি।

হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ : দুইশত একান্ন

কারো আড়ালে দো'আ করার ফযীলত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَئِكَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.

মহান আল্লাহ বলেন : আর যারা তাদের পরে এসেছে, তাদের জন্যেও দো'আ করে : হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদের গুনাহ-খাতাও মাফ করে দাও। (সূরা হাশর : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

তিনি আরো বলেন : আর নিজের গুনাহ-খাতার জন্যে ক্ষমা চাও এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যেও (ক্ষমা চাও)। (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯)

وَقَالَ تَعَالَى: إِخْبَارًا عَنْ إِبرَاهِيمَ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

তিনি আরো বলেন : হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তিনি বলেন : হে আমার প্রভু! হিসাব-কিতাবের দিন আমায় এবং আমার মাতা-পিতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিও। (সূরা ইব্রাহীম : ৪১)

١٤٩٤. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ

الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلِ - رواه مسلم

১৪৯৪. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন যে, কোনো মুসলমান যখন তার ভাইর জন্যে আড়ালে দো'আ করে, তখন ফেরেশ্তারা বলে, তোমার ভাগ্যে যেন এ রকমই জোটে। (মুসলিম)

١٤٩٥. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ

عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِينَ وَلِلَّ بِمِثْلِ -

رواه مسلم

১৪৯৫. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : কোনো মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইর জন্যে আড়ালে দো'আ করলেও

তাকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দেয়া হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হয়। যখনই সে তার ভাইর জন্যে আড়ালে বসে নেক দো‘আ করে তখন ঐ নিযুক্ত ফেরেশতা ‘আমীন’ বলে। সে আরো বলে, তোমার ভাগ্যেও যেন অনুরূপ সুফল অর্জিত হয়।

অনুচ্ছেদ : দুইশত বায়ান্ন

দো‘আ সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১৬৭৬. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৪৯৬. হযরত উসামা বিন্ যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি ইহুসান করা হয়, সে যেন ইহুসানকারীর অনুকূলে— “জাযাকাল্লাহু খাইরান” (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ভালো প্রতিদান দিন) কথাগুলো বলে এবং এতে সে অধিকতর পরিমাণে তার প্রশংসা করল। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ।

১৬৭৭. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوُا فِقْوًا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ - رواه مسلم .

১৪৯৭. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা স্বীয় নফসের ওপর বদদো‘আ করোনা এবং বদদো‘আ কারোনা নিজের সন্তানাদি ও নিজের ধন-মালের জন্যে। এক্ষেত্রে তোমরা ঠিক সেই মুহূর্তের উপযোগী কাজ করে বসোনা, যে মুহূর্তে দো‘আ কবুল হয়ে থাকে। (মুসলিম)

১৬৭৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ - رواه مسلم .

১৪৯৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দাহ তার প্রভুর সব চেয়ে বেশি কাছাকাছি হয় সিজদার অবস্থায়। অতএব এ সময় (সিজদায়) বেশি পরিমাণে দো‘আ করো। (মুসলিম)

১৬৭৯. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُولُ قَدَدَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ

رَحِمَ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِاسْتِعْجَالٍ؟ قَالَ: يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرْسَتْجِبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ.

১৪৯৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই দো'আ কবুল হয়, যখন সে তাড়াহুড়ার আশ্রয় গ্রহণ না করে। (যেমন) সে বলে যে, আমি আপন প্রভুর কাছে দো'আ করেছি, কিন্তু আমার দো'আ কবুল হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, বান্দার দো'আ বরাবরই কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ সে কোনো গুনাহ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে দো'আ না করে এবং যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করে। নিবেদন করা হলো; হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়াটা কী? তিনি বললেন, লোকেরা বলে : আমি দো'আ চেয়েছি, আমি দো'আ চেয়েছি। কিন্তু আমি দেখিনি যে, তা কবুল হচ্ছে। সুতরাং সে তখন হতাশ হয়ে যায় এবং দো'আ করাও ছেড়ে দেয়।

১৫০০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ. رواه الترمذی وقال حديث حسن.

১৫০০. হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন সময়টায় দো'আ বেশি কবুল হয়? তিনি বলেন, শেষ রাতের মাঝামাঝি এবং ফরয নামাযের (অব্যবহিত) পর। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৫০১. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ فَقَالَ: رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِذْنُ نُكْثِرَ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح و رواه الحاكمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ أَوْ يَدْخِرُ لَهُ مِنَ الْآجَرِ مِثْلَهَا.

১৫০১. হযরত উবাদা বিন সামেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুনিয়ায় এমন কোনো মুসলমান নেই, যে আল্লাহর কাছে দো'আ করে আর আল্লাহ তা কবুল করেন না, কিংবা তার সমতুল্য কোন দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন না। অবশ্য যতক্ষণ সে কোনো গুনাহ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে দো'আ না করে। এসময় একজন সাহাবী বলেন, তাহলে ঐ সময় আমরা প্রচুর পরিমাণে দো'আ করতে থাকবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; আল্লাহ বিপুল পরিমাণে দান করে থাকেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হাকেম আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং এটুকু বাড়িয়ে দেন; এর জন্যে তার সওয়াব ও প্রতিফলকে অনুরূপ বাড়িয়ে দেন।

১৫০২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - متفق عليه .

১৫০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ-মুসিবতের সময় এই দো‘আ পড়তেন : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদে ওয়ার রাব্বুল আরশিল কারীম— (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান আরশের প্রভু, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি আসমান ও জমিনের প্রভু, এবং ক্রিয়াশীল আরশের প্রভু।) (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেপ্পান

আল্লাহর ওলীদের কেরামত ও তাদের ফযীলতের বিবরণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

মহান আল্লাহ বলেন : শুনে রাখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনো ভয় থাকবেনা এবং তারা কোন শংকাও বোধ করবেনা। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে আর আখিরাতের জীবনেও। আল্লাহর কথা কখনো পরিবর্তিত হয় না। এটাই তো বড়ো সাফল্য। (সূরা ইউনুস : ৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَهَزَى إِلَيْكَ بَجَذِ النَّخْلَةِ تَسَافِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا فَكُلْهُ وَاشْرَبْهُ وَقَرِّ عَيْنًا -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর খেজুরের ডগাকে পাকড়াও করে নিজের দিকে হেলাও তোমার ওপর তাজা তাজা খেজুর খসে পড়বে; তখন তুমি খাবে এবং পান করবে।

(সূরা মরিয়ম : ২৫)

وَقَالَ تَعَالَى : كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতো তখন তার কাছে কিছুনা কিছু খাদ্যবস্তু দেখতে পেতো, (এই অবস্থা দেখে একদিন মরিয়মকে) জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম! এই খাবার তোমার কাছে কোথেকে আসে? সে বললো, আল্লাহর কাছ থেকে (আসে)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান, অপরিমেয় জীবিকা দান করেন।

(সূরা আলে ইমরান : ৩৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَاوُ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا . وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ ضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর যখন তোমরা তাদের (মুশরিকদের) থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাদের এরা ইবাদত করে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন গুহার মধ্যে চলতে থাকো; তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে আপন রহমতকে ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্যে সুবিধাজনক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে দেবেন। যখন সূর্য উদিত হবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, সূর্য তাদের গুহার ডান দিক থেকে ওপরে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায়, তখন তা থেকে বাম দিকে নেমে যায়।

(সূরা কাহাফ : ১৬-১৭)

১৫০৩ . وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ الصِّفَةِ كَانُوا أَنْاسًا فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَأَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضيَافِكَ قَالَ أَوْمًا عَشِيَّتِهِمْ ؟ قَالَتْ أَبَوًا حَتَّى تَجِيءَ . وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ! فَقَالَ يَا غُنْثَرُ ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَآيَمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا خَتَّ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَفَرَّةٌ عَيْنِي لَهَى الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ -

ওফী রোআয়ে ফখল আবু বকর লাইপ্‌টেম্‌ ফখলত্‌ অমরা' লাতপ্‌টেম্‌ ফখলত্‌ الضيف أو لاضيف أن لايطعمه أو يطعموه حتى يطعمه - فقال أبو بكر هذه من الشيطان! فدعا بالطعام فاكل واكلوا فجعلوا لايرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس، ما هذا؟

فَقَالَتْ وَفَرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ! فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا -

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَفْرُغُ مِنْ قِرَائِهِمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَأَنْطَلِقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوا فَقَالُوا آيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ قَالَ اطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِأَكْلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَقْبِلُوا عَنَّا قِرَافَتَهُ إِنِ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَتَلْقَيْنَنَّ مِنْهُ قَابَؤًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَى فُلْمَا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنِ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتُ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ أَتَانَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنْتَ ظَرْتُمُونِي وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّهُيْلَةَ - فَقَالَ الْآخَرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ وَيْلَكُمْ ! مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَافَتَهُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكُمْ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْأَوَّلَى مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا - متفق عليه . قَوْلُهُ غُنْثَرٍ بَغِيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْرُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نَاءٌ مُثَلَّثَةٌ وَهُوَ الْغَبِيُّ الْجَاهِلُ وَقَوْلُهُ فَجَدَّعَ أَيَّ شَتَمَهُ وَالْجَدْعُ الْقَطْعُ وَقَوْلُهُ يَجِدُ عَلَى هُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيُّ يَغْضَبُ .

১৫০৩. হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফ্যার সদস্যরা ছিল গরীব লোক । রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির কাছে দু'জনের খাবার আছে, সে তৃতীয় একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে, সে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। (কিংবা যেমন বলেছেন)। এই আদেশ মুতাবেক হযরত আবু বকর (রা) নিজের সঙ্গে তিন ব্যক্তিকে নিয়ে গেলেন আর রাসূলে আকরাম (স) নিলেন, দশ ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রা) খাবার খেলেন রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারপর সেখানে ইশার নামায় পড়ে এবং রাতের কিছু অংশ কাটিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন : তোমায় মেহমানদের কোন জিনিসটি আটকে রেখেছিল ? জবাবে হযরত আবু বকর (রা) বললেন : তুমি ওদেরকে খাবার খাওয়াওনি ? তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন আমি তাদেরকে খাবার দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা তোমার ফিরে আসার আগে খাবার খেতে অস্বীকার করেছে। হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, আমি ভয়ের তীব্রতায় চুপ মেয়ে গেলাম। হযরত আবু বকর (রা) আমায় নির্বোধ বলে ভর্তসনা করলেন এবং মেহমানদের বললেন : 'তোমরা খাও। তোমাদের জন্যে এটা পর্যাপ্ত হবে না। আল্লাহর কসম এই অবস্থায় আমি

মোটাই খাবার খাবোনা।' বর্ণনাকারী বলেন; আল্লাহর কসম! আমরা যখন কোনো লুকমা তুলতাম তখন নীচ থেকে এর চেয়ে বেশি খাবার বেড়ে যেত। এমন কি খেয়ে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। অথচ খাবার পূর্বে চেয়ে বেশি দেখা যেতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা) খাবারের পরিমাণ দেখে নিজের স্ত্রীকে বললেন : হে বনু ফরাসের বোন! এটা কী? তিনি জবাব দিলেন : না আমার চোখের প্রশান্তি দানকারী। খাবার তো আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি আছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা)-ও খাবার খেলেন। এবং বললেন; আমি কসম খেয়ে বলছি; খাবার ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। এরপর তিনি তা থেকে এক লুকমা খেলেন। তারপর বাকি খাবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং তা (খাবার) তাঁরই কাছে থাকলো।

সে সময় আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল। এবং তার মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা বারো জন ব্যক্তি (গোয়েন্দাগিরির জন্যে) এদিক সেদিক চলে গেলাম। আসলে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে (আল্লাহ জানে) কত লোক ছিল। তারা সবাই উপরিউক্ত খাবার খেল। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর (রা) শপথ করেন যে, তিনি খাবার গ্রহণ করবেন না। তাঁর স্ত্রীও শপথ করলেন যে, তিনিও খাবার খাবেন না। অনুরূপভাবে মেহমানরাও শপথ করলেন যে, হযরত আবু বকর খাবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরাও খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এই শপথ মূলত শয়তান থেকে উদ্ধৃত। এ কারণে তিনি খাবার আনালেন, নিজে তা খেলেন এবং মেহমানদেরও খাওয়ালেন। খাবার গ্রহণের সময় তিনি যখন লুকমা তুলতেন, তখন তার নীচে খাবার আরো বেড়ে যেত। তাই আবু বকর (রা) বলেন, হে বনু ফরাসের বোন! এটা কি ব্যাপার? তিনি জবাব দেন, এটা আমার চোখকে ঠাণ্ডাকারী জিনিস। খাবারের পরিমাণ তো আগের চাইতে অনেক বেশি। তিনি খাবার গ্রহণের পর বাকীটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই সঙ্গে এ খবরও দেয়া হলো যে, আমরা এ থেকে খাবার গ্রহণ করেছি।

এক বর্ণনায় আছে হযরত আবু বকর (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা)-কে বলেন : আমাদের এই মেহমানদের সঙ্গে নিয়ে যাও [আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছি]। আমার ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদারির কাজ সমাপন করো। অতঃপর আবদুর রহমান মেহমানদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এবং তাদের সামনে খাবার নিয়ে এলেন। এরপর তাদেরকে বললেন : খাবার উপস্থিত, আপনারা গ্রহণ করুন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এর মালিক কোথায়? আবদুর রহমান বললেন : আপনারা খাবার গ্রহণ করুন। তারা যতক্ষণ (গৃহস্থানী) এসে উপস্থিত না হবে, ততক্ষণ আমরা খাবার গ্রহণ করবে না। তিনি বললেন, আমাদের মেহমানদারি কবুল করো। কেননা ইত্যাবসার তিনি এসে পড়েন আর তোমরা খাবার গ্রহণ না করো, তাহলে আমাদেরকে সে জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তারা খাবার গ্রহণে অস্বীকারই করতে থাকল। আমি বুঝতে পারলাম, হযরত আবু বকর (রা) আমার ওপর নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা) ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি একদিকে সরে গেলাম। হযরত আবু বকর (রা) ঘরে পৌছেই জিজ্ঞেস করলেন : তুমি (মেহমানদের ব্যাপারে) কী করেছ? আবদুর রহমান সমস্ত ঘটনা শুনিয়েছিলেন। আবু বকর (রা) আওয়াজ দিলেন : আবদুর রহমান। আমি নীরব

রিয়াদুস সালাহীন

রইলাম। তিনি পুনরায় আওয়াজ দিলেন : আবদুর রহমান ? আমি তার পরও নীরব রইলাম। এরপর তিনি বললেন : ওহে বেওকুফ! আমি তোকে কসম দিয়ে বলছি, তুই যদি আমার আওয়ায শুনতে পাও, তাহলে শীঘ্র কাছে আয়। অতঃপর আমি এলাম এবং নিবেদন করলাম। আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাস করুন। মেহমানরা বললেন : এই লোকটি সত্য কথাই বলছে। সে আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছে ? হযরত আবু বকর (রা) রাগতস্থরে বললেন : তোমরা খাবারের জন্যে আমার অপেক্ষায় থেকেছো ? আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি খাবার গ্রহণ করবোনা। মেহমানরাও বললেন : আল্লাহর কসম! আপনি খাবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরাও খাবার গ্রহণ করবোনা। তিনি বললেন : তোমাদের জন্যে আফসোস! তোমাদের একথা বলার কারণ কি ? তোমরা কি আমাদের মেহমানদারী কবুল করছোনা ? তারপর বললেন : খাবার নিয়ে এসো। সুতরাং খাবার নিয়ে আসা হলো। হযরত আবু বকর (রা) বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, কসমটা শয়তানের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এভাবে নিজে খাবার খেলেন এবং মেহমানদেরও খাওয়ালেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৫০৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ نَاسٌ مُّحَدِّثُونَ فَإِنَّ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ - رواه البخارى و رواه مسلم من رواية عائشة وفى روايتهما قال ابن وهب مُّحَدِّثُونَ أَى مُّلهَمُونَ .

১৫০৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্বকার উম্মতগুলোর মধ্যেও 'ইলহাম' প্রাপ্ত লোকেরা ছিলেন। যদি আমার উম্মতের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত কোনো লোক থেকে থাকে, তবে সে হচ্ছে হযরত উমর (রা)।

(বুখারী)

মুসলিম-এ হযরত আয়েশা (রা) এটি বর্ণনা করেন। এই দুই রেওয়ায়েতেই ইবনে ওহাবের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত 'মুহাদ্দাস' বলতে বুঝায় ইলহাম প্রাপ্ত লোক।

১৫০৫. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا فَشَكَّوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يَحْسِنُ يَصْلِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَحْسِنُ تَصْلِي فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أَصْلِي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - لَا أُخْرِجُ عَنْهَا أَصْلِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكَدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأُخَفُّ فِي الْآخِرِينَ قَالَ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا إِسْحَاقَ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلًا إِلَى الْكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ فَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالْسَّرِيَّةِ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْفَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَّا وَاللَّهِ لَا دَعُونَ بِثَلَاثٍ اللَّهُمَّ إِن

كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسَمْعَةً فَأَطْلَ عُمَرُ وَأَطْلَ فَقْرَهُ وَعَرَّضَهُ لِلْفِتَنِ - وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ الرَّأْيِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ فَإِنَّا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ - متفق عليه .

১৫০৫. হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, কুফাবাসী হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াহ্বাসের ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলো! তিনি এরপর হযরত আম্মারকে কুফার গভর্ণর বানিয়ে পাঠালেন। ঐ লোকেরা হযরত সা'দের ব্যাপারে এতদূর অভিযোগ করলো যে, তিনি নামাযও শুদ্ধভাবে পড়েন না। সুতরাং হযরত উমর (রা) তাঁর কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তাকে সম্বোধন করে বললেন : 'হে আবু ইসহাক! এই লোকেরা অভিযোগ করছে যে, আপনি শুদ্ধভাবে নামাযও পড়ান না। হযরত সা'দ জবাব দিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদেরকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াই। সেক্ষেত্রে আমি কিছু মাত্র কম করিনা। তাই মাগরিব ও ইশার নামাযে প্রথম দুই রাকআতে দীর্ঘ কিয়াম করি এবং পরবর্তী দু'রাকআতে সংক্ষিপ্ত করি। হযরত উমর (রা) বলেন : হে আবু ইসহাক! তোমার ব্যাপারে আমার একরূপই ধারণা ছিল। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কুফাবাসীদের থেকে হযরত সা'দ (রা) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করলেন। সে মতে কুফার প্রতিটি মসজিদে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হলো। সবাই এক বাক্যে হযরত সা'দের প্রশংসা করলো। এভাবে তিনি বনু আবুস-এর মসজিদে উপস্থিত হলেন। সেখানে মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তার নাম ছিল উসামা বিন কাতাদাহ এবং উপনাম ছিল আবু সাদ। সে বললো, আপনি যখন হযরত সা'দের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন, তখন আমি বলছি শুনুন! সা'দ করোনা সেনা দলের সাথে যায় না? সে না ইনসাফের সাথে মালামাল বণ্টন করে, আর না তার ফয়সালা ইনসাফ মুতাবেক হয়। হযরত সা'দ তৎক্ষণাৎ বললেন : সাবধান! আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি। আমি তিনটি দো'আ করছি। হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়। এবং লোক দেখাবার ও খ্যাতি লাভ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ু দীর্ঘ করে দাও, তার দারিদ্র্য ও অনাহারকে দীর্ঘ করে দাও এবং তাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করো। কাজেই এই বদদোয়ার পর যখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হতো, সে বলতো : বুড়ো খুরখুরে বুড়ো, ফিতনার মধ্যে ডুবে গেছে, আমাকে সাদের বদদোয়া লেগেছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবনে উমাইর (রা) জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমি তাকে দেখেছি। বুড়ো হবার কারণে তার চোখের পাতা চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং সে পথেঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে টানাটানি করতো ও তাদেরকে জালাতন করে ফিরতো।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'গাবী' বলা হয় মূর্খ লোককে।

১৫০৬. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ خَاصَمَتُهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ أَخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ طُلْمًا طُرِقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَلَلَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَيِّنَتَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَا تَتْ - متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمِيَّاءَ ثَلَاثِينَ الْجُدْرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بَيْتِي فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتُهُ فِيهَا فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا .

১৫০৬. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনে য়ায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে উরওয়া বিনতে আওস ঝগড়া করেন এবং তাকে মারওয়ান বিন হাকামের কাছে নিয়ে যান। তিনি দাবি করেন যে, সাঈদ তার ভূমির কিছু অংশ দখল করে নিয়ে গেছেন। হযরত সাঈদ (রা) এর জবাবে বলেন : আমি তার ভূমির কিছু অংশ নিতেই পারি। যেহেতু আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর বৈধতা শুনেছি। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলো, তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কী শুনেছো? হযরত সাঈদ (রা) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি জ্বলুমের সাহায্যে কারো থেকে এক বিষত পরিমাণ জমিও ছিনিয়ে নেবে, তাকে (কিয়ামতের দিন) সাত পৃথিবী সমান চেড়ি পরানো হবে। মারওয়ান হযরত সাঈদকে বলেন : 'হে আল্লাহ! এই মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে একে অন্ধ করে দাও এবং তাকে এই ভূমিতেই মৃত্যু দান করো। হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, এই মহিলাটি অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। একদিন সে এই জমিনের ওপর দিয়ে চলছিল। হঠাৎ সে একটি গর্তে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন য়ায়েদ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে এই অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে যে, একদিন তিনি সেই মহিলাকে দেখেন যে, সে অন্ধ হয়ে গেছে। সে প্রাচীর ধরে ধীর পায়ে চলছিল এবং বলছিল যে, আমার ওপর হযরত সাঈদ (রা)- এর বদ্দো'আর প্রভাব ফেলেছে। একদিন সে ওই বিরোধপূর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে চলছিল এবং একটি কূয়ার পাশ অতিক্রম করছিল। হঠাৎ সে ওই কূয়ায় পড়ে গেল এবং সেটাই তার কবরে পরিণত হলো।

১৫০৭. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَحَدُ دَعَائِي أَبِي مِنَ اللَّهِ ﷻ فَقَالَ : مَا أَرَانِي

إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يَقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَى مِنْكَ غَيْرِ
نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ عَلَى دَيْنَا فَاقْضِ وَأَسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ،
وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فَاسْتَخَرْتُ جُتَّةَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا
هُوَ كَبِيرٌ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أَذُنِهِ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حَدِّه - رواه البخارى .

১৫০৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি যখন বদর যুদ্ধে শরীক
ছিলাম তখন রাতের বেলা আমার বাবা আমায় ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন : আমার মনে
হয় আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সব সাহাবীদের সঙ্গে নিহত
হবো, যারা সর্বপ্রথম নিহত হবেন। আর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার ওপর ঋণের দায় রয়েছে।
সেটা আদায় করতে হবে এবং আপন বোনদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। রাত
পেরিয়ে সকাল হলো। আমার পিতাই প্রথম শহীদ হয়ে এলেন। আমি তাঁকে অপর একটি
লোকের সাথে কবরে দাফন করে দিলাম। তাঁকে অন্য একটি লোকের সাথে একটি কবরে
দাফন করে দেয়াটা আমার কাছে খুবই মনোপুত হলো। এর দুই মাস পর আমি আবার
বাবাকে কবর থেকে বের করলাম। আমি (অবাক হয়ে) দেখলাম, তাঁকে যেভাবে আমি দাফন
করেছিলাম ঠিক সেভাবেই তাঁর লাশটি রয়েছে। অবশ্য কানের ওপর কিছু চিহ্ন দেখা গেল।
এরপর তাঁকে আমি আলাদা কবরে দাফন করলাম। (বুখারী)

১৫০৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ
مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَا حِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ
حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ - رواه البخارى مِنْ طُرُقٍ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ
بْنُ بَشَرٍ.

১৫০৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি এক অন্ধকার রাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পথে বেরুলো। তাদের সম্মুখ ভাগে দুটি প্রদীপ দেখা
যাচ্ছিল। তারা উভয়ে যখন আলাদা হয়ে গেলেন, তখন তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে
প্রদীপ ছিল। এমন কি, এভাবে তারা উভয়ে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে গেলেন।

ইমাম বুখারী কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়, ওই
দুই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ বিন্ হুযাইর (রা) এবং আব্বাদ ইবনে বিশ্র (রা)

১৫০৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ عَاصِمَ
بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَاةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ

هَذِلْ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحِيَانٍ فَتَفَرُّوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِّن مِّائَةِ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصَوْا أَنَارَهُمْ - فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجُؤُوا إِلَى مَوْضِعٍ فَاحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا أَنْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ بَنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ : أَللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ حُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدِّثْنَةِ وَرَجُلٌ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَارَ قِسِيَهُمْ فَرَبَّطُوهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهُ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنْ لِي بِهِؤَلَاءِ أَسُوءَ بَرِيدٍ الْقَتْلَى فَجَرُّهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَنْطَلَقُوا بِحُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدِّثْنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدْرِ فَابْتِاعَ بَنُو الْحَارِثِ بَنِي عَامِرِ ابْنِ نَوْفَلٍ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ حُبَيْبًا وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَلَبِثَ حُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بَنِي لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى آتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَةً عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزَعَتْ فَزَعَةً عَرَفَهَا حُبَيْبٌ فَقَالَ اتَّخَشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ حُبَيْبٍ فَوَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْعًا مِّنْ عَنَبٍ فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ لَمُؤْتِقٌ بِالْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ! وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقُ رَزَقَهُ اللَّهُ حُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ حُبَيْبٌ دَعُونِي أَصْلَى رَكَعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ أَللَّهُمَّ أَخْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تَبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَقَالَ :

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي .

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ - يَبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شُلُوِّ مُعْزَعٍ .

وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ سَنٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ حِينَ حَدَّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرِفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ عَظَمَاءِ نِهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ الدَّبَرِ فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا - رواه البخارى .

قَوْلُهُ الْهَدَاةَ مَوْضِعَ وَالظَّلَّةِ السَّحَابُ وَالذَّبْرُ النَّحْلُ - وَقَوْلُهُ أَقْتُلُهُمْ بِدَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا فَمَنْ كَسَرَ قَالَ هُوَ جَمْعُ بَدَّةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهِيَ النَّصِيبُ وَمَعْنَاهُ أَقْتُلُهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ وَمَنْ فَتَحَ قَالَ مَعْنَاهُ مُتَّفَعٍ قَبْلَ فِي الْقَتْلِ وَاحِدًا بَعْدًا وَاحِدٍ مِنَ التَّشْدِيدِ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ سَبَقَتْ فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِنْهَا حَدِيثُ الْغُلَامِ الَّذِي كَانَ يَأْتِي الرُّهْبَ وَالسَّاحِرَ وَمِنْهَا حَدِيثُ جُرَيْجٍ وَحَدِيثُ أَصْحَابِ الْغَارِ الَّذِينَ أَطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتًا فِي السَّحَابِ يَقُولُ : أَسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالذَّلَالَةُ نِلٌ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ -

১৫০৯. হযরত আবু ছরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির একটি সংস্থাকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করলেন। হযরত আসেম বিন্ সাবিত আনসারী (রা)-কে তাদের আমীর (নেতা) নিযুক্ত করা হলো। তারা লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। তারা যখন গাসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হেদায়েত নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন হোযায়েল গোত্রকে তাদের সম্পর্কে বলা হলো। (এদেরকে বনু লাইয়ানও বলা হতো) তখন এদের মুকাবিলার জন্যে ওরা প্রায় এক শো তীরন্দাজ নিয়ে এগিয়ে এল এবং এদের পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগল। এভাবে যখন আসেম ও তাঁর সঙ্গীরা ওদের (পশ্চাদ্ধাবনের) বিষয় জানতে পারলেন তখন তারা একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু কাফিররা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল এবং বললো, তোমরা নেমে এসো এবং নিজেদেরকে আমাদের কাছে সোপর্দ করো। আমরা তোমাদের কাছে পাকা ওয়াদা করছি। আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবোনা। হযরত আসেম বললেন : হে লোকেরা! আমি কোনো কাফিরের আশ্রয় গ্রহণ করে অবতরণ করবোনা। হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবীর কাছে সংবাদ প্রেরণ করো। কাফিরগণ তাদের প্রতি প্রচণ্ড বেগে তীর বর্ষণ করতে লাগল এবং আসেমকে শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিন সাহাবী কাফিরদের থেকে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে (তাদের আশ্রয়ে) নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব যায়েদ বিন দাসেনা এবং অপর একজন সাহাবী ছিলেন। কাফিররা যখন তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করলো, তখন কামানের সাথে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। তাদের মধ্যকার তৃতীয় সাহাবী বললেন : এটা হলো অঙ্গীকার ভঙ্গের সূচনা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। নিঃসন্দেহে আমায় ওই শহীদদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কাফেররা তাকে টেনে হিচড়ে নিতে চাইল এবং এজন্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বন করল। কিন্তু তিনি ওদের সঙ্গে যেতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন। শেষ পর্যন্ত কাফেররা তাঁকে শহীদ করে ফেলল। এরপর তারা খুবাইব ও যায়েদ বিন্ দাসেনাকে নিয়ে রওয়ানা করল। বদর যুদ্ধের পর মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দেয়া হলো। বন্ধু হারেস বিন্ আমের বিন্ নওয়াফেল বিন্ আবদে মানাফ খুবাইবকে ক্রয় করে নিল। এই কারণে যে, খুবাইব বদর যুদ্ধের সময় হারেসকে হত্যা করেছিলেন। অতপর খুবাইব কিছু দিন তাদের হাতে বন্দী থাকলেন। এমনকি হারেসের পুত্ররা খুবাইব (রা)-কে হত্যা করার অসৎ ইচ্ছা পোষণ করলো

(এটা জানার পর খুবাইব হারেসের কন্যার কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ... তিনি তাকে দিয়ে দিলেন। তাঁর পুত্র হয়তো বা মায়ের গাফিলতির কারণে খুবাইব এর কাছে চলে গেল। সে দেখতে পেল যে, শিশুটি তার উরুর ওপর বসে রয়েছে এবং ভর রয়েছে তার হাতের উপর (এই দৃশ্য লক্ষ্য করে) সে ঘাবড়ে গেল। হযরত খুবাইব তার এই ঘাবড়ানো-কে বুঝতে পারলেন এবং বললেন, তুমি কি এই জন্যে ভীত হয়ে পড়েছ যে, একে আমি হত্যা করব? (মনে রেখ) আমি কখনো এই কাজ করার মতো লোক নই। সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব এর চেয়ে ভালো কোন বন্দী দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি একদিন হযরত খুবাইবকে দেখলাম, তার হাতে আগ্নেয় ছিল এবং তিনি সেটা খাচ্ছিলেন অথচ তিনি শৃংখলে আবদ্ধ ছিলেন এবং (তখন) মক্কায় এই ফলটি ছিল না আর তিনি বলছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর দেয়া রিযিক ছিল যা আল্লাহ হযরত খুবাইবকে দিয়েছিলেন। যখন কাফেরগণ হযরত খুবাইবকে হত্যা করার জন্যে হরম থেকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল তখন হযরত খুবাইব দুই রাকাত নফল নামায পড়ার জন্যে ওদের কাছে অনুমতি চাইল। ওরা তাকে অনুমতি দিল। এরপর হযরত খুবাইব দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ঘাবড়ে গেছি বলে তোমরা ধারণা করবে এরকম আশংকা যদি না থাকত, তাহলে আমি আরও বেশি নফল আদায় করতাম। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! এদেরকে গুণে গুণে মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরপর এদেরকে আলাদা আলাদা করে হত্যা করল এবং কাউকেই রেহাই দিল না। মৃত্যুর সময় তারা এই মর্মে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, আমি যদি ইসলামের ওপর থাকা অবস্থায় নিহত হই তাহলে আমার কোনো পরওয়া নেই যে, আল্লাহর পথে কিভাবে মারা যাচ্ছি। আমার এই মৃত্যু বরণ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আল্লাহ যদি চান, তাহলে আমার কেটে ফেলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপরও বরকত দিতে পারেন।

হযরত খুবাইব সেই সব মুসলমানের জন্যে দুই রাকাত নফল নামায পড়াকে মাস্নুন আখ্যা দিয়েছেন যারা বন্দী অবস্থায় নিহত হন। হযরত খুবাইব যেদিন শহীদ হন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিনই তাঁর এই শাহাদতের খবর দেয়া হয়। কুরাইশের কিছু সংখ্যক লোককে (কয়েক ব্যক্তি) হযরত আসেম বিন সাবেত-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছিলো। তাদেরকে জানানো হলো যে, খুবাইব শহীদ হয়ে গেছেন এই কারণে তারা তার দেহের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ (মাথা ইত্যাদি) নিয়ে এসেছেন। এই জন্যে যে, হযরত আসেম কুরাইশের বড় বড় সর্দারকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ হযরত আসেম এর লাশকে সংরক্ষণ করার জন্য মৌমাছি দলকে মেঘের ছায়ার মত প্রেরণ করলেন। তারা তাঁর লাশকে কুরাইশ-এর চরদের কবল থেকে সংরক্ষিত রাখল এবং তারা তার দেহের কোনো অংশই কাটতে পারল না। (বুখারী)

۱۵۱۰ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَسَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِمَنْ شِئَ قَطُّ إِنِّي لَا أَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ - رواه البخاری .

১৫১০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা) থেকে শুনি যে, তিনি কোনো কাজের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমার ধারণা হলো এই যে, এটা এই রকমের। তিনি কোনো কাজের ব্যাপারে ধারণা ব্যক্ত করলে সেটা অবশ্যই সেরকমের হতো। (বুখারী)

অধ্যায় : ১৭

كِتَابُ الْأُمُورِ الْمَنْعِيِّ عَنْهَا (নিষিদ্ধ কাজসমূহ)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চুয়ার

গীবত বা পরনিন্দার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং
জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আদেশ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُمَ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর কেউ কারো গীবত করবেনা। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইর গোশত খাওয়া পছন্দ করবে, এটাকে তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে। কাজেই গীবত করোনা এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।
(সূরা হজরাত : ১২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

তিনি আরো বলেন : (হে বান্দাগণ) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটোনা। (জেনে রাখো) কান, চোখ ও অন্তঃকরণকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
(সূরা ইসরা : ৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : কোনো কথা তার মুখে আসেনা; তবে একজন পর্যবেক্ষক (হামেশা) তার কাছে উপস্থিত থাকে।
(সূরা ক্বাফ : ১৮)

ইমাম নববী (রহ) বলেন, জেনে রাখো, প্রত্যেক বক্তার জন্যে জরুরী হলো সব রকম কথা-বার্তার ব্যাপারে সে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে। তবে যে সব কথাবার্তায় যৌক্তিকতা প্রকট এবং যেসব কথাবার্তা বলা আর না বলা যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে সমান। সেসব ক্ষেত্রে সুনাত হলো; কথাবার্তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় এবং সুনাহ সমর্থিত। কেননা, কখনো সখনো 'মুবাহ' (নির্দোষ) কথাবার্তাও হারাম কিংবা মাকরুহর পর্যায়ে উত্তর হয়ে যায়। এবং এ বিষয়টির অভ্যাসই বেশি লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখা দরকার শান্তির সমতুল্য কিছু নেই। (অতএব নীরব থাকাই উত্তম)

۱۵۱۱ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ

لِيَصْمُتَ - متفق عليه . وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ وَمَتَى شَكَّ فِي ظُهُورِهِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَكَلَّمَ .

১৫১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে প্রীতি ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণময় কথা বলে কিংবা নিরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে এই হাদীসও সুস্পষ্ট, কেউ যেন কল্যাণময় কথা ছাড়া অন্য কথা না বলে। যে কথার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হলেও তাতে কিছু সন্দেহ রয়েছে সে কথাও যেন কেউ না বলে।

১৫১২. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ - متفق عليه .

১৫১২. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম ? তিনি বলেন; যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫১৩. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ - متفق عليه .

১৫১৩. হযরত সাহাল বিন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার উভয় উরুর মধ্যবর্তী (যৌনাঙ্গ) বস্তুটি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫১৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنَ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَوْ يَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - متفق عليه وَمَعْنَى يَتَّبِعُنَ يَتَفَكَّرُ أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لَا .

১৫১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; বান্দাহ একটি কথা বলে, যে ব্যাপারে সে কিছু চিন্তা করেনা। এ কারণে সে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশি দূরত্বে দোযখে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

তাবাইয়ান শব্দের অর্থ সে চিন্তা করে যে, কাজটি ভাল কি মন্দ।

১৫১৫. وَعَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَلَا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَلَا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ - رواه البخارى .

১৫১৫. হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটি লোক আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে কিন্তু সে বিষয়ের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে না। এর কারণে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নত করবেন। অপর এক ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে এবং সেটাকে মামুলী বলে মনে করে। একারণে লোকটি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী)

১৫১৬. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَنَهُ إِلَى يَوْمِ رِضْوَانٍ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ - رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

১৫১৬. হযরত আবদুর রহমান বিলাল ইবনে হারিস মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে তবে সে খেয়াল করেনা যে, এটা তাকে কতখানি উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যাবে। আল্লাহ তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তুষ্টি বহাল রাখেন। অপর এক ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির, কথা বলে। তার খেয়াল থাকে না যে, সে এই বিষয়টিকে এতটা নিচে নামিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি বহাল রাখবেন।

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৫১৭. وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

১৫১৭. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমায় এমন কথা বলুন যাকে আমি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরবো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি বলো : “আমার রব্ব আল্লাহ” অতপর এর ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আমি আবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ব্যাপারে কোনো জিনিসটিকে বেশি ভয় করেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহবাকে ধরে বললেন : এই জিনিসটি। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৫১৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ

الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَسَوْءٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْفَاسِي -
رواه الترمذی .

১৫১৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলোনা। এই কারণে যে, আল্লাহ যিকির ছাড়া কথা মনের ভিতর কাঠিন্য সৃষ্টি করে। আর আল্লাহর থেকে সেই ব্যক্তি বেশি দূরে থাকবে, যার অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী)

১৫১৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৫১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দু'টি কাজের অনিষ্ট— তার মুখের কথার অনিষ্ট এবং তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (অর্থাৎ তার লজ্জাস্থানের) অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, সে জান্নাতে দাখিল হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৫২০. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ وَأَبْكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৫২০. হযরত উকবা বিন্ আমের (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! পরকালীন নাজাত কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে? তিনি বললেন : নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং নিজের ঘরে অবস্থান করো। আর নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে (আল্লাহর কাছে) কান্নাকাটি করো। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৫২১. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانُ تَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَأَتَمَّا نَحْنُ بِكَ : فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا . رواه الترمذی . معنی تُكْفِّرُ اللِّسَانُ آيَةٌ تَذَلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ .

১৫২১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন : আদম সন্তান যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জবানের সামনে বিনীতভাবে বলে : আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এই জন্যে যে, আমরা তোমার সঙ্গে রয়েছি। তোমরা যদি সঠিক থাকো তাহলে আমরাও সঠিক থাকবো। আর তোমরা যদি বক্রতার আশ্রয় নাও, তাহলে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো। (তিরমিযী)

۱۵۲۲ . وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَا عِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ السَّطَعَتْ إِلَيْهِ سَبِيلًا ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ يَعْلَمُونَ - ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كَلِمَةٍ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كَفَّ عَلَيْكَ هَذَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ تَكَلَّمْتُكَ أَمَّا وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَا نِدَائِهِمْ . رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه .

১৫২২. হযরত মা'আয (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমল বলে দিন, যা আমায় জান্নাতে প্রবেশ कराবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন : তুমি একটি বিরাট আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছো। তবে আল্লাহ যাকে তওফিক দান করেন, তার পক্ষে এটা খুবই সহজ। (তোমার প্রশ্নের জবাব হলো) আল্লাহর বন্দেগী করো। তার সঙ্গে কাউকে শরীক করোনা। নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, (রমযানের) রোযা রাখো, আর সামর্থ্য থাকলে বায়তুহাযতে হজ্জ করো। এরপর তিনি বললেন : আমি কি তোমায় নেকীর সমস্ত দরজার কথা বলবোনা? স্মরণ রেখো, রোযা ঢাল স্বরূপ। দান-সাদকা (ছোটখাটো) পাপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর লোকদের অর্ধেক রাতের সময় নামায পড়াও একটি ভালো কাজ। এরপর তিনি এই আয়াতটি পড়লেন :

“তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে ধূরে থাকে। তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে এবং আমি তাদের যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যেসব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তা জানে না” (সূরা আস-সাজদা : ১৬-১৭)

তারপর বললেন : আমি কি তোমায় ধ্বিনের মূল ভিত্তি স্তম্ভগুলো এবং সেগুলোর উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করবোনা? আমি নিবেদন করলাম; অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : ধ্বিনের মূল ভিত্তি হলো, ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ। তার স্তম্ভগুলো হলো নামায। তার উচ্চতা হলো জিহাদ। এরপর তিনি বললেন : আমি কি তোমায় এমন জিনিসের কথা বলবোনা, যার ওপর ওই সবকিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল? আমি নিবেদন করলাম অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি নিজের জিহ্বার অগ্রভাগ ধরে বললেন, একে বন্ধ রাখো। আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে লোকদের সাথে কথা বলি, সে সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? তিনি বললেন : তোমার মা তোমার জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত

হোক। লোকদেরকে তাদের চেহারার দরুন নয়, বরং জিহ্বার কারণে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৫২৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ - رواه مسلم .

১৫২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি জানো গীবত কি জিনিস ? সাহাবাগণ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : তোমার আপন (মুসলমান) ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যাকে সে অপ্রিতিকর মনে করে। জিজ্ঞেস করা হলো আপনি বলুন, আমি যা কিছু বলছি তা যদি আমার মধ্যে বর্তমান থাকে তাহলে ? তুমি যা কিছু বলছো, তা যদি তার মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে তো তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সেটা না থাকে, তাহলে তুমি 'বুহতান' করলে। (মুসলিম)

১৫২৪. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لَا هَلْ بَلَّغْتُ - متفق عليه .

১৫২৪. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনায় খুতবা দান প্রসঙ্গে বলেন : নিঃসন্দেহে তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের প্রতি 'হারাম' (সম্মানার্থ) যেমন তোমাদের এই দিন তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহর সম্মানাই। সারধান! আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি ? (বুখারী ও মুসলিম)

১৫২৫. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا - وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الرِّوَاةِ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ : لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّهُ لَي كَذَا وَكَذَا - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أوربحة لشدّة تشبهها وقبحها وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة قال الله تعالى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)

১৫২৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলাম : সাফিয়া (রা)-এর ব্যাপারে আপনার অমুক অমুক

জিনিসই যথেষ্ট। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, তার দৈহিক আকৃতি ছিলো খাটো। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এমন একটি কথা বললে যে, একে সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলে তার পানির ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির অনুকরণ করলাম। তিনি বললেন : আমি কারো অনুকরণ করাকে পছন্দ করিনা। এর জন্যে যদি আমায় বিপুল পরিমাণ ধন-মাল দেয়া হয়, তবুও নয়।

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

হাদীসে উল্লেখিত ‘মাযাজাত্হ’ শব্দের অর্থ হলো : সে তার সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, মিশ্রিত জিনিসের দুর্গন্ধ ও নষ্ট হওয়ার কারণে তার স্বাদ ও সুগন্ধি বদলে গেছে। এই হাদীসটি গীবতকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে। আল্লাহর হুকুম মাত্র, যা তার প্রতি প্রেরণ করা হয়।

১৫২৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِسُونَ وَجُوهُهُمْ وَصُدُورُهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ - رواه ابودوداد .

১৫২৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক দল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল আমার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।

১৫২৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَمَالُهُ - رواه مسلم .

১৫২৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমানের রক্ত, তার সম্মান, তার ধনমাল ইত্যাকার সব কিছু অন্য মুসলমানের জন্যে হারাম। (মুসলিম)

অনুবাদ : দুইশত পঞ্চাশ

গীবত শোনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং গীবত চর্চাকারী মজলিস ত্যাগ করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যখন তারা অনর্থক কথা-বার্তা শোনে, তখন তা থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা কাশাস : ৫৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -

তিনি আরো বলেন : সফলকাম মুমিন তারা যারা বেহুদা কথাবার্তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
(সূরা মুমিনুন : ৩)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

তিনি আরো বলেন : নিশ্চয়ই (তাদের) কান, চোখ ও অন্তরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
(সূরা ইসরা : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِنَّمَا يُنْسِبَنَّ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

তিনি আরো বলেন : আর যখন তোমরা এমন লোকদের দেখবে, যারা আমার আয়াতগুলো সম্পর্কে বেহুদা প্রলাপ করছে তখন তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, যেন তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়ে যায়। আর যদি শয়তান (একথা) তোমাদের ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তা স্মরণে এলে আর জালিমদের সাথে বসবেনা।
(সূরা আনআম : ২৮)

১৫২৮. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ
النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৫২৮. হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইর অসম্মান থেকে দূরে থাকল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখবেন।
(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৫২৯. وَعَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الْمَشْهُورِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ :
قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : ابْنُ مَالِكِ بْنُ الدُّخْشُمِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ مُتَافِقٌ لَا يَحِبُّ اللَّهَ وَلَا
رَسُولَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ آلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ
قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَنَفَّى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ - متفق عليه . وَعِثْبَانُ بِكَسْرِ
الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكِيَ ضُمُّهَا وَبَعْدَهَا تَاءٌ مُثْنَاةٌ مِنْ فَوْقِ ثَمَّ بَاءٌ مُوحَّدةٌ وَالْدُّخْشُمُ بِضَمِّ
الدَّالِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَضَمِّ الشَّيْنِ الْمَعْجَمَتَيْنِ .

১৫২৯. হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রা) এক সুদীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বলেন, রাসূলে আকরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায-পড়ার জন্যে দাঁড়ালেন। ঠিক এ সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন : মালিক ইবনে দুখশাম কোথায় ? এক ব্যক্তি বললো, সে তো

মুনাফিক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ওর কোনো ভালোবাসা নেই। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা বোলোনা। তোমাদের কি স্বরণ নেই যে, সে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই) বলছে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টিও তালাশ করছে? আল্লাহ তো সেই ব্যক্তিকে আগুনের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই) বলে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টিও সন্ধান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৩. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ حَدِيثُهُ الطَّوِيلُ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يَتَّبِعُونَكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ جِسْمِهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظْرُ فِي عِطْفِيهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ عَنْهُ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَفٍّ عَلَيْهِ. عِطْفَاهُ جَانِبَاهُ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ.

১৫৩০. হযরত কা'ব বিন মালিক তওবার ঘটনা সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে গমন করেছিলেন। তিনি হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : তাঁর কি হয়েছে? বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! তাঁকে তার উভয় চাদর এবং ডানে-বামে তাকানোর বিষয়টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা) তাঁকে বললেন, তুমি খারাপ কথা-বার্তা বলেছো। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'ইত্ফাই' বলতে উভয় দিককেই বুঝায়। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে আত্মপ্রিয়তা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছাপ্পান

বৈধ গীবত বা পর নিন্দার সীমারেখা

ইমাম নববী (রহ) বলেন, গীবত বা পর চর্চা সাধারণভাবে একটি নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় কাজ। তবে যখন কোনো বিশুদ্ধ শরয়ী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে গীবত ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, তখনই গীবত বৈধতা লাভ করে। এর ছয়টি প্রকার রয়েছে। প্রথম প্রকরণটি হলো : মজলুম তার মজলুমিয়াত সম্পর্কে ফরিয়াদ করতে গিয়ে কাযী বা বাদশাহ বা এমন লোকের দ্বারস্থ হলো, যার কাছে থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা যায়, এবং তাকে বললো : অমুক লোকটি আমার ওপর জুলুম করেছে। দ্বিতীয় প্রকরণটি হলো, খারাবি ও গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্যে এবং কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার চেয়েও শক্তিমান ব্যক্তিকে বিরত রাখতে সামর্থ্য থাকা। যেমন অমুক ব্যক্তি এমন এমন কাজ করছে, আপনি তাকে সেসব কাজ থেকে বিরত রাখলেন। এ থেকে আপনার উদ্দেশ্য হলো : তাকে সেই

খারাবি নিরসনের মাধ্যমে পরিজ্ঞান করা। যদি এরকম কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এরকম পরনিন্দা (গীবত) হারাম।

তৃতীয় প্রকরণ হলো : ফতোয়া লাভ করার জন্যে এই মর্মে গীবত করতে হয় যে, কোনো ব্যক্তি মুফতীকে বললো যে, আমার বাবা কিংবা ভাই আমার ওপর জুলুম করেছে কিংবা মহিলা বললো : আমার স্বামী আমার ওপর জুলুম করেছে কিংবা অমুক ব্যক্তি জুলুম করেছে; এই কারণে জুলুম করা বৈধ ছিল। এবং তার কবল থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করবো এবং আমার হক আমি কিভাবে আদায় করবো এবং তার জুলুম কিভাবে খতম করা যাবে? (উল্লেখিত) প্রয়োজন বিবেচনায় রাখলে এই ধরনের গীবত বৈধ। তবে সতর্কতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এই পন্থায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তির মধ্যে (নাম উল্লেখ ছাড়াই) অমুক অমুক দোষ-ত্রুটি বর্তমান রয়েছে বলে উল্লেখ করা। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট কারো নাম ছাড়াই যেহেতু উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়, এ জন্যে উত্তম কাজ হলো : সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছাড়া যেহেতু কাজটি জায়েয, যেমন এই বিষয়টি আমরা হযরত হিন্দ-এর হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণনা করবো।

চতুর্থ প্রকরণ হলো : মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে তাকে অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখা। এর কয়েকটি প্রকরণ রয়েছে। প্রথম প্রকরণটি হলো : সমালোচিত বর্ণনাকারী ও সাক্ষীদের সমালোচনা করা। এটা সমগ্র মুসলমানের দৃষ্টিতেই সর্বসম্মতভাবে জায়েয। বরং প্রয়োজনের সময় সমালোচনা করা ফরয। দ্বিতীয় প্রকরণ হলো : কোনো মানুষের সাথে মুশাহারাত কিংবা মুশারাকাত অথবা আমানত রাখা কিংবা তার সাথে কোনো বিষয়ে অথবা তার প্রতিবেশি হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া এবং যার থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে তার ওপর ওয়াজিব হলো সে ঐ লোকটির অবস্থাকে গোপন রাখবে না বরং শুভাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে তার মধ্যকার বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি গুলোর উল্লেখ করা। তৃতীয় প্রকরণ : যখন কোনো ছাত্রকে দেখা যাবে যে, সে কোনো বিদয়াতি কিংবা ফাসেক লোকের কাছে আসা যাওয়া করে এবং তার থেকে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে এবং ঐ ছাত্রটির এ ধরনের জ্ঞান লাভে ক্ষতির আশংকা রয়েছে তখন তার কর্তব্য হলো শুভাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে এর অবস্থা বর্ণনা করা। এই পরিস্থিতিতে কখনও সখনও ভুল-ত্রুটি এসে যেতে পারে। এই কারণে যে কখনও কখনও হিংসার কারণে তাকে ভুল বলা হলো আবার কখনও শয়তান তাকে আসল সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো, এবং তার মনে এই ধারণা জাগিয়ে দিল যে, তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করাই শুভাকাঙ্ক্ষার দাবি। অতএব এই অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। চতুর্থ পন্থা হলো, তার হাতে ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু অযোগ্যতা কিংবা অসদাচরণ অথবা অজ্ঞতার কারণে ক্ষমতার প্রয়োগে (দায়িত্ব পালনে) সে অক্ষম। এমনতর অবস্থায় তার পরিস্থিতি এমন লোকের কাছে বর্ণনা করা জরুরী যার হাতে সাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এবং সে ঐ লোককে পদ মর্যাদা থেকে বাতিল করে সেখানে এমন লোককে বসাতে পারে যার মধ্যে উত্তম পদ-মর্যাদা সামলানোর মতো যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে। কিংবা তার অবস্থা জানার পর তার সাথে যথোচিত ব্যবহার করবে। যাতে করে সে কোনো ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে এবং তাকে দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশ দেবে। কিংবা তাকে এই পদ মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। পঞ্চম পন্থা হলো : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকি ও ফাজিরী এবং বেদয়াতি কাজে লিপ্ত যেমন সে খোলা-শ্বেলা শরাব পান করে, লোকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায়, যেমন জোর পূর্বক লোকদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে। লোকদের থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নেয় এবং বাতিল কাজ-কর্মে লিপ্ত হয় এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ফাসেকী ও ফাজিরী কাজ-কর্মের উল্লেখ করা জায়েজ। অবশ্য তার অপ্রকাশ্য খারাপ কাজ কর্মের উল্লেখ

করা নিষিদ্ধ যতক্ষণ তার বৈধতার আর কোনো কারণ না থাকবে। অর্থাৎ আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করলাম। ষষ্ঠ উপায় : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হয় যেমন অন্ধ, বিকলাংগা, কালা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে তার পরিচিতির জন্যে ঐ গুণাবলীর উল্লেখ করা বৈধ এবং তাকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্যে ঐ সব উপাধী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ঐ সব উপাধি ছাড়াই তার পরিচিত দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে ঐগুলোর উল্লেখ না করাই সমীচীন। আলেমগণ এ প্রসঙ্গে এই ছয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ কারণের ক্ষেত্রে আলেমদের ইজমা হয়েছে এবং তাদের বর্ণিত হাদীসের সহীহ ও মশহুর বলে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কতিপয় হাদীস নিম্নরূপ :

১৫৩১. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهُ بِشَسِّ أَخُو الْعَشِيرَةِ - متفق عليه . اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي جَوَازِ غَيْبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَأَهْلِ الرِّيبِ .

১৫৩১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে অনুমতি দিয়ে দাও। (তবে) সে আপন গোত্রের মধ্যে খারাপ মানুষ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী এই হাদীসের ভিত্তিতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী এবং নেফাকের ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের গিবত করা জায়েয বলেছেন।

১৫৩২. وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَظُنُّ فَلَانًا وَفَلَانًا يَعْرِفَانِ مِن دِينِنَا شَيْئًا - رواه البخارى قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَدُ رَوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَانِ الرَّجُلَانِ كَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

১৫৩২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি একথা মনে করিনা যে, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের ধীনকে বুঝতে পেরেছে। (বুখারী)

ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী লাহস বিন্ সা'দ বর্ণনা করেন, উভয় ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

১৫৩৩. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضْرَابٌ لِلنِّسَاءِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِرِوَايَةِ لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ وَ قِيلَ مَعْنَاهُ كَثِيرُ الْأَسْفَارِ .

১৫৩৩. হযরত ফাতিমা বিন্তে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। আমি নিবেদন করলাম : হযরত আবুল জাহম ও হযরত মুআবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। (একথা শুনে) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুআবিয়া তো গরীব-ফকীর লোক। তার কাছে

ধন-মাণ কিছু নেই। পক্ষান্তরে আবুল জাহম নিজের কাঁধ থেকে কখনো লাঠি নিচে নামান না।
(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : আবুল জাহম তো মেয়েদের খুব মারপিট করে। একথারই ভাষান্তর হলো : সে নিজের কাঁধ থেকে কখনো লাঠি নামিয়ে রাখেনা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কথাটির অর্থ হলো : সে খুব বেশি সফর করে।

১৫৩৬. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - حَتَّى يَنْقُضُوا وَقَالَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَأَجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوا كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْا رُؤُوسَهُمْ - متفق عليه .

১৫৩৮. হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। এতে লোকদেরকে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো। তাই (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (তার সঙ্গীদের) বললো : যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রয়েছে তাদের জন্যে তোমরা কিছু খরচ করোনা। এর ফলে তারা এখান থেকে পালিয়ে যাবে এবং (এটাও) বলল, যখন আমরা মদীনায ফিরে যাবো তখন সম্মানিত লোকেরা সেখান থেকে অসম্মানিত লোকদেরকে বের করে দেবে। তারপর আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এই ঘটনার ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে বার্তা পাঠালেন এবং তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এতে সে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় হলফ করে বললো : সে এধরনের কথাই বলেনি। এর ফলে লোকেরা বলাবলি করল যে, য়ায়েদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিথ্যা বলেছে। এর ফলে লোকদের এ সংক্রান্ত কথাবার্তা আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। এমনকি আল্লাহ তা'আলা আমার কথা সত্যতা স্বরূপ আয়াত নাযিল করলেন : হে নবী! এই মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে : 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল'। হাঁ (এই কথা ঠিক) আল্লাহ জানে যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল। কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'এই মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'। তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এ উপায়ে তারা আল্লাহর পথ হতে নিজেরা বিরত থাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকেও বিরত রাখে। এরা যা করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা! এ সব কিছু শুধু এ কারণে যে, এই লোকেরা ঈমান এনে পরে আবার কুফরী গ্রহণ করছে। এ জন্য তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না। এদের প্রতি তাকালে এদের অবয়বকে তোমার নিকট খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে এদের কথা শুনে মগ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাষ্ঠ

খণ্ড মাত্র, যা প্রাচীরের সাথে জুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জোর আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকো। এদের ওপর আল্লাহ্‌র গম্ব। এদেরকে উল্টা কোন্ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এদেরকে যখন বলা হয় ‘এসো, তা হলে আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দো‘আ করবেন,’ তখন এরা মাথা ঝাকানি দেয়। আর তুমি লক্ষ্য করছে, তারা বড়ই অহমিকা সহকারে আসা হতে বিরত থাকে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাগফিরাত চাওয়ার জন্য ডাকলেন কিছু সে (উবাই) (অহংকার বশত) নিজের মাথা অন্য দিকে ঘুড়িয়ে নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৩৫. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سَفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ - متفق عليه .

১৫৩৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করল, আবু সুফিয়ান খুব কপন স্বভাবের লোক। সে আমাকে আমার সন্তানাদির ভরণ-পোষনের উপযোগী ধন-মাল দান করে না। তখন আমি যদি তার অগ্যাতে তার ধন-মাল থেকে কিছু ব্যয় করি তবে সেটা কি সঠিক হবে? রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এবং তোমার সন্তানাদির ভরণ-পোষনের উপযোগী মালামাল গ্রহণ করলে এতে দোষের কিছু থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতার

চোগলখুরীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ লোকদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার জন্য একের কথা অন্যকে বলা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَمَّازٌ مَشَاءٌ بَنِمِيمٍ -

মহান আল্লাহ বলেন : বিদ্রূপাত্মক ইশারা করা চোগলখুরীর মধ্যে গণ্য। (সূরা নূন : ১১)

وَقَالَ تَعَالَى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : যখন তারা কোনো কাজ করে তখন দু’জন লেখক ডানে-বায়ে বসে লিখে নেয়। কোনো কথা ততক্ষণ তার মুখে আসে না যতক্ষণ একজন পর্যবেক্ষক তার কাছে উপস্থিত না থাকে। (সূরা কাফ : ১৮)

১৫৩৬. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ - متفق عليه .

১৫৩৬. হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চোগলখোর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

রিয়াদুস সালাহীন

১৫৩৭. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوِّهِ - متفق عليه وهذا لَفْظُ أَحَدِي رَوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ . قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَيْ كَبِيرٍ فِي زَعَمِهِمَا وَقِيلَ كَبِيرٌ تَرَكَهُ عَلَيْهِمَا .

১৫৩৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন : এই দুটি কবরেই আযাব হচ্ছিল। কিন্তু বড়ো কোনো গুনাহর কারণে (যার কবল থেকে বাঁচা খুব মুশকিল) আযাব হচ্ছেনা; যদিও ওই গুনাহটা খুবই বড়ো। তার মধ্যে একজন ছিল চোগলখোর, অপরজন নিজের পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : আলেমগণ বর্ণনা করেন, তার কোনো বড়ো গুনাহর কারণে আযাব হচ্ছিলনা একথার তাৎপর্য এই যে, তার মতে সেটা খুব বড়ো গুনাহ ছিলনা। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ গুনাহ থেকে বাঁচা তাদের পক্ষে খুব মুশকিল ছিল।

১৫৩৮. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا أَتَّبِعُكُمْ مَا لِعِصَّةٍ هِيَ النَّمِيمَةُ الْفَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ - رواه مسلم . أَلْعِصَّةُ بَفَتْحِ الْعَيْنِ الشُّهْلَةِ وَإِسْكَانِ الضِّدِّ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْهَاءِ عَلَى وَزْنِ الْوَجْهِ وَرَوَى الْعِصَّةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الضِّدِّ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ الْعِدَةِ وَهِيَ الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْعِصَّةُ مَصْدَرٌ يُقَالُ عَصَّهُ عَصَّهُ أَيْ رَمَاهُ بِالْعِصَّةِ .

১৫৩৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে 'আদ্বহ' কাকে বলে, তা বলবোনা? তা হলো চোগলখুরী, যা লোকদের মধ্যে চর্চা করা যায়। (মুসলিম)

'আল-আদ্বহ' শব্দটি আইনে মুহমলাহর ফাতাহ এবং দ্বাদে মু'জামার সুকুন এবং 'হা'র সাথে আল-ওয়াজহার ওজনে ব্যবহৃত হয়। আর এ শব্দটি আইনের কাস্রা এবং দ্বাদে মুজামার ফাতাহর সাথেও প্রচলিত রয়েছে। ইজাহ-এর ওজনে এটি মিথ্যা ও বৃহতানের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর প্রথম রেওয়ায়েতের দৃষ্টিতে আল-আদ্বহকে মাস্দার বলা হয়।

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটান

লোকদের কথা-বার্তাকে নিশ্চর্যোজনে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি
ছাড়াই শাসকবর্গ অবধি পৌঁছানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর জুলুম ও গুনাহর ব্যাপারে সাহায্য করোনা। (সূরা মায়দা : ২)

১৫৩৭. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْفُغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرُ - رواه ابو داود والترمذی .

১৫৩৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কোনো সাহাবী আমার অপর কোন সাহাবী সম্পর্কে যেন আমার কাছে (অগ্রিয়) কোনো কথা না বলে। এই কারণে যে, আমি যখন তোমাদের মধ্যে আসি তখন আমার বক্ষদেশ যেন পরিষ্কার থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অনুবাদ : দুইশত ঊনষাট

দু'মুখো মুনাফিকদের নিন্দা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا -

মহান আল্লাহ বলেন : এরা লোকদের থেকে তো গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারেনা। অথচ এরা রাতের বেলা যখন এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাকে ওরা নিজেরাই পছন্দ করেনা। (সূরা নিসা : ১০৮)

১৫৪০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةٌ وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ - متفق عليه .

১৫৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে খনিজ সম্পদের মতো পাবে অর্থাৎ যারা জাহিলিয়াতের জমানায় শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামের জমানায়ও তারা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। যখন তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর তোমরা ইমারত নির্মাণে সেই লোকদের উত্তম পাবে যারা তাকে খুব বেশি মাকরুহ মনে করবে আর সমস্ত লোকদের থেকে নিকৃষ্ট সেই লোককে পাবে যে দোষখবাসী মুনাফিক। সে একজনের কাছে একটি ভূমিকা নিয়ে আসে ও অপর জনের কাছে অন্য আরেকটি ভূমিকা নিয়ে আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৪১. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِحَدِّثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رواه البخارى .

১৫৪১. হযরত মুহাম্মাদ বিন জায়েদ (রা) বর্ণনা করেন : কিছু সংখ্যক লোক তাদের দাদা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর কাছে নিবেদন করল : আমরা আমাদের বাদশাহদের

রিয়াদুস সালেহীন

কাছে যাতায়াত করি কিছু আমরা তাদের সামনে সেসব কথা বলি না যা তাদের কাছে থেকে ফিরে এসে বলি। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, এই পন্থাকে আমরা রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় নেফাক মনে করতাম। (বুখারী)

অনুবাদ : দুইশত ষাট

মিথ্যা বলা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর (হে বান্দাগণ) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেওনা। (সূরা ইসরা : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : কোনো কথা তার মুখে আসে না যতক্ষণ না একজন পর্যবেক্ষক তার কাছে উপস্থিত থাকে এবং সব কিছু লিখে নেয়। (সূরা কাফ : ১৮)

১৫৪২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْأَبْرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَالْأَبْرَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْأَفْجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَالْأَفْجُورَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا - متفق عليه .

১৫৪২. হযরত আবু মাসুদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যতা নেকীর পথ নির্দেশ করে। আর নেকী নির্দেশ করে জান্নাতের পথ। লোকেরা বরাবর সত্য বলতে থাকে এমন কি সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী রূপে চিহ্নিত হয়। আর মিথ্যা খারাবীর পথ নির্দেশ করে। আর খারাবী নির্দেশ করে জাহান্নামের পথ। লোকেরা বরাবর মিথ্যা বলতে থাকে এমনকি সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী রূপে চিহ্নিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৪৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْ نِّفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه . وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَجْوِهِ فِي بَابِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ .

১৫৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি খাঙ্গলত থাকবে সে পাক্কা মুনাফিক হবে। আর যার মধ্যে এর একটি থাকবে তার মধ্যে

নেফাকের একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে বিবেচনা করা হবে, যতক্ষণ সে তা বর্জন না করে। খাস্‌লতগুলো হলো : যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, সে খিয়ানত করবে। যখন সে কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে, তা ভঙ্গ করবে, আর যখন ঝগড়া করবে গালাগাল করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি ওয়াদা রক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে অতিক্রান্ত হয়েছে।

১৫৪৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَحَلَّمَ بِحِلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْاُنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ . رواه البخارى . تَحَلَّمَ أَيْ قَالَ إِنَّهُ حَلَمَ فِي نَوْمِهِ وَرَأَى كَذًا وَكَذَا وَهُوَ كَاذِبٌ وَلِأَنَّكَ بِالْمَدِّ وَضَمِّ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ وَهُوَ الرِّصَاصُ الْمَذَابُ .

১৫৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করবে, যা সে আদবেই দেখেনি, কিয়ামতের দিন তাকে বরাবর কষ্ট দেয় হবে। তাকে দুটি যবের দানার মধ্যে গিরা লাগাতে দিবে। কিন্তু সে কখনো গিরা লাগাতে পারবেনা। আর যে ব্যক্তি লোকদের কথাবার্তার দিকে কান লাগায়, যেখানে লোকেরা একে অপছন্দ করে তখন কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো প্রাণবান সত্তার ছবি নির্মাণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তাকে ঐ ছবির মধ্যে রুহ ফুঁকে দেয়ার জন্য চাপ দেয় হবে। কিন্তু কখনো রুহ ফুকতে পারবেনা। (বুখারী)

‘তাহাল্লাম’ অর্থ সে বর্ণনা করল যে, স্বপ্নের মধ্যে সে অমুক অমুক জিনিস দেখেছে, অথচ এটা সে মিথ্যা বলেছে।

১৫৪৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْرَى الْفِرَى أَنْ يَرَى الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَبَا . رواه البخارى . وَمَعْنَاهُ يَقُولُ رَأَيْتُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ .

১৫৪৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো : লোক তার চক্ষুকে এমন জিনিস দেখায়, যাকে তার চোখ কখনো দেখেনি। (অর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা) (বুখারী)

এর তাৎপর্য হলো : সে এমন জিনিস দেখে বর্ণনা করেছে, যা সে আদতেই দেখেনি।

১৫৪৬. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ فَيَقْصُصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُصَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَنْبَاءً وَأَنْتَهُمَا فَلَا لِي أَنْظِلُّ وَإِنِّي أَنْظِلُّتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا أَخْرُ

قَالَ نَمَّ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ إِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتَلَعُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدُهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتَبَعُ الْحَجَرُ قَبْلًا خُذْهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ تُمِيعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى ! قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا هَذَا ! قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا قَانِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَى وَجْهِهِ فَيُسْرِشُرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرَ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا ! قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَانِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتَلَعُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدُهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتَبَعُ الْحَجَرُ قَبْلًا خُذْهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا ! قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ فَاحْسِبْ أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ فَاطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضًا قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ ؟ قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرُ مِثْلَ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَأَهْ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَّ لَهُ فَأَهْ فَالْقِمَّةَ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا ! قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرَاةِ أَوْ كَاكْرِهِ مَا أَنْتَ رَأَى رَجُلًا مَرَأَى فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحْشُهَا وَيَسْمَى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا ؟ قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرٍ وَلِدَانٍ مَرَأَتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلَاءِ قَالَا لِيْ أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا فَاتَيْنَا لِيْ دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرْدَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ فَلَا لِيْ إِرْقٌ فِيهَا فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ فِضَّةٍ فَاتَيْنَا بَاتِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَنُفْتُحَ لَنَا فَدَخَلْنَا هَا ، فَتَلَقَّانَا رَجَالٌ شَطْرَ مَنْ خَلَقَهُمْ

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى ! وَشَطْرُ مِنْهُمْ كَأَفْحَاحٍ مَا أَنْتَ رَأَى . قَالَا لَهُمْ إِذَا هَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ . قَالَ : قَلَّا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ فَسَمَّا بَصْرِي صُعْدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ . قَلَّا لِي هَذَاكَ ؟ مَنْزِلُكَ قُلْتَ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا فَذَارَانِي فَأَدْخَلَهُ قَالَا أَمَا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ - قُلْتَ لَهُمَا فَإِنِّي رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سُنْخِرُكَ . أَمَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرُفُّهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْرِشُرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ . وَأَمَا الرَّحَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بَنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبِغُ فِي النَّهْرِ وَيُلْتَمِسُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ أَكُلُ الرِّبَا . وَأَمَا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ السَّرَّاءُ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْمَعُ حَوَلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَمَا الْوُلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ الْبَرَقَانِي وَلَدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآوِلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآوِلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرُ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رواه البخارى .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ وَقَالَ : فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى نَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَبَقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَفِيهَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ وَلَمْ يَشْكُ فِيهِ رَجُلٌ قَاتِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ - وَفِيهَا فَصْعِدًا بِى الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَقَطُ أَحْسَنَ مِنْهَا ، فِيهَا رِجَالٌ شُبُوحٌ وَشَبَابٌ وَفِيهَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ

فَكَذَّابٌ يُّحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
 وَفِيهَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَحُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ
 فَيَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَالْدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَالِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ
 الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْقِعْ رَأْسَكَ فَارْقَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابَةِ قَالَا
 ذَلِكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالَا : إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ
 أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قَوْلُهُ يَبْلُغُ رَأْسَهُ هُوَ بِالنَّاءِ الْمُسَلَّثَةِ وَالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَشْدَحُهُ وَيَشْقُقُهُ . قَوْلُهُ يَتَدَحَّرُجُ -
 وَالْكُلُوبُ يَفْتَحُ الْكَافِ وَضَمَّ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ . قَوْلُهُ فَيَغْفَرُ شَرَّهُوَ بِخَادَيْنِ
 الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ صَاحُوا . قَوْلُهُ فَيَغْفَرُ هُوَ بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَفْتَحُ قَوْلُهُ الشَّرَّاءِ
 هُوَ يَفْتَحُ الْمِيمَ أَيْ الْمَنْظَرُ قَوْلُهُ يَحْشُهَا هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءَ وَضَمَّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ
 أَيْ يُوقِدُهَا قَوْلُهُ رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ
 يُوقِدُهَا قَوْلُهُ رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ وَأَفِيقَةِ
 النَّبَاتِ طَوِيلَتِهِ قَوْلُهُ دَوْحَةٍ وَهِيَ يَفْتَحُ الدَّالَ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الشَّجَرَةُ
 الْكَبِيرَةُ . قَوْلُهُ الْمُحَضُّ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَيَا الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اللَّيْنُ .
 قَوْلُهُ فَسَمَا بَصْرِي أَيْ اِرْتَفَعَ . وَصَعْدًا بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ أَيْ مُرْتَفِعًا وَالرَّيَابَةُ يَفْتَحُ الرَّاءَ
 وَبِالْيَاءِ الْمَوْحَدَةِ مُكَرَّرَةً وَهِيَ السَّحَابَةُ .

১৫৪৬. হযরত সামুরা বিন্ জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবী (রা) দের প্রায়শ জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ ? এরপর তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করতেন, যাকে মহান আল্লাহ বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন । একদিন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, আজ রাতে আমার কাছে দু' আগন্তুক এসেছিল । তারা আমাকে বললো : চলো, সুতরাং আমি তাদের সাথে চললাম । আমরা একটা লোকের কাছে পৌঁছিলাম । সে শায়িত অবস্থায় ছিল । অপর একটি লোক পাথর হাতে নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়েছিল । এবং তার মাথায় পাথর ছুড়ে মারছিল । এবং তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল । যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে তখন তা ছুটে দূরে চলে যাচ্ছিল । লোকটি পাথর তুলে আনার জন্যে পাথরের পিছনে ছুটছিল । পাথর তুলে ফিরে আসার পূর্বেই দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা পূর্বের মতো হয়ে যাচ্ছিল । অতঃপর সেই ব্যক্তি ঠিক সেভাবে করতে লাগল, যেভাবে

পূর্বের ব্যক্তি করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সুবহানাল্লাহ। এটা কি জিনিস? তারা আমায় বললো : চলো। আমি চলতে শুরু করলাম। এরপর আমরা একটি লোকের কাছে পৌঁছলাম। সে গদীর ওপর শায়িত অবস্থায় ছিল। অপর এক ব্যক্তি তার কাছে লোহার একটি আঁকড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে তার চেহারার এক দিকের মাথাকে গদী পর্যন্ত চিরে ফেলছিল। সে তার নাককেও গদী পর্যন্ত এবং তার চোখকে গদী পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। অতপর সে চেহারার দ্বিতীয় দিকে প্রথম দিকের মতো সে একই রূপ কর্মনীতি গ্রহণ করলো, যা সে প্রথম পার্শ্বের সাথে করছিল। এই দিক সে চেরা শেষ করার আগেই অপরদিক সেই আগের মতো ঠিক হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার সে তার সাথে প্রথম বারের মতো আচরণ করল। রাবী বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : সুবহানাল্লাহ! এই দুজন কে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা আমায় বললো : (সামনে) চলো।

আমি চলতে শুরু করলাম। আমরা একটা জিনিসের কাছে পৌঁছলাম। সেটা ছিল উনুনের মতো একটি গর্ত। আমার ধারণা হলো [রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] এর মধ্যে হৈচৈ হট্টগোল ও নানারূপ আওয়াজ হচ্ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানে উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। নীচ থেকে তাতে একটি আষাবের বহ্নি-শিখা উঠছে। যখন বহ্নি-শিখাটি তাকে চিনে ফেলত, তখন সে চীৎকার করে উঠত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? তারা আমায় বললো : (সামনে) চলো।

আমি সামনে চলতে শুরু করলাম। এভাবে আমরা একটি খালের কিনারায় গিয়ে উপনীত হলাম। খালটির পানির রং ছিলো রক্তের মতো লাল এবং তাতে একটি লোক সাঁতার কাটছিল। খালটির তীরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে নিজের কাছে অনেক পাথর খণ্ড জমিয়ে রেখেছিল। যখন সাতার লোকটি সাতার কেটে কেটে তীরের লোকটির দিকে আসত (যার কাছে অনেক পাথর খণ্ড জমা ছিল) তখন সে পাথর মেরে মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দিল। তারপর সে চলে যেত আবার সাঁতার কেটে কেটে তার কাছে ফিরে আসত। তখন আবার পাথর মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দিত। এভাবে যখন সে তার দিকে ফিরে আসতে চাইত, তখনই পাথর মেরে তার মুখ ভেঙে দিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : এরা কে? সে আমায় বললো : সামনে চল।

সুতরাং আমি চলতে শুরু করলাম। এরপর আমরা অদ্ভুত চেহারার একটি লোকের কাছে পৌঁছলাম। অথবা বলা যায়, আপনি যেন কোনো চরম পর্যায়ে খরাপ লোককে দেখছেন, তার সামনে ছিল আগুন, সে আগুন জ্বালাচ্ছিল এবং তার চারদিকে ঘুরছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : এরা কে? সে বললো : সামনে চলো, সামনে চলো।

সুতরাং আমরা চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি বাগানের কাছে পৌঁছলাম, তাতে বসন্তকালের সবরকমের ফুল ফুটে ছিল। বাগানের মাঝখানে একটি দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৈর্ঘ্যের কারণে আমি তার মাথা দেখতে পারছিলাম না। সেই লোকটির আশে-পাশে বিপুল সংখ্যক শিশুর ভিড় ছিল, যা আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে এবং এর পরিচয় কি? সে আমায় বললো : সামনে চলো, সামনে চলো।

আমরা সামনে অগ্রসর হলাম এবং একটি বিরাট গাছের নিকট পৌঁছলাম। ঐ গাছটির মতো বিরাট এবং সুন্দর গাছ আমি কখনো দেখিনি। লোকটি আমায় বললো : আপনি এতে আরোহণ করুন, আমি গাছটিতে চড়লাম এবং তার ওপরে উঠলাম। আমি দেখলাম, অদূরে একটি শহর রয়েছে যেখানে একটি ইট সোনার ও একটি ইট রূপার ছিল। আমরা যখন তার দরজায় পৌঁছলাম, তখন দরজাকে খুলে যেতে বলা হলো, সুতরাং দরজাটি খুলে গেল এবং আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমরা এমন লোকদের দেখতে পেলাম, যাদের অর্ধেক দেহ খুবই সুন্দর ছিল; এমন দেহ কখনো আমরা দেখিনি। আবার তাদের অর্ধেক দেহ ছিল খুবই কুৎসিত, সেরকম কুৎসিত দেহও কখনো দেখিনি। আমার সঙ্গীরা তাদেরকে বললো : যাও এই নহরে দাখিল হও। পানির এই নহরটি বাগানের জন্য প্রবাহমান ছিল। পানি ছিল খুবই সাদা। অতএব সে নহরে গেল এবং তাতে পা ফসকে পড়ে গেল। এরপর সে আমাদের দিকে এল এবং তার কদাকার চেহারা এতে দূর হয়ে গেল এবং তাকে খুবই সুন্দর মনে হতে লাগল।

আমার সাথীগণ আমায় বললো : এটি হল জান্নাতে আদন আর ওটা হল আপনার স্থান। (ইতোমধ্যে) আমার দৃষ্টি উপর দিকে নিবদ্ধ হলো; তখন সাদা মেঘের মতো একটি মহল (প্রাসাদ) আমার দৃষ্টি পথে এল সঙ্গীরা আমায় বললো : ওটি হলো আপনার থাকার জায়গা। আমি ওদেরকে বললাম : আল্লাহ আমাকে যখন বরকত দান করেছেন তখন আমায় ছেড়ে দাও, যাতে করে আমি ঐ মহলে প্রবেশ করতে পারি। তারা বললো : এখনি নয়। তবে আপনি এতে প্রবেশ করবেন, এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : আমি আজ রাতে বিশ্বয়কর সব বস্তু প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি বলুন, আমি কি কি জিনিস দেখেছি। তিনি বললেন : আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো। প্রথম যে ব্যক্তির কাছে আপনি পৌঁছিলেন এবং যার মাথা পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, সেই লোকটা কুরআন মজীদ তেলওয়াত করত না এবং ফরজ নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যেত।

আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন এবং যার নাক, কান, চোখ ইত্যাদি চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে ব্যক্তি খুব প্রত্যাষে ঘর থেকে বেরোত, লোকদের কাছে মিথ্যা বলত এবং তার মিথ্যা দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে যেত।

আর তৃতীয় যেসব উলঙ্গ পুরুষ ও নারীকে আগুনে জলন্ত দেখেছেন তারা হলো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত পুরুষ ও নারী।

আর নহরে সাতার কাটা যে লোকের কাছে আপনি পৌঁছিলেন এবং যার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সে হলো সুদ খোর।

আর যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাচ্ছিল এবং তার চারদিকে ঘুরছিল, সে হলো জাহান্নামের গ্রহরী ফেরেশতা।

আর বাগানে যে লম্বা লোকটি ছিল, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর চারপাশে যে বাচ্চারা ছিল তারা হল শিশুকালে স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তান। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন : কোনো কোনো সাহাবী প্রশ্ন করেন : হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের বাচ্চারাও কি এর মধ্যে রয়েছে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশুরাও এর মধ্যে রয়েছে।

আর যেসব লোকের অর্ধেক দেহ খুব সুন্দর আর বাকি অর্ধেক খুব কুৎসিত তারা হলো সেসব লোক, যারা নেক আমলের সাথে খারাপ আমলও করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বুখারী)

বুখারীর অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আমি আজ রাতে দুই ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা আমার কাছে এসেছিল এবং আমায় পবিত্র-জমিনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বর্ণনা করেন, আমরা একটি গর্তের কাছে গেলাম, যা উনুনের মতো ছিল। তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। যখন আগুনের শিখা সমুন্নত হচ্ছিল, তখন তার মধ্যকার লোকেরাও উপরের দিকে চলে আসছিল। এমন কি, তারা বেরিয়ে যাবার কাছাকাছি এসে যাচ্ছিল। আর যখন অগ্নিশিখা নীচে চলে যেত, তখন তারাও নীচে চলে যেত। তারা ছিল উলঙ্গ নারী-পুরুষ।

আর এই একই রেওয়ায়েতে আছে; এরপর আমরা রক্তের নহরের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলনা। সেখানে নহরের মাঝমাঝি এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। নহরের কিনারায়ও এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। তার সামনে ছিল পাথর। যখন নহরের মাঝমাঝি দণ্ডায়মান লোকটি সেখান থেকে বেরুনোর চেষ্টা করতো, তখন কিনারায় দণ্ডায়মান লোকটি তার মুখে পাথর ছুড়ে মারত এবং তাকে ফিরিয়ে দিত এবং সে ফিরে চলে যেত।

আরো বর্ণিত হয়েছে সে আমায় একটি গাছের ওপর নিয়ে যায় এবং আমায় এমন একটি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় যার চেয়ে সুন্দর কোনো ঘর আমি কখনো দেখিনি। তার মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক সব ধরনের পুরুষরা ছিল।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে লোকটিকে তিনি দেখেছেন, তার মস্তক থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে ছিল মিথ্যাবাদী লোক। মিথ্যা বলাই ছিল তার অভ্যাস। তার মিথ্যাচার দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত। এই লোকটি কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত আযাবে লিপ্ত থাকবে।

ঐ রেওয়ায়েতে আরো আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লোকটির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখেছেন, সে লোকটিকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন, কিন্তু রাতভর সে শুয়ে কাটায়, সে না কুরআন অধ্যয়ন করে, না দিনভর তার ওপর আমল করে। কিয়ামত পর্যন্ত সে এই আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

আর প্রথম যে ঘরে তিনি প্রবেশ করেন, তাহলো সাধারণ ঈমানদারদের ঠিকানা। আর এ ঘরটি হলো শহীদানের ঘর আর আমি হলাম জিবরাইল ফেরেশতা আর এ হলো মিকাইল ফেরেশতা। আপনি নিজের মাথা উঁচু করুন। আমি মাথা উঁচু করলাম। তখন আমার সামনে মেঘের ন্যায় কোনো জিনিস ভেসে উঠল। তারা বললো, এটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে একটু আমার ঘরে প্রবেশ করতে দাও। তিনি বললেন : আপনার জীবন এখানে বাকী রয়েছে। সেটা আপনাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন সেটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আপনি আপনার ঘরে ঢুকে পড়বেন। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত একষটি

মিথ্যা বলার বৈধ উপায়

ইমাম নববী বলেন, স্বরণ রাখা দরকার, মিথ্যা বলা মূলগতভাবে হারাম — নিষিদ্ধ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তসহ মিথ্যা বলা জায়েয হয়ে দাঁড়ায়। আমি ‘কিতাবুল আযকারে’ ওই শর্তগুলোর উল্লেখ করেছি। এখানে সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি। কথা বলা হচ্ছে মানুষের কোনো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। সুতরাং যে লক্ষ্যটা সঠিক ও নির্ভুল এবং মিথ্যা ছাড়াই যা অর্জন করা সম্ভব, সেখানে মিথ্যা বলা সম্পূর্ণ হারাম। আর যদি লক্ষ্য অর্জনটা মিথ্যা বলা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাটা জায়েয। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনটা যদি জায়েয হয়, তাহলে মিথ্যা বলাটা জায়েয হবে। আর যদি লক্ষ্য অর্জনটা জরুরী হয়, তাহলে মিথ্যা বলাটাও জরুরী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন কোনো মুসলমান, কোনো জালিম হত্যা করতে ইচ্ছুক কিংবা তার লুকানো ধন-মাল লুট-পাট করতে প্রয়াসী। তখন এই মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কাছে আত্মগোপন করে থাকলে সেই জালিমের জিজ্ঞাসায় তখন তাকে গোপন করা ও মিথ্যা বলা জরুরী। এভাবে যদি কোনো ব্যক্তির কাছে আমানত থাকে এবং কোনো জালিম তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তাহলে তাকে গোপন রেখে মিথ্যা বলা জরুরী। এই সকল ক্ষেত্রে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যে, সে যেন নিঃস্বার্থভাবে কথাটি বলে। এর উদ্দেশ্য হলো, সে যেন ইবাদতের সাথে সঠিক লক্ষ্য অর্জনের নিয়্যাত করে এবং ইবাদতের দিক থেকে সে মিথ্যাচারী রূপে সাব্যস্ত না হয়। যদিও প্রকাশ্য শব্দাবলীতে এবং কথাটির শ্রোতা যেভাবে বুঝেছে সেভাবে সে মিথ্যাবাদীই। আর যদি কৌশলটা পরিহার করে এবং প্রায়োগিক দিক থেকে মিথ্যাও বলে ফেলে। তাহলে এমত অবস্থায় মিথ্যা বলাও হারাম নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার বৈধতার ক্ষেত্রে হযরত উম্মে কুলসুমের (রা)-এর হাদীস থেকে যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকদের মধ্যে মিল-মিশ করতে চায়, ভালো কথাকে অগ্রাধিক দেয় কিংবা উত্তম কথা বলে। (হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন) ইমাম মুসলিম এক রেওয়ায়েতে আরো বলেছেন; হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনি নি যে তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তিনি কোনো কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা অনুমতি দিয়েছেন। তাহলো : (১) জিহাদ (২) লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে এবং (৩) আপন স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তায় স্বামীর মিথ্যা ভাষণে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত বাষটি

কথা বলতে এবং তা উদ্ধৃত করতে সতর্ক থাকার তাগিদ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : (হে বান্দাগণ)! যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে ছুটে বেড়িওনা।

(সূরা ইসরা : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : কোনো শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়না। যার সংরক্ষণের জন্যে একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মজুদ না থাকে। (সূরা বাক্বা : ১৮)

১৫৪৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدِثَ بِكُلِّ مَسْمَعٍ - رواه مسلم .

১৫৪৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো লোকের জন্যে এতটুকু মিথ্যা বলাই যথেষ্ট যে, সে যেকথা শুনে পায়, তাকেই সে রটনা করে বেড়ায়। (মুসলিম)

১৫৪৮. وَعَنْ سُرَّةَ رَضٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ - رواه مسلم

১৫৪৮. হযরত সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বর্ণনা করে বেড়ায়, অথচ সে তাকে মিথ্যা বলে জানে, তাহলে সে পাক্ষা মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। (মুসলিম)

১৫৪৯. وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي ضَرَّةٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ تَشْبِعِي بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسِ ثَوْبِي زَوْرًا. متفق عليه . أَلَمْ تَشْبِعِي هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشَّيْءَ وَلَيْسَ بِشَبْعَانَ وَمَعْنَاهُ هُنَا أَنَّهُ يُظْهِرُ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضِيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. وَلَا يَسُ ثَوْبِي زَوْرًا أَيْ ذِي زَوْرٍ وَهُوَ الَّذِي يُزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ بِأَنْ يَتَزَيَّ بِزَيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ أَوْ الْعِلْمِ أَوِ الثَّرْوَةِ لِيُغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ - وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

১৫৪৯. হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন, এক মহিলা এসে নিবেদন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমি যদি আমার স্বামীর নামে সসংকোচে বলি যে, তিনি আমায় এটা দিয়েছেন, সেটা দিয়েছেন : অথচ তিনি আমায় ঐ সবের কিছুই দেননি। তাহলে কি (আমার) গুনাহ হবে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি সসংকোচে কারো দানের কথা ব্যক্ত করে, অথচ তাকে ঐসবের কিছুই দেয়া হয়নি তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে মিথ্যার দুখানি বস্ত্র পরিধান করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেষটি

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নিষিদ্ধতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاخْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর মিথ্যা বলা পরিহার করো।

(সূরা হুজ্ব : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

তিনি আরো বলেন : (হে বান্দাগণ!) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটোনা।
(সূরা বানী ইসরাঈল :)

وَقَالَ تَعَالَى : مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

তিনি আরো বলেন : কোন শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যবেক্ষক মজুদ না থাকে।
(ক্বা-ফ : ১৮)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

তিনি আরো বলেন : 'নিশ্চয়ই তোমার প্রভু ওৎ পেতে আছে'। (সূরা ফাজর : ১৪)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ -

তিনি আরো বলেন : 'আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করেন'। (সূরা ফোরকান : ৭২)

১০০. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ - متفق عليه .

১৫৫০. হযরত আবু বাকরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের অনেক বড়ো কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সাবধান করে দেবনা? আমরা নিবেদন করলাম : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানি করা। একথা বলার সময়ে তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি, আমরা বলতে লাগলাম হায়! তিনি যদি চুপ মেরে যেতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চৌষটি

কোন বিশেষ লোক কিংবা চতুষ্পদ প্রাণীকে লানত করা নিষেধ

১০০১. عَنْ أَبِي زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ الصَّحَّاحِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى وَجَلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُكُمْ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ - متفق عليه .

১৫৫১. হযরত আবু য়ায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে দাহুহাক আনসারী (রা) (যিনি বাইআতে রিয়ওয়ানে শরীক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো ধর্মের নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হলফ গ্রহণ করবে, (বলে যে, সে যদি একরূপ করে তবে সে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান) সে ঠিক সে রকমই হবে, যে রকম সে (হলফে) বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সাথে নিজেকে হত্যা করবে, সে তার সাথেই কিয়ামতের দিন আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি যে জিনিসের মালিক নয়, সে সেই জিনিসের নয়-নিয়ায মানতে পারেনা। আর মুমিনকে 'মালাউন' বলা (বা অনুরূপ) মিথ্যাপবাদ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৫২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِصَدِيقِي أَنْ يَكُونَ لَعَانًا - رواه مسلم

১৫৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তিকে বেশি লা'নত করা কোনো সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ)-এর পক্ষে সমীচীন নয়।

(মুসলিম)

১৫৫৩. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم

১৫৫৩. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অধিক লা'নতকারী না কিয়ামতের দিন (কাউকে) সুপারিশ করতে পারবে, আর না সাক্ষ্য দান করতে পারবে।

(মুসলিম)

১৫৫৪. وَعَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ . رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৫৫৪. হযরত সামুরা বিন্ জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো প্রতি আল্লাহর লা'নত ও গযব বর্ষিত হওয়ার এবং তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বলোনা।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৫৫৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ - رواه الترمذی وقال حديث حسن

১৫৫৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন কাউকে বিদ্রূপ করেনা, কাউকে অভিশাপ দেয় না; সে অশ্লীলভাষী হয়না এবং বেহুদা কথাবার্তাও বলেনা।

(তিরমিযী)

ইমাম মিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১০০৬. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِمِئْنَةٍ وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الذِّئْنِ لَعْنٍ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَلَا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا - رواه أبو داود .

১৫৫৬. হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন কারো প্রতি লান'ত বর্ষণ করে, তখন সে লান'ত আসমানের দিকে উঠে যায়। কিন্তু লান'তটি সামনে অগ্রসর হবার ফলে আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা জমিনের দিকে অবতরণ করতে শুরু করে। তখন তার জন্যে জমিনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তা ডানে ও বামে চলে যায়। যখন সে কোনো পথ খুঁজে পায়না, তখন যে ব্যক্তির ওপর লান'ত করা হয়েছে তার দিকে ফিরে যায়। কিন্তু সে যদি লান'তের হকদার না হয় তাহলে তা লান'তকারীর দিকে ফিরে আসে। (আবু দাউদ)

১০০৭. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجَرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْإِتْمَشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْزِضُ لَهَا أَحَدٌ - رواه مسلم .

১৫৫৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন (আমরাও সাথে ছিলাম)। এক আনসারী মহিলা উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিল। সে উষ্ট্রীটিকে দ্রুত গতিতে হাকাচ্ছিল এবং খুব শাঁসাতে শাঁসাতে তার ওপর লান'ত বর্ষণ করতে লাগল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে পেয়ে বললেন : উষ্ট্রের পিঠের মাল-পত্র নামিয়ে ছেড়ে দাও কারণ উষ্ট্রীটি এখন অভিশপ্ত। বর্ণনাকারী হযরত ইমরান বলেন, আমি যেন এখন দেখতে পাচ্ছি যে, উষ্ট্রীটি লোকদের মাঝে ঘুরাফিরা করছে এবং কেউ তার সামনে যাচ্ছেনা। (মুসলিম)

১০০৮. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نُضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلِّ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُصَاحِبْنَ نَاقَةَ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ - رواه مسلم قوله حَلِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَهِيَ كَلِمَةٌ لِرُجْرِ الْأَيْلِ -

১৫৫৮. হযরত আবু বারযাহ নাযলাতা ইবনে উবাইদ আল-আসলামি (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক যুবতী মেয়ে উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার ছিল। তার ওপর লোকদেরও কিছু মালপত্র চাপানো ছিল। হঠাৎ সেই মেয়েটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। দলের লোকদের নিকট পাহাড়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়লো ভয়ের দরুন) মেয়েটিকে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হতে লাগল। মেয়েটি উষ্ট্রীকে বললো : হাল্ (আদেশসূচক শব্দ) অর্থাৎ চল!

হে আল্লাহ! এর ওপর লা'নত বর্ষণ কর। এ কথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাদের সঙ্গে এমন কোনো উষ্ট্রী যেতে পারেনা, যার ওপর লা'নত করা হয়েছে। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত হাল حَال শব্দটি উটকে ধমকানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম নববী বলেন, মনে রাখা দরকার যে, এই হাদীসের মর্মকে কঠিন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ এর মধ্যে কাঠিন্যের কিছু নেই। এর উদ্দেশ্য হলো, তিনি এই মর্মে থামিয়ে দিলেন যে, এই উষ্ট্রীটি যেন তার সঙ্গে না যায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তাকে বিক্রী করা যাবেনা কিংবা যবাই করা যাবেনা অথবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ছাড়া এর ওপর সওয়ার হওয়া যাবেনা; বরং উল্লেখিত ধরনের ব্যবহার এবং এছাড়া অন্যান্য ধরনের ব্যবহারও নিষিদ্ধ নয় তবে ওই উষ্ট্রীর সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহচর্য সঙ্গত নয়। এছাড়া অন্যান্য সব ধরনের ব্যবহারই বৈধ; সে সব নিষিদ্ধ হওয়ার মতো কোনো দলীল পাওয়া যাবে না। সুতরাং উল্লেখিত একটি ধরন ছাড়া বাকি সব ধরনই বৈধ। (এ বিষয়ে আল্লাহ ভাল জানেন)।

অনুচ্ছেদ ৪ দুইশ পঁয়ষাট

অনির্দিষ্ট নাফরমানের প্রতি লা'নত প্রেরণের বৈধতা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : জেনে রেখো, জালিমদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। (সূরা হুদ : ১৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَادْنُ مَوْذَنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ -

তিনি আরো বলেন : তো (তখন) তাদের মধ্যে জনৈক আহবানকারী আহবান করবে যে, জালিমদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। (সূরা আরাফ : ৪৪)

ইমাম নববী (রহ) বলেন : সহীহ হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই নারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত, যে (মাথার চুলকে লম্বা দেখানোর জন্যে) কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে কিংবা এর ব্যবস্থা করে দেয়। আর সূদ খোরের প্রতি আল্লাহর লা'নত। আল্লাহ (মানুষের) ছবি নির্মাণকারীদের অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা (ইচ্ছামতো) পাল্টে ফেলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত। তিনি আরো বলেছেন : যারা চুরি করে, তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত সে একটি ডিম পরিমাণ মালামালই চুরি করুকনা কেন। তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পিতা মাতার প্রতি লা'নত করে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। আর যে ব্যক্তি গায়রুন্নাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) নামে (কোনো প্রাণী) যবাই করে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : যে ব্যক্তি মদীনায কোন বিদআত চালু করবে, অথবা কোনো বিদআতকে প্রশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা এবং তামাম লোকেরা লা'নত বর্ষণ করে। পরন্তু রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদো'আ করতে গিয়ে বলেন; হে আল্লাহ! রিআল, যাক'ওয়ান ও উসাইয্যার (উল্লেখ্য এই তিনটি আরবের উপজাতি) প্রতি লা'নত প্রেরণ করো; এই কারণে যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নাফরমান। তিনি আরো বলেন, ইয়াহুদদের প্রতি আল্লাহর লা'নত পড়ুক। এরা আপন নবীদের (রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। তিনি (রাসূলে আকরাম) সেই সব পুরুষদের অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন, যারা মেয়েদের অনুকরণ করে। আবার সেই নারীকেও অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষদের অনুকরণ করে। এই সমস্ত কথাই সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এর কোনো কোনো বর্ণনা সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনা শুধুমাত্র একটি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছি।

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছয়ষটি

মুসলমানদের নাহক গালাগাল করা হারাম

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا -

মহান আল্লাহ বলেন : যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি এমন কাজের তোহ্মত (মিথ্যা অপবাদ) আরোপ করে, তারা একটা বিরাট মিথ্যাপবাদের বোকা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। (সূরা আহযাব : ৫৮)

১৫৫৭. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ - متفق عليه .

১৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানদের গালি দেয়া ফাসিকী এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৬০. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ - رواه البخارى .

১৫৬০. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে ফাসিক ও কাফির বলে আখ্যায়িত করে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তার হকদার না হলে অপবাদটা প্রথম ব্যক্তির দিকে ফিরে যাবে। (বুখারী)

১৫৬১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَلْمُتَسَابِّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ - رواه مسلم .

১৫৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি যখন একে অপরকে গালাগাল করে, তখন তার অপরাধ (প্রধানত) সূচনাকারীর ওপরই বর্তায়। অবশ্য যদি মজলুম বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

১৫৬২. وَعَنْهُ قَالَ : أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : أَضْرِبُوهُ قَالَ أَضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ : لَا تَقُولُوا هَذَا لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ - رواه البخارى .

১৫৬২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। লোকটি শরাব পান করেছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওকে মার দাও। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের কেউ কেউ তাকে ঘুসি মারতে লাগল; কেউ কেউ তাকে জুতা মারছিল। আবার কেউ কেউ তাকে কাপড় পাকিয়ে মারছিল। লোকটি যখন (বাড়ি) ফিরে আসছিল, তখন কেউ কেউ তাকে বিদ্রূপ করে বলছিল; আল্লাহ তাকে অপদস্থ করুক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপ কথা বলোনা; তার ওপর শয়তানকে বিজয়ী হতে দিওনা। (বুখারী)

১৫৬৩. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّيْنِ يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ - متفق عليه .

১৫৬৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি নিজের গোলামের ওপর ব্যভিচারের তোহমত (যেনার অপবাদ) আরোপ করে কিয়ামতের দিন তার ওপর 'হদ' (চরম দণ্ড) কার্যকর করা হবে। তবে শর্ত এই যে, তার কথাকে ঠিক ঘটনা মুতাবেক হাতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতষটি

অকারণে কোনো শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া

মৃত লোককে গালাগাল করা হারাম

১৫৬৪. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا - رواه البخارى .

১৫৬৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করোনা; কেননা, তারা (ভালো-মন্দ) যা কিছু আমল করেছে, তা তারা (ইতোমধ্যেই) পেয়ে গেছে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটষষ্টি কোন মুলমানকে যেন কষ্ট না দেয়া হয়

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ
إِثْمًا مُبِينًا -

মহান আল্লাহ বলেন : যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ওপর এমন কাজের তোহ্মত আরোপ করে যা তারা করেনি, তারা নিজেদের কাধে বুহতান ও সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা চাপিয়ে নেয়। (সূরা আহযাব : ৫৮)

১৫৬৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ - متفق عليه .

১৫৬৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে (অন্য) মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোকে ছেড়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৬৬. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِئَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَاتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ - رواه مسلم .
وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثٍ طَوِيلٍ سَبَقَ فِي بَابِ طَاعَةِ وَلَاَةِ الْأُمُورِ -

১৫৬৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস্ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তার জন্যে জরুরী হলো, যখন তার মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসবে, তখন সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং লোকদের সাথে সে এমন আচরণ করে, যেমন আচরণ সে নিজের প্রতি দেখতে চায় এবং তেমন আচরণই সে প্রদর্শন করে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ঊনসত্তর পরস্পরে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই স্বরূপ। (সূরা হুজরাত : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى : أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ -

তিনি আরো বলেন : আর যারা মুমিনদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর মনোভাব রাখে। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

وَقَالَ تَعَالَى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

তিনি আরো বলেন : মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল! আর যারা তার সঙ্গী-সাথী, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে রহম দিল। (সূরা ফাতাহ : ২৯)

١٥٦٧ . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ - متفق عليه .

১৫৬৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (তোমরা) পরস্পর প্রতি ক্রোধ পোষণ করোনা, হিংসা পোষণ করোনা, শত্রুতা পোষণ করোনা, সম্পর্কচ্ছেদও করোনা, বরং আল্লাহর-বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। আর কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাইর সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٨ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ وَزَكَرَ نَحْوَهُ .

১৫৬৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সোমবার ও বিস্মদবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তাকে (এদিন) ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি ও তার ভাইর মধ্যে শত্রুতা থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের উভয়কে অবকাশ দাও। এমনকি তারা যেন নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে নিতে পারে। (কথাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বলেন)। (মুসলিম)

একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বিস্মদবার ও সোমবার আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়।

অনুচ্ছেদ : দুইশত সত্তর

হিংসা করা নিষেধ (হারাম)

হিংসার তাৎপর্য এই যে, হিংসা পোষণকারী আপন মালিকের কাছে নিয়ামত বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তা দ্বীনের নিয়ামত হোক কি দুনিয়ার।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : কিংবা তারা অন্যান্য লোকদের প্রতি এই জন্যে হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন। (সূরা নিসা : ৫৪)

এই পর্যায়ে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি স্মর্তব্য, যা পূর্বেকার অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

১৫৬৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ - رواه ابو داود .

১৫৬৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নিজেদেরকে হিংসা থেকে বাঁচাও। এ কারণে হিংসা নেক কাজগুলোকে ঠিক সেভাবে খতম করে দেয়, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে কিংবা ঘাসকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : দুইশত একাত্তর

গুণচর বৃত্তি এবং অন্যায়ভাবে অপরের কথা শোনা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَجَسَّسُوا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর (তোমরা) একে অপরের গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে খোঁজা-খুঁজি করোনা। (সূরা হুজরাত : ১২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا -

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর এমন কাজের তোহমত আরোপ করে, যা তারা করেনি এবং বিনা অপরাধে তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা নিজেদের মাথায় অতি বড় মিথ্যা দোষ এবং সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা তুলে নেয়। (সূরা আহযাব : ৫৮)

১৫৭০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَأَظْنَ فَإِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَّا فَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَذَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَامَالِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَّا جَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَذَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ

اللَّهُ إِخْوَانًا. وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخارى اكثرها .

১৫৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বাঁচো। কেননা খারাপ ধারণা হচ্ছে অত্যন্ত মিথ্যা কথা। আর দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে বেড়িও না। আর না গোয়ন্দাগিরি করো, আর না একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করো। আর না একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো। আর না একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করো। আল্লাহর বান্দাহরা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও। যেমন তোমাদেরকে আল্লাহ হুকুম করেছেন : মুসলমানরা মুসলমানের ভাই স্বরূপ। তারা না পরস্পরের প্রতি জুলুম করে আর না পরস্পরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাকওয়া হচ্ছে এই জায়গায়ই। একথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন। লোকদের জন্য এতটুকু খারাপ কথাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের রক্ত সম্মান এবং ধন-মাল অপর মুসলমানের জন্য হারাম। সাবধান থেকো। আল্লাহ তোমাদের দৈহিক গঠন ও আকার আকৃতি এবং তোমাদের কর্ম-কাণ্ডকে দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর এবং কার্য-কলাপ দেখেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তোমরা না পরস্পরে ঈর্ষা পোষণ করো, আর না পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো, কিংবা না একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করো, আর না দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াও। অথবা পরস্পরকে ধোঁকা দাও। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করোনা। পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করোনা, পরস্পরে প্রতি হিংসা-দ্বেষ পোষণ করোনা। হে আল্লাহর বান্দাহরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, একে অপরের সাথে মেলামেশা বন্ধ করোনা। তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্যের দরদামের ওপরে দরদাম করোনা। এই সমস্ত রেওয়ায়েত ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ রেওয়ায়েত।

١٥٧١. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَ تَهُمْ أَوْ كَذْتُ أَنْ تُفْسِدَهُمْ - حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৫৭১. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; তুমি যদি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করো তাহলে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। কিংবা অচিরেই তারা ফেতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বে।

ইমাম আবু দাউদ নির্ভুল সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৫৭২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِّي بَرَجَلٍ فَقِيلَ لَهُ هَذَا فَلَانَ تَقْطُرُ لِحَيْثِهِ خَمْرًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِن يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ - رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري وإسليم.

১৫৭২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, তার কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো এবং তার সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি অমুক ব্যক্তি যার দাঁড়ি থেকে শরাবের ফোঁটা ঝড়ে পড়ছিলো। একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাদেরকে দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে বারন করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ আমাদের সামনে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি প্রকট রূপে দেখা দেয় তাহলে আমরা সেটিকে পাকড়াও করবো।

হাদীসটি সহীহ এবং আবু দাউদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে এটিকে সনদ সহ উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : দুইশত বাহাস্তর

নিশ্চয়োজনে মুসলমানদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা খুব বেশি ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কুধারণা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা হুজরাত : ১২)

১৫৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ - متفق عليه .

১৫৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নিজেদেরকে কুধারণা পোষণ থেকে বাঁচাও। কেননা, কুধারণা পোষণ হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত তেহাস্তর

মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান, অবজ্ঞা করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! কোনো জনগোষ্ঠী অন্য অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করে। হতে পারে যে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর মেয়েরাও যেন মেয়েদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। হতে পারে যে, তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর আপন মুমিন ভাইয়ের ওপর দোষারোপ করোনা। আর না একজন অপর জনকে খারাপ নামে ডাকো। ঈমান আনার পর খারাপ নামে ডাকা গুনাহ। আর যে তওবা করবেনা সে জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা হুজরাত : ১১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ -

তিনি আরো বলেন : নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে যে (মুখোমুখি) লোকদেরকে গাল-মন্দ এবং (পিছনে) তার নিন্দা প্রচারে অভ্যস্ত। (সূরা হুমাহূহ : ১)

১৫৭৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بِحَسَبِ أَمْرِي مَنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رواه مسلم وقد سبق قريباً بطوله -

১৫৭৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো লোকের জন্যে এতটুকু মন্দই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। (মুসলিম)

হাদীসটি সম্ভবত ইতোপূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে।

১৫৭৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ - رواه مسلم. وَمَعْنَى بَطَرِ الْحَقِّ دَفْعُهُ وَغَمَطُهُمُ اجْتِنَاءُهُمْ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَضَحَّ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الْكِبَرِ .

১৫৭৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো : (কিন্তু) প্রত্যেক ব্যক্তিই তো চায় যে, তার পোশাকটা ভালো হোক আর জুতাটাও ভালো হোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিঃসন্দেহে! আল্লাহ সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি ভালোবাসেন। আর অহংকার হলো, সত্যি কথা অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে অবজ্ঞা করার নাম। (মুসলিম)

১৫৭৬. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ -

رواه مسلم

১৫৭৬. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; একটি লোক বললো : আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুক লোককে ক্ষমা করবেন না। একথায় মহান আল্লাহ বলেন : এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, আমার নামে কসম খায় যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবোনা? (জেনে রাখো) আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত চুহান্তর

মুসলমানদের কষ্ট দেখে খুশি হওয়া বা আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -

মহান আল্লাহ বলেন : মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই ভাই স্বরূপ। (সূরা হুজরাত : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

তিনি আরো বলেন : যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে নির্লজ্জতা অর্থাৎ ব্যাভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত খবর বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা নূর : ১৯)

١٥٧٧ . وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْجِمَكَ اللَّهُ وَيَتَلَيَّكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن . وَفِي الْبَابِ الْحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّبِقُ فِي بَابِ التَّجَسُّسِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ الْحَدِيثُ .

১৫৭৭. হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন্ আস্কা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আপন ভাইর মুসিবতে আনন্দ প্রকাশ করোনা। কেননা এতে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন এবং তোমায় মুসিবতে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী)

হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : দুইশত পাঁচান্তর

বংশধারা নিয়ে বিদ্রূপ করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مِثْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যারা মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীকে এমন কাজের মিথ্যাপবাদ দেয়, যা তারা করেনি, তারা নিজেদের কাঁধে বৃহত্তান এবং সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা তুলে নেয়। (সূরা আহযাব : ৫৮)

১৫৭৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّبَاحَةِ الْمَيِّتِ - رواه مسلم

১৫৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা দুটি বিষয়ে দরুন কাফির হয়ে যায় : বংশ ধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর মিথ্যাপবাদ আরোপ করা। (মুসলিম)

অনুবাদ : দুইশত ছিয়ানুর

কাউকে খোটা দেয়া ও ধোঁকা দেয়া নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ওপর এমন কাজের তোহ্মত আরোপ করে, যা তারা করেনি, এবং এভাবে তাদের কষ্ট প্রদান করে, তারা নিজেদের মাথায় বৃহত্তান (মিথ্যাপবাদ) ও পরিষ্কার গোনাহর বোঝা তুলে নিয়েছে। (সূরা আহযাব : ৫৮)

১৫৭৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَبَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَرَقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

১৫৭৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের লোক নয়। (মুসলিম)

মুসলিমেরই এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য সামগ্রীর এক স্তুপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতকে স্তুপের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি নিজের আঙ্গুলে সঁয়াতসেতে ভাব অনুভব করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে খাদ্যশস্য ওয়ালা! এটা কি জিনিস? সে জবাব দিল : হে আল্লাহর রাসূল! এর ওপর বৃষ্টি পড়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে বৃষ্টি ভেজা খাদ্যশস্যকে ওপরে কেন রাখো নি? তাহলে লোকেরা সেটা দেখতে পেত! (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৫৮০. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنَّا جَشُورًا - متفق عليه .

১৫৮০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (তোমরা) ধোঁকাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করোনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮১. عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ - متفق عليه .

১৫৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নিতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮২. وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ - متفق عليه . الْخِلَابَةُ بَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُودَةٌ وَبَاءٌ مُوَخَذَةٌ وَهِيَ الْخَدِيعَةُ .

১৫৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলো যে, ক্রয়-বিক্রয়ে তাকে ধোকা দেয়া হয়। রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যে ব্যক্তির সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করো, তাকে বলো : ধোকার প্রশয় নেয়া উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَبَبَ زَوْجَةَ أَمْرِي أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا - رواه ابو داود - خَبَبَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ بَاءٌ مُوَخَذَةٌ مُكَرَّرَةٌ أَيْ أَفْسَدَهُ وَخَدَعَهُ .

১৫৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী কিংবা তার গোলামকে ধোকা দেয় ও তার চরিত্র নষ্ট করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতাত্তর

ওয়াদা ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অঙ্গীকারগুলোকে পূর্ণ করো।

(সূরা মায়দা : ১)

وَقَالَ تَعَالَى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

তিনি আরো বলেন : আর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করো। কেননা, অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৫৮৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَلِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه .

১৫৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি স্বভাব খাসলত পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক রূপে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে ঐগুলোর একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকীরও একটি স্বভাব থাকবে যতোকক্ষণ পর্যন্ত সে ঐটিকে ছেড়ে না দেবে। এই স্বভাবগুলো হলো : তার কাছে যখন আমানত রাখা হয় সে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন ঝগড়া করে তখন বাজে কথা বলে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَآنَسٍ رَضِ قُلُوبًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ - متفق عليه .

১৫৮৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইবনে উমর (রা) ও আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি ওয়াদা ভঙ্গকারী ব্যক্তির জন্যে কিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে। তখন বলা হবে, এটি অমুক ব্যক্তির ওয়াদা ভঙ্গের ঝাণ্ডা।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْاءٌ عِنْدَ اسْتِثْبَاهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ آلا وَلَا غَدِرَ أَعْظَمَ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ . رواه مسلم .

১৫৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্যে তার দরজার কাছে একটি ঝাণ্ডা থাকবে। তার ওয়াদা ভঙ্গের অনুপাতে সেটিকে সমুন্নত করা হবে। সাবধান! সাধারণ লোকদের আমীরের চেয়ে সেদিন বড়ো আর কোনো ওয়াদা ভঙ্গকারী থাকবেনা।

(মুসলিম)

১৫৮৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ عَصْرًا فَكَلَّ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ - رواه البخارى

১৫৮৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর ফরমান হলো : কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে ঝগড়া করবো। প্রথম শ্রেণী হলো সেই লোক যে আমার নামে ওয়াদা করেছে, তারপর সেই ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয় হল সেই লোক, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে দিয়েছে বেং তার মূল্য খেয়ে ফেলেছে। তৃতীয় হলো সেই লোক যে কাউকে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে লোক কোনো শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছে তার কাছ থেকে পুরো কাজ নিয়েছে কিন্তু তাকে (যথার্থ) পারিশ্রমিক দেয়নি।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটাত্তর

দান-খয়রাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে খোটা দেয়া নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى -

মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ নিজেদের দান-খয়রাতকে খোটা দিয়ে এবং মানসিক কষ্ট দিয়ে বরবাদ করে দিওনা। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

وَقَالَ تَعَالَى : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى -

মহান আল্লাহ বলেন : যারা আপন ধন-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে অতঃপর এই ব্যয়ের জন্য কাউকে খোটা দেয় না এবং কাউকে কষ্টও দেয় না। (তারাই সফলকাম)

(সূরা বাকারা : ২৬২)

١٥٨٨ . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ - رواه مسلم .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ الْمُسْبِلُ إِذَا رَأَهُ يَعْنِي الْمُسْبِلُ إِذَا رَأَهُ وَتَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِلْخِيَلِ .

১৫৮৮. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, আর না তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। হযরত আবু যার (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এইসব লোক কারা? এরা তো ক্ষত্রিয় লোক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো সেই লোক যে অহংকার বশতঃ পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, দ্বিতীয় হলো সেই লোক যে খোটা দেয়, তৃতীয় হলো সেই লোক যে মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল-সামান বিক্রি করে। (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক রেওয়াতে আছে, সে ব্যক্তি নিজের পায়জামাকে ঝুলিয়ে দেয় অর্থাৎ অহংকার বশত নিজের পায়জামাকে এবং পরিধেয় কাপড়কে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ : দুইশত উনআশি

গর্ব-অহংকার ও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

মহান আল্লাহ বলেন, তুমি নিজেকে খুব পাক-সাফ বলে জাহির করো না। যে ব্যক্তি পরহেজগার সে এব্যাপারে খুব ভালভাবে অবহিত। (সূরা আন-নাযম : ৩২)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

মহান আল্লাহ বলেন, অভিযুক্ত সেই লোকদের বিরুদ্ধে যে লোকদের উপর জুলুম করে এবং দেশে নাহক ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য কষ্ট যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

(সূরা আশশূরা : ৪২)

১৫৮৭. وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ . رواه مسلم . قَالَ أَهْلُ اللَّفْغَةِ الْبَغْيُ التَّعَدَّى وَالِاسْتِطَالَةُ .

১৫৮৯. হযরত আয়ায বিন হিমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা ভাবসাম্য অবলম্বন করো। কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে না, না কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর গর্ব করবে। (মুসলিম)

অভিধানকারগণ বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত ‘বাগী’ বলা হয় বাড়াবাড়ি এবং অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করাকে।

১৫৯০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ . رواه مسلم . وَالرَّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ أَهْلُكُهُمْ بَرَقَ الْكَافِ وَرَوَى بِنَصْبِهَا وَهَذَا النَّهْيُ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ وَارْتِفَاعًا عَلَيْهِمْ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَمَّا بَرَى فِي النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَقَالَ تَحَزَّنَّا عَلَيْهِمْ وَعَلَى الدِّينِ فَلَابَسَ بِهِ هَكَذَا فَسَرَّهُ الْعُلَمَاءُ وَفَضَّلُوهُ وَمِمَّنْ قَالَ مِنْ الْأَتِمَّةِ الْأَعْلَامِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْحُطَّابِيُّ وَالْحُسَيْدِيُّ وَآخَرُونَ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ .

১৫৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো লোক বলে, লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বুঝতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি নিজেই লোকদের মধ্যে বেশি ধ্বংস হওয়া লোক। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত আশি

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছেদ করা নিষেধ।

অবশ্য বিদআত, ফাসেকী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছেদ করার অনুমতি রয়েছে

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : মুসলমানরা হচ্ছে পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। (সূরা হযরাত : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

মহান আল্লাহ আরো বলেন : আর গুনাহ ও জুলুমের ব্যাপারে সাহায্য করোনা।

(সূরা মায়দা : ২)

১৫৭১. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ - متفق عليه .

১৫৭১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সম্পর্কচ্ছেদ করো না, আর না একে অপরের সাথে দূশমনি করো, না পরস্পরে ঘৃণা রাখ, আর না একে অপরের সাথে হিংসাঘেষ পোষণ করো। হে আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে সে তার ভাইকে তিনদিনের চেয়ে বেশি ত্যাগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৭২. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ يَلْتَفِيقَانِ فَتُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - متفق عليه .

১৫৭২. হযরত আইয়ুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাইকে তিন রাতের চেয়ে বেশি ছেড়ে থাকবে। উভয়ে সাক্ষাত করলে একজন এদিকে ও অপরজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। এই দুইয়ের মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি যে সালামের সূচনা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَعْرِضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقُولُ أَتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا - رواه مسلم .

১৫৭৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলকে পেশ করা হয়, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন যে আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক মনে করে না। তবে কোনো ব্যক্তি এবং তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা থাকলে আল্লাহ বলেন এই দুজনকে ছেড়ে দাও এরা পরস্পরে সন্ধি করে আসুক। (মুসলিম)

১৫৭৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آسَى أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالْكِنِ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ - رواه مسلم التَّحْرِيشُ الْإِقْسَادُ وَتَغْيِيرُ قُلُوبِهِمْ وَتَفَا طُعْمُهُمْ -

১৫৯৪. হযরত যাবেদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শয়তান এই বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তার ইবাদত করবে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে।

(মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আত্ताহরীশ শব্দের অর্থ হলো ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, হৃদয়কে পরিবর্তিত করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা।

১৫৯৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ - رواه ابو داود باسناد على شرط البخارى ومسلم .

১৫৯৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, সে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। অতএব যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে সে এই সময়ের মধ্যে মারা গেলে দোযখে যাবে।

আবু দাউদ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৫৯৬. وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ وَيُقَالُ السَّلَمِيُّ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَكَ دَمَهُ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৫৯৬. হযরত আবু খিরাস হাদরাত বিন আবু হাদরাত আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, (এবং তাকে সুলামে সাহাবীও বলা হয়)। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইকে একবছর পর্যন্ত ছেড়ে থাকবে সে যেন তার রক্তপাত করেছে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৫৯৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ . رواه ابو داود باسناد حسن. قال ابو داود اذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء .

১৫৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুমিনের সাথে তিন দিনের বেশি অসন্তুষ্টি বজায় রাখা কোনো মুমিনের জন্যে জায়েয নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তিন দিন অতিক্রান্ত হলে তার কাছে যাবে। তাকে সালাম বলবে। যদি সে তার সালামের জবাব দেয়, তবে উভয়ে সওয়াবে শরীক হবে। আর যদি সালামের জবাব না দেয় তাহলে গুনাহগার হবে এবং সালাম দানকারী সম্পর্কচ্ছেদ থেকে দায়মুক্ত হবে।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তখন তাতে কোনো গুনাহ নেই।

১৫৯৯. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন তিন ব্যক্তি থাকবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া অপর দুই

ব্যক্তি কোনো কান পরামর্শ করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আরো লোক এসে একত্রে জড়ো হয়। এই কারণে যে, এতে ওই তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পেতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত বিরাশি

গোলাম, জানোয়ার, মহিলা ও বালকদেরকে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া বেশি কষ্ট দেয়া নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَا لَوِ الدِّينَ أَحْسَنًا وَيَذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ دِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا -

মহান আল্লাহ বলেন : আর তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কারো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সঙ্গী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করো। নিশ্চিতভাবে জেনো, আল্লাহ কখনো অহংকারী ও দাষ্টিক লোকদের পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা : ৩৬)

১৬০০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَذِبَتْ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَمْرِ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذَا حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ - متفق عليه . خَشَاشِ الْأَرْضِ يَفْتَحُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالشَّيْبِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْرَرَةِ وَهِيَ هَوَامُّهَا وَحَشَرَاتُهَا .

১৬০০. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি মহিলাকে বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মারা যায়। অতঃপর মহিলাটি দোযখে প্রবেশ করে। কারণ সে বিড়ালটিকে খানাপিনার কিছুই দিতনা। তাকে যখন আটকে রাখত এবং কোনো ক্রমেই ছাড়তনা, তখন সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে নিত।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৬০১. وَعَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفَتَيَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِّنْ تَبْلِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غُرَضًا - متفق عليه .

১৬০১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) তিনি কুরাইশদের কতিপয় যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন যুবকরা একটি ক্ষুদ্র পাখিকে বেঁধে রেখেছিল এবং (খেলাচ্ছিলে)

তার দিকে তীর ছুড়ে মারছিল। তারা ক্ষুদ্র পাখির মালিকের সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, যেসব তীর খোয়া যাবে, তারা সেসব তীর তাকে দেবে। কিন্তু তারা যখন ইবনে উমর (রা)-কে দেখল তখন পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হযরত ইবনে উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : এটা কে করেছে ? যে ব্যক্তি এটা করেছে তার ওপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক। রাসূলে আকরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকের ওপর লা'নত করলেন, যে কোনো প্রাণবিশিষ্ট বস্তুকে নিশানায় পরিণত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬০২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَمَعْنَاهُ تَحْبِيسٌ لِلْقَتْلِ .

১৬০২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দশ প্রাণীকে তীরন্দাজির জন্যে বেঁধে রাখাকে নিষিদ্ধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ হলো, এই ধরনের প্রাণীকে মারার জন্যে বাঁধা যাবেনা।

১৬০৩. وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرْنَا فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعْتَقَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي .

১৬০৩. হযরত আবু সালী সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা) বর্ণনা করেন, আমি মুকাররিনের বংশধরদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম। আমাদের কাছে শুধু একজন খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার সপ্তম ব্যক্তি ঐ খাদেমের মুখে একটি চড় মারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমটাকে মুক্তি দিতে আদেশ দিলেন, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি ভাইদের মধ্যে সপ্তম ছিলাম।

১৬০৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ خَلْفِي أَعْلَمَ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ - فَلَمَّا ذَا مَنِي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ أَعْلَمَ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيَّ هَذَا الْغُلَامُ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا - وَفِي رِوَايَةٍ فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِّوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ تَفْعَلُ لَلْفَحْتِكَ النَّارَ أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهِذِهِ الرِّوَايَاتِ .

১৬০৪. হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি আমার গোলামকে চাবুক দিয়ে মারছিলাম হঠাৎ আমি পিছন থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম : হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো, আমি ক্রোধের দরুন আওয়াযটি বুঝতে পারছিলাম না। যখন তা আমার

কাছাকাছি এল তখন বুঝতে পারলাম এটা তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়ায। তিনি বলছিলেন : হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো, তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটা ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তোমার ওপর এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন। আমি নিবেদন করলাম, আমি এরপর আর কোনো গোলামকে মারধোর করবোনা।

অন্য এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে যায়। অন্য এক রেওয়াজেতে মতে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্যে মুক্তি দেয়া হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জেনে রাখো, তুমি যদি তাকে মুক্তি না দিতে, তাহলে আশুন তোমাকে স্পর্শ করত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৬০৫. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدٌّ لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كُفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَ - رواه مسلم .

১৬০৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে এমন অপরাধের জন্যে মারধোর করে, যা সে করেনি কিংবা তার মুখে চপেটাঘাত করে, তার এই কাজের কাফফারা হলো এই যে, সে তাকে (অবিলম্বে) মুক্তি দান করবে। (মুসলিম)

১২০৬. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يَعَذِّبُونَ فِي الْخَرَجِ وَفِي رِوَايَةٍ حَبَسُوا فِي الْجَزْيَةِ فَقَالَ هِشَامُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ يَعْذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيرِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا - رواه مسلم . الْأَنْبَاطُ الْفُلَا حُونَ مِنَ الْعَجَمِ .

১৬০৬. হযরত হিশাম বিন্ হাকীম বিন্ জিহাম (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি সিরিয়া অঞ্চল অতিক্রমকালে কতিপয় আজমী কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই লোকদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথায় যয়তুনের তেল ঢালা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপারটা কি ? তাকে বলা হলো, ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্যে এদেরকে সাজা দেয়া হচ্ছে অন্য এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : জিয়্যা আদায়ের কারণে এদেরকে আটক করা হয়েছে। হিশাম বলেন, আমি হলফ করে বলছি, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেই লোকদের সাজা দেবেন, যারা দুনিয়ায় লোকদের সাজা দান করে। এরপর তিনি সেখানকার শাসকের কাছে গেলেন এবং তাকে হাদীসটি শোনালেন। তখন তিনি আলোচ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুসারে আটক ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। (মুসলিম)

১৬০৭. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ : فَقَالَ

وَاللَّهُ لَا اسْمَهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ وَآمَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوِيَ الْجَاعِرَتَيْنِ - رواه مسلم . الْجَاعِرَتَانِ نَاحِيَتَا الْوَرَكَيْنِ حَوْلَ الدَّبْرِ -

১৬০৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধা দেখলেন। তার চেহারা দাগানোর চিহ্ন ছিলো। তিনি এই কাজটিকে খারাপ মনে করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তার চেহারা আর দাগানো। কিন্তু মুখ থেকে যে অংশ সর্বাধিক দূরে সেই অংশে দাগ দিব। অতএব তিনি তার গাধা সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তার পশ্চাৎভাগে দাগানো হয়। সুতরাং তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি পশ্চাৎদেশে দাগ দিয়েছেন। (মুসলিম)

١٦٠٨ . وَعَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَّمَهُ . رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا نَهَى رَسُولُ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

১৬০৮. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন একদা রাসূলে আকরাম (স)-এর পাশ দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। তার চেহারা দাগ লাগানো হয়েছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহর যে বান্দাহ একে দাগ লাগিয়েছে, তার ওপর লানত বর্ষিত হোক। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রাণীর চেহারা আঘাত করতে এবং দাগ দিতে বারণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : দুইশত তিরামি

কোন প্রাণীকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া এমন কি পিঁপড়াকেও, নিষেধ

١٦٠٩ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفُلَانًا لَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا فَأَحْرَقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فَلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا - رواه البخاري .

১৬০৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সেনাদলের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদের বললেন : তোমরা যদি কুরাইশদের অমুক অমুক ব্যক্তিকে নাগালের মধ্যে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেবে। এরপর আমরা যখন বেরোবার ইরাদা করলাম, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদের আদেশ করলাম

তোমরা অমুক অমুককে জ্বালিয়ে দাও। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। সেহেতু তোমরা ওই দুজনকে পেলে হত্যা করে ফেলো। (বুখারী)

১৬১০. وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَعَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَكِذَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرِيَةً نَمْلٍ فَذُ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ ؟ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا الرَّبُّ النَّارِي - رواه ابو داود باسناد صحيح. قوله قرية نمل معناه مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ .

১৬১০. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, এক সফরে আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বাইরে গেলেন। এসময় আমরা লাল রঙের একটি ছোট পাখি দেখলাম। তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছিলো। আমরা তার দুটি বাচ্চাকেই ধরে ফেললাম। তখন এই লাল রঙের ছোট পাখিটি নিজের পালক ফুলিয়ে আমাদের কাছে এল। ইতোমধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : একে এর সম্ভানদের ব্যাপারে কেউ ভয় দেখিয়েছে। এর বাচ্চাদেরকে এর কাছে ফেরত দাও। এসময় তিনি পিপাড়াদের জ্বালিয়ে দেয়া বাসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কে এগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছে ? আমরা নিবেদন করলাম : আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাগত স্বরে) বললেন : আগুন দ্বারা আগুনের মালিকই কাউকে শাস্তি দিতে পারে।

(আবু দাউদ, সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ : দুইশত চুরাশি

হকদার তার হক দাবি করলে ধনী ব্যক্তির হক আদায়ে টালবাহানা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا -

মহান আল্লাহ বলেন : আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে, আমানতদারদের আমানত তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। (সূরা নিসা : ৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ -

তিনি আরো বলেন : যদি কেউ কাউকে আমানতদার ভেবে (কোন গচ্ছিত মাল ছাড়াই ঋণ দিয়ে দেয়) তাহলে আমানতদার আমানত আদায় করে দেবে। (সূরা বাকারা : ২৮৩)

১৬১১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مِلْيَةٍ فَلْيَتَّبِعْ - متفق عليه . معْنَى أُتِيَ أُحِيلَ .

১৬১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঋণ পরিশোধে মালদার ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম! আর যখন তোমাদের কাউকে ঋণ আদায়ের জন্যে কোনো মালদারের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হবে তখন সে তার পিছনে লেগে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত পাঁচাশি

হাদিয়া, হেবা, সদকা ইত্যাকার সামগ্রী ফেরত নেয়া প্রসঙ্গ

১৬১২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ فَيَأْكُلُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ الْعَانِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَانِدِ فِي قَيْبِهِ .

১৬১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হেবা স্বরূপ প্রদত্ত মাল ফেরত নেয়, সে কুকুরের মতো যে নিজের বমি নিজেই ভক্ষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়াজে আছে : যে ব্যক্তি নিজের দানকৃত মাল ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সেই বমি আবার ফেরত নেয়, অর্থাৎ খেয়ে ফেলে। অন্য এক রেওয়াজে আছে, নিজের দান বা হেবাকে যে ফেরত নেয়, সে এমন ব্যক্তির মতো যে নিজের বমিকে নিজেই চেষ্টে খায়।

১৬১৩. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَانِدِ فِي قَيْبِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ الْمَجَاهِدِينَ -

১৬১৩. হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন : আমি একটি ঘোড়া সওয়ারীর জন্যে আদ্বাহর রাস্তায় দান করে দেই। যে ব্যক্তির কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। তাই আমি সেটিকে খরিদ করার ইচ্ছা করলাম এবং ধারণা করলাম যে, সে সেটিকে সন্তায় বিক্রি করে দেবে। তাই আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তুমি খরিদ করো না। যদি এটা এক দিরহাম মূল্যে পাওয়া যায় তবুও না; এই জন্য যে, যে ব্যক্তি নিজের সদকার মাল ফিরিয়ে নেয়, সে এমন ব্যক্তির মতো যে বমি করে তা আবার চেষ্টে খায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশ ছিয়াশি এতিমের মাল খাওয়া হারাম

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ
سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا -

মহান আল্লাহ বলেন : যারা এতিমের মাল অবৈধভাবে খেয়ে ফেলে তারা নিজেদের পেটে
আগুন ভর্তি করে এবং (তারা) দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। (সূরা নিসা : ১০)

وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

তিনি আরও বলেন : আর এতিমের মালের কাছেও যেও না, তবে এমন পন্থায় (যেতে
পার) যা খুবই পছন্দনীয়। (সূরা আনআম : ১২৫)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاسْأَلُونَا عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

তিনি আরো বলেন : তোমাদেরকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হচ্ছে, তাদের
(অবস্থার) সংশোধন খুবই ভাল কাজ। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে
এবং একত্রে খরচ করতে চাও (জেনে রেখ) ওরা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ খুব ভাল
জানেন যে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কে এবং সংশোধনকারী কে। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

١٦١٤ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيِّقَاتِ ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكُلُّ الرِّبَا وَكُلُّ
مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ - متفق عليه.
الْمُؤَيِّقَاتُ الْمُهْلِكَاتُ .

১৬১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত ধংসকারী বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করো। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন,
হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কি জিনিস? তিনি বললেন : আল্লাহ সাথে শিরক করা, যাদু করা,
আল্লাহ হারাম করেছেন এমন প্রাণীকে হত্যা করা, (অবশ্য শরয়ী হক অনুসারে হত্যা করা
জায়েয) সুদ খাওয়া, এতিমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া এবং সৎ চরিত্র মুমীন
নারীর ওপর তোহমত আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতাশি সুদী লেনদেন হারাম হওয়ার যুক্তিকথা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)

মহান আল্লাহ বলেন : যারা সুদ খায় তারা (কবর থেকে) এমনভাবে (দিশাহারা হয়ে) উঠবে যেমন কাউকে শয়তান ঘেরাও করে পাগল করে দিয়েছে। এটা এজন্যে যে তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতোই অথচ ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর নসিহত পৌঁছেছে এবং সে (সুদ গ্রহণ থেকে) বিরত রয়েছে অবশ্য যা আগে হয়েছে (কেয়ামতে) তার বিষয়াদি আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার পর আবার লেনদেন শুরু করেছে এমন লোকেরা হবে দোষখবাসী। সেখানে তারা হামেশা জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ সুদকে বরকতহী করেছেন আর দান-খয়রাতে বরকতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন (তার এই বক্তব্য পর্যন্ত) মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো! আর যদি ঈমান রাখো তাহলে বাকী সুদ ছেড়ে দাও।

এই বিষয়বস্তুর হাদীসসমূহ সহীহ কিতাবসমূহে বিপুল পরিমাণে উল্লেখিত হয়েছে। সে সবার মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদীস এর পূর্বেকার অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

১৬১৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ. رواه مسلم زاد الترمذی وَغَيْرُهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ.

১৬১৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহণকারী এবং তা প্রদানকারী উভয়ের প্রতিই লানৎ করেছেন। মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে এই কথাগুলো বাড়তি উল্লেখিত হয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্য দাতা এবং তার লেখকের ওপরও লানৎ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটাশি

রিয়াকারী বা প্রদর্শনীমূলক কাজ করা হারাম

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, এখলাসের সাথে একমুখী হয়ে আল্লাহর বন্দেগী করো। (সূরা বাইয়্যিনা : ৫)

وَقَالَ تَعَالَى : لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ -

আল্লাহ আরো বলেন : নিজের দান সদকাহ (খয়রাত) এবং দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে এবং কষ্ট দিয়ে সেই লোকের মতো বরবাদ করে দিওনা, যে লোকদেরকে দেখানোর জন্যে মাল খরচ করে। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

وَقَالَ تَعَالَى : يَرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا -

আল্লাহ আরো বলেন : তারা ব্যয় করে শুধু লোকদেরকে দেখানোর জন্যে আর তারা আল্লাহর স্মরণও করেন, তবে খুব কম পরিমাণে। (সূরা নিসা : ১৪২)

১৬১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ - مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْكُهُ -

১৬১৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ বলেন, আমি শিরককারীদের শিরককে কোনো পরোয়া করিনা। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অপরকে শরীক করে আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করি দেই। (মুসলিম)

১৬১৭. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهُ قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتَهُ وَقَرَأْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيقَالَ هُوَ قَارِئٌ ! فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا - قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا ؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ؟ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ - رواه مسلم جَرِيٌّ يَفْتَحُ الْجَيْمَ وَكَسَرَ الرَّاءَ وَيَا لِمَدِّ آيَ شُجَاعٌ حَادِقٌ.

১৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; কিয়ামতের দিন সব লোকের আগে যার ফয়সালা হবে সে হবে শহীদ। তাকে ডাকা হবে, তবে আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে নিয়ামতগুলোকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন : তুমি এই নিয়ামতগুলোর ব্যবহার কিভাবে করেছো ? সে জবাব দেবে, আমি তোমার পথে লড়াই করেছি এবং শহীদ হয়ে

গেছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো এই জন্য লড়াই করেছো যে, লোকেরা তোমায় বীর বলবে। সেমতে তোমাকে বীর বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে তাকে তার সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও তা শিখিয়েছে। সে কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তাকে উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্মরণ করতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন : তুমি আমার এসব নিয়ামতের ওপর কিরূপ আমল করেছো ? সে বলবে : আমি জ্ঞান-অর্জন করেছি এবং অন্যকে তা শিখিয়েছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি এজন্যে জ্ঞান অর্জন করেছো যে, লোকেরা তোমায় আলেম বলবে। তুমি এজন্যে কুরআন শিখেছো যে, লোকেরা তোমায় ক্বারী বলবে। সুতরাং তোমায় ক্বারী বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে এ মর্মে আদেশ করা হবে যে, তার মুখের সম্মুখ ভাগের চুল টেনে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করো। এরপর এক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হবে, যার প্রতি আল্লাহ প্রচুর উদারতা প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে সবরকমের মালামাল প্রদান করেছেন। তাকে নিয়ে আসার পর আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সে তাবত বিষয়ে জানতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে এ সবের মধ্যে কোন আমলটি করেছো ? সে বলবে, আমি কোনো আমলই হাতছাড়া করিনি। তুমি যেখানেই চেয়েছো, সেখানেই খরচ করেছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যেই এসব ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, আসলে তুমি এজন্যে ব্যয় করেছো যে, লোকেরা তোমায় দানশীল বলবে। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে : তাকে তার সম্মুখ ভাগের চুল ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হোক। অবশেষে তাই করা হবে। (মুসলিম)

১৬১৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَهُ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رواه البخارى .

১৬১৮. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক তাঁর কাছে নিবেদন করলো। আমরা আমাদের শাসকদের (বাদশাহদের) কাছে যাতায়াত করি। আমরা যখন তাদের সামনে থেকে বেরিয়ে আসি তখন তার বিরুদ্ধে কথা বলি। একথায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন : আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একে মুনাফিকী মনে করতাম। (বুখারী)

১৬১৯. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يَرَانِي يَرَانِي اللَّهُ بِهِ - متفق عليه. و رواه مسلم آيُضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ - سَمِعَ

بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَمَعْنَاهُ أَظْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً سَمِعَ اللَّهُ بِهِ أَى فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَعْنَى مَنْ رَأَى أَى مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عَنْدهُمْ . رَأَى اللَّهُ بِهِ أَى أَظْهَرَ سِرِّتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ .

১৬১৯. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি নিজের জন্য খ্যাতিলাভ করতে চায়, আল্লাহ তার খ্যাতির ব্যবস্থা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে আমল করে আল্লাহ তাকে লোক দেখানোরই ব্যবস্থা করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত ‘সান্মায়া’ শব্দটির অর্থ হলো, লোকদেরকে প্রদর্শনের জন্যে নিজের আমলকে সে নষ্ট করে ফেলল। ‘সান্মায়া আল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করবেন। ‘রাআল্লাহু বিহী’ অর্থ যে ব্যক্তি লোকদের জন্যে নেক আমল জাহির করে, যাতে করে লোকদের কাছে সে বড়ো হয়। কিন্তু আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে দেবেন।

১৬২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا - رواه ابو داود باسناد صحيح ولا حديث فى الباب كثيرة مشهورة.

১৬২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং সেই সঙ্গে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম হাসিলের উদ্দেশ্যে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এই পর্যায়ে আরো বহু হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত উননক্বই

যে সব বিষয়কে রিয়া বলে সন্দেহ করা হয় অথচ রিয়া নয়

১৬২১. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْجَبْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ - رواه مسلم .

১৬২১. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো : যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং লোকেরা তার নেক কাজের

জন্মে তার প্রশংসা করে, আপনি তার সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে দ্রুত অর্জন করার মতো সুসংবাদ।

(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত নব্বই

অপরিচিত নারী ও সুন্দর কিশোর বালকের প্রতি শরয়ী
প্রয়োজন ছাড়া তাকানো নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : মুমিন পুরুষদের বলো : তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে।
(সূরা নূর : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

তিনি আরো বলেন : কান, চোখ, অন্তর এদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ -

তিনি আরো বলেন : তিনি চোখের খিয়ানতের কথা জানেন। আর যেসব বিষয় বুকের
মাঝে গোপন থাকে, সেগুলোকেও (জানেন)।

(সূরা গাফের : ১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ رَبَّكَ لَبَائِرٌ مُرْصَدٌ -

তিনি আরো বলেন : নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু ঘাঁটিতে ওৎ পেতে আছেন।

(সূরা ফজর : ১৪)

১৬২২ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّيْنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَخَالََةَ الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدَانِ زَنَا هَابِطُشُ وَالرِّجْلُ زَنَا هَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ . متفق عليه . وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرَةً -

১৬২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের জন্যে তার ব্যাভিচারের অংশ লেখা হয়েছে, যা সে নিশ্চিতভাবেই পেয়ে যাবে। (সুতরাং) দুই চোখের যেনা হলো পরস্ত্রীর প্রতি নজর করা, দুই কানের যেনা হলো যৌন উত্তেজক কথা-বার্তা শ্রবণ করা, মুখের যেনা হলো পরস্ত্রীর সাথে রসালো কণ্ঠে কথা বলা। হাতের যেনা হলো পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের

যেনা হয়ে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পর কাছে গমন। অন্তরের ব্যাভিচার হলো হারাম বস্তু কামনা করা, আর লজ্জাস্থান এই সব কিছুই (অন্যায় কাজের উদ্দেশ্যে) চলা, সত্যতা প্রমাণ করে কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দাবলী মুসলিমের। (পরস্পর প্রতি তাকানো, দুই কানের হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা মুখের যেনা হলো ফালতু আলোচনা করা, হাতের যেনা স্পর্শ করা আয় পায়ের যেনা হলে ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা।

১৬২৩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ ! قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَا لِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ . وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - متفق عليه .

১৬২৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজেকে রাস্তার ওপর বসা থেকে বাঁচাও। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন : আমাদের জন্যে (রাস্তায়) বসা তো জরুরী। আমরা রাস্তায় বসে কথা বলি। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের যদি বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হকটা কি? তিনি বললেন : দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, (পথিকের) সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের হুকুম দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬২৪. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فُعُودًا بِالْأَقْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَكَّرُ وَنَتَحَدَّثُ - قَالَ إِمَّا لَا فَادَاؤُا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ - رواه مسلم . أَلْصَعْدَتُ بِضَمِّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ آيِ الطَّرَقَاتِ .

৬২৪. হযরত আবু তালহা যায়েদ বিন সুহাইল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা ঘরের সামনে চাতালের ওপর বসেছিলাম এবং পরস্পর কথা বলছিলাম, এমন সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। এবং আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা রাস্তার ওপর বসে আছো? আমরা নিবেদন করলাম, আমরা তো কাউকে কষ্ট দেবার জন্যে বসিনি। আমরা পরস্পরের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার জন্যে বসেছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা যদি মানতে না চাও, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। আর রাস্তার হক হলো দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখা, সালামের জবাব দেয়া এবং উত্তম কথাবার্তা বলা। (মুসলিম)

১৬২৫. وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصْرَكَ -
 رواه مسلم

১৬২৫. হযরত জারীর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তোমার নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। (মুসলিম)

১৬২৬. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَتَمْنَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِ - رواه ابو داود
 والترمذی وقال حديث حسن صحيح .

১৬২৬. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে মায়মূনাও ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন। এটা হলো আমাদের প্রতি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। (তার আগমনের দরুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তার থেকে পর্দা করো। তাঁরা (মহিলারা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয়? সে না আমাদের দেখতে পাবে, আর না আমাদের চিন্তে পাবে! একথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা দু'জনেও কি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছেনা?

ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৬২৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - رواه مسلم .

১৬২৭. হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির লাজ্জাস্থান দেখবেনা, না কোন নারী অপর নারীর লাজ্জাস্থান দেখবে। ঠিক তেমনি দুই ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে এক কাপড়ের ভেতর একত্র হবেনা, আর না দুই নারী উলঙ্গ অবস্থায় একত্রে কাপড়ের ভেতর একত্র হবে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত একানব্বই

অপরিচিত নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্র হওয়া নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ -

মহান আল্লাহ বলেন : আর যখন নবীর স্ত্রীদের থেকে কোনো মাল-সামান চাইবে, তখন পর্দার বাইরে থেকে চেয়ো। (সূরা আহযাব : ৫৩)

১৬২৮. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللَّحْوَْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ - متفق عليه الْحَمُو قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأَخِيهِ وَأَبْنِ أَخِيهِ وَأَبْنِ عَمِّهِ -

১৬২৮. হযরত উক্বা বিন্ আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অপরিচিত নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বাঁচো। একথায় জনৈক আনসারী নিবেদন করলো : দেবরের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দেবর তো মৃত্যুর সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল্-হামু' শব্দের অর্থ হলো স্বামীর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন : অর্থাৎ এই ভাবিজা, চাচা, পুত্র ইত্যাদি।

১৬২৯. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَخْلُونُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ - متفق عليه .

১৬২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে নির্জনে একাকী সাক্ষাত করবেনা, তবে সঙ্গে দু'জন মুহারাম থাকলে ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

১৬৩০. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ مَا مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فَيَهْمُ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى ثُمَّ انْتَفَتِ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَا ظَنُّكُمْ ؟ - رواه مسلم

১৬৩০. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিহাদে যাওয়া মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান রক্ষা করা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর মায়েদের সম্মান রক্ষার চেয়ে বেশি। বাড়িতে থাকা ব্যক্তি জিহাদকারী পরিবারে খলীফা হবে। এরপর তাদের মধ্যে আর তাতে যদি সে এ ব্যাপারে স্থিয়ানত করবে; তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আর সেই মুজাহিদ তার নেকী থেকে যতোটা ইচ্ছা ততোটাই নিয়ে নেবেন। এমন কি, সে রাজী হয়ে যাবে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কী ধারণা যে, সে তার কোনো নেকী ছেড়ে দেবে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত বিরানক্বই

পুরুষদের পোশাক, কর্মকাণ্ডে ইত্যাদিতে মহিলাদের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং
মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের সাদৃশ্য বিধানে নিষেধাজ্ঞা

১৬৩১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - رواه البخارى .

১৬৩১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষদের ওপর লান'ত করেছেন যারা মহিলাদের অনুকরণ করে এবং এমন নারীদের ওপর লান'ত করেছেন, যারা পুরুষের ন্যায় পোশাক পরে তৎপরতা চালায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষদের মালাউন (অভিশপ্ত) আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষের ন্যায় আকার-আকৃতি গঠন করে এবং সেই নারীকেও মালাউন আখ্যা দিয়েছেন যারা পুরুষের আকার-আকৃতি বিন্যাস করে। (বুখারী)

১৬৩২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৬৩২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে মালাউন (অভিশপ্ত) আখ্যা দিয়েছেন যে নারীদের ন্যায় পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকেও মালাউন আখ্যা দিয়েছেন, যারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করে।

আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৬৩৩. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَبَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَانِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا - رواه مسلم .

معنى كَاسِيَّاتٍ أَيْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَرِيَّاتٌ مِنْ شُكْرِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ : تَسْتُرُ بَعْضُ بَدَنِهَا وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ أَظْهَارًا الْجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ - وَقِيلَ تَلْبَسُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُ لَوْنُ بَدَنِهَا . وَمَعْنَى مَانِلَاتٍ قِيلَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَلْزِمُهُنَّ حِفْظُهُ - مُمِيلَاتٌ أَيْ يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ الْمَذْمُومَ - وَقِيلَ مَانِلَاتٌ يَمْتَنِعْنَ مُتَبَخَّرَاتٍ مُمِيلَاتٌ لَا تَكْتَفِيْنَ وَقِيلَ مَانِلَاتٌ يَمْتَشِطْنَ الْمِشْطَةَ

الْمِيلَاءُ وَهِيَ مِشْطَةُ الْبَغْيَا وَمِيلَاتُ يَمِشْطَنَ غَيْرُهُنَّ تِلْكَ الْمِشْطَةُ . رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
أَيُّ يُكَبِّرْنَهَا وَيُظَمِّنَهَا يَلْفٌ عِمَامَةٌ أَوْ عَصَابَةٌ أَوْ تَحْوِهِ -

১৬৩৩. হযরত আবু ছরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোষখীদের দুটি শ্রেণী থাকবে, যাদেরকে আমি দেখিনি। এক শ্রেণীর লোক হবে তারা, যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় কোড়া (চাবুক) থাকবে। যার সাহায্যে লোকদের প্রহার করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হবে সেই সব নারী যারা (দৃশ্যত) পোশাক পরিধান করবে, কিন্তু কার্যত তারা উলঙ্গ থাকবে। তারা মিট মিট করে চলবে, নিজের কাঁধকে হেলিয়ে দুলিয়ে চলবে। তাদের মাথা উটের চুটের ন্যায় উঁচু হবে, এবং তা হবে মোলায়েম। ওই মহিলারা না জান্নাতে যাবে, না তারা জান্নাতের সুবাস পাবে। অথচ জান্নাতের সুবাস অনেক অনেক দূরে থেকে ভেসে আসবে। (মুসলিম)

‘কাসিয়াত’ অর্থাৎ আক্কাহর নিয়ামতের পোশাক পরিহিত। আর ‘আরিয়াত’ অর্থ নিয়ামতের গুরুত্ব আদায় করতে অপ্রস্তুত। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, তারা নিজ দেহের কিছু কিছু অংশ ঢেকে রেখেছে এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য কিছু কিছু অংশ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে খুব মিহি কাপড় পরিধান করেছে, যা তাদের রংকে উজ্জল রূপে তুলে ধরেছে। ‘মায়েলাত’ অর্থাৎ আক্কাহর আনুগত্য এবং যে বস্তু থেকে তার বাঁচা জরুরী, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। ‘মামিলাত’ এমন নারী যে নিজের নিন্দনীয় কাজকে অন্যকে অবহিত করে, আর কেউ কেউ মায়েলাত-এর এই অর্থ বিবৃত করেছে যে, সে সৌন্দর্য প্রিয়তার সঙ্গে চলতে ইচ্ছুক, এবং নিজের কাঁধকে হেলাতে দুলাতে পছন্দ করে। কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে, তারা নিজের চুলকে ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করতে ইচ্ছুক, তা যে আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ভাব-ভঙ্গি হলো ব্যাভিচারী নারীদের বৈশিষ্ট্য আর মামিলাতের অর্থ হলো, সে অন্যান্য নারীর চুলও একই ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে। অর্থাৎ তারা দোপাট্টা, রুমাল ইত্যাদি জড়িয়ে নিজের মাথাকে বড়ো করে রাখে।

অনুচ্ছেদ দুইশত তিরানব্বই

শয়তান ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যকরণ নিষেধ

১৬৩৪. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَأْكُلُوا بِالْإِسْمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ - رواه مسلم .

১৬৩৪. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বাম হাত দিয়ে কোনো খাবার খেয়োনা। এ কারণে যে, শয়তান বাম হাত দিয়ে খাবার খায়। (মুসলিম)

১৬৩৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا - رواه مسلم .

১৬৩৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ বাম হাত দিয়ে খাবার খেয়োন। এবং কিছু পানও করোন। এই কারণে যে, শয়তান নিজে বাম হাত দিয়ে খাবার খায় এবং এর দ্বারা ই পান করে। (মুসলিম)

১৬৩৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . الْمُرَادُ خِضَابُ شَعْرِ اللَّحْيَةِ وَالرَّاسِ الْأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَأَمَّا السَّوَادُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

১৬৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা চুলকে রাঙায়নী, এ কারণে তোমরা ওদের বিরোধিতা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো, দাড়ি ও মাথার সাদা চুলে হলুদ বা লাল রঙ লাগানো যেতে পারে তবে কালো রঙের ব্যবহারকে বারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

অনুচ্ছেদ : দুইশত চুয়ানব্বই

পুরুষ ও নারীর সাদা চুলে কালো রঙ ব্যবহার নিষেধ

১৬৩৭. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُنِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأَسَهُ وَلِحْيَتَهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ - رواه مسلم .

১৬৩৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীকের পিতা আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তার মাথায় চুল এবং দাড়ি সাগমা নামক ঘাসের ন্যায় সাদা ছিল। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার এই সাদা চুলগুলোকে কোন রং দিয়ে বদলে ফেল। তবে কালো রঙের ব্যবহার করোন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশ পাঁচানব্বই

মাথার কিছু অংশ কামানো নিষেধ, মহিলাদের মাথা কামানোর অনুমতি নেই

১৬৩৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুলের কিছু কামাতে এবং কিছু অংশে চুল রাখতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৩৯. وَعَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَتَنَهَا هُمْ

عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : أَحْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اثْرُكُوهُ كُلَّهُ - رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخارى مسلم .

১৬৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন তার মাথার কিছু অংশ কামানো ছিল এবং কিছু অংশ ছিল চুলভর্তি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটা করতে বারণ করলেন এবং এই মর্মে আদেশ দিলেন : হয় মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেল কিংবা সবই রেখে দাও।

আবু দাউদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৪০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا لَنَبِيٍّ ﷺ أَهْمَلُ أَلْ جَعْفَرِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنَاهُمْ فَقَالَ : لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِئْنَا بِنَا كَانَا أَفْرَجُ فَقَالَ أَدْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُؤُوسَنَا - رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخارى و مسلم .

১৬৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরের শাহাদত বরণের পর তাঁর পরিবার-পরিজনকে তিন দিন শোক পালনের অবকাশ দিলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন : আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্যে আর কান্নাকাটি করোনা। তিনি আরো বললেন আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডাকো। সুতরাং আমাদেরকে ডেকে আনা হলো। আমরা (শোকের কারণে) অবোধ বাচ্চাদের মতো হয়ে গেলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নাপিতকে ডাকো। নাপিত এলে আমাদের মাথা কামানোর আদেশ করলেন। সে আমাদের মাথা কামিয়ে ফেলল।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদ সহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৪১. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا - رواه النسائي .

১৬৪১. হযরত আলী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের মাথার চুল কামাতে বারণ করেছেন। (নাসাই)

অনুচ্ছেদ : দুইশত ছিয়ানক্বই

মাথায় কৃত্রিম চুলের ব্যবহার, উকি আঁকা ও দাঁত চিকন করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذْ مِنْ عِبَادِكْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا . وَلَا ضَلْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَسْتَكِنَّ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ -

মহান আল্লাহ বলেন : এই ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (মানুষের কল্পিত) দেবীগুলোকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে। এরা বিদ্রোহী শয়তানকেও উপাস্য রূপে গ্রহণ করে, যার উপরে রয়েছে আল্লাহর লানত। এই শয়তান আল্লাহকে বলেছিল : আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়বো। আমি তাদেরকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করবো, আমি তাদেরকে নানারূপ আশা-আকাংক্ষায় জড়িত করবো। আমি তাদেরকে আদেশ করবো এবং তারা আমার আদেশে জীব-জন্তুর কান ছিদ্র করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করবো এবং তারা আমার আদেশ আল্লাহর গঠন প্রকৃতিতে বদরদল করে ছাড়বে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হলো। সে তাদেরকে নানারূপ মিথ্যা ওয়াদা ও মিথ্যা আশা প্রদান করে; কিন্তু শয়তানের তাবৎ ওয়াদাই ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের শেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; সেখান থেকে মুক্তি লাভের কোনো সুযোগই তারা পাবেনা। (সূরা নিসা : ১১৭-১২১)

১৬৬২. وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَقَاصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

قَوْلُهَا فَتَمَرَّقَ هُوَ بِالرَّاءِ وَمَعْنَاهُ ائْتَشَرَ وَسَقَطَ - وَالْوَاصِلَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا أَوْ شَعَرَ غَيْرِهَا بِشَعْرِ آخَرَ. وَالْمَوْصُولَةُ الَّتِي يُوَصَّلُ شَعْرُهَا - وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي تَسَالُ مَنْ يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - متفق عليه .

১৬৪২. হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন, একজন মহিলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ে বসন্ত রোগে ভুগছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিতে চাইছি। এখন আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল লাগাতে পারি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ সেই নারীর প্রতি লানত বর্ষণ করেন, যে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে এবং তার ব্যবস্থা করে দেয়।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে : কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী এবং তার আকাংক্ষা পোষণকারিণীর উভয়ের ওপর আল্লাহ লানত করেছেন। হযরত আশেয়া (রা)-ও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

১৬৬২. وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَجَّ عَلَى الْمَنْبَرِ وَتَنَاءَ وَلَ قِصَّةٌ مِّنْ نَّعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عِلْمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِّثْلِ بَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَآءِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا هَذِهِ نِسَاؤَهُمْ. متفق عليه .

১৬৪৩. হযরত হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, তিনি যে বছর হজ্জ পালন করেন, সে বছর মুয়াবিয়া (রা)-কে এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে বলতে শুনেছেন : হে মদীনার জনগণ! তোমাদের আলেমরা কোথায় ? আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ চুল ব্যবহার করতে বারণ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ কৃত্রিম চুলের ব্যবহার শুরু করল, তখনই ইসরাইলী জাতির ধ্বংসের সূচনা হলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٤ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوَ صِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوَ شِمَةَ - متفق عليه .

১৬৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী ও সংগ্রহ ও প্রস্তুতকারিণী এবং উক্কি আঁকতে উৎসাহী ও তা শেখাতে উদ্যোগী ও উৎসাহী নারীকে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٥ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَ شِمَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ ! فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُهُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (متفق عليه .

الْمُتَفَلِّجَةُ هِيَ الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِتَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيلًا وَتَحْسِنُهَا وَهُوَ الْوَشْرُ وَالنَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا وَتَرْقُقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا وَالْمُتَنَبِّصَةُ الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ .

১৬৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যেসব মহিলা শরীরে উক্কি আঁকে, যারা এতে সহায়তা করে, যারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে দাঁত চিকন করে, এবং চোখের পাতা বা জ্রর চুল উৎপাটন করে এবং এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে, আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। জনৈক মহিলা এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : যাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে লা'নত করেছেন, আমি কেন তাকে লা'নত করবোনা ? আর এ লা'নতের বিষয় তো খোদ কুরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : রাসূল তোমাদের যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর)। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'মুতাফল্লিজাহ' বলা হয় সেই নারীকে, যে নিজের দাঁতকে ঘঁসে চিকন করে যাতে দাঁতগুলোর পরস্পরের মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়। আর আন্-নামিসাহ বলা হয় সেই

নারীকে যে চোখের পাতা ও জ্বর চুল তুলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর ‘মুতানাম্বিসাহ’ হলো সেই নারী, যে এসব কাজের ব্যবস্থা করে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত সাতানব্বই

দাঁড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা বারন আর তরুণের মুখে দাড়ি গজালে তা কামানো নিষেধ

১৬৬৭. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১৬৪৬. হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা) তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং তিনি তার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (মাথার) সাদা চুলগুলোকে তুলে ফেলোনা। কেননা, কিয়ামতের দিন এটা মুসলমানদের জন্যে আলোকবার্তিকার কাজ করবে। হাদীসটি হাসান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

নাসাঈ এটি হাসান সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেন, হাসীদটি হাসান।

১৬৬৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

১৬৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে বিষয়ে আমাদের কোনো সম্মতি বা অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : দুইশত আটানব্বই

বিনা ওযরে ডান হাতে ইস্তেনজা করা ও লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বারণ

১৬৬৮. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْأَنْفَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ .

১৬৪৮. হযরত আবু কাদাতা (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কেউ পেশাব করলে নিজের ডান হাত দিয়ে নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করবেনা এবং শৌচক্রিয়াও করবেনা। আর কেউ পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাসও ফেলবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

এপর্যায়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : দুইশত নিরানব্বই

বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা
কিংবা দাঁড়িয়ে জুতা মোজা পরা দুশনীয়

১৬৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا - وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ لِيُخَفِّفَهُمَا جَمِيعًا . متفق عليه

১৬৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা চলা না করে। তোমরা হয় দু'পায়ে জুতা পরবে কিংবা উভয় পা খালি রেখে চলবে। একটি বর্ণনায় আছে; উভয় পা খোলা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৫০. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا - رواه مسلم

১৬৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় জুতাটি পরবেনা। অর্থাৎ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা। (মুসলিম)

১৬৫১. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَانِئًا - رواه ابو داود
باسناد حسن -

১৬৫১. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে বারণ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : তিনশত

ঘুমানোর সময় ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রাখা নিষেধ

১৬৫২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ - متفق عليه .

১৬৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৫৩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفَنُوهَا - متفق عليه

১৬৫৩. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা মদীনায় একটি ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে গেল। এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম (স)-কে জানানো হলে তিনি বললেন : আগুন তোমাদের (পরম) শত্রু। কাজেই ঘুমাতে যাওয়ার সময় তা (অবশ্যই) নিভিয়ে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৫৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : غَطُّوا الْأَنْيَاءَ وَ أَوْكِنُوا السِّقَاءَ وَ اغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَ اطْفِنُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزُضَ عَلَى إِيَّانِهِ عُوْدًا وَ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفَوْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ - رواه مسلم - الْفَوْسِقَةُ الْفَارَةُ وَ تُضْرِمُ تُحْرِقُ .

১৬৫৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে শোবার আগে সব পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের (পানির পাত্রের) মুখ আটকে রাখো, ঘরের সব দরজা বন্ধ করো এবং জ্বালানো বাতি নিভিয়ে দাও, কেননা শয়তান বন্ধ মশকের মুখ খোলেনা। তোমাদের কেউ পাত্রের ঢাকনা না পেলে অন্তত তার ওপর একটি কাঠ চাপা দিয়ে রাখবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তা রেখে দেবে। কেননা অনেক সময় ইদুর বা ছুঁচোও বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত এক

কৃত্রিমতা প্রদর্শন করা বারণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ مَا أَسَأَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ -

মহান আল্লাহ বলেন : (হে নবী) তুমি এই লোকদের বলে দাও, এই স্বীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাইনা। আর আমি কোনো ভানকারী লোকও নই। (সূরা সাদ : ৮৬)

১৬৫৫. وَعَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : نُهِيتَا عَنِ التَّكْلِيفِ - رواه البخارى .

১৬৫৫. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমাদেরকে কৃত্রিম লৌকিকতা প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। (বুখারী)

১৬৫৬. وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَا لَا تَعْلَمُ : اللَّهُ

أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ - رواه البخارى .

১৬৫৬. হযরত মাসরুক বর্ণনা করেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : হে লোকেরা! তোমাদের কারো কিছু জানা থাকলে সে যেন তা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান নেই, সে যেন বলে-এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। এই কারণে যে, যে বিষয়ে মানুষ জানেনা, সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন বলে দেয়াটাই জ্ঞানের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন : হে নবী! তুমি লোকদের বলে দাও, আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। আর আমি কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তিনশত দুই

মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা বুক চাপড়ানো ইত্যাদি নিষেধ

১৬৫৭. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمِيتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَحَى عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ مَا نَحَى عَلَيْهِ - متفق عليه .

১৬৫৭. হযরত উমর ইবনে খাতাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃতকে কবরে এই জন্যেও শাস্তি দেয়া হয় যে, তার জন্যে বুক চাপড়ে বিলাপ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৫৮. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ مَنْ ضَرَبَ الْجُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - متفق عليه .

১৬৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে শোকের সময় নিজের কপাল নিজেই চাপড়ায়, বকের কাপড় ছিড়ে মাতম করে এবং জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় প্রলাপ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৫৯. وَعَنْ أَبِي بَرْدَةَ رَضِيَ قَالَ : وَجَعَ أَبُو مُوسَى فَعُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأَسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَقْبَلَتْ تَصْبِيحُ بَرٍّ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا - فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرٌّ مِمَّنْ بَرٍّ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرٌّ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ - متفق عليه - الصَّالِقَةُ لَتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَا حَةِ وَالنَّدْبِ وَالْحَالِقَةُ الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَالشَّاقَّةُ الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا -

১৬৫৯. হযরত আবু বুরদাহ বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু মুসা (রা) মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। তার মাথাটা বাড়ির এক মহিলার কোলে রাখা ছিল মহিলাটি চীৎকার করে কান্নাকাটি করছিল। হযরত আবু মুসা তাকে কোনো রকমে থামাতে পারছিলেন না। যখন তার হুঁশ কিছুটা ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তির প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট তার প্রতি আমিও অসন্তুষ্ট। যে মহিলা চীৎকার করে, বিপদে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে এবং পরিধেয় কাপড় ছিড়ে ফেলে তার প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাখোশ ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আস্ সালিকা শব্দটির অর্থ হলো, যে মহিলা শোক ও বিলাপের জন্য উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করে, ‘আল হালিকা’ শব্দটির অর্থ যে মহিলা বিপদের সময় তার চুল কামিয়ে ফেলে, আর আস শাকী শব্দটির অর্থ হলো, যে মহিলা বিপদের সময় পরিধেয় কাপড় টেনে ছিড়ে ফেলে।

১৬৬০. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ نَيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نَيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه .

১৬৬০. হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে লোকের জন্য বিলাপ করে (বুক চাপড়ে) কান্নাকাটি করা হয়, তাকে ঐ কান্নাকাটির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাজা দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬১. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ بَضْمِ الثَّوْنِ وَفَتْحِهَا رَضِيَ قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا تَنْوَحَ - متفق عليه .

১৬৬১. হযরত উম্মে আতিয়া নুসাইবা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সময় এই শপথও গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা বিলাপ করে এবং বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬২. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ قَالَ : أَعْمَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ فَجَعَلَتْ أُخْتَهُ تَبْكِي وَتَقُولُ، وَاجْبَلَاهُ، وَكَذَا وَاعَدَ تَعْدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتُ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَّالِكَ - رواه البخارى .

১৬৬২. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) অসুস্থতার কারণে একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়েন, এ অবস্থা দেখে তাঁর বোন কান্নাকাটি শুরু করেন এবং এই মর্মে বিলাপ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে পাহাড় আফসোস এবং হে অমুক, হে তমুক, ইত্যাদি মর্মে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিলেন। তার চেতনা ফিরে এলে তিনি বোনকে বললেন : তুমি যা কিছু বলেছো সেসব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে : তুমি কি বাস্তবিক এরূপ করেছো? (বুখারী)

১৬৬৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكْوَى فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُوذُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَةٍ فَقَالَ : أَقْضَى ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بَكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا قَالُوا : أَلَا تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِخُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرَحُّمُ - متفق عليه .

১৬৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন সা'দ ইবনে উবাদা (রা) খুব রুগ্ন হয়ে পড়েন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে সঙ্গে নিয়ে তার খোজ-খবর নিতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন তিনি বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? উপস্থিত লোকেরা বললো না হে আল্লাহর রাসূল, একথা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্দতে শুরু করলেন। তাঁকে কান্দতে দেখে উপস্থিত লোকেরাও কান্দতে লাগলো। তিনি বললেন : তোমরা কি শুনবে না, আল্লাহ চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত করা এবং অন্তরের বেদনা প্রকাশ করার জন্যে কাউকে সাজা দেবেন না বরং সাজা দেবেন কিংবা রহম করবেন এটার জন্যে। এই বলে তিনি আপন জিহবার দিকে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬৪. وَعَنِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّانِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قِطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ - رواه مسلم .

১৬৬৪. হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (বুক চাপড়ে) বিলাপকারী (মহিলা) যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার দেহে গন্ধকের তৈরী জামা এবং আলকাত্তারের তৈরী দোপাট্টা থাকবে। (মুসলিম)

১৬৬৫. وَعَنِ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ التَّائِبِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْمُبَايَعَاتِ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُو وَبِلًا، وَلَا نَشْقُ جَيْبًا وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا - رواه ابو داود باسناد حسن .

১৬৬৫. হযরত উসাইদ ইবনে আবু উসাইদ তাবৈঈ বাইআত গ্রহণকারিণী জনৈক মহিলার থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে যে সব নেক কাজের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেসবের মধ্যে এটাও ছিল যে, আমরা যেন ভালো কাজে আল্লাহর নাফরমানি না করি, নখের আঁচড়ে আমাদের চেহারাকে রক্তাক্ত না করি, কোনো

এপারে ধ্বংস কিংবা বিপদ না চাই, বুকের কাপড় ছিড়ে না ফেলি এবং মাথার চুলকে উক্কো উক্কো না রাখি।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সহীহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৬. وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَكْبِهِمْ فَيَقُولُ : وَاجِبَلَاهُ، وَاسِيدَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهْكَذَا كُنْتَ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ - أَلَلَّهْزُ الدَّفْعُ بِجَمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ .

১৬৬৬. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার স্বজনেরা কাঁদতে কাঁদতে বলে, হায়! সে আমার পাহাড় ছিল, সে আমার সর্দার ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ মৃত্যুর জন্যে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। তারা মৃত ব্যক্তির বুকে ঘুসি মারতে মারতে বলে : তুমি কি বাস্তবিক এ রকম ছিলে ?

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৬৬৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرًا الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّبَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ - رواه مسلم .

১৬৬৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকদের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে, যে কারণে তারা কুফরী আচরণ করে। তার একটি হলো, কারো বংশ গোত্র তুলে গাল দেয়া এবং অপরটি হলো মৃত ব্যক্তির জন্য বুক চাপড়ে (বা উচ্চস্বরে) কান্নাকাটি করা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ তিনশত তিন

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গমন নিষেধ

১৬৬৮. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَسُ بْنُ الْكُحَّانِ - فَقَالَ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجَنِيُّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنٍ وَلَيْبِهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَيَسْتَرْقِ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُؤْخِضُ إِلَى الْكُحَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ - قَوْلُهُ فَيَقْرُهَا هُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَضَمَّ الْقَافَ وَالرَّاءَ أَيْ يُلْقِيهَا وَالْعَنَانُ يَفْتَحُ الْعَيْنَ .

১৬৬৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক গণকদের সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, ঐসব কিছু নয়। সাহাবীগণ আবার নিবেদন করেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! ওদের কথা তো কখনো সখনো সত্য বলে, প্রতিভাত হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ ঐগুলো সত্য কথা। জ্বিনেরা ঐগুলো ফেরেশতাদের থেকে গোপনে জেনে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদেরকে কানে কানে জানিয়ে দেয়। এরূপ গনকরা ঐসবের সাথে অসংখ্য মিথ্যা কথা যুক্ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : ফেরেশতারা আব্দুল্লাহর নির্দেশ নিয়ে আসমান থেকে মেঘের আড়ালে আবতরণ করেন। আসমানে যেসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তারা সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তান এসব বিষয় গোপনে চুরি করে শোনে এবং এগুলো গণকদের পর্যন্ত শুনিতে দেয় এরপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে এর সাথে অসংখ্য মিথ্যা যুক্ত করে।

১৬৬৯. وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ آتَى عَرَاْفًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا - رواه مسلم .

১৭৬৯. হযরত সাফিয়া বিন্তে আবু উবাইদ (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি হারানো জিনিসের সন্ধান দাতা কোনো লোকের কাছে এল এবং তাকে কোনো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায (আব্দুল্লাহর কাছে) কবুল হয়না। (মুসলিম)

১৭৭০. وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَلْعَا فَيْةً، وَلَطِيْرَةً، وَالطَّرْقُ مِنْ الْجِبْتِ - رواه ابو داود باسناد حسن، وَقَالَ الطَّرْقُ، هُوَ الزَّجْرُ أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَّ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيْرَانِهِ فَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ تَيَمَّنَّ وَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ تَشَاءَمَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْعِيَاْفَةُ الْخَطُّ - قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ الْجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

১৬৭০. হযরত কাবিসা ইবনে মুখারিক (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : রেখা টেনে, কোনো চিহ্ন দেখে এবং পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করা শয়তানী কাজ।

আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আত্ম-তারক মানে হলো পাখি উড়ানোর মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করা। অর্থাৎ পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে শুভ লক্ষণ

রিয়াদুস সালাহীন

আর বাম দিকে উড়ে গেলে অশুভ লক্ষণ মনে করা। আর আল-ইয়াফাহ মানে হস্তলিপি হাতের রেখা, জওহারী সিহাহ নামক গ্রন্থে বলেছেন : আল-জিবত কথাটি গণক, যাদুকার প্রমুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৬৭১. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৬৭১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা করে, সে কার্যত জাদু বিদ্যাই চর্চা করে। এক ব্যক্তি যত বেশি জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা করলো, সে তত বেশিই জাদু বিদ্যা চর্চা করলো।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদসহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৬৭২. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ قَالَ : فَلَا تَأْتِيهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَنْتَطِيرُونَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ قَالَ : كَانَ نَبِيٌّ مِّنْ لَّا نَبِيَّاءٍ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ - رواه مسلم

১৬৭২. হযরত মুআবিয়া বিন হাকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার যুগটি জাহিলিয়াতের খুব নিকটবর্তী। আল্লাহ সবেমাত্র আমায় ইসলাম গ্রহণের তত্ত্বাধীক দিয়েছেন। (আমি এখন জানতে চাই) আমাদের মধ্যকার কিছু লোক গণকের কাছে যাতায়াত করে (এটা ঠিক কিনা)। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তাদের কাছে যেওনা। আমি বললাম, আমাদের কেউ কেউ পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে। তিনি বললেন : এগুলো শুধু তোমাদের মনের কামনা। এগুলো যেন লোকদেরকে কোন (ন্যায়ানুগ) কাজে বাধার সৃষ্টি না করে। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক হস্তরেখা চর্চা করে। তিনি বলেন, অতীতের একজন নবী হস্তরেখা ব্যাখ্যা করতেন। যদি কারো ব্যাখ্যা তাঁর মতো হয়, তবে তা যথার্থ। (মুসলিম)

১৬৭৩. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ - متفق عليه

১৬৭৩. হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচারী নারীর উপার্জন ও গণকের পারিশ্রমিক খেতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত চার

শুভাশুভ সংক্রান্ত বিশ্বাস পোষণ নিষেধ

এ পর্যায়ে ইতোপূর্বে যে হাদীসগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে, সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৬৭৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةٌ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَبِيَّةٌ - متفق عليه

১৬৭৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো রোগ-ব্যাধিই চিরস্থায়ী নয়, আর অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই। অবশ্য ‘ফাল’ গ্রহণ করা আমার পছন্দনীয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহ রাসূল! ফাল কি জিনিস? তিনি বললেন : ‘পবিত্র কথা।’ (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৭৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ - متفق عليه

১৬৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো রোগ ব্যাধিই ছোঁয়াচে বা অলুক্ষণে নয়। অশুভ লক্ষণ বা খারাপ ফাল বলতেও কিছু নেই। কোথাও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু থাকলে তা বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ার মধ্যে থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৭৬. وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ - رواه ابو داود باسنادٍ صحيح .

১৬৭৬. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো শুভাশুভ লক্ষণ বিচার করতেন না।

আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৭৭. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . رواه ابو داود باسنادٍ صحيح .

১৬৭৭. হযরত উরওয়াহ ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলো। তিনি বললেন : এর ভালো পছন্দ হলো ফাল গ্রহণ, কিন্তু অশুভ লক্ষণ কোনো মুসলমানকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ জিনিস দেখবে, তখন যেন বলে : “হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কেউ কল্যাণের ব্যবস্থা করতে পারেনা। আবার তুমি ছাড়া আর

রিয়াদুস সালাহীন

কেউ অকল্যাণও দূর করতে পারেনা। খারাবি থেকে বাঁচার শক্তি এবং ভালো কাজের শক্তি তুমি ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।”

হাদীসটি সহীহ্। আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি রওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : তিনশত পাঁচ

বিছানা, পাথর, কাপড়, মুদ্রা, পর্দা, বালিশ ইত্যাদিতে

জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষেধ

১৬৭৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ - متفق عليه.

১৬৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা (জীবন্ত প্রাণীর) ছবি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে অবশ্যই সাজা দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা এঁকেছো (বা বানিয়েছ) তাতে জীবনের সঞ্চার করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৭৯. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ - فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ ! قَالَتْ ! فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ - متفق عليه - أَلْقِرَامٌ بِكُسْرِ الْقَافِ هُوَ السِّتْرُ. وَالسَّهْوَةُ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ : الصِّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ بَدَنِ الثَّيِّبِ وَقَبْلِ هِيَ الطَّقُ النَّافِذُ فِي الْحَانِطِ .

১৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি বাড়ির দরজায় ছবি আঁকা একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেটা দেখলেন, তাঁর চেহারার রঙ একেবারে বদলে গেল। তিনি বললেন : আয়েশা! কিয়ামতের দিন তামাম লোকের মধ্যে সবচাইতে বেশি সাজা হবে সেই লোকদের যারা আল্লাহর সৃষ্টি (জীবন্ত প্রাণীর) প্রতিকৃতি নির্মাণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এরপর আমি তা ছিড়ে ফেললাম এবং তদ্বারা একটি কি দু'টি বালিশ বানিয়ে নিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ سُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا يَدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَأَرْوَاحٍ فِيهِ - متفق عليه .

১৬৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি প্রত্যেক চিত্রকরই দোষখবাসী হবে। এর বিনিময়ে তার

নির্মিত প্রতিটি ছবির জন্যে একটি করে লোক তৈরী করা হবে। এরা দোযখের মধ্যে তাকে (নির্মাতাকে) শাস্তি প্রদান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাকে যদি ছবি বানাতেই হয়, তাহলে বৃক্ষলতা কিংবা প্রাণহীন বস্তুর ছবি বানাও। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮১. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلِفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ - متفق عليه .

১৬৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো প্রাণীর ছবি আঁকবে, কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে বলা হবে। কিন্তু তার পক্ষে সেটা কক্ষণো সম্ভব হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ - متفق عليه .

১৬৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাণগণই সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৮৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَطْلَمَ مِنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً - متفق عليه .

১৬৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির ন্যায় কোনো কিছুর সৃষ্টিকর্তা হতে ইচ্ছুক তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে? সে যদি এতটাই পারঙ্গম হয়ে থাকে তাহলে সে একটি ক্ষুদ্র পিপড়া কিংবা একটি শস্য বীজ সৃষ্টি করে দেখাক, কিংবা একটি যবের দানা বানিয়ে দেখাক না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮৪. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - متفق عليه .

১৬৮৪. হযরত আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে কুকুর অথবা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ (কিংবা যাতায়াত) করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৮৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ قَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى إِتَمَدَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَقِبَهُ جَبْرِيلُ فَشَكَاَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورَةٌ - رواه البخارى - رَأَتْ أَبْطًا وَهُوَ بِالثَّاءِ الْمَثَلَّةِ .

১৬৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু জিবরাঈল (কোন কারণে) আসতে বিলম্ব করলেন। এই বিলম্বটা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর মনে হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ির বাইরে এলে জিবরাইলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে জিবরাইলের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন : যে ঘরে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সে রকম ঘরে আমি গমন করিনা। (বুখারী)

١٦٨٦ . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصَا فَطَارَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ مَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رَسُولُهُ ثُمَّ انْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ : مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ ؟ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأَمَرَنِي، فَأَخْرَجَ فَجَاءَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - رواه مسلم

১৬৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, জিবরাঈল (আ) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসার ওয়াদা করেন। কিন্তু সেই সময়ে জিবরাঈল (আ) এলেন না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি সেটিকে হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন : না, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন, আর না তাঁর রাসূল। এরপর তিনি ঘরের এদিক সেদিক তাকিয়ে তাঁর চৌকির নীচে একটি কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কুকুরটি কখন ঘরে ঢুকল ? হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম : আল্লাহর কসম ! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিনা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ছানাটিকে তড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এরপর হযরত জিবরাইল (আ) তাঁর কাছে এলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আপনি আসার ওয়াদা করেছিলেন। আমি আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কিন্তু আপনি তখন আসেননি। তিনি বললেন : আপনার ঘরে যে কুকুরটি ছিল সেটার কারণে আমি আসতে পারিনি। যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর জীব-জন্তুর ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো ঢুকিনা। (মুসলিম)

১৬৮৭. وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ حَبَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَدْعُ صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتُهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ - مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدْعُ صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتُهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ -

রোহ মুসলিম

১৬৮৭. হযরত আবু হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমায় বললেন : আমি কি তোমায় সেই কাজে পাঠাবোনা, যে কাজের জন্যে রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় পাঠিয়েছিলেন ? (সে কাজটি ছিল এই) কোনো ছবি ভেঙে চুরমার না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেনা এবং কোন উঁচু কবর কে মাটির সমান না করা পর্যন্ত থামবে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছয়

শিকার চতুষ্পদ প্রাণী এবং কৃষিক্ষেতের পাহারা ব্যতীত কুকুর পোষা নিষেধ

১৬৮৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهُ كُلِّ يَوْمٍ قِيرًا طَانٍ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ قِيرَاطٌ .

১৬৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশুর ও কৃষিক্ষেতের পাহারাদারি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে তার সওয়াব থেকে দৈনিক দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, এক কিরাত পরিমাণ কমে যাবে।

১৬৮৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةً - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مِّنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرًا طَانٍ كُلَّ يَوْمٍ .

১৬৮৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুকুর লালন করে, তার ভালো কাজের নেকী থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ নেকী হ্রাস পায়। তবে হাঁ কৃষিক্ষেত ও গবাদি পশুর নিরাপত্তার জন্যে কুকুর লালন করা (জায়েয)। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি শিকার, গবাদি পশুর ও কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর লালন করে তার সওয়াব থেকে দৈনিক দু'কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে।

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাত

সফরকালে উট কিংবা অন্য কোনো চতুষ্পদ পশুর গলায় ঘন্টা বাধা
এবং কুকুর সঙ্গে নেয়া নিষেধ

১৬৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصْحَبُ الْمَلَانِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ - رواه مسلم

১৬৯০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতারা কখনো এমন সব কাফেলার সঙ্গী হয় না, যাদের সঙ্গে কুকুর কিংবা ঘন্টা থাকে। (মুসলিম)

১৬৯১. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الْجَرَسُ مِنْ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ - رواه مسلم

১৬৯১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘন্টা শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আবু দাউদ মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদসহ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : তিনশত আট

নোংরা বা নাপাক বস্তু থেকে উট কিংবা উষ্ট্রের পিঠে আরোহন নিষেধ

১৬৯২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَاثَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يَرْكَبَ عَلَيْهَا - رواه ابو داود باسناد صحيح

১৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোংরা বস্তু থেকে উঠের পিঠে আরোহন করতে বারণ করেছেন।

আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : তিনশত নয়

মসজিদে থুথু ফেলা বারণ তাকে নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখার তাগিদ

১৬৯৩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - متفق عليه - وَالْمُرَادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تَرَابًا أَوْ رَمَلًا وَنَحْوَهُ فَيُؤَارِثُهَا تَحْتَ تَرَابِهِ . قَالَ أَبُو الثَّعَالِيقِ الرَّوْيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْبَحْرِ : وَقَبْلَ الْمُرَادِ بِدَفْنِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ أَمَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَبْلُطًا أَوْ مُجَصَّصًا فَدَلَّكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بَغْيَرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ

كَثِيرَةٌ مِّنَ الْجَهَالِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِذَنْبٍ بَلْ زِيَادَةٌ فِي الْخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلْقَذْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَقْسِلَهُ .

১৬৯৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদের ভেতর থুথু ফেলা খুব গর্হিত কাজ। এর কাফ্যারা হলো, অবিলম্বে পুঁতে ফেলা বা পরিষ্কার করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে যদি মাটি কিংবা বালু থাকে তাহলে থুথুকে মাটির নীচে চাপা দেবে। আবুল মুহাসিন রুইয়ানী তাঁর আল-বাহর নামক গ্রন্থে এ রকমই বিবৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, থুথু মাটি চাপা দেয়ার অর্থ হলো, তাকে মসজিদ থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলা। কিন্তু মসজিদ যদি পাকা হয়, তাহলে জায়নামাজের স্থলে থুথু ফেলে তা আবার ফ্লোরের সাথে মিশিয়ে ফেলা একটা গুনাহর কাজ এবং তা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করার শামিল। কোনো ব্যক্তি এরূপ কাজ করলে তার উচিত হবে নিজের কাপড় কিংবা হাত দ্বারা বসে বসে স্থানটি পরিষ্কার করা কিংবা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলা।

১৬৯৪. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الثَّقِيلَةِ مَخَاطًا أَوْ بَرَأًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ - متفق عليه .

১৬৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে (নববীর) কিবলার দিকের দেয়ালে নাকের ময়লা কিংবা থুথু অথবা কফের চিহ্ন দেখে তা নিজের হাতে ঘসে ঘসে তুলে ফেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৯৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِرَآءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাবধান! মসজিদ প্রস্রাব বা ময়লা ফেলার স্থান নয়। এটা নির্মিত হয়েছে আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে, অথবা যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত দশ

মসজিদে ঝগড়া-ফাসাদ করা, উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করা, হারানো জিনিস তালাশ করা, কেনা-বেচা, ইজারা দান ইত্যাকার লেনদেন গর্হিত

১৬৯৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَتَشَدُّ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَارِدَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لِهَذَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৬৯৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কেউ যদি শুনেতে পায় যে, মসজিদে কোনো ব্যক্তি হারানো জিনিস খুঁজছে, তাহলে সে বলবে, আল্লাহ যেন জিনিসটি তোমায় ফেরত না দেয়। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্যে নির্মিত হয়নি। (মুসলিম)

১৬৯৭. وَعَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرِجَ اللَّهُ تَجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৫৯৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে কিছু কেনা-বেচা করতে দেখবে, তখন বলবে : আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করেন। আর যখন তুমি দেখবে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে তার হারানো জিনিস খুঁজছে, তখন বলবে আল্লাহ যেন হারানো জিনিসটি তোমায় ফেরত না দেন। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান

১৬৯৮. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَجَدْتُ إِلَّا بَنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بَنِيَتْ لَهُ - رواه مسلم .

১৬৯৮. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিচ্ছিল। সে বললো : কে লাল রঙের উটের প্রতি আহবান জানালো ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার উট খুঁজে পাবেনা। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, সে উদ্দেশ্যেই এটি তৈরী করা হয়েছে। (মুসলিম)

অর্থাৎ তোমার ঘোষিত উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী হয়নি।

১৬৯৯. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تَنْشُدَ فِيهِ ضَالَّةً أَوْ تَنْشُدَ فِيهِ شِعْرٌ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن .

১৬৯৯. হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কেনা-বেচা করতে, হারানো জিনিস খোঁজাখুঁজি করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে বারণ করেছেন।

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

১৭০০. وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَّنِي رَجُلٌ فَتَنَزَّهْتُ

فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاطِ رَضِيَ فَقَالَ : إِذْهَبْ فَاتَّبِعْنِي بِهَذَيْنِ ، فَجِئْتَهُ بِهِمَا فَقَالَ مَنْ آتَمَا ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْ جَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصَوْتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৭০০. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ সাহাবী (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি আমার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, পাথর নিক্ষেপকারী লোকটি হচ্ছে উমর ইবনে খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন : যাও, ওই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি লোক দুটিকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। উমর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা যদি শহরের বাসিন্দা হতে তাহলে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কেননা, তোমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে বুলন্দ আওয়াযে কথা বলছো। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : তিনশত এগার

পিয়াজ-রসুন ইত্যাকার গন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পরপরই মসজিদে প্রবেশ অনুচিত

১৭০১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَسْجِدَنَا .

১৭০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি টাটকা পিয়াজ-রসুন জাতীয় সবজি খাবে। সে যেন (আমাদের) মসজিদের কাছে না যায়।^১ (বুখারী ও মুসলিম)

১৭০২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا ، وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنَا - متفق عليه .

১৭০২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এ ধরনের (পিয়াজ ও রসুন) সবজি খাবে, সে যেন আমাদের কাছে না ঘেঁসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭০৩. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ ثُومًا ، أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَذَوَّى مِمَّا يَتَذَوَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ .

১. এই হাদীস দ্বারা পিয়াজ-রসুন খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। মূলত এই দুটি জিনিসের টাটকা গন্ধ অন্য মুসল্লীদের কষ্ট দিতে পারে, এ জন্যেই এ সতর্কতা। —অনুবাদক

১৭০৩. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি পিয়াজ বা রসুন খাবে, সে যেন (ঐ সবেল গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত) আমাদের কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি পিয়াজ বা রসুন কিংবা ঐ জাতীয় সবজি খায় সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা এ দু'টি বস্তু মানুষকে কষ্ট দেয় আর যে সব বস্তু মানুষকে কষ্ট দেয়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।

১৭০৪. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ : الْبَصَلُ وَالثُّومُ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَهُ فَأَخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلَيْمَتُهُمَا طَبِخًا - رواه مسلم .

১৭০৪. হযরত উমর উবনে খাতাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি এক জুমআর দিন খুতবায় বললেন : হে লোক সকল। তোমরা দু'টি সবজি (পিয়াজ ও রসুন) খেয়ে থাকো। আমি মনে করি, এই দুটি সবজি ভালো নয়। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, মসজিদে অবস্থানকালে কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে সেখান থেকে বের করে দিতেন। তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'জান্নাতুলবাকী' নামক কবরস্থান অবধি পৌঁছে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস খেতে ইচ্ছুক, সে যেন রান্না করে এদের গন্ধ দূর করে নেয়। (মুসলিম)

অনুবাদ : তিনশত বার

জুমআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাটু-পেট এক করে বসা দৃশ্যীয়

১৭০৫. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَبِوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لِأَمَامُ يَخْطُبُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن .

১৭০৫. হযরত মু'আয ইবনে আনাস আল-জুহান্নী (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার সময় দুই হাঁটুকে পেটের সাথে মিশিয়ে বসতে বারণ করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

অনুবাদ : তিনশত তের

যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যত করেছে তার জন্যে যিলহজ্জের দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল-দাঁড়ি কাটা বারণ

১৭০৬. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلٌ هَلَالٌ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَبْضَحَ - رواه مسلم .

১৭০৬. হযরত উম্মে সালাম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পণ্ড রয়েছে এবং সে তা কুরবানী করার নিয়্যাত করেছে সে যেন জিলহজ্জের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী না করা পর্যন্ত নিজের চুল-দাড়ি ও নখ না কাটে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত চৌদ্দ

কোনো সৃষ্টির নামে হলফ করা বারণ

কোনো সৃষ্টবস্তুর নামে হলফ করা জায়েয নয়। যেমন নবী-রাসূল, কাবাঘর, ফেরেশতা, আসমান, বাপদাদা, জীবন, আত্মা, মাথা ও বাদশাহর কিংবা অমুকের কবর, আমানত ইত্যাদির নামে হলফ করা নিষেধ।

১৭০৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَا نِكْمَ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُتْ - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ -

১৭০৭. হযরত আবদুল্লাহ উবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাপ-দাদা বা পূর্ব-পুরুষের নামে হলফ (শপথ) করতে বারণ করেছেন। কারো যদি হলফ করতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহর নামে হলফ করে কিংবা নীরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি যদি হলফ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হলফ না করে অথবা নীরব থাকে।

১৭০৮. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَا نِكْمَ - رواه مسلم -

১৭০৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ভুত-প্রেত বা দেবীর নামে হলফ করবে না। কিংবা বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের নামেও হলফ করবে না। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত আত্-তাওয়াগী শব্দটি তাগিফহ শব্দের বহুবচন একটি দওস গোত্রের প্রতিমা অর্থাৎ তাদের মাবুদ। সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে 'তওয়াগিয়াত' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এটি তাগুত শব্দের বহু বচন। আর 'তাগুত' বলা হয় শয়তান ও প্রতিমাকে।

১৭০৯. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِأَلَا مَانَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

রিয়াদুস সালেহীন

১৭০৯. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমানতের নামের হলফ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (এই কারণে যে, আমানতটা আল্লাহর কোনো গুণ নয়)

হাদীসটি সহীহ। এই মার্মে আবু দাউদ সহীহ সনদের সাথে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১৭১০. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ خَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا - رواه ابو داود.

১৭১০. হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হলফ করে বললো, (আমি যদি অমুক কাজটা করি তাহলে) ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবো, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে সে যেরকম বলেছে, সে সে রকমই। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলেও সে ইসলামের দিকে সহী সালামতে ফিরে আসতে পারবেনা। (আবু দাউদ)

১৭১১. وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَا وَالْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن - وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيظِ كَمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الرِّيَاءُ شِرْكٌ .

১৭১১. হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একটি লোককে বলতে শুনেছেন, সে বলছিল : কাবার শপথ! আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করোনা। এ কারণে যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে হলফ করে, সে কুফরী করে অথবা সে শিরক করে। (তিরমিযী)

হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস। আলেমগণ কুফর ও শিরকের তাফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন— রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রিয়া করা হচ্ছে শিরক করার সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ : তিনশত পনর

জেনেশুনে মিথ্যা হলফ করা অপরাধ

১৭১২. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ (إِنَّا لَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمِنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) -

১৭১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ধনমাল অন্যায়ভাবে দখল করার জন্যে মিথ্যা হলফ করলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ্র তার প্রতি চরমভাবে ক্ষুব্ধ। ইবনে মাসউদ বলেন, এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার সমর্থনে আমাদের সামনে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজের হলফ সমূহ সামান্য মূল্যে পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় আখিরাতে তাদের জন্যে কোনো অংশই নির্দিষ্ট থাকবে না। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, আর না তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন বরং তাদের জন্যে থাকবে অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি।

(সূরা আলে-ইমরান : ৭৭)

১৭১৩. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِمْسِيهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يُسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ - رواه مسلم

১৭১৩. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাক আল-হারিসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো মুসলমানের হক মেরে খায়, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে অনিবার্য করে দেন আর জান্নাতকে করে দেন হারাম। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো : হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা যদি খুব मामুলি জিনিস হয় ? জবাবে বললেন : সেটা পিলু গাছের একটি ছোট ডাল হলেও। (মুসলিম)

১৭১৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْكَبَانُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ - رواه البخارى - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَانُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا قَالَ : الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قُلْتُ : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ! يَعْنِي بِمِمْسِيهِ فَوَفِيهَا كَاذِبٌ .

১৭১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : কবীরাহ গুনাহ হলো আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : জনৈক বেদুঈন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরাহ গুনাহ বলতে কি কি বুঝায় ? তিনি বললেন : 'আল্লাহ্র সাথে শিরক করা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো : তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : 'মিথ্যা হলফ করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম : মিথ্যা হলফ কি ? তিনি বললেন : যে হলফ দ্বারা কোনো মুসলমানের ধন-মাল লোপাট করা হয়। অর্থাৎ মিথ্যা হলফ দ্বারা।

অনুচ্ছেদ : তিনশত ষোল

কোন কাজের হলফ গ্রহণের পর

কোন ব্যক্তি একটি কাজের জন্যে হলফ গ্রহণ করলো। এরপর তার সামনে এর চেয়েও উত্তম কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হলো। এহেন ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তারপর হলফ ভঙ্গের জন্যে তাকে কাফফারা আদায় করাতে হবে।

১৭১৫. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ - متفق عليه

১৭১৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন, তুমি যদি কোনো বিষয়ে হলফ গ্রহণের পর তার চেয়েও উত্তম কোনো বিষয়টি দেখতে পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্বকার হলফটি ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করবে এবং তুলনামূলক ভালো কাজটিই সম্পাদন করবে। (মুসলিম)

১৭১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - رواه مسلم

১৭১৬. হযরত হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করল, অতঃপর তার বিপরীতে উত্তম কিছু করার সুযোগ দেখতে পেল। সে যেন শপথ ভংগ করে তার কাফফারা আদায় করে এবং অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭১৭. وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - متفق عليه

১৭১৭. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ চাইলে আমি এমন কোনো হলফ গ্রহণ করবোনা, যে হলফ গ্রহণের পর তুলনামূলক ভালো কাজের সুযোগ দেখলে আমি আমার হলফ ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করবো এবং তুলনামূলক ভালো কাজটি সম্পাদন করবো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭১৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَوْ لَهْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطَى كُفَّارَتُهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه . قَوْلُهُ يَلْجَأُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْحِيمِ - أَيْ يَتَمَادَى فِيهَا وَلَا يُكْفِرُ - وَقَوْلُهُ أَوْ لَهْ بِالشَّاءِ الْمَثْلَثَةِ أَيْ أَكْثَرُ اثْمًا -

১৭১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ হলফ করে নিজের পরিবারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং সে হলফ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় না করে, তাহলে সে অমুসলিম কাছে তাঁর প্রতি ফরয কাফ্ফারা আদায় না করার চাইতেও বেশি গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত সত্তর অর্থহীন হলফ ক্ষমার যোগ্য

অর্থহীন হলফগুলো ক্ষমাযোগ্য। এ ধরনের হলফ ভঙ্গ করাতে কোনো কাফ্ফারা দিতে হয়না। এই হলফগুলো এমন প্রকৃতির যে, অভ্যাস বশত কোন হলফ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায় যেমন : সাধারণত কথা-বার্তা বলার সময় ‘আল্লাহর কসম’ ‘খোদার কসম’ ইত্যাকার কথা বলা হয়ে থাকে।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ -

মহান আল্লাহ বলেন : তোমরা যে সব অর্থহীন হলফ করে থাকো, সে জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা জেনে-গুনে যেসব হলফ করো, সে বিষয়ে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ জাতীয় হলফ ভঙ্গের) কাফ্ফারা হলো : দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা নিজেদের পরিবারগণকে খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তির এসব করার সামর্থ্য নেই, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এই হলো তোমাদের হলফ-ভঙ্গের কাফ্ফারা। তোমরা হলফের সংরক্ষণ করো। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশগুলো স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(সূরা মায়দা : ৮৯)

১৭১৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُنْذِرُ لَكَ هَذِهِ الْآيَةَ لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاللَّهِ وَيَلَى وَاللَّهِ - رواه البخارى .

১৭১৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তোমরা যেসব নিরর্থক হলফ গ্রহণ করে থাকো আল্লাহ সেজন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, এ আয়াতটি কোনো ব্যক্তির ‘না, আল্লাহর কসম’, ‘হাঁ, আল্লাহর কসম, ইত্যাকার কসম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

(বুখারী)

অনুচ্ছেদ : তিনশত আটান

কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সত্য হলফ করাও অনুচিত

১৭১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسَّلَاحِ مَحَقَّةٌ

لِلْكَسْبِ - متفق عليه

রিয়াদুস সালেহীন

১৭২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি (পণ্য) বিক্রির সময় বেশি পরিমাণ হলফ বেশি বিক্রির কারণ হতে পারে; কিন্তু তা উপার্জনের বরকত নিঃশেষ করে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧١٦١ . وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَفْقُ ثُمَّ يَمَحُقُ - رواه مسلم .

১৭২১. হযরত আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমরা কোনো পণ্য বিক্রির সময় বেশি বেশি হলফ করা থেকে বিরত থাকো, কেননা, এতে বিক্রি হলেও বরকত ধ্বংস হয়ে যায়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত উনিশ

আল্লাহর দোহাই পেড়ে কিছু প্রার্থনা করা

আল্লাহর নামে দোহাই পেড়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা দূষনীয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চাইলে তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নামে সুপারিশ করলে বঞ্চিত করা দূষনীয় — অনুচিত।

١٧٢٢ . عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ - رواه ابو داود .

১৭২২. হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর দোহাই পেড়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা সমীচীন নয়। (আবু দাউদ)

١٧٢٣ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيَنُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَيْتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَّيْتُمُوهُ . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . رواه ابو داود والنسائي بإسنادٍ الصحيحين

১৭২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই পেড়ে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দান করো। কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাইলে তাকে কিছু দান করো। কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দাও।

কোন ব্যক্তি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর কাজ করলে তার প্রতিদান দাও। তার কাজের প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না থাকলে তার জন্যে ততোক্ষণ পর্যন্ত দো'আ করতে থাকো, যতোক্ষণ তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি না হয় যে, তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী বুখারী ও মুসলিমের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ তিনশত বিশ

রাজাধিরাজ খেতাব প্রদান হারাম

কোন শাসক বা রাষ্ট্রনায়ককে রাজাধিরাজ বলে সম্বোধন করা বা উপাধি প্রদান নিষেধ। কেননা এ শব্দটির অর্থ হলো ‘মালিকুল মুল্ক’ বা সম্রাটদের সম্রাট। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সমীচীন নয়।

১৭২৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكُ الْأَمْلاَكِ - متفق عليه. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَلِكُ الْأَمْلاَكِ مِثْلُ شَاهِنشَاهٍ .

১৭২৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হলো সেই ব্যক্তি যে ‘শাহানশাহ মতো ‘মালিকুল আমলাক’ বা রাজাধিরাজ খেতাব গ্রহণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন। ‘মালিকুল আমলাক’ কথাটি শাহানশাহ খেতাবেরই সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ ৪ তিনশত একুশ

কোনো ফাসিক ও বিদ‘আতীকে ‘সাইয়েদ’ বা অনুরূপ সম্বোধন করা নিষেধ

১৭২৫. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ اسْخَطَمْتُ رَبِّيَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭২৫. হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুনাফিককে ‘সাইয়েদ’ বলে ডেকোনা। কেননা, সে সাইয়েদ হলেও তাকে অনুরূপ সম্বোধন করে তোমার মহান প্রভুকে নাখোশ করোনা।

আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ তিনশত বাই

জ্বরকে গাল-মন্দ করা দৃশ্যীয়

১৭২৬. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّانِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيْبِ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أُمُّ السَّانِبِ - أَوْ يَا أُمِّ الْمُسَيْبِ تُزْفِرِينَ؟ قَالَتِ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا؟ فَقَالَ لَا تُسَبِّ الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا تَذْهَبُ الْكَبِيرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ - رواه مسلم - تُزْفِرِينَ أَيْ تَتَخَرَّرُ كَيْنَ حَرَكَتِ سَرِيعَةٍ وَمَعْنَاهُ تَرْتَعِدُ وَهُوَ بِصَمِّ النَّاءِ وَبِالزَّأْيِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْفَاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَرَوَى أَيْضًا بِالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْقَافَيْنِ .

১৭২৬. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুস সায়েব কিংবা উম্মুল মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে উম্মুস সায়েব! (অথবা হে উম্মুল মুসাইয়েব) তোমার কী হয়েছে ? তুমি কাঁপছ কেন ? সে বললো : জ্বর হয়েছে তাই। আদ্বাহ যেন তার (জ্বরের) মধ্যে কল্যাণ দান না করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জ্বরকে গাল-মন্দ করোনা। কেননা জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ-খাতাকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন কামারের হাড়ুড়ি লোহার ময়লাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত তেইশ

বাতাসকে গাল-মন্দ করা নিষেধ, বাতাস চলাচলের সময় যা বলা উচিত

১৭২৭. عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرَتْ بِهِ وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرَتْ بِهِ - رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح.

১৭২৭. হযরত আবুল মুনির উবাই ইবনে কা'ব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বাতাসকে গালাগাল করোনা। তোমরা যখন বাতাসকে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবহমান দেখবে, তখন বলবে, হে আদ্বাহ! আমরা তোমার কাছে এই বাতাস থেকে কল্যাণ পেতে চাই, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং একে যে কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও আমরা পেতে চাই। আমরা এই বাতাসের তামাম অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

১৭২৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا - رواه ابو داود باسناد حسن قوله ﷺ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ هُوَ يَفْتَحُ الرِّاءَ أَى رَحْمَتِهِ بَعْدَهُ .

১৭২৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি বাতাস আদ্বাহর অন্যতম রহমত। এটি কখনো রহমত নিয়ে আসে। আবার কখনো এটি নিয়ে আসে আযাব। সুতরাং তোমরা কখনো বাতাসকে প্রবাহিত হতে দেখে গাল-মন্দ কোরনা; বরং তো থেকে কল্যাণ লাভের জন্যে আদ্বাহর কাছে প্রার্থন করো এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাও। (আবু দাউদ)

১৭২. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا

وَحَيْرَ مَا فِيهَا وَحَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ أُرْسِلَتْ بِهِ -

رواه مسلم

১৭২৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম যখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু চলাচল করতে দেখতেন, তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই বাতাসের প্রবাহ থেকে কল্যাণ পেতে চাই। এর মধ্যে যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে এবং যে কল্যাণসহ একে প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর আশ্রয় চাই এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে এবং যে ক্ষয়ক্ষতিসহ একে প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকেও নিরাপদ থাকার জন্যে। (মুসলিম)

অনুবাদ : তিনশত চত্বিশ

মোরগকে গাল-মন্দ করা নিষেধ

১৭৩০. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الدِّيَكَ فَإِنَّهُ يُرْقِطُ لِلصَّلَاةِ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭৩০. হযরত যয়েদ ইবনে খালিদ আ-জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ কোরনা। কেননা, মোরগ নামাযের জন্যে মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।

আবু দাউদ হাদিসটি সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : তিনশত পঁচিশ

অমুক নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টিপাত হয়েছে একথা বলা নিষেধ

১৭৩১. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِّ ثَبِيَّةٍ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ - متفق عليه وَالسَّمَاءُ هُنَا الْمَطَرُ .

১৭৩১. হযরত যয়েদ ইবনে খালেদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া নামক স্থানে ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। এর আগের রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে তাকিয়ে

বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন ? সবাই বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : আল্লাহ বলেছেন : আজ প্রত্যুষে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর অপরাংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের জন্যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী আর যারা বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছাশিশ

কোনো মুসলমানকে কাফির বলা নিষেধ

১৭৩২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَالْآخَرُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ - متفق عليه

১৭৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো মুসলমান তার অপর কোনো মুসলমান ভাইকে ‘কাফির’ বলে সম্বোধন করে, তখন যে কোনো একজনের ওপর অবশ্যই কুফরী অভিধা নিপতিত হবে। যাকে কাফির বলা হলো, সে সত্যিই কাফির হয়ে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে যদি কাফির না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফির অভিধাটি প্রদান করলো, আর ওপরই কুফরী অপবাদ নিপতিত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৭৩৩. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ - متفق عليه. حَارَ رَجَعَ.

১৭৩৩. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে ‘কাফির’ বলে সম্বোধন করে অথবা ‘আল্লাহর দূশমন’ বলে আখ্যায়িত করে, অথচ সে তা নয়, তাহলে কাফির অভিধাটি যে বলবে তার দিকেই ফিরে আসবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাতাশ

অল্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা বারণ

১৭৩৪. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ - رواه الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

১৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী ও তিরস্কারকারী হতে পারেনা।
তেমনি সে পারেনা লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও প্রলাপকারী হতে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

১৭৩৫. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ - رواه الترمذی وقال حديث حسن .

১৭৩৫. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকেই নষ্ট করে দেয় আর লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকেই সৌন্দর্যময় করে তোলে। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : তিনশত আটশ

কথা-বার্তায় জটিল বাক্য ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার অনুচিত

সাধারণ মানুষকে সন্মোদন করে কিছু বলতে হলে তা তাদের বোধগম্য ভাষায়ই বলা উচিত। এক্ষেত্রে জটিল ও কঠিন ভাষা ব্যবহার, বাক্য চাতুর্যের প্রদর্শনী, অপ্রচলিত শব্দাবলীর ব্যবহার ইত্যাদি দূষনীয়।

১৭৩৬. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَتْهَا ثَلَاثًا - رواه مسلم .
الْمُتَنَطِّعُونَ الْمُبَالِغُونَ فِي الْأُمُورِ .

১৭৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অতিশয়োক্তিকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন।

১৭৩৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِغَ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ - رواه ابو داود والترمذی وقال حديث حسن

১৭৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেসব অতিশয় উক্তিকারীদের ঘৃণা করেন, যারা গরুর ঘাস চিবানোর ন্যায় নিজেদের জিহ্বা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

১৭৩৮. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّرَّارُونَ

وَالْمُتَشَدِّ قُرُونٌ وَالْمُتَفَيِّهُونَ - رواه الترمذی وقال حديث حسن وقد سبق شرحه فی باب حسن الخلق .

১৭৩৮. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নৈতিক দিক দিয়ে উত্তম কিয়ামতে সেই আমার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় এবং বেশি নিকটবর্তী হবে। আর তোমাদের মধ্যে যেসব লোক দুর্বোধ্য ভাষা ও অতি কথন দোষে দুষ্ট এবং যারা গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে, তারাই আমার কাছে সবচাইতে বেশি ঘৃণ্য আর কিয়ামতের দিন এরাই আমার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে।

হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ : তিনশত উনত্রিশ

আমার আত্মা কলুষিত — এ ধরনের কথা বলা অনুচিত

১৭৩৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبِثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِيسَتْ نَفْسِي - متفق عليه - قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى خُبِثَتْ غَشَتْ وَهُوَ مَعْنَى لَقِيسَتْ وَلَكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الْخُبِثِ

১৭৩৯. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার আত্মা নষ্ট বা কলুষিত হয়ে গেছে; বরং একরূপ কথা বলা যেতে পারে যে, আমার আত্মা গাফেল বা মলিন হয়ে গেছে।

(বুখারী ও মুসলিম)

আলেমগণ বলেন যে, খাবুসাত ও লাকিসাহ শব্দটির অর্থ একই রূপ। অর্থাৎ খারাপ মলিনতা, ভ্রষ্টতা কলুষতা ইত্যাদি। কিন্তু তারা ‘খুবস’ শব্দটির ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন। কারণ ওটা তারা পছন্দ করেননি।

অনুচ্ছেদ : তিনশত ত্রিশ

আদুরকে ‘কারম’ বলা দুশনীয়

১৭৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ. متفق عليه . وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ يَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

১৭৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আব্দুরকে 'কারম' বোলনা। কেননা, শুধুমাত্র মুসলমানই 'কারম' অভিধা পেতে পারে (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির ভাষা ইমাম মুসলিমের।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'কারম' হলো মুমিনের অন্তরকরণ। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে : (রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) লোকেরা আব্দুরকে কারম বলে অথচ কারম হলো মুমিনের হৃদয়।

১৭৪১. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُولُوا الْكَرَّمَ وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِئْبُ وَالْحَبْلَةُ - رواه مسلم - الْحَبْلَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ وَيُقَالُ أَيْضًا بِسِكَانِ الْبَاءِ .

১৭৪১. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আব্দুরকে কারম বোলনা; বরং ইনাব বোলো। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত একত্রিশ

পুরুষের সামনে নারীর দৌহিক সৌন্দর্য বর্ণনা নিষেধ

কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা অনুচিত। অবশ্য বিয়ে-শাদীর মতো মানবিক প্রয়োজনে মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য, গঠন প্রকৃতি বর্ণনা করা বৈধ।

১৭৪২. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا - متفق عليه

১৭৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো নারীর নগ্ন শরীর যেন অন্য কোনো নারীর নগ্ন শরীরকে স্পর্শ না করে। অনুরূপভাবে কোনো নারী যেন অন্য নারীর সৌন্দর্য আপন স্বামীর সামনে এমনভাবে বর্ণনা না করে, যেন সে তাকে প্রত্যক্ষ করছে। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত বয়ত্রিশ

পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে দো'আ করা উচিত

হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমার ক্ষমা করে দাও-এভাবে দো'আ করা অনুচিত। দো'আ প্রত্যয়ের সঙ্গে করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭৪৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ

أَرْحَمَنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ - متفق عليه . وَفِيهِ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ وَلَكِنْ لِيَعْزِمَ وَلِيَعْزِمَ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ . أَعْطَاهُ .

১৭৪৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এভাবে দো'আ না করে : হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দো'আ করবে। কেননা, তাঁর (আদ্বাহুর) ওপর কারো শক্তি বা প্রভাব খাটেনা। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও আত্মহের সাথে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে দো'আ করা বাঞ্ছনীয় কারণ আদ্বাহ বান্দাহকে যা কিছু দান করেন, সেটা তাঁর কাছে বড়ো কিছু নয়।

١٧٤٤ . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ - متفق عليه .

১৭৪৪. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ বলেছেন : তোমরা কেউ যখন দো'আ করবে তখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে দো'আ করবে। কেউ যেন এরকম (দায়সারাবে) না বলে : 'হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমায় দাও'। কেননা আদ্বাহুর ওপর কারো শক্তি প্রয়োগ বা প্রভাব খাটানো চলেনা। অথবা কাউকে কিছু দান করাও তার জন্যে অপরিহার্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত তেতত্রিশ

আদ্বাহুর ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছা মিলানো অনুচিত

١٧٤٥ . عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ - رواه ابو داود باسناد صحيح .

১৭৪৫. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ বলেছেন : তোমরা এভাবে বলোনা যে, আল্লাহ যা এবং অমুকে যা চান, সেটাই হবে; বরং এভাবে বলো : আল্লাহ যেভাবে চান এবং অমুকে যেভাবে চান, সে এরকমই হবে।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : তিনশত চৌত্রিশ

ইশার নামাযের পর (অগ্রয়োজনীর) কথাবার্তা বলা মাকরুহ

ইমাম নববীর মতে, একথার উদ্দেশ্য হলো, যেসব মামুলি কথাবার্তা অন্যান্য সময়ও বল জায়েয এবং যা বলা বা না-বলা উভয়ই সমান, ইশার নামাযের পর এ ধরনের কথাবার্তা বল

অনুচিত। আর যেসব কথাবার্তা অন্যান্য সময়ে বলা হারাম বা মাকরুহ ইশার পর তা বলা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে এ সময়ে কল্যাণময় কথা বলা নিষিদ্ধ বা অনুচিত নয়। যেমন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, মনীষীদের জীবন কথা পর্যালোচনা করা, উন্নত নৈতিক বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা, মেহমানের সাথে কথাবার্তা বলা, কোনো প্রয়োজনশীল ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রসঙ্গ। এভাবে কোনো জরুরী বিষয়ে কথাবার্তা বলা অথবা কোনো বিপদে পড়ে কথা বলাও দৃষণীয় (মাকরুহ) নয়। এসব বিষয়ের সমর্থনে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

১৭৬৬. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا -

متفق عليه

১৭৬৬. হযরত আবু বুরদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং তারপরে কথা বলতে অপছন্দনীয় মনে করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬৭. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءُ فِي آخِرِ خَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مَانَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ -

متفق عليه

১৭৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ ভাগে একদিন ইশার নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন : আজকের এই রাতটি সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু ধারণা আছে? আজকে যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছে, একশো বছর পর তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيبًا مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ يَغْنَى الْعِشَاءَ قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ - البخارى .

১৭৬৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাতের প্রায় অর্ধেক পেরুনের সময় এলেন এবং তারপর সবার সাথে ইশার নামায পড়লেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন : জেনে রাখো, অনেক লোক (ইতোমধ্যে) নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতোক্ষণ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করেছে ততোক্ষণ (ঠিক) নামাযের মধ্যেই ছিলে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : তিনশত পঁয়ত্রিশ

স্বামী জীকে বিছানায় ডাকলে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া জীর তাতে সাড়া না দেয়া হারাম

১৭৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَىٰهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ - متفق عليه وفي روايةٍ حَتَّىٰ تَرْجِعَ .

১৭৪৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বামী তার জীকে বিছানায় ডাকলে জী যদি সঙ্গত কারণ ছাড়াই তা অগ্রাহ্য করে আর এ কারণে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার প্রতি লান'ত বর্ষণ করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

এঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে : জী যতোক্ষণ স্বামীর বিছানায় ফিরে না আসে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লান'ত বর্ষণ করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছয়ত্রিশ

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া জীর নফল রোযা রাখা বারন

১৭৬০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - متفق عليه

১৭৫০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া জীর নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। (এছাড়া) তার অনুমতি ছাড়া জী অন্য কাউকেও তার ঘরে আসার সম্মতি দিতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাতত্রিশ

ইমামের আগে মুক্তাদীর রুকু সিজদা থেকে মাথা তোলা নিষেধ

১৭৬১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ - متفق عليه.

১৭৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে রুকু সিজদা থেকে মাথা তোলে, তখন কি সে এ ভয় করেনা যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথার মতো করে দেবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার মতো করে দেবেন ? (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত আটত্রিশ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা বারণ

১৭৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ - متفق عليه .

১৭৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত উনচত্ব্বিশ নামাযের সময় খাবার উপস্থিত হলে

খাবার উপস্থিত হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলে খাবার রেখে নামায পড়া দূষনীয়। ঠিক তেমনি প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়াও অনুচিত।

১৭৫৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهْوٍ يُدَافِعُهُ الْإِخْبَانِ - رواه مسلم .

১৭৫৩. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, খাবার উপস্থিত হলে তা রেখে নামায পড়বে না। তেমনিভাবে প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখেও নামায পড়বেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত চল্লিশ নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো বারণ

১৭৫৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ! فَاسْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ - رواه البخارى .

১৭৫৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যেই আকাশের দিকে তাকায় ? আনাস বলেন, তিনি (রাসূল) এ ব্যাপারে আরো শক্তভাবে কথাটি বলেছেন। এমন কি, তিনি বললেন : লোকেরা যেন অবশ্যই এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে দেয়া হতে পারে। (বুখারী)

অধ্যায় : তিনশত একচল্লিশ

নামাযের মধ্যে নিশ্চয়োজনে ডানে বামে তাকানো বারণ

১৭৫৫. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ - رواه البخارى .

১৭৫৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে ডানে বামে তাকানো। সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তিনি বলেন : এটা হচ্ছে শয়তানের ছোবল। এভাবে ছোবল মেরে সে বান্দার নামায থেকে কিছু অংশ হরণ করে নিয়ে যায়। (বুখারী)

১৭৫৬. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ - رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح

১৭৫৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় বলেন : নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়োনা কেননা নামাযের মধ্যে এদিক তাকানো একটি ধ্বংসাত্মক কাজ। ডানে-বামে যদি একান্তই তাকাতে হয়, তবে তা নফল নামাযে করত পারো; কিন্তু ফরয নামাযে এটা করা যাবেনা। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ

অনুচ্ছেদ : তিনশত বিয়াল্লিশ

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া বারণ

১৭৫৭. عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ كَنَزَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৭৫৭. হযরত আবু মারসাদ কুন্নায ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন : আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়োনা এবং কবরের ওপর বসোনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত তিতিয়াল্লিশ

নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল নিষেধ

১৭৫৮. عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ عَنْهُمَا : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِبِينَ يَدِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الرَّاَوِيُّ مَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَوْبَعِينَ سَنَةً - متفق عليه

১৭৫৮. হযরত আবুল জুহাইম আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে সিমাহ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী লোক যদি জানতো এ কাজে তার কি পরিমাণ গুনাহ অর্জিত হয়, তবে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেই কল্যাণময় বলে ভাবতো। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন, সেটা আমার স্বরণ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত চুয়াল্লিশ

মুআযযিন ইকামত শুরু করলে

মুআযযিন যখন ফরয নামাযের ইকামত শুরু করে, তখন মুক্তাদীদের পক্ষে সুন্নাত বা নফল নামায পড়া বারণ। (তবে ওই দিনেরই কোনো ফরয নামায কাযা থাকলে ভিন্ন কথা)

১৭৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ - رواه مسلم .

১৭৫৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন (ফরয) নামাযের জন্যে ডাকবীর কিংবা ইকামত বলা শুরু হয়, তখন ফরয নামায কিংবা তার কাজা ছাড়া অন্য কোন নামায সমতীন হবেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত পঁয়তাল্লিশ

জুমআর দিনে রোযা এবং সে রাতে ইবাদত

জুমআর দিনকে রোযা রাখার এবং জুমআর রাতকে নফল নামাযের জন্যে সুনির্দিষ্ট করে নেয়া। দুশনীয়।

১৭৬০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ - رواه مسلم .

১৭৬০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতগুলোর শুধুমাত্র জুমআর রাতকে নফল ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিওনা। (অনুরূপভাবে দিনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জুমআর দিনকে নফল রোযার জন্যে নির্দিষ্ট কোরনা। তবে তোমাদের কারো রোযা যদি নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই জুমআর দিনে পড়ে যায়, তবে আলাদা কথা। (মুসলিম)

১৭৬১. وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَضِيَ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَعْدَهُ - متفق عليه

১৭৬১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে রোযা না রাখে; বরং তার পূর্বের কিংবা পরের একদিন মিলিয়ে রোযা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬২. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ - متفق عليه

১৭৬২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু জুম'আর দিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন ? তিনি বললেন : হাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬৩. وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَانِعَةٌ قَالَ : أَصَبْتَ أَمْسِي قَالَتْ لَا قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا قَالَ فَأَفْطِرِي - رواه البخارى .

১৭৬৩. হযরত উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রা) বলেছেন, এক জুম'আর দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। সেদিন তিনি রোযা পালন করছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে ? তিনি বললেন : না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখতে চাও ? জুয়াইরিয়া বললেন : না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তুমি আজকের রোযা ভঙ্গ করো। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছয়চল্লিশ

উপর্যুপরি রোযা রাখা (সওমে বিসাল) বারণ

কোন প্রকার পানাহার না করে পরপর দুই বা ততোধিক দিন রোযা রাখার নাম 'সওমে বিসাল' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের রোযা পালনকে অপছন্দ করেছেন।

১৭৬৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى عَنِ الْوِصَالِ - متفق عليه .

১৭৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে 'সওমে বিসাল' করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৬৫. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ ؟ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي . متفق عليه وهذا لفظ البخارى .

১৭৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সওমে বিসাল’ অর্থাৎ কোনরূপ পানাহার না করে পরপর কয়েকদিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন : আপনি যে ‘সওমে বিসাল’ করেন : তিনি বললেন : আমি তো তোমাদের মতো নই। (একটি বিশেষ পন্থায়) আমাকে পানাহার করানো হয়।
(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর।

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাতচল্লিশ

কবরের ওপর বসা নিষেধ

১৭৬৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلَصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ - رواه مسلم .

১৭৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো লোক যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর বসে এবং তার ফলে তার কাপড় ভেদ করে চামড়াও পুড়ে যায়, তবু তা তার জন্যে কবরের ওপর বসার অপেক্ষা উত্তম।
(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত আটচল্লিশ

কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ বারণ

১৭৬৭. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ - رواه مسلم .

১৭৬৭. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করা, তার ওপর বসা এবং তার ওপর কোনরূপ নির্মাণ কাজ করতে বারণ করেছেন।^১
(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত ঊনপঞ্চাশ

মনিবের কাছ থেকে ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া নিষেধ

১৭৬৮. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبِمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ - رواه مسلم .

১৭৬৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. অবশ্য জীবজন্তুর উৎপাত থেকে হেফাজতের জন্যে কবরস্থানের চারদিকে ঘর তৈরী করা দৃশ্যীয় নয়।

রিয়াদুস সালেহীন

বলেছেন, যে ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, তার ব্যাপারে ইসলামের দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেল। (মুসলিম)

১৭৭৭. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَبَى الْعَبْدُ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ - رواه مسلم وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدْ كَفَرَ .

১৭৬৯. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোলাম (ক্রীতদাস) যখন পালিয়ে যায়, তখন (আল্লাহর কাছে) তার নামায ও কবুল হয় না। (মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় আছে : সে তখন কুফরী করে।

অনুচ্ছেদ : তিনশত পঞ্চাশ

শান্তি কার্যকর করার বিপক্ষে সুপারিশ করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -

ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারীণী উভয়কে একশো ঘা করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর স্বীকৃতির প্রশ্নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোন দয়া-ময়া না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের উভয়ে শাস্তি পর্যবেক্ষণ করে ? (সূরা নূর : ২)

১৭৭০. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أَصَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَصَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيُمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا - متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أَصَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدَاهَا .

১৭৭০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মাখযুমী বংশের একটি মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছিল। (চুরির শাস্তির কথা চিন্তা করে) তার ব্যাপারটা কুরাইশদের জন্যে খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ালো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এই কঠিন ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে ? তারা এই কথা ব্যক্ত করলো, উসামা বিন্ যায়েদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব প্রিয়পাত্র। তিনি ছাড়া এ কাজ করার মতো সংসাহস আর কেউ করতে পারবে না। সেমতে উসামা তাঁর সঙ্গে

কথা বলতে গেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত হদ (শাস্তি) বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে চাইছো ? তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সবশেষে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার কোনো সন্তোষ ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। পক্ষান্তরে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম। মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে তার হাতও আমি কেটে ফেলতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

এঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে : (সুপারিশ করার দরুন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলে তিনি উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি বাতিল করার জন্যে সুপারিশ করছ ? উসামা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপরাধ ক্ষমার জন্যে দোআ করুন। উসামা বলেন : অতঃপর তিনি (রাসূলে আকরাম) ওই মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কেটে ফেলা হলো।

অনুচ্ছেদ : তিনশত একান

জনগণের চলার পথে গাছের ছায়ায় এবং ব্যবহার্য পানিতে পায়খানা করা বারণ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا .

মহান আল্লাহ বলেন : 'যারা ঈমানদার নর-নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড়ো মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহর বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে।

(সূরা আহযাব : ৫৮)

١٧٧١ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعْنَتَانِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ - رواه مسلم

১৭৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি অভিশাপ আহবানকারী বিষয় থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! অভিশাপ আহবানকারী জিনিস দু'টি কি ? তিনি বললেন : সাধারণ লোকদের চলাচল পথে কিংবা রাস্তার গাছের ছায়ায় পায়খানা করা। (মুসলিম)

١٧٧٢ . عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّكِدِ - رواه مسلم .

১৭৭২. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বন্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : তিনশত বায়য়

উপহার দেয়ার সময় কোনো সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়া দৃষ্টাঙ্গী

১৭৭৩. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ إِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْتُ وَلَكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَدَلُّوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَشِيرُ أَلَاكَ وَكَذَلِكَ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَكَلْتُمْ وَهَبْتُ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا قَانِي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرِ . وَفِي رِوَايَةٍ أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيْسَرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৭৭৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বর্ণনা করেন, তার পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে বললেন : আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি তোমার সব ছেলেকে একইভাবে গোলাম উপহার দিয়েছ ? তিনি বললেন : 'না'। এটা শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গোলামটি তুমি ফেরত নিয়ে যাও। অন্য এক বর্ণনা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি সব ছেলেকে এভাবে গোলাম দিয়েছ ? তিনি বললেন 'না'। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।

নু'মান বলেন : আমার পিতা বাড়িতে এসে উপহারটি ফেরত নিয়ে গেলেন। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে বাশীর! তোমার কি এছাড়া আরো সন্তান আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তাদের প্রত্যেককে কি এভাবে উপহার দিয়েছ ? তিনি বললেন : না, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে আমায় সাক্ষী বানিয়েনা। কারণ, আমি জুলুমের সাক্ষী হতে পারিনা। অপর এক বর্ণনায় আছে; আমায় জুলুমের সাক্ষী বানিয়েনা। অন্য এক বর্ণনায় আছে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী বানাও। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি চাও যে, তোমার সব সন্তান তোমার সঙ্গে সদ্যবহার করুক ? তিনি বললেন : 'হ্যাঁ'। তখন রাসূলে আকরাম বললেন : তাহলে এরূপ কোরনা। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত তেপার

মেয়েদের শোক পালন

স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে মেয়েদের তিন দিনের বেশি শোক পালন করা নিষিদ্ধ। কেবল স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর চার মাস দশ দিন শোক পালনের বিধান রয়েছে।

১৭৭৬ . عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِي أَبُوهُمَا أَبُو سَفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ يَعَازِضَهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৭৭৪. হযরত যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা)-এর মৃত্যুর পর আমি তার কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রঙ কিংবা অন্য কোনো রঙের সুগন্ধি আনতে বললেন : এবং তা এনে এক বাঁদী লাগিয়ে দিল। এরপর তিনি তা নিজের গালে লাগালেন। তারপর বললেন : আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোনো প্রয়োজন ছিলনা। তবে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোনো মৃত্যুর জন্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। কেবলমাত্র স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা বিধেয়। যয়নব বলেন : এরপর আমি যয়নব বিনতে জাহীশ (রা)-এর ভাইর ইন্তেকালের পর তার কাছে গেলাম। তিনিও সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে তার শরীরের মাখলেন। তারপর বললেন : আল্লাহর কসম। আমার কোনো সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলনা। তবে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃত্যুর জন্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত চুয়ান

গ্রামবাসীর পণ্য দ্রব্য শহরবাসীর বিক্রি করে দেয়া অন্যায

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন শহরে ব্যক্তি যেন (দালাল লাগিয়ে) কোনো গ্রামীণ ব্যক্তির পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে না ফেলে। তেমনিভাবে, একজনের বলা দামের ওপর যেন অন্যজন দাম না বলে। অনুরূপভাবে একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন বিয়ের প্রস্তাব না পাঠায়। এ ধরনের কাজ একদম নিষিদ্ধ।

১৭৭৫. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ - متفق عليه .

১৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সামনে এগিয়ে (বাজারে পৌঁছার আগেই) ব্যবসায়ী দলের কাছ থেকে মালামাল কিনে ফেলোনা। (মালামাল বাজারে পৌঁছার সুযোগ দাও।) (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭৬. وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ - متفق عليه .

১৭৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সামনে এগিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ী দলের কাছ থেকে মালামাল খরিদ করোনা। কোন শহরে নাগরিক কোন গ্রামীণ অধিবাসীর মালপত্রও বিক্রি করে দেবেনা। তাউস হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শহরে নাগরিক কোনো গ্রামীণ অধিবাসীর মালামাল বিক্রি করে দেবেনা, একথার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন : একথার তাৎপর্য হলো : দালালের ভূমিকা নিয়ে গ্রামবাসীকে ঠকাবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭৭. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُؤُسٌ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ ؟ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا - متفق عليه

১৭৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী খরিদ করবে না। কোনো শহরবাসী কোনো গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করে দিবে না। তাউস (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শহরবাসী কোনো গ্রামবাসীর পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে দিবে না এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, (এর অর্থ) দালাল সেজে গ্রামবাসীকে ঠকাবে না।

১৭৭৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَافِي إِنْتَانِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَتَنَاجَى الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيفِ - متفق عليه .

১৭৭৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শহরের বাসিন্দাকে গ্রামীন লোকের পক্ষ হয়ে কোনো মালপত্র বিক্রি করতে, ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মালপত্রের দাম বাড়িয়ে বলতে, একজনের বলা দামের ওপর দাম বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য জনকে প্রস্তাব দিতে, কোনো মহিলার অংশ-ভোগ করার কুমতলবে তার স্বামীর কাছে স্বীয় মুসলিম বোনের তালাক প্রার্থী না করতে বারণ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন সামনে এগিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হতে, মুহাজির ব্যক্তির গ্রাম থেকে আগত ক্রেতার জন্যে কিছু ক্রয় করতে, কোন নারীকে তার অপর মুসলিম বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত লাগাতে এবং কেনার ইচ্ছা ছাড়া কোনো জিনিসের দাম করে মূল্য বাড়াতে কিংবা দালালী করতে বারণ করেছেন। তিনি আরো বারণ করেছেন মূল্য বৃদ্ধির কথা বলে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে এবং পণ্ডর বাটে দুধ আটকে রেখে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْظُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ - متفق عليه هذا لفظُ مسلم

১৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ অন্যের ক্রয়ের ওপর যেন ক্রয় না করে এবং অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন অন্যজন প্রস্তাব না দেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

১৭৮০. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ - رواه مسلم

১৭৮০. হযরত উক্বা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই স্বরূপ। অতএব, কোনো মুমিনের জন্যে হালাল নয় তার অপর কোনো মুমিন ভাইয়ের ক্রয়-প্রস্তাবের ওপর ক্রয় প্রস্তাব করা, আর (কোনো মুমিন) পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত অপর ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেবেনা।

(মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত পঞ্চান্ন

শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা বারণ

১৭৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِبَلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ - رواه مسلم وتقدم شرحه .

১৭৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদের জন্যে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন আর তিনটি জিনিস করেন অপছন্দ। তিনি যে তিনটি জিনিস তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন তাহলো : তোমরা তাঁর বন্দেগী করবে, তার সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করবেনা, এবং সবাই মিলে তাঁর বন্ধু (দ্বীন-ইসলাম)-কে শক্তভাবে ধরবে। (কেউ) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। অন্যপক্ষে তিনি তোমাদের জন্যে তিনটি জিনিস নাপছন্দ করেছেন। সমালোচনা বা শোনা কথায় কান দেয়া, বেশি প্রশ্ন করা কিংবা বেশি বেশি চাওয়া এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা।

১৭৮২. وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةِ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَدَعْتَ وَلَا يَنْتَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَكُتِبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِبَلٍ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَفْوِ الْأَمْهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتٍ - متفق عليه وسبق شرحه .

১৭৮২. মুগীরায়ে সেক্রেটারী ওয়ারবাদ বর্ণনা করেন, মুগীরা ইবনে শু'বা আমাকে দিয়ে মুআবিয়া (রা)-এর নামে একটি চিঠি লিখালেন। তাতে উল্লেখ ছিলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। সকল তারিফ ও প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি (কাউকে) কিছু দিতে চাইলে তা রোধ করার মতো কেউ নেই, আর না দিতে চাইলে তা দেয়ার মতো কেউ নেই। কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার কোনো কাজে আসেনা। তিনি চিঠিতে আরো লিখলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে এবং বেশি বেশি প্রশ্ন করতে বারণ করেছেন। তিনি মা'কে কষ্ট দিতে, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে এবং জুলুমের সাহায্যে কোনো কিছু অর্জন করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছাপান্ন

অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা নিষেধ

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কিংবা হাসি-ঠাট্টা করে কোনো মুসলমানের দিকে উন্মুক্ত অস্ত্র বা তরবারি তাক করা বারণ। ঠিক তেমনি কারো হাতে উক্ত অস্ত্র তুলে দেয়াও নিষেধ।

১৭৮২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا دَرِيَّ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ متفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ۖ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَآمِهِ - قَوْلُهُ ۖ يَنْزِعُ ضَبِطَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّائِي وَبَا الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَعَ فَتْحِهَا وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ وَمَعْنَاهُ بِالْمُهْمَلَةِ يَرْمِي - وَبَا الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ وَأَصْلُ النَّزْعِ الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ .

১৭৮৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তুলে ইঙ্গিত না করে। কেননা, শয়তান হয়তো তাকেই অস্ত্র উন্মুক্ত করার কারণ বানাতে পারে। (আর এভাবে মানুষ হত্যার অপরাধে) সে দোষখের গভীর নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে : আবুল কাসেম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে, তাহলে সে যতোক্ষণ পর্যন্ত তা ফেলে না দেবে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তাকে লানত করতে থাকে; এমনকি, সে তার সহদর ভাই হলেও।

১৭৮৪. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَّعَا طَى السَّيْفُ مَسْلُولا - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن .

১৭৮৪. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কারো হাতে) নাক্সা তরবারি তুলে দিতে বারণ করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)
ইমাম তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাততাল্ল

কোনো শরয়ী ওয়র ছাড়া আযানের পর নামায না
পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বারণ

১৭৮৫. عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ كُنَّا قُودًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَةً حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ۖ - رواه مسلم

১৭৮৫. হযরত আবুশ শা'সা বর্ণনা করেন, একদিন আমরা হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসে অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে মুআযযিন এসে আযান দিলে একটি লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে উদ্যত হলো। আবু হুরাইরা (রা) লোকটির প্রতি তীক্ষ্ণনজর রাখছিলেন। শেষ পর্যন্ত লোকটি মসজিদ থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল। তখন আবু হুরাইরা (রা) বললেন : এই লোকটি আবুল কাসেম (রাসূলে আকরাম)-এর প্রতি নাফরমানী (অবাধ্যতা) করে ছাড়ল। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত আটান অকারণে সুগন্ধি বস্তু ফেরত দেয়া দুষণীয়

১৭৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحِلِّ طِبُّ الرِّيحِ - رواه مسلم .

১৭৮৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কাউকে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা তা ওয়নে হাঙ্কা এবং সুগন্ধিতে ভরপুর। (মুসলিম)

১৭৮৭. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبُ - رواه البخارى .

১৭৮৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সুগন্ধি ফেরত দিতেন না। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ : তিনশ উনষাট কারো সামনা-সামনি প্রশংসা করা দুষণীয়

কারো সামনে প্রশংসা করা হলে যদি তার দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার আশংকা থাকে, তবে ঐরূপ প্রশংসা করা দুষণীয়। তবে ঐরূপ কিছু আশংকা না থাকলে ঐ রূপ প্রশংসায় কোনো দোষ নেই।

১৭৮৮. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُشْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيَطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ - متفق عليه . وَالْإِطْرَاءُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ .

১৭৮৮. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তারিফ করতে শুনলেন। লোকটি সে তারিফে খুব বাড়াবাড়ি করছিল। তখন তিনি (রাসূলে আকরাম) বললেন : তোমার ধ্বংস হোক! তুমি লোকটিকে ধ্বংস করলে; তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে! (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৮৯. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَحْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لِمَحَالَةٍ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذًا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ وَحْسِيْبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ - متفق عليه .

১৭৮৯. হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রশংসা করল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার ধ্বংস হোক! তুমি চুপ থাকো। তুমি তোমার বন্ধুর

ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। কথাটা তিনি কয়েকবার বললেন (তিনি আরো বললেন) তোমাদের যদি কারো প্রশংসা করতেই হয় তাহলে বলো, আমি অমুক ব্যক্তিকে এইরূপ মনে করি যদি সে তার বিবেচনায় ওই রূপই হয়। তবে আল্লাহই তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী। তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কেউ কারো ভালো (বা মন্দ) হওয়ার সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করতে পারেনা।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭০. وَعَنْ هُمَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِدَا الْمِقْدَادُ فَجَسَّأَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يَخْشَوْهُ فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا ظَنُّكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْشَوْهُمُ وَجُوهَهُمُ التَّرَابَ . رواه مسلم .

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ ، وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . قَالَ الْعُلَمَاءُ وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَدْمُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَ يَقِينٍ وَ رِيَاضَةُ نَفْسٍ وَ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَفْتَنُ وَلَا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ وَلَا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ كَرَاهَةِ مَدْحِهِ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةُ شَدِيدَةٍ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْضِيلِ تَنْزُلُ الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي ذَلِكَ وَمِمَّا جَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ ﷺ لَا بَى بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . أَيْ مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ لَسْتُ مِنْهُمْ . أَيْ لَسْتُ مِنَ الَّذِينَ يُسَبِّلُونَ أَرْزُهُمْ خِيَلًا ، وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجٍّ وَالْأَحَادِيثُ فِي الْإِبَاحَةِ كَثِيرَةٌ وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْ أَطْرَافِهَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ .

১৭৯০. হযরত হাম্মাম ইবনে হারেস, মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখমণ্ডলে কঙ্কর ছুড়তে শুরু করলেন। উসমান (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কী ? জবাবে তিনি বললেন : রাসুলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন কাউকে মুখের ওপর প্রশংসা করতে দেখবে, তখন মুখমণ্ডলে মাটি ছুড়ে মারবে। (মুসলিম)

ইমাম নববী (রা) বলেন : উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে মুখোমুখি কারো তারিফ করতে বারণ করা হয়েছে; যদিও তারিফের বৈধতা সম্পর্কেও প্রচুর হাদীস রয়েছে। বিশিষ্ট মনীষীগণ এই উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রশংসিত লোকটি যদি পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী এবং পরিচ্ছন্ন মন ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে, মুখোমুখি প্রশংসার দরুন যদি কারো ক্ষতির মধ্যে পড়ার, গর্ববোধ করার এবং প্রশংসা কুড়িয়ে আত্মপ্রাণের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এসব ক্ষেত্রে প্রশংসা করা নিষিদ্ধ বা দূষণীয় নয়। কিন্তু যদি উপরিউক্ত দোষগুলোর কোনো একটি বা একাধিক দোষ-প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে,

তাহলে মুখোমুখি প্রশংসা করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। এ ব্যাপারে বহুসংখ্যক হাদীস থেকে তথ্য-প্রমাণ হাযির করা যায়। প্রশংসা বৈধ হওয়ার পক্ষে যেসব হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রশংসায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “আমি প্রত্যাশা করি, তুমি তাদেরই একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (ভেতরে) প্রবেশ করতে আহ্বান জানানো হবে।” তিনি অপর এক হাদীসে বলেছেন : ‘তুমি তাদের মধ্যে शामिल হবেনা।’ অর্থাৎ যারা অহংকার প্রদর্শনের নিমিত্তে নিজেদের পরিধেয় কাপড় পায়ের গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, তুমি তাদের মধ্যে शामिल নও। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, শয়তান যখনই তোমাকে কোনো রাস্তা দিয়ে চলতে দেখে, তখনই সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে।

অনুচ্ছেদ : তিনশত ষাট

মহামারী পীড়িত লোকালয় থেকে ভয়ে পালানো দুশণীয়

إِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى : أَيَّمَا تَكُونُوا يَذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي يَرْجٍ مُّشِيدَةٍ

মহান আল্লাহ বলেন : তার পরে মৃত্যু, সে-তো তোমরা যেখানেই থাকবে, সর্বাবস্থায়ই ও তোমাদেরকে গ্রাস করবে—তোমরা যত মজবুত প্রাসাদের মধ্যেই থাক না কেন। তারা যা কোনো কল্যাণ লাভ করে, তবে বলে যে, এ আল্লাহর নিকট হতে এসেছে আর যদি কোন ক্ষতি সাধিত হয় তবে বলে, এটা তোমার কারণেই হয়েছে। বল : সব কিছু আল্লাহর নিকট হতে হয়ে থাকে। এদের হলো কি, কেন এরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না।

(সূরা নিসা : ৭৫)

إِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করো এবং নিজ হাতেই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর না। ইহসানের পছা অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকে পছন্দ করে থাকে।

(সূরা বাকারা : ১৯)

١٧ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ
أَبُو الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا فَقَالَ لِي عُمَرُ أَدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَا رَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ
قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجْتُ لِأَمْرٍ وَلَا تَرَى أَنَّ تَرْجِعَ عَنْهُ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ
النَّاسُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَرَى أَنَّ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ - فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي
لِأَدْعُ لِي الْإِنصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَضَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ
: ارْتَفِعُوا عَنِّي - ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ

فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ. فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا
 الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ النَّاسُ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ قَا صَبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبِيدَةَ بْنُ
 الْجَرَّاحِ رَضِيَ أَفْرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عَبِيدَةَ ! وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ
 خِلَافَهُ نَعَمْ نَفِرُ مِّنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ
 أَحَدُهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْجَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ
 رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنْ
 عِنْدِي مِّنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
 وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ. فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ وَأَنْصَرَفَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 - وَالْعُدَّةُ جَانِبُ الْوَادِي.

১৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রা) সিরিয়া যাচ্ছিলেন। তিনি ‘সারতা’ নামক স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা অর্থাৎ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, ও তার সঙ্গী-সাথীরা এসে উমর (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরা তাঁকে জানালেন : সিরিয়ায়ও মহামারীর বিস্তার ঘটেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) আমায় বলেন : সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করে বললেন : সিরিয়ায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একদল বললেন : আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন; সুতরাং এখান থেকে ফিরে যাওয়া সমীচীন হবেনা। অন্যরা বললেন : আপনার সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বেশ কিছু) সাহাবী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট লোক রয়েছে। এদেরকে নিয়ে মহামারী উপদ্রুত এলাকায় যাওয়া সমীচীন হবেনা। উমর (রা) বললেন : তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বললেন : আনসারদের ডেকে আনো। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করলেন : তারা মুহাজিরদের অনুসরণ করলেন। তাদের মতো আনসারগণও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতভেদ করলেন। উমর (রা) বললেন : তোমরা আপাতত আমার কাছ থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন : ‘মক্কা বিজয়ের অভিযানে শরীক কুরাইশ মুহাজিরদের ডাকো’। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের মধ্যে কেউ মতভেদ করলেন না। বরং সবাই এক বাক্যে বললেন : লোকদের নিয়ে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না গিয়ে বরং ফিরে যাওয়াকেই আমরা সমীচীন মনে করি। এরপর উমর (রা) ঘোষণা করলেন : আমি সকাল বেলা রওয়ানা করবো।

লোকেরা যখন সকাল বেলা রওয়ানার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল তখন আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা) বললেন : আব্দুল্লাহ্ নির্ধারিত তকদীর থেকে আপনি পালাতে চাইছেন ? উমর (রা) বললেন : হে আবু উবাইদা তুমি ছাড়া অপর কেউ যদি এ রকম কথা বলতো, তবে

সেটাকে আমি যথার্থ মনে করতাম। কিন্তু উমর (রা) আবু উবাইদার এই ভিন্ন মতকে ভালভাবে গ্রহণ করলেন না। তবু তিনি বললেন : হাঁ আমরা আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর থেকে আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীরের দিকেই পালিয়ে যাচ্ছি। দেখো, তোমার কাছে যদি উট থাকে, আর তা নিয়ে কোন মাঠ বা উপত্যকায় চরাতে যাও এবং সে উপত্যকার একটি অংশ যদি শস্য-শ্যামল এবং অপরটি বালুকাময় ও গুল্ম-লতাহীন হয়, আর তুমি যদি শস্য-শ্যামল অংশে উট চরাও তবে কি তাও আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর হবেনা? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : ইতোমধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এতোপক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমায় কিছু তথ্য জানা আছে। আমি রাসূলে আকরাম সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা যখন কোনো জনপদে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাবে, তখন সে দিকে আদৌ পা বাড়াবেনা। অন্যদিকে, তোমরা যে এলাকায় বসবাস করছো, সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকেও তোমরা পালিয়ে যাবেনা। এই হাদীস শুনে উমর (রা) আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭২. وَعَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا - متفق عليه

১৭৯২. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনে সেখানে যেও না। অন্যদিকে কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তোমরা সেখানে আছ, এমতাবস্থায় তোমরা সে এলাকা ত্যাগ করো না।

অনুচ্ছেদ : তিনশত একষটি

যাদু বিদ্যা শেখা ও তা প্রয়োগ করা নিষেধ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ .

মহান আল্লাহ বলেন : অথচ সে সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল, প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনই কুফরী অবলম্বন করে নাই। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানগণ যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারুত ও মারুত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই যাকেও এই জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, “দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পক্ষে নিমজ্জিত হয়ে না।” এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাঘরের নিকট হতে সেই জিনিসই শিখছিল, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ অনুমতি ব্যতিরেকে এই উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভাল করেই জানত যে, কেহ এই জিনিসের খরিদার হলে তার

জন্য পরকালে কোনই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজদের জীবন বিক্রয় করেছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এই কথা তারা যদি জানতে পারত।

(সূরা বাকারা : ১০২)

১৭৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَאَكْلُ الرِّبَا ، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ . متفق عليه .

১৭৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সে জিনিসগুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করা, যাদু বিদ্যা শেখা ও তার চর্চা করা, যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে অবৈধভাবে হত্যা করা, সূদী লেনদেন করা, ইয়াতীমের ধন আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া, পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী মুমিন নারীর চরিত্রে কলংক লেপন করা।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত বাষটি

কুরআন শরীফ নিয়ে দুশমনের দেশে সফর করা বারণ

১৮৭৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ -

متفق عليه

১৭৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের (কাফেরদের) দেশে কুরআন শরীফ সঙ্গে নিয়ে সফর করতে বারণ করেছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত তেষটি

পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাকার কাজে সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার নিষেধ

১৭৭৫. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الَّذِي يَشْرَبُ فِي أَنْبَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي أَنْبَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ .

১৭৯৫. হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে নেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে।

১৭৭৬. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانِ عَنِ الْحَرِيرِ، وَالذَّبَّاجِ وَالشَّرْبِ فِي أَنْبَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ مَنْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الذَّبَّاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَنْبَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا .

১৭৯৬. হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ আমাদেরকে রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : এগুলো দুনিয়ায় কাফিরদের জন্যে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে ব্যবহারযোগ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে। হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহকে বলতে শুনেছি : রেশমী কাপড় পরিধান করোনা, সোনা-রূপার পাত্রে পান কোরোনা এবং এই সব ধাতুর তৈরী বাসনে আহার করোনা।

১৭৭৭. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ نَفَرٌ مِنَ الْمَجُوسِ، فَجِئَ بِفَالُودَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ حَوْلَهُ فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِّنْ خَلْنَجٍ وَجِئَ بِهِ فَأَكَلَهُ - رواه البيهقي باسناد حسن. الخَلْنَجُ الْجَفْتَةُ .

১৭৯৭. হযরত আনাস ইবনে শিরীন (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সঙ্গে আগুন পুজারীদের একটি দলের সাথে ছিলাম। তখন রূপার থালায় করে এক ধরনের হালুয়া পরিবেশন করা হলো, কিন্তু তিনি তা মুখে দিলেন না। পরিবেশককে বলা হলো, এটা পরিবর্তন করে আনো। পাত্র বদল করে তা আবার পরিবেশন করা হলে তিনি তা খেলেন। (বায়হাকী)

হাদীসের সনদটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : তিনশত চৌষটি

জাফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষের জন্যে নিষিদ্ধ

১৮৯৮. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعَفَرَ الرَّجُلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৯৯৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ পুরুষদেরকে জাফরান দ্বারা রং করা পোশাক পরতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৭৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاسِ رَضِيَ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : أُمِّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ بَلْ أَحْرَقَهُمَا - وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا مِنْ نِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا - رواه مسلم

১৭৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রঙের দুই প্রস্থ কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মা কি তোমায় এগুলো পরতে হুকুম দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি কাপড় দুখানা ধুয়ে নেবো ? তিনি বললেন : ধোয়া নয়, বরং জালিয়ে ফেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : এগুলো নিশ্চিত রূপে কাফিরদের পোশাক। কাজেই এগুলো পরিধান কোরনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত পয়ষট্টি

সারাদিন (রাত অবধি) নীরব থাকা নিষেধ

১৮০০. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صَوَاتِ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ - رواه ابو داود باسناد حسن - قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ هَذَا الْحَدِيثُ كَانَ مِنْ نُسَخِ الْجَاهِلِيَّةِ الشَّامَاتُ فَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرُوا بِالذِّكْرِ وَالْحَدِيثِ بِالْخَيْرِ .

১৮০০. হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই কথাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি যে, বয়ঃপ্রাপ্তি বা বাল্যে হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকেনা এবং দিনভর রাত অবধি নীরব থাকাও সঙ্গত নয়। [ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

আল্লামা খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যা বলছেন : জাহিলী যুগে কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলে দিনভর চুপচাপ থাকাটা একটা ইবাদত রূপে গণ্য হতো। কিন্তু ইসলাম এরূপ করতে বারণ করেছে, এবং এর পরিবর্তে আল্লাহকে স্মরণ করার এবং ভালো কথাবার্তায় মশগুল থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

১৮০১. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يَقُولُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَأَاهَا لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ فَقَالُوا حَبَّتْ مُصَمِّتَةً فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمْتُ - رواه البخاري .

১৮০১. হযরত কয়েস ইবনে আবু হাযেম বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আহমাস গোত্রের যয়নব নামী এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সে কথাবার্তা বলছেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কী হয়েছে যে, কথাবার্তা বলছেন না। লোকেরা বললো : সে স্বেচ্ছায় নীরব থাকার সংকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি মহিলাটিকে বললেন : তুমি কথাবার্তা বলো। কেননা এভাবে নীরব থাকা জায়েয নয়। এটা জাহিলী যুগের একটি কুসংস্কার। এরপর লোকটি (নীরবতা ভঙ্গ করে) কথা বার্তা বলা শুরু করলো। (বুখারী)

১৮০২. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ - متفق عليه .

১৮০২. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে জানে যে, ওই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্যে জান্নাত হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮০৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَضَمَنَ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ -

১৮০৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আপন পিতার নামে পরিচয় দিতে অনিচ্ছা বোধ কোরনা, যে ব্যক্তি আপন পিতার নাম পরিচয় দিতে অনিচ্ছা বোধ করলো, (কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করল) সে আদতে কুফরী করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮০৪. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَتَشْرَاهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْتَأْذِنُ الْإِبِلَ وَأَشْيَاءَ مِنَ الْجِرَاءِ حَاتٍ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْبَرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ عَهْدُهُمْ وَأَمَّا نَتَهُمْ. وَأَخْفَرَهُ نَقَضَ عَهْدَهُ - وَالصَّرْفُ التَّوْبَةُ وَقِيلَ الْحِيلَةُ وَالْعَدْلُ الْفِدَاءُ .

১৮০৪. হযরত ইয়াযিদ ইবনে শারীক ইবনে তারকে (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলী (রা)-কে মিশরে দাঁড়িয়ে ভাষণ (খুতবা) দিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : না, আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে আল্লাহর এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) যা আমরা পাঠ করি এবং এই সহীফার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো কিতাব নেই। এরপর তিনি সহীফাটি মেলে ধরলেন। তার মধ্যে উটের দাঁত সংক্রান্ত বর্ণনা ছিল এবং কিছু শাস্তি সংক্রান্ত আদেশ-নিদেশও ছিল। তার মধ্যে একথাও ছিল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আইর পর্বত থেকে সাওর পর্বত অবধি মদীনার হেরেমের সীমানা বিস্তৃত। কাজেই যে ব্যক্তি এই সীমার মধ্যে কোনো বিদ্‌আতের প্রচলন করবে অথবা কোনো বিদ্‌আতীকে অন্যায় ভাবে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং গোটা মানব জাতির অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা কিংবা ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না, সব মুসলমানের অঙ্গীকার বা নিরাপত্তা প্রদান এক ও অভিন্ন, সুতরাং তাদের যে কোনো সাধারণ ব্যক্তিও এ চুক্তি বহাল

রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতা ও তাবৎ মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা বা ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি অন্য লোককে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথবা যে গোলাম আপন মনবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তার প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা এবং সব মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো তওবা ও ফিদইয়া গ্রহণ করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮০৫. وَعَنْ أَبِي زُرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِفَيْءِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ - وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ - متفق عليه وهذا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ

১৮০৫. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য লোককে নিজের পিতা বলে পরিচয় দিল, সে স্পষ্টত কুফরী করলো। আর যে ব্যক্তি অন্য লোকের সামগ্রীকে নিজের মালিকানাধীন বলে দাবি করলো, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান সন্ধান করে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোককে (অথবা) কাফির কিংবা আল্লাহর শত্রু বলে সস্বোধন করে, অথচ সে আদতে এরূপ নয়, সে ক্ষেত্রে অপবাদটি তার নিজের ওপরই আপতিত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

অনুচ্ছেদ : তিনশত ছেষটি

মহান আল্লাহ ও রাসূল যে কাজ করতে বারণ করেছেন,
সে বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

মহান আল্লাহ বলেন : হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহবানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সেই লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল হয়ে চুপে চুপে সরে পরে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোন ফিতনায় জড়িয়ে না পরে, কিংবা তাদের উপর মর্মভূদ আযাব না আসে। (সূরা নূর : ৬৩)

وَقَالَ تَعَالَى: وَ يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এই দিনটি যদি তার নিকট হতে বহু দূরে অবস্থান করত তবে কতই না ভাল হতো। আল্লাহ তোমাদেরকে

তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী।

(সূরা আলে-ইমরান : ৩০)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

‘নিসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও অতীব কঠোর।’

(সূরা বুরূজ : ১২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ .

আর তোমার রব যখন কোনো জালিম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

(সূরা হূদ : ১০২)

١٨٠٦ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْرُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه.

১৮০৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হলো : তিনি যেসব বিষয় হারাম করেছেন, কোনো মানুষের পক্ষে তা অবলম্বন করা। অর্থাৎ কোনো মানুষ যখন হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে।

(বুখারী ও মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত সাতষষ্ঠি

কেউ কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে কী বলবে এবং কী করবে ?

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব করতে পার, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব কিছু শোনে ও জানেন।

(সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ : ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ -

প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ ধারণা যদি তাদেরকে স্পর্শ করেও তবুও তারা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর পথ ও পস্থা কি, তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।

(সূরা আ-রাফ : ২০১)

قَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ

يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَٰئِكَ جَزَّوْهُمْ مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ .

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশীল কাজ সজ্জাটিত হয় কিংবা তারা কোন গুনাহ করে নিজদের ওপর জুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা নিজদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এই লোকেরা জেনে বুঝে নিজদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের রব-এর নিকট এ নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে, তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।

(সূরা আলে-ইমরান : (১৩৫-১৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى : وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তওবা করো; সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

(সূরা নূর : ৩১)

١٨٠٧ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعِزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ - متفق عليه .

১৮০৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই বলে শপথ করলো : ‘লাত’ ও ‘উয্যার’ শপথ, সে যেন বলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর যে ব্যক্তি আপন সাথীকে বললো, এসে জুয়া খেলি, সে যেন জুয়ার পরিবর্তে কিছু সাদকা করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

(লাত ও উযয়া মূর্তিপূজারী প্রাচীন আরবদের দু’টি দেবীর নাম।)

অধ্যায় : ১৮

كِتَابُ الْمَنْثُورَاتِ وَالْمَلْعِ

(নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ)

অনুবাদ : তিনশত আটষট্টি

কিয়ামতের আলামত এবং নানাবিধ আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ

১৮০৮ . عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَبَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ ؟ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفَنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجُ وَ أَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَبِيبُهُمْ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُ حَبِيبٍ نَفْسِهِ، وَاللَّهِ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطَ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَانَتْ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعَزَى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ بَيْنَنَا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَابْتُئُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا : يَوْمَ كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشْهَرٍ وَيَوْمَ كُجْمَعَةٍ وَسَانِرَةُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فذلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَوةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ لَا أَفْدُرُوا لَهُ قُدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ قَبْدٌ عَوْهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضُ فَتَنْبِتُ فَتَرَوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَ أَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيَصْبِحُونَ مُحِلِّينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّخْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُّثَلِّئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمِيَةَ الْفَرَسِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ بِضَحْكَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفِّهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطَرٌ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيُطْلَبُ

حَتَّى يَدْرِكَهُ بَيَاتٌ لِّدَفْقَتِهِ ثُمَّ يَأْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ يَقْتُلُهُمْ فَحَرَّزَ عِبَادِي إِلَى الظُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمْرُؤَانِ لَهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةٍ فَيَبْشُرُونَ مَا فِيهَا وَيَمْرُؤَانِ أَيْخَرَهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهِنَّ مَرَّةٌ مَاءٌ بِحَصْرِ نَبِيِّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لَا جَدَّهُمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدٍ كُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ رَضًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ التَّغْفَافَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرَسِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ رَضًا إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبِيرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَبُهُمْ وَتَنَنَّهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرُقُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْشَى الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَمَا الزَّلْزَلَةُ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْتَبِئِي ثَمَرَتِكَ وَرَدِّي بِرُكَّتِكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأَلَّى الْعِصَابَةُ مِنَ الرِّمَانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِيكَ الرَّسُلُ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِتَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْدَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَبْطِمْهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَتَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَا رَجُونَ فِيهَا تَهَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . رواه مسلم .

قَوْلُهُ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ أَيْ طَرِيقًا بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُهُ عَاثَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالشَّاءِ الْمُثَلَّةِ وَالْعَيْثُ أَشَدُّ الْفَسَادِ وَالذَّرَى بِضَمِّ الدَّالِّ الْمَعْجَمَةِ وَهُوَ أَعَالَى الْأَسْنِمَةِ وَهُوَ جَمْعُ ذِرْوَةٍ بِضَمِّ الدَّالِّ وَكَسْرِهَا. وَالْبَعَا سَيْتُ ذُكُورِ النَّجْلِ. وَجَزَلَتَيْنِ أَيْ قَطَعَتَيْنِ وَالْفَرْضُ الْهَدَفُ الَّذِي يَرْمِي إِلَيْهِ بِالنَّشَابِ أَيْ يَرْمِيهِ رَمِيَّةً كَرَمَى النَّشَابِ إِلَى الْهَدَفِ وَالْمَهْرُودَةُ بِالدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ - قَوْلُهُ لَا يَدَانِ أَيْ لَا طَاقَةَ . وَالنَّغْفُ دُوْدٌ . وَفَرَسِي جَمْعُ فَرَسٍ وَهُوَ الْقَتِيلُ وَالزَّلْزَلَةُ بِفَتْحِ الزَّيِّ وَاللَّامِ وَبِالْقَافِ رَوَى الزَّلْزَلَةُ بِضَمِّ الزَّيِّ وَأَسْكَانِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ

وَهِيَ الْمِرَآةُ وَالْعِصَابَةُ الْجَمَاعَةُ. وَالرِّسْلُ بِكَسْرِ الرَّاءِ اللَّبْنُ وَاللِّقْحَةُ اللَّبُونُ - وَالْفِتْنَامُ بِكَسْرِ
الْفَاءِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ الْجَمَاعَةُ. وَالْفَخْذُ مِنَ النَّاسِ دُونَ الْقَبِيلَةِ .

১৮০৮. হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি কখনো বিষয়টিকে অবজ্ঞার সাথে আলোচনা করলেন, আবার কখনো গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করলেন। এমন কি, আমাদের মনে এরূপ ধারণা জন্মালো যে, দাজ্জাল যেন (নিকটবর্তী) খেজুর বাগানের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। আমরা যখন তাঁর (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা আঁচ করে নিলেন। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন : তোমাদের কী হয়েছে ? আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালভাগে দাজ্জাল সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। আপনি কখনো তা তাজ্জিলের সাথে আবার কখনো গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত করছিলেন, তাতে আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছিল যে, হয়তো বা ওই সময়ে সে নিকটবর্তী খেজুর বাগানের কোথাও অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন : তোমাদের ব্যাপারে আমি দাজ্জালের ফিতনার খুব একটা ভয় করিনা। যদি আমার উপস্থিতিতে সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি নিজে তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াবো। আর যদি আমার অবর্তমানে সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে প্রত্যেককে স্ব-উদ্যোগেই তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমার অবর্তমানে আল্লাহ তোমাদের সংরক্ষক। দাজ্জাল হবে ছোট কৌকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তার চোখ হবে ফোলা। আমি তাকে আবদুল উয্য়া ইবনে কাতানের মতো মনে করি। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সে তার ডানে ও বাঁয়ে হত্যা, ধ্বংস ও ফিতনা ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল ও সুস্থির হয়ে থাকো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কতো সময় দুনিয়ায় বর্তমান থাকবে ? তিনি বললেন : চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান দীর্ঘ। বাকী দিনগুলো তোমাদের এই দিনের মতোই দীর্ঘ হবে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সেদিন কি একদিনের নামাযই আমাদের পড়লে চলবে ? তিনি বললেন : না, বরং অনুমানের ভিত্তিতে নামাযের সময় নির্ণয় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে দাজ্জাল কতটা দ্রুত গতির অধিকারী হবে ? তিনি বললেন : ঝঞ্জা-বিষ্ফুদ্ধ মেঘের মতো দ্রুত গতিমান হবে। সে একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তার সদস্যদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার নির্দেশ মেনে চলবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে; আকাশ তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে পৃথিবীকে আদেশ করবে এবং পৃথিবী বৃক্ষ-লতা উৎপাদন করবে। তাদের গৃহ-পালিত পশু দিন শেষে বাড়ি ফিরবে। সেগুলোর কুঁজ সুউচ্চ, দুধের বাঁটগুলো দীর্ঘ এবং স্ফীত হবে। তারপর সে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান জানাবে। কিন্তু তারা তার আহবান অগ্রাহ্য করবে। তখন দাজ্জাল তাদের কাছ থেকে চলে যাবে। লোকেরা খুব দ্রুত অজন্ম ও দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হবে। তাদের কাছে ধন-মাল কিছুই বাকী থাকবেনা। দাজ্জাল এই নিরুণ এলাকা আতিক্রমের সময় বলবে, তোমার সম্বিত ধন-মাল বের করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে এলাকার তাবৎ ধন-মাল মৌমাছির ন্যায় তার পিছু পিছু ছুটবে। তারপর সে পূর্ণবয়স্ক এক যুবককে আহবান জানাবে (কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করবে)। দাজ্জাল তাকে তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করে ফেলবে। এরপর টুকরা দুটোকে সে আলাদাভাবে একটি তীরের পাল্লা সমান দূরত্বে রাখবে। এরপর সে ডাক দিবে এবং টুকরো দুটো চলে আসবে। তার চেহারা তখন প্রসন্ন ও হাস্যময় হবে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্বাংশে সাদা মিনারের ওপর হালকা জাফরানী রঙের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের কাঁধে চেপে নেমে আসবে। তিনি যখন মাথা নত করবেন, তখন মনে হবে যেন তাঁর মাথা থেকে মোতির দান ঝরছে। তাঁর নিশ্বাস যে কারুরই গায়ে লাগবে সে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। (বরং সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে)। তাঁর দৃষ্টি যদূর যাবে তাঁর নিশ্বাসও তদূর পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালের পিছু ধাওয়া করবেন এবং লুদ্দ নামক স্থানে তাকে কতল করবেন। এরপর হযরত ঈসা (আ) সেই সব লোকদের কাছে পৌঁছবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি তাদের চেহারা থেকে মালিন্য দূরে করে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্যে নির্ধারিত মর্যাদার কথা বিবৃত করবেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এই মর্মে নির্দেশ পৌঁছাবেন যে, আমি এমন একদল বান্দাহ পাঠিয়েছি, যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সাধ্য কারো হবেনা। তুমি আমার এসব বান্দাকে নিয়ে তুর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। তারপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের জনগোষ্ঠীকে পাঠাবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত বেগে নেমে আসবে। তাদের সম্মুখবর্তী দলগুলো তাবারিয়া হ্রদের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাবে। তারা এ হ্রদের সবটুকু পানি খেয়ে ফেলবে। তাদের পশ্চাদবর্তী দলটিও এই এলাকা অতিক্রম করবে। তারা (পরস্পর) বলবে, এখানে কোনো এক সময় পানির অস্তিত্ব ছিল। (এসময়) আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এ সময় তাদের কাছে গরুর একটি মাথা অত্যন্ত মূল্যবান মনে হবে, যেমন বর্তমানে তোমরা একশো দীনারকে খুব মূল্যবান মনে করো। তবে আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে দো'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রত্যেকের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা সবাই এক সঙ্গে নিপাত হয়ে যাবে।

অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পাহাড় থেকে জনপদে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা ইয়াজুজ-মাজুজের লাশ ও তার দুর্গন্ধ ছাড়া পৃথিবীতে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি পাবেননা। এরপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সহচরগণ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বুখতী উটের কুঁজের ন্যায় এক ধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। এসব পাখি লাশগুলোকে তুলে নিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে ফেলে দেবে। এরপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ (দুনিয়ায়) এমন বৃষ্টি পাঠাবেন, যা মৃত্তিকাময় কিংবা বালুকাময় নির্বিশেষে প্রতিটি স্থান ধুয়ে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেবে। তারপর ভূমিকে বলা হবে : তোমার (নির্ধারিত) ফল উৎপাদন করো এবং বরকত ফিরিয়ে নাও। (তখন এতো বরকত কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেখা দেবে যে) একটি ডালিম খেয়ে পুরো একটি দল পরিভুক্ত হবে এবং ডালিমের খোসাটি এতো বিরাট হবে যে, তার ছায়ায় তারা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। গবাদি পশুকেও এতো বরকতময় করা হবে যে, একটি মাত্র দুধেল উটের দুধ একটি বিরাট জনসংখ্যার জন্যে পর্যাপ্ত হবে। এবং একটি দুধেল ছাগল একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে।

এই সময়ে মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন। এই হাওয়া তাদের বগলের নিম্নভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করবে। ফলে সমগ্র মুমিন ও মুসলমানের রুহ কব্জ হয়ে যাবে। এরপর শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মতো প্রকাশ্যে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হবে। তাদের উপস্থিতিতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)

১৮০৭. وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْآتِصَارِيِّ إِلَى حَدِيقَةِ بْنِ الْيَسَانِ رَضٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الدَّجَالِ قَالَ : إِنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَتَنَارٌ تُحْرِقُ - وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ - متفق عليه.

১৮০৯. হযরত রিবয়ী ইবনে হিরাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীর সঙ্গে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর কাছে গেলাম। আবু মাসউদ তাঁকে বললেন : আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন, তা আমায় বলুন। তিনি বললেন : দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। তখন লোকেরা যে পানি দেখবে, তা হবে আসলে জ্বলন্ত আগুন। আর যাকে লোকেরা আগুন বলে ভাববে, তাহলো আসলে কুপের ঠান্ডা পানি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার কাছে যে দিকটি আগুন বলে প্রতীয়মান হয়, সে দিকে ঢুকে পড়ে। কারণ তা হবে প্রকৃত পক্ষে মিষ্টি সুপেয় পানি। এ হাদীস শুনে হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমিও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮১০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمْتِي فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ لَأَذْرَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُطْلَبُهُ فَيَهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يَرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ السَّبَاعِ لَا تَعْرِفُونَهُ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُونَهُ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : أَلَا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْآوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُ رِزْقِهِمْ حَسَنَ عَيْشِهِمْ، ثُمَّ يَنْفِخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْفَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا وَ أَوَّلَ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يَرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظَّلُّ فَتَنْتَبِتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يَنْفِخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ

إِنَّهُمْ مَسْئُؤُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعَثَ النَّارَ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تَسَعُ مِائَةٌ وَتَسَعَةُ وَتَسْعِينَ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَائٍ - رواه مسلم أَلَيْتُ صَفْحَةً الْفَنقُ وَمَعْنَاهُ يَضَعُ صَفْحَةً عَنْقَهُ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الْآخَرَى .

১৮১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমার স্বরণ নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) কে পাঠাবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। তারপর লোকেরা সাত বছর এমন আনন্দে কাটাতে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যেও কোনোরূপ শত্রুতা থাকবেনা। (তখন) সর্বশক্তিমান আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। তার ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবেনা, যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের আশ্রয় বা ঈমান আছে; বরং এ ধরনের প্রতিটি লোকের রুহ কবজ করে নেবে। এমন কি, কোনো লোক যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, এই বায়ু সেখানে যেয়েও তার রুহ কবজ করবে।

১৮১১. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقَبٌ مِّنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَانِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهُمَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ - رواه مسلم

১৮১১. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পবিত্র মক্কা ও মদীনা ছাড়া প্রতিটি জনপদে দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে। তখন এই দু'টি নগরীর প্রতিটি অলি-গলিতে ফেরেশতারা সারিষক হয়ে প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। তারা এই দুই নগরীর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তখন দাজ্জাল মদীনার বাইরে সাবাখাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে। তখন শহরে তিনবার ভূমিকম্প হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত কান্দুর মুনাফিককে মদীনা থেকে বের করে দেবেন। (মুসলিম)

১৮১২. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنَ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّبَا لِسَةٌ - رواه مسلم

১৮১২. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইসফাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুগামী হবে। এরা সবুজ রঙের চাদর পরিহিত থাকবে। (মুসলিম)

১৮১৩. وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ - رواه مسلم

১৮১৩. হযরত উম্মে শারীফ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : মানুষ দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। (মুসলিম)

১৮১৪. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ - رواه مسلم

১৮১৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আদম (আ)-এর জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড়ো কোনো ফিতনা আর ঘটবে না। (মুসলিম)

১৮১৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ الْمَسَالِحُ الدَّجَالُ - فَيَقُولُونَ لَهُ إِلَى آيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ أَعْمِلُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ - فَيَقُولُ لَوْ كَانَ أَوْ مَا تَوْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُ مَا رَبَّنَا خَفَاءَ فَيَقُولُونَ اقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُم رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ، فَإِذَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا ادَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَأْمُرُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُشَبِّحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشَجَّوْهُ فَيُوسِعُ ظَهْرَهُ وَيَطْنُهُ ضَرْبًا فَيَقُولُ أَوْ مَا تَوْمِنُ بِى فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يَفْرُقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِي قَانِمًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتَوْمِنُ بِى فَيَقُولُ مَا أَزْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيَجْعَلُ اللَّهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أَقْفَى فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ - رواه مسلم وروى البخارى بَعْضُهُ بِمَعْنَاهُ - الْمَسَالِحُ هُمُ الْخُفَرَاءُ وَالطَّلَانِعُ .

১৮১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে (প্রথমত) জৈনিক ঈমানদার ব্যক্তি তার কাছে যাবে। এর সাথে দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীরা সাক্ষাত করবে। তারা ঈমানদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে : কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে ? সে বলবে : আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে চাইছি। প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে : আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই ? জবাবে সে বলবে : আমাদের প্রভুর ব্যাপারে তো গোপন কিছু নেই। তখন তারা বলবে, একে হত্যা

করো। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে— তোমাদের প্রভু কি তাঁর অগোচরে কাউকে হত্যা করতে বারণ করেননি? অতপর সশস্ত্র প্রহরীরা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মুমিন লোকটি দাজ্জালকে দেখবে, তখন বলে উঠবে। হে লোকসকল! এই তো দাজ্জাল যার কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। এরপর দাজ্জালের নির্দেশে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তার পেট ও পিঠের কাপড় তুলে তাকে পেটানো হবে আর জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখনা? জবাবে মুমিন ব্যক্তি বলবে, তুমি তো সেই মিথ্যাবাদী মসীহ দাজ্জাল! এরপর তার নির্দেশে মাথার মাঝামাঝি থেকে দু'পায়ের মধ্যস্থল অবধি করাত দিয়ে চিরে দুভাগ করে ফেলা হবে। দাজ্জাল তার দেহের দুই অংশের মাঝ দিয়ে এদিক-ওদিক সরাসরি চলাচল করবে। এরপর সে মুমিন ব্যক্তির দেহকে ডেকে বলবে, ঠিক আগের মতো সোজা হয়ে যাও। তখন সে আবার পূর্বের মতো একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। আবার দাজ্জাল প্রশ্ন করবে, এবার কি তুমি আমার প্রতি ঈমান পোষণ করো? জবাবে মুমিন লোকটি বলবে : তোমার সম্পর্কে এবার আমি আরো প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করলাম। সে লোকদেরকে ডেকে বলবে : হে জনগণ! আমার পর এ আর কারো ক্ষতি করতে পারবে না। দাজ্জাল আবার তাকে ধরে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার গলার ওপর ও নীচের হাড় পর্যন্ত সমগ্র পিতল দ্বারা মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার কোনো সুযোগ পাবেনা। তখন দাজ্জাল বাধ্য হয়ে মুমিন লোকটির হাত-পা বেঁধে তাকে ছুড়ে মারবে। তখন লোকদের ধারণা হবে, দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে ছুড়ে মেরেছে। কিন্তু প্রকৃপক্ষে সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই লোকটি বিশ্বালোকের প্রভু মহান আল্লাহর কাছে সমগ্র মানুষের চেয়ে উন্নত মানের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী একই অর্থের আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮১৬. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَتْهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلٌ خَبِيرٌ وَنَهْرٌ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ - متفق عليه .

১৮১৬. হযরত মুগীরী ইবনে শোবা (রা) বলেছেন : দাজ্জালের ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার চেয়ে বেশি প্রশ্ন আর কেউ করেনি। তিনি বলেছেন : সে (দাজ্জাল) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি নিবেদন করলাম! হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা বলে থাকে, তার সাথে খাদ্যের (রুটির) পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে এটা মোটেই কোনো কঠিন ব্যাপার নয় বরং খুবই সহজ ব্যাপার। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮১৭. وَعَنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ لَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرٌ - متفق عليه .

১৮১৭. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতকে অন্ধ মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন। সাবধান! সে অন্ধ। কিন্তু তোমাদের মহান ও শক্তিমান প্রভু অন্ধ নন। সে অন্ধ মিথ্যাবাদী দাজ্জালের চোখে কাফ্ (كاف) যা (ف), এবং রা অক্ষর উৎকীর্ণ থাকবে অর্থাৎ কাফির। (বুখারী মুসলিম)

১৮১৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَ بَشَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَاتَّبِعْنِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ - متفق عليه.

১৮১৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন বিষয় বলবোনা, যা অন্য কোনো নবী তাঁর উম্মতকে বলেন নি? (তাহলো) সে হবে অন্ধ এবং সে তার সঙ্গে জাহান্নামের মতো একটি এবং জান্নাতের মতো একটি জিনিস নিয়ে আসবে। তবে সে যেটাকে জান্নাত বলে পরিচিত করাবে মূলত : সেটা হবে জাহান্নাম। অনুরূপভাবে তার সঙ্গে জাহান্নামটি হবে মূলত জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮১৯. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرٍ أَنَّى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عَيْنَةً طَافِيَةً - متفق عليه.

১৮১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন : তিনি বললেন : আল্লাহ নিঃসন্দেহে এক চোখা অন্ধ নন। কিন্তু প্রতিশ্রুত দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ এবং তার চোখ হবে আব্দুরের দানার মতো ফোলা ফোলা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي تَعَالَى فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْفَرَقْدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ - متفق عليه.

১৮২০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন কি, তখন ইহুদীরা পরাজিত হয়ে মুসলমানদের ভয়ে পাথর ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু গাছ ও পাথরও তখন বলে উঠবে : হে মুসলমান! এখানে ইহুদীরা আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসে একে হত্যা করো। কিন্তু 'গারশাদ' নামক গাছ এটা বলবে না। কেননা, সেটা ইহুদীদের (প্রিয়) গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮২১. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ

بِالْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ مَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ -
متفق عليه .

১৮২১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! এই পৃথিবী ততোদিন ধ্বংস হবেনা, যতোদিন না কোনো ব্যক্তি কোনো কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং কবরের পাশে ফিরে এসে বলবে : হায়! এই কবরবাসীর বদলে যদি আমি এই কবরে থাকতাম, তাহলে কতইনা ভালো হতো! আসলে তার কাছে দ্বীনের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকবেনা; বরং দুঃখ মুসিবতে অতিষ্ঠ হয়েই সে একথা উচ্চারণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮২২. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَلُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةِ تِسْعَةٍ وَتِسْعُونَ - فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّيَ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو - وَفِي رِوَايَةٍ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفَرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا -
متفق عليه .

১৮২২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত ততোদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতোদিন পর্যন্ত না ফোরাতে নদীর বুক চিড়ে স্বর্ণের একটি পাহাড় মাথা তুলবে এবং তার দখল নিয়ে লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করবে এবং সেই যুদ্ধে প্রতি একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই মারা পরবে। এদের প্রত্যেকেই বলবে, আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি যে বেঁচে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে : খুব শিগগিরই ফোরাতে নদীতে সোনার খনি পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তা থেকে কিছুই আহরণ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮২৩. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَا فِي يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يَحْشُرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بَغْنَمَهُمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُوشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَّعِ خَرَا عَلَى وَجُوهِهِمَا - متفق عليه

১৮২৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি। (কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে) লোকেরা মদীনা শহরকে ভাল অবস্থায় রেখে চলে যাবে। তখন মদীনা জুড়ে থাকবে শুধু হিংস্র জীবজন্তু ও পাখিকুল। অবশেষে মুযায়না গোত্রের দুজন রাখাল ভেড়া, বকরীর পাল নিয়ে মদীনার ঢোকার জন্য আসবে। কিংবা তারা দেখতে পাবে মদীনা নগরী হিংস্র জীব-জন্তুতে পূর্ণ হয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তারা ফিরে চলে যাবে। তারা যখন সানিয়াতুল বিদা' নামক পাহাড়ের কাছে উপনীত হবে তখন (একে একে সবাই) হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪২৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِّنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْتَوِ الْمَالَ وَلَا يُعَدُّهُ - رواه مسلم .

১৮২৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : শেষ জমানে তোমাদের একজন রাষ্ট্র প্রধান (খলিফা) হবে। সে দুই হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ বিলি-বন্টন করবে : কিন্তু তার কোনো হিসাব রাখবে না। (মুসলিম)

১৪২৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذَنُ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرَّجُلِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ - رواه مسلم .

১৮২৫. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে এমন এক যুগ আসবে যখন একটি লোক তার স্বর্ণের যাকাত নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। তখন দেখা যাবে পুরুষের সংখ্যা অল্প আর নারীর সংখ্যা বেশি। তখন চল্লিশজন নারী যৌন বাসনায় তাড়িত হয়ে একজন পুরুষের পেছনে ছুটবে। (মুসলিম)

১৪২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِّنْ رَّجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَا كَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ الْكُفَا وَلَكْ؟ قَالَ أَجِدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَانْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا - متفق عليه .

১৮২৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু জমি কিনেছিল, ক্রেতা লোকটি ঐ জমির মধ্যে সোনা ভর্তি একটি কলসী পেল সে বিক্রেতাকে বলল, আপনি আপনার এই কলসী ফেরত নিন কেননা আমি আপনার কাছ থেকে শুধু জমি কিনেছি; কিন্তু সোনা কিনিনি। জমির বিক্রেতা বললো, আমি তো আপনার কাছে জমি এবং তার মধ্যে যা আছে সবই বিক্রি করে দিয়েছি। এই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয়ই তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে গেল। নিষ্পত্তিকারী উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি কোনো ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বললো, আমার এক ছেলে আছে। অন্যজন বললো, আমার এক মেয়ে আছে। তখন নিষ্পত্তিকারী বললেন : ছেলেকে মেয়ের সাথে বিয়ে দাও, তারপর তাদের পিছনে এই সম্পদ ব্যয় করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪২৭. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَانَتْ أَمْرٌ أَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَبَ بِأَيِّنٍ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَيِّنِكَ وَقَالَتْ الْآخَرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَيِّنِكَ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكَبْرَى فَخَرَجْنَا عَلَى سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ انْتَوْنِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلْ رَحِمَكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى - متفق عليه .

১৮২৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : অতীতকালে দুজন স্ত্রীলোক ছিল, তাদের সাথে তাদের সন্তানরাও ছিল। একদা একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেলো। যার সন্তান বাঘে নিয়ে গেলো সে অন্য স্ত্রীলোকটিকে বললো, না আমার নয় বরং তোমার সন্তানকে বাঘে নিয়েছে। এই বিরোধ মিমাংসার জন্য তারা উভয়ই দাউদ (আ)-এর কাছে গেলো। তিনি বড় স্ত্রী লোকটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর তারা উভয়ই সেখান থেকে বেরিয়ে সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ) কাছে এসে এই ঘটনা জানালো। তিনি তাঁর সহচরদের বললেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি এই বাচ্চাটিকে কেটে দুভাগ করে দেবো। একথা শুনে ছোট স্ত্রীলোকটি বললো আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করুন; এ কাজটি করবেন না। আসলে সন্তানটি তারই। (সুতরাং তাকেই এটি দিয়ে দিন) এসময় বড় স্ত্রীলোকটি চুপ মেরে ছিল। তাই তিনি ছোট স্ত্রীলোকটির পক্ষেই রায় দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪২৮. وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَأَلَا وَلَ : وَتَبْنِي حُثَالَةً كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً . رواه البخارى

১৮২৮. হযরত মিদরাস আসলামী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুণ্যবান লোকেরা একের পর এক মারা যাবে এবং যবের ভূমি কিংবা খেজুরের ছালের ন্যায় খারাপ ও অপদাখ লোকেরা বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাদের কোনোই গুরুত্ব দেবেন না। (বুখারী)

১৪২৯. وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزَّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فَيُكْفَمُ؟ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ - رواه البخارى .

১৮২৯. হযরত রিফা'আ ইবনে রাফে' আজ জুরাফী (রা) বর্ণনা করেন, একদা জিবরাইল (আ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন : আপনাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী লোকদের মর্যাদা কিরকম ? তিনি বললেন : তারা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেয়। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি অনুরূপ অর্থবাচক অন্য কোনো কথা বলেছেন। জিবরাইল (আ) বললেন : অনুরূপভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ফেরেশতাদের মর্যাদাও অন্য সব ফেরেশতাদের চেয়ে উর্ধ্বে। (বুখারী)

১৮৩০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ - متفق عليه .

১৮৩০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির উপর আযাব ও গজব নাযিল করেন তখন তাদের প্রতিটি লোকই ঐ আযাব ও গজবের কবলে নিপতিত হয়। কিয়ামতের দিন এসব লোককে তাদের কর্মকাণ্ড সহই উত্তোলন করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৩১. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ جِذْعُ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي فِي الْخُطْبَةِ - فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ السَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عَنْهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ - وَفِي رِوَايَةٍ فَصَاحَتِ صَبَاحَ الصَّبِيِّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا لِيَدِهِ فَجَعَلَتْ تَنْ أَيْنَنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ - رواه البخارى .

১৮৩১. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন : মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটি ছিল। তাতে ভর দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম্মার খোত্বা দিতেন। যখন তার পরিবর্তে সেখানে মিম্বার স্থাপন করা হলো তখন আমরা ঐ গাছটি থেকে গর্ভবতী উটের মতন বেদনাদায়ক শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের থেকে নেমে এসে গাছটির ওপর নিজের হাত রাখলেন তখন গাছের আওয়াজ থেমে গেলো। তারপর এক বর্ণনায় আছে, শুক্রবার এলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম্মার খোত্বা দিতে মিম্বারে উঠলেন। তখন খেজুরের খুঁটিটা আতর্জিতকার শুরু করে দিল। এমনকি সেটি ফেটে যাওয়ার মতন আবস্থা হলো। এই খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোত্বা দিতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এই খুঁটিটা ছোট বাচ্চার মত চিৎকার করে কান্না শুরু করে ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটিটা ধরলেন। সেটা আবার ছোট বাচ্চাদের মতন কাঁদতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তার কান্নাকাটি থামলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গাছটি এজন্য কাঁদছিল যে সে এতদিন যে আলোচনা শুনে আসছিল তা থেকে (চিরতরে) বঞ্চিত হয়ে গেছে।

(বুখারী)

১৮৩২. وَعَنْ أَبِي نَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ جُرُثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ قِرَآنَ نَضْرَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبَحَثُوهَا عَنْهَا - حديث حسن رواه الدار قطنى وغيره .

১৮৩২. হযরত আবু সা'লাব আল-খুশানী জুরসুম ইবনে নাশির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কতকগুলো বিষয় তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। (অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় করেছেন), তোমরা তা নষ্ট কোরনা, কতকগুলো সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা লংঘন কোরনা, কতকগুলো বিষয় হারাম (আবশ্য বর্জনীয়) করেছেন, সেগুলোতে লিঙ্গ হয়ে পাপাচার কোরনা। অন্য পক্ষে তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রয়েছেন। সেগুলো নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পোড়োনা। (ইমাম দারে কুতনী এবং অন্যান্য ইমামগণ)

১৮৩৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ . وَفِي رِوَايَةٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ - متفق عليه .

১৮৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সাতটি যুদ্ধে (গাযওয়ায়) অংশ গ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা ফড়িং আকারের টিড্ডি ধরে খেয়েছি। অপর এক বর্ণনা মতে, আমরা তাঁর সঙ্গে টিড্ডি ধরে খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৩৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - متفق عليه .

১৮৩৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, ইমানদার ব্যক্তিকে একই গর্ত থেকে দুবার দংশন করা সম্ভব নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৩৫. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ - رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالْفَلَاءِ يَنْتَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سَلَمَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا أَخَذَ مَا يَكْذِبُ وَكَذًا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنَّ لِدُنْيَا مَا يَكْذِبُ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا لَمْ يَفِرْ - متفق عليه .

১৮৩৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হলো : যে ব্যক্তির মালিকানাধীন বিশাল প্রান্তরে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি রয়েছে; কিন্তু সে তা পথচারীদের ব্যবহার করতে দেয় না; যে ব্যক্তি আসরের নামায বাদ কারো কাছে পণ্যসামগ্রী বিক্রী করতে গিয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বললো : আমি এগুলো এতো এতো দরে কিনে এনেছি আর ক্রেতাও তা বিশ্বাস করলো; কিন্তু আসলে সে তা বর্ণিত দরে ক্রয় করেনি (আসলে সে মিথ্যা হলফ করেছে)। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যে ইমামের কাছে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ

রিয়াদুস সালেহীন

করলো, ইমাম কিছু পার্থিব সুবিধা দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে আনুগত্যের কোনো তোয়াক্কা করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৩৬. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ آيَاتُ قَالُوا أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ آيَاتُ - قَالُوا أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ آيَاتُ وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ فِيهِ يُرْكَبُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ - متفق عليه .

১৮৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শিকার দুটি ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। লোকেরা জানতে চাইলো : হে আবু হুরাইরা (রা) চল্লিশ দিনের ব্যবধান ? তিনি বললেন : আমি 'না'-সূচক জবাব দিলাম। লোকেরা আবারো প্রশ্ন করলো : তাহলে কি চল্লিশ মাস ? তিনি বললেন, এবারও আমি অস্বীকৃতি জানালাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : মানব দেহের সবকিছুই জরাজীর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু তার পাহার হাড় নষ্ট হয় না। মানুষকে তার সঙ্গে বিন্যস্ত করা হবে। এরপর আদ্বাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন। ফলে মানুষ গাছ-পালার ন্যায় গজিয়ে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৩৭. وَعَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَتْ فَكَرِهَ مَا قَالَتْ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : ابْنَ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ - رواه البخارى .

১৮৩৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে লোকদের সাথে আলাপ করছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলো, কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিরতি ছাড়া কথা বলেই যাচ্ছিলেন। উপস্থিত জনতার কেউ কেউ বলতে লাগল, লোকটির কথা তিনি শুনতে পেলেও পছন্দ করতে পারছেন না। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তার কথা তিনি মোটেই শোনেননি। শেষ পর্যন্ত কথা বলা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? লোকটি বললো : হে আদ্বাহ্‌র রাসূল, আমি সেই ব্যক্তি। তিনি বললেন : যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষায় থাকো। প্রশ্নকারী বললো : আমানত নষ্ট করে দেয়ার তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন : যখন অনুপযুক্ত লোকের হাতে (রাষ্ট্রীয় বা) সরকারী কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকো। (বুখারী)

১৪৩৮. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَرُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ - رواه البخارى .

১৮৩৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সরকারী দায়িত্বশীলরা তোমাদের নামাযে ইমামতি করবেন। যদি ইমামতি ঠিকমতো করে, তবে তারাও সওয়াব পাবে, তোমরাও সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি তারা ভুল পড়ায় তবে তোমরা সওয়াব পাবে, কিন্তু তারা গুনাহগার হবে। (বুখারী)

১৪৩৯. وَعَنْهُ رَضِيَ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ : خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ .

১৮৩৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) পবিত্র কুরআন থেকে বলেন : তোমরা সর্বোত্তম জাতি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। লোকদের জন্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে লোকদের গলায় (আনুগত্যের) শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (বুখারী)

১৪৪০. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ - رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ - مَعْنَاهُ يُؤَسَّرُونَ وَيُقَيَّدُونَ ثُمَّ يَسْلَمُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .

১৮৪০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান ও শক্তিমান আল্লাহ এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যারা শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

১৪৪১. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا - رواه مسلم .

১৮৪১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নগরীর জনবসতির মধ্যে মসজিদের স্থানগুলো আল্লাহর নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়। আর নগরীর বাজারগুলো তাঁর কাছে সবচাইতে বেশি অপ্রিয়। (মুসলিম)

১৪৪২. وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ - رواه مسلم هكذا. ورواه الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ .

১৮৪২. হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলেন, যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে

বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়োনা। কেননা, বাজার হলো শয়তানের রণক্ষেত্র। শয়তান এখানে তার পতাকা উত্তোলিত করে রাখে। (মুসলিম)

বারকানা তাঁর সহীহ গ্রন্থে সালমান ফারেসী থেকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারীর ভূমিকা গ্রহণ কোরনা। কেননা, শয়তান এখানে ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটায়।

১৪৪৩. وَعَنْ عَاسِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ - قَالَ : وَلَكَ قَالَ عَاسِمٌ فَقُلْتُ لَهُ اسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) - رواه مسلم

১৮৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে আসেম আল-আহওয়াল বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম : হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আব্দুল্লাহ আপনার গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। তিনি বললেন : তোমার গুনাহ-খাতাও। আসেম বলেন : আমি তাকে (আবদুল্লাহকে) বললাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমার জন্যেও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন : আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। (সূরা মুহাম্মদ : ১৯) (মুসলিম)

১৪৪৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - رواه البخارى .

১৮৪৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্বকার নবীদের উপদেশগুলোর মধ্যে যা মানুষের কাছে উপনীত হয়েছে তা হলো : “লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।” (বুখারী)

১৪৪৫. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ - متفق عليه .

১৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম যে অপরাধের বিচার করা হবে, তাহলো খুন-খারাবি বা হত্যাকাণ্ড। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৪৬. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ - رواه مسلم .

১৮৪৬. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফেরেশতাদেরকে ‘নূর’ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর জ্বিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে

আগুনের শিখা থেকে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই জিনিস দ্বারা, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম)

১৪৮৭. وَعَنْهَا رَضِيَ قَالَتْ كَانَ خُلِقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ - رواه مسلم فِي جُمْلَةِ حَدِيثِ طَوِيلٍ .

১৮৪৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল পবিত্র কুরআনের জীবন্ত নমুনা। (মুসলিম)

১৪৮৮. وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْرَاهِيَةَ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ - رواه مسلم

১৮৪৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতকারকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করেনা, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? যদি তা-ই হয় তাহলে আমাদের সবাই তো মৃত্যু অপছন্দ করে। তিনি বললেন : না, এর অর্থ ঠিক তা নয়;। বরং ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহর রহমত, সন্তোষ ও তাঁর জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভকে খুবই পছন্দ করে। আর সে কারণে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে পসন্দ করেন। অন্যদিকে কাফির ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর অসন্তোষের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত লাভকে অপছন্দ করে আর তাই আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

(মুসলিম)

১৪৮৯. وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبٍ رَضِيَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَتَقَلِّبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ قَلَمًا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعًا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَيْبٍ فَقُلْ لَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَاشِيئًا - متفق عليه .

১৮৪৯. উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিন্তে হুয়াই (ইবনে আখতার) (রা) বর্ণনা করেন : (একদা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিফাক করছিলেন। আমি এক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে (এক পর্যায়ে) আসার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমায় কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে এলেন। ইতোমধ্যে দুজন আনসার ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে দেখে তারা দ্রুত চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বললেন : একটু দাঁড়াও। (এরপর বললেন) ‘এ হলো (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই’। তারা বলে উঠলো : ‘সুবহান আল্লাহ! (আল্লাহ মহাপবিত্র) হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একী বললেন। তিনি বললেন : শয়তান আদম সন্তানের (মানব জাতির) রক্তনালীতে পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হলো, শয়তান হয়তো তোমাদের মনে কুধারণার সৃষ্টি করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৫০. وَعَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَابُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَلَمَّا اتَّقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بِبَغْلَتِهِ قَبْلَ الْكُفَّارِ، وَأَنَا أَخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْفُهَا إِرَادَةً أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَابُو سُفْيَانَ أَخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمَرَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمَرَةِ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقْرِ عَلَى أَوْلَادِهَا - فَقَالُوا : يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ فَاقْتَتَلُوا هُمُ وَالْكُفَّارُ وَالِدَعْوَةُ فِي الْإِتْصَارِ، يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْإِتْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْإِتْصَارِ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزَرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ : هَذَا حِينٌ حَمَى الْوُطَيْسُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصِيَّاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ مُؤَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ فَذَهَبَتْ أَنْظَرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَا هُمْ بِحَصِيَّاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا - رواه مسلم - الْوُطَيْصُ التَّنُورُ وَمَعْنَاهُ اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ - وَقَوْلُهُ حَدَّهُمْ هُوَ بِأَلْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ بِأَسْهُمٍ .

১৮৫০. হযরত আবু ফযল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বর্ণনা করেন : আমি হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং কখনো তাঁর থেকে আলাদা হইনি। (তখন) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। কাফিরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ তীব্র হতে শুরু হলেই মুসলমানরা পালাতে শুরু করলো। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বাধা অগ্রাহ করে তাঁর খচ্চরটিকে কাফিরদের দিকে হাঁকিয়ে নিতে থাকলেন। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে বাধা দিচ্ছিলাম, যাতে করে খচ্চরটি দ্রুত এগোতে না পারে। আবু সুফিয়ান রাসূলে আকরাম সাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের রিকাব ধরে ছিলেন। রাসূলে আকরাম সাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : হে আব্বাস বাইআতে রিয়ওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ডাকো। আব্বাস ছিলেন খুব উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। তিনি বললেন, আমি খুব উচ্চকণ্ঠে বাইয়াতে রিয়ওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ডাকলাম। সাদ্বাহ্ কসম! আমার ডাক শোনার পর তাদের ভালবাসা ও মমত্ব প্রচণ্ডভাবে সাড়া দিল, যেমন গাভী তার সদ্যপ্রসূত বাচ্চার ডাকে সাড়া দেয়। তারা সাড়া দিয়ে বললো : আমরা হাজির, আমরা হাজির। এরপর তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এসময় সবাই আনসারদেরকে এই মর্মে আহবান জানাচ্ছিল : হে আনসারগণ! হে আনসারগণ! এরপর কেবল বনু হারেস ইবনে খাজরাজকে আহবান জানানো হলো। ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলে আকরাম সাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের পিঠের ওপর থেকে ঘাড় উঁচু করে যুদ্ধের অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন : ইতোমধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এরপর রাসূলে আকরাম কিছু পাথর খণ্ড হাতে তুলে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন : মুহাম্মদের প্রভুর কসম! তারা পরাজয় বরন করবে। এই সময় যুদ্ধের গতি তীব্রভাবে লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম যুদ্ধ পূর্বের মতোই চলছে। তবে সাদ্বাহ্ কসম! তিনি যখনই ওদের প্রতি পাথর খণ্ডগুলো ছুড়ে মারলেন তখন আমি দেখলাম, ওদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ঝিমিয়ে পড়ছে। এবং তার পরিণামে ওরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। (মুসলিম)

১৪৫১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ - فَقَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) وَقَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَذَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ - رواه مسلم

১৮৫১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাদ্বাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে জনমণ্ডলী! সাদ্বাহ্ পবিত্র; তিনি পবিত্র (হালাল) জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। সাদ্বাহ্ রাসূলদেরকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনদেরকেও সেই আদেশই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং সংকাজ করো। তোমরা যা কিছুই করো, আমি তা ভালোভাবেই জানি। (সূরা মুমিনুন) মহান সাদ্বাহ্ আরো বলেন : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা আহার করো।

(সূরা বাকারা : ১৭২)

এরপর তিনি এমন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন, যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। ফলে তার চেহারা হয়েছে উক্কু-খুক্কু ও ধুলি-ধুসরিত। এই অবস্থায় সে তার হাত দুখানি উর্বমুখে

তুলে বলতে থাকে, হে প্রভু, হে প্রভু। অথচ সে যা কিছু পানাহার করে, যা কিছু পরিধান করে, যা কিছু ব্যবহার করে, তার সবটাই হারাম। কাজেই তার দো‘আ কিভাবে কবুল হতে পারে ?

(মুসলিম)

১৮৫২. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنَ لَا يَزِيزُ كَيْفَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ - رواه مسلم العائِلُ الْفَقِيرُ .

১৮৫২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিতৃপ্ত করবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না; বরং তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এরা হলো বয়স্ক ব্যাভিচারী, মিথ্যাচারী রাষ্ট্রনায়ক এবং অহংকারী দরিদ্র।

(মুসলিম)

১৮৫৩. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّحَانٌ وَجَيْحَانٌ وَالْفُرَاتُ وَالنَّيْلُ كُلٌّ مِّنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ - رواه مسلم .

১৮৫৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাইহান, জাইহান, ফোরাৎ ও নীল এই চারটি হলো জান্নাতের নদী।

(মুসলিম)

১৮৫৪. وَعَنْهُ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ : خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْآحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ. وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدُّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ - رواه مسلم

১৮৫৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন : আল্লাহ শনিবার মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার পাহাড় (পর্বত) সৃষ্টি করেছেন, সোমবার গাছ-গাছালী সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার খারাপ বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেছেন, বুধবার ‘নূর’ (আলো) সৃষ্টি করেছেন। বিম্ব্যৎবার জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টির শেষ ভাগ শুক্রবার আসর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ে আদি মানব আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন।

(মুসলিম)

১৮৫৫. وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ قَالَ : لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ - رواه البخارى .

১৮৫৫. হযরত সুলাইমান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) বর্ণনা করেন : মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয় খানা তরবারি ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত আমার হাতে মাত্র একখানা ইয়েমেনী তরবারি অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী)

১৮৫৬. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهُمُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ - متفق عليه .

১৮৫৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোনো বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ইজতিহাদ বা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে তাকে দু'টি সওয়াব প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে একটি সওয়াব প্রদান করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৫৭. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ - متفق عليه .

১৮৫৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জ্বর হলো জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে এটা ঠাণ্ডা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৫৮. وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ - متفق عليه .

১৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয রোযা কাযা রেখে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস বা অভিভাবক যেন তা আদায় করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন : এই হাদীস মুতাবেক উত্তম পছা হলো : যে ব্যক্তির ফরয রোযা কোনো কারণে কাযা হলো এবং তা পূরণ করার আগেই সে মারা গেল, তার সে রোযাগুলো তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয। উল্লেখ্য, অভিভাবক বলতে নিকটাত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। সে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতেও পারে, না হতেও পারে।

১৮৫৯. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطَّفِيلِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ أَهْوُ قَالَ هَذَا قَالُوا : نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذْرٍ أَنْ لَا أَكَلِمَ ابْنُ الدُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدًا وَلَا أَتَحْنُ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورِينَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشِدُكُمَا اللَّهَ لَمَّا أَدْخَلْتُمَا نِيَّ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ

الرَّحْمَنِ حَتَّى اسْتَاذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَعَاتُهُ أَنْدَخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا قَالُوا كُنَّا؟ قَالَتْ نَعَمْ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضًا وَطَفِقَ يُنْشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَنَازِلَانِهَا إِلَّا كَلِمَتَهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجَرَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ - فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِيرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَيَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَلَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَنَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خَمَارَهَا - رواه البخارى .

১৮৫৯. হযরত আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফায়েল বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে জানানো হলো যে, তার কোনো জিনিস বিক্রির ব্যাপারে কিংবা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়বকে দেয়া তাঁর উপহার সামগ্রীর ব্যাপারে ইবনে যুবায়ের (রা) বলেছেন : আল্লাহর কসম! আয়েশাকে একাজ থেকে আবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নচেত আমি তাকে এভাবে অর্থ ব্যয় করতে বাধার সৃষ্টি করবো। একথা শুনে আয়েশা (রা) প্রশ্ন করেন : সত্যই কি সে একথা বলেছে? লোকেরা বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কখনো ইবনে যুবায়েরের সঙ্গে কথা বলবো না। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তা বন্ধ থাকলো, তখন ইবনে যুবায়ের তাঁর কাছে সুপারিশ করতে লোক পাঠালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তার ব্যাপারে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করবোনা এবং আমার মানতও ভঙ্গ করবোনা।

আবদুল্লাহ যুবায়েরের কাছে বিষয়টা যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন। তিনি তাদেরকে জানালেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা আমায় আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে চলো। কেননা, আমার সাথে আত্মীয় বন্ধন ছিন্ন করার শপথ নিয়ে তিনি বসে থাকবেন, এটা তার জন্যে বৈধ নয়। এরপর মিস্ওয়ার ও আবদুর রহমান তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে আয়েশার বাড়ি গেলেন। তারা আয়েশার কাছে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন : আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক) আমরা কি ভেতরে আসতে পারি? আয়েশা (রা) বললেন : আসুন! তারা জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কি সবাই আসবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সবাই আসুন। তিনি জানতেন না যে, তাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রয়েছেন। তারা ভিতরে প্রবেশ করলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অস্তপুরে আয়েশা (রা)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর গলা আঁকড়ে ধরে কসম খেয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিস্ওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাকে কসম দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে এবং তার

ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে অনুরোধ করলেন। তারা বললেন : আপনার তো জানা আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক’ ছিন্ন করতে বারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন : কোনো মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সালাম-কলাম বন্ধ রাখা বৈধ নয়। তারা যখন উভয়ে আয়েশা (রা)-কে বারবার আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনিও তাদেরকে আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা মনে করিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন : আমি অত্যন্ত কঠিন মানত করেছি। তবে তারা উভয়ে তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুরায়েরের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁর এই কসম ভঙ্গের জন্যে চল্লিশটি গোলামকে আযাদ করে দিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি এই মানতের কথা স্মরণ করে এত কান্নাকাটি করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। (বুখারী)

১৪১০. وَعَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أَحَدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانٍ سِنِينَ كَالْمُودِّعِ لِلْحَيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمَنِيرِ فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَّا فَسَوْهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظَرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَّا فَسَوْهَا فِيهَا وَتَقْتَسِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عُقَيْبَةُ فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَوْصِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَّا فَسَوْهَا فِيهَا - وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَتْلَى أَحَدٍ الدُّعَاءُ لَهُمْ لَا الصَّلَاةَ الْمَعْرُوفَةَ .

১৮৬০. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। দীর্ঘ আট বছর পর তিনি তাদের জন্যে এমনভাবে দো‘আ করলেন, যেন জীবিত লোকেরা মৃতকে দাকন করে সবেমাত্র প্রস্থান করেছে। এরপর তিনি মিসরে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি তোমাদের অগ্রবর্তী; আমি তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদান করবো। আর তোমাদের সাথে অস্বীকার থাকলো, কাওসার নামক ঋণাধারার পাশে তোমাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাত ঘটবে। আমি এখন থেকেই তা পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ শংকাবোধ করিনা যে, তোমরা আবার শিরকে জড়িয়ে পড়বে, বরং আমার শংকা হলো, তোমরা দুনিয়ার ভোগ-লালসায় জড়িয়ে পড়বে। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন : আমি এ সময়েই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ বারের মতো দেখেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনা মতে উক্বা বলেন : বরং আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা পার্থিব ভোগ-বিলাসে জড়িয়ে পড়বে এবং পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে তোমাদের পূর্বকার লোকদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। উক্বা (রা) বলেন : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বরের ওপর এটাই আমার সর্বশেষ দেখা। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদের মধ্যে অগ্রবর্তী, আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্যদান করবো। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউষে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দুনিয়ার জমানো ধনরাজির চাবি দেয়া হয়েছিল কিংবা বলা যায় দুনিয়ার চাবি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষেত্রে আমার অবর্তমানে শিরকে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা জাগতিক লোভ-লালসায় ফেঁসে যাবে। ইমাম নববী (রহ) বলেন : এ হাদীসে বর্ণিত সালাতের অর্থ হচ্ছে দো'আ বা প্রার্থনা।

১৪৬১. وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرٍو بْنِ أَخْطَبِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنِي حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَأَنَّا نَحْنُ أَحْفَظُنَا - رواه مسلم

১৮৬১. হযরত আবু যায়েদ আমর ইবনে আখতার আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর মিস্বরে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন : এভাবে যোহরের সময় এসে পড়লো। তাই মিস্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর মিস্বরে দাঁড়িয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। এভাবে আসরের সময় হয়ে গেলো। মিস্বর থেকে নেমে তিনি আসরের নামায পড়ালেন। আবার তিনি মিস্বরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। এতে বিশ্বময় যা কিছু ঘটে গেছে আর যা কিছু ঘটবে সে বিষয়ে তিনি আমাদেরকে জানালেন। (আমরা বুঝতে পারলাম) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সবচেয়ে সুন্দরভাবে ধারণ করতে সক্ষম। (মুসলিম)

১৪৬২. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهْ - رواه البخارى .

১৮৬২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য মানত করলে সে যেন তা অগ্রাহ্য করে। (বুখারী)

১৪৬৩. وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ وَقَالَ : كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ -

১৮৬৩. হযরত উম্মে শারীক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গিরগিটি^১ মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (এর ব্যাখ্যা বলছেন) গিরগিটি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আঙনে ফুঁ দিয়েছিলো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৬৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَبْنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الْأَوَّلَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ - رواه مسلم قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْوَزْغُ الْعِظَامُ مِنْ سَامٍ أَبْرَصَ.

১৮৬৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটিকে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে তবে তা প্রথমটির সমান নয়। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্যও এতে বিপুল পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে মেরে ফেলতে পারলো তার জন্য একশ পূণ্য লেখা হয়। দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেললে তার চেয়ে কম। এবং তৃতীয় আঘাতে মারতে পারলে দ্বিতীয় বারের চাইতে কম পূর্ণ হবে। (মুসলিম)

১৮৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأَتَى فَقَبِلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زَنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ - رواه البخارى بلفظه ومسلم بمعناه.

১৮৬৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আমি আজ সদকা (দান-খয়রাত) বিতরণ করবো। লোকটি তার সদকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং তা চোরের হাতে দিয়ে

এলো। এতে লোকেরা বলাবলি শুরু করলো, গত রাতে চোরকে সদকা দেয়া হয়েছে। সদকা প্রদানকারী দো'আ করলো, হে আল্লাহ! সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা তোমার জন্য। আজ আমি সদকা বিতরণ করবো। সেমতে দ্বিতীয় দিনেও সে সদকার অর্থ নিয়ে বাইরে বের হলো এবং এক নষ্টা মহিলার হাতে দিয়ে এলো। ফলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, গতরাতে এক নষ্টা মহিলা সদকার জিনিস পেয়েছে। সদকা দানকারী বললো, হে আল্লাহ! এই নষ্টা মহিলার জন্য তোমার শোকর আদায় করছি। আমি অবশ্যই আরো বেশি দান-সদকা করবো। তৃতীয় রাতেও সে সদকা নিয়ে বের হলো এবং এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে এলো। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি শুরু করলো গতরাতে এক ধনী ব্যক্তি সদকার অর্থ পেয়েছে। সদকা প্রদানকারী বললো, হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল তারিফ ও প্রশংসা। তুমি আমার সদকা চোর, নষ্টা চরিত্র ও ধনী ব্যক্তিকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছো। অতএব লোকটিকে বলা হলো, তুমি চোরকে সদকা দিয়েছো হয়তো সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। তুমি নষ্টা মহিলাকে সদকা দিয়েছো হয়তো সে তার দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে আর ধনবান ব্যক্তিকে সদকা দিয়েছো হয়তো সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে আল্লাহর দেয়া বিপুল ধন-সম্পদ ব্যয় করবে।

(মুসলিমের ভাষায় বুখারী বর্ণিত)

۱۸۶۶ . وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَذَرُونَ مِمَّ؟ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَنْظُرُهُمُ النَّاطِرُ وَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ آلا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَّغَكُمْ، آلا تَنْتَظِرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَبُوكُمْ آدَمُ وَيَأْتُوتهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَعَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَآمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَآسَكْنَكَ الْجَنَّةَ آلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا؟ فَقَالَ: إِنْ رَبِّي غَضِبَ عَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَا نِيَّ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ: نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى نُوحٍ - فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، آلا تَرَى إِلَى مَا بَلَّغْنَا، آلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: إِنْ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي: إِذْ هَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ

أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ

وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي : إِذْ هَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَا
تُونُ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ
إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ
قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أَوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي : إِذْ
هَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْ هَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ، وَكَلِمَتِ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ
فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي : إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ
فَيَأْتُونَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَانْطَلِقْ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا
لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يَقَالُ
يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ تَعَطَّ وَأَشْفَعْ تُشَفِّعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمِّتِي يَا رَبِّ أُمِّتِي يَا رَبِّ فَيَقَالُ
يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مَنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِصَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنَ الْبَابِ الْيُسْأَلِ وَهُمْ شُرَكَاءُ
النَّاسِ فَيَسَا سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ - ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَ عَيْنٍ مِنْ
مِصْرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৮৬৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো এক খাওয়ার দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রানের গোশত খুব পছন্দ করতেন। তাঁর সামনে একখানা রান পরিবেশন করা হলো। তিনি রান থেকে দাঁত দিয়ে গোশত ছিড়ে নিয়ে বললেন : আমি কিয়ামতের দিন তামাম মানবজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবো। তোমরা কি জানো, কেন তা হবো? কিয়ামতের দিন আল্লাহ (আমার) পূর্বের ও পরের তামাম মানুষকে এক সমতল ভূমিতে জড়ো করবেন। এ দৃশ্য দর্শকরা দেখতে পাবে

রিয়াদুস সালেহীন

এবং তারা আহবানকারীর আহবানও শুনতে পাবে। সূর্য একদম তাদের কাছাকাছি আসবে। এসময় লোকেরা অসহ্য দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে। লোকেরা পরস্পরকে বলবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছেনা তোমাদের কী অবস্থা দাড়িয়েছে এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাবনা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে? কেন তোমরা এমন লোকের সন্ধান করছোনা, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের (কল্যাণের) জন্যে সুপারিশ করতে পারবেন? লোকেরা তখন একে অপরকে বলতে থাকবে, তোমাদের আদি পিতা তো আদম (আ)। তাই তারা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন করবে : হে আদম (আ) আপনি সমগ্র মানব জাতির আদি পুরুষ। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজের ইচ্ছামতো তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন; তাই তারা আপনার সামনে সিজদাবনত হয়েছেন। আর তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং আমাদের দুঃখ-কষ্ট কোন্ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে? হযরত আদম (আ) বলবেন। আমার প্রভু আজকের দিনে এতো ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে, ইতোপূর্বে আর কখনো তিনি এমনটা হননি। তার পরেও কখনো এরূপ হবেন না। তিনি আমায় একটি বৃক্ষের কাছে যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি। হায়! আমার কী হবে? হায়! আমার কী হবে? আমার কী হবে? তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহের কাছে যাও। এরপর লোকেরা নূহ (আ)-এর কাছে ছুটে যাবে। তারা তাঁকে বলবে। হে নূহ! আপনি বিশ্ববাসীর জন্যে সর্ব প্রথম রাসূলে হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দাহ বলে খেতাব দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি দেখছেন না আমাদের দুর্দশা কি চরম প্রান্তে উপনীত হয়েছে? আপনি কি আমাদের (কল্যাণের) জন্যে আপনার প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করবেন না? তিনি বলবেন : আজ আমার প্রভু এতো ক্রুদ্ধ যে, ইতোপূর্বে কোনো দিনও এতোটা ক্রুদ্ধ হননি এবং এরপর আর কখনো হবেন না। আমার একটি বদদোআ করার অধিকার ছিলো : আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে সে বদ-দোআ করেছি। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হায়, আমার কি হবে? হায়, আমার কি হবে? হায় আমার কি হবে? তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। তোমরা বরং ইব্রাহীমের নিকট যাও।

তারা হযরত ইব্রাহীমের নিকট গিয়ে বলবে : হে ইব্রাহীম (আ)! আপনি আল্লাহর প্রিয় নবী। বিশ্ববাসীর মধ্যে আপনিই তাঁর প্রিয় বন্ধু (খলীল)। কাজেই আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন : আমার প্রভু আজকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; ইতোপূর্বে তিনি কখনো এতোটা ক্রুদ্ধ হননি, এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (এখন আমি লজ্জিত) হায়! আমার কী হবে? আমার কী হবে? আমার কী হবে? তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুসার কাছে যাও।

তখন লোকেরা হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এসে নিবেদন করবে : হে মুসা (আ)! আপনি আল্লাহর রাসূল! মানব জাতির মধ্যে আপনাকে আল্লাহ তাঁর নবুয়্যত ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনি আমাদের নাজাতের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে

সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা কি দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়েছি ? তিনি বলবেন : আজ আমার প্রভু এতোটা ক্রুদ্ধ যে, ইতোপূর্বে তিনি আর কখনো এতোটা ক্রুদ্ধ হননি এবং এরপরও আর কখনো এতটা ক্রুদ্ধ হবেন না। এছাড়া একটি লোককে আমি হত্যা করেছিলাম। কিন্তু তাকে হত্যা করার কোনো নির্দেশ আমার কাছে ছিলোনা। হায়! আমার কী হবে ? হায়! আমার কী হবে! হায় আমার কী হবে ? তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ঈসার নিকট যাও।

এরপর সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে : হে ঈসা (আ)! আপনি আব্বাহর রাসূল এবং তার কালেমা, যা তিনি মরিয়মকে প্রদান করেছিলেন। আর আপনি রুহুল্লাহ— আব্বাহর দেয়া রুহ। আপনি শিশুকালে দোলনায় থাকতেই মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কী দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়েছি। হযরত ঈসা (আ) বলবেন : আমার প্রভু আজ ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ। ইতোপূর্বে তিনি কখনো এরূপ ক্রুদ্ধ হননি। আর পরেও কখনো হবেন না। হযরত ঈসা (আ) তাঁর কোনো গুনাহর প্রসঙ্গ উল্লেখ করবেন না। হায়! আমার কী হবে। হায়! আমার কী হবে। হায়! আমার কী হবে! তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। হাঁ তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা আমার কাছে এসে বলবে : হে মুহাম্মদ : আপনি আব্বাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আব্বাহ আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ-খাতাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি জানেন না, আমরা কি রকম বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে আরশের নীচে যাবো এবং আমার মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় যাবো। আব্বাহ আমায় তাঁর তারিফ প্রশংসা শিখিয়ে দেবেন। আমার পূর্বে আর কাউকে সে রকম তারিফ-প্রশংসা শেখানি। তারপর বলা হবে : হে মুহাম্মদ! তুমি মাথা তোল। তুমি যা চাইবে, তা-ই তোমায় দেয়া হবে। আর কোনো সুপারিশ করলে তাও কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলে বলবো : হে প্রভু! আমার উম্মাত! হে প্রভু! আমার উম্মত। (অর্থাৎ হে প্রভু আমার উম্মতের কি হবে) তখন বলা হবে : হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের যেসব লোকের হিসাব গ্রহণ করা হবেনা (অর্থাৎ বিনে হিসেবে জান্নাতে যাবার সুযোগ পাবে) তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। তবে অন্যান্য জান্নাতীর সঙ্গে তারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও ঢুকতে পারবে। এরপর তিনি বললেন : সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন— জান্নাতের প্রতিটি দরজার উভয় পাশের মাঝখানে এতটা জায়গা থাকবে, যতোটা দূরত্ব মক্কা ও হাজর নামক স্থানের মধ্যে অবস্থিত। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন : যতোটা দূরত্ব মক্কা ও বুসরার মধ্যে। (বুখারী ও মসলিম)

۱۸۶۷ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النَّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قَبْلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ

مِنْطَقًا لَتُعْفَى أَثَرَهَا عَلَى سَارَةِ ثُمَّ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبَابِنَهَا إِسْمَاعِيلُ

وہی ترضعہ حتیٰ وضعہا عند البیت عند دوحۃ فوق زمزم فی اعلیٰ المسجد و لیس بمکہ
یومئذ احد و لیس بہا ماء فوضعہما هناك و وضع عندہما جرأبا فیہ تمر و سقاء فیہ ماء ثم
قفی ابراہیم منطلقا فتبعہ ام اسماعیل فقالت یا ابراہیم آین تذهب و تترکنا بهذا الوادی
الذی لیس فیہ انیس و لا شیء فقالت لہ ذلک مرارا و جعل لا یلتفت الیہا - قالت لہ : اللہ
امرک بهذا ؟ قال نعم قالت اذا لا یضیعنا ثم رجعت فانطلق ابراہیم علیہ وسلم حتی اذا کان
عند الثنیۃ حیث لا یرونہ استقبل بوجہ البیت ثم دعا بہؤلاء الدعوات فرفع یدہ فقال (ربنا
اننی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع) حتی بلغ (یشکرون) وجعلت ام اسماعیل ترضع اسم
عیل و تشرب من ذلک الماء حتی اذا نفذ ما فی السقاء عطشت و عطش ابنہا وجعلت تنظر
الیہ یتکوی او قال یتلبط فانطلقت کراہیۃ ان تنظر الیہ فوجدت الصفا اقرب جبل فی
الأرض یلیہا فقامت علیہ ثم استقبلت الوادی تنظر هل ترى احدا ؟ فلم ترى احد فہبطت من
الصفا حتی اذا بلغت الوادی رفعت طرف درعہا ثم سعت سعی الانسان المجهود حتی جاوزت
الوادی ثم اتت المروۃ فقامت علیہا فنظرت هل ترى احد فلم ترى احد ففعلت ذلک سبع مرات
- قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فلما اشرفت علی المروۃ سمعت
صوتا فقالت صہ - تريد نفسہا - ثم سمعت فسمعت ایضا فقالت : قد اسمعت ان کان عندک
غوات فاعث فاذا ہی بالملک عند موضع زمزم فبحث بعقبہ - او قال بجناحہ حتی ظہر الماء
فجعلت تجوضہ و تقول بیہا هكذا و جعلت تغرف من الماء فی سقائہا و هو یفور بعد متغرف
وفی روایۃ بقدر ما تغرف .

قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی ﷺ رحمہ اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من
الماء - لکانت زمزم عینا معینا قال فشریت و أرضعت و کدها فقال لہا الملک لا تخفوا
الضیعة فان ہنا بیتا للہ بینہ ہذا الغلام و أبوہ ، وان اللہ لا یضیع اهلہ و کان البیت مرتفعاً
مرتفعاً من الأرض کما الرابیۃ تأتيہ السیول فتأخذ عن یمینہ و عن شمالہ فكانت کذلک حتی

مَرَّتْ بِهِمْ رُقَّةٌ مِّنْ جُرْهُمِ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِّنْ جُرْهُمِ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاءَ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاوَا طَائِرًا عَانِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَّعَهْدُنَا بِهِذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَارْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّتَيْنِ فَإِذَا هُم بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذِنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ : قَالَتْ نَعَمْ ؛ وَلَكِنْ لَّا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُلْفِيَ ذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا فَارْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلُ آبِيَاتٍ وَشَبَّ الْعُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَذْرَكَ زَوْجَهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرْكِتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَالَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا وَفِي رِوَايَةٍ بَصِيدُ لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرِّ نَحْنُ فِي ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ وَشَكَّتْ إِلَيْهِ - قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ أَقْرَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَانَهُ أَنْسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتَهُ فَسَأَلْنِي : كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتَهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيْرَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ الْحَقُّ بِأَهْلِكَ - فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَنَا هُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَالَ عَنْهُ، قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا - قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ - فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا طَعَا مُكُّمُ ؟ قَالَتْ اللَّحْمُ - قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ الْمَاءُ - قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهَمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يَوْأَ فَقَاهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ آيَنَ إِسْمَاعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَشِيدُ فَقَالَ لَيْتَ امْرَأَتَهُ الْآ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ قَالَ وَمَا طَعَا مُكُّمُ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ طَعَا مِنَّا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَتُ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَإِذَا

جَاءَ زَوْجُكَ فَأَقْرَنِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يَثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ - قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَبِأَمْرِكَ أَنْ تَثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ - قَالَ ذَاكَ أَبِي وَأَثْنَتِ الْعَتَبَةُ أَمْرَنِي أَنْ أُمْسِكَ ،

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمَرَمَ فَلَمَّا رَأَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعِ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا هَهُنَا وَ أَشَارَ إِلَى أَكْمَةِ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَاحُولِهَا، قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يَنَاولُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُمْ شَنَّةً فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَبَدَّرَ لَبْنُهَا عَلَى صَبِيحِهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرَكُنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللَّهِ فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدُرُّ لَبْنُهَا عَلَى صَبِيحِهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَحْسُّ أَحَدًا - قَالَ - فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتْ الْوَادِيَّ وَسَعَتْ وَآتَتْ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْرَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تَقْرَءْهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَحْسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْبٍ، فَقَالَتْ أَغْثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ بِعَقْبِهِ

هَكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَنْبَتَ الْمَاءُ فَدُهِشَتْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ رَوَاهُ الثَّبَخَارِيُّ بِهَذَا الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا ،

১৮৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) নিয়ে এলেন। তাদেরকে তিনি একটি বিশাল গাছের নীচে, মসজিদের উচ্চ ভূমিতে যমযমের স্থানে রাখলেন। তখন মক্কায কোনো জনবসতি কিংবা পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থাও ছিলনা। তিনি ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাকে সেখানে রাখলেন। আর তাদের পাশে এক ঝুড়ি খেজুর ও এক মশক পানি রাখলেন। তারপর ইব্রাহীম (আ) সেখান থেকে রওয়ানা করলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন পিছন চলছিলেন এবং বলছিলেন : হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে এই নির্জন প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে তো আত্মীয়-স্বজন ও চেনা-জানা পরিবেশ কিছুই নেই। ইসমাঈলের মা বার বার তাঁকে একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি আবার ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ কি আপনাকে একরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম (আ) বললেন : ‘হাঁ’ তখন ইসমাঈলের মা বললেন : তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। এরপর তিনি নিজ স্থানে ফিরে এলেন। ইব্রাহীম (আ) সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তাদেরকে আপন দৃষ্টিসীমার বাইরে ‘সানিয়াই’ নামক স্থানে পৌছে কাবার দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর দু’হাত তুলে এই বলে দোআ করলেন : ‘হে আমাদের প্রভু! আমি পানি ও বৃক্ষলতাহীন এক ধূসর প্রান্তরে আমার বংশধরের একটি অংশকে তোমার অতি-সম্মানার্থে গৃহের কাছে এনে বসবাসের জন্যে রেখে গেলাম। হে আমাদের প্রভু। এটা আমি এজন্যে করেছি যে, তারা যেন এখানে নামায কায়েমের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও। এরা যাতে কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার বান্দাহ হতে পারে, সেজন্যে ফলফলাদি থেকে এদেরকে খাবার দান করো।

(সূরা ইব্রাহীম : ৩৭)

ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে বুকের দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন। আর তিনি নিজে মশকের পানি পান করতে থাকলেন। অবশেষে যখন মশকের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তান পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করছে। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে না পেরে পানির সন্ধানে চলে গেলেন। এসময় সাফা পাহাড়কে তিনি তাঁর কাছাকাছি দেখতে পেলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকালেন যে, হয়তো কারো দেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কারো দেখাই তিনি পেলেন না। ফলে তিনি সাফা পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং উপত্যকা পেরিয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিম্নদেশে পৌছলেন এবং তাতে আরোহন করলেন। এবারও তিনি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোন জন-মানব দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখা গেলনা। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার ছুটাছুটি (সাদ্গ) করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রাসূলে আকরাম সাদ্গালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) দুই পাহাড়ের মাঝে ছুটাছুটি (সাদ্গ) করে থাকে। হযরত ইসমাঈলের মা (যখন শেষ

বারের মতো) ছুটে গিয়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন (অদ্ভুত) একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, কী ব্যাপার, একটা আওয়ায শুনতে পেলাম যেন! এরপর তিনি শব্দটির তাৎপর্য বোঝার জন্যে কান খাড়া করে রাখলেন। তিনি আবার শব্দটি শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বললেন : তুমি আমায় আওয়াজ শোনালে! হয়তো তোমার কাছে আমার বিপদের কোনো প্রতিকার আছে। হঠাৎ তিনি যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সে তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। এক পর্যায়ে খোঁড়াখুড়ির স্থান থেকে পানি ফুটে বের হলো। তিনি পানির উৎস-মুখের চার দিকে বাঁধ দিলেন এবং আজলা ভরে মশকে পানি ভরতে লাগলেন। একদিকে তিনি মশকে পানি ভরছিলেন, অন্যদিকে পানি উছলে পড়তে লাগল। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি মশক ভরে পানি সঞ্চয় করলেন। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসমাইলের মায়ের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি যদি যমযমকে ওই অবস্থায় রেখে দিতেন কিংবা তা থেকে যদি মশক ভরে পানি তিনি না রাখতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবহমান ঋণায় পরিণত হতো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনি পানি পান করলেন, এবং তাঁর সন্তানকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন : আপনি ধ্বংস হওয়ার ভয় করবেন না। কেননা এখানে আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যা এই পুত্র ও তার পিতা নির্মাণ করবেন। আল্লাহ এখানকার অধিবাসীদেরও ধ্বংস করবেন না। তখন বাইতুল্লাহর স্থানটি ভূমি থেকে কিছুটা উচু অর্থাৎ টিলার মতো ছিল। বন্যা বা প্লাবন এলে এর ডান ও বাম দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। এভাবে মা ও সন্তানের কিছুকাল কেটে যাওয়ার ঘটনা ক্রমান্বয়ে বনী জুরহূমের কাফেলা কিংবা বনী জুরহূম গোত্রের লোকেরা এই পথ দিয়ে 'কাদা' নামক স্থান থেকে আসছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে এসে উপনীত হলে সেখানে কিছু পাখিকে চক্রাকারে উড়তে দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল : এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা তো এই মরু অঞ্চলে এসেছি অনেক দিন হলো। কিন্তু এর আগে কোথাও পানির চিহ্ন দেখিনি। তারা একজন বা দুজন সন্ধানকারীকে খোঁজ নেয়ার জন্যে পাঠালো। তারা গিয়ে (এক স্থানে) পানি দেখতে পেল এবং ফিরে গিয়ে তা সঙ্গী লোকদেরকে জানালো। কাফেলার লোকেরা তখন অবিলম্বে পানির দিকে ছুটে গেল। ইসমাইলের মা তখন পানির কাছেই বসা ছিলেন। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : আপনি কি আমাদেরকে এখানে এসে থাকার অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন : হাঁ! তবে পানির ওপর তোমাদের কোনো সত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবেনা। তারা বললো : আচ্ছা, তা-ই হবে।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসমাইলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিলো নবাগতদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ রচনা করা। যাই হোক, নবাগত লোকেরা এখানে এসে বসতি গড়ে তুলল এবং কাফেলার অন্যান্য সদস্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে ডেকে নিয়ে এলো। ক্রমান্বয়ে সেখানে বেশ কয়েকটি বসতি গড়ে উঠল, ইসমাইল যৌবনে উপনীত হলেন, এবং তাদের নিকট থেকে স্থানীয় ভাষা (আরবী) শিখে নিলেন। তাঁর সুন্দর ও সুঠাম চেহারা এবং রুচিসম্মত জীবনধারা লোকেরা খুবই পছন্দ করলেন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলে লোকেরা তাদের এক যুবতীর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে ইসমাইলের

মা ইন্তেকাল করলেন। তবে ইসমাঈলের বিয়ের পর হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কায় এলেন। তিনি নিজের রেখে যাওয়া জিনিসপত্র সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? সে বললেন খাদ্য সংগ্রহ করতে বাইরে গেছেন। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি শিকারে বের হয়েছেন। ইব্রাহীম (আ) তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ-খবর নিলেন। পুত্রবধু বললো, আমরা খুব দুর্গতির মধ্যে আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে জড়িয়ে ধরেছে। এই কথাগুলো সে অভিযোগের সুরে বললো। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন : তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠটা বদলে ফেলে।

বাড়ি ফিরে ইসমাঈল যেন কিছু একটা আঁচ করতে পারলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : (আমার অবর্তমানে) কেউ এসেছিলেন কি? স্ত্রী বললো : হ্যাঁ একটা বুড়ো লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি সব বিষয়ে তাকে বললাম, আমাদের সংসার জীবন কিভাবে চলছে, তাও তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমরা খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমায় কোনো পরামর্শ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললো : হ্যাঁ, তিনি আমায় আপনাকে সালাম পৌঁছাতে বলেছেন। তিনি আপনাকে ঘরের চৌকাঠ বদলাতে আদেশ করেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন : তিনি আমার পিতা। তিনি তোমাকে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাও। অবশেষে তিনি তাকে তালাক দিলেন এবং ওই গোত্রেরই অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ইব্রাহীম (আ) অনেক দিন আর এদিকে আসেননি। পরে যখন তিনি এলেন, তখনই ইসমাঈলের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো না। তিনি পুত্রবধুর কাছে ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বললো : তিনি আমাদের জন্যে খাদ্যের সন্ধানে গেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কেমন আছো? তিনি তাদের সংসার জীবন এবং অন্যান্য প্রশ্নও জানতে চাইলেন। এসবের জবাবে ইসমাঈলের স্ত্রী বললেন : আমরা খুব ভালো এবং সম্বল অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। একথা বলে সে মহান আল্লাহর তারিফ প্রশংসা করল। ইব্রাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কী খাও? পুত্রবধু বললো : গোশত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী পান করো? সে বললো পানি। তখন ইব্রাহীম (আ) এই বলে দো'আ বরলেন, হে আল্লাহ! এদের জন্যে গোশত ও পানিকে বরকতময় করুন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তাদের কাছে কোনো খাদ্যশস্য ছিলনা, তা যদি থাকত তাহলে ইব্রাহীম (আ) তাদের খাদ্য শস্যেও বরকতের দো'আ করতেন। এ কারণেই পবিত্র মক্কা ছাড়া আর কোথাও শুধু গোশত আর পানির ওপর নির্ভর করে লোকদের জীবন যাপন করতে দেখা যায়না। অবশ্য কারো শারীরিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে ভিন্ন কথা।

অপর এক বর্ণনায় আছে : তিনি (ইব্রাহীম) এসে জিজ্ঞেস করলেন : ইসমাঈল কোথায়? (তার) ইসমাঈলের স্ত্রী বললো : তিনি শিকারে গেছেন, আপনি বসুন। কিছু পানাহার করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের পানাহারের ব্যবস্থা কি? পুত্রবধু বললো, আমরা গোশত খাই এবং পানি পান করি। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন : হে আল্লাহ! এদের খাদ্য, পানিতে বরকত দিন! আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইব্রাহীম (আ)-এর দো'আর বরকতেই মক্কাবাসীদের খাদ্য ও পানীয়কে

বরকতময় করা হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) বললেন : তোমার স্বামী ফিরে এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ সংরক্ষণ করে। ইসমাঈল ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কি কেউ এসেছিলেন। স্ত্রী বললো : হাঁ, আমার কাছে সুন্দর ও সুঠামদেহী একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু তারিফও করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কিভাবে আমাদের জীবন জীবিকা চলছে ? বললাম : আমরা বেশ ভাল আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন : তিনি কি তোমায় কোনো উপদেশ দিয়েছেন ? স্ত্রী বললো : হাঁ, তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং ঘরের চৌকাঠ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সব কথা শুনে ইসমাঈল বললেন : তিনি হচ্ছেন আমার পিতা আর তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক মজবুত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

হয়রত ইব্রাহীম (আ) অনেক দিন যাবত আর (মক্কায়) আসেন নি। এরপর একদিন ইসমাঈল জমজম কুপের পাশে একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে তার তীর ঠিক করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ইব্রাহীম (আ) এসে উপস্থি হলেন। ইসমাঈল পিতাকে দেখে উঠে এগিয়ে গেলেন। এরপর পিতাপুত্র এবং পুত্র পিতার সাথে যথারীতি সৌজন্য বিনিময় করলেন। তিনি (ইব্রাহীম) বললেন : হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল বললেন : আপনার প্রভু আপনাকে যে কাজের আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। তিনি (ইব্রাহীম) তখন বললেন, তুমি আমায় এ কাজে সাহায্য করো। ইসমাঈল বললেন : হ্যাঁ, আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। ইব্রাহীম বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা বলে তিনি একটি উচু টিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এর চারদিকে ঘরটি নির্মাণ করতে হবে। এরপর তারা আলোচ্য ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসমাঈল পাথর বয়ে আনতেন আর ইব্রাহীম তা দিয়ে ভিত রচনা করতেন। চারদিকের দেয়াল বেশ উঁচু হয়ে গেলে ইব্রাহীম এই পাথরটি (মাকামে ইব্রাহীম) এনে এর উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল গাঁথতে থাকলেন আর ইসমাঈল (আ) পাথর এনে জোগান দিতে থাকলেন। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়েই ঘর তৈরি করার সময় প্রার্থনা করতে থাকলেন : ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই চেষ্টা ও শ্রম কবুল করুন। আপনি সবকিছু জানেন এবং শোনেন।’ (সূরা বাকারা : ১২৭)

অপর এক বর্ণনায় আছে : ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বেড়িয়ে পড়লেন। তাদের সঙ্গে একটি পানির মশকও ছিলনা। ইসমাঈলের মা মশকের পানি পান করতেন এবং সন্তানকে দুধ পান করাতেন। এভাবে তারা মক্কায় উপনীত হলেন। ইব্রাহীম (আ) স্ত্রীকে একটা বিশাল গাছের নীচে রেখে পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইসমাঈলের মা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকলেন। অবশেষে ‘কাদা’ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি পেছন থেকে স্বামীকে ডেকে বললেন : হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার জিম্মায় রেখে যাচ্ছেন। তিনি বললেন : আল্লাহর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। ইসমাঈলের মা বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। একথা বলে তিনি ফিরে এলেন। তিনি মশকের পানি পান করতে এবং বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। একসময় মশকের পানিও ফুরিয়ে গেলো। তিনি বললেন, আমার কোথাও গিয়ে খোঁজ নেয়া উচিত আশপাশে কাউকে দেখা যায় কিনা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বলে তিনি (ইসমাঈলের মা) রওয়ানা হলেন এবং সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে

লাগলেন অদূরে কোনো লোক দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোনো লোক দেখা গেলনা। তিনি পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে ছুটলেন। ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে তিনি দৌড়ালেন এবং মারওয়া পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে কয়েকবার চক্কর দিলেন। এরপর ভাবলেন, এখন গিয়ে দেখে আসা দরকার আমার শিশু ছেলের কি অবস্থা। অতএব তিনি চলে গেলেন এবং গিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চাটি যেন মৃত্যুর জন্য ছটফট করছে। এ দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন আমার গিয়ে খোঁজ নেয়া দরকার সাহায্যের জন্যে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। তাই তিনি সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং বারবার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু কারো দেখাই তিনি পেলেন না। এভাবে সাতবার ছুটছুটি করার পর তিনি ভাবলেন, এখন গিয়ে দেখা দরকার বাচ্চাটি কি করছে। ইতোমধ্যে তিনি একটা শব্দ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, যদি কোনো উপকার করতে পারো তাহলে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসো। হঠাৎ দেখা গেলো হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত। তিনি তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করার ইঙ্গিত করলেন। হঠাৎ করে মাটি ফেটে পানি বের হলে ইসমাইলের মা হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি পানির চারপাশে গর্ত করতে শুরু করলেন। (এভাবে বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীসটির বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন)।

(বুখারী)

۱۸۶۸ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ - متفق عليه

১৮৬৮. হযরত সাঈদ ইবনে যয়েদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা ‘মান’ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এর পানি চোখের রোগ নিরাময়কারী।

(বুখারী ও মুসলিম)

(মান হলো এক প্রকার আসমানী খাবার। বনী ইসরাইলীরা মূসা (আ)-এর জমানায তাদের বাস্তবহারা জীবনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অবধি নিরন্তরভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই খাবার পেয়েছিল। এটা কুয়াশার মতো রাতের বেলা ভূমির ওপর পড়ে জমে থাকতো। তারা এটা সংগ্রহ করে আহার করতো।

অনুচ্ছেদ : তিনশত উনসত্তর

ইস্তেগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -

অতএব হে নবী! ভালোভাবে জানে নাও, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের ঋণ-বিচ্যুতির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যও। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত।

(সূরা মুহাম্মদ : ১৯)

وَقَالَ تَعَالَى : وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালবান।

(সূরা আন-নিসা : ১০৬)

وَقَالَ تَعَالَى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

তখন তুমি তোমার রব্ব-এর হামদ সহকারে তাঁহার তসবীহ করো এবং তাঁহার নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী। (সূরা নাসর : ৩)

وَقَالَ تَعَالَى : لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي..... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْحَارِ -

বল, আমি কি তোমাদের বলব যে, এ সবের চেয়ে অধিক ভাল জিনিস কোন্টি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের রব্ব-এর নিকট জান্নাতে বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র জীর্ণগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। এসব লোক তারাই, যারা বলে : “হে আমাদের রব্ব, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।” এরা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়ালবনত, দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

(সূরা আলে ইমরান : ১৫-১৭)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا.....

কেহ যদি কোন পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে এবং তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। কিন্তু যে পাপকার্য করবে, তার এই পাপকার্য তার জন্যই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি অতীব বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। তারপরে যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো খুবই সাজ্জাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে।

(সূরা নিসা : ১১০-১১২)

وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ -

তখন তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাহেন নাই, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহর এ নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাবে আর আল্লাহ তাদের ওপর আযাব দেবেন।

(সূরা আনফাল : ৩৩)

وَقَالَ تَعَالَى : الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ

يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সজ্জাটিত হয় কিংবা তারা কোন গুনাহ করে নিজদের ওপর জুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তার নিকট তারা নিজদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ

মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা জেনে বুঝে নিজদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না ।
(সূরা আলে ইমরান : ১৩৫)

১৪৬৭. وَعَنِ الْأَعْرَابِ الْمُرْتَدِّ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ لَيُفَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - رواه مسلم .

১৮৬৯. হযরত আগার আল মুযান্নী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার অন্তরের ওপর (কখনো-সখনো) আবরণ ফেলা হয় আর আমি দৈনিক একশো বার ইস্তেগফার করি । (মুসলিম)

১৪৭০. وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - رواه البخارى .

১৮৭০. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্র কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি । (বুখারী)

১৪৮১. وَعَنْهُ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ وَلَجَأَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

১৮৭১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে সত্তর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা যদি গুনাহ না করত, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিতেন । তারপর তিনি এমন এক জাতিকে প্রেরণ করতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন । (মুসলিম)

১৪৭২. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ كُنَّا نَعْدُو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - رواه ابو داود والترمذى وقال حديث صحيح .

১৮৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমরা গণনা করে দেখেছি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে এই দো'আটি একশোবার পড়েছেন : 'রাবিব ফিরলী ওয়া তুর আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর রাহীম' অর্থাৎ আমার প্রভু! আমায় ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো । তুমি নিশ্চয়ই তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু । (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন : একটি সহীহ হাদীস ।

১৪৭৩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - رواه ابو داود .

১৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণ কাজ অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেন। তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে কখনো ভাবতেও পারত না। (আবু দাউদ)

১৮৭৪. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ - رواه ابو داود والترميدى والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم .

১৮৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে : আমি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করছি আল্লাহর কাছে, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীব অবিনশ্বর। আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তার গুনাহ-খাতাহ মাফ করে দেয়া হয়। এমন কি, সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন গুনাহ করলেও।

—আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৮৭৫. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤُكَ يَذْنِبُنِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصْبَحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - رواه البخارى ومسلم - أَبُوؤُكَ بَيَاءٌ مَضْمُونَةٌ ثُمَّ وَائٍ وَهَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ وَمَعْنَاهُ أَقْرُ وَأَعْتَرَفُ .

১৮৭৫. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'সাইয়েদুল ইস্তেগফার' বা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা হলো, বান্দা বলবে : 'হে আল্লাহ তুমি আমার পরোয়ারদিগার। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তুমি আমায় সৃষ্টি করেছো। আমি তোমারই বান্দা। আমি সাধ্যমতো তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধপরিবর। আমি যা কিছু করেছি তার মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্যে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যেসব নিয়ামত আমাদের দান করেছ তার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার সকল অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমায় মার্জনা করো। কেননা, তুমি ছাড়া অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা আর কারো নেই। কোনো ব্যক্তি পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে দিনের বেলা এই দো'আ পাঠ করে যদি সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যায় তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দো'আ পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তবে সেও জান্নাতে যাবে। (বুখারী)

১৮৭৬. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَصَرَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ قِيلَ لِلْاَوْزَاعِيِّ وَهُوَ اَحَدُ رَوَاتِهِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ - رواه مسلم

১৮৭৬. হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে তিনবার ইস্তেগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন। তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমারই নিকট থেকেই শান্তি নিরাপত্তা পাওয়া যায়, তুমি বরকতময় ও কল্যাণময় হে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী। ইমাম আওয়ামীকে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলে আকরাম কিভাবে ইস্তেগফার করতেন? জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি (রাসূল আকরাম) বলতেনঃ আস্তাগফিরুল্লাহ (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) আস্তাগফিরুল্লাহ। (মুসলিম)

১৭৮৮. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - متفق عليه .

১৮৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে বেশি পরিমাণে এই দো‘আ পড়তেনঃ ‘সুবহা-নাহ্মাহি ওয়া বিহামদিহী; আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র। সমগ্র তারিফ ও প্রশংসা তাঁর জন্যে। আমি আল্লাহর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৭৮. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ كَوُ بَلَغْتَ ذُنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ نِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذی وقال حديث حسن . عَنَانَ السَّمَاءِ يَفْتَحُ الْعَيْنَ قِيلَ هُوَ السَّحَابُ ، وَقِيلَ هُوَ مَا عَنْ لَكَ مِنْهَا ، أَيْ ظَهَرَ ، وَقُرَابُ الْأَرْضِ بَضْمُ الْقَافِ وَرَوَى بِكَسْرِهَا وَالضَّمِّ أَشْهُرُ وَهُوَ مَا يُقَارَبُ مِثْلَهَا .

১৮৭৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ ‘হে আদম সন্তান! তুমি যতোক্ষণ আমার কাছে দো‘আ করবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করতে থাকবে, ততোক্ষণ আমি তোমার গুনাহ-খাতাহ মাফ করতে থাকবো। সেক্ষেত্রে তোমার গুনাহর পরিমাণ যতো বেশি কিংবা যতো বড়োই হোকনা কেন। এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুই তোয়াক্কা করবোনা। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আকাশ পর্যন্ত ছুয়ে যায়। আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমায় ক্ষমা করে দোবে; এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুই তোয়াক্কা করবোনা। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ করে উপস্থিত হও

আর আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করো, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে যাবো। (তিরমিযী)

তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

১৮৭৭. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَكَثِّرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنَّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِينٍ أَغْلَبَ لَذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ مَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ ؟ قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَتَمَكُّتُ الْآيَّامِ لَا تُصَلِّيَ - رواه مسلم.

১৮৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে মেয়েরা! তোমরা দান করো এবং বেশি বেশি গুনাহর ক্ষমা চাও। আমি দেখেছি জাহান্নামের বেশির ভাগ অধিবাসীই মেয়ে। মেয়েদের থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন। জাহান্নামীদের অধিকাংশ আমরা মেয়েরা, এর কারণে কি? জবাবে তিনি (রাসূলে আকরাম) বলেন : তোমরা বেশি পরিমাণে লানত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ হও। বিচার-বুদ্ধি ও ধীন সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের যে কোনো নারী যে কোনো চতুর ও বুদ্ধিমান পুরুষকে যেভাবে হতবাক করে দেয়, তা আমি অন্যত্র কোথাও দেখিনি। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলেন : জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধীন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন : দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান আর ঋতুকালীন সময়ে কয়েকদিন তোমরা নামায পড়তে উপযোগী থাকেনা। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ : তিনশত সত্তর

আল্লাহ জাহান্নাতে মুমিনদের জন্যে যে সামগ্রী প্রস্তুত রেখেছেন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينِينَ ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ، لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ .

মহান আল্লাহ বলেন : পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা অবস্থান করবে বাগিচা ও ঋণীধারার মধ্যে। এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ কর পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। তাদের মনে যাকিছু সামান্য কপটতার ত্রুটি থাকবে, তা আমরা বের করে দেব। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনের ওপর বসবে। তারা সেখানে না কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে, না সেখান হতে তারা কখনো বহিস্কৃত হবে।

(সূরা আল হিজর : ৪৫-৪৮)

وَقَالَ تَعَالَى : يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ . يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَ

فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ .

সেই দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুই পরস্পরের দূশমন হয়ে যাবে যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হয়ে রয়েছিল, সেই দিন তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে : ‘হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া হবে।’ তাদের সামনে সোনার থালা ও পাত্রসমূহ উপস্থাপন করা হবে এবং মনভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে : ‘এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে। তোমরা দুনিয়ায় যেসব নেক আমল করেছিলে। সেই সব আমলের দরুন তোমরা এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে বিপুল ফল-ফলাদি রয়েছে, যা তোমরা খাবে। (সূরা আয-যুখরুফে : ৬৭-৭৩)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، كَذَلِكَ زَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ عِينٍ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে, বাগ-বাগিচা ও ঋণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায়। পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে, সামনা-সামনি আসীন হবে। এই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। আমরা সুন্দরী রূপসী হরিণনয়না নারীদিগকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দেব। সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু জিনিসসমূহ পেতে থাকবে। সেখানে কখনো তারা মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু ঘটেছিল, তা তো ঘটেই গিয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন।...বস্তুত এটাই বড় সাফল্য। (সূরা আদ-দুখান : ৫১-৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَّا قَسِ الْمُتَنَّا فِسُون. وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ .

নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে। উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে মুখ-বন্ধক উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো হবে। এর ওপর মিশক-এর মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চাবে, তারা যেন এই জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। এ একটি ঋণা; এর পানির সাথে নৈকট্য লাভকারী লোকেরা শরাব পান করবে। (সূরা মুতাফ্ফিন : ২২-২৮)

১৮৮০. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَا مِنْهُمْ ذَلِكَ جُشَاءً كَرَّشَحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ - رواه مسلم

১৮৮০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের খাবার পাবে এবং সেখানকার পানীয় পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রশ্ন উঠবেনা, তাদের নাকে ময়লা জমবেনা, এবং তারা প্রশ্রাবও করবেনা। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের খাদ্যবস্তু হজম হয়ে যাবে এবং তা থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বেরিয়ে আসবে। তারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই সুবহানাল্লাহ আল্‌হামদুল্লাহ ইত্যাকার তাসবীহ ও তাকবীর উচ্চারণ করতে থাকবে। (মুসলিম)

১৮৮১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ - وَأَقْرُؤُوا إِن شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - متفق عليه .

১৮৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্যে এমন সব সামগ্রী তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কানও তার বর্ণনা কখনো শোনেনি। তাছাড়া কোনো মানুষ কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি, কেউ কোনো দিন তা ধারণা করতে পারেনি। একথার সমর্থনে তোমরা কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতে পারো। সৎ কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্যে চক্ষু শীতলকারী যেসব সম্পদ-সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তার খবর রাখেনা। (সূরা হা-মীম আস-সিজদাই : ১৭) (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৮২. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ - أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ - عُوْدُ الطَّيِّبِ أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ أَدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ - متفق عليه .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ : أُنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مَخُّ سَوْفِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَا غُضْ : قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا - قَوْلُهُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَأَسْكَانِ اللَّامِ وَبَعْضُهُمْ بِضَمِّهِمَا وَكَلَاهُمَا صَحِيحٌ .

১৮৮২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে দাখিল হবে, তাদের চেহারা (চৌদ্দ তারিখের) পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা বিকমিক করা তারকার মতো আলোকিত হবে, তাদেরকে প্রস্রাব-পায়খানার বামেলা পোহাতে হবেনা, তাদের মুখে থুথু আসবেনা এবং নাকেও ময়লা জমবেনা। তারা স্বর্ণের তৈরী চিরুণী ব্যবহার করবে, তাদের ঘাম হবে মেশকের মতো সুগন্ধিময়। তাদের ধূপদানি সুগন্ধি কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হরেরা হবে তাদের জীবন-সঙ্গিনী। তাদের দৈহিক গঠন হবে অভিন্ন ধরনের। তাদের অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্রও হবে একই রকমের। উচ্চতায় তারা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর মতো ষাট হাত দীর্ঘ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে, তাদের ব্যবহার্য তৈজসপত্র হবে স্বর্ণের। তাদের দেহের ঘাম হবে মেশকের মতো সুগন্ধিময়। তারা প্রত্যেকেই দুজন করে সহধর্মিনী পাবে। তারা অতীব সৌন্দর্যের অধিকারী হবে। এমন কি, তাদের উরুর হাড়িডর মজ্জা গোশ্বতের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো রূপ মত-বিরোধ কিংবা হিংসা-দ্বेष থাকবেনা। তাদের মানস-প্রকৃতি হবে একই ব্যক্তির মন-মানসের মতো। তারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে।

১৮৮৩. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ، مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَقَالُ لَهُ أُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيَقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكٍ مُلْكٍ مِّنْ مُّلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ امْتَلَاهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَكِنَّ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ - رواه مسلم

১৮৮৩. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হযরত মুসা (আ) তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞেস করেন : সবচাইতে কম মর্যাদার জান্নাতী কে ? আল্লাহ বলেন : সে এমন ব্যক্তি, যে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর আসবে। তাকে বলা হবে : তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে নিবেদন করবে : হে আমার প্রভু! সব লোক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে এবং নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়েছে। সুতরাং এখন আমি কিভাবে জান্নাতে গিয়ে স্থান পাবো ? তাকে বলা হবে : তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশার (কিংবা শাসকের) রাজ্যের সমান রাজ্য দান করা হয়, তবে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে। সে বললো, হে প্রভু! আমি এতে সম্মত। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন : তোমাকে তা-ই দেয়া হলো। এরপরও তার সমান আরো, এরপর তার সমান আরো এবং এরপর ওইগুলোর সমান আরো বাড়তি দেয়া হলো। পঞ্চমবার সে বলবে : হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট এবার। আল্লাহ তাকে বলবেন : তোমায় এগুলোর মতো আরো দশগুন দেয়া হলো।

রিয়াদুস সালেহীন

তোমার মন যা চায়, তোমার চোখ যাতে তৃপ্তি লাভ করে, সেসব বস্তুই তোমায় দেয়া হলো। সে বলবে : হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। হযরত মূসা (আ) বলেছেন : হে প্রভু! জান্নাতে সবচাইতে বেশি মর্যাদা কে লাভ করবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন : যাদেরকে আমি মর্যাদা দিতে চাইব, আমি নিজে তাদেরকে মর্যাদাবান করবো। তাদেরকে মহরাক্কিত করে চিহ্নিত করবো। তাদেরকে এমন কিছু দান করা হবে, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শোনেনি, এবং মানুষের কল্পনা যার ধারে কাছেও ঘেষতে পারেনা। (মুসলিম)

১৮৮৬. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَيًّا - فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَا تَيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَا تَيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى يَدَتْ نَوَاجِذَهُ فَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً - متفق عليه.

১৮৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি জানি, কোন্ জাহান্নামবাসী সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন্ জান্নাতী সবার শেষে জান্নাতে যাবে? এক ব্যক্তি আপন পাহার ওপর ভর করে হেচড়াতে হেচড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে! প্রভু হে! জান্নাত তো ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে : হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে যথারীতি যাবে; কিন্তু তার মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে : হে প্রভু! আমি দেখলাম, জান্নাত ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। সে আবার যাবে; কিন্তু তার মনে হবে, তা ইতোমধ্যেই ভরপুর হয়ে গেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি গিয়ে জান্নাতে দাখিল হও। কেননা, তোমার জন্যে দুনিয়ার সম-পরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুণ কিংবা পৃথিবীর মতো দশগুণ জায়গাও তৈরী হয়ে আছে। লোকটি বলবে। হে আল্লাহ! আপনি কি আমায় বিদ্রূপ করছেন অথবা আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন; অথচ আপনি তো সব কিছুরই একক মালিক। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর পবিত্র দাঁত আমাদের চোখে পড়ছিল। তিনি বলছিলেন : এই লোকটি হবে সবচাইতে নিম্নমানের জান্নাতী।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৮৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِّنْ لُّؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُّجَوِّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِثَالًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا - متفق عليه الْمِثْلُ سِتَّةُ آلَافٍ ذِرَاعٍ .

১৮৮৫. হযরত আবু মুসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে ফাঁপা মুক্তার তৈরী একটি তাঁবু থাকবে। তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। মুমিন ব্যক্তির পরিবারগণ তাতে বাস করবে। মুমিন ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে তাদের সবার সাথে সাক্ষাত করবে। কিন্তু তারা কেউ একে অপরের সাক্ষাত পাবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৮৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيرُ الرَّكَّابُ الْجَوَادُ الْمُضْمَرَّ السَّرِيعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا - متفق عليه . وَرَوَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِّنْ رِّوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا .

১৮৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে। কোন ব্যক্তি একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এক নাগাড়ে এক শো বছর ছুটতে থাকলেও এটির সীমানা অতিক্রম করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

উভয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বৃক্ষটির ছায়ায় ঘোড়া সওয়ার একশো বছর ছুটতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেনা।

১৮৮৭. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ قُوتِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَيْرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ - متفق عليه

১৮৮৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীরা তাদের ওপর তলার লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তের তারকাগুলো দেখতে পাও। জান্নাতী লোকদের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণেই এরূপ ঘটবে। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! ওই স্তরগুলো তো নবীদের জন্যে নির্ধারিত। সেখানে তাঁরা ছাড়া অন্যরা কি পৌঁছুতে পারবে? তিনি বললেন : কেন পারবেনা? যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর

রিয়াদুস সালাহীন

কসম! যারা আল্লাহর প্রতি (অবিচল) ঈমান এনেছে, এবং নবীদেরকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তারাও ওই স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৮৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ السَّمْسُ أَوْ تَقْرُبُ - متفق عليه

১৮৮৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুটি মুখোমুখি ধনুকের মধ্যবর্তী স্থানের সমপরিমাণ জান্নাতের স্থান দুনিয়ায় সূর্যের উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানের সব কিছুর চাইতেও মূল্যবান।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৮৯. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سَوْفًا يَأْتُونَهَا كُلُّ جُمُعَةٍ فَتَهْبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزِدُّادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرِ جِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ أَزْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَزْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا - رواه مسلم

১৮৮৯. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে প্রতি শুক্রবার একটি বাজার বসবে। সেখানে জান্নাতবাসীদের সাপ্তাহিক মিলন ঘটবে। তখন উত্তর দিক থেকে একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়-চোপড় সুগন্ধি ছড়িয়ে দেবে। এতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় আপন পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে। আল্লাহর কসম! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। অন্যদিকে তারাও বলবে : আল্লাহর কসম! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। (মুসলিম)

১৮৯০. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ - متفق عليه

১৮৯০. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতীরা তাদের বালাখানায় বাসস্থানে বসে পরস্পর পরস্পকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আসমানের তারকারাজিকে দেখতে পাও।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯১. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى اِنْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي أُخْرِ حَدِيثِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أذنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَأَ (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) رواه البخارى

১৮৯১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেখানে জান্নাতের বর্ণনা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বললেন : জান্নাতের ভেতর এমন সব বস্তু রয়েছে, যা কোনো চোখ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কান তার বর্ণনা শুনেনি এবং কারো ধারণা তা আন্দাজ করতে পারেনি। তারপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : (যার অর্থ) “তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে থাকে, আপন প্রভুকে ডাকে ভীতি ও প্রত্যাশার সাথে আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে তাদের চক্ষু শীতলকারী যে সব বস্তু গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীই তা অবগত নয়। (সূরা আলিফ-লাম-মীম আস্ সাদ : ১৬-১৭) (বুখারী)

১৮৯২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبَوْا فَلَا تَهَرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا - رواه مسلم

১৮৯২. হযরত আবু সাঈদ (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতীরা যখন জান্নাতে দাখিল হবে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে (হে জান্নাতবাসীরা!) তোমরা চিরকাল এখানে জীবিত থাকবে, কখনো মৃতুবরণ করবেনা। তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থতার শিকার হবেনা। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বার্ধক্য তোমাদের স্পর্শ করবেনা, তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাস্থ্যে থাকবে, কখনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করবেনা। (মুসলিম)

১৮৯৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولَ لَهُ هَلْ تَمَنَيْتَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - رواه مسلم

১৮৯৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে তোমাদের মধ্যকার নিম্নতম পর্যায়ে লোকটিকে বলা হবে : তুমি (আল্লাহ কাছে) চাও। তারপর সে চাইবে এবং চাইতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি চেয়েছো? জবাবে সে বলবে : হ্যাঁ আমি তো (অনেক কিছু) চেয়েছি। তখন আল্লাহ তাকে বলাবেন : তুমি যা চেয়েছো তা এবং তার সমপরিমাণ বাড়তি সামগ্রী তোমায় দেয়া হলো। (মুসলিম)

১৮৯৬. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ - فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى بِرَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ وَآيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَخْطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا - متفق عليه

১৮৯৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন : হে জান্নাতবাসী! জবাবে তারা বলবে। আমরা উপস্থিত হে আমাদের প্রভু! আমরা উপস্থিত! সমস্ত কল্যাণ তোমারই মধ্যেই নিহিত। এরপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন: তোমরা কি আজ সন্তুষ্ট? জবাবে তারা বলবে : হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবোনা? তুমি আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছো, তাতো তোমার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দাওনি। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন : আমি কি এর চাইতেও উত্তম জিনিস তোমাদের দেবোনা? তারা নিবেদন করবে : এর চাইতেও উত্তম জিনিস আর কী হতে পারে? আল্লাহ পাক বলবেন : আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি অবতারণ করবো। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি নারাজ বা অসন্তুষ্ট হবোনা।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯৫. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ - متفق عليه .

১৮৯৫. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছো। খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুকেও ঠিক সেভাবে স্পষ্টরূপে দেখতে পাবে। তাঁর দীদারে (দর্শনে) তোমরা কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্টবোধ করবেনা।

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮৯৬. وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ - رواه مسلم

১৮৯৬. হযরত সুহাইব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ লাভের পর তামাম কল্যাণ ও বরকতের আধার মহান আল্লাহ বলবেন : তোমরা কি আমার কাছে আর কিছু পেতে চাও? তারা বলবে; আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাননি? এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেননি? এসময় আল্লাহ (বান্দার সাথে তাঁর) পর্দা সরিয়ে ফেলবেন (এবং জান্নাতীরা তাঁর দর্শন লাভ করবেন।) জান্নাতীদের পক্ষে আপন পরোয়াদিগারের দর্শন লাভের চাইতে অধিকতর প্রিয় জিনিস আর কিছুই হবেনা। (মুসলিম)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرَ دَعَاؤُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

মহান আল্লাহ বলেন : আর এও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের খোদা তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে যার তলদেশে ঋণসমূহ প্রবহমান হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে এই : “পবিত্র তুমি হে খোদা”। তাদের দোয়া হবে “শান্তি বর্ণিত হোক”। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এই কথা : সমস্ত তারিফ-প্রশংসা রাব্বুল আলামীন খোদার জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা ইউনুস : ৯-১০)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . قَالَ مُؤَلَّفُهُ يَحْيَى النَّوَوِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَرَعْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْاَثْنَيْنِ رَابِعَ عَشْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ .

তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ঘ্রানি ও বিরূপভাব থাকবে, আমরা তা বিদূরিত করে দেব তাদের পাদদেশে ঋণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথের সন্ধান পেতাম না, যদি আল্লাহই আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের খোদা-প্রেরিত রাসূল প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। তখন আওয়াজ আসবে যে, “তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সেই সব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ, যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করছিলে। (সূরা আল আরাফ : ৪৩)

সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাদেরকে এই কাজের জন্যে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ পাক যদি হেদায়েত না করতেন, তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতামনা। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করো। তিনি ছিলেন, তোমার বান্দাহ ও রাসূল। উম্মী নবী। তুমি মুহাম্মদ (স) এর পরিবারবর্গ এবং তাঁর জীর্ণ ও সন্তান-সন্ততি ও সঙ্গীদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো, যেমন তুমি দরুদ প্রেরণ করেছিলে হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। আল্লাহ! তুমি বরকত দান করো হযরত মুহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, যেমন তুমি বরকত দান করেছিলে হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রশংসিত ও মহা সম্মানী।

এই গ্রন্থের সংকলক ইমাম নববী বলেন : আমি এই গ্রন্থের কাজ সমাপন করেছি সোমবার ৪ঠা রমযান, হিজরী ৬৭০ সনে দামেশকে অবস্থানকালে।

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া
আন-নববী (রহ.)

রিয়াদুস সালেহীন



খায়রুন প্রকাশনী